(শ্রীশ্রী৺যশোরেশ্বরী মাতা)

যশোরে পাণিপদ্মঞ্চ দেবতা যশোরেশ্বরী চণ্ডশ্চ ভৈরবো যত্র তত্র সিদ্ধি মবাপ্নুয়াৎ

যশোর নগর ধাম প্রতাপ আদিত্য নাম
মহারাজ বঙ্গজ কায়স্থ।
নাহি মানে পাতসায় কেহ নাহি আঁটে তায়
ভয়ে যত নৃপতি দ্বারস্থ॥

বরপুত্র ভবানীর প্রিয়তম পৃথিবীর
বায়ান্ন হাজার যার ঢালি।
ষোড়শ হলকা হাতী অযুত তুরঙ্গ সাতি
যুদ্ধ কালে সেনাপতি কালী॥

মহারাজ প্রতাপাদিত্য

(প্রকৃত ইতিহাসের ভিত্তিতে উপন্যাসাকারে রচিত)

প্রথম খণ্ড

(৪৯৩ পৃষ্ঠা)

প্রণীত

রাজা যতীন্দ্রমোহন রায়

(তদীয় অন্যতম বংশধর)

একমাত্র প্রাপ্তি স্থান :—

৬।১ হিদারাম ব্যানার্জ্জী লেন

বহুবাজার, কলিকাতা

প্রকাশক :—সাইজ
রাজা লালমোহন রায়
৩।১।১ হিদারাম ব্যানার্জ্জী লেন
বহুবাজার, কলিকাতা।

মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা মাত্র

প্রিণ্টার :—বি, এন, ঘোষ, আইডিয়াল প্রেস
১২।১ হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীট, কলিকাতা

উৎসর্গ

স্বর্গীয় কুমার জয়গোপাল রায়

বাবাজীউকে

গোপালমণি !

মহারাজ প্রতাপাদিত্য প্রকাশের জন্য কত অনুরোধ করিয়াছ। বাঙ্গালীর গর্ব্ব "মহারাজ প্রতাপাদিত্য" প্রকাশে তোমার কত আনন্দ ছিল। কতিপয় বন্ধুর দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া উহা প্রকাশ করিতে বিরত হইলাম। যদি কখনও আমার উত্তরাধিকারীগণ ইহা প্রকাশের সুযোগ পায় এবং প্রকাশ করে, তাহা হইলে— আমি জানি, আমার জীবিত মানে প্রকাশ করা অসম্ভব। আমি লোকান্তর হইতে তাহাকে আশীর্ব্বাদ করিব—আর তোমার আনন্দ বাস্তবে পরিণত হইলে, আমার পরলোকগত আত্মা পরম পরিতৃপ্ত হইবে।

লহ বৎস তোমার শোক তাপ জর্জ্জরিত—সংসার যুদ্ধে ক্ষত বিক্ষত বৃদ্ধ পিতার—এই অকিঞ্চিতকর পুস্তক তোমাকে উৎসর্গ করিলাম। ভগবান শ্রীগোবিন্দ তোমার আত্মার সহায় হউন।

ইতি

রাজা যতীন্দ্রমোহন রায়

কাটুনিয়া রাজবাটী

১০ই আশ্বিন

১৩৩৩ সাল

মুখপত্র

আজ ভারত স্বাধীন। মদীয় পরম পূজনীয় পিতৃদেব লিখিত "মহারাজ প্রতাপাদিত্য" প্রকাশের প্রতিশ্রুতি পালনের উপযুক্ত সময় উপস্থিত।

আমার পিতৃদেবের মুখে শুনিয়াছি—তিনি তৎকালীন মহারাজ প্রতাপাদিত্য বংশের একমাত্র উপযুক্ত শিক্ষিত, প্রতিভাশালী, প্রতাপশালী ব্যক্তি ছিলেন। তাই তাঁহার বিশিষ্ট ও হিতৈষীগণ মধ্যে মাননীয় ভূতপূর্ব্ব কলিকাতা ইউনিভার্সিটির ভাইস-চ্যান্সেলার যদুনাথ সরকার, মাননীয় ভূতপূর্ব্ব ঢাকা ইউনিভার্সিটির ভাইস্-চ্যান্সেলার রমেশচন্দ্র মজুমদার, মাননীয় ঢাকা জগন্নাথ কলেজের ভূতপূর্ব্ব ইতিহাসের প্রফেসার ভবানী প্রসাদ নিয়োগী, মাননীয় দৌলতপুর কলেজের ভূতপূর্ব্ব ইতিহাসের প্রফেসার সতীশ চন্দ্র মিত্র, প্রবর্ত্তক সংঘের প্রতিষ্ঠাতা মাননীয় মতিলাল রায়, তৎকালীন বিপ্লবী শ্রীগুরু অরবিন্দ, তৎভ্রাত বারীন্দ্র ঘোষ, অধুনা রাঁচির ডাক্তার মাননীয় যাদু গোপাল মুখোপাধ্যায়, মাননীয় শ্রীযুত সতীশ চন্দ্র চক্রবর্ত্তী, স্বর্গীয় হরি কুমার চক্রবর্ত্তী, পিতৃবন্ধু ডাক্তার যতীন্দ্র নাথ ঘোষাল, মহাশয় প্রভৃতি তাঁহাকে "মহারাজ প্রতাপাদিত্য" তাঁহার নিজস্ব ভাষায় পুস্তকাকারে লিখিতে অনুরোধ করেন। তিনি বন্ধুগণ দ্বারা অনুরুদ্ধ হইয়া লিখিতে আরম্ভ করেন কিন্তু সংসার ক্ষেত্রে ঘাত প্রতিঘাতে বইখানি সমাপ্ত হয় না। তৎপরে তাঁহার মধ্যম পুত্র, নয়নের মণি, অন্ধের যষ্টীসম পুত্রের অকাল মৃত্যুতে অভিভূত হইয়া পড়েন। কিন্তু তাঁহারও সময় সমুপস্থিত জানিয়া প্রাণপণে

বইখানি সন ১৩৩৩ সালের প্রথম ভাগে লেখা শেষ করেন। এবং তখনই তাঁহার স্বর্গতঃ পুত্রের নামে উৎসর্গ করিয়া যান।

তিনি বিগত ১৩৪৩ সালের ১০ই ফাল্গুন তারিখে মহাপ্রয়াণ করেন। জন্ম ১২৭৪ সালের ১২ই ফাল্গুন। তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে সামান্য কিছু লিপিবদ্ধ করিতেছি—

তিনি মহারাজা প্রতাপাদিত্যের একাদশতম পুরুষ ছিলেন। তদানীন Duif College হইতে তিনি B. A. পাশ করেন। কার্য্যোপলক্ষ্যে তিনি কিছুদিন লক্ষ্ণৌতে হিন্দী সংবাদ পত্রের 'সম্পাদকত্ব' করেন। পরে বর্ম্মায় গমন করেন। সেখান হইতে তিনি কোন এক সহৃদয় ইংরাজ পুরুষের সহিত জাপান গমন করিয়া তথাকার Millitary College এ শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ সম্পূর্ণ শিক্ষা শেষ হইবার দুই মাস পূর্ব্বেই পিতার মৃত্যু সংবাদ পাইয়া তথাকার শিক্ষা পরিত্যাগে স্বদেশাভিমুখে আগমন করেন। স্বদেশে আগমন পূর্ব্বক তৎকালীন বিপ্লবীদিগের সহিত যোগদান করেন। বিপ্লবী শ্রীঅরবিন্দ এখনও বাঁচিয়া আছেন। আমরা পিতৃদেবের নিকট শুনিয়াছি—শ্রীঅরবিন্দ প্রমুখ বিশেষ বিপ্লবীগণ আমাদের এই নগণ্য গৃহে পদার্পণ করিয়া আমাদের ধন্য করিয়াছেন। বিপ্লবী যাদু গোপাল মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, মতিলাল রায় এখনও বাঁচিয়া আছেন।

তৎপরে স্বর্গীয় বিপ্লবী যতীন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় বালেশ্বর সমুদ্রতীরে ধরা পড়ায় এবং প্রাণ বিসর্জ্জন দেওয়ায়—ইংরাজ বাহাদুর এই বিপ্লবী দলের সমস্ত সন্ধান হস্তগত করেন। তখন হইতে প্রায় সকলেই অন্তর্দ্ধান হয়েন। বহুদিন পরে শ্রীঅরবিন্দ ফরাসী অধীকৃত পাণ্ডিচেরীতে আত্মপ্রকাশ করেন। মতিলাল রায় প্রবর্ত্তক সংঘ প্রতিষ্ঠা দ্বারা সৎ নাগরিক হইলেন। যাদু গোপাল মুখোপাধ্যায় রাঁচিতে ডাক্তারী করিতেছিলেন। ইংরাজ বাহাদুরের ভারত ছাড়ার পরে বিপ্লবী যতীন্দ্র-

সূচীপত্র

নাথের স্মৃতিতর্পণে কলিকাতায় আত্মপ্রকাশ করিয়াছেন। এইরূপ বহু বিপ্লবী কালের তাড়নায় আত্মগোপন করিয়া জীব লীলা সংবরণ করিয়াছেন—কেহ বা জীবন্মৃত অবস্থায় এখনও বাস করিতেছেন। এখনও তাঁহাদের দেশবাসী সন্ধান রাখেন না।

এইরূপে মদীয় পিতৃদেব আত্মগোপন করিয়া সংসার ধর্ম্মে বাস করিতে আরম্ভ করেন এবং বৃদ্ধ বয়সে বিপ্লবী মনোবৃত্তির পরিচয় দিয়া গিয়াছেন—কয়েকখানি পুস্তক লিখিয়া। তন্মধ্যে "দাউদসাহ" লিখিয়া দেশবাসীকে দেখাইয়াছেন—ত্যাগী পুরুষের আত্মত্যাগ—হিন্দু মুসলমানের সমতা প্রীতি। পরাজিত হইয়াও পুনরায় বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা স্বাধীন করিবার দুর্দ্দমনীয় ইচ্ছায়—একজন হিন্দুর হস্তে যাবতীয় গৌড়ের তৎকালীন অর্থ, যাহা দ্বারা মহারাজা প্রতাপাদিত্য বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা স্বাধীন করিয়াছিলেন। "মাধব রাও সিন্ধিয়া" যিনি তৃতীয় পাণিপথে ছত্রপতি মহারাজার পেশোয়ার একজন বিক্রান্ত সামন্ত ছিলেন। তিনিই পুনরায় ভারতে স্বাধীন ধ্বজ প্রোথিত করিয়াছিলেন। "দক্ষিণাপথে আরংজীব ও মহারাণী তারাবাই" ছত্রপতি মহারাজের কনিষ্ঠ পুত্র রাজারামের মহিষ্বযী পত্নী। যিনি স্বাধীনতার জন্য জগদীশ্বর অভিহিত আরংজীবের সহিত যুদ্ধে দক্ষিণাপথে প্রাণ পাত করেন। তাঁহার স্বাধীনতার চেষ্টা যদি রহিত হইত—তাহা হইলে ছত্রপতিকে দস্যু অভিধায় অভিহিত হইতে হইত। এমনি আরও ছয়খানি—জাহানারা, মহব্বৎ খাঁ, শেরসাহ, আজিম ওস্মান, প্রাইভেট বাংলা প্রভৃতি রচনা করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্বাধীন মনোবৃত্তির পরিচয় বিদেশী প্রভুর নির্ম্মম নিষ্পেষণের মধ্যে এমন করিয়াই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। অধিকাংশ পুস্তকের মধ্যে লিখিত, যুদ্ধ ক্ষেত্রের নক্সা ও তেজোদ্দীপ্ত ভাষা প্রত্যেক বাঙ্গালী হৃদয়ে এক অভিনব শক্তি সম্পাদন করিবে সন্দেহ নাই।

আজ যদি আমরা তাঁহার সকল পুস্তকগুলি প্রকাশ করিতে পারি তাহা হইলে তাঁহার পরলোক গত আত্মা পরিতৃপ্ত হইবে। দেশবাসী ও সাহিত্যিক মনীষী বৃন্দের নিকট অনুগ্রহ লাভে ধন্য হইব।

তিনি দেশবাসীর অত্যন্ত প্রিয় ছিলেন। এতদূর প্রিয় ছিলেন যে, এখনও দেশবাসী হিন্দু মুসলমান তাঁহাকে স্মরণ করিয়া অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়া থাকে।

এক্ষণে তাঁহার স্বাধীন মনোবৃত্তির পরিচয় স্বরূপ "মহারাজ প্রতাপাদিত্য" প্রকাশ করা হইল। আমরা দেশবাসী ও সাহিত্য সেবী মনীষী বৃন্দের প্রতি নিবেদন করিতেছি. তাঁহাদের নিকট "মহারাজ প্রতাপাদিত্য" সমাদরে গৃহীত হইলে বাধিত হইব। তাঁহার পরলোক-গত আত্মা পরম পরিতৃপ্ত হইবে।

সাহিত্য জগতে আমি সম্পূর্ণ নূতন। ১২।১ হেমেন্দ্র সেন ষ্ট্রীটস্থ আইডিয়াল প্রেসের মালিক শ্রদ্ধেয় বাবু শ্রীবরেন্দ্র নাথ ঘোষ মহাশয় আমাকে সর্ব্ববিধভাবে সাহায্য করিয়াছেন। তাঁহাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

বন্দেমাতরম্।

কাটুনিয়া রাজবাটী
মাঘ, ১৩৫৪ সাল

সানুজ
রাজা লালমোহন রায়

মহারাজ প্রতাপাদিত্য

কৈশোর

(১)

ত্বরিত-ত্বরিত-ত্বরা—অকস্মাৎ স্নিগ্ধ মলয়-মরুৎ-সেবিত বাসন্তী প্রাতে দিগ্মণ্ডলব্যাপী স্থির বায়ুস্তর প্রকম্পিত করিয়া তূর্য্যধ্বনি হইল। তখন সবে মাত্র কেন্দ্রীভূতরশ্মি দিনকরের হিঙ্গুল রঞ্জিত বিরাট দেহ পূর্ব্ব-গগনের দৃষ্টিব্যাপিকা অতিক্রমনোন্মুখ; সবেমাত্র জগতে সুপ্রভাত জ্ঞাপনকারী নিয়ন্ত, সৃষ্ট বৈতালিক দধীয়াল, শিব শিব মধুর রাগিনীতে বিশ্ববাসীকে মঙ্গল গীতি শুনাইতেছিল; তখন সদ্য নিদ্রোত্থিত হিন্দু রাজধানীর অগনিত দেবালয় সংশ্লিষ্ট পুষ্পবাটিকায় ব্রাহ্মমূহুর্ত্তস্নাত, পবিত্রী কৃতদেহ ব্রহ্মমন্ত্রোচ্চারী দ্বিজেন্দ্রবর্গ দেবার্চ্চনোদ্দেশে পুষ্পচয়নে ব্যস্ত; তখন নাগরিক গৃহস্থ—দুর্গানাম, পঞ্চকন্যা ও শ্রীগোবিন্দ নাম স্মরণান্তর সাংসারিক ও বৈষয়িক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার ভূমিকায় নিবিষ্ট চিত্ত; তখন হিন্দু কুলবধূ প্রভাত সমীরণ সুষুপ্ত পতিবিলসিত শয্যা গৃহ ধর্ম্মানুরোধে পরিত্যাগান্তর সবেমাত্র দৈনিক কার্য্যানুষ্ঠানের সূত্রপাত করিতেছিল; তখন কেবল মাত্র মুহূর্ত্ত পূর্ব্বে হিন্দুরাজ নিকেতনের নহবৎ খানায় ললিত রাগিনীঝঙ্কার আরম্ভ হইয়াছিল।

পরিষ্কার প্রভাত।

আজ রাজপুত্রের মৃগয়ার দিন—ঘোর রক্তবর্ণ জরির কামদার মখমলের আস্তরণ, তাহাতে মুক্তার ঝালর, অশ্বকণ্ঠে শ্রেণীগ্রথিত মণিমধ্য সুবর্ণ পদক, পায় সুবর্ণ নির্ম্মিত ঘুঙুর, রেশমী বল্গায় মুক্তার খোপ দুলিতেছে--অশ্বপৃষ্ঠে—পাঠান রাজকুল সঞ্চিত বিপুল বিভবের বর্ত্তমান অধিকারী যশোহর নগর প্রতিষ্ঠাতা রাজা বিক্রমাদিত্যের একমাত্র পুত্র যুবরাজ প্রতাপাদিত্য—মস্তকে পক্ষী পুচ্ছ তরঙ্গায়িত মাণিক্য বিজড়িত উষ্ণীষ, ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক, কর্ণে প্রবালবিলম্বী কুণ্ডল, কণ্ঠে মতিগুচ্ছ খচিত লহর, বাহুতে অক্ষয় কবচ, বক্ষে সূর্য্য-কবচ প্রাতঃসূর্য্যকিরণোদ্ভাসিত রক্তরাগ রঞ্জিত, পরিধানে কিংখাপের চুড়িদার পায়জামা ও চাপকান এবং জরির নাগ্‌রা; দক্ষিণ হস্তে তীক্ষ্ণধার উন্মুক্ত তরবারি; বহু মূল্য কটিবন্ধে মণি-মাণিক্য খচিত কোষ—শূন্যগর্ভ। বাম হস্তে অশ্ব বল্‌গা ধৃত।

সর্ব্বাগ্রে প্রতিহারী-নগরবাসীকে যুবরাজের বহির্গমন জ্ঞাপন করিতেছিল। সঙ্গে দক্ষিণে—অয়স মণ্ডিত বর্ম্মাবৃত দেহ, বলিষ্ঠ গঠন লৌহ জালময় আস্তরণাবৃতদেহ বিশাল যুদ্ধাশ্বপৃষ্ঠে—রজত-মণি-মণ্ডিত তীক্ষ্ণাগ্র বর্ষা হস্তে গুহ কুলতিলক সূর্য্যকান্ত—ইনি যুবরাজের দক্ষিণ হস্ত।

বামে—তপ্ত কাঞ্চনগৌর, অগুরুচন্দনচর্চ্চিত প্রশান্ত ললাট, দুগ্ধ ফেনশুভ্র পরিচ্ছদাবৃত দেহ, শ্বেতাশ্ব বাহন, নিষ্কোসিত কৃপাণ-পাণি, পুষ্পমাল্য বেষ্টিত কণ্ঠ, ধনুর্বিলম্বিত বক্ষ, তূণীর পৃষ্ঠ, তীক্ষ্ণ চক্ষু শঙ্কর—ইনি প্রতাপের অভিন্ন হৃদয়।

পদৈক মাত্র পশ্চাতে যশোহর যুবরাজের বিবিধ আয়ুধবাহী সহচর মদন—তৎপশ্চাতে অশ্বপৃষ্ঠে ভল্ল, বর্ষা ও খড়্গ চর্ম্মধারী হৃষ্টাস্য বিপুলকায় শত যোধ।

একবার—দুইবার—তিনবার বাজিল—ভেরী নিনাদ দিগ্‌দিগন্তে গিয়া থামিল—থামিল না দ্রুতগতি অশ্ববেগ; নিমেষে নগর অতিক্রান্ত

হইল। কত পল্লী, ময়দান, উদ্যান বাটিকা পশ্চাতে ফেলিয়া নক্ষত্র বেগে মৃগয়া লোভী সকল ছুটিল; পঞ্চক্রোশ অতীত হইল—এখানে সুন্দর বনের প্রান্তসীমা। অসংযত রশ্মি, শ্রম জনিত স্বেদ মণ্ডিত দেহ অশ্বগণ—মন্ত্রাহত-প্রায় দাঁড়াইল, ইঙ্গিতাপেক্ষায়। তখন প্রতাপ ডাকিলেন—মদন! মদন প্রতাপের প্রহরণ বাহী ভীমমল্লবিক্রমে বিক্রান্ত সহচর। দুইপদ অগ্রসর হইয়া অভিবাদন পূর্ব্বক ভীষণ ভল্ল প্রতাপের হস্তে প্রদান করিল। অসি কোষ নিবদ্ধ হইল; পৃষ্ঠে ঢাল বিলম্বিত হইল, তৎপার্শ্বে তূণীর স্থাপিত হইল; গাণ্ডীব সদৃশ বিপুল ধনু উপবীতাকারে দক্ষিণ স্কন্ধে আরোপিত হইল। শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিলেন—যুবরাজ! আজ কেন্দ্রাক্রমণ ভার কাহার?

প্র। তোমার ও মদনের।

সূ। যুবরাজ! আজ দক্ষিণ কাহার—?

প্র। যে সর্ব্বদা দক্ষিণে থাকে তাহার ভিন্ন অন্যের সম্ভবে না।

সূর্য্যকান্তের বিশাল বক্ষ স্ফীত হইল। চক্ষে কৃতজ্ঞতার অশ্রু দেখা দিল, পুলকে আকেশ নখাগ্র রোমাঞ্চিত হইল—গম্ভীরে হাঁকিলেন—যোধগণ! বামে পঞ্চ বিংশতিজন যুবরাজের সহিত ও দক্ষিণে পঞ্চ বিংশতিজন আমার পশ্চাতে আইস। কেন্দ্রভার দ্রোণাচার্য্য ও ভীমের—অতএব অবশিষ্ট পঞ্চাশৎ যোধ কেন্দ্র সাহচর্য্যে ধাবিত হও।

স্নেহবশতঃ সূর্য্যকান্ত শঙ্করকে দ্রোণাচার্য্য ও মদনকে ভীমসেন বলিতেন। তখন শাঙ্কেতিক শঙ্খধ্বনি করতঃ—লতাগুল্ম, ক্ষুদ্রকায় বৃক্ষ—কে বলিতে পারে কত ক্ষুদ্রকায় জীবজন্তু দলিত করিয়া প্রভঞ্জন বেগে বক্রাকারে ষড়বিংশতি সংখ্যক বীর দক্ষিণ বেষ্টন মানসে ছুটিল; বামে প্রতাপ ও পঞ্চবিংশতি যোধ মন্থর গতিতে বনে প্রবিষ্ট হইলেন। মধ্যে ছুটিল পঞ্চাশৎ যোধ, শঙ্কর ও মদন।

কতছিন্ন পুষ্পিত লতাজাল সূর্য্যকান্তের বাহু, কণ্ঠ ও কটিদেশে

বেষ্টিত হইয়া রহিল; কপালে মুক্তা বিনিন্দী স্বেদ বিন্দু দেখা দিল, অশ্বমুখ হইতে ফেন নিঃসারিত হইল কিন্তু কই! আজিকার বেষ্টনে দুই একটী ক্ষুদ্র উপেক্ষিত প্রাণী ব্যতীত অন্য কিছুই সম্মুখীন হইল না। মন বিষন্ন কিন্তু গতি বা উদ্যমের বিরাম নাই; হঠাৎ কিসের পদচিহ্ন দর্শনে উৎফুল্ল হৃদয়ে স্বাভাবিক গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিলেন—হুঁসিয়ার! অর্দ্ধচন্দ্রাকারে পদচিহ্ন বেষ্টন পূর্ব্বক সমস্ত যোধ ছুটিল; অর্দ্ধক্রোশ অতিক্রম করিয়া চিহ্নের লেশ মাত্রও অনুভূত হয় না; জঙ্গল সে স্থানে দুর্ভেদ্য; লক্ষ্য করিলেন—অসূর্য্যম্পশ্য বৃক্ষ পত্রে সদ্য কর্দ্দম স্থানে স্থানে লেপিত। বুঝিলেন—যাহার চেষ্টা করিতেছেন ... তাহা নিকট, তখন তরু গুল্মাচ্ছাদিত জলাভূমির মধ্য হইতে নাসিকা ঝঞ্ঝাট শ্রুতিগোচর হইল—সেই সঙ্গে ষষ্ঠ সপ্ততী সংখ্যক নির্ভীক যোধের বজ্রনির্ঘোষবৎ হুঙ্কার ধ্বনিত হইয়া বনস্থলী সঘনে কাঁপিল; মুহূর্ত্ত মধ্যে তিনবার শঙ্খধ্বনি হইল—মুহূর্ত্ত...মুহূর্ত্ত গত—কিছুই শ্রুতি গোচর হয় না—পুনরায় নিমেষ মধ্যে প্রভঞ্জন প্রতাপে বামদিকে বনরাজি বিচ্ছিন্ন করিয়া প্রতাপ এবং জলাভূমির মধ্য লক্ষ্যে শঙ্কর ও মদন ক্ষুধার্ত্ত সিংহের ন্যায় সূর্য্যকান্তের সঙ্কেত প্রদর্শিত স্থানে ধাবিত হইলেন। শঙ্কর ডাকিলেন—প্রতাপ! প্রতাপ উত্তর দিলেন-আচার্য্য! শঙ্কর বজ্র নির্ঘোষে বলিলেন—কেন্দ্র আমার! লম্ফ দিয়া জলামধ্যস্থ ভীষণ দর্শন, এক শৃঙ্গ, দুর্ভেদ্য চর্ম্ম, বিরাট বপু গণ্ডারের বামপার্শ্ব লক্ষ্যে ভল্ল প্রহার করিলেন প্রহার প্রচণ্ডতায় ভল্ল দ্বিখণ্ডিত হইল; ভল্লাগ্র পার্শ্ব ও পদের গ্রন্থি নিম্নে হস্ত পরিমিত বিদ্ধ রহিল। আহত ক্রোধোদ্দীপ্ত পশু ভীম গর্জ্জনে শঙ্করের প্রতি ধাবিত হইল। সে বেগে, সে তাড়নে শঙ্কর ভূমিপৃষ্ঠ হইয়া পতিত হইলেন! সূর্য্যকান্ত, প্রতাপ, মদন, সেই শত যোধ যুগপথ প্রহরণোদ্যত করিবার পূর্ব্বেই শঙ্কর তীক্ষ্ণলম্ফে বিভীষিকাময়ী ভাবী আক্রমণ

ব্যর্থ করিয়া তদগ্রে দণ্ডায়মান হইলেন ও নিমেষ মধ্যে তদীয় চক্ষু কোটরে তরবারির তীক্ষ্ণাগ্র প্রয়োগ করিলেন। তখন বিকট গর্জ্জনে পশুরাজ লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক খড়্গা তাড়ন দ্বারা আঘাত করিল—সে আঘাত শঙ্করের ক্ষিপ্রকারিতায় আংশিক ব্যর্থ হইল বটে কিন্তু ক্ষিপ্ত পশুর বিপুল হনুদর্প শঙ্করের বক্ষে বাজিল; অর্দ্ধ মূর্চ্ছিত হইয়া দশ হস্ত দূরে নিক্ষিপ্ত হইলেন—বনজ বৃক্ষ ও কণ্টক ঘর্ষণে আঘাতের উপর আঘাত লাগিল; জানু পাতিয়া আক্রমণকারীর অপেক্ষা করিলেন—সে অপেক্ষা ক্ষণমাত্র। তখন জলদগম্ভীরে মদন বলিল—আচার্য্য ঠাকুর! আমিও ত কেন্দ্র ভার প্রাপ্ত এবং তৎসঙ্গে লম্ফ দিয়া স্বীয় মল্লত্বের ক্ষমতানুভব করাইবার জন্য তাহার গলদেশ দৃঢ় বেষ্টনে আবদ্ধ করিল। প্রতাপ ও সূর্য্যকান্ত উচ্চহাস্যে জয়ধ্বনি করিলেন; শতযোধ হুঙ্কারে বনস্থলী ঘন কম্পনে কম্পিত হইল। তখন পশুতে ও মানুষে একটা বিষম ঠেলাঠেলি বাঁধিল—কেহ কাহাকে কয়েকপদ পশ্চাৎ করে সেও পর মুহূর্ত্তে তাহার প্রতিশোধ দেয়। মদনের দুর্ভাগ্য তাই এই মল্লযুদ্ধের সময় তাহার ভীষণ কুঠার কটিচ্যুত হইয়াছিল; একদণ্ড অতিবাহিত "ভাঙ্গা পা খান্দায় পড়ে"—খাদে পড়িয়া মদনের পদস্খলন হইল কিন্তু সে ভীম হস্ত বন্ধন ছাড়িল না, তখন শঙ্কর বিগত ক্লম হইয়াছিলেন কিন্তু কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ়। সূর্য্যকান্ত হাঁকিলেন—দ্রোণাচার্য্য! ভল্ল দিব? শঙ্কর গর্জ্জন করিয়া বলিলেন, পরাস্ত্র গ্রহণ যোদ্ধার পক্ষে বীরত্বের পরিচায়ক নহে, কিন্তু সূর্য্যকান্ত বুঝিয়াছিলেন—বাঁশ ভাঙ্গিবে তবু দমিবে না। তৎক্ষণাৎ নিজের রত্নখচিত বর্ষা উঠাইলেন, মুহূর্ত্তমাত্র প্রতাপের পানে ইঙ্গিতাপেক্ষায় চাহিলেন, ভীম হুঙ্কারে উন্মত্ত পশুর মুখগহ্বরে মুষ্টি পর্য্যন্ত প্রবিষ্ট করাইলেন। ভৈরব নিনাদে আর্ত্ত পশু কয়েক-পদ পশ্চাৎ হটিয়া বিপুল লম্ফে প্রতাপের অশ্বোপরি ঝাঁপাইয়া

পড়িল। প্রতাপ অশ্বরশ্মি ঘুরাইয়া আক্রমণ ব্যর্থ করিলেন ও আনুষঙ্গিক উন্মুক্ত তরবারি তদীয় খড়্গোপরি প্রহার করিলেন—খড়্গ ভগ্ন হইল কিন্তু তরবারি চূর্ণ হইয়া গেল; তখন শঙ্কর ও মদন দ্রুতবেগে ধাবিত হইলেন—মদন অগ্রে; দারুণ মল্লবিক্রমে পশুরাজকে স্কন্ধাঘাতে আবিল কর্দ্দমপূর্ণ জলামধ্যে নিক্ষেপ করিল। পশুরাজ অর্দ্ধপ্রোথিত, তদুপরি, ক্রমাগত আঘাত প্রাপ্ত—উত্থান শক্তি রহিত হইয়া চরম যন্ত্রনায় হস্তপদাস্ফালনে ভূরি ভূরি কর্দ্দম জল চতুর্দ্দিকে ছিটাইয়া দিল। শত যোধ কর্দ্দমাক্ত কলেবরে জয়ধ্বনি করিল—শঙ্খ নিনাদিত হইল। সকলে টানিয়া পশুরাজকে উচ্চভূমিতে উঠাইল। সূর্য্যকান্তের অনুচরগণ মধ্য হইতে দশজনের উপর চর্ম্মচ্ছেদন ও খড়্গ গ্রহণের ভার অর্পিত হইল। তখন বেলা দ্বিপ্রহর।

ম। জয় কাহার?

প্র। আচার্য্যের।

শ। খড়্গ ভগ্নকারী শিরচ্ছেদীর তুল্য সুতরাং জয় তোমারই।

তখন শতযোধ সূর্য্যকান্ত, মদন, শঙ্কর সমস্বরে হাঁকিল—"প্রতাপের জয়।" প্রতাপ হাঁকিলেন—"ভবানীর জয়।" প্রতিধ্বনি ভৈরবীতে গাহিল—"ভবানীর জয়।" সে প্রতিধ্বনি নির্ব্বাপিত হইবার ক্ষণমাত্র পরে প্রত্যাবর্ত্তন সূচক শঙ্খধ্বনি হইল। বিজয়লব্ধ গণ্ডারের খড়্গ ও চর্ম্ম সংগ্রহণান্তর শতযোধ ক্ষিপ্রগতিতে বনস্থলী কুহরিত করিয়া উত্তরাস্যে ধাবিত হইল। প্রতাপ, শঙ্কর, সূর্য্যকান্ত ও মদন সর্ব্ব-পশ্চাতে—স্নেহালাপে প্রবৃত্ত।

প্র। দেখ শঙ্কর? পল্লীবাসীরা বলে—"পেয়াদার আবার শ্বশুর বাড়ী"—সে কথা ঠিক।

শ। ইহার মধ্যে এমন কি হইল?

প্র। আমিষ শিকারে—তাহা আবার রাজ পরিচ্ছদে—পিতার

কেমন ইচ্ছা বর্ম্মাবৃত দেখিলে অসন্তুষ্ট হন। এবার হইতে শিকারের সময় সূর্য্যকান্তের মতই করিব। দেখনা তোমার ও আমার দুর্গতি। বলা বাহুল্য ইঁহাদের পরিচ্ছদ বনজ কণ্টকে ও ঘাতপ্রতিঘাতে স্থানে স্থানে ছিন্ন ও কর্দ্দমাক্ত হইয়াছিল। তখন প্রান্ত সীমায় উপস্থিত; সেই মুক্ত বায়ুস্তরে যমুনা সলিল কণা প্রবাহিত হইয়া ঘর্ম্মাক্ত ললাট শীতল করিতেছিল। সূর্য্যকান্ত বলিলেন—আজিকার শিকার উপযুক্ত হইয়াছে—"মারিত গণ্ডার লুটিত ভাণ্ডার—" মহারাজকে আজ কি বলিবে? দিবাদ্বিপ্রহর যে অতীত?

প্র। যাহা করিয়াছি বলিব, যাহা বলেন শুনিব।

ম। আমার ইচ্ছা ছিল স্বশরীরে শিকারটা রাজপশু শালায় উপস্থিত করি।

সূ। আর পশু শিকারে ইচ্ছা হয় না—ইহারা আমাদের কি অনিষ্ট করে?

শ। আমারও মত নাই।

প্র। বুঝিয়াছি—মনুষ্য শিকারে মন দিবার চেষ্টা আছে—পুরুষ না স্ত্রী?

শ। প্রতাপ! মোগলের কথা কি ক্রমে ভুলিতেছ?

প্র। ভাই! সে কথা এসময়ে কেন? যাহাতে অন্তরে অনল শিখা প্রবাহিত হয়—সে কথা যতদিন প্রকাশের ক্ষমতা না আছে ততদিন অপেক্ষা কর, প্রকাশের আয়োজন করি, তখন বুঝিব—কাহার দেশ কে লুটিয়া খায়? কাহার অন্নে কে কাঙ্গাল, কাহার মন্ত্রোচ্চারণে কাহার কুতুবে ব্যাঘাত হয়, কাহার ঘরে অর্থ থাকিলে কে তাহা নিজ ভোগার্থ জবর দস্তি করে, কাহার পাদুকা কে বহে। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় বলে —সপ্তদশ অশ্বারোহী বঙ্গজয় করিয়াছিল—সে যুগের সত্যাসত্য জানি না—এযুগে কত অশ্বারোহী আবশ্যক তাহার পরিমাণ বুঝিবার

জন্য প্রাণ দিব কিন্তু হিন্দুর পিতাই ধর্ম্ম, পিতাই পরম গতি—চল ভাই, নগর তোরণ সম্মুখে।

সূ। যুবরাজ! আমি বিদায় হই—প্রয়োজন জরুরী।

শ। শুনিতে পাই না?

সূ। সময়ে পাইবে বই কি?

তখন অভিবাদনান্তর সূর্য্যকান্ত বিদায় হইলেন—আর সকলে অত্যল্পকাল মধ্যে দুর্গের মুরচা অতিক্রম পূর্ব্বক ভিতরে প্রবেশ করিলেন। যে যাহার নির্দ্দিষ্ট স্থান লক্ষ্যে অগ্রসর হইলেন; কথা রহিল, সন্ধ্যার সময় যমুনা তটে তিনজনে মিলিবেন।

সূর্য্যকান্ত, দুর্গাভ্যন্তরে না গিয়া বরাবর উত্তরাভিমুখে চলিলেন। প্রচণ্ড সূর্য্য কিরণে বর্ম্ম তপ্ত হইয়া শরীরে জ্বালা উৎপাদন করিতেছিল, প্রশস্ত ললাটে দরবিগলিত ঘর্ম্ম দেখা দিল, শ্যামকান্ত মুখশ্রী তপ্ত তাম্রাভ হইল নগরের সীমা অতিক্রম করিয়া সামান্য দূরে অতি পরিচ্ছন্ন দূর প্রসারী উদ্যান, তন্মধ্যে কৃত্রিম সরিৎ, অসংখ্য পশুপক্ষী ক্রীড়া করিতেছিল, শ্রেণী বদ্ধ শ্যামল বিটপীবল্লরী স্নিগ্ধচ্ছায়া বিতরণে জীব ক্লেশ হরণে স্বীয় পরোপকার ব্রতের পরিচয় দিতেছিল। অসংখ্য পালিত ও বনজ কুসুমের সৌরভে বায়ু প্রবাহ ভরিয়া যাইতেছিল। প্রবেশ দ্বারের দক্ষিণে নাতিবৃহৎ পরিষ্কার অশ্বশালা, বামে উদ্যান রক্ষকের আবাস। প্রশস্ত পথিপার্শ্বে অগণিত ক্ষুদ্র বৃহৎ চারুশোভাময়ী মর্ম্মর মূর্ত্তি সকল সযত্ন স্থাপিত। তৎসম্মুখে বিশাল সোপান শ্রেণী প্রমুখ উদ্যান বাটিকা। দ্বারোপরে ফরাসীবয়াদে স্বর্ণ অক্ষরে—"সত্যের জয় ও অসত্যের পরাজয়" খোদিত ছিল। ভিতরে দালান তন্মধ্যে বহুমূল্য বহুকারুকার্য্য শোভিত গালিচা পাতা, স্থানে স্থানে রৌপ্য ও মর্ম্মরময়ী মূর্ত্তি সকল, যুদ্ধোপকরণ, বর্ম্ম, তূণ, ধনু, খড়্গ, চর্ম্ম, ব্যাঘ্র চর্ম্ম, ব্যাঘ্রমুণ্ড হস্তি দন্ত, পাট্টা, মৃগ শৃঙ্গ ইত্যাদি পৌরুষ জনক কার্য্যলব্ধ দ্রব্যজাত

সযত্ন ও সুন্দর ভাবে রক্ষিত। সর্ব্ব মধ্যে রৌপ্য দণ্ডোপরে প্রকাণ্ড কৃষ্ণবর্ণ ঢাল, তদুপরি রজত নিম্মিত অক্ষরে "গুহ কুল প্রদীপ সূর্য্যকান্ত" লিখিতছিল। তৎপার্শ্বে বিপুল স্বর্ণখচিত বর্ম্ম, হীরক খচিত কটিবন্ধ ও সার্দ্ধত্রিহস্ত দীর্ঘ ভীষণ দ্বিধার খড়্গ দোদুল্যমান। এ সজ্জাটী রাজ দত্ত। এস্থলে একটী বিষয় বিশেষ দর্শন যোগ্য—এই বীরের আবাসে একখানি মাত্র ছবি তাহা একটী চতুর্দ্দশ বর্ষীয়া অনিন্দ্য সুন্দরী বালিকার। বল বাহুল্য এটী সূর্য্যকান্তের আবাস; তিনি কখনও প্রতাপের সহিত রাজনিকেতনে কখনও বা নিজাবাসে বাস করিতেন। নির্দ্দিষ্ট কিছুই ছিল না। উদ্যান প্রবেশ দ্বারে আসিবা মাত্র অশ্ব পালক বল্গা ধরিল।

সূ। নন্দলাল! বীরভদ্রকে শীতল ছায়ায় ছাড়িয়া দাও।

অশ্বের নাম বীরভদ্র! তখন একাকি পথ সোপান অতিক্রম করিয়া দালানে প্রবিষ্ট হইলেন—কোথা হইতে সে আলেখ্য চিত্রিত বালিকা হাত ধরিল—বলিল আজ মৃগয়ায় এতবিলম্ব কেন? এখনও খাও নাই? আরও কতকি প্রশ্ন তাহা সূর্য্যকান্ত হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়াছিলেন কিনা জানিনা। তিনি ক্ষণমাত্র বালিকার মুখপানে চাহিলেন—যেন চক্ষের নিম্নে কালি পড়িয়াছে। নিজ আতপদগ্ধ দৃষ্টির ব্যতিক্রমে অথবা যথার্থই তাহাই কিনা নির্দ্ধারণোদ্দেশে কোমল কণ্ঠে ডাকিলেন—যাদু! আমার কাজ ছিল তাই খাই নাই, তুমি এখনও উপবাসী কেন? বালিকার নাম যাদবী।

যা। আমারও কাজ আছে তাই খাই নাই।

সূ। তোমার এমন কি গুরুতর কাজ?

তখন বালিকা কোন উত্তর দিল না কেবলমাত্র "এই" বলিয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের উপর ভর দিয়া নমিত শির সূর্য্যকান্তের গলদেশ হইতে কোষবদ্ধ খুলিল, দেওয়ালের নির্দ্দিষ্টস্থানে ঝুলাইয়া অবিলম্বে আসিয়া

শিরস্ত্রাণ খুলিল, তারপর একে একে সমস্ত বর্ম্মের বন্ধনী সকল খুলিল ও মেঝের উপর নামাইল, কতক নিজে লইয়া পূর্ব্বমত নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিল; কতক—যেগুলি ভারি তাহাতে সূর্য্যকান্ত সাহায্য করিলেন। তখন বালিকার মুখ গম্ভীর।

সূ। মেঘ হইল কেন?

যা। আর একটু বড় হইতাম যদি, তাহা হইলে সকলগুলি আমি গুছাইতে পারিতাম।

সূর্য্যকান্ত হাসিলেন ও তৎসঙ্গে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিলেন, তখন উভয়ে গৃহস্থালীর আলাপে ভোজন গৃহে প্রবিষ্ট হইলেন; সূর্য্যকান্তের মাতা ছিলেন না, একমাত্র স্বজাতীয়া ধাত্রী তাঁহাকে আশৈশব প্রতিপালন করিয়াছেন; তিনিই গৃহকর্ত্রী। এতক্ষণ খাদ্য সম্ভার সাজাইয়া অপেক্ষায় ছিলেন, তিনজনে একই গৃহে আহারে বসিলেন। সূর্য্যকান্ত এতবড় হইয়াছিলেন তথাপি ধাত্রী তাঁহাকে বালক বলিয়াই বোধ করিতেন। তিনিও তাঁহাকে মাতৃসমা দেখিতেন ও তদ্রূপ সম্বোধন করিতেন।

ধা। আজ মৃগয়ায় এত বিলম্ব কেন?

সূ। অনেক কষ্টে একটা গণ্ডার পাওয়া গিয়াছিল তাইতে—

এমত সময়ে ধাত্রী "এই আমটা বড় মিষ্টি তুমি খাও বাবা" বলিয়া নিজ ভোজন পাত্র হইতে একটী আম্র তুলিয়া দিলেন: সূর্য্যকান্ত হাতের খাদ্য রাখিয়া সর্ব্বাগ্রে তাহা অতি যত্নে ভক্ষণ করিলেন।

সূ। মা! এ আম আমাদের বাগানের? অন্য কেহ দিয়াছে?

যা। রাণী মা তিনটী আম পাঠাইয়াছিলেন, বোধ করি তিনজনের জন্য। কে নাকি বণিক আসিয়াছে—সে দশটী আম্র ভেট দিয়াছিল—সিংহলের আম্র।

সূ। এরূপ আম্র ইহ জীবনে খাই নাই ত!

যা। তবে আমারটাও তুমি খাও।

সূ। কেন? আমিত দুইটা খাইলাম, আবার তোমরটা কেন?

যাদবীর মুখ আকণ্ঠ রক্তবর্ণ হইল, করুণাব্যঞ্জক সুকুমার কণ্ঠে বলিল—"আর কখনও বলিব না"।

সূর্য্যকান্তের অন্তরে কে যেন বলিল—ইহা বালিকা সুলভ চপলতা নহে, হৃদয়ের উচ্চতম বৃত্তি সকল স্ফুটনোন্মুখ। বিনা বাক্যব্যয়ে অৰ্দ্ধেক ভক্ষণ করিয়া বলিলেন—"যাদু! খাও"। যাদবী সাগ্রহে অবশিষ্টার্দ্ধ গ্রহণ করিল, উৎফুল্লনেত্রে চাহিল, শরীর পুলকে লাবণ্যময় হইল। সূর্য্যকান্ত ভোজনান্তে বিশ্রামাগারে প্রবেশ করিলেন—দেখিলেন, যাদবী চামর হস্তে অপেক্ষা করিতেছে।

সূ। যাদবী! আজ ব্যজনে প্রয়োজন নাই।

যা। তবে মৃগয়ায়ও আর প্রয়োজন হইবে না বোধ হয়।

সূ। তা কেন? আজ অনেক বেলায় আহার করিয়াছ, বিশ্রাম কর।

যাদবী তখন গৃহান্তর হইতে মহাভারত আনিয়া মেঝের উপর আঁচল পাতিয়া শুইয়া অভিমন্যুর কীর্ত্তিগাথা পাঠ করিয়া শুনাইতে লাগিলেন। এই স্থানটী সূর্য্যকান্তের প্রিয় পাঠ্যছিল। সূর্য্যকান্ত প্রথমটা নিবিষ্ট চিত্তে শুনিতেছিলেন, কিন্তু পরে কে জানে মনটা কোথায় ছিল যেন কাহিনীতে নয় অন্যত্র; কিন্তু দৃষ্টি পূর্ব্বাপেক্ষা সূক্ষ্মতর রূপে যাদবীর কমনীয় রাজেন্দ্রবাঞ্ছিত মুখপ্রতি অভিনিবিষ্ট ছিল। বোধ করি ভাবিতেছিলেন—এ কুসুম রাজ রাজেশ্বরের ললাটে শোভা পাইলে কি সুন্দরই মানাইত! বিধাতা! তোমার করুণাময়ী সৃষ্টিতে বিধান অকরুণ কেন? পড়িতে পড়িতে অভিমন্যুর উত্তরার নিকট বিদায় স্থলে যাদবীর কণ্ঠ রুদ্ধ হইল; যাদবী থামিল, ঢোক

গিলিয়া অপ্রতিভ ভাবে সূর্য্যকান্তের দিকে চাহিল, দেখিল—অভিনিবিষ্ট দৃষ্টি। বড় লজ্জা পাইল, উঠিয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ়ার ন্যায় চাহিল। সূর্য্যকান্ত লক্ষ্য করিলেন—কুসুম ফুটনোম্মুখ। প্রকাশ্যে বলিলেন—"যাদু! জল আন"। যাদবী বাঁচিল। ধাত্রীর প্রকোষ্ঠে একজন পরিচারিকা বসিয়াছিল, আগমনের কারণ জ্ঞাত হইয়া বিচিত্র আধারে সুগন্ধি কর্পূর বাসিত জল আনিয়া দিল, তাম্বুল ও চন্দনের বাটী দিল—তখন যাদবী মনে মনে ভাবিল—"ছি! আজ বড় বোকামী হয়েছে"। আবার ভাবিল—"আমার যদি আর একটু বুদ্ধিশুদ্ধি থাকিত।" অতঃপর শান্ত ও গম্ভীর মুখশ্রী সহায়ে সূর্যকান্তের হস্তে পানীয় জল প্রদান করিল। তিনি অর্দ্ধোত্থিত অবস্থায় পাত্র ধরিলেন—পানান্তর পাত্র যাদবীর হস্তে দিয়া পুনঃ শয়ন করিলেন। যাদবী তাম্বুল পাত্র শিয়রে রাখিতেছিল—সূর্য্যকান্তকে শয়ান দেখিয়া তাম্বুল বাহির করিয়া হাতে দিতে গেল; ও বিরাট হস্তে চম্পক অঙ্গুলী স্পর্শ হইল—যাদবীর আকেশ নখাগ্র স্পন্দিত হইল, শরীরের নিভৃততম প্রদেশে তপ্ত শোনিত বহিল, চক্ষু আপনা আপনি নিম্ন দৃষ্টি হইল; ভাবিল—এরূপত কখনও হয় না—প্রাত্যহিক চন্দন চর্চ্চনের সময় যাহার ললাট, বক্ষ, বাহু উভয় করেই স্পর্শ করিতেছি, একাসনে বসিয়া কাটাইয়াছি—আজ একি হইল? আমার বুদ্ধিশুদ্ধির ভুল হইতেছে, ঠাকুর! মা যশোরেশ্বরি! আমাকে এমন করিলে কেন? তখন আপন সামলাইয়া যাদবী সূর্য্যকান্তের মুখে, বুকে, বাহুতে অতি সন্তর্পণে চন্দন চর্চ্চিত করিল।

সূ। আজ চন্দন চর্চ্চনে একবার মুছিতেছ একবার লাগাইতেছ কেন? মনঃপূত হইতেছে না? আমিত বেশ হইয়াছে বুঝিতেছি।

যা। তা বই কি!

তখন পান পাত্র, তাম্বুলাধার, চন্দন পাত্র হস্তে ত্রস্তপদে যাদবী

গৃহ নিষ্ক্রান্ত হইল। যাইবার সময় সূর্য্যকান্ত বলিলেন—যাদু! দ্বার ভেজাইয়া দিয়া যাও। ইহার অর্থ যাদবী বুঝিল—বোধকরি তাঁহার চন্দন চর্চ্চানের সময় বাহুল্যে বিরক্ত হইয়াছেন। বস্তুতঃ সূর্য্যকান্ত যাদবীকে বিশ্রামার্থ বারম্বার অনুরোধ নিষ্ফল বিবেচনায় এই উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন।

তখন সূর্য্যকান্তের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল—সেই পিতৃ মাতৃহীন শৈশব, সেই সুকুমার বিদ্যা, সেই অস্ত্রশিক্ষার অবস্থা, সেই গৌড়ের রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় যাদবীকে প্রাপ্তি, নিজাবাসে গ্রহণ ও শিক্ষা প্রদান—একে একে সমস্ত—যুবরাজের বন্ধুত্ব লাভ, যুদ্ধক্রীড়া প্রদর্শন ক্ষেত্র, যশোহর আগমন—সমস্ত হৃদয়ের পত্রগুলি উলটাইয়া পালটাইয়া দেখিলেন; প্রশান্ত, স্থির, মনোরম অথচ বিরাট হৃদয়পটে —করুণা, স্বদেশ প্রেম, ত্যাগ, পরোপকার ভিন্ন অন্য কিছুই দেখিলেন না।

দুই চারিদণ্ড এইরূপ অর্দ্ধবিশ্রাম, অর্দ্ধ তন্দ্রা, অর্দ্ধচিন্তায় অতিবাহিত হইল; তখন উঠিয়া ধাত্রী সন্নিধানে চলিলেন। ধাত্রী তখন কর্ম্মচারীর নিকট সাংসারিক আয় ব্যয়ের হিসাব নিকাশ গ্রহণ ব্যপদেশে পশ্চিম প্রান্তস্থ নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে ছিলেন। সূর্য্যকান্ত তৎসন্নিধানে যাইবার অব্যবহিত পরেই ধাত্রী উঠিলেন—বলিলেন—চল বাবা আজ একটু বিলম্ব হইয়াছে। এ স্থলে এটুকু বলা আবশ্যক যে সাংসারিক আয় ব্যয় ও সমস্ত বৈষয়িক কার্য্য ধাত্রী সূর্য্যকান্তের শৈশবে যেরূপ দেখিতেন—সূর্য্যকান্তের অনুরোধে তাঁহার সাবালক অবস্থায়ও তদ্রূপ দেখিতেন—এজন্য মধ্যে মধ্যে ধাত্রী অনেক জিদ করিতেন—সূর্য্যকান্ত —"বধূ আসিয়া দেখিবে" বলিয়া আশ্বাস দিতেন। বয়সও ধাত্রীর অধিক নহে—অনুমান চল্লিশ। যদি শাস্ত্রকারেরা জগন্মাতাকে ধাত্রী বলিতে পারেন; আমারাও সেই সাহসে ইঁহাকে ধাত্রী বলিয়াছি। এস্থলে

সে কালের ধাত্রী ও একালের ধাত্রীতে যে পার্থক্য তাহা হিন্দু পাঠক পাঠিকার বিচার জন্য রহিল—ধাত্রীর নাম কাত্যায়নী। কাত্যায়নী নিজ প্রকোষ্ঠে গমনান্তর স্নিগ্ধ সুস্বাদু সরবত দিলেন, তাম্বুল পাত্র আনিবার জন্য পরিচারিকাকে ডাকিলেন। সূর্য্যকান্ত ডাকিলেন—"যাদু!" মুখের কথা না ফুরাইতে যাদবী দেখা দিল—"যাদু! খাও" অর্দ্ধাবশিষ্ট পানীয় যাদবীকে দিলেন। অন্যদিনের মত নয়, আজ যাদবীর যেন একটু ইতস্ততঃ বোধ হইল।

সূ। পাত্রে কি দেখিতেছ?

যা। কি একটু ভাসিতেছে—বলিয়া—যেন সেটুকু ফেলিবার জন্য দ্বার বহির্দ্দেশে গমন করিয়া খাওয়া ভুলিয়া পাত্র তুলিয়া—মাথায় ধরিল। বোধকরি হাত ঠিক ছিলনা, কতকটা এলায়িত নিবিড় কেশ দামে গড়াইয়া পড়িল, অবশিষ্ট ছিল কি না ছিল বলিতে পারিনা কিন্তু যাদবী পাত্র মুখে তুলিয়া ভাবিল—মা কালী! যেন এ মহাপ্রসাদ হইতে কোনদিন বঞ্চিত না হই। তখন যাদবীর মনে সূর্য্যকান্তের অবসর কালের যাদবীর জন্য পাত্রানুসন্ধানের প্রস্তাব জাগিতেছিল। আশা —সে প্রস্তাবে ধাত্রীমাতা বড় একটা মন কাণ দিতেন না, শোনা পর্য্যন্ত, জবাবে বলিতেন—দুইজন আছ, সংসারে আরত কেহ নাই; যখন তুমি বাড়ী না থাক যাদবীকে দেখিলে মনে শান্তি পাই।

কা। যাদুকে জিজ্ঞাসা করত, ও গত রাত্রে ও আজ সমস্ত সকালটা কি আলেখ্য লিখিয়াছে? তুমি বাড়ী থাকিলে সময় মত লেখে, যেদিন অনুপস্থিত থাক, তখন আহার নিদ্রা ভুলিয়া কি একটা বড় আলেখ্য লেখে, কিছুদিন হইতে দেখিতেছি।

এই সময়টি সূর্য্যকান্ত যাদবীর সহিত একত্রে সুকুমার বিদ্যা আলোচনা করিতেন। ইহা নৈমিত্তিক নহে প্রাত্যহিক। তখন সূর্য্যকান্তের অনুরোধে যাদবী উঠিল, আলেখ্যাগারে প্রবিষ্ট হইলেন,

সূর্য্যকান্তের রাজ সংসর্গাবকাশে—যাদবী যে সমস্ত চিত্র লিখিয়াছিল তাহা একে একে দেখাইল। তন্মধ্যে জীতমিত্র নাগ কন্যা শরৎ সুন্দরীর ও যুবরাজ প্রতাপের চিত্র জীবন্ত প্রতীয়মান হইতেছিল। যাদবী সূর্য্যকান্তকে অন্যমনস্ক করণাভিপ্রায়ে বলিল—"দেখ দেখি যুবরাজের উপযুক্ত চিত্র—কিনা? যদি মহারাণী শরৎ সুন্দরীকে একবার দেখিতেন তাহা হইলে রাজ্য রাজ্যান্তরে ঘটক পাঠাইবার আবশ্যক হইত না।—"

সূর্য্যকান্ত নির্নিমেষ নয়নে দেখিতেছিলেন—বলিলেন—"যাদবী! বাস্তবিক এই জীতমিত্র কন্যা কি এত সুন্দরী?"

যা। অদ্য যখন যুবরাজ ব্যায়াম জন্য আসিবেন তখন তাঁহাকে এই চিত্র দুইখানি উপহার দিবার মানস আছে।

সূ। প্রাত্যহিক ব্যায়াম আজ বন্ধ, আজ সন্ধ্যার পরে নগর ভ্রমণ নির্দ্দিষ্ট আছে। যাদবী কিছু ক্ষুন্ন হইল।

সূ। যাদবী! আমার চিত্র যন্ত্র সকল গুছাইয়া দেও দেখি আমি একটী ছবির নমুনা লিখিব। যাদবী হৃষ্টমনে তাহাই করিতে যাইতেছিল, সূর্য্যকান্ত বাধা দিলেন।

সূ। ভাল কথা, যাদু! মা বলিলেন যে একটা খুব বড় ছবি, তাহা কই? তখন যাদবী ভাবিল—আজ বড়ই দুর্দ্দিন। অপ্রতিভ হইয়া বলিল—সেটা শেষ হয় নাই, কল্য দেখাইব।

সূ। আচ্ছা! অসম্পূর্ণই দেখাও না।

যা। তা—এগুলি গুছাই আগে তোমার চিত্র যন্ত্র সকল আনি, তাহার পর দেখাইতেছি।

সূ। আজ আর চিত্র যন্ত্র কাজ নাই, তোমার এগুলি আমি গুছাই, তুমি বড় খানি আন। কোথায় রাখিয়াছ?

যাদবী এতক্ষণ বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের দ্বারা গালিচা খুঁটিতেছিল ও অঞ্চল-প্রান্ত অঙ্গুলিতে জড়াইতেছিল অগত্যা নাচার হইয়া নিজ শয়ন কক্ষ হইতে

আকাঙ্খিত চিত্র পট আনিল। যেন পা উঠে না—উরুসন্ধি ভার বোধ হইল, মুখ আকণ্ঠ হিঙ্গুলাভ হইল, ভাবিল—কি ঝকমারিই করিয়াছি! তখন রাজদ্বারে বিচার কালীন দোষী ব্যক্তির ন্যায় কম্পিত হস্তে সূর্য্যকান্তের নিকট পট প্রদান করিল। সূর্য্যকান্ত খুলিলেন, দেখিলেন—অতি সুন্দর গৌরবব্যঞ্জক ভাবে নিজমূর্ত্তি যথাযথ বিশদরূপে লিখিত, কোন স্থানে খুঁত নাই—মায়কণ্ঠের তিলটী পর্য্যন্ত। হঠাৎ দৃষ্টি পড়িল—অতি মনোরম রঞ্জিত অক্ষরে সাজাইয়া সাজাইয়া সে ছবির প্রশস্ত বক্ষঃস্থলে—করুণা, স্বদেশপ্রেম সত্য ও পরোপকার—কয়টী কথা চিত্রিত ছিল। কিন্তু একটু স্থান সাদা জমি ছিল। কারণ জানিবার জন্য যাদবীকে ডাকিলেন—"যাদু!" যাদবী তখন কে জানে কতকাল পূর্ব্বে সেখান হইতে পলাইয়া যেখানে গাভী দোহন হইতেছিল সেখানে দাঁড়াইয়া ছিল। কোন উত্তর নাই। সূর্য্যকান্ত জানিতেন নিকটে থাকিলে একবারের অধিক ডাকিবার আবশ্যক হইত না। সুতরাং উঠিলেন—অনেক অনুসন্ধানের পর ধরিলেন—বলিলেন—"চিত্র ফেলিয়া এখানে দাঁড়াইয়া আছ কেন?" বিনা বাক্যে যাদবী তৎপশ্চাৎ চলিল, চিত্র গৃহে আসিয়া মেঝের উপর নিম্ন দৃষ্টি হইয়া বসিয়া আলেখ্যগুলি গুছাইতে লাগিল।

সূ। যাদু!

যা। কি?

সূ। এই স্থানটী খালি রাখিয়াছ কেন?

যা। বলিয়াছিলাম ত যে এখন ও অসম্পূর্ণ আছে।

সূ। সকল অংশ বিশদরূপে লিখিয়াছ—এটুকুতে কত সময় লাগিত? যাদবী দেখিল কপাট ভাঙ্গে বুঝি; তখন সর্ব্ব শরীর বেতস পত্রের ন্যায় কাঁপিতে ছিল, মাথা ঘুরিতেছিল, কিন্তু তীক্ষ্ন প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব বলে এযাত্রা রক্ষার উপায় দেখিল। উত্তর করিল—

যা। রং ফুরাইয়া গিয়াছিল।

সূ। আমি রং ফলাইয়া দিতেছি, আঁক। অল্প সময়ের কাজ, চিত্রে এত প্রশংসার কথা লিখিতে আছে কি?

যা। যথার্থ কথা—লোকে দেখিবে বলিয়া আঁকিয়াছিলাম। উত্তরটা সঙ্গত হইয়াছিল কিনা বুঝিতে পারিল না—সূর্য্যকান্ত বিস্মিত হইয়া বলিলেন—"তাহাই কি? তাই কি একটু জমি সাদা রাখিয়াছ?"

তখন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই—হয়ত প্রত্যাশার পূর্ব্বেই—দ্রুত অশ্বপদ ধ্বনি শ্রুত হইল, সূর্য্যকান্ত উঠিয়া জানালায় গেলেন—যাদবী ছবি সামলাইবার সময় পাইল না, আপন সামলাইতে পলাইয়া একাম্বিক কাত্যায়নীর নিকট—"মা একটু জল"—বলিয়া দাঁড়াইল।

কা। কেন মা? আজ এইমাত্র গোয়ালা বধূর নিকট জল চাহিয়া খাইলে, আবার এখনই চাহিতেছে, মুখ খানি যেন লাল হইয়াছে, কি হইয়াছে মা? আমায় এতক্ষণ বল নাই কেন? ইত্যাদি আদর করিয়া জল দিলেন। যাদবী জল খাইয়া বলিল—দৌড়াইয়া আসিয়াছি তাই।

কা। দৌড়িয়াছ কেন?

যা। তোমায় সংবাদ দিতে, বোধ করি যুবরাজ আসিয়াছেন। তুমি যে বলিয়াছিলে—যুবরাজ এবার যেদিন আসিবেন—বারণ করিবে—যেন অতিরিক্ত বেলা পর্য্যন্ত মৃগয়ায় না থাকেন।

কা। আচ্ছা আমি আসিতেছি।

পরিচারিকাকে যুবরাজের জন্য জলযোগের আয়োজন করিতে বলিয়া দালান অভিমুখে অগ্রসর হইলেন, যাদুকে আয়োজনের তত্ত্বাবধানে রাখিয়া গেলেন। যাদু বাঁচিল—এদিকে সূর্য্যকান্ত সোপাণ শ্রেণীর প্রান্ত দেশে প্রতাপকে অভিবাদন করিলেন। প্রত্যভিবাদনান্তে উভয়ে দালানে প্রবিষ্ট হইলেন। উপবেশনান্তে—

প্র। বন্ধু! বন্ধু মা কোথায়? যাদবীকে দেখিতেছি না কেন?

সেই মুহূর্ত্তে কাত্যায়নী প্রবেশ করিলেন—প্রতাপ নমস্কার করিলে কাত্যায়নী স্বাগত সম্ভাষণ জানাইয়া বলিলেন—অবেলায় অসময় পর্য্যন্ত কি আহার বিশ্রাম ভুলিয়া মৃগয়া করে?

প্র। সময়েতে ফিরিয়াছিলাম, কান্ত আমার সহিত গেল না তাই বাড়ী পৌঁছাইতে বিলম্ব হইয়াছে, কেমন কান্ত—এই ত?

প্রতাপ স্নেহ বশতঃ সূর্য্যকান্তকে বন্ধু অথবা কান্ত বলিতেন।

কা। বাবা! আমাকে না বলিয়া যেন এখনই যাইওনা—বলিয়া কক্ষান্তরে গমন করিলেন।

প্র। দেখ কান্ত! তোমার বা আমার সম্পূর্ণ অভাব সত্ত্বে মাতৃস্থান অতীব প্রসন্ন, এগুলি কি? এই সময় প্রতাপের দৃষ্টি মেঝের উপর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত ছবি, নমুনা ও পটের উপর পড়িয়াছিল।

সূ। ভাল কথা—যুবরাজ!

প্রতাপ বাধাদিয়া বলিলেন—কান্ত! ঘরেও কি কায়দা কানুনটা ছাড়িতে পার না—হচ্ছে কি? ছি!

সূ। তা যাক্ বলিতেছিলাম- যাদবী তোমাকে দুইখানি ছবি উপহার দিবার জন্য আঁকিয়াছে; আমি এতদিন দেখিনাই, আজ সবে দেখিলাম; এই দেখ—ছবি দুইখানি তুলিয়া প্রতাপের হাতে দিল।

প্রতাপ প্রথমখানি খুলিলেন—নিজমূর্ত্তি—অতি বিশদ, নিখুঁত।

প্র। আচ্ছা! এখানিত দেখিলাম, এখন দ্বিতীয় খানি দেখি—তারপর আবার এখানি ভাল করিয়া দেখিব।

দ্বিতীয় খানি খুলিলেন, বিস্মিত হইয়া সূর্য্যকান্তের মুখপানে চাহিলেন।

সূ। কি হইয়াছে? কেমন দেখিলে?

প্র। কান্ত! এ ছবি কাহার? কোন কল্পিত সুন্দরীর? না বাস্তবিক কিছু আছে? সূর্য্যকান্ত কপট গম্ভীরতার সহিত বলিলেন—

ঠিক জানি না, কল্পিতেরই সম্ভাবনা অধিক। ভাবিলেন যেমন বিশাল অভেদ্য দুর্গ—তেমনি সহস্র গোলক প্রহার।

প্র। যদি কল্পিতই হইবে—তবে আমাকে উপহার দিবার হেতু কি?

সূর্য্যকান্ত এইবার সঙ্গত উত্তর অভাবে ঠকিলেন, হাসিয়া বলিলেন—যাদবীকে ডাকি, সেই আঁকিয়াছে—সেই জানে। তখন উভয়েই যাদবীর অনুসন্ধানে কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে ফিরিলেন—অবশেষে কাত্যায়নীর কক্ষে সাক্ষাৎ পাইলেন, কিন্তু সেখানে ত জিজ্ঞাসা চলে না—অপিচ জলযোগ প্রস্তুত। কাত্যায়ণী হাত ধরিয়া প্রতাপকে বসাইলেন ও নিজে তালবৃন্তদ্বারা ব্যজনে প্রবৃত্ত হইলেন।

কা। আজ অন্যদিনের মত খাইলে না কেন?

প্র। আজ অবেলায় আহার করিয়াছি তাই—বরং আর একটু জল খাইব।

কা। এই জন্যই ত প্রথমে বলিয়াছি মৃগয়ায় অতিরিক্ত ক্লান্তি ভাল নহে। প্রতাপ উঠিলেন—কিন্তু মস্তিষ্কের তত স্থিরতা ছিল না। যাদবীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন—যাদবি! তুমি আজ কিছু গম্ভীর কেন? মা আম দিয়াছেন খাইয়াছ? যাদবী ঘাড় নাড়িয়া উত্তর দিল।

প্র। কই যাদবী! তোমার রচিত তাম্বুল দিলেনা?

যাদবী তাম্বুল আনিতে ছুটিল, কাত্যায়ণী অপ্রতিভ হইলেন—এতক্ষণ তাম্বুল দিতে ভুলিয়া ছিলেন। পরে প্রতাপ ও সূর্য্যকান্ত দালানে আসিলেন। প্রতাপ দ্বিতীয় আলেখ্য পুনরায় খুলিলেন—একবার, দুইবার, কতবার অতি সূক্ষ্ম রূপে দেখিলেন—এতক্ষণে যাদবী দেখা দিল।

প্র। যাদবি! এ চিত্র কাহার?

যা। যুবরাজকে উপহার দিব বলিয়া আঁকিয়াছি।

প্র। তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি না—কাহার আকৃতি লিখিয়াছ?

যা। জীতমিত্র নাগ কন্যা শরৎ সুন্দরীর।

তখন সে বিশাল হৃদয় দুর্গের অভেদ্য কপাট ভাঙ্গিল, চক্ষু উজ্জ্বল হইল, বিস্তৃত বক্ষ স্ফীত হইল, পোষাক হইতে বুকের বন্ধনী দুই একটা কাটিল বড় গোলযোগে সে দৃঢ়চিত্তে—সে আত্মসংযত সমুদ্র তুল্য অগাধ হৃদয়ে ঝটিকা বহিল। কারণ—প্রথম, আজ দুই বৎসর হইল দেখিয়া আত্মহারা হইয়াছিলেন, তাহার পর বিফল অনুসন্ধান হইয়াছে ; দ্বিতীয়, স্বজাতীয়, পাইবার আশা করা যায়—রত্ন মহার্ঘ—কিন্তু আয়াস সাধ্য হইলেও সাধ্য. উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে ডাকিলেন—যাদবী!

যাদবী অদূরে দাঁড়াইয়া দোষীর ন্যায় দণ্ড অপেক্ষা করিতেছিল; ভাবিতেছিল—আজ সকল রকমেই দুর্দ্দিন। বিনা বাক্যে অগ্রসর হইল—বহুকষ্টে।

প্র। যাদবি! রাজাকে উপহার দিলে প্রত্যুপহার লইতে হয় শুনিয়াছ কি ?

যা। শুনিয়াছি, কিন্তু আমি লইব না।

প্র। কেন ? তবে তোমার উপহার লইয়া তৃপ্তি হইবে না।

যাদবী সূর্য্যকান্তের দিকে চাহিল—বোধ করি মনোভাব বুঝিবার জন্য। দেখিল—কৃতজ্ঞতা পূর্ণ স্বাভাবিক প্রসন্ন দৃষ্টি। তখন সাহস বাঁধিল—বলিল—

যা। আমার ইচ্ছানুসারে দিলাম, আমার আবশ্যক মত একদিন একটী ভিক্ষা লইব।

প্র। দুইটী জিনিষ দিলে—একটী লইবে কেন ? দুইটি প্রার্থনা তোমার ইচ্ছামত পুরাইব। যশোহর যুবরাজের তোমাকে অদেয় কিছুই নাই।

যাদবী হস্তস্থ তাম্বুলাধার সম্মুখে রাখিয়া সে রাজেন্দ্র বাঞ্ছিত, এলায়িত, কুঞ্চিত চিকুর শোভী শির অবনত করিয়া অভিবাদন করিল।

প্র। যাদবী! কান্তের নগর ভ্রমণের পরিচ্ছদ আন।

প্রতাপ জানিতেন যাদবী সূর্য্যকান্তকে পরিচ্ছদ পরিধান করাইত কিন্তু ইহাতে একটু উদ্দেশ্য ছিল বোধ হয়, কেন না যাদবী কক্ষান্তরে প্রস্থিত হইলে প্রতাপ ডাকিলেন—"কান্ত!" সূর্য্যকান্ত হাঁসিয়া বলিলেন—তোমার আজ কি হইয়াছে? ক্ষুদ্র বালিকার কাছে এত অপ্রস্তুত হইতে আছে কি?

প্র। কি জানি ভাই! যাদবী এ চিত্র আমাকে উপহার দিল কেন? যাদবী শরৎ সুন্দরীকে চিনিল কি প্রকারে? একটী ভিক্ষা চাহিল—তবে কি তাহার কোন অভাব আছে? কান্ত! যদি থাকে পুরাও নাই কেন?

সূ। কই আমি ত জানি না।

প্র। মূর্খ!

সূ। মূর্খের বন্ধু পণ্ডিত তাহা আজ বোঝাগিয়াছে।

এমন সময়ে যাদবী পরিচ্ছদ আনিয়া উপস্থিত করিল। কথোপকথন থামিল, ক্ষণকালের জন্য—অবসরাপেক্ষায়—একেবারে নহে। সূর্য্যকান্ত পরিচ্ছদ পরিলেন—বাসন্তীবর্ণের—যাদবী সাহায্য করিল।

প্র। যাদবি! যশোহর যুবরাজকে অদ্য হইতে তোমার নিকট ঋণী বলিয়া গণ্য করিবে। তাহার ক্ষুদ্র চিবুক দক্ষিণ হস্তে ধরিলেন-ললাট চুম্বনে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন উভয় বন্ধুতে গৃহ নিষ্ক্রান্ত হইলেন। রক্ষীগণ এতক্ষণ উদ্যান রক্ষকের আবাসে আতিথেয়তার সুখ উপলব্ধি করিতেছিল; সশব্যস্তে যথাযথরূপে অগ্র পশ্চাতে স্থান গ্রহণ করিল। বরাবর যমুনা তটাভিমুখে চলিলেন- তখন সন্ধ্যা হয় হয়, সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত কিরণ বর্ষণে দিনকরের ক্লান্ত শরীর রক্তবর্ণ; তখন মেঘে মেঘে, পাতায় পাতায়, জলে, সৈকতে রক্তাভ খেলিতে ছিল; তখন পক্ষীগণ আপন আপন দৈনিক বাসানুসন্ধানে ডালে ডালে হাট-বাজার বসাইয়া ছিল; তখন স্থির স্নিগ্ধ সমীরণে পুলকিত

প্রাণে রাখালগণ মাঠ হইতে ফিরিবার পথে—“যখন ক্ষেতে ক্ষেতে ধান কাটি মনে পড়ে ও তোর নয়ন দুটী”—গাহিতেছিল, তখন অসংখ্য অগণিত দেবালয়ের শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনিতে নগরের প্রান্ত সীমা পর্য্যন্ত কূজিত হইতেছিল ; তখন বিস্তৃত নীলাম্বুময় যমুনা হৃদয়ে শ্বেতবর্ণ পাইল্ উড়াইয়া বাণিজ্য সম্ভার পূর্ণ—পোত সকল আপন আপন নির্দ্দিষ্ট পথে ধাবিত হইতেছিল, মাঝিরা সুবাতাসে আনন্দোৎফুল্ল কণ্ঠে—“ছোক্‌রা বঁধূ হে তোমার জন্যে প্রাণ ঘরে আর বাহিরে” সারি গান গাহিতেছিল। ক্রমে পশ্চিম গগনের ললাটে সান্ধ্যতারা দেখা দিল, তারপর অসংখ্য অগণ্য তারা, নক্ষত্র, গ্রহ, উপগ্রহ দেখা দিল ; অদ্য শুক্লাদশমী—চন্দ্রদেব হাঁসিলেন—এটী তাঁহার অভ্যাস—আজ নূতন নহে। পথে রক্ষীবর্গের সাক্ষাতে সাধারণ বিষয়ে কথোপকথন ভিন্ন অন্য কিছুই হইল না, কিন্তু উভয়েরই মনের ভাব যেন সন্ধ্যার আবরণে পৃথিবী ছাইলেই বাঁচি। এরূপে যমুনাতটে নির্দ্দিষ্টস্থানের নিকটবর্ত্তী হইয়া রক্ষীবর্গকে বিদায় দিলেন। বহুক্ষণের রুদ্ধ উৎস ছুটীল।

প্র। কান্ত! যাদবীর কি স্বভাব তাহা তুমি জান না ?

সু। জানি না, তবে আজ প্রায় সাত আট দিন অনুপস্থিতির পর এইটুকু অনুমান করিলাম—যেন পূর্ব্বাপেক্ষা কিছু গম্ভীর, কার্য্য ও অন্তঃকরণ যেন কোন নির্দ্দিষ্ট—কর্ত্তব্যে লক্ষ্য করণোন্মুখ।

প্র। আমার নিকট ভিক্ষা চাহিল কেন ?

সু। বোধ করি পিতা-মাতার কথা, পূর্ব্ব গৌরবের কথা কোন কিছু স্মরণ হইয়া থাকিবে।

সূর্য্যকান্তের আবাসে যখন এ কথোপকথন হয় তখন প্রতাপ অনেকটা অন্যমত বুঝিতেছিলেন কিন্তু এক্ষণে নিজ চিন্তায় হৃদ্‌বৃত্তি পূর্ণ থাকায় তলাইবার ক্ষমতা রহিল না—ভাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন—“তাহাই একটা কিছু হইবে।”

স্থ। শঙ্কর ও মদন আসিল না ত ?

প্র। আসিবে, কিন্তু এখন উপায় ?

স্থ। কিসের উপায় ?

প্র। দুই বৎসর পূর্ব্বে মহারাণীর ব্রতোৎযাপন নিমন্ত্রণে এক বালিকা মূর্ত্তি দেখিয়াছিলাম—কথা কহাইবার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছিল বটে কিন্তু বহুকষ্টে—রাজ পরিচয়ের নিদর্শন স্বরূপ—অঙ্গুরীয় দিয়াছিলাম। পরিচয় পাই নাই। আজ দুই বৎসরের মধ্যে যত সামাজিক নিমন্ত্রণ হইয়াছে সে স্থলে কিন্তু আর দেখি নাই। মনে করিয়াছিলাম—দুরাশা, হয়ত কোন অধ্যাপক ব্রাহ্মণ কন্যা হইবে

স্থ। এখন কি হইল ?

প্র। এখন, যাদবী আমার অন্ধকার হৃদয় কন্দরে সহস্র বৈদ্যুতিক প্রভা প্রদান করিয়াছে।

স্থ। এতদিন এ কথা বল নাই কেন ?

প্র। নিতান্ত মূঢ়ের মত হৃদয়ের দুর্ব্বলতা দেখাইব ? যাহা অনিশ্চিৎ তাহার জন্য মোহগ্রস্থ হওয়া নিতান্ত আহাম্মুকের কার্য্য।

বলা-বাহুল্য এটী প্রতাপ-স্বভাবের একটী পরদা।

স্থ। এখন যে নিশ্চিত—তাহা বুঝিলে কি প্রকারে ? নাগ মহাশয়ের একমাত্র কন্যা—যদি তাঁহার মনোভাব অন্যরূপ হয় ? তবে সাহস এই যে, যে তোমাকে একবার দেখিয়াছে, বুঝিয়াছে—সে যে সহজে দাগ তুলিতে পারে একথা আমার বিশ্বাস হয় না

প্র। নিশ্চিত কিছুই নাই। রত্ন মহার্ঘ নিশ্চিত কিন্তু আয়াস লভ্য হইলেও প্রত্যাশা আছে।

স্থ। উপায়।

প্র। সাধে কি মূর্খ বলিয়াছিলাম—আমি তোমায় জিজ্ঞাসা করিতেছি কোথায় তাহার উত্তর দিবা, তাহা না হইয়া বিপরীত প্রশ্ন ?

এমত সময়ে সেই চিরপরিচিত, হৃদয়ের নিকটতম প্রদেশবাসীর কোমল কণ্ঠস্বরে উভয়ে চমকিত হইলেন—"উপায় আমি"। সে স্বর শঙ্করের। অনেক পূর্ব্ব হইতে এ কথাবার্ত্তা শুনিতেছিলেন। তীক্ষ্ণবুদ্ধি প্রভাবে মোটামুটী বুঝিয়াও ছিলেন।

প্র। উপায় তুমি সকল কার্য্যে, কিন্তু বন্ধু, একটী বালিকার খোঁজ লওয়া কার্য্যটী কি তোমাতে সম্ভব ?

শ। তোমার জন্য বলিয়া সম্ভবে। কে জানে কালে হয়ত আরও উপযুক্ত প্রতিপন্ন হইবে।

সূ। বাঁচিলাম ভাই, আজ ত আমাকে মূর্খ বানাইয়াছ—এখন দ্রোণাচার্য্যকে অস্ত্র বিদ্যা ছাড়াইয়া দৌত্য বিদ্যা শিক্ষা দাও।

তখন মদন আসিল—বলিল—"আজই নাগ মহাশয়কে একথার জবাব জিজ্ঞাসা করিব"।

শ। মদন! সকল কার্যে স্কন্ধাঘাত সহেনা। গণ্ডারের গায়েই সহে না—তা মানুষের গায় ত নয়ই নয়।

ম। থাক্, বুদ্ধিখরচটা তোমরা কর। ওটা আমার এখন আমানত থাকুক। কিন্তু কার্যে দরকার হয়ত বলিও।

তখন চারিজনে মিলিয়া অনেক পরামর্শ হইল, অবশেষে স্থির হইল শঙ্কর এ কার্য্যের ভার লইবেন। চারিজনে নগরাভিমুখে চলিলেন। অর্দ্ধপথ হইতে সূর্য্যকান্ত গৃহাভিমুখে ও অন্য তিন জন দুর্গ লক্ষ্যে অগ্রসর হইলেন। রাত্রি তখন প্রায় সার্দ্ধপ্রহর গত। শঙ্কর ও মদন দুর্গ প্রবেশান্তর—নিজ নিজ নির্দ্দিষ্টাংশে গমন করিলেন। প্রতাপ অন্দর অভিমুখে। কিন্তু শঙ্কর ভাবিলেন, আজ যেন কেমন কেমন হইল, প্রতাপের উপর লক্ষ্য রাখা দরকার। যেরূপ তীক্ষ্ণমনোবৃত্তি ও দৃঢ় অধ্যবসায় তাহাতে আজ হয়ত কি একটা করিতে পারে—প্রতাপের মানসিক ভাব সমূহের বিকাশ ও কার্য্য পরম্পরা শঙ্কর অতি দক্ষতার

সহিত দেখিতেন এবং মাতার শিশুর মনোভাব বুঝিবার ক্ষমতার ন্যায় প্রতাপচিত্তের সমস্ত গতিই শঙ্কর বুঝিতেন। অতি সত্বর আহারাদি শেষ করিয়া সতর্কতার সহিত গুপ্তদ্বার সকলের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেন। নিদ্রাশূন্য উৎকণ্ঠার সহিত কক্ষ্যাভ্যন্তরে জানালায় পাদ চারনা করিতে-ছিলেন। তখনও চন্দ্রদেব অস্ত যাইবার বিলম্ব ছিল; ক্রমশঃ ক্ষীণাভ হইল, তাহার পর অস্ত যায় যায়—এমত সময়ে উত্তরদিকস্থ গুপ্তদ্বার উদ্ঘাটিত হইল, কে যেন বাহির হইয়া পরিখাজলে সন্তরণপূর্ব্বক পরপারে উঠিল; হস্তস্থিত শুষ্ক বস্ত্রাদি পরিধান পূর্ব্বক আর্দ্র বস্ত্র অল্পজলে লুক্কায়িত করনান্তর অতি সন্তর্পণে পূর্ব্বাভিমুখে অগ্রসর হইল। শঙ্কর ক্ষিপ্রগতিতে প্রায় পূর্ব্বোক্ত প্রকারেই পরিখা পার হইয়া অনুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন। বুঝিলেন—প্রতাপ গুপ্তদ্বার তিনি ও প্রতাপ ভিন্ন অন্য কেহই অবগত ছিল না বহুদূর অতিক্রান্ত হইল—শতপদ পশ্চাতে শঙ্কর অনুসরণ নিরত। পথদর্শনে অনুমান করিলেন—গরুড় নাগ গৃহাভিমুখে। শিহরিলেন—কি জানি কি হইতে কি হয়। তিনি প্রতাপ চরিত্র অতি বিশদরূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন - জানিতে বাঁকি ছিল না যে—যে মনোবৃত্তি একবার প্রতাপের হৃদয়ে উত্থিত হইবে, তাহার শেষ মীমাংসায় যতক্ষণ উপনীত না হয় ততক্ষণ ক্ষান্ত নাই। শঙ্কর উপায় করিবেন স্থির হইয়াছিল কিন্তু সে সহস্র বন্ধু হইলেও অপরের উপর নির্ভরতা প্রতাপ স্বভাবের বিপরীত। সুতরাং শঙ্কর শিহরিলেন-কি জানি কি হয়! কিন্তু পরক্ষণেই উৎফুল্ল হৃদয়ে ভাবিলেন—দুর্গা! বন্ধুকে রক্ষা কর। শঙ্কর এ বিষয় নিশ্চিন্ত ছিলেন যে—বন্ধুদ্বারা কোন হীন বা অগৌরবাত্মক উপায় পরিগৃহিত হইবে না; সে মহান চরিত্রে কলঙ্ক ছিল না, সে হৃদয় নীচতার গহ্বর হইতে লক্ষ সোপাণ উর্দ্ধে অবস্থিত ছিল।

শঙ্করের চাতুর্য্য

। ১ ।

অদূরে প্রসিদ্ধ নাগরিক জীতমিত্রের মনোরম, বহুবিস্তৃত, সুদৃশ্য প্রাসাদতুল্য সৌধ অন্ধকারে শ্বেত মেঘ খণ্ডের ন্যায় প্রতীয়মান হইতেছিল। নিকটবর্ত্তী হইয়া প্রতাপ থামিলেন। পশ্চিম পার্শ্বস্থ প্রকাণ্ড আম্র কানন মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন; তখন চমক ভাঙ্গিল। উচ্ছ্বসিত হৃদয়ের আবেগ দমনে অসমর্থ হইয়া মুখ ফুটিয়া বলিলেন—এখন উপায়? পশ্চাৎ হইতে অতি স্নেহমাখা কম্পিত কণ্ঠে কে বলিল—উপায় আমি, আগেও আমি, এখনও আমি, পরেও আমি। প্রতাপের রীতিমত স্থিরতা না থাকিলেও সে কণ্ঠস্বর অনুভব করিবার ক্ষমতা ছিল। কাতরকণ্ঠে বলিলেন—

প্র। ভাই! ঘাট্ হইয়াছে এখন বাঁচাও।

শ। তুমি যশোহরের যুবরাজ, পূর্ব্বাপর বিবেচনা আমি তোমাকে কি শিখাইব?

প্র। তোমার ভনিতা রাখ।

শঙ্কর জানিতেন প্রতাপের স্বভাবই এইরূপ—সুতরাং রুষ্ট হইলেন না। স্নেহালিঙ্গনপূর্ব্বক পশ্চাতে আম্র কানন মধ্যে অপেক্ষা করিতে বলিয়া নিজে দক্ষিণ দিকস্থ প্রধান দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। ক্ষুদ্র বংশীধ্বনি করিলেন। ঝন্ ঝন্ ঘড়্ ঘড়্ শব্দে লৌহ কীলক খচিত প্রকাণ্ড বহির্দ্বার উদ্ঘাটিত হইল। দ্বার রক্ষক জিজ্ঞাসা করিল—অতিথি?

শ। তাই বটে ; রাত্রি অনেক হইয়াছে। নাগবাহাদুরের আলয়ে আশ্রয় পাইব কি ?

দ্বা। কোন বর্ণ ?

শ। ব্রাহ্মণ।

দ্বা। প্রণাম, ভিতরে আসুন, নিবাস ?

শ। সপ্তগ্রাম।

দ্বা। সঙ্গে কেহ আছে কি ?

শ। না, একক।

দ্বারপাল যথারীতি ঘণ্টাধ্বনি করিল। অবিলম্বে দুইজন ভৃত্য উপস্থিত হইল। দ্বারপালের নিকট পরিচয় জ্ঞাত হইয়া অতিথিকে সদর বৈঠকে বসাইল, জিজ্ঞাসা করিল—ঠাকুর অভুক্ত আছেন বোধ হয় ?

শ। গৃহস্বামীর অসাক্ষাতে আতিথ্য গ্রহণে বাধা আছে।

তখন ভৃত্যদ্বয় পরস্পর মুখ চাওয়া চাওয়ি করিল—কিন্তু অতিথির কমনীয় মুখশ্রী দর্শনে সম্ভ্রান্তকুল বিবেচনায় নিজ প্রভুকে জ্ঞাপন মানসে চলিল—অতিথিকে অপেক্ষা করিতে অনুরোধ করিল। ক্ষণ বিলম্বে জীতমিত্র স্বয়ং উপস্থিত হইলেন—অতিশান্ত, সৌম্যমূর্ত্তি, দৃষ্টি করুণামাখা, গলায় তুলসীর মালা, কপালে তিলক, পরিধানে মিহি সাদাধুতি, গায় হাতকাটা মেরজাই, পায়ে জগন্নাথের চটী।

জী। দেব্‌তা ! আমার গৃহাশ্রম ধন্য হইল। প্রণাম।

শঙ্কর যথারীতি আশীর্ব্বাদ করিলেন।

জী। নিবাস ?

শ। সপ্তগ্রাম।

জী। নাম ?

শ। শ্রীঅরবিন্দ দেবশর্ম্মা চট্টোপাধ্যায়।

জী। কোথায় আগমন হইতেছিল?

শ। যশোহর নগরে, শুনিয়াছি গৌড় ও সপ্তগ্রামের বহুতর অত্যাচার গ্রস্ত ভদ্রলোক এই মহানগরীতে রাজাশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছে; সেই প্রত্যাশায়। আমি বণিক্ বৃত্তি অবলম্বী। এক্ষণে দেখিয়া শুনিয়া যাইব—সুবিধা হইলে সপরিবারে উঠিয়া আসিব, পথে রাত্রি অধিক হওয়ায় আশ্রয় চেষ্টায় আপনার দ্বারে অতিথি।

জীতমিত্র পরিচারকবর্গের প্রতি অন্দরে ব্রাহ্মণ অতিথির ভোজ্য প্রস্তুত জন্য হুকুম দিলেন। অতিথি বাধা দিয়া বলিলেন—রাত্রে ফল মূলাহারী।

জী। বেশ কথা—দিদিকে বল শরৎকে ডাকিয়া অতিথির জলযোগের উদ্যোগ করিয়া দিতে। আমি উপস্থিত থাকিব।

শঙ্করের মনে কত কি তোলাপাড়া করিতেছিল, ভাবিলেন বিধি অনুকূল, আংশিক কি সম্পূর্ণ এক্ষণে সেইটুকু বুঝিবার প্রত্যাশা। অনতিবিলম্বে পুরাতন বৃদ্ধ চণ্ডীশরণ নামক ভৃত্য সংবাদ দিল-কর্ত্তা! ঠাকুরের জন্য আয়োজন হইয়াছে।

জী। আহ্নিক হয় নাই বোধ হয়?

শ। আজ্ঞা, না।

জী বাবা! বড়ইত ক্লেশ পাইয়াছ? ভৃত্যকে বলিলেন—আহ্নিকেরও ব্যবস্থা হউক, অগ্রে যাও, আমি সঙ্গে লইয়া আসিতেছি।

তখন ধীর গতিতে উভয়ে অগ্রসর হইলেন; শঙ্কর ভাবিলেন—কালি! যেন আশা সুফল হয়। সে প্রকোষ্ঠান্তরে সম্মুখে আসন ও আহ্নিকের সরঞ্জাম। অদূরে বহুবিধ মিষ্টান্ন ও ফলাদি পৃথকরূপে যত্ন সজ্জিত, শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত পাত্রে। শঙ্কর যথারীতি সন্ধ্যাহ্নিক করিলেন মনে মনে হাঁসিলেন; কে যেন দ্বার পার্শ্বে তালবৃন্ত হস্তে অপেক্ষা করিতেছিল বৃন্তাগ্রও বসনাঞ্চল দৃষ্ট হইতেছিল, তখন কর্ত্তা ডাকিলেন—মা, জননি! অতিথির ভোজন পাত্রোপরে বাতাস

দেও। সে মুহূর্ত্তে শঙ্কর আচমনোদ্দেশে জলপূর্ণ পাত্র হস্তে লইয়াছিলেন, হটাৎ হস্তচ্যুত হইল; রুদ্ধশ্বাসে কত কি ভাবিলেন, সামলাইয়া আবার ভাবিলেন—শঙ্কর হসিয়ার! প্রকাশ্যে জিজ্ঞাসা করিলেন—

শ। এটী?

জী। আমার একমাত্র কন্যা। মা'র আমার গর্ভধারিণী নাই। সংসারে আমার জেষ্ঠা ভগ্নী আছেন। "ঠাকুরকে প্রণাম কর"—কন্যা প্রণাম করিল; শঙ্কর আশীর্ব্বাদ করিলেন—"মা, রাজরাজেশ্বরী হও, সমাগরা পৃথিবীর অন্নদায়িনী হও। কন্যা চমকিল—একপার্শ্বে ফিরিয়া তালবৃন্ত মেঝে ঠুকিয়া ঝাড়িয়া লইল। আবর্জ্জনা পরিষ্কার জন্য কি অন্য কোন কারণ ছিল জানি না, বোধ করি কিছু থাকিলেও পারে।

জী। মা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী—কিন্তু কতকটা অতি স্নেহবশে কতকটা অন্তর হইবার ভয়ে, কতকটা সুপাত্র অভাবে ক্রিয়াকর্ম্ম হইতেছে না। সপ্তগ্রামে আমার কন্যার জন্য একটী সুপাত্র অনুসন্ধান করিলে বাধিত হইব।

বলা বাহুল্য—এসময় কন্যাটী উঠিয়া পার্শ্বস্থ কক্ষে অন্য পাত্রে শীতল জল পূর্ণ করিয়া আচমনার্থ আনিতে গিয়াছিল।

শ। কেন? এত সমৃদ্ধ বহুজনাকীর্ণ বিদ্যাকলা চর্চ্চা প্রধান যশোহর নগরে সুপাত্র নাই কি? বিশেষ আপনার মত ব্যক্তির পাইবার অভাব কি?

জী। কি জান বাবা! পাওয়া অনেক যায়, কিন্তু মা আমার, আমাকে ছাড়িয়া যাইতে অস্বীকৃত হয়। এখন ক্রমে মনে হইতেছে যে মরিবার পূর্ব্বে পাত্রস্থ করিতে পারিলে হৃদয়ের ভার লাঘব হয়—দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িলেন—গৃহিণী থাকিলে কবে এ কার্য্য হইয়া যাইত। মায়েরও যে ভাব, মায়ের আমার বন্ধু যাদবীরও তাই।

দুই জনেই যেন একপ্রাণ একই কথা; দুইজনে কত কারুকার্য্য, কত লেখাপড়া করে, চিত্র আঁকে—কিন্তু তাহার যেন বাপ মা নাই, বিবাহ কে দেয়? আমিত থাকিয়াই পারিতেছি না। (কন্যাটী ব্যজন করিতেছিল) যাদবী আজ আসিয়াছিল'না কি? (কন্যা কে)।

ক। সেই যে চিত্রপট সে দিন দিয়া গিয়াছিল, তাহার পর আর অসে নাই। বোধ করি সূর্য্যকান্ত বাটী আসিয়াছেন—তিনি বাড়ী থাকিলে সময় পায় না।

শঙ্কর একাগ্রমনে এই রাজেন্দ্রানীতুল্য রূপবতীর কণ্ঠস্বর প্রথম শুনিলেন, মনে ভাবিলেন-প্রতাপ! তোমার অদৃষ্টে বিধাতা কি লিখিয়াছেন জানি না কিন্তু আমি বন্ধুর কার্য্য প্রাণপণে করিব—তাহার পর তোমার বরাত।

শ। আহা আপনার কন্যাটী পরমা সুন্দরী—তেমনি গুণবতী বটে! মা! রাজরাজেশ্বরী হও। চিত্রাঙ্কন বিদ্যা অতি উচ্চ বিদ্যা, বিশেষ, ভদ্রমহিলাদের এই সুকুমার বিদ্যা আলোচনার বিষয় পূর্ব্বাপর শাস্ত্রকারেরাও উল্লেখ করিয়াছেন।

জী। মা জনীন! কি পট সে দিন তোমায় যাদবী দিয়াছে দেখিনাই ত?

কন্যা একটু থতমত খাইল কিন্তু ধীরভাবে উত্তর করিল —যুবরাজ ভবানী সহায় প্রতাপের।"

প্রতাপ নামোচ্চারণের সময় কণ্ঠ যেন একটু কাঁপিল। শঙ্কর লক্ষ্য করিলেন—আনন্দে হৃদয় নাচিল; একপ্রাণে ভক্তিভরে কালী নাম স্মরণ করিলেন। প্রকাশ্যে বলিলেন—

শ। যশোহরের সর্ব্বগুণ লক্ষণ সম্পন্ন একমাত্র বংশধর প্রতাপের নাম শুনিয়াছি, কখন দেখি নাই। মহাশয়ের অনুগ্রহ হইলে একবার হয়ত সাক্ষাৎলাভ করতে পারি।

জী। দেবতা! যে কয়দিন এ নগরে প্রয়োজন থাকে আমার আলয়ে থাকুন। আমি সুযোগক্রমে রাজদর্শন ও সম্ভবত আগমনের হেতু অবগত হইলে সাহায্য করিতেও কুণ্ঠিত হইব না। (কন্যার প্রতি) মা ছবিখানি আনত, ঠাকুরকে যুবরাজের চেহারাটা দেখাও। অতি সুন্দর বটে, তবে বয়সকাল কিনা—যেন ঔদ্ধত্য, চক্ষুমুখ দিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছে।

অল্পপরে কন্যা ছবি আনিল তখন কর্ত্তা খুলিয়া ঠাকুরকে দেখাইতে-ছিলেন, বলিলেন—কেমন দেবতা, ঔদ্ধত্য ব্যঞ্জক কিনা?

শ। রাজার সবে মাত্র পুত্র, একটু তেজ থাকা দরকার বই কি?

জী। তা'ত বটেই, যেরূপ শুনিতে পাই, কালে যে একজন মহারথী হইবেন, সন্দেহ নাই।

তখন শঙ্করের ভোজন, আচমণ সমাধা হইয়াছিল। কন্যা তাম্বূল আনয়ন ব্যপদেশে অন্যগৃহে গিয়াছিল।

শ। আচ্ছা, মহাশয়! আমার মনে একটি কথা লয়; যদি ধৃষ্টতা মার্জ্জনা করেন তবে নিবেদন করি!

জী। সে কি দেবতা? অসন্তুষ্ট হইব কেন? তোমার প্রতি কেমন স্নেহ জন্মিতেছে—এমন দেখা যায় না।

শ। যুবরাজ প্রতাপের সহিত আপনার কন্যার সম্বন্ধ উঠাইলে কি হয়

জী। আহা! মা জননীর গর্ভধারিনী নাই, সে চেষ্টা করে কে? একবার দুই বৎসর পূর্ব্বে নাগরিক প্রধানবর্গের সপরিবার নিমন্ত্রণে রাজান্তঃপুরে ছোট মহারাণীর ব্রতোৎযাপন উপলক্ষ্যে গিয়াছিল। কই, তাঁহাদের মনঃপূত হইলে, অবশ্য আমার উপর হুকুম না হউক প্রকারান্তরে জিজ্ঞাসাও ত হইত। মা'ও আমার বোধ হয়, অত গোলযোগ, কাণ্ডকারখানা, অনেক লোক দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়া কিছুদিন কেমন অসুস্থ মত হইয়াছিল। তৎপরে সর্ব্বদা নির্জ্জনে

গোলমাল রহিত থাকিয়া ক্রমশঃ শান্ত হইয়াছে। সেই অবধি আরও কত নিমন্ত্রণ হইয়াছে, দিদি গিয়া থাকেন, মা আমার অত আড়ম্বর, কোলাহল ভাল বাসে না তজ্জন্য আমারও সাহসে কুলায় না। আমি দীন প্রজা মাত্র, সামান্য গৃহস্থ; যুবরাজকে জামাই করিবার আশা দুরাশা মাত্র। মা'র অদৃষ্ট, বাবা নন্দদুলাল! তোমার ইচ্ছা।

বৃদ্ধ ক্ষান্ত হইলেন—শঙ্কর গাত্রোত্থান করিলেন। উভয়ে অন্দর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া সদর বৈঠকে আসিলেন। শঙ্কর বলিলেন—আমি অতি প্রত্যুষেই চলিয়া যাইব, আর সাক্ষাত হয় না হয় অতিথি বলিয়া মার্জ্জনা করিবেন। বৃদ্ধ প্রণামান্তে বিদায় গ্রহণ করিলেন। শঙ্কর কিছুকাল নিদ্রিতের ন্যায় অপেক্ষা করিয়া সকলে পুনঃ সুষুপ্ত হইলে প্রাচীর উল্লঙ্ঘনে প্রস্থান করিলেন। আম্র কাননে প্রতাপের সহিত মিলিত হইলেন। প্রতাপ উৎকণ্ঠার সহিত একেবারে কত প্রশ্ন করিলেন। এত দেরী কেন? দেখা পাইয়াছ কি? কি কথাবার্ত্তা হইল? কেমন করিয়া সাক্ষাত করিলে ইত্যাদি।

শ। সুফল, আশা বিস্তর।

তখন পথে আদ্যোপান্ত কথাবার্ত্তা হইল। শান্ত মনে উভয়ে গুপ্ত দ্বারপথে দুর্গপ্রবেশ করিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে বিশ্রামার্থ গমন করিলেন। বিদায়কালীন আলিঙ্গনের সময় প্রতাপ বলিলেন—শঙ্কর! সকলে একবার খোঁজ লইও।

শ। কাহার?

প্র। আমার।

শ। কেন?

প্র। যেন শরীর কেমন করিতেছে। বন্ধুদ্বয় পরস্পর বিদায় লইলেন।

বংশতালিকা

(১) বিরাট গুহ
(২) নারায়ণ
(৩) দশরথ
(৪) ভরত
(৫) পীতাম্বর
(৬) সাঙ্গি
(৭) তপন
(৮) শঙ্কর
(৯) অশ্বপতি বা আশগুহ
(৯) বিনু গুহ
(৯) আশগুহ
(১০) গজপতি
(১১) ছকড়ি
জগন্নাথ
(১১) চতুর্ভুজ
(১২) রামচন্দ্রগুহ, নিয়োগী
=ষষ্ঠীবর বসু কন্যা (ক)
=শ্রীকান্ত ঘোষ কন্যা (খ)
(১২) স্বয়ম্বর
(১৩) দুর্লভ
(১৪) ভবানীদাস (টাকী)
জগদানন্দ (শ্রীপুর)
(১৪) রমাবল্লভ (ভুলুয়া)
জগদ্বল্লভ (সন্দীপ)
ভবানী
চূড়ামণি
গৌরচন্দ্র
ত্রিলোচন
(২০) প্রাণহরিগুহ (সন্দীপ)
(ক)
(১৩) ভবানন্দ মজুমদার
(ক)
(১৩) গুণানন্দ মজুমদার
(ক)
(১৩) শিবানন্দ মজুমদার
(১৪) শ্রীহরিগুহ
রাজা বিক্রমাদিত্য
=উগ্রকণ্ঠ বসু কন্যা (গ)
=বিষ্ণুঘোষ কন্যা (ঘ)
হরিদাস
গোপালদাস
বিষ্ণুদাস
(গ)
(১৫) রাজা প্রতাপাদিত্য
=গোপাল ঘোষ কন্যা (চ)
=জিতমিত্র নাগ কন্যা,
রাণী শরৎসুন্দরী (ছ)
ঘ
ভূপতি রায়
মুকুটমণি (উৎকুল)
ঘ
লক্ষ্মীনাথ রায়
বরদাপ্রশন্ন
সতীশ

(গ)

(১৫) রাজা প্রতাপাদিত্য

=গোপাল ঘোষ কন্যা (চ)

=জিতমিত্র নাগ কন্যা,

শরৎ সুন্দরী—(ছ)

(ছ) ১৬ উদয়াদিত্য
(ছ) (১৬) অনন্তরায় =গোপালদাস বসু কন্যা
(ছ) সংগ্রামাদিত্য
(চ) রামভদ্র রায়
(চ) রাজীবলোচন রায়
(চ) জগদ্বল্লভ রায়

(১৭) বিজয়াদিত্য

(১৩) গুণানন্দ মজুমদার

(১৪) জানকীবল্লভ রাজা বসন্ত রায় =মনোহর বসু কন্যা (জ) =কৃষ্ণরায় কন্যা (ঝ)

কৃষ্ণদাসগুহ বা বিদ্যাধর রায়

ভবানী দেবী =পরমানন্দ রায়

১৫ চণ্ডীদাস গুহ বা জগদানন্দ রায়
নারায়ণ
রাঘবরায় বা রাজা যশোহরজিৎ (ঝ)
চন্দ্রশেখর রায় বা চাঁদ রায় (ঝ)
রূপ
শ্রীরাম (জ)
গোবিন্দ (জ)
কমল (জ)
পরমা
মধুসূদন (জ)
রমাকান্ত

(১৬) রাজারাম
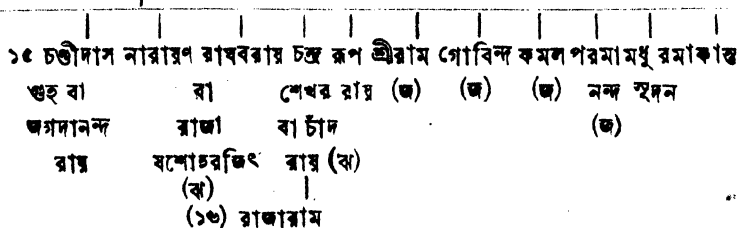
১৭ নীলকণ্ঠ (খোড়গাছি)

(১৭) শ্যামসুন্দর (রামজীবনপুর

নয় আনীর বংশ-তালিকা

রাজা বসন্ত রায়
রাঘব রায়
চন্দ্রশেখর বা চাঁদ রায়
নারায়ণ
রমাকান্ত
বাজারাম
রামচন্দ্র
পুরুষোত্তম
মুকুন্দরাম
(১) নীলকণ্ঠ
(১) শ্যামসুন্দর (মনসবদার) (রামজীবনপুর)
মণি
মুকুন্দদেব (খোড়গাছি)
নবনীত
ব্রজমোহন
(২) ব্রজকিশোর (মানিকপুর)
কৃষ্ণদেব
গোবিন্দদেব
নৃসিংহদেব (দত্তক)
রঘুদেব (দত্তক)
বৈকুণ্ঠ দেব (দত্তক)
শ্রীকণ্ঠ (দত্তক)
রাজেন্দ্র নাথ (দত্তক)
বরদা কণ্ঠ
গিরীন্দ্র নাথ
রবীন্দ্র নাথ
যতীন্দ্র মোহন
শৈলেন্দ্র মোহন

(২) ব্রজমোহন (মানিকপুর)
হরিদেব
যুগলকিশোর
আনন্দচন্দ্র
গৌরচন্দ্র
চন্দ্রকুমার
ঈশ্বরচন্দ্র
প্রসন্নচন্দ্র
গিরিশচন্দ্র
ললিতকুমার
যজ্ঞেশ্বর
দক্ষিণাপ্রসাদ
প্রভাতচন্দ্র
ফণিভূষণ
নলিনী
পুলিন
সুচারুচন্দ্র
অনন্ত
অশ্বিনী
শরৎ
রণজিৎ
আজিত
অমূল্যরতন
নীলরতন
সুনীল
সুশীল
সুবোধ
তপন
হরেন্দ্র
বিনয়
অশোক
প্রবোধ
সুবোধ
সাত আনীর বংশ
শ্যাম সুন্দর
শ্রীকৃষ্ণ
কৃষ্ণকিঙ্কর
নন্দকিশোর (রামজীবনপুর)
হরেকৃষ্ণ
প্রাণকৃষ্ণ (নুরনগর)
দেব নাথ
কালীকুমার
প্রতাপ নাথ
প্রসন্ন নাথ
বৈকুন্ঠনাথ
(নুরনগর)
সুরথনাথ
যোগীন্দ্র
নৃপেন্দ্র
মণীন্দ্র
ফণীন্দ্র
ক্ষিতিনাথ
পূর্ণেন্দু
(দত্তক)
সমরেন্দ্র
সুধীর
সুবোধ
নগেন্দ্র নাথ
শৈলেন্দ্র
জীতেন্দ্র
সৌরেন্দ্র
খগে
নন্দ
নৃপেন্দ্র
রবীন্দ্র

কাটুনিয়া রাজবংশ—

শ্যাম সুন্দর (মন্‌সবদার)
(রামজীবনপুর)

- নন্দকিশোর
  - রাধানাথ
    - রাম নারায়ণ
      - জগদীশ নারায়ণ (কাটুনিয়া)
        - সীতাংশুভূষণ
          - সুনৎকুমার (দত্তক)
          - *যতীন্দ্র মোহন
            - +লালমোহন
              - ভুবনেশ্বর
            - নেপালচন্দ্র
              - প্রবীর
              - খোকন
          - মতীন্দ্র মোহন
            - নলিনী
            - যামিনী
      - জয় নারায়ণ (কাটুনিয়া)
        - অন্নদাতনয়
          - শৈলেন্দ্র মোহন
            - বটুকেস
            - খোকন
          - গুনেন্দ্র
          - জ্ঞানেন্দ্র
      - ব্রজেন্দ্র নারায়ণ (কাটুনিয়া)
        - রমেশচন্দ্র
          - কমলেশ
          - পৃথ্বিশ
          - রথীশ
          - দীনেশ
          - শচীশ

*গ্রন্থকার

+প্রকাশক

রাজগৃহ

(৩)

রাজান্তঃপুরের একটি বিস্তীর্ণ নিভৃত কক্ষ ; মেঝে সবুজবর্ণ পারস্য জাত মখমলের ছাউনি. চতুঃপার্শ্বে হস্ত পরিমাণ প্রস্থে সাঁচ্চার কাজ করা. তদুপরি স্থানে স্থানে বিচিত্র, স্বর্ণরৌপ্য বজ্রড়িত মহার্ঘ চৌপায়া বসন, ঠেশ, কেদারা, তক্ত—বিচিত্র কারুকার্য্য খচিত বহুমূল্য আসন শোভিত। কোনটিতে মুক্তার ঝালর, কোনটিতে রেশমী থোপ দুলিতেছিল। দেয়ালে অসংখ্য দেবদেবীর পুরাণোক্ত চিত্র সকল স্ব স্ব গৌরব জ্ঞাপন করিতেছিল স্থানে স্থানে রজত দণ্ডো পরে দুই একটী পরিচ্ছদ শোভা পাইতেছিল গৃহাভ্যন্তরে প্রকাণ্ড রক্তবর্ণ চন্দন কাষ্ঠের পালঙ্ক, তাহার বাজু সুবর্ণ মণ্ডিত, স্থানে স্থানে বহুমূল্য পাথর বসান। কিংখাপের গদীতে কত থোপ, কত ঝালর, কতকি জ্বলিতেছিল, দুলিতেছিল। উপরে অগণ্য তারা নক্ষত্র খচিত নীল শারদীয় আকাশতুল্য চন্দ্রাতপ, রত্ন খচিত শৃঙ্খলাগ্রে দোলায়মান স্বর্ণ প্রদীপের উজ্জ্বল রশ্মিতে ঝলমল করিতেছিল। পালঙ্কোপরে দুগ্ধ ফেন শুভ্র শয্যা, বোধ করি তদাপেক্ষাও কোমল হইবে। শিয়রে পার্শ্বে বৃহদায়তন রৌপ্য নির্ম্মিত ত্রিপদের উপর স্বর্ণ তাম্বুলাধার, চন্দন অগুরু কুঙ্কুম পাত্র ইত্যাদি কত কি সজ্জিত ছিল। এটি যুবরাজের শয়ন কক্ষ নিশা শেষে যুবরাজ শয়নে আসিলেন বক্ষের বামপার্শ্বে বেদনা বোধ হইতে লাগিল, বিরক্তিব্যঞ্জক মুখশ্রী ক্রমে কাতরতা পূর্ণ হইল। অসংযত ভাবে শয্যায় পড়িয়া রহিলেন। আজ এত যত্নরচিত শয্যা কঠিন কণ্টকাকীর্ণ

বোধ হইল; এ পাশ ও পাশ করিতে লাগিলেন। ত্রিপদ হইতে কুঙ্কুম বাসিত জল চোখে, মুখে, মস্তকে দিলেন, প্রস্তর পাত্র হইতে স্নিগ্ধ জল পান করিলেন, তৃষ্ণা মিটিলনা, দাহ থামিলনা—তখন "ভবাণি! আজ কি সন্তান কে লইবে? বলিয়া কাতরকণ্ঠে মর্ম্মজ্বালা জ্ঞাপন করিলেন। বক্ষের বেদনা ক্রমশঃ খুব বাড়িল, শেষে যখন চৈতন্য যায় যায় তখন কাতরকণ্ঠে উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন—"মা! তোমার প্রতাপ যায় যে একবার শীঘ্র আইস"। অদূরবর্ত্তী বৃহদায়তন উজ্জ্বলিত কক্ষ হইতে দ্রুতপদে অলিন্দ্য বাহিয়া যশোহরের মহারাণী (মহারাজ বসন্ত রায়ের প্রথমা মহিষী—ইনিই প্রতাপকে দশদিনের বালক অবস্থা হইতে মানুষ করিয়াছিলেন, জন্মের দশম দিবসে প্রতাপের মাতৃবিয়োগ হয়) হৃত শাবকা বাঘিনীর মত ছুটিয়া আসিলেন। যাহা দেখিলেন তাহাতে জ্ঞান হারাইলেন—সেই ইন্দ্রতুল্য সন্তানের সে মুখশ্রী কোথায়? আজ কালিমাখা কেন? হস্তপদ ইতস্ততঃ আকুঞ্চন সম্প্রসারণ নিরত; বসন, কেশ, কবচ, কুন্তল সব গোলযোগ হইয়া গিয়াছে। মহারাণী মর্ম্মস্পর্শী রুদ্ধ কণ্ঠে ডাকিলেন—একি হইয়াছে? আজ যশোহরের সূর্য্য খসিয়া পড়িয়াছে; কে, কোন্ পাষণ্ড আজ এ দশা করিয়াছে? তখন ভাবিলেন লোকে কি করিবে? প্রতাপ ত পৃথিবীর প্রিয়তম জ্ঞানে দেশে দশে খ্যাত—পুনরায় ডাকিলেন—প্রতাপ!

প্র। আজ যাই যে মা!

মা। কি হইতেছে? বাতাস দিব? কাহাকে ডাকিব?

প্র। সর্ব্বাঙ্গে অসংখ্য বৃশ্চিক দংশনের ন্যায় জ্বলিতেছে। বুকের বেদনায় চৈতন্য লোপ হইতেছে।

মহারাণী কুঙ্কুমবাসিত জল সিঞ্চনে ব্যস্ত হইলেন। কণ্ঠোচ্ছ্বাস শুনিয়া তদীয় সহচরীরা জাগরিত হইয়াছিল; সকলে দৌড়িল—

কেহ ব্যজনে, কেহ হস্তাবমর্দ্দণে কেহবা শীতলাম্বু লেপনে। একজন দৌড়িল রাজার নিকট।

বজ্রাহত পথিকের ন্যায় রাজা গোবিন্দ নাম বারম্বার স্মরণ করিলেন। প্রতিহারীর প্রতি রাজ বৈদ্যকে সংবাদ প্রদান ভার অর্পিত হইল। অবশেষে অর্দ্ধপথে আসিয়া দেখিলেন শঙ্কর—শঙ্কর প্রতাপের বিদায় কালীন কথার ভাবে অবশিষ্ট রাত্রিটুকু ঘুমান নাই; উৎকর্ণ হইয়া ভবানীর নিকট প্রতাপের মঙ্গল কামনা করিয়াছিলেন। রাজ প্রকোষ্ঠে গোলযোগ শুনিয়া জিজ্ঞাসার অপেক্ষা না করিয়াই অগ্রসর হইলেন—অর্দ্ধপথে রাজদর্শন; রাজা অতি ব্যস্ততার সহিত বলিলেন - শঙ্কর ?

শ। পিতা! রাজবৈদ্য আনয়নে আমি যাইব কি ?

রা। না, আমার সঙ্গে আইস।

উভয়ে অবিলম্বে প্রতাপের কক্ষে পৌঁছিলেন। মহারাণী সরিলেন—গৃহ নিক্রান্ত হইলেন না, বোধ করি বাঘিনী সহস্র বিপদেও সন্তান ফেলিয়া যায় না।

প্রতাপ পিতৃচরণ বন্দনার্থ উঠিবার চেষ্টা করিলেন—পারিলেন না। বৃদ্ধ রাজার চক্ষু বাহিয়া অশ্রু ঝরিল; কাতর কণ্ঠে ডাকিলেন—ভবানি! এইজন্য কি একমাত্র পুত্র আমাকে দিয়াছিলে! আমার ইহজীবনের একমাত্র আশ্রয় ভাঙ্গিবে কি! এ ঐশ্বর্য্য, এ রাজত্ব কে ভোগ করিবে? এ সাধের যশোহর নগরীর নাম কে উজ্জ্বল করিবে? যদি অন্ধের যষ্ঠী হরণ তোমার উদ্দেশ্য হয়, অন্ধকে কি আগে লইতে জাননা? ক্ষীণকণ্ঠে বিলাপ পরায়ণ বৃদ্ধ প্রতাপের মুখে মস্তকে হস্তাবমর্ষণ করিতেছিলেন। শঙ্কর প্রতাপের অপর পার্শ্বে বসিলেন। মুখের দিকে চাহিয়া প্রাণ কাঁপিল, কাতরে ডাকিলেন—প্রতাপ! প্রতাপ চক্ষু চাহিয়া যন্ত্রণা ব্যঞ্জকস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন

—বন্ধু! কান্ত কোথায়? যাদবী, মদন, আর সেই! এখন বিদায় হই। তুমি বন্ধু। কিন্তু ব্রাহ্মণ বলিয়া কোনদিন অভিন্ন ভাবি নাই। আজ পদ ধূলি দাও যেন জন্মান্তরে এই সব বন্ধু উপভোগের মত দীর্ঘ জীবন পাই। পুনরায় মূর্চ্ছিত হইলেন। তখন চারিদিকে হাহাকার বাঁধিল, বড় গণ্ডগোল। মহারাণী সান্নিধ্য ভুলিয়া গেলেন, ঝাঁপাইয়া পড়িয়া প্রতাপের বিশাল দেহ বক্ষে তুলিয়া ধরিলেন। সহচরীরা শিরোপরে ঘন ব্যজন করিতে লাগিল। শঙ্কর মুখে চখে কুঙ্কুমবাসিত জল ছিটাইতে ছিলেন—তীব্র মর্ম্মভেদী স্বরে চীৎকার করিয়া ডাকিলেন—ভবানি! তোমার প্রতাপ যায়, পাষাণি! যদি প্রিয় প্রাণহন্ত্রী হইবার একমাত্র অভিলাষ করিয়া থাক, আজ আমায় জীবনের অর্দ্ধ আয়ু দিলেও যদি এক মুহূর্ত্ত বাঁচাও তথাপি প্রস্তুত আছি। কিন্তু নির্ম্মমে! যদি আজ প্রতাপকে লও তোমার পাষাণময়ী মূর্ত্তি চূর্ণ করিয়া প্রখর যমুনাস্রোতে লক্ষ ক্রোশান্তরে ভাসাইব। তোমার জ্বালাময় তেজে পুড়িয়া শ্মশান পাংশু হইয়া দেশ দেশান্তরে বায়ু প্রবাহে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ফিরিব। শঙ্করের কণ্ঠরোধ হইল, শরীরে ঘর্ম্মস্রোত বহিল।

তখন ধীরে, অতি ধীরে প্রতাপ চক্ষু মেলিলেন, বলিলেন—মহারাজ কই? বলা বাহুল্য রাজাকে অর্দ্ধ অচেতন অবস্থায় কক্ষান্তরে লওয়া হইয়াছিল। এমন সময়ে রাজবৈদ্য দেখা দিল।

প্র। কে কান্ত আসিয়াছ?

শ। না, রাজবৈদ্য।

তখন অন্তপুরে রাজকীয় দূত সূর্যকান্তের অবাসাভিমুখে রুদ্রতেজে অশ্ব তাড়না করিতেছিল। নগরবাসী চমকিল—যুবরাজের অমঙ্গল আশঙ্কায়। সে প্রভাতে প্রভাতী রাগিণী ঝঙ্কার হইল না—সে প্রভাতে নাগরিকগণ ঘন ঘন দুর্গানাম স্মরণ করিল—প্রতাপের

মঙ্গল কামনায়। সে প্রভাতে দিনকর মলিন বেশে দেখা দিলেন; সে প্রভাতে কুলবধূরা একটা করিতে যাইয়া আর একটা করিতে লাগিল, সে প্রভাতে অসংখ্য দেবালয়ে নাগরিকগণ ডালাহাতে যুবরাজের মঙ্গল কামনা করিল; সে প্রভাতে রাজদুর্গ শিখরস্থ বিচিত্র পঞ্চরঞ্জিন পতাকা নামাইয়া রক্ত নিশান উড়িল; সে প্রভাতে যোদ্ধা নগর, রক্ষক, রক্ষী নীরবে কাঁদিল—পাষাণে করুণাস্রোত বহিল; সে প্রভাতে সূর্য্যকান্ত—ছুটিল, মদন ছুটিল, যাদবী এলায়িত চুলে গ্রন্থি দিয়া ভবানীর নিকট মানসা করিল—যতদিন যুবরাজ আরোগ্য না হন, এ কেশ আর রঞ্জিত করিব না, কবরী বাঁধিব না—মা যশোরেশ্বরি! এইজন্য কি তোমার প্রিয় পুত্রকে লোকে ভবানী সহায় প্রতাপ বলে! তখন দ্রুতপদে রাজ শিবিকারোহণে অন্তঃপুরাভিমুখে যাত্রা করিল, মনে মনে ডাকিল—কালি! যেন একটু ভাল দেখি। সে প্রভাতে আর একজন কাঁদিল—মাটিতে মেঝের উপর পড়িয়া কাতরাইয়া কাতরাইয়া ফুলিয়া ফুলিয়া অনেক কান্না কাঁদিল; চক্ষু খুলিল মুখ খুলিল, সে আগুল্ফ দীর্ঘ নিবিড় কুঞ্চিত বৈশাখী নিবদামালা বিনিন্দী রাজেন্দ্র বাঞ্ছিত শিরোশোভী চিকুর দামের অগ্রভাগ সমুদয়ে এক বিরাট গ্রন্থিতে গ্রথিত হইল। মুখ ফুটিয়া কাহাকেও কিছু বলিল না—একটি কথাও না। সে প্রভাতে অনতিবিলম্বে নগর প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তর পর্য্যন্ত ঘোষিত হইল—মহারাণী পুত্রের মঙ্গল কামনায় শ্রীশ্রী৺যশোহরেশ্বরীর পূজায় বহির্গত হইবেন—নাগরিকবর্গের কন্যা, পত্নী গৃহিনী যে কেহ যুবরাজের মঙ্গল কামনা করেন, সঙ্গে যোগদান করিতে নিমন্ত্রিত হইলেন। যান, বাহন, শিবিকা অসংখ্য কাতারে কাতারে ছুটিল। সে প্রভাতে যমুনার নীল জলে লহরী খেলিল না, নিঃশব্দে যাইতেছিল—কালের গতি—সুতরাং বিরাম নাই, কিন্তু ক্রিয়াশুন্য। সে প্রভাতে রাখাল

ক্ষুন্নমনে গোষ্ঠে যাইতেছিল; সে প্রভাতে বাণিজ্য পোতসকল নঙ্গর করিয়া ইষ্টদেব স্মরণ করিল ; আর সেই একাদশী তিথির দিবসে কেবলমাত্র হিন্দু বিধবা ব্রত পালনে কালের গতির সাক্ষ্য দিতে ছিল না—

অনেকের ভাগ্যে একাদশী হইল; বহুতর ভাগ্যে অর্দ্ধ একাদশী। রৌদ্র প্রকাশ হইবার পূর্ব্বে সূর্য্যকান্ত দুর্গের মুরচা অতিক্রম করিলেন অশ্ব বল্গা বিরাঙ্কুর সহিত নিক্ষেপ করিলেন. বীরভদ্রকে স্বাভাবিক আদর করিতে ভুলিলেন, অশ্ব কেহ ধরিল কিনা দেখিবার সময় নাই, তীব্রলম্ফে চত্বর, প্রাঙ্গণ, প্রকোষ্ঠ, সোপাণ, কত বিত্ত বিলসিত কুবের বাঞ্ছিত কক্ষ অতিক্রম করিলেন, দ্রুত, অতিদ্রুত— সেই চির পরিচিভ যুবরাজের শয়ন কক্ষ দৃষ্টিগোচর হইল, আরও দ্রুত দ্বারে পৌঁছিলেন। মহারাণী উচ্চৈঃস্বরে প্রতাপকে ডাকিলেন —কান্ত আসিয়াছে, মদন তোমার পালঙ্ক পার্শ্বে দাঁড়াইয়া, দেখিতেছ না যে! প্রতাপ অতি দানভাবে চাহিলেন—দেখিলেন মদন—চক্ষু বাহিরে জল পড়িল, ক্ষীণস্বরে বলিলেন—মদন! বৃদ্ধ পিতাকে দেখিও, চলিলাম। মদন বালকের ন্যায় বিহ্বল হইয়া বক্ষ চাপড়াইয়া কেশ ছিঁড়িয়া কাঁদিল; ভবানীকে কত অভিসম্পাত দিল, অবশেষে কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ়ের ন্যায় প্রতাপের বাম বক্ষে হস্তাবমর্ষণে ব্যস্ত হইল তখন সূর্যকান্ত নিঃশব্দে প্রবেশ করিলেন ; সে দ্রুতবেগ এখন কোথায়? আবেগ-পূর্ণ কম্পিত স্বরে ডাকিলেন—বন্ধু! তোমার চির অনাথ কান্তকে কাহার আশ্রয়ে রাখিয়া যাইতে চাহ? প্রতাপ চক্ষু চাহিলেন, মুখ ক্ষণকালের জন্য প্রসন্ন হইল, দৃষ্টি করুণামাখা—কে কান্ত আসিয়াছ? যাদবী কই?

সু। আসিতেছে; এইরূপে ফাঁকি দিবে বলিয়া কি গতরাত্রে বিদায় দিয়াছিলে? শৈশবের পিতৃমাতৃহীন অবস্থায় গৌড়ের ঘোর রাষ্ট্র বিপ্লবের দিনে সব হারাইয়া ছিলাম কিন্তু সে সমুদ্রে তোমাকে

ভেলা করিয়া এই যশোহরে ভাসিয়া আসিলাম। সেই ক্রীড়াসমরে হাত ধরিয়া বন্ধু বলিয়াছিলে, সেইদিন হইতে স্বর্গলাভ করিয়াছি, এখন কোথায় ফেলিয়া যাও; দীনান্তে এ দীনের আলয়ে প্রাত্যহিক আগমনে যেন ইষ্টদেবতার দর্শন পাইতাম, বন্ধু! কলা আদর করিয়া মূর্খ বলিয়াছিলে, এখন দেখিতেছি প্রকৃতই আমি মূর্খ, নহিলে কল্য গৃহে যাইব কেন; কল্য যুবরাজ বলিয়াছিলাম, অসন্তুষ্ট হইয়াছিলে—আর বলিব না। বন্ধু! প্রাণাধিক! আমার ইহ জগতের সহায়, পর জগতের ইষ্টদেব, কোন্ অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছি? ব্যায়াম, যুদ্ধক্রীড়া, শিকার তোমার প্রিয়; আমি ছায়ার ন্যায় তোমার অনুসরণ করিয়াছি। আশা ছিল তোমাকে রাজ রাজেশ্বর দেখিব। শত সহস্র মোগল শির ভল্ল বিদ্ধ করিয়া রাজদর্শনের ভেট দিব। স্বদেশ বাসীর আনন্দাশ্রু করে ধরিয়া অঞ্জলি পুরিয়া—ও দেবদুর্লভ শিরে রাজ্যাভিষেকের সময় অভিসিঞ্চন করিব। লক্ষ জয়মাল্যে তোমার উদার হৃদয় কুসুমিত করিব অবশেষে ও রাজচরণে শির নামাইয়া ভিক্ষা লইব—যেন জন্ম জন্মান্তরে তোমার কৃতদাস হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে পারি। কণ্ঠরুদ্ধ হইল, চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। মহারাণী হাত ধরিয়া প্রতাপের পাদপার্শ্বে বসাইলেন, সুর্য্যকান্ত নিজ বিশাল বক্ষে রাজপদ তুলিয়া লইয়া অনাথের ন্যায় কাঁদিল। শঙ্কর আশ্বস্ত করিলেন, বলিলেন—বন্ধুর সাক্ষাতে যত গোলমাল কম হয় তত ভাল।

সু। হইতে পারে তুমি বুদ্ধিমান কিন্তু আমি রাজা চিনি না, রাজ্য চিনি না, যশোহরেশ্বরী ভবানী পাষাণীকেও চিনি না, পিতা মাতা ভাই চিনিনা, দেখি নাই, দেখিয়াছিলাম—চিনিয়াছিলাম প্রতাপ।

সুর্য্যকান্ত রুদ্ধকণ্ঠে নীরব হইলেন, শঙ্কর চক্ষের জল মুছাইয়া দিলেন; তখন নিঃশব্দে নীরবে যে অবিশ্রান্ত অশ্রুধারা সে বীর

হৃদয়ের উপর শতধারে বহিল। রাজবৈদ্য এতক্ষণ নাড়ী, বক্ষ, লক্ষণ, উত্তাপ, আকৃতি পরীক্ষা করিতেছিলেন। ক্রমশঃ মুখের শ্রী গম্ভীরতর হইতেছিল—বলিলেন—কোন মানসিক বিকারে হৃদপিণ্ডে প্রদাহ জন্মিয়াছে। শীতল ঔষধ দিব, প্রলেপ দিয়া কোমলরূপে হৃত্তাবমর্ষণ করিতে হইবে। খাইবারও ঔষধ দিব। তবে প্রকৃত কারণ বন্ধুবর্গ অনুসন্ধান করিলে আরোগ্যের পথ সত্বর হয়।

বৈদ্য উঠিয়া রাজসন্নিধানে গেলেন, বলিলেন—মহারাজ! ব্যাধি মানসিক সুতরাং যাহা করিতে চাহেন তাহার ব্যবস্থা সর্ব্বাগ্রে। ঔষধের সাধ্যের ত্রুটী হইবে না। রাজ অনুচরবর্গকে বলিলেন—অবস্থা সাংঘাতিক বটে তবে যুবরাজের ভবানী সহায় আছেন, তাঁহার কৃপা। তৎপরে সূক্ষ্ম উপদেশ সকল আলোচিত হইল, বৈদ্য কিছুক্ষণ জন্য নিষ্কৃতি পাইল। তখন অন্দর মহলে অনেক গোলযোগ উপস্থিত হইল; অসংখ্য তাঞ্জাম, শিবিকা, চৌপায়ী ক্রমাগত উপস্থিত হইতেছিল। আত্মীয়, কুটুম্ব, আশ্রিত নানাপ্রকার সম্পর্কীয়, প্রধান নাগরিকবর্গের কন্যা, বধূ; গৃহিনীতে সে বিচিত্র অন্দর মহলে শত সহস্র কোকনদ ফুটিল। সকলেরই মুখে একটা ঘোর উৎকণ্ঠার চিহ্ন। মহারাণী স্নেহভাবে সকলকে অভ্যর্থনা করিলেন। তখন রাজসন্নিধানে সংবাদ গিয়াছিল প্রতাপ পূর্ব্বাপেক্ষা সুস্থ। মহারাণী সকলকে একত্রিত করিয়া মঙ্গলাচরণ আরম্ভ করাইয়া পুনরায় প্রতাপের প্রকোষ্ঠে আসিলেন। শঙ্করকে বলিলেন—তোমার প্রতাপের নিকট থাক, আমরা পূজা দিয়া প্রসাদ আনিতে যাই। যাদবি! আইস।

তখন প্রতাপ ডাকিলেন—যাদবি তোমার আজিকার সভা মনে থাকিবে কি?

মা! থাকিবে বৈ কি?—মনে মনে বলিল জীবন্তেও মরিলেন।

তখন অন্দর মধ্য হইতে সহস্র শঙ্খধ্বনি দিগদিগন্তে ফুকরাইয়া

জগন্মাতার উদ্দেশ্যে প্রবাহিত হইল। চতুর্দ্দিকে ডালা, পুষ্পমাল্য, মঙ্গল ঘট, সিন্দুর রঞ্জিত আম্রপল্লব, সশীর্ষ নারিকেল, সিন্দুর চর্চ্চিত কদলী বৃক্ষ, নৈবেদ্য প্রভৃতি দৃষ্টি হইতেছিল। সহস্র সহস্র পুরঙ্গনা অনাবৃত মস্তকে, আলুলায়িত কবরী ভারে রক্তপুষ্প গ্রথিত করিয়া মধুময় কোমল আবেগ কম্পিত কণ্ঠে ভবানীর মঙ্গল গীতি গাহিল। ক্রমে সে কুসুম প্রবাহ মহল অতিক্রম করিল, দুর্গ পরিখা পার হইল, তখন সেই বিস্তীর্ণ রাজরথ্যার মধ্য প্রসারী বিহস্ত প্রস্থ ভবানী মন্দিরাস্ত নীলবস্ত্রোপর দিয়া অগ্রসর হইল। আহা! যেন নীলকান্ত মণিপ্রভ যমুনা হৃদয়ে দেবোদ্দেশ বিক্ষিপ্ত কোকনদ রাজি শ্রেণী-বদ্ধভাবে স্রোতাভিমুখী হইল। সে জনসমাগম বারিত রাজরথ্যার উভয় পার্শ্বে নিষ্কোষিত কৃপাণ পাণি অন্তঃপুর রঙ্গিনী সহস্র চণ্ডালিনী ধাতুময়ী মূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চলভাবে দণ্ডায়মান থাকিয়া কর্ত্তব্য পালন করিতেছিল।

সর্ব্বাগ্রে মহারাণী মঙ্গলঘট স্থাপনা করিলেন। যুক্ত করে বসনাগ্র কণ্ঠে বেষ্টনপূর্ব্বক অঞ্জলিপূর্ণ রক্তজবা সে পাষাণময়ীর পদোপরি প্রদান করিলেন; উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন—ভবানি! তোমার আশ্রিতারা আজ প্রতাপের আরোগ্য কামনায় নিরম্বু উপবাস করিয়া অর্চ্চনা করিতে আসিয়াছে, প্রসাদ দাও। তখন শত সহস্র কোমলকণ্ঠে মধুমাখা স্বরে দেবী প্রতিমা প্রদক্ষিণপূর্ব্বক প্রার্থনা গীতি গীত হইতেছিল। দ্বাদশ বেষ্টন সমাপ্ত হইলে গীত থামিল; তখন মহারাণী জানু পাতিয়া ঊর্দ্ধাঞ্জলি হইয়া প্রার্থনা করিতেছিলেন —ভবানি! আজ তোমার যশোহরের সূর্য্য খসিয়া পড়িতেছে; অন্ধকারে সবিতাহীন মহানগরে কার মুখ দেখিয়া থাকিব? যশোহরেশ্বরি! তোমার সাধের যশোহর ধ্বংসের দিন কি এত নিকট? কালি! প্রসন্না হও। তখন কুমারীদিগকে আহ্বান করিয়া বলিলেন —প্রসাদী পুষ্প প্রার্থনা কর। একে একে শতাধিক কুমারী অগ্রসর

হইল, যাদবী সর্ব্ব পশ্চাতে—মহারাণীর অধর প্রান্তে ক্ষীণ হাসির একটু রেখা দেখা দিল; জিজ্ঞাসা করিলেন—যাদবি! তোমার অগ্রে গ্রন্থিযুক্ত কেশী—এ কন্যাটী কাহার? এবং উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই তাহার হাত ধরিয়া বলিলেন—ধন্য যশোহর! যে নগরে তোমার ন্যায় কন্যারত্ন যশোহর সূর্য্যের আরোগ্য কামনায় এত ত্যাগ স্বীকার করিতে জানে।

তখন বধূরা প্রদক্ষিণ করিতেছিল; এক দুই করিয়া কত কুমারী করযোড়ে ফুল চাহিল, ফুল তখন পড়িল না, অনেকে বিস্মিত হইতেছিল—যাদবী কাতরকণ্ঠে ডাকিল—পাষাণি! এইজন্য কি প্রতাপকে ভবানী সহায় বলে? তখন কয়েকটী কুমারী শরৎসুন্দরীকে ধরিল—তুমি গ্রন্থি দিয়া মানসা করিয়াছ, যাদবীও তাহাই; তোমরা মানসাপূর্ণ না করিলে ফুল পড়িবে কেন? তখন সকলে মিলিয়া সেই বদ্ধ গ্রন্থি নিবিড় কেশদাম গুছাইয়া কুণ্ডলীকৃত করিয়া শরতের সেই ইন্দ্রবাঞ্ছিত শিরোপরে স্থাপিত করিল, তদুপরি মৃৎ পাত্রপূর্ণ ধূনা কুঙ্কুম রাখিল, তাহাতে অগ্নি সংযোগ করিল; যাদবীকেও তাহাই করিল। তখন এতদুভয়কে দেবীর উভয় পার্শ্বে স্থাপন পূর্ব্বক করুণ—অতি করুণ কণ্ঠে প্রার্থনা গীতি গীত হইল। পুরোহিত আহ্বান করিলেন—"প্রসাদ গ্রহণ কর।" সে কোমল মধুমাখা গীতি থামিল, সকলে শিহরিল। শরৎ এতক্ষণ প্রস্তর মূর্ত্তির ন্যায় নিশ্চল ছিল, এক্ষণে যাদবীকে বলিল—বন্ধু! প্রসাদ লও, বিলম্ব কর কেন? যাদবী বলিল—আজ তোমার পালা। তখন সকলে তাহাদের উভয়ের মস্তকস্থিত পাত্র নামাইল। কয়েকজন শরৎকে বেষ্টন করিয়া ভবানীর সম্মুখে জানু পাতিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া পুষ্প গ্রহণোদ্দেশে হস্ত প্রসারণ করাইল। শরৎ অর্দ্ধ সংজ্ঞাহীন অবস্থায় যে যাহা করাইল তাহাই করিল—শঙ্কা পাছে হারাই। তখন সে পাষাণ প্রতিমার চরণাগ্র কম্পিত হইল, পুষ্প শরতের অঞ্জলি মধ্যে উড়িয়া পড়িল।

তখন ভক্তি গদ গদ সেই সহস্র কামিনী কণ্ঠে হুলুধ্বনি দিল, শঙ্খ, ঘণ্টা, ঝাঁঝর, কাঁসার ধ্বনিতে এক বিপুল কোলাহল উত্থিত হইল। নগরবাসী বুঝিল প্রসাদ লাভ হইয়াছে। বৃদ্ধ রাজা বুঝিলেন, উৎকর্ণ শঙ্কর প্রমুখ বন্ধুবর্গ জানিল—প্রতাপকে শুনাইল। ক্ষীণস্তিমিতাভ নয়ন বিস্ফারিত হইল। সে বিশাল চক্ষু বহিয়া দুই এক বিন্দু কৃতজ্ঞতার অশ্রু বহিল; সাধ্যমত উচ্চকণ্ঠে বলিলেন—ভবানি! তুমি যে আমার সহায়। আমি জানিতাম দেশে দেশে চিরদিন আমার মুখ রক্ষা করিয়াছ আজও করিবে।

সে সময় সে সাধারণ আনন্দের হুলুধ্বনির কোলাহলে যাদবী ডাকিল মা—পাষাণময়ি? তোমার কন্যাদের কৃতজ্ঞতা মাখা প্রণাম গ্রহণ কর ও শরৎকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করাইল, আপনি ও করিল। ক্ষণমাত্র সে পাষাণ প্রতিমা কাঁপিল, পুরোহিত আশীর্ব্বাদ করিলেন —রাজ রাজেন্দ্রাণী হও। সে বিষম কোলাহলের মধ্যে দেবীর আশীর্ব্বাদ নিকটস্থা কয়েকটী পুরাঙ্গণা শুনিল, প্রতিমা কাঁপিল সকলে দেখিল।

তখন মহারাণী সে দেবেন্দ্র দুর্লভ বালিকাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিলেন—বক্ষ প্লাবিত করিয়া পীযূষ ধারা বহিল, বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—প্রতাপের জীবন দাত্রি! আজ যশোহর ধন্য। যাদবি! তোমার সাহায্যে আজ অসাধ্য সাধন হইল। লজ্জায়, আত্ম প্রশংসায় সে মাতৃহীন বালিকা মরিয়া গেল। কিন্তু ক্ষণকাল জন্য—যখন মহারাণী বক্ষে ধরিয়াছিলেন—বোধ করি ভাবিতেছিল—আহা! মা থাকায় এত সুখ! তখন সকলে পুনঃরায় মঙ্গলগীত গাহিল, শ্রেণী বদ্ধভাবে মন্দির নিষ্ক্রান্ত হইয়া দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইল। তৎপরে পুরোহিত যথারীতি অর্চ্চনা সমাপনান্তর প্রসাদ প্রেরণ করিলেন। অদ্য যাঁহারা এই পূজায় আসিয়াছিলেন তাঁহারা চরণামৃত ও এই প্রসাদভক্ষণে নিমন্ত্রিত হইলেন। সে প্রবাহ অন্দরে প্রবেশ করিলে সমস্ত প্রাসাদ

আনন্দময় হইল। মহারাণী প্রতাপের বন্ধুবর্গকে ক্ষণ স্থানান্তরের অনুজ্ঞা জ্ঞাপনান্তর কুমারীদিগকে আহ্বান করিলেন; সহচরীরা কুমারীদিগকে অর্চ্চনা বন্দনা করিল। সে কক্ষ মধ্যে সর্ব্বাগ্রে যাদবী প্রবিষ্ট হইল, তাহারপর কত কুমারী প্রবিষ্ট হইতেছিল, সকলের হস্তে পুষ্পমাল্য। তখন প্রতাপ ডাকিলেন—যাদবি! সত্য স্মরণ আছে ত? যাদবী আজ প্রাণ খুলিয়া পূর্ণ কণ্ঠে বলিল—বালিকা বলিয়া কি এত উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিতে হয়? একটু কুটিল কটাক্ষে চাহিল; প্রতাপ বুঝিলেন—যশোহর যুবরাজকে একটা বালিকা ধমকাইল। তা নিতান্ত অসঙ্গত নহে, আমি নিতান্ত অধীরতা প্রকাশ করিয়াছি।

তখন মহারাণী হাত ধরিয়া শরৎকে আনিলেন—সে প্রসাদ পূর্ণ হস্ত তেমনি অঞ্জলিবদ্ধ, কেশ তেমনি গ্রন্থিজটীল, মুখখানি আকণ্ঠ হিঙ্গুলাভ, শরীর, চরণ, হস্ত সমস্ত ঈষৎ কম্পমান। দৃষ্টি নিম্নাভিমুখী; কিন্তু সে অঞ্জলিবদ্ধ অঙ্গুলি, সে হস্ত পদ্ম, সে রত্ন বলয়িত প্রকোষ্ঠ, আহা! এ ধরাধমে ভূভার হরণ জন্য শুধুই ভগবান জন্মগ্রহণ করেন না—বোধ করি সাক্ষাৎ লক্ষ্মীও মনুষ্য হৃদয়ে কোমলতার বীজ বপণ জন্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়া থাকেন। প্রতাপ সাবধান! লক্ষ বিদ্যুৎ প্রবাহ এককালীন শিরায় ধমনীতে টঙ্কার দিল; প্রতাপের চক্ষুদিয়া জ্যোতিঃ নির্গত হইল; সর্ব্বশরীর বিষম জ্বরোত্তাপে উত্তপ্ত হইল। সে সময় মহারাণী শরৎকে বলিলেন—মা লক্ষ্মি! প্রসাদ যুবরাজের মস্তকে, মুখেও বক্ষে প্রদান কর। উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন—প্রতাপ! ভবানী সহায়! তোমার ভবানী তোমাকে প্রসাদ দিয়াছেন, মস্তকে ধারণ কর, মায়ের উদ্দেশে প্রণাম কর। তিনি অভ্যাগতাদিগের জলযোগের আয়োজনার্থ প্রস্থান করিলেন। যাদবি ডাকিল—যুবরাজ! সত্য পালন করিয়াছি, আমার কর্ত্তব্য রক্ষা হইয়াছে দেখুন। প্রতাপ তখন তন্দ্রাচ্ছন্ন; যাদবীর সত্য বহুকষ্টে স্মরণ করিলেন; বলিলেন—যাদবি! কই?

তখন যাদবী শরতের অঙ্গুলি ধরিল, প্রসাদ প্রতাপের শিরোদেশে ছোঁয়াইল; বক্ষে, ললাটে আংশিক রক্ষা করিল। সে স্পর্শ প্রতাপ সহ্য করিতে পারিলেন না, সংজ্ঞাশূন্য হইলেন। শরৎ কাঁপিয়া উঠিল, অন্তরাত্মা উড়িল। যাদবী বুঝিল—তাহার বুদ্ধির স্থিরতা ছিল। চোখে মুখে, মস্তকে সে দেবী চরণামৃত ছিটাইল। প্রতাপ চাহিলেন, তখন তীব্র জ্বালাময় তেজে ধমনীতে নাচিয়া নাচিয়া শোণিত বহিতেছিল। তখন ও চক্ষের রক্তবর্ণ উজ্জ্বলতা নিষ্প্রভ হয় নাই, তখনও পর্য্যন্ত শরীরে কি একটা স্রোত বহিতেছিল কিন্তু এবার দৃষ্টি স্থির = করুণাময়ি! যাদবী ডাকিল—বন্ধু! শরৎ—কি ভাই?

যা। যুবরাজের মস্তক স্পর্শ করিয়াছ, এক্ষণে চরণ বন্দনান্তর প্রণাম গ্রহণ কর, চল গৃহে যাই।

তখন যাদবী শরতের হাত ধোয়াইল ও নিজাঞ্চলে মুছিল যাদবী পুনরায় বলিল —রাজদর্শনে উপহার দিতে হয়—শরৎ অপ্রতিভ হইল, একথা সে জানিত নাত। সঙ্গেত রাজাকে প্রদানযোগ্য কিছুই নাই। তখন কে যেন স্মরণ করাইয়া দিল—যুবরাজের প্রদত্ত অঙ্গুরীয় আছে। একটু লজ্জা করিল কিন্তু অগত্যা তাহাই খুলিল—রাজপদ প্রান্তে রাখিয়া প্রণাম করিল। যাদবী ডাকিল—যাদবী বন্ধুর আশা! যশোহর সূর্য্য! মূঢ়মতি বালিকার উপহার গ্রহণ কর—বলিয়া অঙ্গুরীয় তুলিয়া প্রতাপের হস্তে দিল। প্রতাপ চিনিলেন—বোধ হয় পূর্ব্বেই চিনিয়াছিলেন।

প্র। কুমারি! আহ্বানটি তত হৃদয় গ্রাহী হইয়াছিল কিনা জানিনা কিন্তু রাজোচিত সম্ভ্রম কর্ত্তব্য। বলিয়াছিত সে মহান্ চরিত্রে কলঙ্ক ছিলনা, সে হৃদয়নীচতার গহ্বর হইতে লক্ষ সোপাণ উর্দ্ধে অবস্থিত ছিল। যাদবী বুঝিয়াছিল, রাজ সান্নিধ্য হেতু কায়দা কানুন কতকটা অবগত ছিল। শরৎকে বাহু ধরিয়া রাজ সমক্ষে দাঁড় করাইল; প্রতাপ

মস্তকে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন। উত্থান সমর্থ ছিলনা, থাকিলে, ললাট চুম্বনই শ্রেষ্ঠ রাজ আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপক। পরে স্থির ভাবে বলিলেন—

প্র। জীবন দায়িনি! এজীবন তোমার নিকট বিক্রীত রহিল।

শরৎ চমকিল, পুলকে সে ইন্দ্রানি লাঞ্ছিত কম কান্তি অধিকতর প্রভাময়ী হইল। যাদবী মনে মনে হাঁসিল, বলিল—যুবরাজ! যাদবীর সত্য পূর্ণ হইল কি?

প্র। কান্তকে বলিব যাদবী মুখরা হইয়াছে।

তখন উভয়ে কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রণাম করিল। কুমারীর দলে মিশিল। তৎপরে মহারাণীর আতিথ্যে সৎকৃত হইয়া যে যাহার স্থানে যথোপযুক্ত-রূপে প্রস্থিত হইল। সর্ব্বশেষে যাদবী ও শরৎ।

মহা। যাদবি! মেয়েটী কাহার?

যা। জীত মিত্রের।

মহা। আশীর্ব্বাদ করি রাজেন্দ্রাণী হও। কি যেন ভাবিয়া কথাটা বলিলেন। তৎপরে নিজ কণ্ঠ হইতে মণিময় হার খসাইয়া শরতের কণ্ঠে পরাইলেন, বলিলেন—

মহা। প্রতাপের জীবনদায়িনি! যশোহর মহারাণীর নিকট তোমার অপ্রাপ্য কিছুই রহিলনা।

মনে মনে প্রতিজ্ঞা করিলেন, ইহাকে অবসরমত সাজাইয়া দেখিব কেমন দেখায়। শরৎ আকুল প্রাণে কাঁদিল।

মহা। কাঁদিলে কেন মা?

যা। বোধ করি, উহার মা নাই তা এত আদর কোথায় পাইবে!

মহা। ভবানী সাক্ষী, অদ্য হইতে আমি তোমার মা হইলাম।

মহারাণী শরৎকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। তখন উভয় বন্ধুতে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে কম্পিত চরণে মহারাণীর চরণ বন্দনান্তর বিদায় লইল।

সূচনা

(৪)

সপ্তাহ অতীত। আজিও যুবরাজ সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারেন নাই। এখনও শয্যাত্যাগে অসমর্থ। সূর্য্যকান্ত আর বাড়ী যান নাই। যাদবী প্রত্যহ আসিত। তখন আত্মীয় কুটুম্বে সমস্ত মহাল পূর্ণ, কিন্তু কাহারও মনে সুখ ছিল না। সে সকল দিন রীতিমত সভাবন্ধ ছিল। রাজা সভা ত দূরের কথা খাস দেওয়ান খানায়ও বসিতেন না। রাজা বসন্ত রায় কালিন্দী তটবর্ত্তী মুকুন্দপুরের দক্ষিণস্থিত জাতীয় সমাজ মন্দিরের প্রথমাধিবেশন উপলক্ষে তথায় ছিলেন। রোগারম্ভের তৃতীয় দিবসে সংবাদ শুনিয়া যশোহর প্রত্যাগত হইলেন। প্রতাপকে দেখিলেন, বুঝিলেন বৈদ্যের কথা ঠিক। ক্রমে উভয় ভ্রাতায় কথাবার্ত্তা অনেক হইল তন্মধ্যে প্রতাপ সম্বন্ধীয় ও সামাজিক অধিবেশনের বৃত্তান্তই অধিক। মহারাণীর সহিত সাক্ষাতে সমস্ত বিশদরূপে শুনিলেন। হাসিয়া বলিলেন—এতদিন মানুষ করিলে তবে বুঝিলে কি ?

মহা। কি বুঝিব ?

ব। সূর্য্যকান্তের আশ্রিতা সে যাদবীকে আনাও। সমস্ত বৃত্তান্ত পরিষ্কার—হওয়া দরকার।

তৎপরে উভয় ভ্রাতার বাহির দেওয়ানে সাক্ষাৎ কালীন—

রা। কি সংবাদ ?

ব। সংবাদ ভাল, তবে প্রকৃত কিছুই এখনও জানিতে পারি নাই। পরে নিবেদন করিব। তখন শ্রীনিবাস, গোবিন্দ দাস, জ্ঞান দাস প্রভৃতির সহিত বৈষ্ণব ধর্ম্মের আলোচনা হইল। প্রাত্যহিক

পূজা অর্চ্চনাদি হইল। মাধ্যাহ্নিক আহারের সময় অন্দরে আগত হইলেন। সহচরীরা রাজ মস্তকে ও পশ্চাতে ব্যজন করিতে ছিল মহারাণী নিজে ভোজন পাত্রোপরে। হিন্দু সংসারে এ প্রথা এ দেব দুর্লভ সুখ বহু যুগযুগান্তর ধরিয়া প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে কিন্তু হায়! কালের গতি ব্রাহ্মণ ব্রহ্মমন্ত্র ভুলিয়াছেন, কায়স্থ নিজ বৃত্তি ত্যাগে মসীবৃত্তি অবলম্বী, অন্যান্য বর্ণ ও সংহিতার বিধি লঙ্ঘন পূর্ব্বক নিজ নিজ জাতীয় ব্যবসাকে ঘৃণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন, সুতরাং বোধ করি কতকটা আমাদের শিক্ষা গুণে, কতকটা ঔদাস্যে পুরাঙ্গণরা এখনকার দিনে কর্ত্তব্য ভ্রষ্টা হইয়াছেন—কে জানে কালে আরও কত কি হইবে!

র। যাদবী আসিয়াছে কি?

ম। প্রতাপের নিকট—এখন ডাকিব কি?

র। অবশ্য।

মহারাণী ইঙ্গিত করিলেন, একজন সহচরী যাদবীকে সংবাদ দিল। রাজার পশ্চাতে নিঃশব্দে যাদবী—অনুজ্ঞা অপেক্ষায়।

এস্থলে পাঠক অবগত থাকা সত্ত্বেও একটী বিষয় বলিবার আছে—রাজকীয় সান্নিধ্যে সমস্ত কার্য্যই সাধারণ ভৃত্য বা পরিচারিকা দ্বারা সম্পাদিত হইত না। প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে এইরূপই ছিল। তখন অন্দরে রাণী দিগের নিজ ব্যক্তিগত সমস্ত কার্য্য সহচারীরা করিতেন, তাঁহারা প্রায়শঃ উচ্চবংশ ও মর্য্যাদাসম্পন্ন ছিলেন এবং বহুবিধ সম্ভ্রমে ভূষিত ছিলেন। মধ্যযুগে ইউরোপ খণ্ডে এ প্রথা প্রচলিত ছিল। ভারতেও পুরাতন ঘরে এ প্রথা সম্যক না হইলেও আংশিক বর্ত্তমান বলিয়া গ্রন্থকারের বিশ্বাস! মহারাণী ইঙ্গিত করিলেন—যাদবী অগ্রসর হইয়া রাজাকে অভিবাদন করিল। পরে অবনত মস্তকে রাণীর পদধুলি গ্রহণ করিল।

ব। যাদবি! জীতমিত্র নাগ কে?

যাদবীর অন্তরাত্মা শুখাইল, জিহ্বাগ্র হইতে কণ্ঠ তালু পর্য্যন্ত শুখাইল। *সূর্য্যকান্তের সাক্ষাতে হইলে এতক্ষণ পলায়ন করিত কিন্তু রাজ সন্নিধানে যাদবী কাঁপিল কিন্তু বুদ্ধি হারাইল না।*

যা। যশোহরাধিপের একজন স্বজাতীয় প্রজা।

ব। হ্যাঁ, হ্যাঁ, ভুল আমারই বটে, জীতু ঠাকুর।

জীত মিত্র পরম বৈষ্ণব ছিলেন। সময় সময় রাজ সভায় বৈষ্ণব ধর্ম্মালোচনায় যোগদান করিতেন, তাঁহার নিষ্ঠা, মমতা দেখিয়া বৈষ্ণবগণ তাঁহাকে জীতু ঠাকুর বলিত। বলা বাহুল্য এরূপ অভিধা বৈচিত্রে কোন অসম্ভ্রমের কারণ ছিল না এবং বৈষ্ণবদিগের নিকট শ্লাঘার বিষয় ছিল। স্বয়ং বসন্ত রায় ঠাকুর নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

যাদবী তখন ভাবিতেছিল কি সর্ব্বনাশ না জানি হয়। মনে বলিল—বন্ধু! তোমার বরাতে আজ কি বিধান লিখিত হয় যে তাহা কালী জানেন।

ব। যাদবি! জীত মিত্রের কন্যা প্রতাপের আরোগ্য কামনায় গ্রন্থি দিয়াছিল কেন?

যা। বোধ করি মহারাজের অজ্ঞাত নাই যে এ যশোহরে ভবানী সহায়ের মঙ্গলের জন্য সকল কুলাঙ্গনারা নিজ নিজ সাধব্য স্বত্বেও একাদশী দিবসে প্রসাদ মাত্র ভক্ষণে তৃপ্ত হইয়াছিল।

ব। যাহা জিজ্ঞাসা করি নিয়ম মত উত্তর দাও। যাহা আমার জ্ঞাত তাহা জিজ্ঞাসা করিতেছি না, যাহা অজ্ঞাত তাহাই।

যাদবী প্রমাদ গণিল—নিরুত্তর।

ব। কন্যার নাম কি?

যা। শরৎ সুন্দরী।

ব। শরৎ গ্রন্থি দিয়াছিল কেন? মর্ম্মস্পর্শী দৃষ্টিতে যাদবীর দিকে চাহিলেন। যাদবী দেখিল—এ যুদ্ধে পরাজয় নিশ্চিত, এ যুবরাজের সহিত বা কান্তের সহিত নহে, বহুদর্শী মহাপ্রাজ্ঞ, প্রেমিক ঠাকুর বসন্ত রায়ের সহিত! তখন সাব্যস্থ করিল—সকল অস্ত্র ক্ষেপণ করিব তাহার পর আমার হাতযশ ও বন্ধুর বরাত।

যা। বোধ করি রাজানুগ্রহের প্রতিদানার্থ।

রাজা শিহরিলেন কিন্তু প্রশান্তভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—রাজানুগ্রহ?

যা। আজ্ঞা।

ব। কি অনুগ্রহ?

যা। রাজনিমন্ত্রণে যুবরাজের নিকট সম্ভ্রম পাইয়াছিল।

ব। কুলিন কন্যা নহে ত? কি সম্ভ্রম? ভাল করিয়া বল ইতস্ততঃ করিতেছ কেন? যাদবী মহারাণীর মুখের দিকে চাহিল, দেখিল—করুণামাখা। রাজার কথায়ও একটু সাহস হইল, বুঝিল—রাজা একপদ পশ্চাৎ হইয়াছেন।

যা। রাজ পরিবারের নিদর্শন অঙ্গুরীয় পাইয়াছিল।

রাজার হস্ত হইতে খাদ্য থালায় পড়িল, তুলিয়া খালি হাত মুখে তুলিলেন। নিমেষ মধ্যে সামলাইলেন কিন্তু যাদবীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াইতে পারিলেন না, যাদবী মনে মনে ডাকিল—মা ভবানী, রাজাকে এই পথে চালাও, আমি তোমাকে সপ্তাহ উপবাস করিয়া স্বর্ণ খড়্গ দিয়া পূজা দিব।

ব। এই কি? প্রতিদানার্থ? রাজানুগ্রহের প্রতিদানার্থ?

যা। আজ্ঞা। তখন যাদবীর হৃদয় তুলাদণ্ডের ন্যায় জয় কি পরাজয়, এদিক কি ওদিক করিতেছিল।

ব। কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ? কেমন যাদবী? যাদবী ভাবিল—যুদ্ধে জয় হইল?

যা। আজ্ঞা।

মনে মনে সুখী হইল প্রেমিক বসন্ত রায়কে সে জিতিল।

ব। শঙ্করকে ডাক।

একজন সহচরী আজ্ঞা পালনার্থ প্রস্থান করিল।

যাদবী দেখিল আর কিছু নহে। তাহার এক যত্নরচিত ব্যূহ, জয়ের সময় বুঝি ভাঙ্গে; দুই একপদ সরিয়া দেওয়ালে ঠেস দিয়া দাঁড়াইল, চক্ষে অন্ধকার দেখিল কিন্তু মনে মানিল—হ্যাঁ! বৃদ্ধ প্রেমিক বটে। বুঝিল—জয়ের আশা বড় ক্ষীণ। অচিরে শঙ্কর আসিলেন—রাজ সন্নিধানে বুকে হাত বাঁধিয়া দাঁড়াইলেন।

ব। বৎস! প্রতাপ রোগারম্ভের দিন কোথায় ছিল?

শ। প্রাতে সকলে শিকারে গিয়াছিলাম। বৈকালে সূর্য্যকান্তের আবাসে গিয়াছিলেন। সেখান হইতে যমুনা তট বাহিয়া সান্ধ্যভ্রমণে নগরে—পরে দুর্গে।

ব। তুমি বরাবর সঙ্গে ছিলে?

শ। সূর্য্যকান্তের আবাসে নহে।

ব। যেরূপ বোধ হয় তাহাতে রাত্রি শেষে প্রতাপ অন্দরে আসিয়াছিল এই সম্ভব।

শ। রাত্রি একটু অধিক হইয়াছিল।

ব। অন্দরে আসিবার পূর্ব্বে তোমার সহিত কি কথাবার্ত্তা হইয়াছিল?

শ। বন্ধু বিদায়ের সময় বলিয়াছিলেন যেন শরীর কেমন করিতেছে।

ব। সূর্য্যকান্ত এখানে আছে কি?

তখন যাদবী বুদ্ধি হারাইল।

শ। আজ্ঞা হ্যাঁ।

শ। আচ্ছা তুমি থাক, অন্যে যাউক।

ক্ষণপরে সূর্য্যকান্ত অভিবাদন করিলেন।

ব। কান্ত! কাল তোমার আবাসে প্রতাপ ব্যায়াম করিয়াছিল কি?

সূ। আজ্ঞা না, সান্ধ্য ভ্রমণ নির্দ্দিষ্ট থাকায় ব্যায়াম বন্ধ ছিল।

ব। তোমার আবাসে কি কথোপকথন হইয়াছিল?

সূ। সামান্য কথাবার্ত্তা, চিত্রদর্শন ও জলযোগ।

ব। কি চিত্র?

সূর্য্যকান্ত মনে ভাবিলেন—এ কথার জবাবে কি বলিব? ভাল মন্দ ঠিক বুঝিতে পারিলেন না। উত্তর করিলেন—(নিজে না পারিলে বোঝাইবার জন্য অন্যকে আহ্বান করা মানুষের স্বভাবসিদ্ধ)।

সূ। যাদবী দুইখানি চিত্র যুবরাজকে উপহার দিয়াছিল তাহাই।

ব। যাদবী কই?

যাদবী তখন ইষ্টদেব স্মরণ করিল—অগ্রসর হইল। বুঝিল থালি হারাইয়াছে।

ব। যাদবি! কি চিত্র প্রতাপকে উপহার দিয়াছিলে?

যা। যুবরাজের নিজ চিত্র।

ব। দুইখানি শুনিলামত? অপরখানি কাহার?

যা। সেখানিও যুবরাজকে দিয়াছিলাম।

ব। কিন্তু কাহার?

যাদবী দেখিল পরাজয়ত হইয়াছে, এখনও আত্মসমর্পণে মান থাকিবে—বলিল জীতমিত্র নাগ কন্যা শরতের।

ব। এখন সমস্ত পরিষ্কার হইল।

বসন্ত রায় নিঃশ্বাস ছাড়িলেন। শঙ্কর ও সূর্য্যকান্তকে বিদায় দিলেন। আচমনার্থ হস্ত প্রসারণ করিলেন। মহারাণী রজত পাত্রে হস্ত ধৌত করিয়া দিলেন—নিজমুখ প্রক্ষালন করিলেন। গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বিশ্রাম প্রকোষ্ঠাভিমুখ হইয়া যাদবীকে সঙ্গে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন। উপবেশনান্তর জিজ্ঞাসা করিলেন—

ব। যাদবি! শরৎ তোমার কে হয়? তুমি তাহার ছবি আঁকিয়াছিলে কেন?

যা। আমার বন্ধু, সেই জন্য।

ব। প্রতাপকে উপহার দেবার হেতু কি?

যাদবী ভাবিল—সমস্ত অস্ত্র এইবার ঝাড়িয়া নিশ্চিন্ত হইবে, বলিল—

যা। যাহা অতি সুন্দর তাহা রাজ উপহারের যোগ্য, এই ভাবিয়া দিয়াছিলাম।

ব। সে চিত্র কোথায়?

যা। যুবরাজের নিকট।

বসন্তরায় স্মিতমুখে বলিলেন—এক্ষণে বিদায় হইতে পার। তোমার বন্ধুর সহিত একত্রে সন্ধ্যার পূর্ব্বে এখানেই রাজ সাক্ষাতের অপেক্ষা করিবে। পৃথক আহ্বান আবশ্যক হইবে না বোধ হয়।

যা। আজ্ঞা না।

কি ভাবিয়া বলিল—হইলে ভাল হইত কিন্তু তখন রাজা পর্য্যঙ্কোত্থান করিতেছিলেন, শুনিতে পান নাই।

যথারীতি বিশ্রামের পর বৈকালে দেওয়ান খানায় উভয় ভ্রাতায় সাক্ষাৎ হইলে—হরিহর মিলিলেন। বসন্ত রায় স্থূল বৃত্তান্ত রাজাকে জানাইলেন।

রা। কালের স্বধর্ম্ম,—প্রজার কন্যা! এ আসক্তি কতদুর সঙ্গত

মনে কর ?

ব। আসক্তির রাজা প্রজা নাই ! আকাঙ্খানুরূপ দ্রব্যেই আসক্তি জন্মে !

রা। তাহা জিজ্ঞাসা করিনা। বহুতর রাজপুত্রী উপস্থিত আছে। ভবিষ্যতে যে এ বিপুল ধন সম্পত্তির অধীশ্বর হইবে তাহার পক্ষে একজন নাগরিক প্রজার কন্যা বিবাহ করা, বিশেষ উপস্থিত রাজপুত্রীগণ কে প্রত্যাখ্যান করা যুক্তি যুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। দ্বাদশ ভৌমিক মনে মনে হাঁসিবে।

রা। পাত্রী উপযুক্ত হইলে লইতে দোষ কি ? রাজ কন্যা অপেক্ষা দুইদিন পরে যে রাজরাণী হইবে, তাহার সম্ভ্রমের ত্রুটী হইবে না। আমার বিবেচনায় এ বিষয় মনের আকাঙ্খার তৃপ্তি হইতে দেওয়া আবশ্যক। বলা বাহুল্য বসন্ত রায় অনেকগুলি বিবাহ করিয়াছিলেন। রাজা মনে মনে হাঁসিলেন, ভাবিলেন—ভ্রাতা বিবাহ সম্বন্ধে বড়ই উদার। প্রকাশ্যে বলিলেন—

রা। প্রতাপের বন্ধুবর্গ কি বলে ?

ব। তাহারাই ত এ কার্য্যের সহায়।

ক্ষণকালের জন্য সে ক্ষীণ চক্ষে তীব্র রশ্মি চমকিল, ক্রুদ্ধস্বরে বলিলেন—

রা। এটা কি একটা মহার্হ কার্য্য মধ্যে ধারণা করিতে হইবে ?

ব। সে কথা বলিতেছিনা। তাহারাই পূর্ব্বরাগে সহায়তা করিয়াছে এই বলিতেছিলাম।

রা। কিরূপ ?

ব। আপনার না শুনিলে ভাল। তাহাতে মন্দ কিছুই নাই।

রাজা জিজ্ঞাসা করিলেন—প্রতাপের ছোটমার মত কি ?

ব। পুত্রের আকাঙ্খা মাতার পুরাইবার চেষ্টা স্বভাব সিদ্ধ।

রা। মন্ত্রী সমাজে একথা আলোচনা হওয়া সঙ্গত কি না ?

বসন্তরায় জানিতেন তাঁহার অভিপ্রায় মত কার্য্য হইবেই, তবে জ্যেষ্ঠের আভিজাত্য সম্বন্ধীয় ধারণায় আঘাত নালাগে এজন্য প্রতিহারীর প্রতি হুকুম করিলেন—

ব। খাসবরদার! পারিষদ ও রাজ আত্মীয়বর্গকে বিনা বিলম্বে দেওয়ান খানায় তলব কর।

অনতিবিলম্বে আত্মীয়, বন্ধু বান্ধব, পারিষদ মন্ত্রী সকলে দেওয়ান খানায় সমবেত হইলেন। বলা বাহুল্য—খাস দেওয়ানে সাধারণ প্রজার বা নাগরিকগণের প্রবেশাধিকার ছিলনা। সুতরাং আমাদেরও ছিলনা। এই জন্য বিশেষ বিবরণ দিতে অসমর্থ হইলাম। বহু আলোচনান্তে সকলেই একমত হইলেন। আলোচনার অধিকাংশ দেশ বিদেশে নিমন্ত্রণের ও সমাজ সংগ্রহের সম্বন্ধে।

রা। ভাই! সকলেরই যখন ইচ্ছা তখন সন্তুষ্ট হইলাম। তবে প্রণালী এবং আয়োজন সম্বন্ধে সকল ভার তোমার।

তখন অনেকে বলিল—জীতমিত্র আজ সকালে কাহার মুখদেখিয়া উঠিয়াছিল! শুভক্ষণে যাশোহরে আসিয়াছিল, তখন রাজা উঠিলেন, সকলে যথারীতি অভিবাদন করিলেন।

তখন বসন্তরায় রাজাজ্ঞা জ্ঞাপনার্থ ডাকিলেন—খাসবরদার।

একান্বিক ব্যক্তিগত হুকুম তামিল করা খাস বরদারের কার্য। রাজ্য সংক্রান্ত কার্য্যে নহে। অবিলম্বে বুকে হাত বাঁধিয়া রাজসন্নিধানে দাঁড়াইল।

ব। কল্য অতি প্রত্যূষে জীতমিত্র নাগ ঠাকুরকে রাজ স্মরণ জ্ঞাপন করিবে।

ভূমি চুম্বিতমস্তকে খাস বরদার অভিবাদন করিল। তখন বসন্তরায় অন্দর অভিমুখে চলিলেন। তৎপরে অন্যান্য সকলে যথাস্থানে প্রস্থান করিলেন।

যাদবী রাজাজ্ঞা পাইয়া বড় খুসী হইয়াছিল। কিন্তু ভাবিল—নিতান্ত মিথ্যা কথা ব্যতীত কি বলিয়া শরৎকে রাজান্তঃপুরে আসিতে বলিবে? অনেক তোলাপাড়া করিল, শেষে স্থির করিল—আজ একহাত খেলিয়াছি, আর একহাত—তারপর বন্ধুর দেবদুর্লভ স্ত্রীর যদি মহিমা থাকে তবে যশোহর রাজ্য জয় নিশ্চিত।

তখন বন্ধুর আলয়ে দর্শন দিল—একত্রে আহারাদি সমাপন করিল। কর্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলেন—যুবরাজের সংবাদ কি?

যা। সংবাদ অনেকটা ভাল, বোধ হয় দুই তিন দিনের মধ্যে শয্যা ত্যাগ করিতে পারিবেন।

জী। আজ সকালে আসিয়াছ যে?

যা। মহারাণীর নিমন্ত্রণ তাই শরৎকে লইতে।

জী। কই আমি ত জানি না।

যা। কোন ক্রিয়া উপলক্ষে নয়—তা আপনি জানিবেন কেমন করিয়া!

জী। তবে কি জন্য?

যা। তিনি যে বন্ধুর মা হইয়াছেন। বন্ধুকে হার উপহার দিবার সময় বন্ধু কাঁদিয়াছিল। মহারাণী কারণ জিজ্ঞাসা করায় আমি বলিয়াছিলাম উহার মা নাই তাই। তখন মহারাণী বন্ধুকে বুকে ধরিয়া বলিয়াছিলেন—আজ হইতে আমি তোমার মা হইলাম। এ কথা বন্ধু বলে নাই?

বৃদ্ধ কোন উত্তর দিলেন না, গণ্ড বাহিয়া অশ্রুধারা বহিতেছিল, বলিলেন—যাদবি! তা যাও, ফিরিবার সময় তুমিও সঙ্গে আসিও, সকল কথা ভাল করিয়া শুনিব।

উভয়ে নিষ্ক্রান্ত হইল, এক চৌপায়ীতে দুইজন; তখন কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল।

শ। বন্ধু! আজ যেন তোমার কি একটা মতলব আছে।

যা। ভাল লাগিতেছে না কি?

শ। দূর! তা কেন? না আসিলে ত পারিতাম।

যা। তবে কি?

শ। কে জানে ভাই।

যা। শুনিবি?

শ। তুমি যেন ক্রমে আমায় বেহায়া করিয়া তুলিতেছ। আর যাহা কর যুবরাজের সাক্ষাতে কিন্তু আর নয়।

যাদবী তামাসা দেখিবার জন্য বলিল—আজ তোমার বিবাহ।

শ। বন্ধুর মত কার্য্য হইবে কি? আমি রাজরাজেশ্বরী হইতে চাহিনা।

যা। গন্ধর্ব্বমতে—দোষ কি?

শ। তুমি নামাইয়া দাও, আমি দুঃখিনীর মত পদব্রজেই গৃহে ফিরিব।

শরৎ ফুকারিয়া পিতৃ বার্দ্ধক্য, স্নেহ স্মরণ করিয়া কাঁদিল; কিন্তু পরক্ষণে বলিল—না বন্ধু! তামাসা রাখ, প্রকৃত বৃত্তান্ত বল, আমার ঘাট হইয়াছে, তোমাকে অবিশ্বাস করিয়াছি, যুবরাজের নিষ্কলঙ্ক চরিত্রে সন্দেহ করিয়াছি।

যাদবী শরতের গলা জড়াইয়া ধরিল, গণ্ডে চুম্বন করিল, বলিল —ছি ভাই! কাঁদ কেন? তামাসা বোঝ না? ছোট মহারাজ তোমাকে ও আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছেন। আরও আশ্বস্ত করিবার জন্য বলিল—তোমার মা তোমাকে আনিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন। শরৎ মনে মনে ভাবিল—ছোট মহারাজ? সে বিশ্ব প্রেমিকের নিকট অপমানের ভয় নাই। তবে আমি ধরা না পড়ি। যুবরাজ কি ধরা পড়িয়াছেন?

যা। শরৎ, বন্ধু! ভাবিতেছ কি ভাই?

শরৎ যাদবীর গাল উভয় হস্তে টিপিয়া ধরিল, বলিল—তোমার মাথা আর আমার মুণ্ডু। যাদবী সন্তুষ্ট হইল। সে রাজেন্দ্রাণী তুল্য বন্ধুকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিল, তারপর বলিল—আমি যাদবী, আমাকে চেন না? কাহার সাধ্য আমার সোনার চাঁদকে কিছু বলে। এমত সময়ে চৌপায়ী রাজ অন্তঃপুরে পৌঁছিল। নিপুনিকা নাম্নী প্রধানা সহচরী—অপেক্ষা করিতেছিল। বোধ করি রাজাজ্ঞায়। তিনজনে মহারাণীর প্রকোষ্ঠে গমন করিলেন। সহচরীরা গাত্র মর্দ্দন—রতা ছিল। বসন্তরায় বলিলেন—থাক্। সকলে থামিল। কেহ ব্যজনে, কেহ কর্য্যান্তরে। মহারাণী শরৎকে বুকে টানিলেন।

ম। এস, মা লক্ষ্মী এস।

উভয় বন্ধুতে রাজ দম্পতিকে অভিবাদন করিল ও পদধূলি লইল। তৎপরে গললগ্নী কৃতবাসা হইয়া রাজ সন্নিধানে দাঁড়াইল। মহারাণী নিবৃত্ত করিলেন—থাক মা হইয়াছে। শরৎ মহারাণীর পশ্চাতে দাঁড়াইল, কেমন যেন বাধ বাধ ঠেকিতেছিল।

ব। মহারাণি! এই কি তোমার কন্যা?

ম। হ্যাঁ, দেখ দেখি কেমন?--মুখখানি চিবুক ধরিয়া উঁচু করিলেন।

ব। তা বেশ। কিন্তু মহারাণীর মেয়ের মত কিছু দেখিতেছি না ত?

মহারাণী বড় অপ্রস্তুত হইলেন। রাজার কথার উত্তর না দিয়াই হাত ধরিয়া ফিরাইলেন। প্রকোষ্ঠান্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক নিজ বিবাহ কালীন যাবদীয় বহুমূল্য অলঙ্কার পরাইতে লাগিলেন। একে একে সমস্ত অঙ্গ সৌষ্ঠব দর্শনে চমৎকৃত হইলেন। মনে করিলেন—এমন কন্যার গর্ভধারিণী হওয়ায় না জানি কত সুখ ছিল? ইহার মাতা মৃতা বটে কিন্তু রত্নগর্ভা ছিলেন। (বলা বাহুল্য মহারাণী নিঃসন্তান ছিলেন)

কিন্তু হায় ! সে বহু মূল্য রত্ন রাজিতে শোভা বৃদ্ধি হইয়াছিল কিনা জানি না, তবে এই পর্য্যন্ত জানি যে, শরৎ যাদবীর কাণে কাণে বলিল—সং সাজাইবার জন্য আনিয়াছিলে—আর লোক পাও নাই ? মনে ভাবিলেন—গহনাগুলি বড় ভার, খুলিতে পারিলে বাঁচি।

ম। চল মা ! মার কাছে আসিলে কিছু খাইবে না ? যাদবী আইস।

রাজা শুনিতে পান এইরূপ মৃদুস্বরে যাদবী বলিল—আমি কি শুধুই যাইব, আর খাওয়াটা বন্ধুর ! মহারাণী ভাবিলেন—যাদবী বড় মুখরা হইযাছে। তারপর স্বাভাবসিদ্ধ কোমলতা গুণে ভাবিলেন—পিতৃ-মাতৃহীন আব্দার করিবার ত কেহ নাই। আমাদের বোধ হয় শৈশবে পিতৃ মাতৃহীন হইলে বালক বালিকা মাত্রের কিছু অকাল বিজ্ঞ ও মুখর হইয়া থাকে, কেন না তাহাদের অতি সুকুমার অবস্থা হইতেই আত্ম নির্ভরতা শিখিতে হয়।

শরৎ কত কি ভাবিল। জলযোগের বিষয় নাম মাত্র। শুধু এটা ওটা করিতেছিল। কিছু বলিবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু মুখ ফুটিতেছিল না।

ম। লজ্জা করিতেছে ? খাইতেছ না ত ? আমি যে মা হই, মার সাক্ষাতে লজ্জা করে না। শরৎ তখন আকাশ পাতাল ভাবিল, একবার মা বলায় কত সুখ দেখিবার ইচ্ছা হইল, চুপ করিয়া থাকিতে পারিল না, মৃদুস্বরে ডাকিল—মা !
মহারাণীর কর্ণে শুক্লা শারদীয় নিশীথের বীণা ঝঙ্কার বৎ বাজিল; ভোজনোপবিষ্টা বিশ্ব-সুন্দরীর মস্তকে হাত দিলেন—কি মা ?

শ। একটা কথা—

যাদবী আশ্চর্য্যান্বিতা হইল—বন্ধু কি না জানি বলে। কিন্তু বন্ধুর মানসিক বৃত্তি বিশেষ অবগত ছিল। বোধ করি অনুমানে কতকটা বুঝিয়া বাধা দিল না—উৎসুক হৃদয়ে অপেক্ষা করিল।

ম। বল মা! কি বলিতেছিলে? সন্ধ্যা হয় হয়, বাড়ী পৌছিয়ে দিব তাই?

শ। তা—আর

ম। আর কি মা? মায়ের কাছে লজ্জা করিলে ক্ষুণ্ণ হইব।

শ বাবা ভাবিবেন শরৎ বড় লোভী, না জানি কত ক্ষুণ্ণ হইবেন।

ম। সে ভার আমার।—মহারাণী বুঝিলেন এত অলঙ্কার পরিয়া গৃহে যাইলে পাছে পিতা ভাবেন যে, কন্যা পূর্ব্বে রাজসন্নিধানে বড় একটা যাইত না, সেদিন হার পাইয়া লোভ হইয়াছিল, তাই আজ আবার অলঙ্কারের লোভে গিয়াছিল—এই ভাব শরতের মনে উঠিয়াছে।

মহারাণী অপেক্ষাকৃত উচ্চ কণ্ঠে ডকিলেন—নিপু! মাকে ও যাদবীকে জীতু ঠাকুরের বাড়ী পৌছাও; অতি মৃদুস্বরে আর একটু কি বলিলেন।

যাদবী মনে ভাবিল—সন্ধ্যা হয়; বন্ধুর বাড়ী হইতে বাড়ী ফিরিতে রাত্রি হইবে দেখিতেছি।

ম। যাদবি! এক যাত্রায় পৃথক ফল হয় না।

অঙ্গুলি হইতে মাণিক্য মধ্য অাঙ্গুরীয় প্রদান ক রলেন।

ম। যাদবি! যশোহর নগরে, রাজ্যে, দুর্গে যে স্থানে ইচ্ছা প্রদর্শন করিতে যশোহরের মহারাণীর তুল্য সম্মান পাইবে।

যাদবীর চক্ষে কৃতজ্ঞতার অশ্রু দেখা ছিল, জানু পাতিয়া মস্তক ভূমিস্পৃষ্ট করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক পদধূলি লইল, একটি মাত্র কথা বলিল—মা! যাদবী ত তোমাদের ক্রীত।

শরৎ যথারীতি মহারাণীর নিকট বিদায় লইল কিন্তু গমন কালে অলঙ্কারের দিকে চাহিল—ফিরিল। মহারাণী বুঝিলেন—বলিলেন—আমার কন্যা—রাণীর কন্যার মত নহিলে কি ভাল দেখায়? শরৎ কাঁদিল, ফিরিল কিন্তু নিশ্চল—দক্ষিণ হস্তদ্বারা বাম প্রকোষ্ঠের অলঙ্কার খুঁটিতে ছিল। মহারাণী হাত ধরিয়া উভয়কে চৌপায়ীতে উঠাইয়াদিলেন; সঙ্গে

নিপুনিকা। দ্বাদশজন চণ্ডালিনী বেষ্টিত রাজ শিবিকা—নাগালয়াভিমুখে হাঁকিল। প্রহরার্দ্ধ পরে জীতমিত্রধামে পৌছিল। শরৎ পা উঠিতেছে না যে? যাদবী ইতস্ততঃ করিতেছ কেন? নিপুনিকাকে অগ্রে যাইবার জন্য পাশ কাটাইয়া দাঁড়াইল। নিপু বুঝিল, অগ্রে গেল; কিন্তু ভাবিল দুই দিন পরে যে যশোহরের মহারাণী হইবে আজ তাহার অগ্রে চলিলাম, কাজটা কেমন কেমন হইল। তবে এখন বালিকা ইহাকে গড়াইয়া লইব।

অচিরে বৃদ্ধ কর্ত্তার সহিত সাক্ষাৎ হইল; যাদবী পরিচয় করাইল। নাগ মহাশয়সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিলেন। পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন, ইচ্ছা ভগ্নির সহিত পরিচয় করান।

শরতের দিকে দৃষ্টি পড়িল, মুখশ্রী ম্লান হইল; শরৎ মর্ম্মে মরিল।

নি। মহারাণী আপনার কন্যার মা হইয়াছেন। রাণীর কন্যা লোকগোচরে পরিচয়ার্থ রাজ অলঙ্কার প্রদত্ত হইয়াছে। অনুরোধ—কন্যাকে মাতৃ অনুমতি ব্যতীত কোন স্থানে যাইতে দিবেন না। আবশ্যক হয়, কারণ জ্ঞাত হইলে মহারাণী তাহার ব্যবস্থা করিবেন। জীতমিত্রের শান্ত মুখমণ্ডল কোমল হইতে কোমলতর দৃষ্ট হইল। বাষ্পাকুল কণ্ঠে বলিলেন—

জী। যশোহরের মহারাণি! এই জন্যইত চতুর্দ্দশ পুরুষের ভিটা ছাড়িয়া যশোহরে আসিয়াছি, এ রাজ স্নেহ! আমার দেখিবার কেহ নাই। মৃতা সহধর্ম্মিনীর কথা মনে পড়ায় চক্ষে দুই এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল।

জী। শরৎ। দিদিকে ডাক।—জ্যেষ্ঠা বৃদ্ধা আসিলেন। কর্ণে কিছু কম শুনিতেন।

বৃ। এত গহনা পরিয়াছিস কেন? শতা?

শ। মহারাণী পরাইয়াছেন।

বৃ। মহারাণীর পরবে যাইবি ? কই জীতুত আমায় কিছু বলে নাই। আমিও না হয় যাইতাম। বৃদ্ধকালে একবার শেষ রাজদর্শনটা হইত।

শ। মহারাণীর সহচরী আসিয়াছেন অভ্যর্থনা করিবেন না ?

বৃ। মহারাণী শঙ্করীর অভ্যর্থনা করিবে; তা যাও। তা, ছোট মহারাজ আবার বিবাহ করিতেছেন কেন? বৃদ্ধা জানিতেন ছোট মহারাজ ৩।৪ টি বিবাহ করিয়াছিলেন এবারও বুঝি তাই।

জী। দিদি! মহারাণী তোমার শতার মা হইয়াছেন; নিজের হাতে অলঙ্কার পরাইয়াছেন। সহচরী প্রধানা আসিয়াছেন অভ্যর্থনা কর। অনুরোধ করিয়াছেন 'রাণীর মেয়ের মত তাঁহার অনুমতি লইয়া আত্মীয় স্থলে যাইবে।

বৃ। আহা! তাই!

বৃদ্ধার হইয়া জীত মিত্র সহচরীকে বুঝাইলেন—রাজ আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

যা। বন্ধু! রাত্রি হইয়াছে বাড়ী যাইব। মা একা আছেন; কাল আসিব।

যাদবী কখন রাত্রে থাকিত না, শরৎ জানিত, বাধা দিল না বলিল—তাত জানি—সমস্ত দিনটা নাকাল করিয়া এখন বাড়ী যাইবে বই কি ? কান্ত একা আছে।

যাদবী শরতের গাল টিপিয়া ধরিল, চক্ষু পাকাইয়া বলিল—চোপরাও।

তখন যাদবী বন্ধুকে আলিঙ্গন, সহচরী প্রধানাকে অভিবাদন ও জীত মিত্রকে প্রণাম করতঃ নিজ শিবিকায় আরোহণ করিল।

নিপুনিকাও বিদায় লইবার মনস্থ করিতেছিল, কি—যেন স্মরণ হইল, বলিল—

নি। চল শরৎ! তোমার শয়ণ কক্ষে একটু নিভৃতে বসিগিয়া। অতীত মিত্র শিষ্টাচারান্তে বাহির বৈঠকে গেলেন। তখন উভয়ে শয়ন কক্ষে প্রবিষ্ট হইলেন। নিপুনিকা দেখিলেন প্রতাপের সুদীর্ঘ চিত্র পালঙ্ক শিয়রে শোভমান। শরৎ হাত ধরিয়া পালঙ্কে বসাইল, নিজে তাম্বুল আনিয়া দিল। বলিল—মতৃহীনা বালিকার দোষ অপরাধ লইবেন না।

নিপু বলিল—ছেলে মানুষ, ওকথা কেন? তবে আজ আসি।

শ। মহারাণীকে আমার কোটী কোটী প্রনাম জানাইবেন। আপনি আমার নমস্কার গ্রহণে কৃতার্থ করুন। তখন নিপু হঠাৎ ফিরিয়া বলিলেন—

নি। শরৎ! কিছু নিদর্শন দিলে না ত? শরৎ জিভ কাটিল, ভাবিল-ঘাট হইয়াছে।

শ। যদি অনুগ্রহই করিলেন তবে গরীবের গৃহে যাহা আপনার অভিপ্রেত হয় বলিলে বাধিত হইব।

নিপু চারিদিকে চাহিলেন, বলিলেন—আচ্ছা, যুবরাজের চিত্র খানিত বেশ।

শরতের মাথায় বজ্রাঘাত হইল, অনেকটা সামলাইয়া বলিল—যাদবী একখানি আমায় ও একখানি যুবরাজ কে দিয়াছে।

নি। এখানি মহারাণীকে দিবার ইচ্ছা ছিল।

তখন শরৎ ভাল মন্দ বলিল না, ছবিখানি ধীরে ধীরে পাড়িল, দুই তিনবার মুছিল, ঝাড়িল, গুছাইল, বলিল—তা এত শীঘ্র যাইবেন? আজ গরীবের গৃহে থাকিলে হইত না?

নি। রাজ সহচরী রাজাজ্ঞা ব্যতীত নিজেচ্ছার অধীন নহে জানত পৌছিয়া দিবার হুকুম মাত্র।

শ। আমিও ত মহারাণীর কন্যা। প্রথমটা কথাটা বলিতে বাধ বাধ ঠেকিল। কিন্তু ছবিখানি যতক্ষণ থাকে এই প্রত্যাশায় শেষ বাহিয়া দেখিল।

নি। মহারাণীর সহচরী, রাণীর কন্যার সকল আজ্ঞার বাধ্য কিন্তু মহারাণীর নিকট অনুপস্থিত থাকিবার উপায় নাই।

শ। তবে আর কি করিব? অগত্যা ভরা ডুবিল, ছবিখানি দিল, অভিবাদন ভুলিল। নিপুনিকা গৃহ নিষ্ক্রান্ত হইলেন। মুহূর্ত্ত মধ্যে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন—মেঝের উপর পড়িয়া সে স্বুবর্ণ লতিকা গড়াগড়ি দিতেছে। ধীরভাবে ডাকিলেন—রাণী কন্যা! শরৎ বড় অপ্রতিভ হইল ব্যস্ত সমস্তে উঠিল।

নি। আজ রাত্রি অধিক হইয়াছে, ছবিখানি রাখ; ব্যস্ততায় নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। কল্য লইয়া যাইব।

উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই দ্রুত পদে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সদরে জীতমিত্র দ্বার পর্য্যন্ত প্রত্যুদ্গমন করিয়া বিদায় দিলেন।

যথাসময়ে আদ্যপান্ত মহারাণীর গোচরীভূত হইল। তারপর বসন্তরায় শুনিলেন। পরদিবস অতি প্রত্যুষে খাস বরদার নাগ বাহাদুরকে রাজস্মরণ জ্ঞাপন করিল। নাগ বাহাদুর ভাবিলেন—৺রাধাকান্ত দেবের পুষ্প যাত্রাত হইয়া গিয়াছে, তবে কি ছোট মহারাজ কোন নুতন পার্ব্বণ সৃষ্টি করিতেছেন? খাস বরদারে কখনও আমায় তলব করেন নাত? এ কারখানা কি? তখন মনে পড়িল—মহারাণী শরতের মা হইয়াছেন; ভাবিলেন সে সম্বন্ধে কিছু নহেত? সাত পাঁচ ভাবিয়া খোলা তাঞ্জামে রাজদুর্গে অগ্রসর হইলেন-যে মহালে বসন্তরায় বৈষ্ণবদিগকে লইয়া উৎসব করিতেন, তদভিমুখে।

খাস বরদার বিনীতভাবে নিবেদন করিল—দেওয়ান খানায়। বৃদ্ধের আপাদ মস্তক কাঁপিল, গায়ে ঘাম দিল, ভাবিলেন—কেন? কিন্তু নির্ব্বাক; অগ্রসর হইলেন। রক্ষীরা সসম্ভ্রমে সরিয়া দাঁড়াইল।

সে বিস্তীর্ণ রাজ মন্ত্রণাগারে বৃদ্ধ চমকিলেন; শুভ্র মর্ম্মরের মেঝের উপর রক্ত, কৃষ্ণ, নীল, পীত নানা প্রস্তরের ফলফুল, লতাপাতা—

খোদকারীর তারিপ বটে! অসংখ্য বহুমূল্য আস্তরণাবৃত স্বর্ণ রৌপ্য খচিত চৌপায়ী, রশন, কেদারা, তক্ত শ্রেণীবদ্ধ, সুদৃশ্যরূপে সজ্জিত।

গৃহমধ্যে মণিমাণিক্য মণ্ডিত হস্তীদন্ত নির্ম্মিত বিরাট সিংহাসন। তদুপরি হেমদণ্ডোপরে মুক্তার ঝালর দেওয়া ছত্র। কোন স্থানে পুষ্পাধারে মাল্য, স্তবক,গুচ্ছ মনোরম সুগন্ধি। রজত স্তম্ভগাত্র বহুমূল্য প্রস্তর খচিত। তদ্‌বেষ্টনে পুষ্পমাল্য, অশোক গুচ্ছ শোভা পাইতেছিল। সিংহাসনের সম্মুখে দক্ষিণে ত্রিপদের উপর বিচিত্র মণিমাণিক্য বিজড়িত রাজদণ্ড; বামে স্বর্ণ ত্রিপদের উপর যশোহরের রাজশ্রী সম্ভার—মুকুট, কুণ্ডল, কবচ প্রভৃতি। ভিত্তিগাত্রে শ্বেত, নীল, রক্ত, সবুজ ফানসে স্ফটিক দেওয়ালগীর। মধ্যে মধ্যে ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজনীতি বিশারদ রাজা, সেনাপতি, বাদসাহ, উজির প্রভৃতি নানাপ্রকার বৃহদায়তন বহুমূল্য চিত্র সকল স্থানের গৌরব জ্ঞাপন করিতেছিল। উপরে সহস্র-দীপাধার প্রকাণ্ড ঝাড়, বর্ণ বৈচিত্র্যোজ্জ্বল স্ফটিক গুচ্ছ ঝলমল করিতে-ছিল। বৃদ্ধ দেখিতেছিলেন কিন্তু সিংহাসন শূন্য। এ গৃহে কেহত নাই। দক্ষিণ পার্শ্বে দেখিলেন—হস্তীদন্ত নিম্মিত ঠৈশ, বিচিত্র, অতিশুভ্র। তদুপরি বাসন্তীবর্ণ রঞ্জিত পরিচ্ছদাবৃত দেহ প্রশস্ত ললাট বসন্তরায়। দক্ষিণ হস্ত সম্মুখ বিস্তৃত রায়গড় দুর্গের নকসার উপর বিস্তৃত; বামহস্তে পুষ্প গুচ্ছ ঘুরাইতেছিলেন।

খাস বরদার বিনীতভাবে জানু পাতিয়া বলিল—মালেক! ঠাকুরজী হাজির। বসন্তরায় নক্‌সা ফেলিলেন, পার্শ্বে জীতমিত্র। আসন স্পর্শ করিয়া নমস্কার করিলেন। স্বজাতীয়েরা এইরূপ করিতেন। রাজকার্য্য সময় নহে—নিভৃতে।

প্রতিনমস্কার করিয়া সম্মুখস্থিত চৌপায়ীর দিকে স্থান গ্রহণেরইঙ্গিত করিলেন।

ব। জীতুঠাকুর! কুশলত?

জী। যশোহর রাজ্যে কুশল ভিন্ন অকুশলে কে আছে?

ব। শ্রীনিবাস, গোবিন্দ প্রভৃতি থাকিয়া আগামীকল্য মহিমা কীর্ত্তন হইবে! কল্য প্রতাপের আরোগ্য স্নান। আপনার নিমন্ত্রণ রহিল।

জী। মহারাজের ইচ্ছা জ্ঞাপন হইলে এদীন প্রজা সর্ব্বদা প্রস্তুত আছে।

ব। বোধ করি অবগত হইয়াছেন যশোহরের মহারাণী আপনার কন্যাটীকে কন্যা বলিয়াছেন।

জী। এ রাজ অনুগ্রহ জন্ম জন্মান্তরেও ভুলিতে পারিব না। মাতৃহীনার মা বলিবার স্থল! যশোহরের মহারাণি! দীন প্রজার অশ্রু-জল ভিন্ন রাজযোগ্য কি উপহার আমার সম্বল আছে?

ব। জীতুঠাকুর!

জী। ধর্ম্মাবতার!

বসন্তরায় মনে মনে বৃদ্ধেররাজভক্তির প্রশংসা করিলেন।

ব। তোমার কন্যাটীর আমি পিতা হইতে ইচ্ছা করি।

জীতুঠাকুর কথার অর্থ ঠিক বুঝিলেন না, ভাবিলেন-এটা কোন অনুগ্রহ প্রকাশের লক্ষণ কিন্তু নির্জ্জনে ডাকিয়া একথা ত বলিবার কারণ নাই। রাজা জ্ঞাপন করিলেই ত পারিতেন। তবে ইহার অর্থ কি? ভাল বুঝিতে পারিলেন না; বুঝিবার জন্য বলিলেন—

জী। মন বহুদিন গোবিন্দ চরণে অর্পণ করিয়াছি। দেহ রাজ-সেবায়। অধীন অনুজ্ঞা অপেক্ষা করে।

ব। তোমার কন্যাটী বয়স্থা হইয়াছে। কন্যার মাতা বিবাহ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছেন আমার নাকি সম্প্রদান করিতে হইবে। তাই বলিতেছিলাম আমি কন্যার পিতা হইব!

জী। অধীন আর একটু শুনিবার প্রত্যাশা করে।

ব। সে কি! বয়স্থা কন্যার বিবাহ দিতে কুণ্ঠিত হইতেছ কেন?

জীতমিত্র বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে উত্তর করিলেন—রাজা নারায়ণ, সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় আপনার; প্রার্থনা ভক্তের; আশ্রিত স্বজাতীয়ের প্রতি সুবিচার হয় এই প্রার্থনা।

বসন্তরায় হাসিলেন, কৃত্রিম দৃঢ়তার সহিত বলিলেন—

ব। জীতুঠাকুর! রাজ বিচারে আগামী বৈশাখী শুক্লাত্রয়োদশীতে তোমার কন্যাকে যশোহরের অধীশ্বরী করিব। ভবানী সহায়ের করে সম্প্রদান করিব, তোমার প্রতি এই দণ্ড বিধান হইল—প্রস্তুত হও।

জীতমিত্র দেখিলেন—সে বিত্তবিলসিত খাস দেওয়ানের প্রাচীরস্থ সমস্ত পদার্থ ঘুরিতেছে। তারপর চারিদিক অন্ধকার হইল। নিমিলিত চক্ষে সম্মুখস্থ ঠেশ ধরিলেন। জানুপাতিয়া যুক্ত করে রাজোদ্দেশে বলিলেন—

জী। অধীনের কপালে এত অনুগ্রহ সহিবে কি?

বসন্তরায় হাত ধরিয়া উঠাইলেন। বহুবিধ শিষ্টাচার প্রদর্শনান্তর বিদায় দিলেন। গৃহ প্রত্যাগমন কালে জীতমিত্র ভাবিতেছিলেন এ স্বপ্ন কি সত্য? না, ব্যধিগ্রস্থ হইলাম। আবার ভাবিতেছিলেন—ঠাকুর বসন্তরায় এরূপ তামাসা করিবার লোক নহেন। তখন চারিদিকে চাহিলেন—দেখিলেন যথার্থই রাজ দুর্গ হইতে নগরাভিমুখে বটে। এতক্ষণ বহির্জগত জ্ঞান ছিল না। তারপর সর্ব্বশেষে ভাবিলেন—মা যে আমার স্বয়ং লক্ষ্মী, হইবে না কেন।

উদ্যোগ

(৫)

পরদিন সে পঞ্চক্রোশী যশোহর নগরীর আবাল বৃদ্ধ বণিতা শুনিল যে, যুবরাজের বিবাহ। নগরে, গ্রামে, পল্লীতে, রাজ্যে, দেশ দেশান্তরে যশোহরাধিপের একমাত্র পুত্রের বিবাহ রাষ্ট্র হইল। আজ প্রতাপের আরোগ্য স্নান—অন্তঃপুর উৎসব ময়। বৈষ্ণব কবিগণ মহিমা কীর্ত্তনে সৃষ্টি কর্ত্তার ঋণ শোধে ব্যস্ত। আজ বৃদ্ধ রাজা স্বয়ং খাস দেওয়ানে বসিয়াছেন। মন্ত্রী, সচিব, আত্মীয়, কর্ম্মচারীতে দেওয়ান খানা সজীব। বহুতর তর্ক, বিতর্ক, প্রস্তাব, আলোচনা হইল। পূর্ব্বে বলিয়াছি সেখানে সাধারণের প্রবেশাধিকার ছিল না। তবে ফলাফল এই হইল। যশোহরেশ্বরীর পূজা, দেবতা, ব্রাহ্মণ, ও দুঃখীর দান, বিবাহোৎসবের সহিত এক সঙ্গে হইবে, প্রণালী ভার ছোট মহারাজের উপর পড়িল, বৃদ্ধ নিজের কোন মতামত সে বিষয়ে প্রকাশ করিলেন না।

পুরাঙ্গনারা প্রতাপকে রীতিমত স্নান করাইলেন, রাজবৈদ্য স্নান ফল দেখিবার জন্য প্রতাপের কক্ষে বিনীতভাবে স্বকার্য্য নিবেদন করিল।

বৈ। যুবরাজ! স্নানান্তর শরীরে স্নিগ্ধতা বোধ হইতেছে? না অন্য কোন প্রকার?

প্র। তোমার আগ্রহে অত্যন্ত প্রীত হইলাম। বহুদিন হইতে এ রাজ সংসারে প্রতিপালিত হইয়াছ, প্রাণপণে কর্ত্তব্য ও সাধন করিয়াছ। যথাসম্ভব সত্বরে মহারাজের নিকট তোমার কর্ত্তব্য নিষ্ঠার উপযুক্ত পরিচয় প্রদানে কুণ্ঠিত হইব না।

বৈদ্য বিনীতভাবে সম্মুখে দাঁড়াইল; একে একে বক্ষ, নাড়ী. চক্ষু, হস্ততালু সমস্ত অতি নিপুণতার সহিত দেখিল। অতি ধীর ভাবে বলিল—আর ঔষধের আবশ্যকতা নাই, তবে কিছুকালের জন্য প্রতঃস্নান বিধেয়।

অবনতশিরে রাজ পরিচ্ছদাগ্র চুম্বনান্তর বিদায় গ্রহণ করিল।

প্র। বন্ধু! আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বে কান্তের আবাসে যাদবীকে দেখিবার জন্য যাইব।

শ। অঙ্গ চালনা সহিবে কি?

প্র। তাঞ্জামে।

শ। যাদবীকে আহ্বান করিলে ভাল হয় নাকি?

প্র। নগরময় রাষ্ট্র হইয়াছে—বিবাহ। তুমি ত আমার কাছে সর্ব্বদা উপস্থিত। কে একার্য্য করিল জানার জন্য। যাদবী অদ্য দুইদিন অনুপস্থিত কেন? তাহাও জানা দরকার।

শ। তাহাই হইবে!

প্র! দেখ শঙ্কর! এটা কিন্তু কাঁদিয়া জিত হইল।

শ। ঠিকই হইয়াছে।

প্র। কেন?

শ। যুদ্ধ জয় হয় বাহুবলে, রাজ্য জয় হয় কৌশলে ও ব্যবস্থায় কিন্তু রমণী হৃদয় জয়ের জন্য বহুবিধ অস্ত্র থাকা সত্বেও তপ্ত অশ্রুটা প্রয়োজন হয়ই!

বন্ধুর চাতুর্য্যে প্রতাপ প্রসন্ন হইলেন, শঙ্কর স্নানাহিক প্রভৃতির জন্য বিদায় হইলেন, প্রতাপ ডাকিলেন—নিপু!

এ সময়ে নিপুর কিছু পরিচয় আবশ্যক। পাঠানরাজ দাউদের রাজস্ব বিভাগীয় মন্ত্রী রাজা গোবিন্দ প্রসাদের ভ্রাতাস্পুত্রী। গৌড়ের প্রথম রাষ্ট্র বিপ্লবের সময় গোবিন্দ প্রসাদ মোগলের হস্তে নিধন প্রাপ্ত

হইলে এ কন্যাটীকে বসন্তরায় নিজ অন্তঃপুরে পালন করেন। প্রায় প্রতাপের সমবয়স্কা হইবে। ছোট মহারাণী ইহাকে এক বৎসর পূর্ব্বে প্রধানা সহচরী পদে নিয়োগ করিয়াছিলেন। ক্ষণ বিলম্বে নিপুনিকা আসিল।

প্র। নিপু! আমার একটু উপকার করিবে?

নিপুনিকা প্রথমতঃ আশ্চর্য্য হইল—হুকুমে ত হাজির—অনুরোধ কেন? বৃত্তান্ত কি? একবার ভাবিল—বাল্যকালে একত্রে খেলাধুলা করিয়াছি। ভাই ভগ্নির মত ব্যবহার, রাজা হইলেও একেবারে হৃদয় হইতে মুছিয়া যায় না বোধ হয়।

নি। যুবরাজের আজ্ঞা বাল্য সহচরী শিরোধার্য্য করিয়া আসিয়াছে ত?

প্র। সর্ব্বদা মহারাণীর নিকট আজ্ঞা আজ্ঞা করিয়া তোমার বুদ্ধি লোপ হইয়াছে।

নি। এখন প্রয়োজন শুনিলে প্রস্তুত আছি।

যুবরাজ মনে মনে কি ভাবিলেন—বলিলেন—আজ থাক। আর একদিন বলিব।

নি। পরিবর্ত্তন কি শুধু আমার?

প্র। এ কথার অর্থ?

নি। যুবরাজের বিশ্বাস যোগ্যা হইলাম না।—নিপুনিকা ক্ষুব্ধা হইয়াছিল।

প্র। তুমি আমার বাল্য সহচরী, যদি অসাবধানতা বশতঃ কোন ক্রটী হইয়া থাকে মার্জ্জনা করিবে না কি?

প্রতাপের হৃদয় স্বভাবতঃ এই রূপই ছিল। কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে দাবানল জ্বলিবার উপকরণ ও সে স্বভাবে বিস্তর ছিল। নিপুর ও চক্ষু কোণে অশ্রু দেখা দিতেছিল।—মুহূর্ত্ত মধ্যে সামলাইল, মনে মনে বলিল—

দুইদিন পরে যে যশোহরের রাজ মুকুট ধারণ করিবে তাহার সম্মুখে হৃদয়ের দুর্ব্বলতা প্রকাশ করা মূর্খতার পরিচয় মাত্র। চক্ষু জল সামলাইল কিন্তু সে পূর্ণায়ত দেহভার কাঁপিল।

নি। প্রয়োজন যদি না থাকে এক্ষণে বিদায় হই।

প্র। ডাকিয়াছিলাম প্রয়োজন ছিল বলিয়াই।

নি। ইচ্ছা আছে, বিশ্বাস হইতেছে না।

সে ভগবতী তুল্য সৌন্দর্য্য কানায় কানায় ষোল কলায় ভরাট; ভাটা ধরিবার বিলম্ব ছিল, সে নিস্তরঙ্গ মহিমাময়ী আকৃতিতে দৃঢ়তা ও কোমলতার অপূর্ব্ব মিশ্রণ পরিস্ফুট ছিল, সে ভাদ্র মাসের ভরা নদীতে স্রোত ছিল কিন্তু বীচি শুন্য নিথর, শান্ত, গম্ভীর, স্বচ্ছ, আবিলতার লেশ শূন্য। প্রতাপ নির্নিমেষ লোচনে দেখিলেন। সাহস হইল, আশঙ্কা দূর হইল। কিন্তু জিহ্বার জড়তা দূর হইল না—বলিলেন—নিপু!

নি। আজ্ঞা!

প্র। যাও আজ্ঞা ত অনেকেই বলে। তোমার কাছে ও কি তাহাই শুনিবার জন্য ডাকিয়াছি?

নি। যশোহরের যুবরাজ! ভবানী সহায়! লোকে বলে তোমায় অসীম সাহসী, কালে মহারথী ব্যক্তি হইবা; আমি দেখিতেছি তোমার শঙ্কার ভাগই অধিক।

অন্দরের সহচরীদের এরূপ প্রাধান্য ছিল। প্রতাপের চক্ষু উজ্জ্বল হইল।

প্র। অন্দরে স্ত্রীলোকের নিকট, মাতা ভগ্নীর নিকট সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দিবার স্থান নহে।

নি। যুবরাজ! আশ্রিতা পিতৃমাতৃহীনাকে মার্জ্জনা করিবেন।

তখন ঈষৎ মস্তক নামাইয়া বিদায় জ্ঞাপন করিল, প্রতাপ কাতর কণ্ঠে ডাকিলেন—নিপু!

নি। যদি বলিবার কথা এখন না বলিতে পার, এখন থাক; আবার আসিব।

প্র। তা নয়, এখনই।

নি। তবে কি? এইরূপ করিয়া দুইদিন পরে রাজ কার্য্য করিবা? বিনা বিশ্বাসে রাজ্য রক্ষা চলে না।

যুবরাজ একবার, দুইবার, কতবার আলোচনা করিলেন—বিনা বিশ্বাসে রাজ্য রক্ষা চলে না।

প্র। একটা ভিক্ষা আছে।

নিপুর হাঁসি পাইল। অন্যে হইলে পাইত না, না জানি কত কি ভাবিত; কিন্তু নিপু জানিত সে হৃদয়ে কলঙ্ক ছিল না, সে হৃদয় নীচতার গহ্বর হইতে লক্ষ সোপাণ উদ্ধে অবস্থিত ছিল। তাই হাঁসিল বলিল,—

নি। যশোহর যুবরাজের ঘরে বসিয়া বসিয়া ক্রমে বুদ্ধি লোপ পাইতেছে। আশ্রিতার নিকট আবার ভিক্ষা কি? কাহারও নিকট যাইতে হইবে কি?

প্র। যাহা লোকে ভিক্ষা করে।

নি। লোকে ত অর্থ ভিক্ষা করে।

প্র। তোমার নিজস্ব। রাজকীয় অনুগ্রহ লব্ধ অর্থে আমার প্রয়োজন নাই।

নিপুনিকা আশ্চর্য্যও হইল, সন্তুষ্ট ও হইল। আশ্চর্য্য—যুবরাজের অর্থে কি প্রয়োজন? সন্তুষ্ট—নিতান্ত বিশ্বাস ও স্নেহপাত্রী বোধেই যুবরাজ তাহার নিকট গোপনে অর্থ ভিক্ষা করিয়াছেন।

নি। আমার মাতৃত্যক্ত অলঙ্কারাদির বিক্রয় লব্ধ দশ সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা আছে। আর সমস্তই শুনিমখাঁর অনুচরেরা লুটিয়া লইয়াছিল জানেন ত? এ কথার জন্য এত পীড়াপীড়ি হইতেছিল কেন? তাহাতে যদি তোমার কার্য্য বিন্দুমাত্র ও সম্পাদিত হয়—প্রস্তুত আছি। নিপুর

জ্যেষ্ঠ তাতের ধনে প্রাণে—মোগল কর্তৃক বিনষ্ট হওয়ার বৃত্তান্ত বাল্যকাল হইতে অবগত ছিলেন। কিন্তু সেই কথা এখন সহস্র ধারে হৃদপিণ্ডে আঘাত করিল। অন্তরে অন্তরে প্রতিজ্ঞা করিলেন—ইহার প্রতিশোধ লইব। নিপুনিকায় এ দানের প্রতিদান অবশ্য দিব। তখন প্রকাশ্যে বলিলেন—

প্র। আচ্ছা তাহাই। কৃতজ্ঞ হৃদয়ে নিপুর হাত ধরিলেন। নিজ ললাটে স্পৃষ্ট পূর্ব্বক ধীরে নামাইলেন।

নি। কখন প্রয়োজন? তখন কি যেন স্মরণ হইল, বলিলেন—যদি ঋণ রূপে গ্রহণ কর—আমি দিব না।

প্র। অনাথার অর্থ গোপনে আত্মস্মাৎ করিব সেইটী কি ধর্ম্মে সইবে?

নি। চাহিয়াছ ভিক্ষা। এক্ষণে অস্বীকার করিয়া আমাকে ধর্ম্মে পতিত করা ভবানী সহায়ের ধর্ম্মে সহিবে কি?

প্রতাপ অপ্রতিভ হইলেন, নিপুর হাত দুইখানি ধরিলেন।

প্র। বাল্য সহচরি! ভ্রাতার অপরাধ হইয়াছে।

নিপু ধীরে হস্ত বিমুক্ত করিয়া প্রতাপের শিরে অবমর্যণ করিলেন, বলিলেন—

নি। কখন প্রয়োজন?

প্র। অদ্য রাত্রিতে।

নি। সন্ধ্যার পরে পাইবা।

পরেরখনি প্রতাপের হৃদয় হইতে বোঝা নামিল। নিপু বিদায় হইল। প্রহরানুমান বেলা থাকিতে শঙ্কর দেখা দিলেন।

শ। বন্ধু। কান্তের আবাসে যাইবার সমস্ত প্রস্তুত।

প্র। কি প্রস্তুত।

শ। তাঞ্জাম।

প্র। অশ্বরোহণে বোধ করি বোধ হয় পারিলেও পারি।

শ। আজকার দিনটা থাক না।

তখন উভয় বন্ধুতে সূর্য্য কান্তের আবাসাভিমুখে চলিলেন—পথে দেখিলেন—সে বিশাল মহানগরীর সম্ভ্রান্ত, অসম্ভ্রান্ত, ধনী, দরিদ্র, নাগরিক, বৈদেশিক, গৃহস্থ, দোকানী, যে যাহার আলয় অতি যত্ন পূর্ব্বক রঞ্জিত করিতেছে। বিপণী সকল অতিশয় আড়ম্বরের সহিত সজ্জিত হইতেছে। সম্ভ্রান্তের গৃহ সন্নিধানে কাষ্ঠ তোরণ নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছিল। দরিদ্রের গৃহ পরিচ্ছন্ন হইতেছিল। বলা বাহুল্য এ নব প্রতিষ্ঠিত মহানগরীতে জীর্ণ সংস্কার যোগ্য আলয় ছিল না। সে বিস্তৃত যমুনা হৃদয়ে শত সহস্র ক্ষুদ্র বৃহৎ পোত সকল আত্মীয়, কুটুম্ব, ব্রাহ্মণ, স্বজাতি, বিদ্বান, পণ্ডিত, গুণী ও সামাজিক আহবানে নিমন্ত্রিত দূরবাসী ব্যক্তিবর্গের আগমন সৌকর্য্যার্থ্য নানা পদস্থ কর্ম্মচারী বর্গের তত্ত্ববধানে কেহ খুলিতেছিল কেহ বা খুলিবার উদ্যোগে, কেহ বা পাথেয় দ্রব্য সম্ভার সংগ্রহে ব্যস্ত ছিল। প্রশস্ত রাজ পথে আলোকাধার সংস্কার, স্থানে স্থানে নহবৎ মঞ্চ নির্ম্মাণ, গমনাগমন সুগম করণ হেতু সে রাজ রথ্যার দ্বিধা বিভাগ হইতে ছিল। এ কার্য্য গুলির ভার কোতোয়ালের উপর অর্পিত ছিল। স্থানে স্থানে নাগরিকগণ দলবদ্ধ হইয়া উৎসব, বিবাহ, কন্যা, কন্যার পিতা, যুবরাজের পীড়া প্রভৃতি নানা বিষয় আলোচনা করিতেছিল। আজ রাজ পথে চলা ভার, বিশেষ অভিবাদন বাহুল্যে। তাঞ্জাম ফিরিয়া যমুনা তটাভিমুখে, তৎপরে সূর্য্য-কান্তের আবাসে—সে পরিচিত উদ্যানাবাসের সম্মুখে স্ফটিক তোরণ নির্ম্মিত হইতেছিল। প্রতাপ ও শঙ্কর সেই পূর্ব্ব পরিচিত বিস্তীর্ণ সোপাণ শ্রেণীর পাদমূলে পৌছিবার পূর্ব্বেই রক্ত চন্দন চর্চ্চিত, শ্যাম কান্তি, কুঙ্কুম-সুগন্ধিত কেশ ভার কান্ত আসিয়া অভিবাদন করিল।

সূ। আমকে বলিলেই ত হইত? যাহাকে স্মরণ মাত্র হাজির হয়

তাহার জন্য নাজানি কি কার্য্যানুরোধে অসুস্থ অবস্থায় কষ্ট স্বীকার করিয়াছ ?

প্র। নহিলে, রাজ বন্ধুকে লোকে সম্ভ্রম করিবে কেন? চিনিবে কিপ্রকারে? যাক শিষ্টাচার যথেষ্ট হইয়াছে, এখন জিজ্ঞাসা করি এ অনর্থক অর্থব্যয় ও আড়ম্বর প্রিয়তা কোথা হইতে শিক্ষা হইল?

সু। নহিলে রাজ বন্ধুর আলয় লোকে চিনিবে কেন?

প্র। যাদবী কোথায়? অদ্য দুইদিন পর হাজির। বন্ধুমা কেমন আছেন?

শ। কান্ত! দুই দিক রক্ষা করিতে পারিবে কি? তোমার আবাসে—যুবরাজের বন্ধুর আবাসে—কত সম্ভ্রান্ত, সাধারণ, রাজা, প্রজা, পণ্ডিত, মূর্খ কৌতুহলী হইয়া উৎসবের সময় রাজ বন্ধুর দর্শনাপেক্ষা করিবে—সে আতিথ্য সংকারের ব্যবস্থা কে করিবে? তুমিত যুবরাজের নিকট থাকিবে। যাদবীত বন্ধু গৃহেই—পূর্ব্ব হইতে স্থান লইয়াছে।

প্রতাপ যে জন্য যাদবীর অনুসন্ধানে আয়াস স্বীকার করিয়াছেন, তাহা যাদবীর অনুপস্থিতিতে নিপুণ শঙ্করের উপর নির্ভর করিতে সংকল্প করিলেন।

প্র। কান্ত! তুমি কন্যা পক্ষে সুতরাং বিবাহ পর্য্যন্ত তোমার আবাসে যাতায়াত যুক্তি সঙ্গত নহে।

সু। যুবরাজ!

প্র। আবার! আদব কায়দার কি সময়াসময় নাই। কান্ত! যাদবী ও বন্ধুমা কখন গিয়াছেন?

সু। অদ্য প্রাতে নাগমহাশয় স্বয়ং লইয়া গিয়াছেন। বোধ করি সংসারে লোক নাই সেই জন্য। বিশেষ যাদবী যুবরাজ্ঞীর বন্ধু।

প্র। সন্ধ্যা ত হয় এখন বিদায় হই।

সূ। আমি তোমাদের দুর্গে পৌঁছিয়া দিব কিন্তু থাকিব না, নিজাবাসে প্রয়োজন আছে।

তখন তিন জনে দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সূর্য্যকান্ত ও শঙ্কর অশ্ব পৃষ্ঠে প্রতাপের তাঞ্জামের উভয় পার্শ্বে, রক্ষীরা অগ্র-পশ্চাতে,। দুর্গ সম্মুখে সূর্য্যকান্ত বিদায় কালীন বলিলেন—

সূ। ভবানী সহায়! অধীনের গৃহে শুক্লা একাদশী দিনে অব্যূঢ়ান্নের নিমন্ত্রণ রহিল। মহারাণী ও ছোট মহারাজের নিকট এ বিষয় যথারীতি অনুমতি লইব। তোমাকে অগ্রে জানাইলাম, সেদিবস প্রাতে রাজ বন্ধুর যেন রাজদর্শনটা দুর্লভ না হয়।

শ। এ রাজ নিমন্ত্রণে যেন অব্রাহ্মণ যজ্ঞটা না হয়।

তোমাকে তৎপূর্ব্বে ধরিয়া লইয়া যাইব।

পরস্পর অভিবাদন ও আলিঙ্গনান্তর বিদায় লইলেন।

তখন কেবল মাত্র দুর্গের সুধাধবলিত চূড়াসকল অন্ধকারে ডুবিবার চেষ্টা করিতেছিল, কেবল মাত্র গোধূলি ললাটে তারারত্ন দেখাদিয়াছিল।

কুলবধুরা অঞ্চলাগ্র আবরিত দীপ হস্তে ধান্যগোলকে, ভাণ্ডারে, গৃহে রন্ধনশালায় দীপ দেখাইতেছিল। তখন কেবলমাত্র সে বিস্তীর্ণ রাজ নিকেতনের অগণ্য কক্ষ, দালান, স্তম্ভগাত্র ও চূড়া হইতে সহস্র সহস্র দীপ, দীপরশ্মি প্রতিভা ইতস্ততঃ ঝলমল করিতে আরম্ভ হইয়াছিল। অতি পরিচ্ছন্ন বাসন্তী কৃষ্ণা রজনীতে সে অমল ধবল ভীমকান্ত দুর্গ অসংখ্য দীপালোকে অলঙ্কৃতা হইয়া জ্যোতিষ্ক মণ্ডল পরি প্লাবিতা ছায়াপথের ন্যায় প্রতীয় মান হইতেছিল।

শ আহ্নিকাদি সমাপনান্তর প্রস্তুত থাকিব। আবশ্যক হয় অবগত হইলেই নাগগৃহে আতিথ্য স্বীকারের অভিনয়ের চেষ্টা করিব।

প্রতাপ হাঁসিলেন—অন্দরে প্রবেশ করিলেন। সহচরীরা শয্যা রচনা করিতেছিল। প্রতাপকে অন্দরে আসিতে দেখিয়া পরিচ্ছদাদি

উন্মোচনের সাহায্য করিল। কেহ ব্যজনে, কেহ শয্যারচনায়।

প্রতাপ পানীয়, তাম্বুলাদি সেবনে তৃপ্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—নিপু কোথায়? একজন বলিল,—বিশেষ কোন কার্য্য বশতঃ বহুক্ষণ কোথায় গিয়াছেন বোধ হয়। সাক্ষাৎ হয় নাই. প্রতাপ ভাবিলেন—সন্ধ্যার পরে পাইবা বলিয়াছিল—এখনত সবে সন্ধ্যা! সহচরীরা স্বস্ব কর্ত্তব্য সমাপনান্তর বিদায় হইল। প্রতাপ অর্দ্ধ অবসন্ন ভাবে শয্যায় পড়িয়া সাত পাঁচ ভাবিতে ছিলেন। সেই সময় নিপু দেখা দিল—ধীর পদক্ষেপে পর্য্যঙ্ক পার্শ্বে অগ্রসর হইল, অতি স্নেহমাখাস্বরে ডাকিল—ভবানী সহায়! অধিনী অনুজ্ঞা অপেক্ষা করে।

প্রতাপ ত্রস্তভাবে উঠিয়া বলিলেন—নিপু আসিয়াছ?

নি। এক্ষণে যেরূপ আজ্ঞা হয়।

প্র। বাল্যসহচরি! তুমি যে ভাবে আলাপ কর লোকে শুনিলে আমাকে হৃদয় শুন্য বলিবে।

নি। অর্ঘ প্রস্তুত। এখানে লইয়া আসিব কি?

প্র। তোমার অর্ঘ, অনাথার অর্ঘ, আমার ক্ষমতা সত্বেও যে বাল্য সহচরীর সস্নেহ ব্যবহার ব্যতীত কার্য্যতঃ কোন উপকার করি নাই, তাহার অর্ঘ লইব না। মনুষ্য সমাজে, সমাজে না হউক একটী মাত্র অনাথা রমনীর নিকট হইলেও হৃদয় শূণ্য স্বার্থপর রূপে পরিচিত হইব, সে কার্য্য ভবানী সহায় প্রতাপের উপযুক্ত নহে।

তখন নিপুর সে স্থির, শান্ত, নিথর সৌন্দর্য্য সহস্র শিখায় জ্বলিয়া উঠিল, সে ভরা গঙ্গায় বীচিশূণ্য স্রোত অজস্র ধারে ছুটিল—সৈকত—তীর ছাপাইল- প্রতাপ চমকিত হইলেন—দেখিতেছিলেন সে মহিমাময়ী ভগবতী তুল্য রূপ রাশির সহিত সে অসুরমর্দ্দিনী তেজের অপূর্ব্বমিশ্রণ—মনে মানিলেন সাবাস বটে!

নি। দি কখনও তোমায় রাজসিংহাসনে দেখি, তখন এ কথার

জবাব দিব। আর যদি আত্মীয় ঘাতী, পরধনলোলুপ, মোগলের পাদুকা বাহী, প্রজাশোনিত-পিপাসু, করভারাবনতজানু দরবার শোভা বৃদ্ধিকারী রাজামহারাজার মত দেখি, তবে সে কথা নিপুনিকার হৃদয় হইতে সহস্র বজ্রাঘাতেও বাহির হইবে না। প্রতাপ মনে মানিলেন, সাবাসি বটে—প্রকাশ্যে বলিলেন—

প্র। নিপু। আমি লইব না, দুঃখিতা হইও না ; তুমি যে আমার বাল্য সহচরী।

নি। প্রতাপ! ভবানী সহায়! আজ কোন কথার উত্তর দিব না।

বড় কষ্টে নিপুর চক্ষে অশ্রুধারা ছুটিল গণ্ড, বক্ষ, পেশোয়াজ আর্দ্র হইল। কম্পিত কণ্ঠে ডাকিলেন—মদন! মোহরের থালী লইয়া আইস।

প্রতাপ আশ্চর্য্য হইলেন—মদন কোথা হইতে নিপুর সাহায্যে আসিল। তখন মনে পড়িল এই জন্য আজ কান্তের আবাসে গমন কালীন অনুপস্থিত ছিল। যুবরাজ কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়াছিলেন। নিপুনিকা অগ্রসর হইলেন—আজ্ঞাপালিনী সহচরীর ন্যায় নহে। বিজয়ী বীরের ন্যায় নিষ্কম্প হস্তে প্রতাপের হস্ত ধরিয়া উঠাইলেন। কোমল কণ্ঠে বলিলেন—

নি। বাল্যসহচর, প্রতাপ, ভবানী সহায়! আমার অর্থে তোমার অর্থে-প্রভেদ কি? না লইলে অধিনীকে অপমানিত করা হয়।

প্র। আচ্ছা লইলাম। কিন্তু ভবিষ্যতে যুবরাজ না বলিয়া প্রতাপ বলিবে ত; এই অঙ্গীকারে লইতে পারি।

নি। বলিব কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির সাক্ষাতে নহে।

প্র। একান্ত পক্ষে তাহাই।

মদন নির্ব্বাক, নিষ্কম্প পর্ব্বতের ন্যায় নিজের ভারে ভারী হইয়া

দাঁড়াইয়া ছিল।

প্র। মদন! আজ কান্তের আবাসে গমন কালীন অনুপস্থিতির দণ্ড লইতে প্রস্তুত আছ?

মদন কিছু অপ্রতিভ হইল, বলিল যুবরাজের কার্যোইত ছিলাম।

প্র। আচ্ছা, শাস্তি পরে দিব, এখন বন্ধুকে ডাক।

মদন শঙ্করকে ডাকিতে কক্ষনিষ্ক্রান্ত হইল, অনতিবিলম্বে শঙ্কর ও মদন ফিরিল।

প্র। এই অর্থ কোনগতিকে—কি করিতে হইবে, তোমায় কি বলিয়া দিব!

শ। ভাল! কিন্তু এতভারি কি করিব ভাবিতেছি।

তখন উভয়ের চক্ষু মদনের উপর পড়িল। নিষ্কম্প পর্ব্বতের ন্যায় কিন্তু এবার নির্ব্বাক নহে, বলিল—

ম। এতক্ষণ বলিলে চলিত—এই স্থালীটার জন্য এত ভাবনা? বালকের পুত্তলিকা ক্রীড়ার ন্যায় অনায়াসে স্কন্ধে নিক্ষেপ করিল।

প্র। মদন! এখণ মরিলেও শোধ হইবে না। যশোহর যুবরাজ সহচরকে স্থালী বাহক করিয়াছেন লোকগোচর হইলে, সে অখ্যাতি মরিলেও যাইবে না।

ম। এবারটা ত করি। তারপর আবশ্যক হয় ক্ষীণজীবি দেখিয়া সহচর নিযুক্ত করিও। আমার না হয় ভবিষ্যতে স্থালি বাহকের পদ নিযুক্ত থাকিল।

শ। ভাই মদন! তোমার ন্যায় প্রফুল্লচিত্ত ব্যক্তির বন্ধু হওয়াও সৌভাগ্য।

শঙ্কর ও মদন বিদায় হইলেন। প্রতাপ যে দুগ্ধফেণ কোমল পয্যোপরে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আকুল প্রাণে ডাকিলেন—নিপু!

নিপু আসিল, কোন কথা বলিল না; যুবরাজের অভিপ্রায় শ্রবণার্থে।

প্র। নিপু! তোমার কি কোন অভিলাষ নাই? যাহা যশোহরের যুবরাজ পূরণ করিতে পারে? ক্ষণপরে বলিলেন—আজ হউক—দশ দিন পরে হউক।

নি। অধীন আশ্রিত জনের যুবরাজের নিকট নির্দ্দিস্ট, অনির্দ্দিষ্ট, বর্ত্তমান, ভবিষ্যৎ কত ভিক্ষা আছে—তাহা জানিয়া এখন ফল কি?

প্র। এ গেল বালকের স্তোক। তারপর?

নি। যাহা একদিন বলিব বলিয়াছি। সময় হইলে জানিতে পারিবে। তুমি জানিবে না ত জানিবে কে?

প্র। যদি ভ্রাতা বলিয়া স্নেহ করিয়া থাক এখনি বলিতে হইবে।

বলা বাহুল্য এইরূপই প্রতাপের স্বভাব। সে স্বভাবে মানস পটে কোন মেঘ উঠিলে তখনই ঝড় বওয়া স্বভাবসিদ্ধ ছিল—বিলম্ব সহিত না।

নি। যশোহরের যুবরাজকে বালক, হঠকারী হইতে দেখা শুভাকাঙ্খিনীর কর্ত্তব্য নহে। পরে কোমলপূর্ণস্বরে বলিলেন—ভাই! তুমি নিজে পাগল হইবার চেষ্টা করিতেছ; আমাকেও কি তাই সাজাইবে? তুমি যে যশোহরের আশা—সকল কার্য্যেরই উপযুক্ত সময় আবশ্যক।

তখন নিপু নিষ্ক্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই মহারাণী আসিলেন; প্রতাপের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিয়া নিপুকে বলিলেন—

ম। প্রতাপের নিকট অবস্থান কর, আহারের সময় একত্রে আসিও। এ অসুস্থ অবস্থায় কাহার নিকট গিয়াছিলে? কান্তের আবাসে?

প্র। আজ্ঞা হাঁ।

ম। যাদবী আজ দুই দিন অনুপস্থিত কেন? অতিরিক্ত পরিশ্রমে কোন পীড়া হয় নাই ত?

প্র। না, সে বাড়ীতে নাই।

মহারাণী আশ্চর্য্য হইলেন, যাদবীর ত কোন আত্মীয় নাই, তখন হঠাৎ কি যেন স্মরণ হইল—প্রকাশ্যে বলিলেন—নিপু! একটা কার্য্য ভুল হইয়াছে, তুমিও ত মনে কর নাই, কই তোমার ত কখনও কোন বিষয় বিস্মরণ হয় না বরং আমারই অনেক সময় হয়!

নিপুর স্মরণ হইল—মহারাণী কন্যার সম্বন্ধে কি যেন মনস্থ করিতেছেন, —বলিল আজই কি?

ম। অদ্য রাত্রি হইয়াছে, বিশেষ প্রতাপ ক্লান্ত আগে ব্যবস্থা করি, কল্য বলিব—

প্র। নিপু! এতক্ষণ ত দাঁড়াইয়া আছ, বসিলে কি ভাল হইত না. এরূপে কতক্ষণ পারিবে? নিপুনিকা একখানি চৌকি টানিয়া লইয়া উপবেশন করিল. বলিল

নি। যে জন্য যাত্রা করিয়াছ, এক্ষণে অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্য হইলেই মঙ্গল।

প্র। কি আশঙ্কা করিতেছ?

নি। শঙ্কর ও মদনের কৃত কার্য্য হওয়া কতদূর সম্ভব তাহাই। নিপুনিকা ভাবে বুঝিয়াছিল।

প্র। ভবানী যাহার সহায়, শঙ্কর যাহার বন্ধু, সহচর, যাদবী যাহার আজ্ঞা কারিনী—আর নিপু যাহার মুখরক্ষা কারিনী—তাহার পক্ষে আশঙ্কার বিষয় অতি অল্প।

এমত সময় ধীর পদক্ষেপে সূর্য্যকান্ত সেই উজলিত কক্ষে প্রবেশ করিলেন—সহাস্যে বলিলেন—আর আমি যাহার দাস। প্রতাপ বিস্মিত ও অপ্রতিভ হইলেন। নিপুনিকা ভাবিলেন—এইক্ষু কিছু পূর্ব্বে যাহার আলয় হইতে যুবরাজ ফিরিয়াছেন, ক্ষণ মাত্র পরে না জানি কি

প্রয়োজনে সূর্য্যকান্ত আসিয়াছেন।

প্র। কান্ত! এ কার্যে তুমিত কন্যা পক্ষে তাই তোমায় নাম করি নাই।

সূ। আশ্রিতের নিকট, দাসানুদাসের নিকট যুবরাজকে কৈফিয়ৎ দিতে শুনিলে আরও কষ্ট বাড়িবে বই কমিবে না।

সূর্য্যকান্ত দুঃখিত হন নাই। ভাবিলেন—আরোগ্যের পর সর্ব্ব প্রথম তাঁহার ভাগ্যেই ত রাজ স্মরণ ও দর্শনটা ঘটিয়াছিল।

প্র। বন্ধু! কি প্রয়োজনে? এইত তোমার আবাস হইতে আসিলাম।

সূ। যাদবীকে অনুসন্ধান করিয়াছিলে পাও নাই। সন্ধ্যার সময় গৃহপ্রত্যাগতা হইয়া বৃত্তান্ত অবগত হইল; যুবরাজের সাক্ষাতে আসিবার জন্য একান্ত অনুরোধ করিল।

যাদবী রাত্রে কোন স্থানে থাকিত না—একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। তাই সে চিরপরিচিত চিরাভ্যস্ত রাজ নিকেতনে প্রয়োজন হইলেও কান্তকে সঙ্গে লইয়া আসিয়াছিল। একথা অন্য কেহ না জানিলেও সূর্য্যকান্ত জানিতেন। যাদবী সূর্য্যকান্তের আবাস ভিন্ন অন্য কোথায়ও রাত্রিকালে অল্পসময়ের জন্যও থাকিত না। কি জানি কেন এটি তাহার অভ্যাস।

প্র। কই?

সূ। মহারাণীর নিকট ধরা পড়িয়াছে। এমত সময়ে যাদবী দেখা দিল।

প্র। যাদবি! আজ পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উঠিয়াছে যে! আজ উদ্যান বাটিকার স্নিগ্ধ মরুৎ হিল্লোল পরিত্যাগে নিদাঘোত্তপ্ত প্রস্তর গঠিত দুর্গের বাতাস ভাল লাগিল কেন? এমন কি ঘটিয়াছে?

যা। পালঙ্কের বাজুতে মস্তক স্পৃষ্ট করিয়া অভিবাদন করিল, গললগ্নীকৃতবাসা হইয়া করযোড়ে নিকটে অগ্রসর হইল; বোধ করি প্রতাপকে রাগাইবার জন্য—যাদবী জানিত রাগ না হইলে প্রতাপের নিকট প্রকৃত বৃত্তান্ত পাওয়া যাইবে না—রাজসান্নিধ্যহেতু যেরূপ কায়দা কানুন শিখিয়াছিল, প্রতাপ চরিত্রের অধিকাংশ পরদাগুলিও বেশ বুঝিত।

প্র। কান্ত! যাদবীকে একদিন বিশেষ কিছু শাস্তি বিধান প্রয়োজন হইয়াছে।

যা। রাজ স্মরণের পূর্ব্বে আজ্ঞাপালন যাহার কর্ত্তব্য, তাহার দান আবাসে অসুস্থ অবস্থায় যুবরাজের প্রয়োজন শ্রবণার্থে হাজির হইয়াছি, আমি পলাতকা নহি। অনুপস্থিত ছিলাম মাত্র। সুতরাং লঘু পাপে গুরুদণ্ড না হয় রাজগোচরে প্রার্থনা এই।

প্র! নিপু! যাদবীর সাহায্যে কার্য্যোদ্ধারের প্রত্যাশায় শঙ্কর ও মদনকে পাঠাইলাম, এক্ষণে দেখিতেছি সমস্ত পণ্ড হয় বুঝি।

সূর্য্যকান্তও যাদবী মুখ চাওয়া চাওয়ি করিলেন, বোধ করি বিস্ময়ে—যুবরাজের কোন বিষয় অজ্ঞাত ছিল না। আজ না জানি কি নূতন সৃষ্টি হইয়াছে। নিপুনিকা বুঝিল—অগ্রসর হইয়া বলিল—যাদু আমার সঙ্গে একটু যাইতে হইবে। যাদবী প্রতাপের পানে চাহিলেন।

প্র। আমার কার্য্যে।

সূর্য্যকান্ত যাদবীর ইতস্ততঃ করিবার কারণ বুঝিয়াছিলে, বলিলেন—আমি অপেক্ষা করিব। নিপুর সঙ্গে যাইবা সে ত সৌভাগ্য।

এই মহিমাময়ীকে সূর্য্যকান্ত চিনিতেন—চিনিতেন যে, যে কার্য্যভার তদুপরি অর্পিত হইবে তাহার সফলতা নিশ্চিত। অন্যের সাহায্য নাম মাত্র আবশ্যক, না হইলেও ক্ষতিবৃদ্ধির কারণ নাই। নিপু ও যাদবী কক্ষনিষ্ক্রান্ত হইল। নিপু যাদবীর স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া নিজপার্শ্বে টানিল।

নি। যাদু! তোমার শিবিকা কোথায় ছাড়িয়া আসিয়াছিলে?

যাদবী ইঙ্গিতে দেখাইল, বোধ করি মানসিক বিপ্লবে বাক্যের অবসর ছিল না।

নি। যাদু! আমি সঙ্গে অসিবার জন্য অনুরোধ করিলাম, ইতস্ততঃ করিতেছিলে কেন?

য। যুবরাজের অনুজ্ঞাওত আবশ্যক।

নি। তুমি কি বুঝনাই যুবরাজের কার্য্য জন্য ডাকিতেছি।

যা। ঠিক বুঝিতে পারি নাই।

নি। যুবরাজকে এ কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া হতবুদ্ধির ন্যায় যুবরাজের মুখের দিকে চাহিয়াছিলে কি, বুঝিতে পার নাই বলিয়া?

যা। অন্ততঃ রাজসাক্ষাতে কায়দা কানুনটাও রাখাত দরকার।

ভাবিল—আর যাহার সঙ্গে পারি তোমার সহিত জয়ের আশা অল্প তাহা জানি।

নি। আজ সূর্য্যকান্তকে সঙ্গে করিয়া যুবরাজের সাক্ষাৎ জন্য কেন? যশোহর নগরে দস্যু ভয় নাইত; রক্ষী ও সূর্য্যকান্তের আবাসে নিতান্ত দুর্লভ নহে।

যাদবীর যাহা কিছু বুদ্ধি চাতুর্য্যছিল, এ কথায় ভাসিয়া গেল, স্থালী হারাইল, অন্যের সম্বন্ধে হইলে কতদুর কি হইত বলিতে পারি না—কারণ প্রেমিক বসন্ত রায়কেও সে এরূপ দ্বন্দ্ব যুদ্ধে জয় করিয়াছিল, সে পরিচয় আমরা অবগত আছি। কিন্তু এটা নিজের বেলায়। প্রেমের মহিমা এমন যে অন্যান্য হৃদবৃত্তিকে বশীভূত করিয়া ফেলে, যাদবী ভাবিল—আজ এ জগতে তৃতীয় ব্যক্তি জানিল যে, যাদবীর হৃদয় পূর্ণ—খালি নাই। অন্যে যাহা যুগযুগান্তরেও জানিতে পারিত কিনা সন্দেহ, এ মহিমাময়ী তাহা সামান্য কারণেই আজ জানিল। তখন ভাবিল—তবে কি এ স্থির নিথির অগাধ সমুদ্রে স্রোত আছে?

আছে বোধ হয়। এ ধারণাটা প্রেমিক হৃদয়ের স্বভাবসিদ্ধ। বলিল—

যা। নিপু! জহুরী নহিলে জহর চেনা যায় কি?

নি। জহুরী চিনিলে কি সে?

যা। জহর চিনিয়াছ তাই।

নি। জহুরীতে জহর চিনে সত্য কিন্তু জহর চিনিলেই যে জহুরী হইল, একথাটা সঙ্গত বোধ হয় না, নিপু দেখিলেন পরাজিতের পশ্চাদ্ধাবন বিপদ পূর্ণ পাছে নিজে অবরুদ্ধ হই সুতরাং প্রত্যাবর্ত্তন শ্রেয়ঃ। মনে মানিলেন—যাদবী যথার্থ প্রেমিকা। যাদবী মানিল—সাবাসি বটে। এতক্ষণে শিবিকা পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। ইঙ্গিতে চারিজন চণ্ডালিনী, সহচরী প্রধানা ও যাদবীর শিবিকা পার্শ্বে ধাবিত হইল। উভয়ে দুর্গ নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অতিমৃদুস্বরে রক্ষিনী চতুষ্টয়কে নিপু কিছু বলিলেন, বাহকগণ নাগালয়াভিমুখে হাঁকিল। কতক দূর অতিক্রান্ত হইলে হঠাৎ শিবিকা থামিল। প্রথমা রক্ষিনী নিবেদন করিল—রাজবন্ধু ও সহচর প্রত্যাগমন করিতেছেন।

নি। সূর্য্যকান্তের আবাসে আমার নাম করিয়া অপেক্ষা করিতে বল। অবিলম্বে শিবিকা পার্শ্বে প্রত্যাগত হইব।

শিবিকা গন্তব্য পথে অগ্রসর হইল। তখন উভয়ে পুনরায় কথোপ-কথন আরম্ভ হইল।

নি। যাদু!

যা। কি ভাই?

নি। একার্য্য তোমার। আমিত অনুসঙ্গী মাত্র।

যা। আচ্ছা ভাই!

নি। পারিবে না কি?

শিবিকা নাগালয়ের অন্দর বাটীতে লাগিল। রক্ষিনী চতুষ্টয় সসম্ভ্রমে দ্বার পার্শ্বে সরিয়া দাঁড়াইল। উভয়ে প্রাঙ্গণ প্রবিষ্ট হইলেন। বৃদ্ধ অন্দরে

ছিলেন ; দূরসম্পর্কীয়া দুই একজন বর্ত্তমান উদ্যোগ ব্যপদেশানীতা আত্মীয়া ও কার্য্যকারিনীগণের সহিত গৃহস্থালীর ব্যবস্থা হইতেছিল। ব্যস্ত সমস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন। নিপুকে অভ্যর্থনা করিলেন।

জী। মা জননি! শীঘ্র এদিকে একবার আইস।

হঠাৎ মেঘান্তরাল হইতে চন্দ্রিমা বিকাশ দেখিয়াছ কি? শরৎ আসিল—নিপুকে হাত ধরিয়া সাদর সম্ভাষণ করিল, যাদবীর দিকে বিস্মিত ভাবে চাহিল, পরে বলিল—বন্ধু! এত অনুরোধ উপরোধ ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে তার পর থাকিতে পারিলে কই?

যাদবীর প্রত্যাগমনে শরৎ আকাশের চাঁদ হাতে পাইয়াছিল।

জী। মহারাণীর প্রধানা সহচরীর আগমন হেতু প্রকাশ করিলে কৃতার্থ হই।

নি। যাদবীর সহিত বেড়াইতে, রাজ কার্য্যানুরোধে নহে।

জী। অমার গৃহ পবিত্র হইল। এ স্নেহ! মাতৃহীনার কে আছে যে মর্ম্ম বুঝিবে! মৃত সহধর্ম্মিনীর কথা স্মরণ হইল, আজ বিশেষ ভাবে; স্বাভাবিক ধীর গতিতে বহির্বৈঠকে প্রস্থান করিলেন। প্রস্থান কালীন শরতকে উপদেশ দিলেন—মা লক্ষ্মী! সহচরী প্রধানার যত্নের ক্রটী না হয়। যাদবীকে বলিলেন—মা যাদবি! কষ্ট করিয়া সমস্ত দিন পরিশ্রমের পর না গেলেই ভাল ছিল, তা অবার আসিয়াছ বেশ হইয়াছে, মা আমার বড় আক্ষেপ করিতেছিল, আমি আরও মাকে বুঝাইতে ছিলাম বোধ করি সূর্য্যকান্ত বাড়ী আসিয়াছে। কাত্যায়নী ভগ্নীকেওত এখানে রাখিয়াছি, বাড়ীর দিকেও দেখা চাই।

কিন্তু এ দিকে যাহাই বলুন বাহির বৈঠকে যে বিশেষ কিছু কার্য্য ছিল তাহাও নহে, তবে আজ গৃহিনী বিয়োগ শোকের প্রাবল্য অপ্রকাশ রাখিবার প্রত্যাশায় চলিলেন। শরৎ আগে, নিপু ও যাদবী পশ্চাতে, শরতের সেই শয়ন কক্ষে চলিলেন। রাণার দেওয়ান খানার ন্যায় এ

কক্ষটীকে শরতের মন্ত্রণা গৃহও বলা যাইতে পারে। নিপুকে হাত ধরিয়া বসিতে অনুরোধ করিলেন. নিপু বলিল—দুইদিন পরে যে যশোহরের অধিশ্বরী হইবে, আমার ন্যায় শত সহস্র সহচরী যাহার তর্জ্জনী সঞ্চালন অবনত শিরে অপেক্ষা করিবে তাহার অগ্রে বসিব না। তখন পাশ কাটাইয়া যেখানে প্রতাপের সে অনিন্দ্য সুন্দর বীরাকৃতি লিখিত প্রকাণ্ড চিত্র লম্বমান ছিল তৎসম্মুখে দাঁড়াইলেন। অতি দক্ষতার সহিত দেখিতেছিলেন কিম্বা অন্য কিছু উদ্দেশ্য ছিল জানি না। শরৎ যাদুকে প্রত্যাগমনের কারণ জিজ্ঞাসার অবশর পাইল।

শ। বন্ধু! ফিরিয়া আসিলে যে? রাত্রিতে কোথায়ও ত থাকনা জানিতাম, তবু বন্ধু বলিয়া সাহস পুরিয়া কত হাত ধরিলাম, বন্ধু মা এখানে রহিয়াছেন তথাপি থাকিলে না এখন ফিরিয়াছ অবশ্য বিশেষ কিছু কারণ আছে? তামাসা করিয়া বলিল—সূর্য্যকান্ত বুঝি যুবরাজের নিকট?

যা। দেখ বন্ধু! ক্রমে মুখ ফুটিতেছে বুঝি এখন আসিয়াছি, একটি ভিক্ষা আছে ভাই।

শ। তুমি এরূপ আলাপ করিলে যশোহরের রাজ মুকুটেও আমার তৃপ্তি হইবে না।

যা। দেখা যাক! এখখ ভিক্ষা দিবে কি? অন্নপূর্ণা দেবি! তাহার উত্তরটা তোমার অতিথিকে দাও।

দক্ষিণ হস্তে চিবুক ধরিয়া বাম হস্তে সে কমনীয় কণ্ঠ বেষ্ঠন পূর্ব্বক প্রাণ ভরিয়া আহা! সে রাজেন্দ্রবাঞ্ছিত গণ্ডে স্নেহচুম্বন করিল—যেন সমীরণ হিল্লোল কম্পিত শতদল শতদলে মিশিল। ক্ষণমাত্র—উভয়ে অপ্রতিভভাবে নিপুনিকার দিকে চাহিল—দেখিল আলেখ্য পানে অভিনিবিষ্ট দৃষ্টি।

শ। বন্ধু! কি ভিক্ষা? আগে—বলিতে বলিতে মুখ ফুটিল না।

যা। আগে রাণী হও, তখনত ভিক্ষা আছেই। এখন একটি আছে।

শ। যদি না দেই ?

যা। না দেও, কি আর করিব ? বলিবই বা কি কিন্তু যে দুই দিন পরে যশোহরের রাণী হইবে সে ভিক্ষা দিতে কুণ্ঠীত হয়, এ কথা বিশ্বাস যোগ্য নহে।

শরৎ ভাবিল—তবে নিপুকে সঙ্গে করিয়া যাদবী কি আবার মহারাণীর নিমন্ত্রণ কি তেমনি একটা কিছু কাণ্ড উপস্থিত করিবে। অবার ভাবিল—নিপুও পিতৃসন্নিধানে যাদবীর সহিত বেড়াইতে আসিয়াছে বলিল। ভাবিল—তবে কি ?

শ। আর কিন্তু রাজ নিকেতনে যাইতে পারিবনা। হাঁসিয়া বলিল—তোমার ইষ্ট দেবের দিব্য—সে অনুরোধ আর এখন নহে।

যা। তাহা নয়।

শ। তবে এতক্ষণ বল না কেন ?

যা। কি তাহা জানিবার অগ্রেই বলিয়াছ "যদি না দেই," আর শুনিলে যে দিবে তাহার সম্ভব কই ? শরৎ অপ্রতিভ হইল, বলিল—বন্ধু! কাস্তের যাদু! কি বলনা ভাই ?

যা। তোমার বিবাহোৎসবে যত গরীব দুঃখী ভোজন বিদায় ভার আমার রহিল।

শ। সকল ভারই ত তোমার। এ একটা নূতন কথা ত নয়।

যা। তা নয়, আমার অভিপ্রায় মত আমার ব্যয়ে আমি করিব। শরৎ বুঝিল, বলিল—তোমার ব্যয়ে একথা কেন ? বাবা শুনিলে মর্ম্মে মরিবেন।

যা। নহিলে আমি মর্ম্মে মরিব। যুবরাজ ব্যথিত হইবেন।

শ। তুমি মর্ম্মে মরিবে সত্য—যুবরাজ ব্যথিত হইবেন কেন ?

যা। হয় শ্বশুরের সর্ব্বস্বান্ত হইবে, নয় দীন দুঃখীরা শ্বশুরের অপযশ করিবে—এই ভাবিয়া।

শ। আমার পিতার যথাসাধ্য, হয়ত যাহা অসাধ্য তাহাও তিনি করিবেন। তুমিত সব জান।

যা। সেই জন্যই ত। যশোহরাধিশ্বরীর বন্ধুর উপযুক্ত ক্ষমতা আমার নাই—চক্ষুকোণে অশ্রু দেখা দিল—কিন্তু চেষ্টায় বাধা দেওয়া কি বন্ধুরমত কার্য্য হইবে?

এই কথাটীতে যাদবীর জয় হইল কিংবা সেই অশ্রুতে জয় হইল জানি না। জয় হইল নিশ্চত—অবিসংবাদীরূপে।

শ। কিন্তু একথা বাবাকে তোমাব বলিতে হইবে।

যা। অবশ্য, বলিব বই কি। এতক্ষণে বুঝিলে কি ফিরিয়াছি কেন? বোধ হয় পূর্ব্বে তামাসার—প্রতিশোধার্থ অতি মৃদুস্বরে বলিল —সূর্য্যকান্তকে অপেক্ষায় রাখিয়া। বুঝিয়াছ? গণ্ডে তর্জ্জনীব আঘাত করিল, বলিল—এখন বন্ধু পিতাকে ডাকিয়া আন।

শ। আমি পারিবনা ভাই, তোমার কাজ তুমিই কর। এখন কেন?

যা। নিপু! তুমি কি দেখিছেছ?

নি। যাহা করিতে আসিয়াছ কর। না পার তখন আমি। এখন কতদূর? দৃষ্টি ছবিতে।

যা। এখনও আসল বাঁকী।

শ। এসব কথা নিপু জানে কি? যাদবীকে এক পার্শ্বে টানিয়া মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিল।

যা। বন্ধুকে অবিশ্বাস করিতেছ? রাণী হইবার আগেই এত?

শরৎ অন্য কিছু বলিল না, "শুধু তোমাকে পারা ভায়—" বলিয়া নিপুকে হাত ধরিয়া পালঙ্কে বসাইল। ছবি সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা

হইল, তাহার মর্ম্মটুকু—

নি। এখন বোধ হয় ছবি খানি দিতে পরিবা?

শ। তখনও ত পারিয়াছিলাম। সহাস্যে—

নি। পারিয়াছিলে! পারিতে হইলে অর্দ্ধেক মেঝর ধুলা গায়ে বসিয়া যাইত। শরৎ অপ্রতিভ হইল. উঠিয়া তাম্বুলাধার আনিয়া নিপুকে দিল। যাদবী ততক্ষণ জীতমিত্রের সদরবৈটকে উপস্থিত হইল. দেখিল —বৃদ্ধ চণ্ডীশরণ পদ সেবা নিরতঃ। ধীরে ধীরে সম্মুখে দাঁড়াইল। বৃদ্ধ শশব্যস্তে উঠিয়া বলিলেন—কি মা! আবার এত রাত্রে যাইবে নাকি?

যা। একট বিলম্ব আছে।

বৃদ্ধ ভাল বুঝিতে পারিলেন না, বলিলেন—কি জন্য?

যা। বন্ধুর বিবাহে আমার একটা কর্ত্তব্য আছে। যদি অসন্তুষ্ট না হন, বলি।

জী। মা! তুমি যে আমার শরতের অভিন্ন আত্মা, দেহ পৃথক বইত নয়? তোমার যত্নে ও পরিশ্রমে যে, মাতৃহীনা বালিকা আর এ অধম সন্তান ও কৃতার্থ হইতেছে, তাহা কি বুঝ না?

যা। আপনি পিতা হইয়া সন্তানের সহিত এসব কথা বলিতেছেন কেন? আমার কর্ত্তব্য আমি করিতেছি।

জী। তোমার ইচ্ছায় আমি বাধা দিব না।

যা। আমার প্রার্থনা—যত গরীব দুঃখী দেশ দেশান্তর হইতে আসিবে, আমি তাহাদের ভোজন ও বিদায়ের ব্যবস্থা করিব।

জী। আমার যাহা কিছু এখানে আছে তা সবইত মা তোমার হাতে পূর্ব্বেই সঁপিয়াছি।

যাদবী একটু ইতস্ততঃ করিল, বলিল—আমার কি কিছু ইচ্ছা করে না?

জী। মা! বলিয়াছিত তোমার ইচ্ছায় বাধা দিব না।

যা। আমার ইচ্ছা সেটা নিজ ব্যয়ে করিব। বন্ধুর বিবাহে আমার কি কিছু ইচ্ছা হয় না? যাদবী কালী নাম স্মরণ করিল—কি যে শুনিতে হয়।

জীত মিত্র অসন্তুষ্ট হইলেন না। বড় কষ্টে বৃদ্ধের ক্ষীণ চক্ষু গণ্ড বহিয়া শতধারে অজস্র ধারা বহিল—কাতর কণ্ঠে বলিলেন—মা! তোমার ইচ্ছায় বাধা দিব না, তুমিও শরতের ন্যায় মাতৃহীনা। যাদবী কাঁদিল, কিছু বলিল না। বৃদ্ধ সামলাইয়া বলিলেন—তুমি আমার শরতের বন্ধু, তাহার পিতা আছে, তোমার পিতা মাতা নাই—তোমার ইচ্ছায় আমি বাধা দিব না।

তখন যাদবী বলিল—আজ তবে বিদায় হই।

জী। এতরাত্রে না গেলে হইত না কি?

বৃদ্ধের অনুরোধ এড়াইতে যাদবী অন্য অস্ত্র নিক্ষেপ প্রয়োজন বোধ করিল।

যা। নিপু সঙ্গে রহিয়াছে।

জী। তবে এস মা, তোমার ইচ্ছায় বাধা দিব না।

যাদবী ধীরে কক্ষ নিষ্ক্রান্ত হইল কিন্তু তৎপর দ্রুতপদক্ষেপে শরতের নিকট উপস্থিত হইল। সে দৃষ্টিরপ্রসন্নতা দেখিয়া শরৎ বুঝিল যাদবীর অসাধ্য কিছুই নাই।

নি। কার্য্য সমাধা হইল কি?

যা। তুমি যাহার সহায় তাহার আবার অসাধ্য কবে হইয়াছে?

নি। শরৎ! যশোহরের ভাবি অধিশ্বরি! সহচরীর কোন ক্রটী হইয়া থাকিলে মার্জ্জনা করিও। আজ বিদায় হই।

শ। বন্ধু! তুমি যদি থাকিতে বোধ করি নিপুকেও রাখিতে পারিতাম।

নি। সেদিন বলিয়াছিত!

শরৎ প্রথমটা ইতঃস্তত: করিল শেষে মুখ ফুটিয়া বলিল—সেদিনে আর এদিনে প্রভেদ হয় নাই কি?

যা। বন্ধু! একদিন না বলিয়াছিলে আমি তোমায়—

শরৎ লজ্জায় যাদবীর মুখে হাত দিয়া ধরিল,—যাদবী ক্ষান্ত হইল।

নি। সে দিন রাণী কন্যা ছিলে, আজ ভাবী অধিশ্বরী; তাহা নিশ্চিত কিন্তু ভাই! দুইদিন পরে লোককে কর্ত্তব্য পালন শিক্ষা দিবার হাত যাহার, তাহার পক্ষে আশ্রিতাকে কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট করা সঙ্গত নহে। শরতের মনে দুলিতেছিল—দুইদিন পরে লোককে কর্ত্তব্য পালন শিক্ষা দিবার হাত যাহার, তাহার পক্ষে আশ্রিতাকে কর্ত্তব্য ভ্র: করা উচিত নহে।

তখন অনেক বলিয়া কহিয়া যাদবা ও নিপু বিদায় হইল; শরৎ আত্মীয়াগণের সন্নিধানে চলিল। শিবিকা বাহক গণের প্রতি সূর্য্য-কান্তের উদ্যানাবাসে যাইবার হুকুম হইল। অনতি বিলম্বে সে চির-পরিচিত মনোরম উদ্যানাবাসের সম্মুখে উপস্থিত হইল।

নি। যাদু! এত লোক দ্বার সম্মুখে গোলযোগ করিতেছে কেন?

যা। দেখিবে?

নি। এখন নহে, ভিতরে প্রবেশ করিয়া চাহিয়া দেখিলে চলিবে।

যাদবী বুঝিল—মনে মানিল—মহিমাময়ি! যে সাগরোদ্দেশে এ স্রোত বহিতেছে—না জানি তাহার ভাগ্য কত প্রসন্ন? প্রকাশ্যে বলিল, —দালানে যাইবে কি অন্দরে?

নি। দ্বারে ত গোলযোগ, দালানে কি তাই?

যা। তুমি ত জান সেখানে যুবরাজ ও বন্ধুবর্গ ব্যতীত অন্য কেহ যায় না। কার্য্যান্তর জন্য প্রকোষ্ঠান্তর নির্দ্দিষ্ট আছে।

নি। আচ্ছা দালানে।

যাদবী চণ্ডালিনী প্রধানাকে ইঙ্গিত করিল। সে বিশাল সোপাণ

শ্রেণীর পাদ মূলে উভয়ে নামিলেন। যাদবী চমকিল, ভাবিল—আজ সূর্য্যকান্তের অনুপস্থিতিতে গৃহ ত্যাগী হইয়াছি। হায়! এ ভাগ্যে কি কালী কোনদিন প্রসন্ন হইবেন না? দুই জনে হাত ধরাধরি করিয়া সোপাণ অতিক্রম করিল। দালানে প্রবেশের পূর্ব্বেই শঙ্কর দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন, মদন তখন রশনের উপর বিস্তৃত জানু হইয়া কি ভাবিতেছিল—স্থালী সম্মুখে গালিচার উপর পড়িয়াছিল।

শ। নিপু। কার্য্য কতদূর সফল হইল?

নিপু যাদবীর দিকে ইঙ্গিত করিলেন। শঙ্কর যাদবীর দিকে অগ্রসর হইলে স্থির দৃষ্টিতে নিপু দেখিল—মদন অর্দ্ধশয়ান। দাঁড়াইলেন—

শ। যাদবি! যে জন্য গিয়াছিলে সফলত?

যা। এবার হইতে যুবরাজ বন্ধুবর্গকে এরূপ প্রশ্নে কিরূপ উত্তর দেন দেখিব।

শঙ্কর বুঝিলেন—যাদবীর চক্ষু পুলকপূর্ণ; স্বরে জড়তার লেশ মাত্র নাই, বরং প্রফুল্ল।

শ। আশীর্ব্বাদ করি এ জগতে যেন তোমার সর্ব্বকার্য্যে সর্ব্বত্র জয়লাভ হয়।

যা রাজবন্ধু! কৃতার্থ হইলাম। স্ত্রীলোকে কি যুদ্ধে যায় যে জয়ের আশীর্ব্বাদ।

মনে ভাবিল—ঠাকুর! তোমার আশীর্ব্বাদ ফলিবে কি?

শ। তবে মোহরের স্থালী রহিল—আমরা বিদায় হইতে পারি।

যা। যাহার আবাসে আসিয়াছেন সে অনুপস্থিত; আপনি ব্রাহ্মণ, গৃহস্বামীর আশ্রিতার আতিথ্য ক্ষণকালের জন্য স্বীকার করিলে সম্ভ্রমের হইবে না বোধ হয়।

আশ্রিতার অনুপস্থিতিতেও কিছু পূর্ব্বেই ত্‌ আতিথ্য স্বীকার। অন্য একদিন আসিব। প্রতাপ উৎকণ্ঠিত আছেন।

যা। তবে তাহাই।

শ। মদন আইস. চল দুর্গে যাই।

মদন বিস্মিত হইয়া দ্বারাভিমুখে চাহিল—দেখিল নিপু। অপ্রতিভ ভাবে উত্থান করিল।

নি। যুবরাজের সহচর! স্থালী বহিয়া কষ্ট হইয়াছে কি? শয়ন করিয়া ছিলে কেন?

ম। তোমার বিবেচনায় স্থালীটা স্কন্ধে রাখিয়া তোমার মত দাড়াইয়া মর্ম্মর মূর্ত্তির স্থান গ্রহণ করিলেই ভাল হইত, কেমন?

শ। চল মদন, আমাদের কার্য্য হইয়া গিয়াছে দুর্গে যাই।

ম! আচার্য্য ঠাকুর! স্থালাটা?

শ। তুমি যে যথার্থ স্থালীবাহক হইলে দেখিতেছি—ওটা এখানে থাক।

ম। এত দরদ! এতক্ষণ প্রকাশ কর নাই কেন? পাছে স্থালী লইতে হয় কেমন?

শঙ্কর দেখিলেন মদন ত এত কথা একেবারে বলে না, ভাবিলেন—ক্ষুব্ধ হইয়াছে। তখন মদনের হাত ধরিয়া শঙ্কর বলিলেন—তুমি যে পাণ্ডবের ভীম সেন। মদন হাঁসিল, বলিল—চল আমার ও ক্ষুধা বৃদ্ধি হইয়াছে। যাদবী এস্ত পদে গৃহান্তরে গেল, বলিল—নিপু! দাঁড়াও এই আসিলাম। ততক্ষণ মদন ও শঙ্কর সোপাণ অতিক্রম করিয়াছেন মাত্র। এক পাত্র খাদ্য হস্তে যাদবী ছুটীল। নিপু হাঁসিল, ভাল মন্দ না বলিয়া তক্তের উপর শয়ন করিয়া যদেবীর আলেখ্য দেখিতে মনোযোগ করিল। যাদবী সে মর্ম্মর খোদিত মূর্ত্তি সজ্জিত পথের মধ্যাংশে বন্ধু দ্বয়কে ধরিল। শঙ্করকে ধমকাইল নিজে আতিথ্য উপেক্ষা করিলে, সঙ্গী উপযাচক হইল, তাহাকেও জবর দস্তি করিয়া সঙ্গে লইলে। মদন স্মিতমুখে খাদ্য সম্ভার গ্রহণ করিল।

ম। তা বটে! কিন্তু কান্ত কি এত অল্প আহার করে?

শ। মদন! যুবরাজের সহিত বলিব তুমি লোভী হইয়াছ।

ম। ব্রাহ্মণ জাতির তুল্য নহে।

শ। তবে এখানে অপেক্ষা করি ইতিমধ্যে খাইয়া লও।

ম। কেন?

শ। দ্বারে অনেক লোক কার্য্য করিতেছে, দেখিলে রাজসহচরকে উদর পরায়ণ বলিবে।

ম। যাদবি! তবে একটু জল।

যাদবী তখন অল্প দূরই গিয়াছিল। মদন শঙ্করকে বলিল—আচার্য্য ঠাকুর! একটু খাইবেন?

শ। অল্প হইয়াছে, তোমারই ত কুলাইতেছে না।

ম। তবে আমিই।

দুই তিন গ্রাসে সমস্ত ভক্ষণ করিয়া বলিল—তুমি অগ্রে খাও, আমি যখন মুখ নষ্ট করিয়াছি তখন ভাল করিয়া খাইয়া যাইব।

শ। যুবরাজকে একথা জানাইব কেমন?

ম। উদর ত আমার। তুমি যুবরাজকে স্থালীর সংবাদটা দিও।

শঙ্কর যমুনা তট বাহিয়া একক চলিলেন। তখন সে নীলাম্বুময় যমুনা হৃদয়ে কত শত দীপরশ্মি প্রতিভাত হইতেছিল। সে নিভৃত তটে সে সময় গতায়াত ছিল না। অগণ্য নৌকা সকল যে যাহার স্থানে নঙ্গর করিয়াছিল। মাঝিরা কেহ আহারে, কেহ শয়নে, কেহ ছপ্পরের উপর উন্মুক্ত বাতাসে দৈনিক পরিশ্রমের পর ক্লান্তি দূর করিতেছিল—শয়নে ও গীতে। এদিকে মদনকে অর্দ্ধ প্রত্যাগত অবস্থায় পান পাত্র হস্তে যাদবী ধরিল। বলিল—মদন! জল আনিতে বিলম্ব হইয়াছে অপরাধ লইও না।

ম। অপরাধ বিস্তর! আমি জল খাইব না!

যাদবী বড় ক্ষুব্ধ হইল—ভাবিল—আজ সূর্য্য কান্তের আবাস অপবিত্র করিলাম। বিনা বাক্যব্যয়ে মদনের পশ্চাতে চলিল। দালানের দ্বার-দেশে পৌঁছিয়া মদন বলিল—সূর্য্যকান্তকে বলিব, তোমার আবাসে খাদ্য নাই, শুধু জল। যাদবীর সে রাজেন্দ্র বাঞ্ছিত গণ্ডপুলকে লাবণ্যময় হইল! মদনকে ফিরাইল—বলিল—অবোধ বালিকার ঘাট হইয়াছে, আমার সঙ্গে মায়ের প্রকোষ্ঠে আইস। মদন সঙ্গে চলিল কিন্তু পশ্চাতে চাহিয়া তক্তের উপর নিপুকে দেখিল। নিপু ধীরে উঠিয়া মদনের পশ্চাতে চলিল—চাহিল মাত্র। যাদবীকে বলিল—রাজসহচর দুইদিন আসিলে তোমার বন্ধুর বিবাহে গরীব দুঃখী ভোজন ভার হইবে। যুবরাজের সহচর এই রক্ষা, অন্যের হইলে খেচর হইতে হইত।

ম। অন্যের হইলে অল্প করিয়া খাইতাম।

নিপু মদনের দিকে চাহিল মাত্র। বলিয়াছিত—সে গঙ্গায় স্রোত ছিল—তরঙ্গশূন্য। যাদবী থালা সাজাইয়া খাদ্য সম্ভার সম্মুখে রাখিতেছিল। আসন দিবার অবসরের পূর্ব্বেই সে সমস্ত উদরসাৎ করিল। যাদবী অপ্রতিভ হইলেন, সে কমনীয় মুখশ্রী ম্লান হইল। অতি ব্যস্তে নানাপ্রকার ফলমূলাদি প্রদান করিতে লাগিল. তাহার পর উপায়ান্তর না দেখিয়া নিপুর দিকে তাকাইল—বোধ করি উপায়ের প্রত্যাশায়। নিপু এক মনে দেখিতেছিল, যাদবীর মান বাঁচাইবার জন্য এক বৃহৎ জলপূর্ণ পাত্র মদনের সম্মুখে রক্ষা করিল।

ম। এত জল? কলসী কেন?

নি। যেমন আহার, পানীয়ও সেইরূপ চাই, নতুবা সামঞ্জস্য থাকে কই?

যাদবী হাঁসিয়া বলিল—কেমন মদন! রাজ সহচরের আহার ও পানীয় রাজসহচরীরা বুঝেন ভাল। যাদবীকে বড়ই নাকাল করিয়াছ।

ম। দিবে না বলিলেই চলিত। সূর্য্যকান্তের অবাসে উদর পূর্ণ

হইল না, দেখি যদি পথে আর কাহারও সাক্ষাৎ পাই।

তখন এক মুষ্টি তাম্বুল—সে বহু যত্ন রক্ষিত সূর্য্যকান্তের তাম্বুল, যাহা স্বয়ং ভবানী সহায় ও আগ্রহ করিয়া চাহিয়া লইতেন—গ্রহণ করিল। ধীর পদক্ষেপে কক্ষ, দালান, সোপাণ অতিক্রম করিয়া দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইল। তখন যাদবী নিপুকে আচমনার্থ জল ও তাম্বুলাদি প্রদান করিল। হাত ধরিয়া বলিল—ভাই! কিছুই ত নাই। নিপু হাঁসিল, আদর করিয়া বলিল—তুমি যে সূর্য্যকান্তের লক্ষ্মী, তাহা কি আমি জানি না? এমত সময়ে দ্রুত অশ্ব পদধ্বনি শ্রুতি গোচর হইল। মুহূর্ত্ত পরে সে নব জলধর শ্যামমুখশ্রী পদ্মপলাশলোচন বিশাল-বক্ষ সূর্য্যকান্ত দেখা দিলেন। যাদবী চামর আনিল, সূর্যকান্ত বাধা দিলেন, বলিলেন—নিপুকে এতক্ষণ অভুক্ত অবস্থায় রাখিয়াছ, কিছু জল-যোগ করাইলে ভাল হইত নাকি?

নি। করিয়াছি।

যা। রাজ-সহচর সমস্ত ভক্ষ্যদ্রব্য ফলমূলাদি পর্য্যন্ত ভক্ষণ করিয়া গিয়াছেন, আজ মা ও আমি কেহ গৃহে না থাকায় খাদ্য সামগ্রী অল্পই ছিল, তহোতে তাঁহার ক্ষুধার নিবৃত্তি হয় নাই।

সূ। মদনের সহিত পথে সাক্ষাৎ হইয়াছিল, শুনিয়াছি। হাঁসিয়া বলিলেন—যাদু! কিন্তু দেখিও তোমার বন্ধুর বাড়ীতে বরযাত্র ও কাঙ্গালী ভোজনে এরূপ না হয়।

যা। দেখা যাবে! তোমরা রাজবন্ধু, আমার বন্ধু মাতৃহীন গৃহস্থ, সেইরূপ বিচার করিয়া বলা উচিত ত। নিপু বিদায় লইল। যথা-সময়ে প্রতাপ বৃত্তান্ত অবগত হইলেন। যাদবীকে শত সহস্র ধন্যবাদ দিলেন। এইরূপে যশোহর নগরের আবালবৃদ্ধ যে যাহার আয়োজনে সাজসজ্জায় ব্যস্ত হইল।

বিবাহ

(৬)

আজ বৈশাখী শুক্লা ত্রয়োদশী—রাজাজ্ঞায় নির্দ্ধারিত হইয়াছিল—দেশ বিদেশে প্রস্থিত কর্ম্মচারী বর্গ, আত্মীয়, কুটুম্ব, ব্রাহ্মণ, পণ্ডিত, সামাজিক আহূত ব্যক্তিগণ আজ সকলে পৌঁছিবার শেষ দিন। প্রাতঃকাল হইতে এই বিরাট ব্যাপারের কোলাহল, আনন্দধ্বনি, অভ্যর্থনা-সূচক মঙ্গলবাদ্য, গীতি, অভ্যাগত ও আহূতগণের বাসস্থান নির্দ্দেশ, খাদ্য সম্ভার পূর্ণ পাত্র সকল বাহকস্কন্ধে গমনাগমন জনিত ঘোরতর কোলাহল।

রাজ দরবার জমজমাটে ভরপুর—দেওয়ান খানা নহে দরবার গৃহ। শত গজ দীর্ঘ প্রস্থ, অতি মনোরম খোদকারী কার্য্যে মর্ম্মরের স্তম্ভগাত্র খোদিত। শ্রেণীবদ্ধ, অগণ্য, ছোট, বড়, নানারঙ্গের প্রস্তরাদি খচিত মর্ম্মরের মেঝের উপর নানাবর্ণের প্রস্তরের ফলমূল লতাপাতা খোদিত ছিল। বাসন্তী বর্ণ রঞ্জিত প্রাচীর গাত্র স্থানে স্থানে বিচিত্র রূপে চিত্রিত। কোন স্থানে ফানস, দেওয়ালগীর। তথায় ইতিহাস প্রসিদ্ধ বীরেন্দ্র সমাজের, রাজা মহারাজা, বাদসাহ, উজির, বেগম ও পণ্ডিত-গণের তৈলোজ্জ্বলিত চিত্র সকল নিরবে আপন আপন মহিমা ঘোষণা করিতেছিল। কোন স্থানে সুবাবাঙ্গলার, মধ্য ও উত্তর ভারতের, রাজপুতনা ও দক্ষিণ দেশের নক্সা সকল নানাবিধ বিচিত্র বর্ণ রঞ্জিত ভাবে লম্বমান ছিল। অতি সুদৃশ্য একখানি—সে খানি বার ভাঁটী বাঙ্গলার দ্বাদশ ভৌমিকের রাজত্ব গুলি অতি পরিস্ফুটরূপে চিত্রিত ছিল। সে বিশাল গৃহের উভয় ভাগে

শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বহুমূল্য, বহুকারুকার্য্য শোভিত স্বর্ণ রৌপ্য বিজড়িত

অগণ্য ঠেশ, রশন, চৌকি, কেদারা, তক্ত, মনোরম বহুমূল্য আস্তরণ পৃষ্ঠ হইয়া দর্শককে উপবেশন সুখানুভব জন্য নিরবে আহ্বান করিতেছিল। মাঝে মাঝে স্বর্ণ রৌপ্য ত্রিপদের উপর মোরাদাবাদ, বারাণসী, কটকের কারুকার্য্যখচিত নানা আকারের পুষ্পাধার সকল বিচিত্র স্তবক, গ্রন্থি, মাল্য ও গুচ্ছ শোভায় অলঙ্কৃত হইয়া ধীর সমীরণ প্রবাহে আপন সৌরভ বিতরণ করিতেছিল। সে বিশাল স্তম্ভ শ্রেণী অশোক গুচ্ছে স্তরে স্তরে সজ্জিত, তদুপরি শ্বেত ভুজঙ্গিনী তুল্য পুষ্প মাল্য বেষ্টিত। মধ্যেপথদীর্ঘ অনতিপ্রসর—বাসন্তী বর্ণের পারস্য জাত বিচিত্র মখমলের আস্তরণ—পথশীর্ষে দ্বাদশ সংখ্যক রজত সোপাণ, তদগাত্রে বহুমূল্য প্রস্তরাদি খোদিত, গোলাকৃতি ; সে দ্বাদশ সোপাণের উপরিভাগে মধ্যস্থলে বিরাট হস্তিদন্ত নির্ম্মিত সিংহাসন-হেম জড়িত, মণি মাণিক্য খচিত, বিচিত্র। তৎপার্শ্বে দক্ষিণে ও বামে দ্বাদশ খানি অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রকায় একই রূপ বিচিত্র সিংহাসন। সর্ব্বোপরি সোপাণ প্রান্তোত্থিত রত্ন খচিত অষ্ট হেমদণ্ডোপরে মুক্তাগুচ্ছ বিলম্বিত প্রান্ত নীল চন্দ্রাতপ—অগণ্য তারা নক্ষত্র খচিত। দক্ষিণ দিকে উচ্চ মর্ম্মর বেদিকা পৃষ্ঠে বিচিত্র কম্বলাসন বিস্তৃত। এ স্থানটী ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণের জন্য পৃথক নির্দ্দিষ্ট ছিল। সে সোপাণ শ্রেণীর সম্মুখে বিংশ হস্ত দীর্ঘ স্থান ; তদগ্রে যশোহরের রাজ চিহ্ন বিশাল খড়্গ ও চর্ম্ম হেমদণ্ডোপরে উত্থিত ছিল। তন্নিম্নে নকীব। সম্মুখস্থ সোপাণ শ্রেণীর উপর বহুবিধ ক্ষুদ্রকায় আধার সমূহে যশোহরের রাজশ্রী সম্ভার সজ্জিত ছিল—সিংহাসন পশ্চাতে অনতি বৃহৎ দ্বার। বেলা চারিদণ্ড অবশিষ্ট ; তখন দুর্গাভ্যন্তরস্থ প্রকাণ্ড ঘণ্টায় বিংশতি সংখ্যক আঘাত পড়িল—নগর বাসী ধণী দরিদ্র, আহুত অনাহুত, পণ্ডিত মূর্খ, গৃহস্থ দেকানী, আমীর ফৌজদার, রাজা মহারাজা সকলে বুঝিলেন—দরবার বসিবে। অনতি বিলম্বে দুর্গের মুরচা শ্রেণীর উপর হইতে অনবরতঃ তোপধ্বনি হইল ; সহস্র সহস্র পঞ্চরঙ্গিন নিশান সে ভীম কান্ত দুর্গের অর্দ্ধ শোভা বর্দ্ধনা

করিতেছিল। দেবদারু পত্র, জবামাল্য অশোক গুচ্ছ নগরের অসংখ্য অগন্ত তোরণ সকল সজ্জিত হইয়া দুর্গোৎসবে বঙ্গকুলবধূ দিগের অনুকরণ করিতেছিল। নাগরিক দিগের বাস ভবন সম্মুখে সদীর্ঘ নারিকেল শোভিত সিন্দুর পুত্তলিকাঙ্কিত পূর্ণ কুম্ভ, কদলী বৃক্ষ, দ্বারে, গবাক্ষে, বাতায়নে বিচিত্র বর্ণের পতাকা, পুষ্প মাল্য, সিন্দুর চর্চ্চিত আম্র শাখা কাতারে কাতারে শোভা পাইতেছিল। অগন্য নহবৎ মঞ্চোত্থিত সানাইয়ের শ্রুতি মধুর স্বরে নগর পুলক ময়। সহস্র সহস্র রক্ষী, প্রহরী, চোপদার, অশ্বারোহী, পদাতিক, গজারোহী সসজ্জ বাহন পৃষ্ঠে বিচিত্র সজ্জায় সজ্জিত হইয়া যে যাহার কর্ত্তব্যে ইতস্ততঃ গমনাগমনে ব্যস্ত ছিল—বিশেষ ঘণ্টাধ্বনির অব্যবহিত পরে। ঐন্দ্রজালিক, গায়ক, বাদক, কীর্ত্তন-কারী, শ্যামা মহিমা গায়ক প্রভৃতিতে সে নগর কোলাহলময়। বড় শোভা যমুনা তটাভিমুখে দুর্গ রথ্যায়, ভবানী মন্দিরে, সূর্য্য কান্তের নিভৃতাবাসে, আম্র কানন পূর্ব্বেস্থিত নাগালয় সম্মুখে—আর অন্তঃপুরে। রাজরথ্যায়—শ্রেণীবদ্ধ সজ্জিত অশ্ব পৃষ্ঠে বহুমূল্য রাজদত্ত পরিচ্ছদ শোভিত নিষ্কোষিত কৃপাণ পাণি প্রহরী কুল, পাঠান রাজ কুল সঞ্চিত বিপুল বিভবের বর্ত্তমান অধিকারীর ঐশ্বর্য্যের পরিচয় প্রদান করিতেছিল।

পথিপার্শ্বে মঙ্গল ঘট, কদলী বৃক্ষ, পুষ্প মাল্য, অপরিণত গুবাক বৃক্ষ সিন্দুর চর্চ্চনে চিত্রিত কায়। ভবানী মন্দিরের চতুর্দ্দিক বেষ্টনে রক্ত জবামাল্য, মঙ্গল ঘট, পঞ্চ রঙ্গিন পতাকা, রক্ত কোকনদ স্তবক—অপূর্ব্ব শোভা।

সূর্য্য কান্তের সে উদ্যান আজ নন্দন সদৃশ পুষ্পময়; সম্মুখস্থ স্ফটিক তোরণ গাত্রে অশোক গুচ্ছ, সম্মুখে মঙ্গল ঘট, কদলী বৃক্ষ; পথি পার্শ্বস্থ সে নিরব মর্ম্মর মূর্ত্তি সকল আজ রক্ত পদ্ম মাল্যে শোভিত কণ্ঠ; কৃত্রিম প্রস্রবণ সকল লাল, নীল, পীত জল উদ্গীরণ পূর্ব্বক সুগন্ধ বিতরণ করিতেছিল। সে কৃত্রিম সরিৎ সমূহে শতদল, রক্তপদ্ম প্রস্ফুটিত ছিল, আর

সে অসংখ্য গৃহপালিত পশু পক্ষী ও যেন সজ্জিত—মধুর কূজনে উদ্যান কুজিত হইতেছিল। সেই বিশাল সোপাণ শ্রেণীর মধ্যে মধ্যে শ্রেণী সজ্জিত মনোরম পুষ্প পাত্রে বিবিধ সুরভি কুসুম স্তবকে গুচ্ছে শোভা পাইতেছিল। দালানের গাত্রে স্তম্ভে, দ্বারশীর্ষে অপূর্ব্ব অনির্ব্বচনীয় শোভা! দালান শিখরে প্রকাণ্ড বাসন্তীবর্ণ নিশান, তৎগাত্রে স্বর্ণাক্ষরে "সূর্য্যকান্ত" লিখিতে ছিল। সে দ্বারশীর্ষস্থ ফরাসী বয়ানে "সত্যের জয় ও অসত্যের পরাজয় পুনঃ রঞ্জিত হইয়াছিল।

নাগালয়ে—মহারাণীর অনুজ্ঞায় শঙ্করের তত্ত্বাবধানে, নাগমহাশয়ের অনিন্দ্র উপস্থিতিতে—ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রজত ও তাম্রমূর্ত্তি হস্তে বিচিত্র পুষ্পাধার ও দীপাধার স্থাপিত হইয়াছিল; রক্ত, নীল, পীত বিচিত্র বর্ণের পুষ্প-গুচ্ছ, স্তবক, মাল্যবিলম্বিত। সে শ্বেতসৌধের সর্ব্বগাত্রে বহু যত্ন রচিত দীপ সজ্জায় ভবানীদেবীর অপরূপ প্রতিকৃতি রচিত হইয়াছিল। দ্বারে গবাক্ষে বিবিধ বর্ণের পঞ্চরঙ্গিন পতাকা, পুষ্পগুচ্ছ, সিন্দুর চর্ব্বিত আম্র শাখা, অশোক গুচ্ছ সজ্জানৈপুণ্যে দর্শকের চিত্ত হরণ করিতে ছিল। ঘন নহবৎ মঞ্চ হইতে মধুর রাগিনী আলাপ হইতেছিল।

অবশেষে অন্তঃপুর সে—বিলসিত, কুবের বাঞ্ছিত, ইন্দ্রপুরী তুল্য অন্তঃপুরে আজ অভূতপূর্ব্ব দৃশ্য—সজীব কুসুম পরিপ্লাবিত সে অন্তঃপুর দেব ভাগ্যে দুর্লভ দর্শন—রূপে যৌবনে ধনে, মানে, হর্ষে পুলকে আজ কাণায় কাণায় ভরাট—যেন শারদীয় পূর্ণিমাপুলকিত পুষ্পোদ্যানে হর্ষ-হিল্লোলে তরঙ্গায়িত।

দ্বিতীয়বার ঘণ্টাধ্বনি হইল—তখন রাজা মহারাজা, আমির ওমরাহ, ফৌজদার নাগরিক, আহুত—অনাহুত, ধনীদরিদ্র, ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ও নিমন্ত্রিত যে যাহার যথোপযুক্ত সজ্জায় দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইলেন! প্রত্যেকের ইচ্ছা সার্ব্বগ্রে যাইব। নগর রক্ষকের শৃঙ্খলা, কৌশল ও সুন্দর। তখন দুর্গের বুরুজ হইতেঅনবরতঃ তোপধ্বনি হইতেছিল। প্রহরী-

রক্ষী উন্মুক্ত কৃপাণ শিরোস্পর্শ করিয়া সম্ভ্রান্তকে সম্ভ্রম জ্ঞাপণ করিতেছিল। নগর রক্ষক রাজামহারাজা দিগের অনুচর বর্গকে চত্বরে প্রাঙ্গণে, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অগণ্য শিবির শ্রেণীতে যথোপযুক্ত রূপে বাসস্থান নির্দ্দেশে ব্যস্ত ছিল। তৃতীয় বার সে প্রকাণ্ড ঘণ্টায় আঘাত পড়িল। দরবার গৃহদ্বারে সূর্য্যকান্ত—বহুমূল্য রাজদত্ত বর্ম্ম পরিহিত, মস্তক অনাবৃত, কণ্ঠে পুষ্পমাল্য বেষ্টিত, সে শ্যাম কান্তি মুখশ্রী উৎফুল্ল, কর্ণে বিচিত্র কুন্তল। কপালে ললাটে অভ্যর্থনা শ্রান্তি জনিত মুক্তাফল বিনিন্দী ঘর্ম্ম বিন্দু পরিস্ফুট। দরবারগৃহের ভিতর পথিমধ্যে নকীব ফুকরাইয়া সম্ভ্রান্তগণের পরিচয় জ্ঞাপন করিতেছিল। সিংহাসন সম্মুখে বাসন্তীবর্ণ রঞ্জিত পরিচ্ছদাবৃত দেহ, উষ্ণীষশীর্ষ বসন্ত রায়—ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, সম্ভ্রান্ত স্বজাতীয় গণকে অভ্যর্থনায় ব্যস্ত। মুহূর্ত্ত মধ্যে সে বিরাট দরবার ভরপুর হইল।

তখন নকীব ফুকরাইল—

(১) বঙ্গজ কায়স্থ কুলতিলক চন্দ্রদ্বীপাধিপতি—বসন্তরায় নমস্কৃত হইলেন, আলিঙ্গন পূর্ব্বক সিংহাসন বাম পার্শ্বস্থ নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশণ করাইলেন।

(২) বঙ্গজ কয়স্থ কুলপ্রদীপ শ্রীপুরাধিপ অশ্বিনী কুমার—যুগলতুল্য ভ্রাতৃদ্বয়, চন্দ্রশেখর ও কেদারেশ্বর—বসন্তরায় নমস্কৃত হইলেন, উষ্ণীষ হস্তে প্রতিনমস্কার করিলেন—ইহারা বয়ো কনিষ্ঠ। সিংহাসনের বামপার্শ্বে নির্দ্দিষ্ট আসনে।

(৩) উত্তররাঢ়ীয় কুলতিলক ভূষণাধীশ্বর—বসন্তরায় উষ্ণীষ হস্তে নমস্কার করিলেন; ইনি সমবয়স্ক হইলেও কায়স্থ কুলের নিম্ন শাখা সম্ভূত—বোধ করি সে জন্য। বামপার্শ্বে।

(৪) ব্রাহ্মণ কুলোসবিতা ভুলুয়াধিপতি—বসন্ত রায় উষ্ণীষ হস্তে জানুস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন, দক্ষিণ পার্শ্বে।

(৫) প্রবল প্রতাপ হিজলি পতি শা খাঁ মন্‌নআলী—বসন্ত রায়

উষ্ণীষ হস্তে অবনত শীর্ষ হইয়া তস্‌লিম জানাইলেন। ঈশা খাঁ তদীয় উষ্ণীষ গ্রহণান্তর নিজ শিরে স্থাপন করিলেন। ইনি বসন্ত রায়ের "পাগড়ী বদ্‌লি"। তাই সিংহাসন দক্ষিণে ভিন্ন জাতীয়ত্ব নিবন্ধন।

(৬) দৈব শক্তি সম্পন্ন ভাওয়াল সাহা—বসন্ত রায় উষ্ণীষ হস্তে তস্‌লিম জানাইলেন—দক্ষিণ পার্শ্বে!

(৭) মল্লকুল সূর্য্য বিষ্ণু পুরাধিপতি—বসন্ত রায় নমস্কৃত হইলেন। আলিঙ্গণ পূর্ব্বক দক্ষিণ পার্শ্বে ইনি ক্ষত্রিয় জাতীয়।

(৮) দিজেন্দ্র তহিার পুরাধি পতি—বসন্ত রায় উষ্ণীষ হস্তে জানু স্পর্শ করণান্তর প্রণাম করিলেন। দক্ষিণ পার্শ্বে—ব্রাহ্মণ।

(৯) বঙ্গের অর্গল রাজেন্দ্র কুল চন্দ্রমা দিনাজপুর—বসন্ত রায় উষ্ণীষ হস্তে নমস্কার করিলেন, প্রতি নমস্কার প্রাপ্ত হইলেন, আলিঙ্গন পূর্ব্বক তরবারি বিনিময় হইল, ইনি বসন্ত রায়ের অভিন্ন হৃদয় বন্ধু। বাম পার্শ্বে।

(১০) দ্বিজেন্দ্র পাবনাধিপতি—বসন্ত রায় উষ্ণীষ হস্তে জানু স্পর্শ করণান্তর প্রাণাম করিলেন—দক্ষিণ পার্শ্বে—ব্রাহ্মণ।

তখন দরবার নীরব। সূচিপতন শব্দ ও অনুভূত হয় না—বসন্ত রায় ধীর ভাবে বলিলেন—দ্বিজেন্দ্রগণ! দাসের প্রণাম গ্রহণ পূর্ব্বক আসন গ্রহণের অনুমতি প্রদানে কৃতার্থ করুন। সে উপস্থিত পণ্ডিত মণ্ডলী আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ব। ভৌমিক ভ্রাতৃগণ। আজ রায় বংশের সুপ্রভাত।

তখন হঠাৎ চামর ব্যজন বন্ধ হইল। নকীব নীরব হইল। পশ্চাতে সে অনতি বৃহদ্বার উদ্ঘাটিত হইল। রাজ সহচর সে বিচিত্র রাজদণ্ড সিংহাসনের দক্ষিণ পাশ্বস্থ ত্রিপদের উপর স্থাপন করিল—অমল ধবল পরিচ্ছদাবৃত, শান্ত মূর্ত্তি; তপ্তকাঞ্চন কান্তি বৃদ্ধ রাজা বিক্রমাদিত্য দরবারে আসিলেন। সভাশুদ্ধ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অভিবাদন করিল।

রা। দ্বিজেন্দ্রগণ! দাসের প্রণাম গ্রহণ করুন! ভ্রাতৃগণ! নমস্কার ও সেলামৎ জানিবেন। সভাসদ ও দর্শকগণ! সাদর সম্ভাষণ অবগত হউন।

ব্রাহ্মণমণ্ডলী আশীর্ব্বাদ করিলেন। দরবার গৃহে জয় জয় শব্দ উত্থিত হইল।

নিমেষ জন্য সমস্ত থামিল। তখন সে পশ্চাৎ দিকস্থ দ্বার পুনরুদ্ঘাটিত হইল। রাজসহচর জ্ঞাপন করিল—

(১১) মহারাজা! পুঁটিয়াধিশ্বরীর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন।

রা। দ্বিজেন্দ্রাণীর এ অনুগ্রহ! আজ দাসের সুপ্রভাত।

প্রধানা চণ্ডালিনীর উপস্থিতিতে পুঁটিয়াধিশ্বরীর প্রকোষ্ঠান্তরে অবস্থিতি উপলব্ধি হইতেছিল। সে পশ্চাদ্দ্বার পুনরুদ্ঘাটিত হইল—

সেই অনিন্দ্যসুন্দর বীরাকৃতি—মহার্হ হীরক খচিত রক্তবর্ণ পরিচ্ছদে সে তপ্তকাঞ্চন কান্তি সমধিক উজ্জ্বল, মতিগুচ্ছ লহরে লহরে, কণ্ঠে, বক্ষে, আনাভি ঝলমল করিতেছিল। হীরকখচিত কটিবন্ধ—কৃপাণ শূন্য। প্রকোষ্ঠে হীরক বলয়, দুর্ব্বাগুচ্ছ অপূর্ব্ব কারুকার্য্য খচিত; বাহুতে সেই পরিচিত অক্ষয় কবচ, দোহা। উপবীতাকারে বক্ষে রত্নবিজড়িত কবচ বন্ধ; মধ্যে সূর্য্য কবচ—মধ্যাহ্ন সূর্য্যের ন্যায় জ্বলিতেছিল। কর্ণে প্রবালবিলম্বী হেম কুণ্ডল; মস্তকে রক্তবর্ণ পক্ষীপুচ্ছ তরঙ্গায়িত, মণিমাণিক্য বিজড়িত উষ্ণীষ, তন্মধ্যস্থলে ললাটোপরে বৃহৎ হীরকখণ্ড দীপ্তিমান।

সকলে চিনিল—ভবানী সহায় প্রতাপ। সে বিশাল দরবার শুদ্ধ সকলে গাত্রোত্থান করিলেন—বিক্রমাদিত্য ও বসন্তরায় ব্যতীত।

প্র। দ্বিজেন্দ্র সমাজ! দাসের প্রণাম গ্রহণ করুন। উষ্ণীষ হস্তে প্রণাম করিলেন, তারপর দশভৌমিকের প্রত্যেকের সহিত আলিঙ্গন ও যথাযত অভ্যর্থনা করিলেন। পুঁটিয়াধিশ্বরীর উদ্দেশে প্রণাম করিলেন।

সভাসদ, সম্ভ্রান্ত, দর্শক সকলকে যথাযোগ্য অভ্যর্থনা করিলেন। পিতা ও পিতৃব্যকে অভিবাদন পূর্ব্বক পদধূলি লইলেন।

চন্দ্রদ্বীপাধিপতি হস্তধারণ করণান্তর গাঢ় আলিঙ্গন করিয়া বসাইলেন—দক্ষিণ পার্শ্বে। ইনি প্রতাপের প্রিয়তম সুহৃদ। তখন বিক্রমাদিত্য ব্রাহ্মণ ও ভৌমিকগণের নিকট বিবাহোৎসবারম্ভের অনুমতি প্রার্থনা করিলেন। সভাসদ্‌গণের অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করিলেন। সকলে এক বাক্যে আগ্রহ পরায়ণ। অতি মধুর বাদ্যসংযোগে দরবার ভঙ্গ হইল। রাজাবিক্রমাদিত্য উঠিলেন। প্রতাপ অন্দরে যাত্রা করিলেন। তারপর বসন্তরায় ও দশভৌমিক, সর্ব্বশেষে অন্যান্য সকলে। যে যাহার—বরযাত্রী হইবার আয়োজনে।

তখন সন্ধ্যা হয় হয়—কত লক্ষ লক্ষ দীপ সজ্জায় যে মহানগরী বিবাহোৎসবে নব বধূর ন্যায় অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। নিলাম্বু ময় যমুনা হৃদয়ে কত লক্ষ লক্ষ দীপ রশ্মি প্রতিভাত হইয়া শারদীয় নভোমণ্ডলের ন্যায় দেখাইতেছিল। দুর্গ নিক্রান্ত হইয়া পূর্ব্বাভিমুখ রাজ পথে বহুমূল্য পরিচ্ছদ সজ্জিত রক্ষীবৃন্দ স্বয়ং নগর পালের অধীনে শ্রেণী বদ্ধ ভাবে কাতারে কাতারে দিক্‌ রক্ষায় যত্ন শীল। যে দ্বিধা বিভক্ত রথ্যায় একাংশে বাহিয়া বরযাত্রী যাইবে—অন্য অংশে দর্শক। ক্রমে ক্রমে নহবৎ বাজিল—দামামা, জয়, ঢক্কা. কাড়া, বংশী, মৃদঙ্গ, দগড়—সমস্ত, ঘোর মিশ্র রবে দিগন্ত পরি প্লাবিত হইল। পথি পার্শ্বে পঞ্চ রঙ্গিন পতাকা মালা বায়ু হিল্লোলে তরঙ্গায়িত হইতেছিল।

পুরাঙ্গনাগণের হুলুধ্বনিতে বায়ু প্রবাহ ভরিয়া যাইতেছিল। শঙ্খ নিনাদ ও গন্ধ ধূমে দিগ-দিগন্ত ব্যাপ্ত। দুর্গের মুরচা হইতে ঘন তোপধ্বনিতে রাজ বহির্গমন জ্ঞাপন করিল। ক্ষণ বিলম্বে—সর্ব্বাগ্রে ব্রাহ্মণ মণ্ডলী ও ভৌমিক বৃন্দ সঙ্গে বসন্ত রায়; উষ্ণীষ শূন্য মস্তক। তৎপশ্চাতে অষ্ট

হেম দণ্ডোপরোত্থিত অষ্ট কোণ ছত্র নিম্নে প্রতাপ—দক্ষিণে সূর্য্যকান্ত, কুঙ্কুম বর্ণের পরিচ্ছদে সে শ্যাম কান্তির ঔজ্জ্বল্য সম্পাদন করিতেছিল। বামে মদন, বিরাট বপু বাসন্তী বর্ণ পরিচ্ছদে শোভিত। তারপর নিমন্ত্রিত সম্ভ্রান্ত, স্বজাতীয়, আত্মীয় স্বজন, নাগরিক—অগণ্য—উত্তরাভিমুখে ভবানী মন্দির লক্ষ্যে। বলিয়াছিত সেই কত মর্ম্মর নির্ম্মিত ভিত্তি ও স্তম্ভ গাত্রে অগণিত জবামাল্য জড়িত লম্বিত দোদুল্যমান ছিল। যে পাষাণ প্রতিমার নাট মন্দিরস্থিত সহস্র সহস্র দীপ হইতে রজতাধারে রশ্মি প্রতিভাত হইয়া সূর্য্য কিরণোদ্ভাসিত নিলাম্বু যমুনা বক্ষের অনুকরণ করিতেছিল। প্রতিমা পার্শ্বে হেম রজত পাত্রে বহুবিধ নৈবেদ্য সজ্জিত; সম্মুখে হেম ঘট, তৎসন্নিধানে জবামাল্য, বিল্ব পত্র স্তূপীকৃত। সকলে মন্দির প্রদক্ষিণে—প্রতাপ অনুমতি অপেক্ষায় ভিতরে। কোমল স্বরে ডাকিলেন—ভবাণি! তোমার প্রতাপ বিবাহের অনুমতি অপেক্ষা করে, পাষাণময়ি! মা আমার! তুমি যে আমার সহায়, দেশে, বিদেশে, নগরে, গ্রামে, রাজ্যে, পররাষ্ট্রে সর্ব্বত্র আমি ভবানী সহায় বলিয়া পরিচিত। আজ নিমন্ত্রিত দূর দেশাগত ব্রাহ্মণ মণ্ডলী, আত্মীয়, স্বজন, সম্ভ্রান্ত নানা বর্ণের সমাগমে তোমার আশ্রিতের সম্মান রক্ষা কর মা! আজ দ্বাদশ ভৌমিকের সমক্ষে ভবানী পুত্রের পরিচয় অক্ষুন্ন থাকে তোমার সন্তানের এই প্রার্থনা মা! সে পাষাণ প্রতিমা কাঁপিল—প্রতাপ ভূমে শির লোটাইয়া প্রণাম করিলেন, ডাকিলেন—যশোহরেশ্বরি! দ্বাদশ ভৌমিক দ্বারে দাঁড়াইয়া সন্তানের প্রতি মাতৃ অনুগ্রহের সীমা নির্দ্দেশার্থে—ভবাণি! তবে কি এ কার্য্য তোমার অভিপ্রেত নহে মা? সন্তানকে কি আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলে? গ্রন্থিযুক্ত কেশী নাগ বালিকাকে আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলে বিস্মৃত হইয়াছ কি? সে পাষাণ প্রতিমা কাঁপিল—সে সমবেত জনতা জয় জয় শব্দ করিল। দেবী বাম হস্ত প্রসারণ পূর্ব্বক প্রতাপের শিরো-স্পর্শ করিলেন—তুমি যে আমার বরপুত্র! নির্ম্মাল্য গ্রহণ কর। প্রতাপ

অবনত শিরে অঞ্জলি পাতিয়া ধরিলেন। নির্ম্মাল্য উষ্ণীষ মধ্যে রক্ষা করিলেন। সাষ্টাঙ্গে প্রণামান্তর মন্দির নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সমবেত জন মণ্ডলী পুনরায় জয় ধ্বনি করিল—যথা রূপে নাগালয়াভিমুখে অগ্রসর হইল। নগর বাসিনী ভামিনী কুল—রক্ত চন্দন, কুঙ্কুম, আবীর, পুষ্প বৃষ্টি করিল তারপর প্রতাপের ছত্রোপরে অজস্র ধারে ধান্য দুর্ব্বা বর্ষিত হইল। মুহুর্ম্মুহু হুলুধ্বনি ও ঘন শঙ্খ নিনাদে রাজপথ মুখরিত হইল। শ্রেণীবদ্ধ দর্শক, নাগরিক, বৈদেশিক, ঘন জয় ধ্বনি করিল, দ্বিজেন্দ্রগণ আশীর্ব্বাদ করিলেন, রক্ষী শ্রেণী চিত্র পুত্তলিকার ন্যায় ললাটে কৃপাণ স্পর্শ করিল।

নাগালয় সম্মুখে আগত—সর্ব্বাগ্রে সেই চিরপরিচির শ্বেত চর্চ্চিত ললাট, শ্বেতাশ্ব বাহন, শুভ্র বসনাবৃত তপ্ত কাঞ্চন গৌর কান্তি, আবীর কুঙ্কুম প্লাবিত, অনাবৃত শির শঙ্কর। উভয় পার্শ্বে শ্রেণী সজ্জিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিবিধ বর্ণের কানাত—তন্মধ্য হইতে

অসংখ্য দীপ রশ্মি নির্গত হইতেছিল। অপূর্ব্ব রক্ত প্রস্তর নির্ম্মিত প্রবেশ স্তম্ভ, তদ্গাত্রে নানা বর্ণের সুগন্ধি তৈল পূর্ণ অসংখ্য দীপ—প্রজ্বলিত শিখায় লক্ষ লক্ষ পতঙ্গ ক্রীড়া পরায়ণ। তন্নিম্নে নগ্ন পদে গললগ্নিকৃত বাসে সে সৌম্য তপ্ত কাঞ্চন তনুশ্রী নাগ কুল পাবন জীত মিত্র—নগ্নশীর্ষ। সে প্রকাণ্ড শ্বেত মেঘ খণ্ড তুল্য সৌধ গাত্রে অসংখ্য অগণ্য দীপ, পুষ্প-মাল্য, গুচ্ছ, স্তবক, মঙ্গলঘট, সিন্দূর পুত্তলিকা শোভা পাইতেছিল। দীপ রশ্মি রচিত বিরাট ভবানীমূর্ত্তি বায়ুপ্রবাহে কম্পমানা হইয়া শারদীয়া কৃষ্ণারজনীতে জ্যোতিষ্ক পরিপ্লাবিত ছায়াপথ মধ্যবর্ত্তিনী জ্যোতির্ম্ময়ী জগন্মাতার মোহিনী প্রতিকৃতি প্রকটন করিতেছিল।

শঙ্করের অভ্যর্থনায় সকলে বিশেষ পরিতুষ্ট হইলেন। ভৌমিক বৃন্দ বসন্তরায়কে জিজ্ঞাসা করিলেন—এ ব্রাহ্মণ যুবককে?

ব। প্রতাপের অভিন্ন হৃদয়, ভাবী মন্ত্রী, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি শঙ্কর।

সকলে মনে মনে প্রশংসা করিলেন, কেহ আশীর্ব্বাদ করিলেন, কেহ বা প্রাপ্ত হইলেন। তখন বসন্তরায়ের বৈবাহিক সম্বোধনে সে সৌম্য বৃদ্ধের গণ্ড বাহিয়া অশ্রু বহিল। ভূমে লুটাইয়া ভৌমিক বৃন্দ ও ব্রাহ্মণ মণ্ডলীকে অভিবাদন করিলেন। রাজবৈবাহিকের শিষ্টাচারে মুগ্ধ সে জনতা স্রোত ঘোর কলরবে জয়ধ্বনি করিল। বসন্তরায় বৈবাহিকের হস্ত ধরিয়া উঠাইলেন, তখন একে একে ভৌমিকগণ আলিঙ্গন করিলেন।

তৎপরে শঙ্করের নির্দ্দেশানুসারে সে মহাজনতার যথাযথ ব্যবস্থা হইল—ব্রাহ্মণ ও অধ্যাপক মণ্ডলী নির্দ্দিষ্ট স্থানে আসন গ্রহণ করিলেন, ভৌমিকগণ বসন্তরায়ের সহিত সুবর্ণ কলসশীর্ষ শিবির মধ্যে বিশ্রাম লাভার্থ প্রবিষ্ট হইলেন। সম্ভ্রান্ত, নিমন্ত্রিত, স্বজাতীয়গণ যে যাহার নির্দ্দিষ্ট তাঁবুতে, সাধারণ জন মণ্ডলী চত্বরে, প্রাঙ্গণে, প্রকোষ্ঠে সর্ব্বত্র স্থান প্রাপ্ত হইল।

অন্দরের দ্বারে দৃষ্টি প্রদীপ ধরিল—প্রতাপ চক্ষু ফিরাইলেন। কাতারে কাতারে সেই পরিচিত রাজকীয় চণ্ডালিনীগণ উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে অন্তঃপুর দ্বার হইতে প্রাঙ্গণ পর্য্যন্ত সৌন্দর্য্য ও দৃঢ়তার অপূর্ব্ব মিশ্রশ্রী বিতরণ করিতেছিল। এ স্থানে প্রতাপ বন্ধু দ্বয়ের নিকট বিদায় লইলেন। তখন কত সহস্র কোমল কণ্ঠে হুলুধ্বনি হইল, আবীর, কুঙ্কুম, পুষ্পমাল্য, লাজ, ধান্য দূর্ব্বা বৃষ্টি হইল, ঘন শঙ্খনিনাদে অন্তঃপুর প্লাবিত হইল। সেই জীবন্ত শতদল দলে রাজমরাল বেষ্টিত হইলেন। এখানে আমাদের নিতান্ত ইচ্ছা স্বত্বেও গতায়াত যুক্তি যুক্ত নহে। বিবাহোৎসব যথারীতি সমাপণান্তর ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে অতি পরিপাটী প্রচুর ভোজন হইল। সমস্ত রাত্রি ঘোর কোলাহলে মিষ্টান্নের ছড়া ছড়িতে নাগালয় প্লাবিত হইল। তারপর অবেণীবদ্ধ, এক গ্রন্থি কেশী,/বসনাগ্র বেষ্টিত কটি, সে রাজেন্দ্র বাঞ্ছিতশ্রী যাদবী, অনাথ, আতুর, কাঙ্গালী ভোজন ও বিদায়ের ব্যবস্থায় পরিশ্রান্ত,

উৎকণ্ঠিত কিন্তু লাবণ্যময়, পুলকপূর্ণ। শঙ্কর ব্রাহ্মণ গণের, সূর্য্যকান্ত রাজন্য ও সম্ভ্রান্তবর্গের, মদন স্বজাতীয় ও নাগরিক গণের পরিচর্য্যার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। অতিরিক্ত শ্রান্তি জন্য মদন আজ ক্ষুধা শূন্য সুতরাং যাদবীর কাঙ্গলী ভোজন প্রচুরতার সহিত নিষ্পন্ন হইয়াছিল।

পরদিবস সন্ধ্যায় বরবধূর আগমনে অন্তঃপুর উৎসব ময়। এইরূপে দ্বাদশ দিবস অতিথি ভোজন ও গরীব দুঃখীর দান, যৌতুকাদি আদান প্রদান, সম্ভ্রান্ত গণের প্রত্যুদ্গমন ইত্যাদি নানা পরিশ্রমে সে মহানগরী ক্লান্ত। বসন্তরায় প্রতাপকে যৌতুকদানে অগ্রসর হইলে, প্রতাপ প্রজা সাধারণের এক বৎসরের দেয় কর "মহক্কপ" হউক এই প্রার্থনা করিলেন। বলা বাহুল্য এ প্রার্থনা সম্যক মঞ্জুর হইয়াছিল, কথিত আছে এই বিবাহে ত্রিচত্বারিংশৎ লক্ষ মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছিল।

প্রতাপের তীক্ষ্ণতা

(৭)

বিবাহের পর কিছু কাল গত। নগরময় রাষ্ট্র হইয়াছে, আজ ক্রীড়া যুদ্ধ প্রদর্শন হইবে। নাগরিকেরা দলবদ্ধ হইয়া কাতারে কাতারে ভবানী মন্দির সম্মুখস্থ কৃত্রিম যুদ্ধ ক্ষেত্র লক্ষ্যে চলিতেছিল। বহুদুর পরিসর বৃত্তাকার ক্ষেত্র। অতি সুন্দরভাবে সমতলী কৃত, উচ্চকাষ্ঠ বেষ্টন বলয়িত। দক্ষিণ দিকে অর্দ্ধচন্দ্রাকার কাষ্ঠ মঞ্চ শ্রেণী, তদুপরি নানা প্রকারের সুদৃশ্য কাষ্ঠাসন শ্রেণীবদ্ধ রূপে সজ্জিত, মনোরম বস্ত্রাস্তরণে সুখস্পর্শ। মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড ঠেশ, অপেক্ষা কৃত উচ্চকাষ্ঠ বেদিকা পরে উন্নত। তদুপরি প্রকাণ্ড বিচিত্র বর্ণ রঞ্জিত ছত্র, সম্মুখে যশোহরের রাজ চিহ্ন খড়্গ ও চর্ম্ম, অপূর্ব্ব কারুকার্য্য শোভিত রক্ত চন্দন দণ্ডোপরে উত্থিত—রাজ উপস্থিতি প্রতীক্ষায়। সর্ব্বত্র পুষ্পমালা ও দেবদারু স্তবকে সে উচ্চকাষ্ঠ বেষ্টন অলঙ্কৃত। মধ্যস্থলে সেই চিরপরিচিত শ্বেতাশ্ব পৃষ্ঠে, শ্বেত চন্দন চর্চ্চিত মুখশ্রী, দুগ্ধ ফেণ শুভ্র পরিচ্ছদাবৃত দেহ, ধনু বিলম্বিত বক্ষ, তুণীর পৃষ্ঠ, কোষ নিবদ্ধ কৃপাণ পাণি শঙ্কর, দক্ষিণ হস্তে রজত ভল্ল, তৎ গ্রীবায় বিচিত্র ক্ষুদ্র কায় পঞ্চরঙ্গের নিশান প্রভাত সমীরণে ক্রীড়াশীল, সঙ্গে কুঙ্কুম বর্ণ পরিচ্ছদ সজ্জিত বলিষ্ঠ কায় গোবিন্দ রায়—একই রূপ প্রহরণে—শ্বেতাশ্ব পৃষ্ঠে—মস্তকে প্রকাণ্ড হীরক খণ্ড গ্রথিত কৃষ্ণ পক্ষী পুষ্প তরঙ্গায়িত রক্তবর্ণ উষ্ণীষ। ইহারা দুইজন মধ্যস্থ।

সে বিস্তীর্ণ কাষ্ঠ বেষ্টন বহির্ভাগে চতুর্দ্দিকে অগণ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কানাত, ক্রীড়া ব্যপদেশে আহুত বিখ্যাত মল্ল ও যোদ্ধাগণের আবাস স্বরূপ নির্ম্মিত হইয়াছিল। কানাত সকলের পশ্চাতে বেষ্টন হইতে তিন শত গজ দূরে শত হস্ত উচ্চদীর্ঘ কাষ্ঠ স্তম্ভোপরি কৃত্রিম শ্বেত বর্ণ মনুষ্য মুণ্ড সংরক্ষিত ছিল; কৃষ্ণবর্ণ স্ফটিক চক্ষু সূর্য্যকিরণে জ্বলিতেছিল।

উত্তরদিকে প্রকাণ্ড দ্বার, বিংশতি জন বিপুলকায় অশ্বারোহী উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত। দ্বার প্রবেশান্তর পঞ্চাশৎ হস্ত দূরে বহুমূল্য পরিচ্ছদ সজ্জিত শ্বেত পতাকা হস্তে নকীব। দিবা চারিদণ্ড অতীত—তখন প্রকাণ্ড জয়ঢক্কা নিনাদে দিক দিগান্ত কম্পিত হইল। নিমন্ত্রিত মল্ল ও যোধগণ যথোপযুক্ত সজ্জায় একে একে প্রাঙ্গণ মধ্যে প্রবিষ্ট হইতে ছিলেন।

সম্ভ্রান্ত দর্শকগণ সসব্যস্তে যে যাহার আসন গ্রহণে অভিনিবিষ্ট চিত্ত সাধারণ দর্শকগণ পূর্ব্ব পশ্চিম ও দক্ষিণদিকে বেষ্টন বহির্ভাগে উদ্‌গ্রীব ভাবে দণ্ডায়মান।

নকীব গললগ্ন ভেরী নিনাদ করিল; মল্লগণ পূর্ব্বপ্রান্তে ও যোদ্ধগণ পশ্চিমপ্রান্তে, সজ্জিত অবস্থায় স্ব স্ব বিক্রম প্রকাশে অবসর প্রতীক্ষা করিতেছিল।

পুনরায় জয়ঢক্কা বাজিল—সেই পরিচিত কুঙ্কুমবর্ণ পরিচ্ছদে, কুঙ্কুমানুলেপিত বিশালবক্ষে কোষবদ্ধে প্রকাণ্ড দ্বিধার তরবারি, মাণিক্য খচিত কোষ নিবদ্ধ—মস্তকেরক্তবর্ণ উষ্ণীষ, ললাটোপরে প্রকাণ্ড রক্তবর্ণ হীরকখণ্ড জ্বলিতেছিল—রক্ষী যোদ্ধা যে সেখানেছিল—সম্ভ্রম জ্ঞাপন করিল, দর্শকগণ জয়ধ্বনি করিল—যুবরাজ আসনগ্রহণ করিলেন, পুনরায় জয়ঢক্কা নিনাদ হইল—নকীব উচ্চৈঃস্বরে জ্ঞাপন করিল পাঠনা নগরীর বিখ্যাত শ্রেষ্টীপুত্র গুরুবক্‌স—মল্লযুদ্ধার্থ যে কেহ এই বীরের প্রতিদ্বন্দ্বী হইতে সাহসী থাক, অগ্রসর হও। মল্ল শ্রেণীর মধ্য হইতে এক মোগল বংশীয় দীর্ঘকায় যোধ অগ্রসর হইল। রাজসমক্ষে উভয়ে অভিবাদন করিল—নকীব হাঁকিল—মোগল সেনাপতি খাঁনজাহানের দ্বিতীয় পুত্র জাহান্দার। দর্শকগণ উৎকণ্ঠিতচিত্তে অপেক্ষা করিতেছিল। উভয় যোদ্ধায় প্রাঙ্গণ মধ্যস্থ হইলেন। শঙ্কর ও গোবিন্দ রায় উভয় পার্শ্বে সরিলেন। উভয়েই যুগপথ হস্তস্থিত রজত ভল্লগাত্রস্থ নিশান তিনবার দুলাইলেন। মল্লদ্বয়

পরস্পর সম্মুখীন হইল। যথারীতি অভিবাদনান্তর উভয়ে হস্ততাড়ন, মুণ্ডাঘাত, জানুঘাতন, বাহ্বাস্ফোটন, বিস্তর হইল; জাহান্দার গুরুবক্সের কটিদেশ দৃঢ় হস্তে ধরিল, গুরুবক্স তদীয় চিবুকে জানুঘাতন করিল। জাহান্দার ক্ষিপ্র হস্তে বামপদ ধরিলেন, গুরুবক্স জাহান্দারের কণ্ঠ দৃঢ়হস্ত পাশে আবদ্ধ করিলেন। মুণ্ডতাড়নে জাহান্দার গুরুবক্সকে দশহস্ত দূরে নিক্ষেপ করিলেন, সামলাইবার পূর্ব্বেই তদীয় বক্ষে জানুচাপাইলেন। শঙ্কর ও গোবিন্দ রায় নিশান অবনত করিলেন, যোদ্ধা থামিল, দুইজন রক্ষী গুরুবক্সকে বেষ্টন বহির্ভাগস্থ কানাতে বিশ্রামার্থে লইয়া গেল। জাহান্দার রাজসন্নিধানে সেলাম জানাইল। নকীব উচ্চৈঃস্বরে ডাকিল—যে কেহ আমিরখাঁন জাহানের দ্বিতীয় পুত্র জাহান্দারের সহিত মল্লযুদ্ধে প্রস্তুত থাক, অগ্রসর হও। তখন বলিষ্ঠকায় গৌরকান্তি রামভদ্র রায়—সপ্তগ্রাম নগর রক্ষকের জ্যেষ্ঠ পুত্র অগ্রসর হইলেন—বহুযুদ্ধ ঘাতন, অভিঘাতন হইল, অবশেষে জাহান্দার মুষ্টাঘাতে ভগ্নহনুকরণ পূর্ব্বক রামভদ্রকে পাতিত করিল, রক্ষীরা রীতিমত স্থানান্তর করিল। জাহান্দার রাজোদ্দেশে সেলাম জানাইল, নকীব রীতিমত হাঁকিল - সুবিখ্যাত মগযোদ্ধা কুচাণ্ড রাজ সমক্ষে অভিবাদনান্তর অগ্রসর হইল—বহুযুদ্ধের পর জানু ভগ্ন হইয়া পতিত হইল, নকীব প্রথামত হাকিল—চন্দ্রদ্বীপাধিপতির পালিত জ্ঞাতি ভ্রাতা সুপ্রসিদ্ধ রামমোহন বসু (রায়) উঠিলেন—সকলে জয় জয় শব্দ করিল। রীতিমত যুদ্ধ আরম্ভ হইল, ঘোর তাড়নে জাহান্দার ভূমিবক্ষ হইয়া পতিত হইলেন। রামমোহন তদীয় পদদ্বয় ধারণ করতঃ উর্দ্ধে উঠাইলেন, জাহান্দার কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায়দীর্ঘ হইয়া অবসর অপেক্ষা করিলেন। রামমোহনের ইচ্ছা ভূমিতে আঘাত করিয়া এই মোগল বীরের শির চূর্ণ করিবেন। হঠাৎ ক্ষিপ্রগতিতে জাহান্দার ভীম বিপরীত পদতাড়নে চিবুকাস্থিচূর্ণ করিয়াদিল—রামমোহন ভূকম্পনে পর্ব্বততুল্য কম্পিত হইলেন। দৃঢ়হস্তে জাহান্দার

গ্রীবাদেশ চাপিয়াধরিলেন। জাহান্দার বালকের ন্যায় নিঃস্তব্ধ রহিল, ক্ষণমধ্যে—তীব্র জানুতাড়নে রামমোহনের অন্ত্র প্রদেশে আঘাত করিল। রা ম মো হ ন মূচ্ছিত হইয়া পতিত হইলেন ভূমি বক্ষ হইয়া জাহান্দার তাঁহাকে ভূমিপৃষ্ঠ করিবার বিস্তর প্রয়াস পাইল কিন্তু তাহা বৃথা হইল—সে পর্ব্বত নড়িল না। কিন্তু রামমোহন বিশেষ আহত হইয়া ছিলেন—শঙ্কর ও গোবিন্দ রায় ইঙ্গিত করিলেন। রক্ষীরা ধরাধরি করিয়া তদীয় নির্দ্দিষ্ট বস্ত্রাবাসে লইয়া গেল। জাহান্দার সেলাম জানাইল, রাজা ধন্যবাদ দিলেন, দর্শকেরা জয়ধ্বনি করিল। জাহান্দার ক্ষুধার্থ সিংহের ন্যায় হুহুঙ্কার করিল।

নবীব পুনরায় হাঁকিল—কেহ নহে। দ্বিতীয়বার দস্তুর মত হাঁকিল—কেহ অগ্রসর হইল না—তৃতীয়বার—তখন ধীর পদক্ষেপে দ্বার প্রবেশ পথে মদন দেখা দিল—ইঙ্গিতে নকীব বুঝিল; হাঁকিল—যুবরাজের সহচর মদন। যথারীতি যুদ্ধ আরম্ভ হইল—মদন মনে ভাবিল—আজ গোবিন্দ প্রসাদের হত্যার প্রতিশোধ লইব। বহুতর ঘাত প্রতি ঘাতে উভয়ে প্রতিশ্রান্ত হইলেন, অবশেষে মদন জাহান্দারকে কটি বেষ্টন পূর্ব্বক ধরিয়া ফেলিল। জাহান্দার পূর্ব্ব প্রথানুসারে বিপরীত আঘাত করিল, মদন জানু বিস্তৃত করিয়া তাহা রক্ষা করিল। সবেগে ভীম বিক্রমে জাহান্দারকে চাপিয়া ভূমে পাড়িল—কিন্তু জাহান্দার ভূমি বক্ষ হইয়া। মদন দেখিল, এ সুযোগ ভিন্ন এ মহা কৌশলী যোদ্ধা—যাহার নিকট রামমোহনের বিপুল পরাক্রম ও হার মানিয়াছে তাহাকে আর প্রাপ্ত হওয়া ভার। তখন প্রাণপণে পৃষ্ঠারোহণ পূর্ব্বক জাহান্দারকে চাপিয়া ধরিল—সে চাপনে জাহান্দারের মুখ, চক্ষু, কর্ণ দিয়া রক্তস্রাব হইল। শঙ্কর ও গোবিন্দ রায় নিশান অবনত করিলেন। মদন ক্ষুব্ধ মনে প্রত্যাগত হইল। জাহান্দারকে মূর্চ্ছিত অবস্থায় রক্ষীরা স্থানান্তরিত করিল। সম্ভ্রান্ত, সাধারণ দর্শক সকলে জয়ধ্বনি করিল।

রাজা হস্ত তুলিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন। মদন পুনরায় মল্ল ভূমিতে প্রত্যাগত হইলেন—নকীব দস্তুর মত হাঁকিল—যশোহর যুবরাজের সহচর মদনের সহিত যে কেহ মল্ল যুদ্ধে প্রস্তুত থাক, অগ্রসর হও। একবার, দুইবার, তিনবার কেহ অগ্রসর হইল না। তখন মদন রাজ সমীপে ভূমে জানু পাতিয়া, অবনত মস্তকে বিচিত্র স্বর্ণহার ও জয় মাল্য উপহার পাইল। দর্শক, যোদ্ধা সমস্বরে জয়ধ্বনি করিল। মদন বেষ্টনের পূর্ব্বাংশে মল্ল ভূমিতে প্রত্যাগত হইল।

পুনরায় জয়ঢক্কা বাজিল; তখন শত সংখ্যক তীরন্দাজ রঙ্গভূমিতে প্রবিষ্ট হইল। শঙ্কর ও গোবিন্দ রায় ইঙ্গিত করিলেন—পূর্ব্বাংশে মল্ল যোধ গণের সম্মুখে—শ্রেণীবদ্ধ হইয়া দণ্ডায়মান হইল।

নকীব উচ্চৈঃস্বরে পশ্চিমাভিমুখ হইয়া জ্ঞাপন করিল—বেষ্টন বহির্ভাগে তিন শত গজ দূরে, শত হস্ত উচ্চে কাষ্ঠ স্তম্ভোপরি রক্ষিত কৃত্রিম শ্বেত মনুষ্যশির সংরক্ষিত হইয়াছে, কৃষ্ণবর্ণ স্ফটিক চক্ষুঃশোভিত—যে কেহ লক্ষ্য ভেদী বীর সমর্থ থাক, অগ্রসর হও। সে দ্বিশত তীক্ষ্ণ চক্ষু কৃত্রিম মনুষ্য লক্ষ্যে যুগপথ ফিরিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে কৃষ্ণ পরিচ্ছদাবৃত কলেবর কাঞ্চন কান্তি এক যুবক অগ্রসর হইল—রাজাভিবাদনান্তর ঔদাস্য সহকারে তীর নিক্ষেপ করিল। দর্শকগণ ব্যস্ত সমস্ত ভাবে চাহিল। উভয় চক্ষুর মধ্য ভাগে নাসিকার উপর রক্তবর্ণ চিহ্ন দেখিল—এক বাক্যে জয়ধ্বনি করিল। নকীব দস্তুরমত হাঁকিল—নির্ব্বাসিত ত্রিপুরাধি পতির এক মাত্র পুত্র সুন্দর—বর্ত্তমান ত্রিপুরাধি পতির ভ্রাতুষ্পুত্র—যে কেহ কৃত্রিম চক্ষু উৎপাটনক্ষম থাক, অগ্রসর হও, ক্ষণপরে জনৈক শ্যাম কান্তি, বলিষ্ঠকায়, রক্তপরিচ্ছদ ভূষিত দেহ, তীক্ষ্ণদৃষ্টি যুবক তীরন্দাজ শ্রেণীমধ্য হইতে অগ্রসর হইল। নকীব দস্তুর মত হাঁকিল—বর্ত্তমান বিষ্ণুপুরাধিপতির সেনাপতি পুত্র জালিম সিংহ—সকলে জয়ধ্বনি করিল। জালিমের শরনিপুনতা বিখ্যাত ছিল। ক্ষিপ্রহস্তে স্থির

দৃষ্টিতে শরনিক্ষেপ করিলেন। বাম চক্ষু কোণে রক্ত চিহ্ন। সমস্বরে জয়ধ্বনি হইল। তখন একে একে ক ংশত যোধ অগ্রসর হইল—কেহ ললাটে, কেহ কপালে, কেহ চিবুকে, কেহ হনুতে মারিল। কিন্তু চক্ষু উৎপাটনে কেহই সক্ষম হইল না। কত তীরন্দাজের তীর ইতস্ততঃ ছুটিল, দর্শকগণের হাস্যাস্পদ হইয়া ক্ষুন্নমনে শ্রেণীমধ্যে প্রত্যাগত হইল, তখন তীরন্দাজ শ্রেণী মধ্য হইতে এক বিপুল কায়যোধ অগ্রসর হইল—নকীব হাঁকিল—সপ্তগ্রাম শান্তিরক্ষকের একমাত্রপুত্র হরিহর শৌণ্ডিক—হরিহর দক্ষিণ বঙ্গে শর চালন নিপুণতার জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। হীনজাতীয় হইলেও পিতৃসম্ভ্রমে ও নিজ খ্যাতিতে প্রতিপন্ন ছিল। ধীর পদবিক্ষেপে রাজ সন্নিধানে অভিবাদন করিল। যথাস্থানে রঙ্গ প্রাঙ্গণ মধ্যে অগ্রসর হইল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে, ধীর লক্ষ্যে, বিপুল ধনুতে শর যোজনা করিল। নিমেষ মধ্যে সে কৃষ্ণবর্ণ স্ফটিক চক্ষুবাহিয়া রক্তবর্ণ পদার্থ দেখা দিল। দর্শকগণ জয়ধ্বনি করিল—যুবরাজ আশীর্ব্বাদ করিলেন। নকীব গম্ভীর কণ্ঠে হাঁকিল—যে কেহ অন্য চক্ষু উৎপাটনক্ষম থাক, অগ্রসর হও। হরিহর জয়োৎফুল্ল দৃষ্টিতে উর্দ্ধে চাহিল, শর সন্ধানপূর্ব্বক ভীমটঙ্কারে প্রহার করিল—কিন্তু তীর হনুর উপর রক্ত চিহ্ন অঙ্কিত করিয়া ভূমে পতিত হইল। পুনরায় একে একে অনেকে অগ্রসর হইল কিন্তু সে কৃত্রিম মুণ্ডে বহুরক্ত চিহ্ন অঙ্কিত করিল মাত্র। দ্বিতীয় চক্ষু যেমন তেমনি রহিল। তখন নকীব পুনরায় দস্তুর মত হাঁকিল—কেহ অগ্রসর হইল না; দ্বিতীয় বার কেহ নহে। তৃতীয়বার—তখন সেই পূর্ব্ব পরিচিত সুন্দর—নির্ব্বাসিত ত্রিপুরা রাজতনয়—অগ্রসর হইল। সকলে নির্নিমেষে চাহিল। হরিহর ব্যঙ্গ করিয়া বলিল—একবার দক্ষিণ হস্তে পার নাই, এবার কি বাম হস্তে মারিবে? সুন্দর রাজসন্নিধানে পুনরভিবাদন করিল, ধীরপদক্ষেপে প্রাঙ্গণ মধ্যে অগ্রসর হইল। দক্ষিণ হস্তে সে বিপুল ধনু উঠাইল; ঔদ্ধত্য ব্যঞ্জক মুখশ্রী রক্তিমাভ হইল—বলিল—দর্শক, মধ্যস্থ,

যে যেখানে আছ লক্ষ্য কর হরিহর বাম হস্তে তীর নিক্ষেপ জন্য আমাকে অনুরোধ করিয়াছেন—সকলে উৎকণ্ঠিত মনে অপেক্ষা করিতে লাগিল। কেহ আলোচনায়, কেহ ব্যঙ্গে, কেহ প্রশংসায়। তখন বাম হস্তে তীক্ষ্ম শর দ্বয় গ্রহণ করিল—নিবেদন করিল—যুবরাজ! আজ চারঘাট নিবাসী সপ্তগ্রাম শান্তিরক্ষক পুত্র অনুরোধ করিয়াছে—বামহস্তে মারিতে হইবে। কৃত্রিম মানুষের চক্ষু দুইটি, তন্মধ্যে একটি হরিহর কর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়া তরল রক্ত বহির্গত হইয়াছে, চক্ষুকোটর যথাযত বর্ত্তমান; সেটি লক্ষ্য করিলে চক্ষু লক্ষ্যের তুল্য গ্রাহ্য হইবে কি না? আজ্ঞা হউক। যুবরাজ স্মিতমুখে অনুজ্ঞাপ্রদান করিলেন। সুন্দর কয়েকপদ পশ্চাৎ হটিয়া তীব্র লক্ষে সে শরদ্বয় যুগ পথ ত্যাগ করিল। যুবরাজ ধন্য ধন্য করিলেন, দর্শকগণ জয় ধ্বনি করিল, ঘোর কোলাহল উপস্থিত হইল—সকলে দেখিল—সেই উভয় চক্ষু কোটরে শর প্রবিষ্ট। সুন্দর জানুপাতিয়া রাজ সম্মুখে জয় মাল্য ও হীরক খচিত স্বর্ণ মণ্ডিত ধনু উপহার প্রাপ্ত হইল। যুবরাজ শিরশ্চুম্বন দ্বারা আশীর্ব্বাদ করিলেন। সুন্দর রাজানুজ্ঞা গ্রহণান্তর নিজ বস্ত্রাবাসে প্রস্থিত হইলেন। পুনরায় জয় ঢকা নিনাদিত হইল, সে ঘোর রব দিগদিগন্তে মিশিবার পূর্ব্বেই নকীব হাঁকিল—অশ্বারোহী যোধ বৃন্দ! রাজাজ্ঞায় ক্রীড়া সমরে অগ্রসর হও। তখন সেই বিলম্ব অসহিষ্ণু যোদ্ধ্ শ্রেণী সম সংখ্যায় দুই ভাগে বিভক্ত হইল, প্রত্যেক পঞ্চাশত সংখ্যক। শঙ্কর ও গোবিন্দ রায় অতিদক্ষতার সহিত স্বভাব সিদ্ধ ক্ষিপ্র গতিতে এই যোধ গণের অস্ত্রাদি পরীক্ষা করিলেন। অনতি বিলম্বে উভয়ে প্রাঙ্গণ মধ্য স্থলে প্রবেশ পূর্ব্বক রজত ভল্ল বিদ্ধ কৃত্রিম মনুষ্য শির সংস্থাপন করিলেন। তিন বার সে পঞ্চ রঙ্গিন নিশান দুলিল—নকীব অতি গম্ভীরে হাঁকিল—যোধ গণ! প্রাঙ্গণ মধ্যস্থলে যে বিপুল কৃত্রিম মনুষ্য মস্তক রজত ভল্লোপরি সংরক্ষিত—যে কেহ অপ্রতি-দ্বন্দ্বী ভাবে তাহা নিজায়ত্ত রক্ষায় সক্ষম হইবেন, অশ্বকায় ক্রীড়া সমরে

জয় মালা তদীয় কণ্ঠে শোভিত হইবে। একবার, দুইবার, তিনবার ভেরী নিনাদ হইল—তখন সে দ্বিধা বিভক্ত যোদ্ধ, বৃন্দ যুগপথ উরু সন্ধিতে ভল্ল মূল প্রবিষ্ট করণান্তর ভল্ল মধ্য দৃঢ় দক্ষিণ হস্ত বন্ধনে ধরিল। উদ্যতাগ্র সূর্য্যকিরণে জ্বলিতেছিল। যুগপথ সে শ্রেণী দ্বয় রাজ সমক্ষে অগ্রসর হইল। যুগপথ শিরস্ত্রাণ উত্তোলন করিল। সে বর্ম্ম মণ্ডিত বীরেন্দ্র বর্গকে যুবরাজ আশীর্ব্বাদ করিলেন। সূর্য্যকান্তকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—তুমিও নিমন্ত্রিত মধ্যে ? সূর্য্যকান্ত মস্তক অবনত করিয়া অভিবাদন করিলেন। সকলে নিজ নিজ শ্রেণীতে স্থান গ্রহণ করিল।

পুনরায় জয় ঢক্কা নিনাদিত হইল, নিশান তুলিল, নকীব হাঁকিল। শঙ্কর ও গোবিন্দরায় প্রাঙ্গণের বিপরীত পার্শ্বে স্থান গ্রহণান্তর যুগপথ নিশান অবনত করিলেন, তখন ঘোর ভূকম্পন তাড়িত পর্ব্বত তুল্য শ্রেণী দ্বয়ের নিমেষ মধ্যে সংঘর্ষ হইল। কত মহাযোধ উদ্যত ভল্লাগ্র বিক্রমে ভূমে পতিত হইল। শ্রেণীদ্বয় পরস্পর বিপরীত প্রান্তে গিয়া অশ্ববেগ নিবারিত করিল—নিমেষ মধ্যে পুনরায় সম্মুখীন ভাবে দণ্ডায়মান হইল—শঙ্কর ও গোবিন্দ রায় ইঙ্গিত করিলেন—মুহূর্ত্ত মধ্যে ভূপতিত বীরগণ স্থানান্তরিত হইল। তখন পুনরায় নিশান তুলিল। নকীব তীব্র স্বরে জ্ঞাপন করিল—প্রথম শ্রেণীর পঞ্চ দশ বীর এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর বিংশতি প্রথমাক্রমণেভূপতিত। শঙ্কর ও গোবিন্দ রায় পরস্পর বিপরীত প্রান্তে সমাগত। প্রথমাক্রমণে অবশিষ্ট যোধ গণের মধ্যে বহুতর ভল্ল ভগ্ন হইয়াছিল। শঙ্কর ও গোবিন্দ রায় ইঙ্গিত করিলেন। যোদ্ধাগণ ভল্ল ত্যাগ পূর্ব্বক স্বস্ব উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে প্রস্তুত হইল। তখন পুনরায় নিশান তুলিল। ঘোর ঝঞ্ঝাবাতের ন্যায় সে শ্রেণী যুগল পরস্পরের উপর আপতিত হইল। সে সংঘর্ষে কাহারও শিরস্ত্রাণ, জানু সন্ধি, কুক্ষি, সন্ধি ভগ্ন হইল, কত বীর আহত হইয়া ভূমে পতিত হইল। দর্শকগণ ঘোর কোলাহলে জয়ধ্বনি করিল। সকলে

হইয়া প্রতীক্ষা করিতেছিল—রাজ সমক্ষে শিরস্ত্রাণ উন্মুক্ত হইবে। ধীর মন্থর গতিতে যে মহাযোধ অগ্রসর হইলেন—গ্রীবায় মৃদু করাঘাত দ্বারা অশ্ব বৎসলতা প্রকাশ পরায়ণ।

কিন্তু সে তীব্র তেজ কোথায়? গতি মন্দীভূত কেন?

যুবরাজ সন্নিধানে শঙ্কর ও গোবিন্দ রায় সে বিশাল শিরস্ত্রাণ উঠাইলেন—সকলে সমস্বরে জয়ধ্বনি করিল—যাহারা পরিচিত তাহারা চমকিল—পার্শ্ববর্ত্তী দর্শকের পানে চাহিয়া বলিল—যুবরাজের দক্ষিণ হস্ত সূর্য্যকান্ত। শঙ্কর জানিতেন—যুবরাজ জানিতেন। শঙ্কর চিনিয়াছিলেন, যুবরাজ দত্ত সজ্জা দৃষ্টে; যুবরাজ চিনিয়াছিলেন—অভিবাদনের সময়। যুবরাজ সূর্য্যকান্তের ললাট চুম্বন করিলেন—সে নব দূর্ব্বাদল শ্যাম কান্তি পাণ্ডুবর্ণ কেন? জয়োৎ ফুল্ল লোচনে গৌরব ব্যঞ্জক দৃষ্টি কোথায়? নিজ প্রকোষ্ঠ হইতে হীরক বলয় উন্মোচন পূর্ব্বক সূর্য্যকান্তের হস্তত্রাণ উন্মোচনান্তর স্বহস্তে পরাইলেন। সূর্য্যকান্ত অভিবাদনান্তর শঙ্কর ও গোবিন্দ রায় সমভিব্যহারে প্রাঙ্গণ মধ্যে প্রত্যাগত হইলেন। যোধ, মল্ল, তীরন্দাজ, দর্শক সাধারণ সকলে পুনরায় জয়ধ্বনি করিল। এবার নগ্নশীর্ষ, নগ্নহস্ত—দর্শকগণ উচ্চকণ্ঠে রাজব দান্যতার প্রশংসা করিল। নকীব উচ্চৈঃস্বরে হাঁকিল—যশোহর যুবরাজের দক্ষিণ হস্ত গুহকুল ভূষণ সূর্য্যকান্ত। পুনরায় জয়ধ্বনি হইল। বহুতর ব্যক্তি তল্লক্ষ্যে অভিবাদন করিল—সূর্য্যকান্ত স্বাভাবিক গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—"ভ্রাতৃগণ! ইতিহাসে সপ্তদশ অশ্বারোহী কর্ত্তৃক বঙ্গ জয়ের উল্লেখ আছে। আজ ক্রীড়া যুদ্ধে ভবানী প্রসাদাৎ তাহার প্রতিশোধের সূচনা করিলাম। আশীর্ব্বাদ কর যেন প্রকৃত যুদ্ধ ক্ষেত্রেও এইরূপ সমর্থ হই।" তখন জয় জয় রবে দিগ্‌দিগান্ত প্লাবিত হইল।

যে সপ্তদশ অশ্বারোহী বীর—অদ্যকার ভীষণ যুদ্ধে সূর্য্যকান্তের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া ছিলেন তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রথম মোগল কুল তিলক খাঁ খানান

মুনিমের পুত্র ইমদাদ আলি সবাহন ভূমে আপতিত হয়েন। অবশিষ্ট যোধগণের মধ্যে আমেদ নগরের সেনাপতি পুত্র মীর্জ্জা আসগার হোসেন, সলেমান মানক্কীর ভ্রাতষ্পুত্র বাবু মানক্কীর বিখ্যাত পুত্র হায়দার মানক্কী, পাটনা নবাব সাহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা নাসিরুদ্দীন-প্রসিদ্ধ জল যোদ্ধা ফেরঙ্গ পুঙ্গব আগাস্টাস পেড্রো, বিখ্যাত তাম্র লিপ্ত নগরীর শাসন কর্ত্তা উৎকল গঙ্গা বংশীয় রাজ জ্ঞাতি অনন্ত রায়ের সহোদর জগন্নাথ, তাহিরপুরের রাজ বন্ধু মহাবলী প্রসাদ, হিজলী পতির সহকারী সেনাপতি বলবন্ত, ভুবনাবিশ্বরের কনিষ্ঠ পুত্র নৃসিংহ সহায়—ইহাদের নাম ইতিহাসে পাওয়া যায়। যুদ্ধাবসান পর্যন্ত যে বীরত্রয় অকুতোবিক্রমে গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন—তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত হায়দার, আগাস্টাস ও বলবন্ত। নৃসিংহ সহায় মস্তকাঘাতে ভূপতিত হয়েন। যুবরাজ এই বীর চতুষ্টয়কে স্বর্ণ কোষ তরবারি উপহার প্রদান পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ক্ষণ পরে নকীব পুনরায় হাঁকিল—বেলা দ্বিপ্রহরের নিকটবর্ত্তী—ক্রীড়া সময় শেষ হইল। তখন ঘোর রবে জয় ঢক্কা বাজিল—অশ্বারোহী, মল্ল, তীরন্দাজ, দর্শক সকলে মহাকোলাহলে যে যাহার স্থানে চলিল।

যুবরাজ দুর্গে প্রত্যাগত হইলেন। স্নানাহার বিশ্রাম সমাপণান্তর শঙ্করের আবাসে অগ্রসর হইলেন—দুর্গের উত্তরাংশে। উভয় বন্ধুতে আজ সমস্ত দিনান্তে মিলিলেন। শঙ্কর হাত ধরিয়া যুবরাজকে প্রকাণ্ড স্ফটিক নির্ম্মিত ঠেশে বসাইলেন, নিজে সম্মুখে দাঁড়াইলেন। এটী শঙ্করের বৈঠক, গৃহতল শ্বেত মর্ম্মরের, তদুপরি স্থানে স্থানে অতি পরিচ্ছন্ন শুভ্র আস্তরণে নানাপ্রকার কাষ্ঠ, রজত, স্ফটিক নির্ম্মিত চৌকি, রশন, চৌপায়া ঠেশ, কেদারা, তক্ত ইত্যাদি; মধ্যস্থলে চন্দন কাষ্ঠ নির্ম্মিত উচ্চ বেদিকা তদুপরি দেওয়ানী বাংলার প্রতিকৃতি। সাধারণ নক্সা হইতে কিছু পৃথক। মৃত্তিকা, জতু, মোম প্রভৃতি উপকরণ দ্বারা, সমস্ত প্রদেশ,

নগর, নদী, পর্ব্বত, অরণ্য, রাজপথ, দুর্গ, পরিখা, বুরুজ প্রভৃতির রীতিমত আকৃতি গঠিত, চিত্রিত ও রঞ্জিত। সে বেদিকার চতুষ্পার্শ্বে ক্ষুদ্র আসন বিস্তৃত—এই অপূর্ব্ব শিল্পকার্য্য সৌকর্য্যার্থে। ভিত্তি গাত্রে অগণিত ক্ষুদ্র বৃহৎ চিত্র সজ্জিত—তন্মধ্যে ভীষ্ম, দ্রোণাচার্য্য, অর্জ্জুন, অভিমান্যু, দেবপাল, চন্দ্রগুপ্ত, অশোক, রাক্ষস মন্ত্রী চাণক্য, পৃথীরাজ, সমরসিংহ, একখানি আবরিত চিত্র, আকবর সাহ, সলেমান কেরারাণি, দাউদ, দিনাজ পুরাধিপ রাজা গণেশ, কুচবিহারাধিপতি, এই চিত্রগুলি প্রধান ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য—অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। সর্ব্বশেষে যুবরাজ ভবানী সহায় প্রতাপের চিত্র। গৃহের উত্তরাংশে গবাক্ষ সন্নিধানে বৃহদাকার রশন—তদুপরি বহুবিধ নক্সা, রাজস্ব সংহিতা, অর্থনীতি বিধি, ইতিহাস, পুরাণ, গীতি ইতস্ততঃ নিক্ষিপ্ত। এই স্থানেরই সম্মুখ ভাগে প্রকাণ্ড স্ফটিক ঠেশ স্থাপিত ছিল। যুবরাজের জন্যই—অন্য কারণে ব্যবহৃত হইত না।

প্র। বন্ধু! কি করিতেছিলে?

শ। যশোহর প্রদেশের নক্সা দেখিতেছিলাম!

প্র। কোন্ বিষয়?

শ। দক্ষিণ দেশ বহুতর নদী সংকুল কিন্তু পরস্পর যোজিত হইলে নানা সুবিধা হইতে পারে। কোন কোনটীর গতি ফিরাইতে পারিলে আরও সুবিধা হয়। এই সব দেখিতেছিলাম।

প্র। একটী অনুসন্ধান সর্ব্বাগ্রে লইতে হইবে, সেইজন্য আসিলাম।

শ। কাহার?

প্র। যে নির্ব্বাসিত ত্রিপুরা তনয় তীর নিক্ষেপে অদ্ভূৎ ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছে, তাহার।

শ। যুবরাজের সাক্ষাৎ লাভ না করিয়া অবশ্য নিমন্ত্রিত ব্যক্তি কিরূপ প্রস্থান করিবে?

প্র। তাহা সত্য কিন্তু এখানে দুর্গে আনিবার আবশ্যকতা নাই। শুনিতেছিলাম এই ক্রীড়াযুদ্ধ সংবাদে পিতা ক্ষুব্ধ হইয়াছেন।

শ। কেন?

প্র। ইহা নৃশংসতার পরিচায়ক ও প্রকারান্তরে, পশু বৃত্তি বলিয়া তাঁহার ধারণা হইয়াছে।

শ। একথা কে বলিল? আমি এখন ও শুনি নাইত?

প্র। নিপু বলিয়াছে। ছোট মহারাজ ও ছোট মায়ের নিকট পিতার এ বিষয় আলোচনা সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা হইয়াছে।

শ। এক্ষণে যে জন্য অনুসন্ধান আবশ্যক তাহার কি করিতে হইবে?

প্র। সন্ধ্যার পর নগর ভ্রমণ নির্দ্দেশ করিয়া, উভয়ে গোপনে ইহার সন্ধান লইব।

শ। পূর্ব্বে একটু সন্ধান আবশ্যক। কোন্ শ্রেণীর শিবিরে ত্রিপুরা তনয়ের আবাস নির্দ্দেশ হইয়াছিল—সেটুকু আমি লইব।

এই সময় প্রতাপের দৃষ্টি ভিত্তি গাত্রস্থ চিত্র সকলে পড়িয়াছিল। হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন—

প্র। বন্ধু!

শ। কতকগুলি নূতন চিত্র আসিয়াছে তাহাই দেখিতেছ?

প্র। হ্যাঁ, তাই বটে। তবে, একখানি আবরিত কেন?

শঙ্কর কোন উত্তর দিলেন না, ধীর গতিতে সে আবরণ উন্মোচন করিলেন। প্রতাপ চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তীব্র কণ্ঠে বলিলেন—

প্র। বন্ধু! যে কাপুরুষের দ্বারা শস্য শ্যামলা বাংলাদেশ, তুর্কীর করে বিনারক্তপাতে পরিত্যক্ত হইয়াছিল, তাহার আকৃতি তোমার নিকট কেন? হায় বন্ধু! এত যত্ন করিয়া এ চিত্র আনাইয়াছ কেন?

শঙ্কর প্রতাপকে হস্তধারণ পূর্ব্বক বসাইলেন, বলিলেন—

শ। দেখ বন্ধু! লক্ষণ সেনের অপরাধ কি আমাদের চেয়ে গুরুতর?

প্রতাপ বিদ্রুপাত্মক হাস্যে উত্তর করিলেন—

প্র। এখানি তোমার শয্যাগৃহে শিয়রে রাখিলে ভাল হইত!

শঙ্কর ক্ষুব্ধ হইলেন না, প্রতাপের স্বভাব তিনি বিলক্ষণ জানিতেন যে, সে স্বভাবমুহূর্ত্ত মধ্যে যমরাজ সদৃশ কঠোর হইলেও উপযুক্ত সোহাগা দিতে জানিলে ইচ্ছামত গঠনের পক্ষে বিশেষ অনুকূল, অতি ধীরভাবে বলিলেন—

শ। যশোহরের যুবরাজ! ব্রাহ্মণ বন্ধুকে মার্জ্জনা করিবেন। যখন সপ্তদশ অশ্বারোহী বঙ্গ জয় করিয়াছিল—তখন বাংলার সেনাপতি, মন্ত্রী, রক্ষী, কি নিদ্রাগত ছিল? না অন্দরে পর্দ্দানশীন হইয়াছিল? লক্ষণ সেনের অপরাধ? বাংলায় তখন যুবক কেহ ছিল না যে—এই অশীতিপর বৃদ্ধের নিন্দা না করিয়া অস্ত্রের বাহাদুরী দেখাইতে পারিত? সে যুবকগণ, সেই সেনাপতি, সে মন্ত্রী, সে করদরাজা সমূহ লাক্ষণেয় অপেক্ষা কোন গুণে শ্রেষ্ঠ? লাক্ষণেয় প্রাণভয়ে পলায়ন করিয়াছিল এ কথা কোন মূর্খ বলিয়াছে? বিশ্বাস হন্তা, কাপুরুষ, কর্ত্তব্য ভ্রষ্ট মন্ত্রী, সেনাপতিগণের কথা বিশ্বাস যোগ্য? আর বিশ্বাস যোগ্য বাংলার জন সাধারণের কথা—যাহাদের দেশ সপ্তদশ অশ্বারোহী জয় করিয়াছিল? আমি বলি লাক্ষণেয় প্রাণভয়ে পলাতকা হন নাই—যে দেশে এমন মনুষ্য ছিল না যে অশীতিপর বৃদ্ধকে রক্ষা করে—সে দেশ ত্যাগ করিয়া সে দেশের পরপদসেবক প্রয়াসীগণের মুখদর্শন অবিধি বিবেচনা করিয়া, সর্ব্বশেষে সেই অধমগণের ন্যায় যবনরাজের অধীন বৃত্তি উপেক্ষা করিয়া, পরকালের কার্য্যে দেশত্যাগ করিয়াছিলেন। তথাপি এই নিন্দুক জাতির ন্যায় তোষামোদ-ঘৃণা করিয়াছিলেন। এখন বৃদ্ধ লাক্ষণেয় কাপুরুষ ছিলেন? কি আমরা? এ বিষয় যশোহর যুবরাজের বিবেচনা

সাপেক্ষ। তাহার পর শিয়রে রাখিবার অনুমতি হউক অথবা অগ্নিদেবকে সমর্পণের আজ্ঞা হউক—প্রস্তুত আছি।

তখন প্রতাপের বিশাল ললাট কুঞ্চিত হইল, সেই ঘৃণা ব্যঞ্জক মুখশ্রী দৃঢ়তর হইল, চক্ষুদিয়া তীব্রজ্যোতিঃ নিঃসৃত হইল, সে বিশাল বক্ষ স্ফীত হইল, এক দুই করিয়া অনেক গুলি বুকের বন্ধনী কাটিল। দৃঢ় হস্তে শঙ্করের প্রকোষ্ঠ ধরিলেন— শঙ্কর বুঝিয়াছিল ঔষধ ধরিয়াছে—কোমলস্বরে বলিলেন—যুবরাজ! এক্ষণে অধীন অনুজ্ঞা প্রতীক্ষা করে। প্রতাপ হস্ত ছাড়িলেন!

প্র। শঙ্কর! ভবানী সাক্ষী, বৃদ্ধ লাক্ষণেয়! অকারণ নিন্দার প্রতিশোধ তোমার স্বজাতীয় দ্বারা হওয়াই উচিত। তখন সেই চিত্রাবরণ দূরে নিক্ষেপ করিলেন। দৃঢ়হস্তে পট উঠাইয়া নিজহস্তে লইলেন। মর্ম্মান্তিক কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—হায়! স্বজাতীয় অশীতি পরবৃদ্ধ! তোমার অভিসম্পাত বাঙ্গালীর হাড়ে হাড়ে অক্ষরে অক্ষরে ফলিতেছে। কিন্তু ভবানী সাক্ষী, যদি আমার শরীরে তদীয় স্বজাতীয় রাজশোণিত বিন্দুমাত্রও বর্ত্তমান থাকে এ অপমানের প্রতিশোধ লইব—তবে আমার নাম ভবানী সহায় প্রতাপ। বন্ধু! এ কথা পূর্ব্বে বল নাই কেন?

শ। কান্ত এ কথা জানিত। বোধ করি এইরূপ প্রতিজ্ঞার বশবর্ত্তী হইয়াই আজ ক্রীড়া যুদ্ধে ভাগ্য পরীক্ষার প্রত্যাশায় একক সপ্তদশ বিখ্যাত অশ্বারোহী যোদ্ধার সম্মুখীন হইয়াছিল।

প্র। চল অবিলম্বে কান্তের আবাস হইয়া সান্ধ্যভ্রমণের সময় ত্রিপুরা তনয়ের অনুসন্ধান করিব

শঙ্কর পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন হেতু গৃহান্তরে প্রস্থান করিলেন। মুহূর্ত্তমধ্যে প্রত্যাগত হইয়া উৎকণ্ঠিত ভাবে বলিলেন—সূর্য্যকান্ত আহত হইয়াছে· তাহার আবাস হইতে লেখনী আসিয়াছে।

প্র। লেখন বাহক এতক্ষণ কোথায় ছিল?

শ। বোধকরি যুবরাজের উপস্থিতি জন্য বহির্ভাগে অপেক্ষা করিতেছিল।

তখন উভয়ে দ্রুতপদে গৃহ নিষ্ক্রান্ত হইতেছিল—প্রথম চত্বরে রক্ষী প্রহরায় নিযুক্ত ছিল, যুবরাজকে ও রাজবন্ধুকে অভিবাদন করিল। বন্ধুদ্বয়কে অশ্বারোহণে সাহায্য করিল। অনতি বিলম্বে উভয়ে সূর্য্যকান্তের উদ্যানাবাসে পৌঁছিলেন। কিন্তু হায়! আজ সে নব জলধর শ্যাম রক্ত চন্দন চর্চ্চিত তনুশ্রী কান্ত অভ্যর্থনা জন্য সোপাণ মূলে নাইত? বন্ধুদ্বয় অতি দ্রুত পদে দালান মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। হায়! তবে কি কান্ত গুরুতর রূপে আহত? সেই চিরপরিচিত শয়ন কক্ষে উপস্থিত হইলেন। যাহা দেখিলেন, স্তম্ভিত হইলেন। সে শ্যামকান্তি পাণ্ডুবর্ণ, দক্ষিণ কুক্ষি উপরে অল্প পরিসর গভীর ক্ষত—তন্মধ্য দিয়া তখন ও রক্তস্রোত বহিতেছিল। মেঝের উপর বহুবিস্তৃত শয্যা, কাত্যায়নীর ক্রোড়ে মস্তক, সে কুণ্ডল তখনও কর্ণে শোভা পাইতেছিল। মদন ঔষধ নিষ্পেষণে ঘর্ম্মাক্ত কলেবর, মুখশ্রী দৃঢ়, চক্ষুরক্তবর্ণ। সে আস্কন্ধ-পতিত কেশদাম অযত্ন ত্যক্ত। যাদবী ধীর হস্তে প্রলেপ দিতেছিল, হঠাৎ শঙ্কর ও প্রতাপের দিকে দৃষ্টি পড়িল। যাদবী চমকিল, বোধ করি আজ অশ্বপদধ্বনি শ্রুতিগোচর হয় নাই। কিন্তু কাঁদিল না—চক্ষু শুষ্ক, তন্নিম্নে কালী পড়িয়াছে—যেন সমস্ত মুখশ্রী, সে লাবণ্যময় শরীর আজ কালিমাখা। প্রতাপ চীৎকার করিয়া ডাকিলেন—কান্ত! সে স্বর, সে চিরপরিচিত স্বরে কেহ উত্তর দিল না। যাদবী প্রতাপকে হাত ধরিয়া বসাইল, শঙ্করকে প্রণাম করিতে ভুলিল কিন্তু বসিবার আসন দিল। শঙ্কর ইঙ্গিতে নিবারণ করিলেন। নিজে ক্ষত পরীক্ষা করিলেন—চতুষ্পার্শ্বে প্রলেপ।

কিন্তু সে বিস্তীর্ণ শয্যায় রক্তস্রাব প্লাবিত—বিস্মিত দৃষ্টিতে প্রতাপের মুখপানে চাহিলেন, সে বীর হৃদয়ের উৎস ছুটিল, অজস্র ধারায় কবচ বক্ষ

আর্দ্র হইল। শঙ্কর অতি মৃদুস্বরে বলিলেন—তরবারি বা ভল্লাঘাত নহে ত? তীরাঘাত বলিয়া অনুমান হয়, তখন উভয়ে সে নির্ব্বাক, নিষ্কম্প, পর্ব্বতের পানে চাহিলেন! যুবরাজ জিজ্ঞাসা করিলেম—মদন! এ বৃত্তান্ত তুমি অবগত আছ কি? বাক্ শূন্য কেন? মদন ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল—না। যাদবী সূর্য্যকান্তের চক্ষে জল ছিটাইতেছিল, শয্যা নিম্ন হইতে বাম হস্ত দ্বারা একটী তীর বহিষ্কৃত করিয়া শঙ্করের হস্তে দিল। উভয় বন্ধুতে ব্যাকুল ভাবে দেখিলেন। প্রতাপ নিকটস্থা প্রয়োজনীয় সংগ্রাহিকা পরিচারিকাকে বলিলেন—রাজবৈদ্যকে সংবাদ দেওয়া হইয়াছে কি?

যা। আজ্ঞা হাঁ—সে চিরপরিচিত কোমল স্বর কোথায়?

প্র। তীর বিদ্ধ হওয়ার কারণ ত দেখা যায় না।

তখন ধীর পদক্ষেপে সেই নির্ব্বাসিত ত্রিপুরা তনয় গৃহমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। কাতর স্বরে বলিলেন—যশোহরের যুবরাজ! আজ অধমের জন্যই এ সর্ব্বনাশ হইয়াছে। শঙ্কর ও প্রতাপ বিস্মিত ভাবে চাহিলেন—ক্ষণমাত্র। প্রতাপ দৃঢ়তার সহিত বলিলেন—নিমন্ত্রিত ত্রিপুরা তনয়! রাজ উপহারে তৃপ্ত হও নাই; তাই রাজ বন্ধুর প্রাণে আকাঙ্ক্ষা জন্মিয়াছে কি? তুমি নিমন্ত্রিত এই জন্য—কিন্তু তোমার অজ্ঞাত নহে যে যশোহর যুবরাজ তীর নিক্ষেপে দুর্ব্বল হস্ত নহে—ক্ষীণ বাহুতে শস্ত্র চালন শিক্ষা করে নাই।

ত্রি। আজ যশোহরের যে ক্ষতি হইয়াছে, সহস্র ত্রিপুরা তনয়ের প্রাণ দণ্ডে তাহা পূরণ হইবে কি?

প্রতাপ এ উত্তরে বিস্মিত হইলেন—কিন্তু বুঝিলেন দোষী এত মর্ম্মান্তিক আক্ষেপ করিতে পারে না। কোমলতর স্বরে বলিলেন—তবে এ সর্ব্বনাশ কে করিয়াছে? তখন যাদবীর স্নেহ সিঞ্চনে ক্ষণ চৈতন্য লাভে সূর্য্যকান্তের কানে একথা বাজিল—ক্ষীণ স্বরে

বলিলেন—হরি হর সুন্দরকে মারিবার প্রত্যাশায় তীর—আর বলিতে পারিলেন না।

তখন সুন্দর শর বিদ্ধাবসানের অব্যবহিত পরে সূর্য্যেকান্তের অদ্ভুত ক্ষমতা দর্শন হেতু প্রাঙ্গণে পুনরাগমন ও সূর্য্যকান্ত যখন মুণ্ডাঘাতে নৃসিংহ সহায়কে ভূমিসাৎ করেন, তৎপরক্ষণেই সূর্য্যকান্তকে ধন্যবাদ দিবার প্রত্যাশায় তৎপার্শ্বে নিজের গমন ও তৎকালীন নিজবাম কর্ণের পার্শ্ব প্রস্থিত তীরের শব্দ ও সূর্য্যকান্তের কুক্ষিতে লৌহজাল বিদ্ধ হইয়া প্রবেশ এবং তৎক্ষণেই বেষ্ঠন বহির্ভাগে ধনু হস্তে হরি হরের আত্ম গোপন চেষ্টা একে একে সমস্ত বিবৃত করিলেন। এই সময় রাজ বৈদ্য আসিলেন, শঙ্কর সুশ্রূষায় ও বৈদ্যের সহিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। প্রতাপের সে আয়ত চক্ষু রক্ত বর্ণ হইল, পোষাকের বন্ধনী কাটিল, শঙ্করকে—"কান্তের শুশ্রূষায় তুমি থাকিলে" বলিয়া সুন্দরের হস্ত দৃঢ় মুষ্টিতে গ্রহণ পূর্ব্বক দ্রুত পদে গৃহ নিষ্ক্রান্ত হইলেন। তিনি জানিতেন—সঙ্গে রক্ষী ছিল না—আজ ব্যস্ততার সহিত আসিয়াছিলেন। কিন্তু এক্ষণে দ্বাদশ জন রক্ষী অগ্রপশ্চাৎ স্থান গ্রহণ জন্য অভিবাদন করিল—রুদ্রতেজে অশ্বারোহণে সুন্দরকে ইঙ্গিত করিলেন—শঙ্করের অশ্ব, লক্ষ্যে। সুন্দর বলিল—আমার অশ্ব বহির্ভাগে অপেক্ষায় আছে।

প্র। তবে আইস!

রক্ষীদের ইঙ্গিতে সহযাত্রী হইতে নিষেধ করিলেন। ইহারা চমকিল, নাজানি কি হয়? শঙ্কর প্রতাপকে নিবারণের সময় পান নাই, ভাবিতেছিলেন—আজ না জানি কি প্রলয়ই হয়? আর একজন কতকি ভাবিল—সে যাদবী। রাজ বৈদ্য আনয়ন প্রত্যাগত কর্ম্মচারীকে নিজ হস্ত হইতে মহারাণী দত্ত অঙ্গুরীয় প্রদান করিয়া বলিলেন—অতি দ্রুত, যুবরাজকে এই অঙ্গুরীয় দিয়া আমার নাম করিয়া জানাইবা—হরি হরকে মার্জ্জনা করেন।

প্রতাপের সে রুদ্র গতি অশ্ব বেগ, সে অরক্ষিত ভাবে একজন মাত্র অপরিচিত ব্যক্তির সহিত রৌদ্রোত্তাপে নগর বহির্গমন, নগর বাসীর নিকট আশ্চর্য্য বোধ হইল। নগরের প্রহরীরা বুঝিল—আজ কি জানি কি হইয়াছে। সুন্দর সমভাবে অশ্ব চালনা নিপুণ হইলে ও অনেক পশ্চাতে পতিত হইলেন। শেষে যমুনা তট বাহিয়া ভবানী মন্দির সম্মুখে প্রতাপ সুন্দরের অপেক্ষা করিলেন, অনতি বিলম্বে সুন্দর ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে দেখা দিলেন—অশ্ব ফেন মণ্ডিত—অধিকতর ক্লান্ত।

প্র। হরি হরের জন্য কোন শ্রেণীর কানাত নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল?

সু। তৃতীয় শ্রেণীর, রঙ্গ ভূমি বেষ্টনের অতি নিকটবর্ত্তী—সর্ব্বোত্তর দিকে। উভয়ে একত্রে তদভি মুখে অগ্রসর হইলেন। সে বস্ত্রাবাসে কেহ নাই। নিযুক্ত প্রহরী উত্তর করিল—ধর্ম্মাবতার! তিনি অশ্বারোহী যুদ্ধের সময় ধনুহস্তে বহির্গত হইয়াছিলেন, প্রত্যাগমন করেন নাই।

প্র। একথা শঙ্কর ও গোবিন্দ রায় কে জানাও নাই কেন?

প্রহ। ভাবিয়াছিলাম—অন্য কাহারও বস্ত্রাবাসে নিমন্ত্রিত হইয়াছেন।

প্র। ত্রিপুরা তনয়! আমার সহিত অনিয়মিত ভ্রমণে বাধা আছে কি? আমি হরি হরকে ঠিক চিনি না।

ত্রী। অধীনকে সুন্দর বলিলে বাধিত হইব। আমি নির্ব্বাসিত, অনিশ্চিত ভ্রমণ আমার নিত্য কার্য্য।

প্র। তবে আইস!

উত্তরাভিমুখে প্রশস্ত রাজপথ—কত পল্লী, গ্রাম, ক্ষুদ্র নদী, সেতু অতিক্রান্ত হইল। অবশেষে সন্ধ্যার আবরণে পৃথিবী ছাইল। সুন্দর এক মনে অনুসরণ নিরত, এক্ষণে বলিল—যুবরাজ সন্ধ্যা হইয়াছে। প্রতাপের এতক্ষণ বাহ্য জগৎ জ্ঞান ছিল না, বলিলেন—সুন্দর! তুমি অনিশ্চিত ভ্রমণ ভাল বাস না কি?

সু। এ ভ্রমণ ত অনিশ্চিত নহে, নিশ্চিত।

প্র। ভবিষ্যতে অনিশ্চিত ভ্রমণ পরিত্যাগ করিয়া যশোহর যুবরাজের আতিথ্যে নিশ্চিত ভ্রমণ মনঃপূত হইলে—আমার সাধ্যমত বন্ধু ভাবে তোমায় রক্ষা করি। এইজন্য শঙ্করের সহিত পরামর্শ হইতেছিল, এমত সময়ে সূর্য্যকান্তের আঘাত সংবাদ পাইলাম।

সু। যশোহর যুবরাজের বদান্যতায় কৃতার্থ হইলাম। আমারও নিমন্ত্রণ রক্ষা উপলক্ষ্য মাত্র ছিল. একবার রাজদর্শনের ইচ্ছা প্রবল ছিল। আমার ইচ্ছা যাবজ্জীবন আপনার অনুচর হইয়া অনিশ্চিত ভ্রমনাভ্যাস পরিত্যাগ করিব।

প্রতাপ সুন্দরকে গাঢ় আলিঙ্গন করিলেন, বলিলেন,—তোমার ন্যায় বীর পুরুষকে প্রাপ্ত হওয়া যশোহরের সৌভাগ্য।

বলা বাহুল্য এই সময় মন্দীভূত গতিতে অগ্রসর হইতেছিলেন—নিজ ক্লান্তি জন্য নহে, অশ্বের ক্লান্তি দূর জন্য। কয়েক দণ্ড পর পুনরায় দ্রুতগতিতে অশ্বচালনা করিতেছিলেন—ক্রমে রাত্রি সার্দ্ধ প্রহর—তখন উভয়েই যমুনা ইচ্ছামতী সঙ্গম স্থলে টিপিয়ার মোহনায় আগত। যশোহর নগর হইতে বিংশ ক্রোশ পথ অতীত। এই বৃহদায়তন নদী সঙ্গমে কোন সেতু ছিল না।

প্র। সুন্দর! এ নদীতে পারাপারের উপায়?

সু। অনতিদূরে পটনীর ঘর আছে; কিন্তু অশ্ব পার করা অসম্ভব।

প্র। চল দেখা যাউক।

উভয়ে পাটনীর গৃহ সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। পথে তিন্তিড়ী বৃক্ষের ঘোরছায়ায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আলোকরশ্মি নিঃসৃত হইতেছিল। কিছু দূরে অগ্রসর হইয়া দেখিলেন—প্রকাণ্ড কৃষ্ণবর্ণ সজ্জিত ঘোটক। তখন প্রতাপের চক্ষু উজ্জ্বল হইল, ভাবিলেন—আরোহী? সুন্দর কয়েক পদ অগ্রসর হইয়া ক্ষুদ্র গৃহ সন্নিধানে দীপালোকে আসিলেন। এক ব্যক্তি তীব্র লম্ফে তদীয় বসনাগ্র ধরিয়া ভূমে পাতিত করিল—সুন্দর ক্লান্ত ও

অসতর্ক এবং অসন্দিগ্ধচিত্ত। এই আকস্মিক আক্রমণ নিবারণে অসমর্থ হইলেন—আক্রমণকারী ব্যঙ্গ করিয়া বলিল—এখন তোমার হস্তে কত বল বুঝিব, বাম হস্তে তীর যোজনা করিবে? প্রতাপ বিস্মিত হইলেন—এই দুর্ব্বৃত্তকে এখানে পাইবার প্রত্যাশা করেন নাই। কিন্তু নিমেষ মাত্র, তখন ভীম গর্জ্জনে নিজাশ্ব হইতে লম্ফ প্রদান-পূর্ব্বক সেই ঘনান্ধকারে সে বিপুলকায় হরিহরকে ধরিলেন; হরিহর সে লৌহবন্ধন ছাড়াইবার বিস্তর চেষ্টা পাইল। কিন্তু অকৃতকার্য্য হইল। প্রতাপ দৃঢ়স্বরে বলিলেন—মূঢ় শৌণ্ডিক! ক্রীড়াযুক্ত ক্ষেত্রে সূর্য্যকান্তের জীবন লইয়াছ, একবারে ক্ষোভ মিটে নাই? দ্বিতীয় বার এ সুন্দরকে হত্যার চেষ্টা? তখন হরিহর নিশ্চেষ্ট ভাব প্রকাশ করিতেছিল, কিন্তু পরক্ষণেই তীক্ষ্ণ ভীষণ ছুরিকা সে ক্ষীণ দীপরশ্মিতে ঝক্‌ঝক্ করিল—ভীষণ বেগে প্রতাপের বক্ষ লক্ষ্যে মারিল। প্রতাপ ক্ষিপ্রহস্তে তাহার মুষ্টি বামহস্তে ধরিলেন। দক্ষিণ হস্তে অসিকোষ নিষ্কোষিত করিয়া নিমেষ মধ্যে দৃঢ়াঘাতে তাহার বিপুল মুণ্ডদেশ হস্তদূরে পাতিত করিলেন। তীক্ষ্ণ ধার তরবারি শোণিতাক্ত অবস্থায়ই কোষ নিবদ্ধ হইল। লম্ফ দিয়া হরিহরের মুণ্ড নিজ অশ্বপৃষ্ঠে সংলগ্ন করণান্তর গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিলেন—সুন্দর!—সুন্দর এ দৃশ্য, হরিহরের যুবরাজের প্রতি ব্যবহার দেখিয়া কিংকর্ত্তব্য বিমূঢ় হইয়াছিলেন, বিশেষ এ কার্য্যগুলি এত ক্ষিপ্রহস্তে সম্পাদিত হইয়াছিল যে, সে নিজাশ্ব পতনের পর, কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণের অবসর পাইবার পূর্ব্বেই হরিহরের মুণ্ড প্রতাপের অশ্বপৃষ্ঠে সংগ্রথিত হইয়াছিল।

সু। যুবরাজ!

প্র। চল! যশোহরে সূর্য্যকান্তের ক্ষতস্থানে ইহার মস্তিষ্ক দ্বারা প্রলেপ দিব।

তখন কুটীর হইতে এক মধ্য বয়স্ক ব্যক্তি আর্ত্তনাদ করিয়া বহির্গত হইল। কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল—বাবা! আমার—গরীবের উপায় কি হইবে? রাজদ্বারে আমি হত্যাকারী বলিয়া দণ্ড পাইব। হায়!

কান্তের উদ্যানাবাসে সোপাণমূলে প্রতাপ অবতরণ করিলেন—সঙ্গে সুন্দর। হায়! সে অনিন্দ্য সুন্দর রাজশ্রী মলিন কেন? চক্ষু অতি তীব্র জ্যোতির্ম্ময়, পরিচ্ছদ-রক্তাক্ত। দ্রুত পদক্ষেপে সূর্য্যকান্তের শয়ন কক্ষাভিমুখে চলিলেন। দালান মধ্যে শঙ্কর—সে তপ্তকাঞ্চণ কান্তি অনাহারে অনিদ্রায় ম্লান, প্রতাপের চিন্তায় উৎকণ্ঠিত কিন্তু সাক্ষাতে শান্ত ধীর স্বরে বলিলেন—বন্ধু! নিজ হস্ত কলুষিত কর নাই ত?

প্র! মূঢ় গুপ্তহত্যাকারীর ছিন্নশির? ভবানী মন্দির সম্মুখে রজত ভল্লাগ্রে কৃত্রিম মুণ্ড স্থলে প্রকৃত মুণ্ড প্রথিত রহিয়াছে। যদি অন্য ঔষধে আরোগ্য না হয়—সূর্য্যকান্তের ক্ষত প্রদেশে, উহার মস্তিষ্কের প্রলেপ দিব। শঙ্করের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল—নিকটস্থ ভিত্তি ধরিয়া দাঁড়াইলেন—কাতরস্বরে বলিলেন—বন্ধু! তুমি যে যশোহরের আশা, তুমি যে—

প্রতাপ বাধা দিয়া বলিলেন—কান্ত এখন কেমন আছে? শীঘ্র বল। উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই দৃঢ় হস্তে শঙ্করের হাত ধরিলেন। শঙ্কর জানিতেন, চিনিতেন—উত্তর করিলেন—

শ। সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্ব হইতে চৈতন্য হইয়াছে। আঘাত সাংঘাতিক হইলেও দুশ্চিকিৎস্য নহে—বৈদ্য এই কথা বলেন।

তখন সূর্য্যকান্তের শয্যা পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন। যাদবী সে ক্ষত স্থানে ঔষধ ও বন্ধনী পরিবর্ত্তন করিতেছিল। শঙ্কর মৃদু অথচ দৃঢ় স্বরে বলিলেন—বন্ধু! যদি কান্তের জীবনে ইচ্ছা থাকে একথা ঘুণাক্ষরেও তাহার সাক্ষাতে না হয় যেন। প্রতাপ অধর দংশন করিলেন কিন্তু পরক্ষণে মুখশ্রী সংযত হইল; ইঙ্গিতে মত প্রকাশ করিলেন। শয্যা-পার্শ্বে ধীরে বসিলেন। যাদবী প্রতাপের রক্তাক্ত পরিচ্ছদ দেখিয়া বুঝিল, সর্ব্বনাশ একটা কিছু হইয়াছে; পার্শ্ব ফিরিয়া চক্ষু মুছিল, কিছু বলিল না। প্রতাপ ডাকিলেন—কান্ত! আমি আসিয়াছি। সূর্য্য-

কান্ত চাহিলেন—চক্ষু বাহিয়া জল পড়িল, অতি মৃদুস্বরে বলিলেন—যুবরাজ! রাত্রি জাগরণে কষ্ট পাইয়াছ, দুর্গে বিশ্রামার্থ যাও। আবার কল্য আসিও। প্রতাপের সে যমরাজ তুল্য কঠোর হৃদয় গলিল, বীর বক্ষ বাহিয়া শত ধারে অজস্র ধারা ছুটিল। দুই এক বিন্দু সূর্য্যকান্তের বক্ষে পড়িল।

সূ। যুবরাজ! বন্ধু! কাঁদিতেছে কেন? তোমার ললাটে এত ঘর্ম্ম কেন? যাত্ন যুবরাজকে ব্যজন কর। দেখিলেন—যাদবী বস্ত্রনী পরিবর্ত্তন করিতেছে, ডাকিলেন— মা! বন্ধুকে একটু বাতাস দেও। কাত্যায়নীর ক্রোড়ে যে মস্তক ছিল, তাহা জ্ঞান ছিল না। কাত্যায়নী দক্ষিণ হস্ত উচ্চ করিয়া তাল বৃন্ত ধরিলেন। প্রতাপ ইঙ্গিতে জানাইলেন—কান্তকে। কিন্তু মানসিক বিপ্লবে কোনরূপ কথা বার্ত্তা বলিলেন না; বালকের ন্যায় সে গণ্ড, চিবুক বাহিয়া অজস্র ধারা ছুটিতে ছিল।

সূ। সুন্দরকে তোমার সহিত দেখিয়াছিলাম ত?

তখন সুন্দর অগ্রসর হইয়া শয্যা পার্শ্বে বসিলেন। সূর্য্যকান্ত বলিলেন—অতিথি আমার আলয়ে, পীড়িতের আলয়ে যথোচিত আদর অভ্যর্থনা কে করিবে?

সু। আপনি সুস্থ হউন এই কামনা, আপনার এদশা আমার জন্য; আমি আপনাকে আরোগ্য না দেখিয়া যাইবনা—আর কালী না করেন, যদি অন্যরূপ তাঁহার মনে থাকে, তবে ভবানীর মন্দিরে এ জীবন চিরসন্ন্যাসে কাটাইব। আমার নির্ব্বাসিত অকিঞ্চিতকর জীবনের জন্য যশোহরের যে সর্ব্বনাশ হইয়াছে, তাহারঋণ সহস্রবার জন্মগ্রহণ করিলেও শোধ ক'রতে পারিব না।

সূ। যাত্ন! সুন্দরকে আমার আলয়ে এখন—তোমারি আলয়ে উপযুক্ত যত্ন করিতে বিস্মৃত হইও না। এমত সময়ে দ্রুত আশ্বপদধ্বনি শ্রুতিগোচর হইল। প্রতাপ ও শঙ্কর দালানাভিমুখে অগ্রসর হইলেন

—তাঁহারা উভয়েই কি যেন অপেক্ষা করিতেছিলেন—কি যেন হইবে —কি যেন নিকট। সূর্য্যকান্ত কি যেন ভাবিয়া "যাদবীর নিজের আলয়" এ কথাটা বলিয়াছিলেন জানিনা কিন্তু যাদবীর হৃদ্‌স্পন্দ হইল. । মাথা ঘুরিল, শেষে সূর্য্যকান্তের হাত ধরিয়া বলিল—আমার আলয়! আমার যে আলয় পায়—কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, আছড়াইয়া সূর্য্যকান্তের পায়ের উপর পড়িল—নিরবে, অন্যের অগোচরে কত অশ্রুবর্ষিত হইল—কে জানে? কিন্তু সূর্য্য কান্ত কি ভাবিলেন, কাত্যায়নীকে ডাকিলেন—মা! যাদু কাঁদিতেছে, আমি কি বলিতে কি বলিয়াছি, তুমি সান্তনা কর। যাদবীর কর্ণে একথা অমৃত বর্ষণ করিল. মুহূর্ত্তমধ্যে সামলাইল, চক্ষুজল মুছিয়া সুন্দরকে সূর্য্যকান্তের বস্ত্রাগার দেখাইয়াদিল পরিচারিকাকে আহ্বান করিয়া তদীয় কার্য্য সৌকার্য্যার্থ প্রেরণ করিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে প্রত্যাগতা হইয়া ব্যজন নিরতা হইল।

শঙ্করও প্রতাপ উভয়ে দেখিলেন, রাজকীয় খাস বরদার। উভয়ের চক্ষু মিলন হইল—প্রতাপের তীব্র জ্যোতির্ম্ময়, শঙ্করের ম্লান।

প্র। বোধ করি পিতাতলব করিয়াছেন।

শ। তাহাই নিশ্চিত—এমত সময় চারজন চণ্ডালিনী রক্ষিত রাজ শিবিকা সূর্য্যেকান্তের আবাসে প্রবিষ্ট হইল।

প্র। শিবিকা আসিবার কারণ?

শ. দেখাযাউক।

ক্ষণ পরে খাস বরদার যথারীতি অভিবাদন করিল। অবনত মস্তকে বুকে হাত বাঁধিয়া যুবরাজকে রাজ স্মরণ জ্ঞাপন করিল। তৎপরে শঙ্করের দিকে চাহিয়া বলিল -মহারাজ দেওয়ান খানায় স্বভ্রাতৃক অপেক্ষায় আছেন, যেরূপ অনুমতি হয়। প্রতাপ অধর দংশন করিলেন, ভ্রূযুগল কম্পিত হইল; সে অনিন্দ্য সুন্দর বীরাকৃতি ঘৃণায়, ক্রোধে রক্তিমাভ হইল। কিন্তু প্রকাশ্যে কোন উত্তর দিলেন না—

শ। যুবরাজ অবিলম্বে দেওয়ান খানায় রাজ চরণ বন্দনার জন্য উপস্থিত হইবেন। তুমি অগ্রসর হও। খাস্‌বরদার সেলাম জানাইল —অবনত জানু হইয়া যুবরাজকে অভিবাদন করিল।

শ। বন্ধু! অবিলম্বে যাওয়াই প্রশস্ত।

প্র। মাত্রা অতিরিক্ত হইয়াছে, তাহা বুঝিতে পারিতেছি।

মুখমণ্ডল ক্রমশঃ দৃঢ়তা ব্যঞ্জক হইল। সে অস্থায়ী ঘৃণা চিহ্ন লোপ হইয়াছিল। তখন উভয় বন্ধুতে সূর্য্যকান্তের নিকট বিদায়ার্থ গেলেন, দেখিলেন—নিপু আসিয়াছে। মহারাণীর ইচ্ছা সূর্য্যকান্তের সুস্থতা লাভ পর্য্যন্ত, নিপু তথায় যাদবীর সাহায্য করিবে। সঙ্গে বাহকগণ স্কন্ধে নানা-বিধ বলাধানোপযোগী খাদ্য সম্ভার।

তৎপশ্চাতে মদন—সে সদা হাস্যময় মুখশ্রী ম্লান; এক্ষণে নিপুর সংবাদ প্রাপ্তির কারণ জানা গেল।

প্র। কান্ত! মহারাজ খাস্‌বরদার দ্বারা তলব করিয়াছেন, সাক্ষাৎ জন্য; এখন বিদায় হই।—প্রতাপের সে স্বর শুনিয়া অর্দ্ধ চৈতন্য রহিত সূর্য্যকান্ত বুঝিলেন—প্রতাপ ক্ষুব্ধ।

স্থ। তুমি যশোহরের যুবরাজ, একজনের জন্য সমস্ত সময় নিয়োগ করিলে, সকল দিক কে রক্ষা করিবে তাহা জানি—কিন্তু বন্ধু! খাস্‌বরদারের তলব কেন?

শ। বোধ করি কোন বিশেষ পরামর্শ আছে।

প্রতাপ রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—মদন! তুমি রহিলে; নিপু! প্রাণাধিকে! তোমার হাত? নিপুর হাত ধরিয়া নিজ মস্তকে স্পর্শ করিয়া বলিলেন—কান্তকে তোমার কাছে রাখিয়া চলিলাম। সে অগাধ সমুদ্রে তরঙ্গ উঠিল—এতদিনে; সে কটাক্ষশূণ্য আয়ত লোচনে হেমন্তের শশির বিন্দু শোভা পাইল। প্রতাপ বন্ধুর ললাট চুম্বন পূর্ব্বক

বিদায় হইলেন—সঙ্গে শঙ্কর যাদবী শঙ্করের দিকে চাহিল, শঙ্কর বুঝিলেন।

শ। মুহূর্ত্ত পরে আমি ফিরিব।

উভয় বন্ধুতে যমুনাতট বাহিয়া দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। প্রতাপ শঙ্করের আশ্বাসে বস্ত্র পরিবর্ত্তনান্তর দেওয়ানখানায় রাজ সাক্ষাৎজন্ত।

রাজাজ্ঞা

(৮)

সেই পরিচিত দেওয়ান খানা সেই রূপেই সজ্জিত, সেই সব। জীতমিত্র যে দিবস বসন্ত রায় কর্ত্তৃক আহূত হয়েন, সেদিনকার সেই দৃশ্য অধিকন্তুর মধ্যে উভয় ভ্রাতায় বর্ত্তমান। রাজা বিক্রমাদিত্য সিংহাসনস্থ নহেন। যখন মন্ত্রী, আত্মীয়, স্বজাতীয়গণের সমাগমে সে খাস দেওয়ান সজীব হইত, তখন উপযুক্ত আসন গ্রহণের আবশ্যকতা হইত। বসন্তরায় সেই চিরাভ্যস্ত ঠেশে উপবিষ্ট, জ্যেষ্ঠ তৎসম্মুখে বিচিত্র তক্তোপরি আসনে ছিলেন। উভয়ে পরস্পর সম্মুখীনভাবে। মধ্যস্থলে উত্তর ভারতের নক্সা বিস্তৃত। বসন্তরায়ের দক্ষিণ হস্ত নক্সার উপর, বামহস্তে আজ পুষ্পগুচ্ছ নহে যশোহরের রাজচিহ্নাঙ্কিত দরখাস্ত নামা।

রা। আমার যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করিব ; তাহার পর মঙ্গল? ঈশ্বর ইচ্ছায় নির্ভর করে।

ব। কিন্তু দূর দেশে, বিশেষ কূটরাজনীতি চক্র পরিপূর্ণ সম্রাট সভায়, বালকের পক্ষে শিক্ষার অনুকূল হইলেও বহুবিধ বিপদ সঙ্কুল সন্দেহ নাই।

রা। দিন দিন ঔদ্ধত্যের পরিমাণ হ্রাস না হইয়া বরং বৃদ্ধি পাইতেছে, কারণও হইতেছে। বাল্যক্রীড়ায় উড্ডীয়মানপক্ষীকে যেদিন চক্ষুবিদ্ধ করিয়া বৈষ্ণব সভায় পাতিত করিয়াছিল, সেইদিন বলিয়াছিলাম— প্রতাপের আচরণ ক্রমে তীব্র হইতে তীব্রতর হইতেছে। তাহার পর সুন্দরবনে সর্ব্বদা শিকার করা ত সাময়িক রীতি বলিয়া গণ্য হইতে পারে না।

প্রতাপের ললাট হইতে ঘর্ম্ম বহির্গত হইল, প্রকাশ্যে ধীরভাবে বলিলেন—

প্র। নির্ব্বাসন?

ব। নির্ব্বাসন নহে! এ ধারণা করিতেছ কেন? কিছুকাল বিদেশ ভ্রমণ ও সম্রাট সভায় শিক্ষালাভ কালে হয়ত তোমার পক্ষে ইহাতে সৌভাগ্যের পথ পরিষ্কার হইতে পারে—বিশেষ বর্ত্তমান দিল্লী সম্রাজ্যের বলাবল সম্বন্ধে একটা নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ সম্যক উপলব্ধি করিতে সক্ষম হইতে পার। আমি তোমার সহিত যশোহর সীমা—ভাগিরথী পদ্মার মোহনা পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া আসিব।

র। প্রস্তুত হওয়ার জন্য কত সময় প্রয়োজন হইবে?

প্র। বোধ করি মহারাজ জ্ঞাত আছেন, সূর্য্যকান্ত আহত? সুস্থ হইলে বিদায় হইব। ক্ষোভে দুই এক বিন্দু অশ্রু ঝরিল। যথা-যোগ্য অভিবাদনান্তর দরখাস্ত নামা বসন্ত রায়ের হস্তে প্রদান পূর্ব্বক বিদায় লইলেন।

র। ভাই বল্লভ! কি বুঝিলে?

ব। হায়! মৃতা মহারাণী জীবিতা থাকিলে একার্য্য করিতে পারিতেন না।

র। যাহা করিয়াছি তাহা নিশ্চিত। দীর্ঘ নিশ্বাস ছাড়িয়া বলিলেন—হায়! মাতৃহীন বালক! একান্ত কর্ত্তব্য, এ জন্য আজ তোমাকে প্রবাস দণ্ডে দণ্ডিত হইতে হইল!

তখন উভয় ভ্রাতায় অনেক প্রকার কথাবার্ত্তা হইল, তন্মধ্যে সারাংশ এই যে, যশোহরের মহারাণী হয় পুত্র নয় পুত্রবধূ কাছে না থাকিলে যশোহর পরিত্যাগ করিবেন; সুতরাং পুত্রবধূ কাছে থাকিবেন। উভয় ভ্রাতায় নিজ নিজ চিন্তায় দেওয়ান খানা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

যুবরাজ্ঞী

(৯)

প্রতাপ দেওয়ান খানা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া শঙ্করের নিকট আগত হইলেন। সেই পরিচিত বৈটক কিন্তু গৃহস্বামী আজ ধীর, একাগ্র চিত্তে নকৃসা দেখিতেছিলেন না। উৎকণ্ঠিত, অনিয়মিত পদক্ষেপে গৃহপ্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে ভ্রমণ পরায়ণ। প্রতাপের সে অভিমান পূর্ণ ক্ষোভ ব্যঞ্জক চক্ষুর দিকে চাহিলেন, বুঝিলেন—যাহা আশঙ্কা করিয়াছিলেন—তাহা নিকট। প্রতাপ দৃঢ় পদে গৃহে প্রবেশ করিলেন—বিনাবাক্য ব্যয়ে নিজ নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন—অসংযত ভাবে।

শ। বন্ধু! এত শীঘ্র কেন?

প্র। যশোহরে যত বিলম্ব কম হয় ততই মঙ্গল।

শঙ্কর প্রমাদ গণিলেন, কি ভাবিয়া বলিলেন—তুমি অন্দরে যাও, আমি কান্তের আবাসে যাইব। সন্ধ্যার পূর্ব্বে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তোমাকে লইয়া যাইব।

প্র। এখনই কান্তের আবাসে যাইব, রাজদুর্গে আমার স্থান সংক্ষেপ হইয়াছে।

শ। আশ্রিত ব্রাহ্মণ সন্তানকে বন্ধু বলিয়াছ—এই সাহসে অযথা প্রশ্রয় লই, ক্ষুণ্ণ হইবে কি?

প্র। তোমার ভনিতা আর তোমার যমুনা তট রাখিয়া নির্ব্বাসনে যাইবার নিতান্তই ইচ্ছা হইয়াছে। ভাল তাহাই—

শঙ্কর এ কথায় মর্ম্ম পরিষ্কার বুঝিলেন না, কোমল স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—

শ। দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান বহুদিন প্রবাসে যাপন করিয়াছে, নির্ব্বাসন তাহার পক্ষে বিশেষ গুরুতর দণ্ড নহে। যদি এ অনাথ ব্রাহ্মণ সন্তানের নির্ব্বাসনে পিতাপুত্রের মনোমালিন্য দূর হয়, হায় বন্ধু! শঙ্কর সর্ব্বাগ্রে সে জন্য প্রস্তুত আছে।

এবার সে কুঞ্চিত ললাট প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল, সংযত মুখশ্রী পুলকিত হইল। ক্ষিপ্র হস্তে শঙ্করকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিলেন।

প্র। বন্ধু! রাজাজ্ঞায় তোমার প্রতাপের উপর দিল্লীতে সম্রাট সভায় যশোহরের প্রতিনিধিত্ব করিতে হুকুম হইয়াছে।

শ। কবে যাইবার অনুমতি হইয়াছে?—শঙ্কর অন্যমনস্ক ভাবে কি ভাবিলেন।

প্র। সূর্য্যকান্তের সুস্থতা লাভের বিলম্ব মাত্র।

শ। বন্ধু! এ নির্ব্বাসনেও শঙ্কর সর্ব্বাগ্রে প্রস্তুত।

প্রতাপ শঙ্করের হাত ধরিলেন, ধীরভাবে বলিলেন—কান্তকে একথা এখন জানাইবার আবশ্যক নাই। অন্দরে প্রবেশ করিলেন। বহুতর চত্বর, সোপাণ, মহাল অতিক্রান্ত হইল—তখন সেই চিরপরিচিত শয়ন কক্ষ—কিন্তু হায়! এত শূন্য—মনে ভাবিলেন,—ভুল আমারই। আজ মনের আবেগে দিবস মানে সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি। ধীর পদক্ষেপে বস্ত্রাগারে প্রবেশ করিলেন। গম্ভীর কণ্ঠে ডাকিলেন—নন্দিনী! নন্দিনী যুবরাজ্ঞীর একজন সহচরী, ক্ষণমাত্র পরে নন্দিনী অভিবাদন করিল—পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তনের সহায়তা করিল।

প্র। নন্দিনী! বেলা কত?

ন। প্রায় দ্বিপ্রহর, স্নানাগারে যুবরাজের আগমনাপেক্ষায় ছিলাম।

প্র। দ্বিপ্রহর! ভুল হইতেছে কি? নন্দিনী অপ্রতিভ হইল কিন্তু যুবরাজের স্নানাগার অভিমুখে অগ্রসর হইল। তৈল মর্দ্দনের সময় নন্দিনী দেখিল, বক্ষে সামান্য ক্ষতচিহ্ন—নূতন—শুষ্ক রক্ত লেপিত।

চমকিল—যুবরাজের—যশোহর যুবরাজের বক্ষে আঘাত! স্বম্ভিত, কিং কর্ত্তব্য বিমূঢ় হইল। প্রতাপ অন্য মনস্ক ছিলেন—ভাবিতেছিলেন—সেই ক্রীড়া যুদ্ধ, সেই মদন—সেই হরিহর—সেই সুন্দর—আর সেই সূর্য্যকান্ত—হায়! যদি ভবানী আমার সহায় থাকেন, কান্ত বাঁচিবে না কি? আর ভাবিতেছিলেন—কান্তের সে অদ্ভুত ক্ষমতা—নির্ব্বাসন? হায় মাতৃহীনা নাগ বালিকা! যশোহরের মহারাণি! এইরূপ কত কি ভাবিতেছিলেন, হঠাৎ নন্দিনীর দিকে দৃষ্টি পড়িল, জিজ্ঞাসা করিলেন—

প্র। নন্দিনি! কি দেখিতেছ?—কিন্তুউ ভয়েই উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই নিজ বক্ষ পানে চাহিয়া বিস্মিত হইলেন। স্বাভাবিক কোমলস্বরে বলিলেন—যশোহর যুবরাজের অনুরোধ—এ বৃত্তান্ত মহারানী অবগত না হন।

নন্দিনী মস্তক অবনত করিয়া সম্মতি জানাইল। প্রতাপ স্নানাহ্নিক সমাপনান্তর ভোজনে আসিলেন। সম্মুখে অবগুণ্ঠনাবৃতা ব্যঞ্জন কারিনী কে? পার্শ্বে যশোহরের মহারাণী প্রতাপের পৃষ্ঠে হস্তাবমর্দন করিতেছিলেন—পশ্চাতে নন্দিনী চামর হস্তে ব্যজন নিরতা।

ম! প্রতাপ! আহারে আসিয়া কোন কথা কহিতেছ না যে!

প্র। ভাবিতেছিলাম—বিলম্ব হইয়াছে তাই। পিতৃব্যঠাকুর আহার করিয়াছেন কি?

ম। এই মাত্র আহার করিয়াছেন। আজ দেওয়ান খানার উভয় ভ্রাতায় তোমার তলব হইয়াছিল কেন? প্রতাপ চমকিলেন—ভাবিলেন—ছোটমা!, তোমার প্রতাপ যে নির্ব্বাসনে চলিল। আর ভাবিতেছিলেন—আহারের সময় এ সুখ, হয়ত জীবনে আর ঘটিবে না। প্রকাশ্যে বলিলেন—

প্র। ছোটমা! পিতৃব্যঠাকুর কিছুই বলেন নাই কি?

ম। তিনি বলিলেন—সম্রাটের সভায় উচ্চ শিক্ষা, রাজনীতি ও

আমীর, ওমরাহগণের সহিত পরিচয় হেতু মহারাজা কিছু সময়ের জন্ম তোমাকে দিল্লী পাঠাইতে মনস্থ করিয়াছেন। প্রতাপ ভাবিলেন— পিতাত নির্ব্বাসন দিয়াছেনই। তারপর পিতৃব্য! মহারাণীর নিকটএ প্রবঞ্চনা কেন? বস্তুতঃ মহারাণী, পুত্রের একান্ত পক্ষপাতিনী তাহা বসন্তরায় জানিতেন। সুতরাং ভ্রাতাও পত্নী উভয়ের মনস্তুষ্টির জন্ম যথা সম্ভব প্রকৃত কথা আচ্ছাদনের চেষ্টা করিয়াছিলেন।

প্র। রাজাজ্ঞায় কাম্মের আরোগ্য লাভের পর দিল্লী যাত্রা করিব।

মহারাণীর মুখমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হইল, ক্ষুব্ধস্বরে বলিলেন—

ম। আজ উনবিংশবর্ষ যে ব্যক্তি বুকের রক্তদিয়া মানুষ করিয়াছে, তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসার অপেক্ষা না করিয়া এ হুকুম হইবার কারণ?

প্র। ছোটমা! তোমায় প্রতাপের সর্ব্বকার্য্যে মহারাজ তীক্ষ্ণতা দেখিতেছেন, তাই এ নির্ব্বাসন উদ্দেশ্ত।

ম। নির্ব্বাসন?

সে সংক্ষুব্ধ মুখশ্রী তীব্র জ্যোতির্ম্ময়ী হইল, সে মহিমা মণ্ডিত মস্তক উন্নত হইল, দৃঢ়তায় সহিত বলিলেন—নির্ব্বাসন? কাহার সাধ্য? রাজা-মহারাজ আমি এ কার্য্যে মানিব না। আজ উনবিংশ বৎসর বুকের শোনিত শুষ্ক করিয়া মানুষ করিয়াছি, কোন্ ধর্ম্মে সে পুত্রের উপর তাঁহাদের অধিকার? বিচার? বিচার প্রজার সময়! আমি তবে যশোহরের মহারাণী কেন? সামান্ত দরিদ্র প্রজার অধিকার হইতেও বঞ্চিত হইব, এ কোন নীতিশাস্ত্রে লিখিয়াছে? এমন কি অপরাধ হইয়াছে জানি না। যদি আমার পুত্রের বিস্তীর্ণ যশোহর রাজ্যে স্থানাভাব হয়, আচ্ছা নির্ব্বাসনে? এরূপ কপট যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব উত্থাপন না করিয়া রাজোচিত দণ্ডে সাধারণ প্রজার ন্যায় দণ্ডিত করিয়া ক্ষোভ মিটিত না কি? শুনপ্রতাপ! নির্ব্বাসন তোমাকে কে বলিয়াছে? এ অবিচার পূর্ণ যশোহর প্রদেশ পরিত্যাগ করিব। সাহেন সা দাউদের অসময়ের সুহৃদ

কুচবিহারাধিপের নিভৃত রাজত্বে মুষ্টি পরিমাণ মৃত্তিকা ভিক্ষা করিয়া, তোমাকে বুকে বাঁধিয়া ভাবানীর নামে আশ্রয় লইব। যদি কখনও স্বামী, গুরুজন, ইষ্টদেবকে ভক্তি করিয়া থাকি, যদি কখনও তোমাকে প্রাণ ভরিয়া ডাকিয়া থাকি, যদি ইহ জগতে আমার কিছু মাত্র পুণ্য কীর্ত্তি থাকে—আমার আশীর্ব্বাদে আমার বাছা রণে বনে, অরণ্যে সম্রাট সভায়, যেখানে যাউক না কেন, যেন সর্ব্বত্র জয়লাভে সমর্থ হয় —এই প্রার্থনা।

তখন প্রতাপের চক্ষু বাহিয়া কয়েক বিন্দু অশ্রু থালায় পড়িল—আহার বন্ধ হইল। সে অবগুণ্ঠনবতী কম্পিত হস্তে রজত পাত্রে হস্ত ধৌত করিয়াদিল, প্রতাপ নিজে মুখ প্রক্ষালণ করিলেন। মহারাণী বস্ত্রাঞ্চলে মুখ মুছাইয়া দিলেন, কোমল কণ্ঠে ডাকিলেন—মা! যশোহরের লক্ষ্মি! প্রতাপের তাম্বুল চন্দনাদি লইয়া যাও। দৃঢ়তার সহিত প্রতাপের হস্তে ধরিলেন—প্রতাপ! আমার সহিত আইস। আজ অবিলম্বে বুঝা উচিত যশোহরে আমাদের মাতাপুত্রের স্থান সংক্ষেপ কি জন্য? প্রতাপের সে আত্মনির্ভরতা পূর্ণ দৃষ্টি এখন কোথায়? বক্ষবাহিয়া অজস্র ধারা ঝরিতেছে কেন? কাতরে ডাকিলেন—ছোটমা!—মহারাণী ফিরিলেন।

প্র। তুমি বিমুখ হইলে যশোহর উৎসন্ন যাইবে, ভবানী অপ্রসন্না হইবেন, যশোহরের দীন দুঃখী কাহার মুখ চাহিবে? নিরাশ্রয়ের আশ্রয় কে হইবে? এ রাজপুরী শ্মশান হইবে। আর সর্ব্বশেষে পিতা পিতৃব্যের সহিত মুখ দেখাদেখি বন্ধ হইবে। তোমার প্রতাপের কোষ্ঠীতে পিতৃ-দ্রোহিতার উল্লেখ আছে, এখন হইতে কি দেশ দেশান্তরে, রাজসভায়, নগরে, গ্রামে, আত্মীয়, অনাত্মীয় নির্ব্বিশেষে সে বিষয় আলোচিত হইয়া কলঙ্ক ভাগী হইব? এ কথায়—এই শেষ কথায় প্রতাপের জয় হইল—মহারাণী অধর দংশন করিলেন, হস্তস্থিত অপূর্ব্ব কারুকার্য্য খচিত কুঙ্কুম

পাত্র দূরে নিক্ষেপ করিলেন—চূর্ণ হইয়া গেল। অতি ক্ষুব্ধ বাষ্প রুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—কিন্তু আমার কন্যা?

প্রতাপের চক্ষে সে অজস্র ধারা পুনরায় ছুটিল, কণ্ঠ রুদ্ধ হইল, ইঙ্গিতে সন্মতি জ্ঞাপন করিলেন। চরণ বন্দনা করিয়া সেই চির পরিচিত শয়ন কক্ষে আসিলেন। আর যশোহরের মহারাণী? রোষে ক্ষোভে, মনস্তাপে, অনাহারে সে মহিমা মণ্ডিত জগন্মতার প্রতিকৃতি নির্জ্জীব, ওষ্ঠ কাটিয়া শোণিত নির্গত, ললাটে কঙ্কণাঘাত, ভাবিতেছিলেন—যশোহর রাজ্যে আমার জন্য বিচার প্রার্থনা করে—এমত ব্যক্তি কেহ নাই! হায়! বোধ করি আরও ভাবিতেছিলেন—সামান্য প্রজার সহিত আমার অবস্থা পরিবর্ত্তনেও বুঝি আজ সৌভাগ্য ছিল।

প্রতাপ শয়ন কক্ষে আসিলেন—একি! সে তাম্বুল, চন্দন পাত্র, চামর ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত; আর সেই নীল পারস্য জাত মখমল বিছান মেঝের উপর সে ছিন্ন স্বুবর্ণ বল্লরী পতিত—নিশ্চেষ্ট—সে অবগুণ্ঠন কোথায়? কণ্ঠহার, উড়ানা, যশোহরের রাজচিহ্নাঙ্কিত কবরী বেষ্ট—আজ ছিন্ন—সমস্ত মেঝে গড়াগড়ি। আর সেই বৈশাখী নীরদ বিনিন্দী রক্তপুষ্প প্রথিতা বিলুল কেশদাম ছড়াইয়া পড়িয়াছে। প্রতাপ ক্ষুব্ধ করুণা মাখা দৃষ্টিতে একবার, দুইবার, কতবার দেখিলেন—যেন নীল যমুনা হৃদয়ে পূর্ণ চন্দ্রোদয়ের প্রতিকৃতি ভাসিতেছে। শেষে হাত ধরিয়া উঠাইলেন, কোমলকণ্ঠে ডাকিলেন—যশোহরের রাজলক্ষ্মি! এত কাতর হওয়া কি যুবরাজ্ঞীর কর্ত্তব্য? শরৎ যুবরাজের মুখপানে কাতর দৃষ্টিতে চাহিল মাত্র—কিছু বলিল না।

মেঘাচ্ছন্ন কৌমুদী রাশির ন্যায় সে লাবণ্য প্রভাহীন, স্তিমিত। প্রতাপ পুনরায় ডাকিলেন—কোন উত্তর দিল না। কম্পিত চরণে অগ্রসর হইয়া সে বিশাল বক্ষে, সে ইন্দ্রানী বাঞ্ছিত মস্তক লুকাইল—শতধারে সে বীর হৃদয় আর্দ্র হইল, বোধ করি উভয়েরই নয়নাসারে।

প্র। যশোহরের রাজলক্ষ্মি! এ বিস্তীর্ণ যশোহর রাজ্যে আমার স্থান সংক্ষেপ হইয়াছে—প্রতাপ আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন—তখন নির্ব্বাক কম্পমানা বালিকা মুখ উঠাইল—ক্ষুব্ধ স্বরে বলিল—

যু। তবে আমার ও তাই।

প্র। সে আত্মীয় বন্ধু হীন স্বজন বর্জ্জিত দূরদেশে তোমাকে যাইতে আছে কি?

যু। হায় যশোহরের যুবরাজ!—বালিকা স্বগর্ব্বে মস্তক উঠাইল, দাঁড়াইল—এবার চরণ কম্পিত নহে: বলিল—

যু। এ হৃদয়ে স্বপ্নে ও ভাবি নাই যে, যশোহরের যুবরাজ নিজ পত্নীকে বিপদ পূর্ণ স্থানে রক্ষায় শঙ্কা করেন।

প্রতাপের বীর হৃদয় স্ফীত হইল, সহস্র শিখায় ধমনী মধ্যে বিদ্যুৎ প্রবাহ ছুটিল—কিন্তু পরক্ষণেই সে অনিন্দ্য সুন্দর দিব্যকান্তি পুলকময় হইল; আদরে ডাকিলেন—

প্র। নাগিনি! এতদিনে এই বুঝিলে কি?

যু। নাগিনী বুঝিয়াছে তাহার শিরোমণি এইরূপে অপহৃত হইতেছে। ভবানীসহায়! আমি তোমায় বিস্তীর্ণ রাজ্যের ক্ষুদ্র প্রজাকন্যা, আমাকে এ বিপদ পূর্ণ ঐশ্বর্য্য মধ্যে আনয়ন করিয়া দলিত করিলে ধর্ম্মে সহিবে কি?

প্র। হায় মাতৃহীনা নাগ বালিকা! আজ ভবানী সহায় তোমার এ কথার উত্তর দানে অসমর্থ।—শরৎ পুনরায় প্রতাপের বিশাল বক্ষে মস্তক রাখিল—

যু। কিন্তু আমি জানি—যশোহর দুর্গে আমি আমার স্থান সংক্ষেপ হউক আর যশোহর প্রদেশে নাগিনীর স্থান না থাকুক—এ বিশাল দুর্গে আমি আশ্রিতা—রাজ ধর্ম্মে আশ্রিত ত্যাগের বিধি নাই।—প্রতাপ কম্পিত কণ্ঠে ডাকিলেন—

প্র। মহারাণীর নিকট প্রতিশ্রুত হইয়াছি—তাঁহার কন্যা তাঁহাকে দিয়া যাইব। নাগিনী মস্তকোত্তলন করিল—ধীরে বলিল—

যু। মাতার নিকট সন্তানের ঋণ শোধ—মহারাণীর স্নেহ- মাতৃ হীনার মা হওয়া সহস্রবার জন্ম গ্রহণে ও এ ঋণ শোধ হইবে না—কিন্তু হায় ! নাগিনীর সহস্র অকৃতজ্ঞ অখ্যাতি হইলে ও, নাগিনী মণি হারাইতে অক্ষম—আমি দীন প্রজা কন্যা মাত্র ; ভবানী সহায়ের নিকট, পৃথিবীর প্রিয়তমের নিকট বিচার প্রার্থিনী। আমি যশোহরের রাজ্য চাহি না, রাণী হইতে পারিব না, রাজনীতিতত্বে আমার প্রযোজন নাই।— হাঁপাইয়া প্রতাপের বক্ষে আছাড়িয়া পড়িল, অনেক কান্না কাঁদিল। শরৎ ! তোমার অবগুণ্ঠন কোথায় ? নাগিনি ! উন্মাদিনী হইবে কি ? প্রতাপ কত কি ভাবিলেন, শেষে চিরাকাঙ্খিত দেহভার নাগ বালিকাকে উঠাইলেন, অতিধীরে বলিলেন—

প্র। আজ উনবিংশ বৎসর যাঁহার বক্ষের শোণিত পান করিলাম—তাঁহার নিকট যশোহর যুবরাজের প্রতিশ্রুতি স্মরণ কর, যদি তাঁহার এক দিনেরমনস্তুষ্টি জন্য আমার হৃদয় পিণ্ড ছেদন করিয়া রাখিয়া যাইতে হয়—তাহাও কর্ত্তব্য। হায় নাগিনি ! তোমার ভবানী সহায়ের স্নেহ ঋণ শোধের জন্য তোমার দায়িত্ব নাই কি ?—এ কথায় নাগিনী হৃদয়ে সহস্রবজ্রাঘাত হইল। প্রতাপ জয়ী হইলেন—কিন্তু উৎফুল্লতা কই ?

তখন নন্দিনী দ্বার পার্শ্ব হইতে বিনম্র বচনে বলিল—যুবরাজ্ঞি ! মহারাণী স্মরণ করিয়াছেন। প্রতাপ বুঝিলেন—শরৎ ও বুঝিল, আহারার্থে। ইচ্ছাত নাই কিন্তু অগত্যা মহারাণীর স্মরণ, উপেক্ষাত করিতে পারেন না। তখন চক্ষু জল মুছিলেন, আবার, পুনরায় কিন্তু কই শুষ্ক ত হয় না ? তখন অবগুণ্ঠন অধিকতর লম্বিত করিলেন—শশুর

উদ্দেশে চলিলেন। দ্বার পার্শ্ব হইতে ফিরিলেন—প্রতাপের পায় মাথা রাখিয়া কাতরে বলিলেন—

যু। নাগিনীর শিরোমণি! মহারাণীর পুত্র বিয়োগে কন্যা রহিল; তোমার এত আদরের নাগিনীর কি রহিল?—প্রতাপ যাদবী প্রদত্ত ছবির দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিলেন। প্রতাপ! যাদবী প্রদত্ত দ্বিতীয় চিত্র দেখিয়া ক্ষোভ মিটিয় ছিল কি?

যু। এই জন্য কি বন্ধুর দ্বিতীয় উপহারে আত্মহারা হইয়াছিলে? সে চিত্রে ত ক্ষোভ মিটে নাই; আদর্শের জন্য মূল্যবাণ জীবন হারাইতে বসিয়াছিলে কেন?

প্রতাপ নিজ বিশাল বক্ষে হস্তার্পণ করিয়া বলিলেন—

প্র। যদি এ কথা স্মরণ থাকে যে—এ অজেয় দুর্গ তোমারই'—তবে তোমার না রহিল কি? দৃঢ়রক্ষিত দুর্গ, সহস্র যোজন ব্যবধান হইলেও দুর্গস্বামিনীর অধিকার অবিসংবাদী।

প্রতাপ সে ক্ষুব্ধা, মর্ম্মহতা, মাতৃহীনা বালিকাকে বিশাল বক্ষে ধরিলেন—আর সেই কুসুম সুকুমার গণ্ডে প্রাণভরিয়া চুম্বন করিলেন—সে ছিন্ন বল্লরী সজীব হইল, উৎফুল্ল লোচনে প্রতাপের সে অনিন্দ্য সুন্দর মুখশ্রী দেখিল—ভাবিল—কাহার এমন আছে? বুক বাঁধিব—জন্ম জন্মান্তরেও কি পাইব না? আমি বামন হইয়া চন্দ্রমা প্রণয়ে মুগ্ধ হইয়াছিলাম, হায়! তাই আজ এ দশা। তবে—তবে যদি কৃষ্ণপক্ষ গতে চন্দ্রমা দর্শন জগতের জীবজন্তু সকলের ভাগ্যে ঘটে, হায়! ভবানি! যশোহরেশ্বরি! এ চন্দ্রমা কি আমার ভাগ্যে একদিনও এ জন্মে প্রসন্ন হইবে না?

তখন অশ্রুজল মুছিলেন, স্মরণ হইল—মহারাণী ডাকিয়াছেন, মনে ভাবিলেন—ছি! আজ আমার হইল কি? প্রতাপের চরণে সে রাজেন্দ্র বাঞ্ছিত মস্তক স্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। প্রতাপ আবার প্রাণ

ভরিয়া চুম্বন করিলেন। বালিকার সে রক্তিমাভ তনুশ্রী লাবণ্যময় হইল। প্রস্থান কালে মর্ম্মান্তিক স্নেহজড়িত স্বরে বলিল—প্রাণাধিক—নিষ্ঠুর !

এতক্ষণে প্রতাপের দুর্ভেদ্য দুর্গের কপাট ভাঙ্গিল—আকাশ পাতাল—সূর্য্যকান্ত—কত কি ভাবিতেছিলেন। যুবরাজ্ঞী মহারানীর উদ্দেশে চলিলেন—পথে নন্দিনী আজকার ব্যাপারে নন্দিনী বড় দুঃখিতা হইয়াছিল। বোধ করি ভাবিতেছিল—ভগবান যেন আমায় কখনও রাণী না করেন।

নন্দিনী অগ্রে চলিল—প্রতাপের ভোজনাবশেষ পার্শ্বে দাঁড়াইল। কিন্তু শরৎ সে গৃহ প্রবেশ মাত্র চমকিল—হায় ! যাহার কটাক্ষে সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় হয়, সে মহারাণী ধুলায়, শরৎ হাত ধরিল, বলিল—মা ! তুমি না খাইলে আমি খাইব না। মহারাণী শরৎকে প্রতাপের ভোজনাবশিষ্ট আসনে বসাইলেন, নিজে সম্মুখে। স্বাভাবিক ধীর ভাবে বলিলেন—আমার পুত্রের আহার হয় নাই, আমি খাইলাম না। তুমি যখন সন্তানের মুখ দেখিবে—তখন যাহা ভাল হয় করিও। তুমি যশোহরের রাজলক্ষ্মী, তোমার উপবাসে বাছার অমঙ্গল হইবে যে। শরৎ বসিল,—কাঁদিল কিন্তু খাইতে পারিল না। কখন শুদ্ধ ব্যঞ্জন মুখে দিল, কখনও অন্নে হাত দিয়া আকাশ পাতাল ভাবিল, শেষে প্রাণ ভরিয়া জলপান করিল। নন্দিনী জল ঢালিয়া দিল, হস্তমুখ প্রক্ষালন করিয়া মহারাণীকে উঠাইল।

যু। মা! আমি আহার করিয়াছিত। এখন কন্যার অনুরোধ ত্যাগ করিবেন কি ?

ম। প্রতাপ আজ মর্ম্মাহত। বিশেষ কান্তের অসুস্থতায় উন্মনা। নিজে তুমি ব্যজন করিতে যাও।

যু। তুমি যে মাতৃহীনের মা, আর এ দুঃখিনী নাগ বালিকার আশ্রয়। তোমাকে অনাহারে রাখিয়া আমি কোথায় যাইব ?

কিন্তু হায়! সে কথা মহারাণীর মর্ম্মে আরও বাজিল, মাতৃহীনা বালিকাকে বুকে ধরিলেন-তখন মাতা ও কন্যায় আকুল প্রাণে কাঁদিলেন। মহারানীর আহার হইল না আর সেদিন সহচরীবর্গের ও আহার হয় নাই—সেই এক একাদশী—আর আজ এক একাদশী। একথা প্রতাপ নন্দিনীর নিকট অবগত হইলেন। ক্ষেত্রপদে অন্দর হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। নিজ নির্দ্দিষ্ট রক্ষী বেষ্টিত হইয়া ভবানী মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। পুরোহিত তখন বিশ্রাম পরায়ণ ছিলেন অসময়ে যুবরাজের আগমনে পূজার্চ্চণার আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন প্রতাপ সর্ব্বপ্রথমে সেই ক্রীড়া যুদ্ধ নিমন্ত্রিত যোধগণের প্রত্যেকের বস্ত্রাবাসে শিষ্টাচারে আপ্যায়িত করিয়া, তাঁহাদের নিকট হইতে বিদায় লইলেন নির্দ্ধারিত হইল—কল্য প্রত্যুষে সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিবেন তখন সেই কুঙ্কুম বর্ণ পরিচ্ছদাবৃত দেহ গৌরকান্তি গোবিন্দ রায় সরক্ষী আগমন করিতেছিলেন—যোধগণের শিষ্টাচারের ভার তাঁহার উপর অর্পিত ছিল—প্রতাপ ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিলেন. বলিলেন—প্রত্যুষে যোধগণের প্রত্যাবর্ত্তন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে. উপযুক্ত ব্যবস্থার ক্রুটী না হয় বংশের অখ্যাতি একের হইলে সকলের হয়।

গো। সূর্য্যকান্ত আহত শুনিতেছি, তথাপি এই কার্য্যের অবসর অভাবে একবার দেখিতে পারিলাম না। যদি অন্যের উপর এ ভার অর্পণ করেন বাধিত হই। আজ আপনার মুখশ্রী মলিন কেন ?

প্রতাপ হাঁসিয়া বলিলেন—ভাই! তুমি বালক, তোমার শুনিয়া কি হইবে ? গোবিন্দরায় ভাবিলেন—এক বৎসরের বয়ঃ কনিষ্ঠ হওয়াতে বালক হইলাম ?—প্রকাশ্যে বলিলেন—

গো। দাদা! আপনি যদি দুই দণ্ডকাল এখানে আমার ভার

লয়েন, আমি সূর্য্যকান্তকে একবার দেখিব। প্রতাপ স্নেহভরে ভ্রাতাকে আলিঙ্গন করিলেন, বলিলেন—আইস! উভয় ভ্রাতায় ভবানীর অর্চ্চনা করিয়া নির্ম্মাল্য গ্রহণ পূর্ব্বক কান্তকে দর্শন করিতে যাইব। উভয় ভ্রাতায় মন্দির মধ্যে প্রবিষ্ট হইলেন। যথারীতি অর্চ্চনান্তর কাতর কণ্ঠে ডাকিলেন—

প্র। ভবাণি! তোমার ভবানী সহায়, কান্তের আরোগ্য কামনায় নির্ম্মাল্য প্রার্থনা করে। দেশে দশে সকলে জানে তুমি যে আমার সহায়। মা! পাষাণময়ি! গত কল্য ক্রীড়া যুদ্ধে নরমুণ্ড উপহার দিয়াছি তৃপ্ত হও নাই কি? আশীর্ব্বাদ কর যেন সর্ব্ব দেশে তোমার ভবানী সহায় জয়লাভে সমর্থ হয়। যদি তোমার আশীর্ব্বাদ অক্ষুণ্ণ থাকে—কান্তের যে আন্তরিক অভিলাষ সহস্র সহস্র দুর্ব্বৃত্তের ছিন্ন মুণ্ডে তোমাকে মাল্য পরাইবে। কিন্তু মা! তোমার চির অনাথ কান্ত আজ যে চরম শয্যায়, বিস্মরণ হইয়াছ কি? অকৃতি, মাতৃহীন, পিতৃ ত্যক্ত সন্তানকে ভুলিবে কি? আজ যে রাজাজ্ঞায় তোমার প্রতাপের নির্ব্বাসন দণ্ড হইয়াছে; ভবাণি! প্রতাপ, তোমার চরণামৃত হইতে বঞ্চিত হইতে বসিয়াছে—দেখিবে না কি? হায়! পাষাণ প্রতিমা কাঁপিল না—তখন লম্ফ দিয়া ভবানীর খড়্গ ধরিলেন—

প্র। যদি রাজশোণিত ভিন্ন অস্পৃশ্য শোনিতে তৃপ্তি হইয়া না থাকে, তবে—

সে পাষাণ প্রতিমা কাঁপিল, সে বাম হস্তধৃত খড়্গ প্রতাপের শিরোস্পর্শ করিল, প্রতাপ ভূমে লুটাইয়া ডাকিলেন—পাষাণি! প্রতাপ যে নির্ব্বাসন দণ্ডে কান্তের আরোগ্য লাভ পর্য্যন্ত সময় পাইয়াছে—জান না কি? ভয়ঙ্কর তেজে সে পাষাণ প্রতিমা কাঁপিল, গোবিন্দ রায় প্রমাদ গনিলেন। গম্ভীরে উত্তর হইল—আমার খড়্গ স্পৃষ্ট শির অঙ্গের অভেদ্য, বৎস!

নির্ম্মাল্য গ্রহণ কর। তখন প্রতাপ কাতরে ডাকিলেন—ভবাণি! পুত্র বাৎসল্য স্মরণ রাখিও—দুঃখিনী নাগ বালিকাকে, যশোহরের মহিমা-ময়ী মহারাণীকে, অনাথিনী বাল্য সহচরী প্রাণাধিকা নিপুকে, আর তোমার সাধের যশোহর নগরীকে দেখিও—প্রতাপ বিদায় হয়। হায় মা! তোমার চিরাশ্রিতভবানী সহায়কে শৈশবে মাতৃহীন করিয়াছ—তৎ-পরিবর্ত্তে স্নেহময়ী মাতা পুনরায় দিয়াছিলে—স্নেহপাত্র বন্ধু দিয়াছিলে, না দিয়াছিলে কি? কিন্তু হায়! আজ রাজাজ্ঞায় নির্ব্বাসনে চলিলাম, সব রহিল, তোমার কৃপা আমার একমাত্র সম্বল, হৃদপিণ্ড উদ্‌পাটন কর কিন্তু আমার ভবানীর সহায় নাম ঘুচাইও না—এই কামনা'—পাষাণ প্রতিমা আবার কাঁপিল, স্নেহপূর্ণ কোমল স্বরে উত্তর হইল—প্রতাপ! তুমি যে আমার বর পুত্র। প্রতাপ নির্ম্মাল্য গ্রহণান্তর বিদায় হইলেন—সঙ্গে গোবিন্দ রায়, বিস্মিত—বাঙনিষ্পত্তি শূন্য।

ত্বরিৎ গতিতে সূর্য্যকান্তের আবাসে উপস্থিত হইলেন। দেবির নির্ম্মাল্য ও চরণামৃত যাদবীর হস্তে প্রদান করিলেন, সূর্য্যকান্ত তখন নিদ্রিত। যাদবীর যথারীতি ঔষধ সেবনে ও অনিদ্র চেষ্টায়, নিপুর শুশ্রূষায়, শঙ্করের তত্ত্বাবধানে শোণিতস্রাব জনিত মোহ অপনীত হইয়া-ছল, কিন্তু আরোগ্যের পথ বহু দুরবর্ত্তী। গোবিন্দ রায় ধীরে সূর্য্যকান্তের পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিলেন; সুন্দর, নিপু ও যাদবী অভিবাদন করিল, শঙ্কর আশীর্ব্বাদ করিলেন, মদন ঈষৎ মস্তক অবনত করিল কিন্তু উঠিল না, কাত্যায়নী গৃহান্তরে প্রতাপ ও গোবিন্দের জলযোগের আয়োজনার্থ ছিলেন। রাজবৈদ্যের উপদেশ ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা হইল। তৎপরে প্রতাপ উঠিয়া নিপুকে সঙ্গে আসিতে ইঙ্গিত করিলেন, উভয়ে দালানে প্রবৃষ্ট হইলেন। নিপু প্রতাপের সে ম্লান মুখশ্রী দেখিয়া ভাবিল—সূর্য্য কান্ত আহত এই জন্যই কি? না, তাত নয়, খাস বরদারের তলব হইয়াছিল, না জানি পিতাপুত্রে কি হইয়াছে?

নি। প্রতাপ! এত ব্যস্ততার সহিত আহ্বান করিলে কেন?

প্র। মহারাণী, তোমার রাণী কন্যা, আর রাজ অন্তঃপুরস্থ শুদ্ধ সকলের আজ একাদশী হইয়াছে, এ বিপদে উদ্ধারের উপায় তুমি ভিন্ন দ্বিতীয় নাই। সন্ধ্যার পরে পুনরায় আসিব, এখন তবে চলিলাম।

ভাবিল—বৃত্তান্ত শঙ্করের নিকট অবগত হইবে। নিপু. যাদবী ও কাত্যায়নীর নিকট শীঘ্র প্রত্যাগমনের অঙ্গীকারে বিদায় লইল. গোবিন্দ রায় সূর্য্যকান্তের আঘাত ও অন্যান্য বৃত্তান্ত শঙ্কর প্রমুখাত অবগত হইতেছিলেন। আক্ষেপ করিয়া বলিলেন—কল্য প্রাতে যোধগণের স্বদেশ গমনের ব্যবস্থা করিতে পারিলে পুনরায় আসিয়া সূর্য্যকান্তের শুশ্রূষা করিব। এ অসময়ে এ বীরের কোন কার্য্যে লাগিলাম না।

শ। নিমন্ত্রিত যোধগণের ভার তোমার উপর। বংশের সম্মান রক্ষা একজন করা আবশ্যক ত?

তখন কাত্যায়ণী জলযোগার্থে প্রতাপ, শঙ্কর, মদন ও সুন্দরকে আহ্বান করিলেন। সকলে উঠিল—কেবল উঠিল না মদন। প্রতাপ স্নেহপূর্ণ স্বরে ডাকিলেন—মদন আইস! গম্ভীরে উত্তর করিল—আমার ক্ষুধা নাই। শঙ্কর হাত ধরিলেন, বলিল—আচার্য্য ঠাকুর! উদরত আমার। সে জলযোগ নামমাত্র হইল। তখন গোবিন্দ রায় বিদায় লইলেন। প্রতাপ আর শঙ্করে অনেক কথাবার্ত্তা হইল। শঙ্করের আগ্রহাতিশয্যে প্রতাপ দুর্গে প্রত্যাগত হইলেন।

ধরা পড়িল

(১০)

এইরূপে আজ এক সপ্তাহ গত, সুন্দর এক সপ্তাহ পূর্ব্বহইতে মদনের আগ্রহাতিশয্যে তদীয় আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সূর্য্যকান্ত এক্ষণে অনেক সুস্থ. ক্ষত আরোগ্য হইয়াছে কিন্তু এখনও শ্যামকান্ত মুখশ্রী পাণ্ডুবর্ণ পরিত্যাগ করে নাই। তখনও সে গৌরব জ্ঞাপক দীপ্তি—সে পদ্মপলাশ লোচনে প্রতিভাসিত হইতে বিলম্ব ছিল। আজ প্রাতঃকালে দালানে রশনের উপর সবে প্রথম দিন শয্যাত্যাগ করিয়া উপবিষ্ট। আর যাদবী—সে লাবণ্য নাই, সে রাজেন্দ্র বাঞ্ছিত রূপরাশি কোথায়? চক্ষু প্রভাহীন কেন? সর্ব্বাঙ্গে কালিমাখা কেন? নিদাঘ সন্ধ্যায় স্থল কমলিনীর ন্যায় সে জ্যোতিঃ পর্য্যষিত, এখন কোথায়? তবে আজ—আজ যেন নূতন তৈল সেকোদ্দীপ্ত প্রদীপের ন্যায় সে ম্লান কান্তি অপূর্ব্বশ্রী ধারণ করিতেছিল। সূর্য্যকান্ত ডাকিলেন—যাদু! হায়! স্বর এত ক্ষীণ কেন? যাদবী আসিল, সূর্য্যকান্তকে প্রফুল্ল দেখিয়া শরীর পুলকময় হইল, উৎফুল্ল কণ্ঠে বলিল—উপবেশনে কষ্ট হইতেছে, শয়ন করাইয়া দিব কি?

সূ। যাদু! তুমি যাহার শুশ্রূষাকারিনী, তাহার কষ্ট সম্ভব নহে।

যাদবী অবনত দৃষ্টিতে অঙ্গুলিতে বসনাগ্র জড়াইতেছিল, বলিল—যুবরাজকে সংবাদ দিব কি?

সূ! আমার নিকট আইস—যাদবী কম্পিত চরণে আকাশ পাতাল কত কি ভাবিয়া অগ্রসর হইল। মনে ভাবিল—হায় ভবাণি! জন্মান্তরে এক দিনের জন্যও এ সুখ যাদবীর ভাগ্যে ঘটিবে কি? সূর্য্যকান্ত যাদবীর

হাত ধরিলেন- যাদু আমার কাছে বসি বিশ্রাম কর। সমস্ত দিন রাত্রি এরূপ পরিশ্রমে—তোমার " অনাহার অনিদ্রা ক্লিষ্ট শরীর কত দিন বহিবে? যাদবী কি বলিবার চেষ্টা করিল, বলিতে পারিল না —সে ক্ষীণ শরীর তখন ঘুরিতেছিল—চক্ষু ঘূর্ণিয়া বিমুখ। সামলাইতে চেষ্টা করিল – বিফল। অনায়াস বিক্ষিপ্ত ছিন্নব্রততীর ন্যায় লুটাইয়া পড়িল। সূর্য্যকান্ত ধরিলেন—সে বাহুতে তখনও পর্য্যন্ত এ ক্ষীণা বালিকাকে উত্থানের বল ছিল কি? না, বল না থাকিলেও আকাঙ্খা ছিল কি? কি যে তাহা ঠিক বলিতে পারি না। নিজ বিশাল বক্ষে— হায়! সে রক্ত চন্দন চর্চ্চিত বিশাল বক্ষ আজ যে অস্থিময়। যাদবী সামলাইল—সে স্পর্শে—স্পর্শ শক্তি ছিল কি? যাদবী সামলাইল কিন্তু ভাবিল – এখন এই মুহূর্ত্তে মরিলাম না কেন? আমার ইহ জীবনের কার্য্য ত হইয়া গিয়াছে? তবে বিধাতঃ! এ স্বর্গে কি আমার স্থান নাই? মুহূর্ত্ত মধ্যে উঠিল—বড়অপ্রতিভ হইল।

সূ। যাদু! তুমি কিছুদিন নিজে সুস্থ হইবার চেষ্টা কর। মাকে একথা না বলিলে হয়ত এইরূপে একদিন সর্ব্বনাশ হইবে।

যাদবী তখন মেঝের উপর আঁচল পাতিয়া শুইল, কোন কথা কহিল না। বোধ করি সে আনন্দোচ্ছ্বাস শারীরিক বিধানের মাত্রা ছাপাইয়া ছিল—সেইজন্য।

সূ। আমার দালানে কি রশন তক্তের অভাব হইয়াছে, এ অসুস্থ অবস্থায় মেঝে শুইলে কেন? যাদবী এবার বড় দুঃখে উত্তর করিল— আর কোনদিন তোমার সাক্ষাতে শয়ন করিতে দেখিয়াছ কি?

সূ। যাদু! তুমি আগে এমন ছিলে নাত? এখন যেন তোমার মনের মধ্যে সর্ব্বদা একটা বিষম ঝড় বহিতেছে। এ কথা আমি শুনি বার কেহ নহি কি?

যাদবী ভাবিল –ভগবান। একথা আমি সূর্য্যকান্তকে কি বুঝাইব?

যা। শরীর একটু অসুস্থ বোধ হইতেছে—স্নান করিলে সারিয়া যাইবে।—ক্ষীণ অধর প্রান্তে একটু হাসির রেখা বহিল।

সূ। দেখ যাদবি! এ একরূপ আত্মহত্যা—আমি তোমাকে আত্মহত্যা করিতে দিব না। তোমার শরীর আমার জন্য পাত্ত করিয়াছ—মনেও কি একটা কিছু পূর্ব্ব হইতে দেখিতেছি।--যাদবীর শরীর শিহরিল—ভাবিল, তবে এখনও ধরা পড়ি নাই। সূর্য্যকান্ত কি ভাবিলেন, পরক্ষণেই ক্ষণিক জ্যোতিতে সে চক্ষু লাবণ্যময় হইল। যাদবী দেখিল, মনে মনে ভবানীকে ডাকিল—মা যশোহরেশ্বরি! এইরূপে দিন দিন যেন সুস্থ দেখি।

সূ। যাদু! আমার গৃহে কি অভাব ছিল? আমি কখনও তোমায় পর ভাবি নাই, তুমি কি আমার দ্রব্য যথেচ্ছা ব্যবহারে কুণ্ঠিত হও?

যা। একথা তোমায় কে বলিল? আমি তোমার দ্রব্য পরের দ্রব্যের ন্যায় সন্তর্পণে ব্যবহার করি?

সূ। তবে আমার গৃহে কিসের অভাবহইয়াছিল?

যা। তোমার নিকট আমার কোনদিন অভাব হইয়াছে, একথা বুঝিলে কি দেখিয়া?

সূ। প্রতাপের নিকট ভিক্ষা চাহিয়াছিলে—কি ভিক্ষা? তোমার কি অভাব আছে? আমি পূরণ করিব।—যাদবী ভাবিল—আজ কত মাস পরে এ কথা মনে জাগিল কেন?

যা। যুবরাজকে শিষ্টাচার রক্ষার্থ বলিয়াছিলাম।

সূর্য্যকান্ত হাসিলেন—যাদবী হাতে আকাশের চাঁদ পাইল—পুনরায় প্রাণ ভরিয়া ভবানীকে ডাকিল।

সূ। আচ্ছা যাদু! আমার নিকট কোন কথা গোপন করিয়াছ কি?

যা। কি কথা?

সূ। তাহাই ত তোমাকে জিজ্ঞাসা করিতেছি।

যা। করিয়াছি।—সূর্য্যকান্ত বিস্মিত হইলেন, দুঃখিত হইলেন না।

সূ। কেন?

যা। তুমি সংজ্ঞাহীন ছিলে, অসুস্থ অবস্থায় সকল কথা তোমায় জানাইলে, রোগ বৃদ্ধির আশঙ্কা ছিল।

সূ। আমার আঘাত প্রাপ্তির পূর্ব্বে?

যা। তোমার মনে কি, আমার কোন ব্যবহারে কপটতা সন্দেহ হয়?

এবার সে পদ্মপলাশ লোচন ঝরিল, কাতরে ডাকিলেন—যাদু! তুমি যে আমার জন্য দেহপাত করিতেছ, আমি কি অন্ধ যে, দেখিতে পাই না? কিন্তু হায়! আমার এমন কি আছে যাহাতে উপযুক্ত প্রতিদানে সমর্থ হই?

তখন কি যেন স্মরণ হইল, ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন—চরণ, বাহু, সমস্ত শরীর দুর্ব্বলতা প্রযুক্ত কম্পিত হইতেছিল। যাদবী বাধা দিল, ধীর পদে দাঁড়াইল, বলিল—কোথা যাও, আমি ধরিতেছি।

সূ। তোমার আলেখ্যাগারে।—যাদবী ভাবিল না জানি কি হয়?

যা। প্রয়োজন? আমি আনিয়া দিতেছি।

সূ। আমার সেই অসম্পূর্ণ চিত্র। যেটুকু অসম্পূর্ণ আছে, নিজ হস্তে পুরাইব।

যাদবী প্রমাদ গণিল—না জানি আজ সে চির স্নেহময় হৃদয়ে কি তরঙ্গ উঠিয়াছে?

যা। এ অসুস্থ অবস্থায় কেন? অন্য সময় হইলে ভাল হইত নাকি?

সূ। তুমি আনিয়া দিতে চাহিলে ত?

যা। অন্য সময় দিব। এ অসুস্থ অবস্থায় কেন?

সূ। তবে তুমি লেখ যাহা যাহা বলি।

যা। কি লিখিতে হইবে বলিলে—আমি লিখিয়া সময়ান্তরে দেখাইব।

সূ। অকৃতজ্ঞতা।

যাদবী আছড়াইয়া পড়িল—যাহা আমি পারিব না, হায়! আমি তোমার আশ্রিতা, তোমার অনুগ্রহে জাতি, সম্ভ্রম, জীবন, রক্ষা হইয়াছে। এ জগতে যাদবীর অন্য কে আছে? অন্য কি কার্য্য আছে? তোমার শুশ্রূষায় যাদবীর আত্মহত্যা দেখিলে—কি সে?—যাদবী যাহার নিকট এত ঋণ গ্রস্ত, যাদবী তাহার জন্য কি করিয়াছে? তিনদিন একটু শুশ্রূষা করিয়াছে? তোমার বহুতর দাসদাসীতেও ত করিয়াছে—যাদবী তোমার ভার মাত্র আমি তোমার কোন্ কার্য্যে লাগিলাম? তুমি যে আমার নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, পিতৃ মাতৃহীনার সর্ব্বস্ব; তোমার জন্য তোমার চির রক্ষে "অকৃতজ্ঞতা" লিখিব? আমার আশ্রয়দাতা, পালন কর্ত্তা, গুরুদেব, প্রভু! আমি পারিব না। হায়! হায়! এ জগতে দ্বিতীয় অনুমতি তোমার কিছু ছিল না কি?

সূর্য্যকান্ত স্তম্ভিত হইলেন, ভাবিলেন—যাদবী মনে বড় কষ্ট পাইয়াছে। সান্ত্বনা অভিপ্রায়ে বলিলেন—

সূ। যাদু! তবে তুমি কি লিখিতে চাহ?

যাদবী ধীরভাবে চক্ষু মুছিল, বলিল—নিষ্ঠুরতা।

সূ। তাহা লিখিতে পারিবে কি? ভাবিলেন—যাদবী এখনও শান্ত হয় নাই।

সূ। তবে করুণা লিখিয়াছ—নিষ্ঠুরতা লিখিলে সামঞ্জস্য থাকেকই?

যা। তবে কি লিখিব?

সু। যদি দুঃখিতা না হও—তবে "যাদবীর প্রতি" শব্দটী যোগ করিও।

যাদবীর চক্ষু ভাসিতেছিল, বলিল—প্রভু! তোমার দ্বিতীয় আজ্ঞা দাসী পুরাইবে। দ্রুত পদে গৃহ নিষ্ক্রান্ত হইল। সুর্য্যকান্তের মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল—আজ যাদবী প্রভু সম্বোধন করিল কেন? দাসী বলিল কেন? আমার চিত্রের বক্ষস্থলে যাদবী কি নিজের জন্য স্থান রাখিয়াছিল? তবে কি যাদবী যুবরাজ গোচরে এই অভাব অনুমান করিয়াছিল? এই জন্যই কি যাদবী নিদ্রাশূন্য উৎকণ্ঠায়, অনাহারে, মানসিক বিপ্লবে দেহকালি করিয়াছে? আর—অবশেষে কি এইজন্য বলিল, প্রভু—তোমার দ্বিতীয় আজ্ঞা দাসী পুরাইবে। তখন আকাশ পাতাল বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ঘুরিতেছিল। অভ্যাস বশতঃ ডাকি- লেন—যাদু! কোন উত্তর পাইলেন না। প্রত্যাশাও করেন নাই। সর্ব্বদা শুশ্রূষা হেতু অভ্যাস জন্মিয়াছিল—ডাকিলেন মাত্র। কিন্তু আসিলে যেন ভাল হইত। যাদবীর দুর্ভাগ্য তাই কে জানে কি জন্য কাত্যায়নীর নিকট গিয়াছিল। অপূর্ব্ব কারুকার্য্য খচিত সুগন্ধি তৈল পূর্ণ পাত্র হস্তে ভাবিতেছিল—মা যদি আজ স্নান করাইতে যান, ভাল হয়। ইতস্ততঃ করিতেছিল—

কা। মা যাদু! কান্তকে স্নান করাও, নিজে স্নান কর। তুমিও ত একেবারে কি হইয়াছ? আধ খানি শরীর নাই।

যাদবী কিছু ঠিক করিতে পারিল না, শেষে ভাবিল—আজ অতি নির্ব্বন্ধিতা হইয়াছে কিন্তু ধরা বোধ হয় পড়ি নাই। নানা ইতস্ততঃ করিয়া অগ্রসর হইল, স্নানাগারে তৈলাধার রক্ষা করিল। উরুসন্ধি, কটি, জানু সমস্ত ভারাক্রান্ত। শরীর যেন নমিয়া পড়িতেছিল, সে জ্যোতির্ম্ময়, কটাক্ষ পূর্ণ দৃষ্টি কোথায়? অক্ষি পল্লব ভার হইয়াছে কেন? অনেক ভাবিল—শেষে ভাবিল—বকমারি করিয়াছি।

আমরা বোধ করি ঝকমারি নহে—মনুষ্যের শরীর ও মানসিক বিধানের দৌর্ব্বল্য জন্মিলে, আশ্রয় সাহায্য ও সহানুভূতির আশা মনুষ্যের স্বভাব-সিদ্ধ। অতি ধীর দৃঢ় পদে অগ্রসর হইল। সূর্য্যকান্ত অনিমেষ লোচনে এই স্বভাব সুন্দরীর সেই স্তিমিত ম্লানশ্রী দেখিতেছিলেন; কোন কথা বলিলেন না, কি ভাবিতেছিলেন—তিনিই জানেন।

যাদবী ধীরে অগ্রসর হইল, স্থির হস্তে সূর্য্যকান্তের বাহু ধরিল, বলিল—চল, স্নানের বিলম্ব হইয়াছে। সে স্পর্শে আজ কান্তের কি জানি কি হইল, বলিলেন—

সূ। যাদু! ভাল করিয়া ধরিও, শরীর কাঁপিতেছে।

যা। কাঁপিতেছে কেন? শয়নে সুস্থ হইবে কি?

সূ। অনেকক্ষণ বসিয়া হঠাৎ উঠিয়াছি, সেইজন্য বোধ হয়। আচ্ছা আমি নিজে যাইতে পারিব।

যা। আজ শয্যাত্যাগ প্রথম, চল আমি ধরিলে ক্ষতি কি?

স্নানাগারে যাদবী সূর্য্যকান্তকে বহু যত্নে তৈল নিষিক্ত করিতেছিল।

সূ। আমার সংজ্ঞাহীন অবস্থায় কি গোপন করিয়াছিলে, বলিতে বাধা নাই বোধ হয়।

যা। আজ অনেকক্ষণ নানা কথাবার্ত্তা হইয়াছে, কল্য বলিব।

সূর্য্যকান্ত সহাস্যে বলিলেন—তোমাকে বিশ্বাস নাই।—যাদবী আকাশের চাঁদ হাতে পাইল, বলিল—

যা। বাঙ্গালী জাতি আশ্রিত জনকে বিশ্বাস করিয়াই সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছে।

সূ। তুমিও কি তাহার মধ্যে একজন হইতে চাহ না কি?

যাদবী কথাটা বুঝিল না, তাহার মনে ধারণা ছিল—সেধরা পড়ে নাই; মূল প্রশ্নের উত্তরে বলিল—

যা। যুবরাজের প্রতি সম্রাট সভায় যশোহরের প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য রাজাজ্ঞা হইয়াছে।

সু। সে কি? এ কথা আগে বল নাই কেন? পূর্ব্বে জানান উচিত ছিল।

যা। যুবরাজ, শঙ্কর ও নিপুর নিষেধ ছিল—বিশেষ তোমার পীড়া বৃদ্ধির আশঙ্কায়।

তখন হরিহরের নিধন প্রভৃতি সমস্ত বিষয় শঙ্করের নিকট যেরূপ শুনিয়াছিল, সমস্ত জানাইল। সূর্য্যকান্ত আহারে বসিলেন কিন্তু অরুচির মাত্রাটা আজ অতিরিক্ত। আর একটু বৈচিত্র ছিল—সে টুকু সেই পানীয়াবশেষ পানের দিন হইতে হইয়াছিল। যাদবী সূর্য্যকান্তের সাক্ষাতে খাইত না, সুতরাং কাত্যায়নী ও নহে—হয়ত কারণ পৃথক ছিল। সূর্য্যকান্তের ভোজনান্তর যাদবী চিরপ্রথা মত সেই পূর্ব্ব পরিচিত শয়ন কক্ষে ব্যজন করিতেছিল। সূর্য্যকান্ত নিমিলিত নেত্রে কত কি ভাবিতেছিলেন।—একবার ভাবিলেন—অতি সত্বর আগ্রায় যাইব। যাদবীর দশা কি হইবে? আজ এত বৎসরে যাহা লক্ষ্য করি নাই, তাহা লক্ষ্য করিলাম। কিন্তু হয়ত এ পরিত্যক্ত কুসুম অযত্নে বৃন্তচ্যুত হইবে। ক্ষণ পরে যাদবীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—তুমি আহারে যাও, মা এতক্ষণ বসিয়া আছেন। যাদবী উঠিল।

বিদায়

(১১)

যাদবী সূর্য্যকান্তের নিকট ধরা পড়ার পরে, আজ একপক্ষ অতিবাহিত। প্রতাপ ও বন্ধুবর্গ প্রত্যহ সূর্য্যকান্তের আবাসে বৈকালিক ব্যায়াম ও সাক্ষাৎ জন্য রীতিমত আসিতেন। সূর্য্যকান্তের আগ্রহাতিশয্যে প্রতাপ তাঁহাকে সঙ্গে লইতে স্বীকৃত হইয়া ছিলেন—আজ মাধ্যাহ্নিক আহারের পর বিদায়।

আজ নগরময় ঘোর উৎকণ্ঠার চিহ্ন। আজ সে হিন্দু রাজধানীর অগণ্য দেবালয়ে শঙ্খ ঘণ্টাধ্বনির বিপুল কোলাহল কোথায়? আজ নাগরিক, গৃহস্থ ইষ্ট দেবতার নাম বিস্মৃত হইল, কুল বধূরা কার্য্যে বিশৃঙ্খলতা অনুভব করিতেছিল; আজ অতি প্রাতঃকাল হইতে সে মহানগরীর জনতাস্রোত যমুনা তটাভিমুখে ধাবিত—শ্রান্তি, উৎকণ্ঠা, ক্ষোভে ম্রিয়মান। আজ সে নগর রক্ষকের কার্য্যতৎপরতা কোথায়? প্রহরী, রক্ষী, সৈনিক, সম্ভ্রান্ত, মন্ত্রী, পারিষদ ভেদাভেদ রহিত—সকলে যমুনা তটে। আর দুর্গে—আজ নহবৎ খানায় সানাইয়ের শ্রুতি মধুর রাগিনী আলাপ হইল না—বিশাল চূড়ায় আজ পঞ্চ রঙ্গিন পতাকা মলয় হিল্লোলে গৌরব জ্ঞাপন করিলনা—আজ বুরুচা পৃষ্ঠস্থ সজ্জিত ভীম দর্শন সিন্দুর চর্চ্চিত কণ্ঠ কামান শ্রেণী বজ্র নির্ঘোষে রাজ বহির্গমন জ্ঞাপন করিল না।—গোলন্দাজ যমুনা তটে। আজ সে সশস্ত্র রক্ষী প্রহরী কৃপাণ শিরোস্পর্শ করিয়া অভিবাদন করিল না—দ্রুত অশ্বতাড়নে যমুনা তটে ধাবমান। আজ সে বিত্ত বিলসিত রাজশ্রীসভার জ্যোতিস্ফুরিত দেওয়ান খানার প্রবেশ দ্বারে খাস্‌বরদার জানু ভূমে স্পর্শ করিয়া রাজাভিবাদন জ্ঞাপন করিল না। আর সে

কুবের বাঞ্ছিত অন্তঃপুর? কই? আজ সে সজীব কুসুম পরিপ্লাবিত অন্তঃপুর নিরব নিস্তব্ধ, বোধ করি সংজ্ঞা শূন্য। সেই চিরপরিচিত শয়ন কক্ষে আজ সে মণি মাণিক্য খচিত যশোহরের রাজ চিহ্নাঙ্কিত শিরোবেষ্ট কোথায়? সে লাবণ্য ময়ী স্নিগ্ধ করুণাময়ী দৃষ্টি কোথায়? সে বৈশাখী নীরদ বিনিন্দী চিকুর দাম বিশৃঙ্খল কেন? যে কমনীয় শচী কান্তি মুখশ্রী কেশদামে অলঙ্কৃত হইয়া শারদীয় নীলাকাশে চন্দ্র মণ্ডলের মনোমোহিনী শোভা বিতরণ করিত, আজ—তাহা কোথায়? হায়! সে ছিন্ন শতদল আজ বৃন্তচ্যুত। আর—আর যে মহিমা ময়ী ভগবতী প্রতিমা—সে বিশাল রাজপুরী আলোকিত করিত—যাহার ত্রিতাপ হারী স্নিগ্ধ জ্যোতিতে নগর, রাজ্য, অন্তঃপুর অমিয় সিঞ্চনে অভিসিঞ্চিত হইত—সে করুণার উৎস আজ ক্রিয়াহীন, নিস্পন্দ, জড়জগত জ্ঞান রহিত। আর সেই তরঙ্গ শূন্য, আবিলতা হীন, অগাধ সমুদ্র স্রোত—আজ সংক্ষুব্ধ, ঘোর বাত্যাতাড়নে সে বারি আজ বিচলিত। সে মহিমাময়ী দিব্য কান্তির বিদ্যুৎ জ্যোতিতে আজ প্রলয়ের সান্নিহিত্য জ্ঞাপন করিতেছিল। হায়! আজ সে বিজয়ী বীর তুল্য আত্ম নির্ভরতা পূর্ণ স্থির দৃঢ় পদক্ষেপ কোথায়? আজ সে পূর্ণায়ত, পূর্ণ চন্দ্রোদ্ভাসিত পবিত্র জাহ্নবী হৃদয় উদ্বেলিত। আর—আর সেই সহস্র চণ্ডালিনী? আজ সে অপূর্ব্ব, কমনীয়, অসুর মর্দ্দিনী মিত্রশ্রী কোথায়? আজ সে নিস্তরঙ্গ, ক্রীড়া হীন, বিশাল দুর্গ পরিখাজলে সে খড়্গ চর্ম্ম নিক্ষিপ্ত—সে কঠোর কর্ত্তব্য পরায়ণতা আজ বিস্মৃত। সূর্য্যকান্তের সে নিভৃতাবাসে আজ সে রক্ত চন্দন পাত্র, অপূর্ব্ব কারুকার্য্য খচিত তৈলাধার, সে অভিমন্যুগাথা, সে দালানস্থিত যাদবীর প্রতিকৃতি ভগ্ন, ছিন্ন, ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত কেন? আজ সে বহুমূল্য, বহু আয়াস রচিত চিত্র সমূহ, চিত্রাগারে ছিন্ন, অবলুণ্ঠিত, স্তূপীকৃত—সে চামর আজ দূরে, গৃহ প্রাঙ্গণে মৃত্তিকা চুম্বন নিরত। আর সেই বহুবিস্তৃত রোগ শয্যা—তদুপরি সে রাজেন্দ্র বাঞ্ছিত কুসুম ম্লান, লাবণ্য

হীন, নিস্পন্দ, নির্ব্বাক। হায়! যাহাকে একদিন স্বয়ং ভবানী সহায় মুখরা অভিধায় অখ্যাত করিয়াছেন—ঠাকুর বসন্ত রায় একদিন যাহার বাক্পটুতায় পরাজিত হইয়াছিলেন—আজ সে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, সে প্রখর কার্য্য কুশলতা কোথায়! শিয়রে—কাত্যায়নী, নির্ব্বাক—সে গম্ভীর স্নেহমাখা কণ্ঠ আজ রুদ্ধ কেন? সহস্র ধারে বক্ষ ভাসিতেছে কেন? হস্তে ঔষধ পাত্র কি জন্য? সূর্য্যকান্ত বহুদিন সে শয্যা পরিত্যাগ করিয়াছেন ত? আজ সে কার্য্য তৎপরতা, গৃহস্থালীর বিধান বিস্মৃত হইয়াছ কেন মা? আর সে অগণ্য গৃহপালিত পশু পক্ষী আজ নিরব, নিভৃত স্থানান্বেষণে ব্যাকুলিত।

আজ যমুনা হৃদয়ে লহরী খেলিতেছিল না—নির্ব্বাত, নিস্তরঙ্গ। সহস্র সহস্র বাণিজ্য পোত আজ গতিহীন। নঙ্গর করিয়া কাতর নয়নে আজ কি দেখিতেছিল? সেই প্রকাণ্ড কৃষ্ণবর্ণ পর্ব্বততুল্য জাহাজ শত শত মাঝি খালাসী নিজ নিজ কর্ত্তব্যে অবহিত। তীরে অগণ্য মনুষ্য স্রোত—সৈনিক প্রহরী, মন্ত্রী, কর্ম্মচারী, ধনী, নির্ধন, সম্ভ্রান্ত, সাধারণ, পণ্ডিত, মূর্খ কাতারে কাতারে নিশ্চল, নির্ব্বাক। দিক্‌দিগন্ত পরিব্যাপ্ত, দারুণ উৎকণ্ঠায় রুদ্ধ কণ্ঠ।

বসন্তরায় পূর্ব্বে নিজ জাহাজে স্থান গ্রহণ করিয়াছিলেন—এতক্ষণে উভয় জাহাজের তত্ত্বাবধানে ব্যস্ত। তখন সে অগণ্য জনতা স্রোত হঠাৎ কোন্ বৈদ্যুতি বলে ফিরিল—বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে প্রাণ ভরিয়া ভবানীর জয় হাঁকিল—আজ সে চিরাভ্যস্থ ভবানীর জয় শব্দে উৎফুল্লতা কোথায়? সে জনতাস্রোতের মধ্যভাগে ঘোর কোলাহল উত্থিত হইল। সে অগণ্য মনুষ্য স্রোত ফিরিল—দেখিল—পীতবর্ণ অশ্ব পৃষ্ঠে সেই অনিন্দ্য সুন্দর বীরাকৃতি—আজ রত্ন বিজড়িত পরিচ্ছদ শূন্য। রক্তবর্ণ পট্টবাস পরিহিত, উপবীতাকারে উত্তরীয়, তৎপার্শ্বে সেই পরিচিত সূর্য্য কবচ—মধ্যাহ্ন সূর্য্য-কিরণ প্রদীপ্ত। বাহুতে অক্ষয় কবচ, দোহা, কর্ণে সেই চিরপরিচিত

কুণ্ডল, ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক, মস্তকে রক্ত জবামাল্য বেষ্টিত, আজ অস্ত্র শূন্য। সঙ্গে দক্ষিণে রক্ত চন্দন চর্চ্চিত বক্ষ, শ্যাম কান্তি, প্রবাল কুণ্ডল শোভিত কর্ণ, কুঙ্কুম বর্ণ পট্টবাস পরিহিত, বিপুল যুদ্ধাশ্বপৃষ্ঠে সূর্য্যকান্ত। বামে সেই চিরপরিচিত শ্বেতাশ্ব বাহন, শ্বেত চন্দন চর্চ্চিত ললাট, শুভ্র পট্টবাস পরিহিত, তীক্ষ্ন দৃষ্টি শঙ্কর—উপবীত ও তদাকার গ্রন্থি যুক্ত উত্তরীয়, উগ্রতায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরায়ণ। পশ্চাতে রক্তাবাস পরিহিত তপ্ত কাঞ্চন কান্তি বিরাট বপু মদন, কুঙ্কুম বাসিত কেশ ভার সুগন্ধ প্লাবিত। তৎপশ্চাতে কৃষ্ণপরিচ্ছদাবৃত দেহ গৌর কান্তি ত্রিপুরাতনয় সুন্দর। সে মনোরম দৃশ্যে নগরবাসী সার্থক জনম মানিল—কুলাঙ্গনাগণ ধান্য দূর্ব্বা-বর্ষণে আশীর্ব্বাদ করিলেন—অঞ্চলাগ্রে চক্ষু মুছিলেন—আজ ক্ষীণ হস্তে ধান্য দূর্ব্বা-বর্ষিত হইল; হুলুধ্বনি হইল না, ঘন শঙ্খ নিনাদে দিগদিগান্ত প্লাবিত হইল না। প্রহরী, রক্ষী, সৈনিক আজ সামরিক সম্ভ্রম ভুলিল—সামরিক, নাগরিক, বৈদেশিক নির্ব্বিশেষে অবনত মস্তকে গলদশ্রু লোচনে ভবানী সহায়ের জয় গাহিল—সে জয়ের উৎফুল্লতা কোথায়? ধীরে বন্ধু-বর্গের সহিত প্রতাপ অগ্রসর হইলেন। পোতারোহণান্তর বদ্ধাঞ্জলি পূর্ব্বক নগরাভিমুখ হইয়া কাতরে ডাকিলেন—ভবাণি! তোমার প্রতাপ বিদায় হয়! মা পাষাণ মরি! তোমার সাধের যশোহর রহিল, যেন তোমার অভয়ানামে কলঙ্ক না হয়। তোমার আশ্রয়ে আজ সর্ব্বস্ব রাখিয়া চলিলাম। তখন উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন—সৈনিক, প্রহরী, নাগরিক! ভবানীর অর্চ্চনা করিও, বৃদ্ধ রাজ ভ্রাতৃযুগলকে ভক্তি করিও, আর যদি দৈনিক কর্ত্তব্যের অবসর কালে স্মরণ হয়—মাতৃহীন, স্বজন পরিত্যক্ত, নির্ব্বাসিত ভবানী সহায়কে স্মরণ করিও। প্রতাপ বিদায় হয়!—তখন লক্ষ লক্ষ কণ্ঠে মর্ম্মভেদী ক্রন্দনে হায় হায় করিল। প্রতিধ্বনি দিগদিগান্তে গাহিল—হায়! হায়! আর স্থির যমুনা হৃদয়ে তরঙ্গ ছুটিল।—হায়! হায়! আর সেই নির্ব্বাত নিষ্কম্প নভো মণ্ডলে বায়ুপ্রবাহ তীব্র গতিতে

ছুটিল—হায়! হায়! পোতাধ্যক্ষ সে প্রবাহে পাইল উড়াইল—সে অমল ধবল বস্ত্র নির্ম্মিত পাইল্ প্রান্ত প্রান্তান্তরে কম্পিত হইয়া কাতরে জ্ঞাপন করিল—বিদায়! বিদায়! তখন সে বিশাল জনতা ক্ষুব্ধ কণ্ঠে ডাকিল—আজ যশোহরের সূর্য্য মধ্যাহ্নে ডুবিল। প্রতিধ্বনি দিগদিগান্তে ডাকিল—মধ্যাহ্নে ডুবিল।

জলপথ

(১২)

আজ কতদিন অতিবাহিত ; বসন্তরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। আজ সন্ধ্যার পূর্ব্বে পোতাধ্যক্ষ নিবেদন করিল—গৌড় মহানগরী ; এই স্থানে দুই দিবস অপেক্ষা করিতে হইবে—প্রয়োজনীয় সংগ্রহার্থে।

শ। অধ্যক্ষ! যশোহরের পঞ্চ রঞ্জিন নিশান উঠাইয়াছ কি ?

অ। এখন ও উঠাই নাই, বন্দরে প্রবেশ সময় উঠাইব।

শ। আবশ্যক নাই, সাধারণ বাণিজ্য পোতের ন্যায় অবস্থানই যুবরাজের অভিপ্রেত।—পোতাধ্যক্ষ অবনত শীর্ষ হইয়া সম্মতি জানাইল। তখন নগরে সর্ব্বত্র আলোকমালা এক, দুই করিয়া ফুটিতেছিল, সে বিস্তীর্ণ নদী হৃদয়ে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র বৃহৎ নৌকা, জাহাজ নঙ্গর করিতেছিল, কেহ পাইল নামাইতেছিল, কেহ কর্ত্তব্য সাধনান্তর দীপ দেখাইতেছিল। হায়! সে মহানগরীর ধ্বংসাবশেষ সময়েও বোধ করি 'পূর্ব্বানুরাগ মনুষ্য হৃদয় হইতে লোপ হয় নাই।'

যে মহানগরীর অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি বন্দর মধ্যে দিবানিশি সহস্র সহস্র বাণিজ্য ও রণপোত অনিদ্র পরিশ্রমে নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালনে নদীবক্ষে

দ্বিতীয় নগরের প্রতিকৃতি সংস্থাপিত করিত, আজ তাহার সে গৌরব কালগর্ভে লীন হইয়াছে। যাহার সহস্র সহস্র সুবর্ণ, রজত, পিত্তল কলস শোভী অভ্রং লিহ সৌধ চূড়ায় চন্দ্রকিরণ প্রতিফলিত হইয়া অগণ্য চন্দ্রোদয়ের জ্যোতিতে লাবণ্যময় শোভা বিতরণ করিত, হায়! আজ তাহা ভগ্নচূড়, নিশাচর ভীমকণ্ঠ পেচকের নির্দ্দিষ্ট আবাসে পরিণত। কিন্তু এখনও ইহার বাণিজ্য বন্ধ হয় নাই, এখনও শত সহস্র ক্ষুদ্র বৃহৎ পোতমালা, বাঙ্গলার স্বর্ণপ্রসূ বাণিজ্যের আশা পরিত্যাগ করে নাই। বঙ্গের রাজকীয় দপ্তর স্থানান্তরিত হইলে ও এখন ও বহুতর সম্ভ্রান্ত হিন্দু, পাঠান, নাগরিকের পুরাতন বাসস্থান পরিবর্ত্তিত হইতে বিলম্ব ছিল। কিন্তু বারম্বার রাষ্ট্র বিপ্লবে সে মহানগরীর সর্ব্বত্র ধ্বংশ চিহ্ন জাজ্বল্যমান।

যে মহানগরীতে এককালে দ্বাদশ লক্ষাধিক গৃহস্থ বাস করিত, যাহার শ্রেণী সজ্জিত বিপণি সকলে অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্য উদ্দেশে দেশ দেশান্তরাগত বণিক সকল দিবানিশি অনিদ্র পরিশ্রমে বিপুল বিত্ত সঞ্চয় পূর্ব্বক মরজগতে কুবেরত্ব লাভ করিয়াছিল, যাহার সমান্তরাল রাজপথে শ্রেণী সজ্জিত দীপমালা নিশাযোগে চির বিবাহোৎসবের অনুকরণ করিত, যাহার মেঘ স্পর্শী সৌধমালা নদীগর্ভে প্রতিবিম্বিত হইয়া জলদবতা বরুণ রাজের রাজপ্রাসাদ প্রতিফলিত করিত, যাহার অপূর্ব্ব স্থপতি কার্য্য খোদিত রক্তপ্রস্তর নির্ম্মিত মস্‌জিদে দুর্দ্ধর্ষ পাঠান রাজগণ অবনত শীর্ষ হইয়া কুতুব পাঠে জগতের স্বাধীনতার অতুলনীয় আত্মতৃপ্তি উপভোগ করিতেন—হায়! আজ সে বিশাল উপাসনাগার বণ্য জন্তুর ক্রীড়া ভূমিতে পরিণত হইয়া মানব কীর্ত্তির নশ্বরতা প্রতিপাদন করিতেছিল। আর সেই ভীমদর্শন অজেয় যোজন ব্যাপী দুর্গ—যথায় সার্দ্ধদ্বিশতবর্ষ দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে পাঠান রাজগণ সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি সাধন করিতেন—যথায় তুঙ্গমুরচা শ্রেণী পৃষ্ঠে কামানরাজি অহোরাত্র

সজ্জিত বিক্রমে বিশালতার জলন্ত মহিমা ঘোষণা করিত, আজ তাহা চূর্ণ ভগ্ন, স্তূপীকৃত অবস্থায় কালগতির ভীষণতা সম্বন্ধে সাক্ষ্য প্রদান করিতেছিল। কত সহস্র সহস্র গৌরব জ্ঞাপক জয়স্তম্ভ, আজ মৃত্তিকা চুম্বনে লুণ্ঠিত কায়---জড় জগতে নশ্বরত্বের জলন্ত উদাহরণ।

জাহাজ নঙ্গর করিল, ক্ষুদ্রতরণী যোগে প্রতাপ বন্ধুবর্গের সহিত অবতরণ করিলেন। পোতাধ্যক্ষ বিস্ময় মানিল, শঙ্করের নিকট বিনীত ভাবে নিবেদন করিল—অধীনের প্রতি কোন অনুজ্ঞা আছে কি?

শ। যখন তীর হইতে বারত্রয় আলোকান্দোলন দেখিবে, তখন এই ক্ষুদ্র তরণী তীরে পাঠাইবা।—পোতাধ্যক্ষ অভিবাদন করিল।

প্র। বন্ধু! আজ বহুদিন পরে এই মৃত্তিকা স্পর্শে যেন শরীরে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দ স্রোত বহিতেছে।—সূর্য্যকান্ত দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িলেন।

প্র। কান্ত! বহুদিন পরে আজ এ মহানগরীতে আসিয়া কি পূর্ব্ব কথা স্মরণ হইতেছে?

সূ। যুবরাজ! এশ্মশানে আমার না গিয়াছে কি?

শ। গতানুশোচনায় মর্ম্মপীড়া বৃদ্ধি হয়, হ্রাসের আশা ক্ষীণ হয়।

ম। কোনদিকে যাইতে চাহ তাহা আগে নির্দ্দেশ কর।—সুন্দর কিছুই বলিল না, ধীরভাবে পশ্চাদনুসরণ নিরত।

প্র। কান্ত! এ ঘোর ধ্বংসাবশেষ মধ্যে তোমার পূর্ব্ব বাসস্থান অনুসন্ধানে সফল কাম হইবার প্রত্যাশা কর কি?

সূ। সে আশা দুরাশা মাত্র।

শ। তবে এক্ষণে কোনদিকে যাইতে ইচ্ছা হয়?

সূ। যদি আমার ইচ্ছায় সকলের তৃপ্তি হয়, তবেচল—নগরের উত্তরাংশে হিন্দুরাজ নিকেতনের ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্যে অগ্রসর হওয়া যাউক।

তখন বন্ধুগণ নদীতট বাহিয়া নগরের উত্তরাংশে চলিলেন। পথে

তখনও কত সৌধ, মন্দির, বিপণি ভগ্ন, অর্দ্ধাবশিষ্ট, শ্রীহীন। তখন ও কোন কোন অর্দ্ধ ভগ্ন মন্দিরাভ্যন্তরে আরতি হইতেছিল—গন্ধ ধূমে বায়ু প্রবাহ ভরিয়া যাইতেছিল। ক্ষণপরে অশ্বপদধ্বনি শ্রুত হইল—নিকট—নিকটতর।

ম। কোন রক্ষী হইবে।

সকলে পাশ কাটাইতে ছিলেন, অশ্বারোহী গম্ভীর কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিল—

অ। তোমরা নগর রক্ষকের আজ্ঞা অবগত নহ কি?

প্রতাপের তীক্ষ্ণ চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল কোন কথা বলিলেন না। সকলে ভাবিল—এ কি?

অ। অদ্য রাত্রে পঞ্চ ব্যক্তি একত্র ভ্রমণ নিষিদ্ধ হইয়াছে। তোমরা নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া রাজ দণ্ডে দণ্ডিত হইবার কল্পনা করিয়াছ, দেখিতেছ!

ম। ভাল, না হয় পৃথক যাইতেছি।

অ। তুমি বিদেশী দেখিতেছি।—অশ্বরোহী নিকটে অগ্রসর হইল, মুহূর্ত্ত মধ্যে অবতরণ পূর্ব্বক মদনকে দৃঢ় আলিঙ্গন করিল, বলিল—

অ। যশোহর যুবরাজের সহচর! এ রাত্রিতে ধ্বংস প্রাপ্ত গৌড় নগরে? প্রয়োজন? আমাকে চিনিতে পারিতেছ না কি?

মদন ধীর ভাবে লক্ষ্য করিল, চিনিতে পারিল না। ডাকিল—শঙ্কর! তখন কয়েক বন্ধুতে পরস্পর মুখপানে চাহিলেন। কি করা কর্ত্তব্য? কিন্তু শঙ্কর অগ্রসর হইলেন। অশ্বারোহী অশ্ববল্গা দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক অগ্রসর হইল, উৎফুল্ল কণ্ঠে বলিল—যুবরাজের বন্ধু! আজ শুভক্ষণে যাত্রা করিয়াছিলাম। শঙ্করকে গাঢ় আলিঙ্গন করিল। শঙ্কর চিনিলেন—হায়দার মানক্লী।

হা। সঙ্গে আর তিনজন?—শঙ্কর হস্তধারণ পূর্ব্বক হায়দারকে

প্রতাপ ও সূর্য্যকান্তের সম্মুখে লইলেন। হায়দার সূর্য্যকান্তকে আলিঙ্গন করিল—বীর! আজ আমার বহু পুণ্য। তখন প্রতাপের পানে দৃষ্টি পড়িল, স্তম্ভিত হইল। জানু ভূমে স্পর্শ করিয়া অভিবাদন করিল, পুলক পূর্ণ কণ্ঠে বলিল—যশোহরের যুবরাজ! আজ দরিদ্র মানক্সী গৃহে আতিথ্য গ্রহণে অনুজ্ঞা হউক। আমার জননী যে কত আনন্দিত হইবেন, তাহা বলিতে পারি না। সাহেন্ সা দাউদের পতনের পর আমার পিতার অকাল মৃত্যুর সহিত রায় বংশের সাক্ষাত একরূপ শেষ হইয়াছিল, যদি ভাগ্য গুণে বিধি মিলাইয়াছেন—আজ ছাড়িব না। সুন্দরকে সহাস্যে গাঢ় আলিঙ্গন করিল, বলিল—এ গৌড় কি পুনর্ব্বিজিত হইবে? তখন সকলে একত্রে উত্তরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। হায়দার অশ্বরশ্মি ধারণ পূর্ব্বক পার্শ্বে চলিলেন।

প্র। বন্ধু! পোতাধ্যক্ষকে কি উপদেশ দিয়াছিলে?

শ। কিছুকাল বিলম্বে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার মর্ম্মে।

প্রতাপ কি ভাবিয়া বলিলেন—তাহা আর ভাবিয়া কি হইবে?

সু। হায়দার দুঃখিত হইবে।

হা। রাষ্ট্র বিপ্লবের কিছুকাল পরে, পিতার মৃত্যু হয় শুনিয়াছেন বোধ হয়?

প্র। তাহাত যশোহরে তোমার বস্ত্রাবাসে শুনিয়াছি। কিন্তু সাহেন্ সা দাউদের অতি বিশ্বস্ত সেনাপতির অকাল মৃত্যু হইলেও তদীয় পুত্র যশোহরের নিকট সর্ব্বদাই নিতান্ত বন্ধু বলিয়া গণ্য।

হায়দার কৃতজ্ঞচিত্তে প্রতাপের হস্ত ধারণ করিল, বলিল—সে কথা মাতৃসন্নিধানে হইবে। এখন এ অসম্ভব ঘটনা কিরূপে হইল, তাহার পরিচয় কিছু জানিতে ইচ্ছা করি।

প্র। রাজাজ্ঞায় সম্রাট সভায় যশোহরের প্রতিনিধিত্ব করিতে

যাইতেছি। বিশ্রাম জন্য পোতাধ্যক্ষ এখানে দুই দিবস অপেক্ষা করিবার আবশ্যক বোধ করিয়াছে।

হায়দাদের সে বীরত্ব ব্যঞ্জক মুখশ্রী মেঘাচ্ছন্ন হইল, বলিল—যশোহর যুবরাজের পরিণাম সম্রাট শোভা বর্দ্ধন! তবে কি পাঠান রাজবংশের অপমানের প্রতিশোধ আকাশ কুসুমে পরিণত হইবে? এতদিনে বুঝিলাম, পাঠান রাজ শক্তির সহিত বঙ্গদেশ হইতে স্বাধীনতা লক্ষ্মী চির-বিদায় গ্রহণ করিয়াছেন।

প্রতাপের ললাটস্থ শিরা স্ফীত হইল, চক্ষে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল।

শ। এ অমূলক আশঙ্কা কেন করিতেছ ভাই?

হা। অনেক আশায় আজ হতাশ হইলাম, এইজন্য। যুবরাজ! বাল্য পরিচয়ের দোহাই! অধম পতিত মানক্লীকে মার্জ্জনা করিবেন।

প্র। রাজাজ্ঞায় এখন ত এই পথে চলিলাম। যদি অদৃষ্ট প্রসন্ন হয়, একথার উত্তর দিব—এক্ষণে নহে।

সূ। মানক্লি! এই গৌড়ে তোমার কি গিয়াছে?—সে স্বরে মানক্লী চমকিল কিন্তু সূর্য্যকান্তের পূর্ব্ব বৃত্তান্ত অবগত ছিল। সূর্য্যকান্ত উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই বলিলেন—এইস্থানে তোমার পিতা, স্বজন, ধন, ঐশ্বর্য্য, এই গিয়াছে কিন্তু হায়! পাঠান কুল প্রদীপ! এখনও তোমার মাতা বর্ত্তমান! পূর্ব্ব পরিচয়ের নিদর্শন। আমার যে এই শ্মশানে পিতা মাতা, ভাই বন্ধু, ঐশ্বর্য্য, সম্পদ সব একই দিনে ডুবিয়াছে—আছি একক আমি। পূর্ব্ব পরিচয় লোক গোচরে অভাব হইবে; তবে যদি কৃষ্ণপক্ষান্তে শুক্ল পক্ষ এ আবর্ত্তন পরায়ণ জড় জগতের পদ্ধতি হয়, যদি রাত্রির পর পুনরায় সূর্য্য প্রকাশ বিধাতার অবশ্যম্ভাবী বিধান নির্দ্দিষ্ট থাকে—তবে ভবিষ্যৎ পরিচয়ের পথ একক হইলেও ভবানী সাক্ষী, পরিষ্কার করিব। হায়দার! তোমার জননী কি বাসস্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছেন?

এবার সে বীর হৃদয়ে করুণা ঝরিল, কম্পিত কণ্ঠে উত্তর করিল—

হা। সূর্য্যকান্ত! এ গৌড়ে আমার সর্ব্বস্ব গিয়াছে জানত—যে বিশাল বাস ভবনে সাহেন সার ও পদধুলি পড়িয়া গৌরবান্বিত হইতাম, এখন তাহা বন্যজন্তুর নির্দ্দিষ্ট আবাসে পরিণত। এখন এ ভাঙ্গা হাটে নূতন ক্রয় বিক্রয় আরম্ভ করিতে হইবে।—পাঠান বীর রুদ্ধ কণ্ঠে নিরব হইল।

প্র। হায়দার! তুমি মানক্রী বংশের শেষ একমাত্র বংশধর। কিন্তু একক হইলেও পাঠান কুলের মহার্হ রত্ন। যদি বাল্য পরিচয়ের মমতা উপেক্ষা না কর, তবে তোমার জননীর নিকট সম্মতি লইয়া আমাদের সহিত মিলিত হইতে ইচ্ছা হয় কি?

হা। অসম্ভব।

শ। অসম্ভব কেন?

ম। পাঠান বীর! কি উপায়ে সম্ভব হইতে পারে?

হা। যুবরাজ! একবার খানায় আমার সর্ব্বস্ব প্রোথিত। একমাত্র মাতা বর্ত্তমান, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গ ভোগেও আমার ইচ্ছা নাই।

শ। তিনি তোমার সঙ্গে থাকিলে দোষ কি?

প্র। মাতার ন্যায় আমাদের বিদেশে পতিপালন করিবেন। আচ্ছা, সে কথা তাঁহার সহিত বুঝাপড়া করিব।

হা। মোগলের রাজধানীতে তিনি যে যাইতে স্বীকৃত হন, বোধ হয় না।

প্র। সাধ্যমত চেষ্টা করিব, তাহার পর তাঁহার ইচ্ছা।

তখন হায়দার অশ্বরশ্মি নিক্ষেপ করিল, আদরে ডাকিল—পাহালওয়ান্! চলো। প্রতাপের দিকে ফিরিল, বলিল—যুবরাজ! এই অধঃপতিত মানক্রী বংশের গরিব খানা—সকলে দাঁড়াইলেন। এক প্রকাণ্ড সৌধ, অর্দ্ধ ভগ্ন, চূর্ণ চূড়, অযত্ন সম্ভূত বনজ লতা গুল্মে মেঘ

খণ্ডের ন্যায় দৃশ্যমান। হায়দার অগ্রসর হইয়া পার্শ্বস্থ দ্বারদেশে মৃদু করাঘাত করিলেন। অবিলম্বে একজন বলিষ্ঠকায় পাঠান ঝন্ ঝন্ ঘড় ঘড় শব্দে দ্বার উন্মোচন করিল। প্রাচীর পাত্র সংলগ্ন দীপ হস্তে অগ্রসর হইল। বিস্মিত দৃষ্টিতে হায়দারের মুখপানে চাহিল, ভিত্তি বিলম্বিত দীর্ঘ তরবারি ক্ষিপ্র হস্তে টানিল।

হা। সমসেঁর! বন্ধু ও শত্রু প্রভেদ আছে।

সমসের অপ্রতিভ হইল, ক্ষুণ্ণ মনে তরবারি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিল, ভাবিল—মানক্রী বংশের এত বন্ধু! স্নাহেন্ সা দাউদের বংশ তবে বুঝি পুনরায় যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। আনন্দোৎফুল্ল দৃষ্টিতে হায়দারকে, বন্ধু বর্গকে সেলামৎ জানাইল।

হা। দ্বার বন্ধ করিয়া সুরতীয়াকে শীঘ্র আমার বৈঠকে পাঠাও।

পাঠান বীর ধীর স্বরে উত্তর করিল—পাহালওয়ান্?

হা। আস্তাবলে গিয়াছে। আজিজ কোথায়?—আজিজ—অশ্বরক্ষক।

সম্। আস্তাবলে ছিল বোধ হয়।

হায়দার বন্ধুগণের সহিত নিজ বৈঠকে চলিলেন। এ পাঠান বীরের বৈঠকে কৃষ্ণ মর্ম্মর নির্ম্মিত মেঝের উপর বহু সংখ্যক সুখস্পর্শ চৌকি রশন, চৌপায়া, ঠেশ, কেদারা, তক্ত। সর্ব্ব মধ্যস্থলে পাঠান রাজ দাউদের বিশাল তরবারি—মণি মাণিক্য বিজড়িত অপূর্ব্ব কোষেনিবদ্ধ—স্ফটিক নির্ম্মিত বেদিকা পৃষ্ঠে অপূর্ব্ব মাণিক্য খচিত আস্তারণোপরে। তদুপরি কুসুম কুঙ্কুম সুবিন্যস্ত সুগন্ধবিতরণে গৃহমধ্যে আমোদিত। ভিত্তি গাত্রে সর্ব্বমধ্য স্থলে স্বাধীনতা ঘোষণা দিবসীয় বিরাট দরবার চিত্রিত! দাউদের সে ইন্দ্রতুল্য কান্তি আজ কীরিটীকুণ্ডলে কি শোভাই ধরিয়াছে! তন্নিম্নে দক্ষিণে অষ্টাদশ বর্ষীয় বীর যুবক জনাইদের অপূর্ব্ব বীরশ্রী, সর্ব্বোত্তর দিকে সলেমান মানক্রী ও বাবুমানক্রী ভ্রাতৃদ্বয়ের চিত্র, একই

পটে অঙ্কিত হইয়া পরস্পরের অভেদাত্মা প্রতিপাদন করিতেছিল। অন্য দিকস্থ ভিত্তিগাত্রে বহুতর ভিন্ন ভিন্ন আকারের বর্ম্ম, চর্ম্ম, তরবারি ছুরিকা, পেশ কবচ লম্বিত, সজ্জিত ও পরিষ্কৃত ছিল। হায়দার সদা-সর্ব্বদা দক্ষিণ দিকে বসিতেন, তৎসম্মুখে বহুবিধ স্ফটিক ও রজত নির্ম্মিত ত্রিপদের উপর নানাবর্ণ পুষ্পাধার সকল সজ্জিত ছিল। পৃষ্ঠ ভাগে প্রতাপদত্ত সেই স্বর্ণকোষ তরবারি লম্বিত। হায়দার বহুবিধ শিষ্টাচারের সহিত সকলকে বসাইল, কিন্তু সকলে ক্ষণ পরেই দাউদের সে বিরাট সভা, মানসিংহ ভ্রাতৃদ্বয় ও বীর যুবক জনাইদের চিত্র দর্শনে ব্যস্ত হইলেন। এমত সময়ে সুরতীয়া দেখা দিল।

হা। সুরতীয়া! অবিলম্বে মাতাকে সংবাদ দাও, যশোহরের যুবরাজ ভবানী সহায় প্রতাপ আজ বন্ধু চতুষ্টয়ের সহিত মানসী গৃহে অতিথি।

সুরতীয়া বিস্ময়াবিষ্টা। যশোহর যুবরাজের খ্যাতি, ঐশ্বর্য্য শুনিয়াছিল, ভাবিল—পঞ্চব্যক্তির মধ্যে যুবরাজ কে? আর ভাবিল—পূর্ব্বে কোন সংবাদ নহে, সঙ্গে রক্ষী, প্রহরী যান, বাহন কিছুই নহে—একি বৃত্তান্ত? কিন্তু প্রকাশ্যে কোন উত্তর না দিয়া অতিব্যস্ত ভাবে অন্দর মহালে দৌড়িল।

অন্দরে একটী বিস্তীর্ণ প্রকোষ্ঠে, উজ্জ্বলিত দীপাধার সম্মুখে দুইটী রমণী। একজনের সম্মুখ দ্বারের দিকে, অন্যজন তৎসম্মুখে। দ্বারাভিমুখিনী অতি সুন্দরী, শান্ত মুখমণ্ডলে লাবণ্য ও কমনীয়তা মাখা, চক্ষু কৃষ্ণতার প্রফুল্ল, পীতবর্ণ, স্বর্ণপত্র খচিত বসনপ্রান্ত ললাটের অর্দ্ধাংশ ঢাকিয়া পড়িয়াছে। এ বুঝি হায়দারের কোন আত্মীয়া হইবে? বয়সত হায়দার অপেক্ষা অল্প দেখিতেছি। তখনও যেন ষোল কলা পূর্ণ হইতে বাকিছিল, কিন্তু পুরিবে পুরিবে করিতে ছিল। হস্তস্থিত রেশম সূত্রে অপূর্ব্ব গ্রন্থি সন্নিবেশ দ্বারা হায়দারের জন্য তাবিজ প্রস্তুত হইতেছিল।

উভয়েই মেঝের উপর বিচিত্র গালিচায় আসীনা ছিলেন। এমত সময়ে ক্ৰন্তপদে সুরতীয়া দেখা দিল। দ্বারাভিমুখিনী ধীরে—সে প্রফুল্লমুখশ্রী উঠাইল। আহা! চক্ষুনিম্নে যেন একটু কালি পড়িয়াছে কেন? দীপচ্ছায়ানহেত? বলিল—সুরতীয়া এত ব্যস্ত ভাবে কেন?

সু। মালেকাইন্! যশোহরের যুবরাজ ভবানী সহায় প্রতাপ, আজ বন্ধু চতুষ্টয়ের সহিত মানক্কী গৃহে অতিথি। মালেক সঙ্গে ফিরিয়াছেন।

সে মুহূর্ত্তে সূর্য্যপ্রকাশ হইলে ও বোধ করি অধিকতর বিস্ময়ের কারণ হইত না। সে ধীর সৌন্দর্য্যশালিনীর হস্ত হইতে তাবিজ গালিচার উপর পড়িল, ব্যস্ত সমস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সে দিব্য কান্তি ঢলঢল করিতেছিল—সে লাবণ্য সে আধারে ধরিতে ছিল না।

দ্বিতীয়া হঠাৎ ফিরিলেন, দণ্ডায়মানা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—সুরতীয়া! তোমার মালেক কোথায়?

সু। বৈটকে।

এই দ্বিতীয়ার বয়স অনুমান চত্বারিংশত্ বর্ষ মধ্যে—অতি গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ সৌন্দর্য্য, দৃঢ়তার মাত্রাও নিতান্ত অল্প ছিলনা। চক্ষু তীব্র জ্যোতি-প্রদীপ্ত, অতি পরিস্ফুট কৃষ্ণতার চক্ষু নিম্নে বিষাদের গভীর ছায়া বর্ত্তমান। প্রথমা অপেক্ষা দেহ ভার উন্নত, গর্ব্বিত পদক্ষেপে অন্তরে দৃঢ়তা ও নির্ভীকতা প্রকটন করিতেছিল—ইনি পাঠান রাজ দাউদের অতি বিশ্বস্ত প্রধান সেনাপতি বাবু মানক্কীর পত্নী—হায়দারের গর্ভধারিণী—আর প্রথমা হায়দারের পত্নী। শাশুড়ী কোরাণের বয়াদ পাঠ করিতে-ছিলেন—বধূ তৎসন্নিধানে স্বামীর জন্য তাবিজ প্রস্তুত পরায়ণা ছিল।

শা। সুরতীয়া! হিন্দু রাজপুত্রের জন্য আহারের আয়োজন বিশেষ সতর্কতার সহিত করা আবশ্যক।—কি চিন্তা করিলেন, অতি স্নেহ মাখা স্বরে ডাকিলেন—মোরিয়াম্! যে বৃদ্ধ হিন্দু আমাদের

সম্মুখস্থ রাজ পথের অপর পার্শ্বস্থ ভগ্ন মন্দিরে বাস করে, তাহাকে আহ্বান করা আবশ্যক।

বধূর নাম মোরিয়াম্, হায়দার জননী বধূকে নাম ধরিয়াই ডাকিতেন—বোধ হয় স্নেহাধিক্য বশতঃ—কারণ হায়দার তাঁহার সবেমাত্র পুত্র, কন্যা ছিল না।

মো। যে ব্যক্তিকে মালেক সর্ব্বদা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রদান করিয়া থাকেন?

শা। হ্যাঁ, সেই। সুরতীয়া! তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, সে ব্রাহ্মণ কিনা?

সুরতীয়া প্রভু মাতার অনুজ্ঞা পালনার্থ অগ্রসর হইল।

মো। হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ কি বাবুর্চ্চি?

শা। ব্রাহ্মণ বাবুর্চ্চি নহে। সকল হিন্দুতেই ব্রাহ্মণের প্রস্তুত খাদ্য ভক্ষণ করে। আমাদের ন্যায় অনির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির হস্তে প্রস্তুত খাদ্য হিন্দুতে স্পর্শ করে না।

মো। যশোহরের যুবরাজ ব্রাহ্মণ?

শা। তাঁহার ব্রাহ্মণ বন্ধু আছেন, হায়দারের কাছে শুননাই?

মো। তবে তাঁহার নিজের খাদ্য আমি প্রস্তুত করিব।

শাশুড়ী বধূর কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—তাহা হইলে ত ভাবনাই ছিল না, কোন হিন্দুতেই আমাদের প্রস্তুত খাদ্য আহার করিবে না। মোরিয়াম্ বুঝিল, বলিল—তবে কি অতিথি?—তখন সুরতীয়া প্রত্যাগতা হইয়া নিবেদন করিল যে, সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ নহে।

শা। তবে কোন জাতি জিজ্ঞাসা করিয়া আইস।

সু। তাহার সহিত বর্ত্তমান আবশ্যকতার বিষয় উল্লেখ করায়, সে বলিয়াছে, যশোহর যুবরাজের স্বজাতি।

শা। যশোহর যুবরাজের স্বজাতি। একথা এতদিন জানাও নাই

উভয়েই মেঝের উপর বিচিত্র গালিচায় আসীনা ছিলেন। এমত সময়ে ত্রস্তপদে সুরতীয়া দেখা দিল। দ্বারাভিমুখিনী ধীরে—সে প্রফুল্লমুখশ্রী উঠাইল। আহা! চক্ষুনিম্নে যেন একটু কালি পড়িয়াছে কেন? দীপচ্ছায়ানহেত? বলিল—সুরতীয়া এত ব্যস্ত ভাবে কেন?

সু। মালেকাইন্! যশোহরের যুবরাজ ভবানী সহায় প্রতাপ, আজ বন্ধু চতুষ্টয়ের সহিত মানক্লী গৃহে অতিথি। মালেক সঙ্গে ফিরিয়াছেন।

সে মুহূর্ত্তে সূর্য্যপ্রকাশ হইলে ও বোধ করি অধিকতর বিস্ময়ের কারণ হইত না। সে ধীর সৌন্দর্য্যশালিনীর হস্ত হইতে তাবিজ গালিচার উপর পড়িল, ব্যস্ত সমস্তে উঠিয়া দাঁড়াইলেন, সে দিব্য কান্তি ঢলঢল করিতেছিল—সে লাবণ্য সে আধারে ধরিতে ছিল না।

দ্বিতীয়া হঠাৎ ফিরিলেন, দণ্ডায়মানা হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—সুরতীয়া! তোমার মালেক কোথায়?

সু। বৈটকে।

এই দ্বিতীয়ার বয়স অনুমান চত্বারিংশত্ বর্ষ মধ্যে—অতি গাম্ভীর্য্য-পূর্ণ সৌন্দর্য্য, দৃঢ়তার মাত্রাও নিতান্ত অল্প ছিলনা। চক্ষু তীব্র জ্যোতি-প্রদীপ্ত, অতি পরিস্ফুট কৃষ্ণতার চক্ষু নিম্নে বিষাদের গভীর ছায়া বর্ত্তমান। প্রথমা অপেক্ষা দেহ ভার উন্নত, গর্ব্বিত পদক্ষেপে অন্তরে দৃঢ়তা ও নির্ভীকতা প্রকটন করিতেছিল—ইনি পাঠান রাজ দাউদের অতি বিশ্বস্ত প্রধান সেনাপতি বাবু মানক্লীর পত্নী—হায়দারের গর্ভধারিণী—আর প্রথমা হায়দারের পত্নী। শাশুড়ী কোরাণের বয়াদ পাঠ করিতে-ছিলেন—বধূ তৎসন্নিধানে স্বামীর জন্য তাবিজ প্রস্তুত পরায়ণা ছিল।

শা। সুরতীয়া! হিন্দু রাজপুত্রের জন্য আহারের আয়োজন বিশেষ সতর্কতার সহিত করা আবশ্যক।—কি চিন্তা করিলেন, অতি স্নেহ মাখা স্বরে ডাকিলেন—মোরিয়াম্! যে বৃদ্ধ হিন্দু আমাদের

সম্মুখস্থ রাজ পথের অপর পার্শ্বস্থ ভগ্ন মন্দিরে বাস করে, তাহাকে আহ্বান করা আবশ্যক।

বধূর নাম মোরিয়াম্, হায়দার জননী বধূকে নাম ধরিয়াই ডাকিতেন—বোধ হয় স্নেহাধিক্য বশতঃ—কারণ হায়দার তাঁহার সবেমাত্র পুত্র, কন্যা ছিল না।

মো। যে ব্যক্তিকে মালেক সর্ব্বদা প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি প্রদান করিয়া থাকেন?

শা। হ্যাঁ, সেই। সুরভীয়া! তাহাকে জিজ্ঞাসা কর, সে ব্রাহ্মণ কিনা?

সুরভীয়া প্রভু মাতার অনুজ্ঞা পালনার্থ অগ্রসর হইল।

মো। হিন্দুর মধ্যে ব্রাহ্মণ কি বাবুর্চ্চি?

শা। ব্রাহ্মণ বাবুর্চ্চি নহে। সকল হিন্দুতেই ব্রাহ্মণের প্রস্তুত খাদ্য ভক্ষণ করে। আমাদের ন্যায় অনির্দ্দিষ্ট ব্যক্তির হস্তে প্রস্তুত খাদ্য হিন্দুতে স্পর্শ করে না।

মো। যশোহরের যুবরাজ ব্রাহ্মণ?

শা। তাঁহার ব্রাহ্মণ বন্ধু আছেন, হায়দারের কাছে শুননাই?

মো। তবে তাঁহার নিজের খাদ্য আমি প্রস্তুত করিব।

শাশুড়ী বধূর কথায় বাধা দিয়া বলিলেন—তাহা হইলে ত ভাবনাই ছিল না, কোন হিন্দুতেই আমাদের প্রস্তুত খাদ্য আহার করিবে না। মোরিয়াম্ বুঝিল, বলিল—তবে কি অতিথি?—তখন সুরভীয়া প্রত্যাগতা হইয়া নিবেদন করিল যে, সে ব্যক্তি ব্রাহ্মণ নহে।

শা। তবে কোন জাতি জিজ্ঞাসা করিয়া আইস।

সু। তাহার সহিত বর্ত্তমান আবশ্যকতার বিষয় উল্লেখ করায়, সে বলিয়াছে, যশোহর যুবরাজের স্বজাতি।

শা। যশোহর যুবরাজের স্বজাতি। একথা এতদিন জানাও নাই

কেন? হায়দার ও জানায় নাইত! আমার ধারণা ছিল, বৃদ্ধ সূর্য্যোপাসক ব্রাহ্মণ অথবা অন্য কিছু হইবে। সুরতীয়া! রাজপুত্রকে, হায়দার কে আমার স্মরণ জ্ঞাপন কর।

সুরতীয়া গৃহ নিষ্ক্রান্ত হইল। মোরিয়াম্ গৃহান্তরে প্রস্থান করিলেন। ক্ষণ পরে হায়দার প্রতাপকে সঙ্গে লইয়া মাতৃ সন্নিধানে উপস্থিত হইলেন।

হা। মা! যশোহরের যুবরাজ—প্রতাপকে হস্ত ধরিয়া দীপাধার সম্মুখে আনয়ন করিলেন।

মা। বাল্যকালে দেখিয়াছিলাম, এক্ষণে কত পরিবর্ত্তন হইয়াছে। —দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িলেন। প্রতাপ আনাভি মস্তক অবনত করিয়া তস্‌লিম জ্ঞাপন করিলেন।

মাতা হায়দারকে ইঙ্গিত করিলেন—নিকটস্থ মস্‌নদে যুবরাজকে বসাও।

প্র। হায়দার! আইস! দুইজনে বসি।

মা। ছোট মহারাণী কেমন আছেন? রাজা গোবিন্দ প্রসাদের ভ্রাতুষ্পুত্রী?

প্র। আপনার আশীর্ব্বাদে সকলের মঙ্গল।

মা। যুবরাজ! যদি তোমার মাতা জীবিতা থাকিতেন—মানক্রী বংশের সৌহৃদ্য বিস্মৃত হইতেন না।—প্রতাপ অপ্রতিভ হইলেন—হায়দার ও মাতা উভয়ে বুঝিলেন। এ প্রসঙ্গ প্রতাপের বিবাহের সম্বন্ধে।

মা। কোন্ রাজ কন্যার সহিত?

হা। একজন সম্ভ্রান্ত স্বজাতীয় প্রজা কন্যার সহিত।

মাতা আশ্চর্য্য হইলেন—তাঁহার ধারণা ছিল, রাজ পুত্রেরা প্রজা কন্যা কেন বিবাহ করিবে?

প্র। হায়দারের বিবাহে আমার নিমন্ত্রণ হয় নাই ত?

তখন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই কি যেন স্মরণ হইল, বলিলেন—হায়দার! যে বৃদ্ধ সম্মুখস্থ মন্দিরে বাস করে, সে যুবরাজের স্বজাতীয়, তাহার প্রস্তুত খাদ্যে অদ্য অতিথির সম্মান রক্ষা আবশ্যক।

হা। শঙ্কর রহিয়াছে যে?

প্র। সেজন্য এত উৎকণ্ঠিত হইবার প্রয়োজন নাই।

হায়দার প্রতাপকে মাতৃসন্নিধানে রাখিয়া, বৃদ্ধের উদ্দেশে প্রস্থান করিলেন।

মা। এক্ষণে কি মানসে ভগ্নশ্রী গৌড় নগরে আসিয়াছ?

প্র। একবার জন্মভূমি ও সাহেন সা দাউদের রাজধানী দেখিবার প্রত্যাশায়। তবে দিল্লীতে যাইবার প্রয়োজন আছে।

মা। দিল্লীতে! মোগলের রাজধানীতে যশোহরের যুবরাজ? সাহেন্ সার মন্ত্রী পুত্র? কি অভিলাষে?

প্র। পিতার আজ্ঞায় সম্রাট সভায় যশোহরের প্রতিনিধিত্ব করিতে।

সে তীব্র জ্যোতি প্রদীপ্ত চক্ষু জলিয়া উঠিল, উন্নত দেহ ভার কাঁপিল, সর্ব্বাঙ্গ অপূর্ব্ব তেজে মহিমাময় হইল। গম্ভীর কণ্ঠে বলিলেন—

মা। মোগলের সভায় পাঠান রাজের মন্ত্রী পুত্র শোভা-বর্দ্ধনার্থে?

প্র। নির্ব্বাসনে।

মা। নির্ব্বাসন? যশোহর যুবরাজের প্রতি কঠোর আজ্ঞা হইল কেন?

প্র। পিতা সর্ব্বকার্য্যে ভীরুতা অনুভব করেন—পিতৃ দ্রোহিতা শঙ্কায়।

মা। বুঝিলাম—বৃদ্ধ মন্ত্রী রাজ এক্ষণে যুবক দিগের জন্ম ধর্ম্মালোচনা

ও নিশ্চেষ্ট ঐশ্বর্য্য ভোগ অথবা নির্ব্বাসন—এই দুই ব্যবস্থার পক্ষপাতী হইয়াছেন।

প্র। এ নির্ব্বাসনে হায়দারকে সহযাত্রী হইতে অনুরোধ করিতে পারি কি?

মা। দিল্লীতে? দুর্ব্বৃত্ত মোগলের গৌরব স্থলে অধঃপতিত মানক্রী মর্ম্মে পুড়িবে যে।

প্র। আপনি মাতৃ বন্ধু, আমি মাতৃহীন; মাতৃহীন সন্তানের নির্ব্বাসনে বীর পত্নী, বীর জননী মানক্রী মাতার হৃদয়ে সহানুভূতির অভাব হইবে কি?

মা। দেখ প্রতাপ! এই গৌড় মহানগরীতে মানক্রী বংশের সর্ব্বস্ব গিয়াছে, আর আমার? আমার সূর্য্য অকালে এই সমুদ্রে ঘোর ঝটিকায় ডুবিয়াছে! এ সমুদ্রে হিন্দু হইলে ঝাঁপ দিয়া মরিতাম কিন্তু পাঠান বলিয়া কি ধীরে ডুবিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত হইব?

প্র। মাতৃ বন্ধু! ইহার সদুত্তরে সন্তান অক্ষম। তবে যদি কোন-দিন এই ঐশ্বর্য্য পালিত বাহুতে পিতৃ প্রভু সাহেন্ সা দাউদের, পিতৃ বন্ধু মানক্রী ভ্রাতৃদ্বয়ের—অকাল পতনের প্রতিশোধ চরিতার্থের ক্ষমতা জন্মে—তখন—তখন কি বীর পাঠান পত্নী অধমের আলয়ে আতিথ্য গ্রহণে কুণ্ঠিত হইবেন?

মা। তুমি পুত্র, কি আর বলিব?

হায়! সে বীর হৃদয়ের উচ্ছ্বাস এমনি ছিল। বীর পত্নী! সে তীব্র জ্যোতির্ম্ময়ী দৃষ্টি এখন কোথায়? বক্ষ ভাসিতেছে কেন? সে মুহূর্ত্তে হায়দার গৃহ প্রবিষ্ট হইলেন, জননী সম্বোধনে বলিলেন—মা! সে বৃদ্ধের পরিচিত কে নাকি ব্রাহ্মণ বালক আছে, সেই সমস্ত প্রস্তুত করিবে, বৃদ্ধ আয়োজনের ভার লইয়াছে। তবে বৃদ্ধের ইচ্ছা, সেই মন্দিরে আহারাদি হইবে।

মা। সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে, মানক্লীবংশের খ্যাতি, অখ্যাতির ভাগী এখন তুমি।—মাতা চক্ষু মুছিলেন। তখন মেঝের উপর পতিত সেই তাবিজের দিকে দৃষ্টি পড়িল, ধীরে উঠাইয়া লইলেন।

হা। কি মা? তাবিজ?

মা। তাই বটে, তোমার জন্য তৈয়ার করিতেছিল, ব্যস্ততায় রাখিয়া গিয়াছে।

হা। ভবানী সহায় বিদেশে বন্ধুহীন স্থানে যাইতেছেন।—মাতা বুঝিলেন, বলিলেন—তাহাই হইবে।

তখন বহুবিধ শিষ্টাচারান্তে প্রতাপ হায়দারের সহিত বন্ধুবর্গ সন্নিধানে চলিলেন। সেই পূর্ব্বপরিচিত বৈঠকে নানা প্রকার কথোপকথন হইল, তন্মধ্যে হায়দারের মাতা দিল্লী গমনে নিতান্ত অনিচ্ছুক, সেই সম্বন্ধেই অধিক। তাহার পর হায়দারের বর্ত্তমান অবস্থা সম্বন্ধেও কতক কথাবার্ত্তা হইল।

প্র। হিন্দুরাজ নিকেতনের ধ্বংসাবশেষ দেখিবার ইচ্ছায় বহির্গত হইয়াছিলাম।

হা। তাহা একরূপ অসম্ভব, ঘোর অন্ধকার অরণ্যাবৃত! কল্য প্রত্যূষে তদভিমুখে যাত্রা করা যাইবে।

প্র। বন্ধু! পোতাধ্যক্ষকে সংবাদ জ্ঞাপন আবশ্যক বোধ কর কি না?

শ। এক্ষণে হইলেই ভাল হইত, একান্ত পক্ষে প্রত্যূষে।

হা। লেখন লিখিয়া দিলে সম্‌সের দ্বারা অতি প্রত্যূষেই পাঠাইয়া দিব। আবশ্যক হয় এখনও পাঠাইতে পারি, তবে তাহার যে প্রকৃতি, একক কোন স্থানে পাঠাইতে নানারূপ আশঙ্কা হয়।

তখন সুরতীয়া সংবাদ জ্ঞাপন করিল—মালেক! আহার্য্য প্রস্তুত, বৃদ্ধ বহির্দ্বারে অপেক্ষা করিতেছে।

হায়দার বন্ধুগণকে বহুশিষ্টাচারে সঙ্গে আসিতে অনুরোধ করিলেন। সকলে মন্দিরে প্রবিষ্ট হইলেন। হায়দার বহির্ভাগে দণ্ডায়মান থাকিয়া বৃদ্ধকে সময় সময় উপদেশ দিতেছিলেন। অতিথিগণ যথারীতি আচমণান্তর সে বিস্তীর্ণ ভগ্নমন্দিরাভ্যন্তরে পৃথক পৃথক স্থানে ভোজনে উপবেশন করিলেন। ব্রাহ্মণ বালক আহার্য্যাদি যথাস্থানে সন্নিবেশিত করিতেছিল। বৃদ্ধ দুগ্ধ মিষ্টান্নাদি সাজাইতেছিল। সূর্য্যকান্তের সম্মুখে সে দুগ্ধপাত্র, মিষ্টান্ন হঠাৎ হস্তচ্যুত হইল, বৃদ্ধ চমকিল—মর্ম্মভেদী স্বরে সূর্য্যকান্তের বক্ষে ঝাঁপাইয়া পড়িল, বলিল—সুবর্ণগ্রামের প্রসিদ্ধ ভুস্বামী রমাকান্ত গুহের পুত্র! আমার প্রভু কন্যা কোথায়?—সে মুহূর্ত্তে মন্দির মধ্যে বজ্রপতনেও অধিকতর বিস্ময়ের কারণ হইত না। সকলে আহারাদি ভুলিয়া গেল—সূর্য্যকান্ত বিস্ময়ে, আনন্দে বাক্‌শূন্য। ক্ষণপরে কি যেন স্মরণ হইল, পুলকপূর্ণ মুখশ্রী লাবণ্যময় হইল।

সূ। বৃদ্ধ! আজ বিধি মিলাইয়াছেন, যাদবীর পরিচয় যাহা অজ্ঞাত ছিল——

বৃ। হায় রমাকান্ত পুত্র! তবে কি তোমার আশ্রয়ে ক্ষুদ্র বালিকার স্থানাভাব হইয়াছিল?

সূ। তুমি ক্ষুদ্র বুদ্ধি, তাই এ কথা বলিতেছ! রমাকান্ত পুত্রের দীন আবাসে এখনও শত সহস্র পশু পক্ষী পালিত হইতেছে।

বৃদ্ধ ভূমে লুটাইয়া সূর্য্যকান্তের পদযুগল ধরিল—সূর্য্যকান্ত আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে তাহার মুখপানে চাহিলেন।

শ। বৃদ্ধ! যাহা জিজ্ঞাসা করি যথাযথ উত্তর দাও।

সকলে বিশেষ কৌতুহলী হইয়াছিলেন। হায়দার বহু পূর্ব্বে পার্থক্য ভুলিয়া মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক এই বৃত্তান্ত দর্শনে আগ্রহান্বিত ছিলেন।

বৃ। গৌড়ের রাষ্ট্রবিপ্লবের দিন স্মরণ করিলে এখনও হৃদ্‌কম্প হয়।

শ। তুমি কে ?

বৃ। বোধ করি গৌড়ের হিন্দুরাজ জ্ঞাতি মঙ্গলগড়ের জায়গীরদার মহারাজ বিজয়েন্দু রায়ের নাম শুনিয়াছেন ?

সূ। বৃদ্ধ! যাদবী তাঁহার কে ?

বৃ। তাঁহার একমাত্র কন্যা।

সূর্য্যকান্ত সর্পাহত পথিকের ন্যায় দাঁড়াইলেন। প্রতাপ দীর্ঘ পদক্ষেপে বৃদ্ধের হাত ধরিলেন, ইঙ্গিতে সকলকে জানাইলেন—হায়দারের বৈঠকে! আহার্য্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িয়া রহিল। ব্রাহ্মণ বালক জড়জগতের নিয়মরক্ষা করিতেছিল।

প্র। বৃদ্ধ! মহারাজ বিজয়েন্দুর তখন গৌড়ে উপস্থিতির হেতু কি ?

বৃ। আমি সামান্য কর্ম্মচারী মাত্র; তবে স্বজাতীয় বলিয়া যতটুকু জানিতাম—সাহেনুসার হুকুমে অশ্ব ও লৌহ বরাবর মঙ্গলগড় হইতে সরবরাহ হইত। যুদ্ধের সময় অতিরিক্ত অনুরোধ জ্ঞাপন করায়, মহারাজ স্বয়ং পঞ্চসহস্র অশ্বারোহীসহ রাজ-সাহায্যার্থে গৌড়ে উপস্থিত ছিলেন।

প্র। তাহার পর ?

বৃ! মুনিন খাঁর অনুচরেরা যখন মহারাজকে ধরিবার মানসে দরজা ভুড়িতেছিল, আমি উপস্থিত ছিলাম, অন্যান্য সৈন্য, প্রহরী সকলে সে ভৃত্য বৎসল প্রভুর বাসভবন রক্ষার্থ ব্যস্ত ছিল। মহারাজ কন্যাটীকে আমার ক্রোড়ে দিয়া, যদি সম্ভব হয়, নিরাপদস্থানে পলায়নের জন্য অনুরোধ করেন, নিজে সশস্ত্র বহির্দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইয়াছিলেন। এই পর্য্যন্ত জ্ঞাত আছি, হায়! তাহার পর কত বৎসর কত অনুসন্ধান করিলাম, কোনই সংবাদ পাই নাই।

প্র। কন্যাটীকে তুমি রক্ষা করিলে কি প্রকারে ?

বৃ। একজন মৃত মোগল সৈনিকের পরিচ্ছদ পরিধানান্তে পশ্চাৎ

দ্বার দিয়া নগর বহির্গমন কালে, নগরের প্রান্ত ভাগে এই রমাকান্ত পুত্রের সহিত সাক্ষাৎ হয়, ইহারই হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলাম।

সূ। সমস্ত পরিচয় প্রদানে কুণ্ঠিত হইয়াছিলে কেন?

বৃ। বলিয়াছিলাম ত—তোমার স্বজাতিয়া, উচ্চবংশ সম্ভূতা।

প্র। ইহা এক প্রকার গোপন বই কি?

বৃ। মনে ধারণা ছিল, মহারাজ জীবিত থাকিলে রমাকান্ত পুত্রের নিকট হইতে তাঁহার কন্যা তিনি লইবেন!

শ। দেখ বৃদ্ধ! আমরা পাথেয় দিলে, তুমি যশোহর নগরে যুবরাজের বন্ধু সূর্য্যকান্তের আবাসে যাইতে প্রস্তুত আছ?

বৃ। ভগ্ন মন্দিরে ও নবপ্রতিষ্ঠিত মহানগরীতে আমার প্রভেদ নাই।

শঙ্কর দৃঢ় স্বরে বলিলেন—সেখানে তোমার প্রভু কন্যার সাক্ষাৎ পাইবে।

বৃদ্ধ শঙ্করের পায়ে লুটাইয়া পড়িল, কাঁদিয়া বুক ভাসাইল। সূর্য্যকান্ত হস্ত ধরিয়া উঠাইলেন।

সূ। এখন রমাকান্তের অধম সন্তান আশ্রিতা প্রতিপালনে পূর্ব্ব-প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিয়াছে কিনা, কি বুঝিতেছ?

প্র। এক্ষণে যদি যশোহর যাইতে প্রস্তুত থাক, এই পাঠান বীরের নিকট উপদেশ ও পাথেয় লইবে।

বৃদ্ধ সম্মতি জানাইল, কৃতজ্ঞচিত্তে হায়দারের হস্ত ধরিল, বলিল—পাঠান বীর! তোমার ঋণ ইহ জীবনে শোধ হইবে না।

হা। তুমি নিজ মন্দিরে বিশ্রামার্থ গমন কর।

বৃ। পাঠানবীর! আশ্রিত বৃদ্ধের অবিবেকতায় আজ তোমার অতিথি সৎকারে বাধা পড়িয়াছে।

হা। সমসের! বৃদ্ধের সহিত একত্রে ফল মূলাদি সংগ্রহার্থ সত্বর

হও।—বৃদ্ধ সমসেরসহকক্ষ নিষ্ক্রান্ত হইল।

হা। যুবরাজ! আজ অধম মানক্কীর আতিথ্যেও বিঘ্ন হইয়াছে। মানক্কীর এ অখ্যাতি মরিলেও যাইবে না।

প্র। হায়দার! তোমার স্নেহ আতিথ্য অপেক্ষা মূল্যবান।

হায়দার নিরবে গাত্রোত্থান করিলেন। এবার মদন কথা কহিল—দিনের বেলায় হইলে আমিই পারিতাম। সূর্য্যকান্ত ও শঙ্কর হাঁসিলেন। প্রতাপ শয়নের উপর অর্দ্ধশয়ান ভাবে কি ভাবিতেছিলেন। সুন্দর আলেখ্য দেখিতেছিলেন।

ম। রাত্রেও পারি, তবে অন্ধকারে অপরিচিত স্থানে ফলবান ও ফলশূন্য বৃক্ষ চেনা ভার।

হা। সহচর! তোমার ন্যায় সদানন্দ ব্যক্তির নিকট পরিচিত হওয়াও পূণ্যফল বটে!

মদন একথার কোন উত্তর না দিয়া সুন্দর সমভিব্যাহারে গৃহ নিষ্ক্রান্ত হইলেন। অনতি দীর্ঘকাল পরে মদন ও সুন্দর সেই বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ বালকের সহিত একত্রে দেখা দিল, হায়দারের আগ্রহাতিশর্য্যে ও মদনের ক্ষুধা বাহুল্যে বৃদ্ধের মন্দির সম্মুখস্থ চত্বরে উপবেশন পূর্ব্বক ফলমূলাদি ভোজনে তৃপ্ত হইলেন।

হা। যুবরাজ! যে ব্যক্তি পতিত, তাহার সকল অবস্থাতেই ঈশ্বর বিমুখ।

প্রতাপ হায়দারকে স্নেহ সম্ভাষণে সান্ত্বনা করিলেন। অবশিষ্ট সময়টুকু হায়দারের বৈটকে যাপন পূর্ব্বক অতি প্রত্যুষে ভগ্নশ্রী হিন্দুরাজ নিকেতনের দিকে অগ্রসর হইলেন। সমসের পোতাধ্যক্ষকে সংবাদ জানাইল।

সে প্রবাদোক্ত সপ্তদশ অশ্বারোহী বিজিত রাজধানীর ধ্বংসাবশেষ বহু যত্নে দেখিলেন। হায়দারের নিকট বহু শিষ্টাচারান্তে বিদায় গ্রহণ

করিলেন। তাবিজ উপহার পাইলেন। বৃদ্ধের পাথের জন্য অনুরোধ করিলেন—ব্যর্থ হইল।

এইরূপে কয়েক দিবস জলপথে অতিবাহিত করণান্তর ৺কাশীধামে চতুঃষষ্টি যোগিনী দেবীর মন্দির সম্মুখে জাহাজ নঙ্গর করিল। বিশ্ব-মাতার পূত সলিলে স্নানাহ্নিকাদি সমাপনান্তর করযোড়ে প্রার্থনা করিলেন—মাতঃ! যদি অভীষ্ট সিদ্ধি হয়, যদি দিল্লী যাত্রায় সুফল হয়, তোমার ঘাট বাঁধাইয়া দিব, অভাগ্য সন্তানকে মনে রাখিও। অতঃপর দেবালয়াদি দর্শন ও ব্রাহ্মণ ভোজন ব্যাপারে দুই দিন অতি-বাহিত করিয়া রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

দিল্লী

১৩

হিন্দুস্থানের সার্ব্বভৌম সম্রাট আকবর সাহের বিপুলায়াত রাজধানী দিল্লী মহানগরী পৃথিবীর বিখ্যাত পণ্ডিত, যোদ্ধা রাজনীতিবিদ সর্ব্ববিধ মহারথীবর্গের সমাবেশে মরতে অমরাবতী তুল্য ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন প্রতীয়মান। কত লক্ষ লক্ষ প্রস্তর নির্ম্মিত সৌধমালার তুঙ্গচূড়ায় সুবর্ণ, রজত, পিত্তল কলসাদি শোভিত হইয়া তদাধিকারীগণের বিপুল বিত্তের পরিচয় প্রদান করিতেছিল। প্রস্তর মণ্ডিত রাজবর্ত্ম সমূহ অতিপরিচ্ছন্ন, গন্ধ-বারি সিঞ্চনে স্নিগ্ধ বায়ু প্রবাহ তরঙ্গে তরঙ্গে হিল্লোলিত। অসংখ্য সুসজ্জিত শ্রেণীবদ্ধ বিপণি মালা, বহুমূল্য দ্রব্য সম্ভারে সজ্জিত হইয়া দিবানিশি পরস্পর প্রতিযোগিতা পরায়ণ। শত সহস্র আমির ওমরাহের

মর্ম্মর নির্ম্মিত প্রবেশ স্তম্ভগাত্রে মরকত রচিত বিচিত্র শিল্প রঞ্জিত বংশানুক্রমিক পরিচয় চিহ্ন জাজ্জ্বল্যমান। দেশ দেশান্তরাগত রাজা মহারাজা আমির সুলতান, খাঁন খানের মনোরম প্রাসাদ সম্মুখে সশস্ত্র প্রহরীগণ সম্ভ্রম রক্ষায় কর্ত্তব্য পালনশীল। সহস্র সহস্র সেনাপতিগণের সৈন্যবারিক নিঃসৃত ঘন বিজয় বাদ্য ঝঙ্কারে দিগদিগান্ত দিল্লীশ্বরের মহিমা ঘোষণায় পরিপ্লাবিত। সহস্র সহস্র নহবৎ স্তম্ভে অতি মধুর আলাপে সেলামী পড়িতেছিল। সহস্র যোজনান্তরাগত ইংরাজ দীনেমার, পর্টুগীজ, ফরাসী. চীন, বাগদাদ, পারস্যাদি রাজদূত সমূহের আবাস ভবনে বৌদ্ধের কায়া খৃষ্ট ধর্ম্মপ্রাণ ক্রুস ও ইসলামের অর্দ্ধচন্দ্রে অপূর্ব্ব প্রতিবাসিত্ব প্রকটীত হইতেছিল।

আর সর্ব্বোপরি শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত ভীমকান্ত দুর্গ—যমুনা গর্ভপ্রসারী। মোগল, রাজপুত, উজবেগ, আফগান জাতির রাজচিহ্নাঙ্কিত মহার্হ পরিচ্ছদ পরিহিত অগণ্য অশ্বারোহী উন্মুক্ত বর্ষা ও নিষ্কোষিত কৃপাণ হস্তে উন্মত বিক্রমে প্রহরায় নিযুক্ত, অটল—নির্ব্বাক। সহস্র সহস্র সেনাপতি, মন্ত্রী, আমির ওমরাহ স্ব স্ব কর্ত্তব্য লক্ষ্যে মর্য্যাদানুরূপ যান-বাহনাদিতে ইতস্ততঃ গমনাগমনশীল। তুঙ্গ বুরচা শ্রেণী শিখরে, শ্বেত-মর্ম্মর বেদী পৃষ্ঠে, পরিমিত ব্যবধানাবস্থিত, সুবর্ণ রজত বলয়িত মুখগহ্বর, সিন্দুর রঞ্জিত কণ্ঠ, বিপুলকায় কামান শ্রেণী জড় জগতের সমবেত বলকেও ভ্রূকুটী করিতেছিল। সহস্র সহস্র দুর্দ্ধর্ষ খোজা-প্রহরী ভৈরব বিক্রমে রাজকক্ষ, অন্তঃপুর রক্ষায় মরজগতে যক্ষের অস্তিত্ব প্রমাণ করিতেছিল। কোষাগার সম্মুখে বলাকাপক্ষবিনিন্দী অমল শ্বেত অশ্বপৃষ্ঠে অষ্টায়ুধ ধারী কুঞ্চিত কেশ বিরাট বপু হাবসী অশ্ব-কর্ত্তব্য পালনে ব্যস্ত। চত্বরে, বুরুজে পুত্তলিকা নিশ্চল পদাতিক বর্গ সসঙ্গীন কড়াবিন্ স্কন্ধেপ্রস্তর মূর্ত্তির অনুকরণ করিতেছিল। অগণ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ পতাকা মালা বহু কারু কার্য্য খচিত সুবর্ণদণ্ডোপরে অর্দ্ধচন্দ্র

শোভিত কলেবরে ইস্লামের অদ্ভুত প্রতাপ নিরবে ঘোষণা করিতেছিল। সহস্র সহস্র মুক্তামালা বিলম্বিত স্বর্ণ পদক গ্রথিত কণ্ঠ বিচিত্র শুণ্ড বারণ-শ্রেণী কখনও আরোহী পূর্ণ হাওদা পৃষ্ঠে কখন শূন্য হাওদা পৃষ্ঠে যাতায়াত করিতেছিল। মনোরম বহুমূল্য বস্ত্রাচ্ছাদিত উষ্ট্র শকট সমূহ ক্ষিপ্রগতিতে ইতস্ততঃ গমনশীল। রজত স্তম্ভসংলগ্ন, সুবর্ণ বেষ্টিত প্রান্ত স্ফটিক আলোকাধার সমূহে মর্ম্মর গঠিত সুবর্ণ মাণিক্য খচিত কৃত্রিম প্রস্রবণ নিচয়ের সপ্ত রঙ্গিন তরলোদগীরণ প্রতিফলিত হইয়া ইন্দ্রধনুর অনুকরণ করিতেছিল। সহস্র সহস্র কারুচমকোজ্জ্বলিত পুষ্পাধার হস্তে অপূর্ব্ব গ্রথিত কুসুম স্তবকের সুগন্ধে প্রান্তান্তর আমোদিত করিতেছিল। প্রহরে প্রহরে জুম্মামসজিদের মর্ম্মর ভিত্তি প্রতিধ্বনিত কুতুব (খত্‌বা) উচ্চারণ শব্দ বায়ু প্রবাহে তরঙ্গায়িত হইয়া মোগলের অতুল প্রতাপ মহিমায় মরজগতে অমরত্ব প্রতিপন্ন করিতেছিল। মুহুর্ম্মুহু গম্ভীর তোপধ্বনিতে সম্ভ্রান্তগণের আগমন ও বহির্গমন সূচিত হইতেছিল। তখন বেলা সার্দ্ধপ্রহর অতি-ক্রমোন্মুখ; সেবিশাল রক্তবর্ণ দুর্গের শিখর দেশে মণিমাণিক্য খচিত হেমদণ্ডোপরে বিচিত্র তারকাঙ্ক অর্দ্ধচন্দ্র শোভিত নিশান উড়িল। সহস্র সহস্র নহবৎ খানায় উপর্য্যুপরি দুইবার সেলামী পাড়ল, মুরচা শ্রেণীস্থ কামান গর্জ্জনে দিগদিগান্ত ঘন কম্পনে কম্পিত হইল। রক্ষী, প্রহরী উন্মুক্ত কৃপাণ শিরোস্পর্শ করিল, নগর বাসী ধনী নির্ধন, পণ্ডিত মুর্খ, রাজা মহারাজ, আমির ওমরাহ, সুলতান খাঁন্, ব্যক্তিগত পার্থক্য রহিতে বুকে হাত বাঁধিয়া শির নমাইয়া, মুহূর্ত্ত জন্য সর্ব্ববিধ কর্ত্তব্য ত্যাগে দিল্লীশ্বরের সম্ভ্রম জ্ঞাপন করিল। তখন নগরস্থ যাবদীয় উপাসনাগৃহে ধর্ম্মজাতি নির্ব্বিশেষে সেই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের দীর্ঘায়ু ও ভবিষ্যৎ সম্পদ কামনা করিল। আর সেই ত্রিদিবৈশ্বর্য্য সমৃদ্ধ মহা-নগরী প্রধান সাধারণ, সম্ভ্রান্ত অসম্ভ্রান্ত, নিমন্ত্রিত অভ্যাগত, দূত সৈন্য

নায়ক. আমির ওমরাহ, সুলতান খান্, বিচার প্রার্থী স্ব স্ব কর্ত্তব্য ত্যাগ স্বীকারে ভ্রূক্ষেপ পরান্মুখ অবস্থায়—বাদশাহ, সাহেন্‌সাহ, জগদীশ্বর খ্যাতি সংপূজিত, ভূতলে অতুল ক্ষমতা ভূষিত, মোগলের মহিমা গৌরব স্থাপয়িতা জালালউদ্দিন আকবর সাহের ইতিহাস ধন্য আমখাস্ দরবার অভিমুখে পূর্ণপ্রাণে অগ্রসর হইল।

যে বিরাট মোগলের দরবার সমৃদ্ধি খ্যাতির শ্রুতি সত্যনিশ্চয় করণোপলক্ষ্যে প্রবল প্রতাপান্বিত ষড়ৈশ্বর্য্য সম্পন্ন ভার্সেলিস প্রাসাদ স্থাপয়িতা ফরাসী রাজ চতুর্দ্দশ লুই প্রেরিত দূত প্রবর বার্ণিয়ার—মোহিত চিত্তে নিজ প্রভু সমক্ষে আমখাসের একটী স্তম্ভ বা প্রস্তরের মূল্য অর্দ্ধেক ভার্সেলিস্ নির্ম্মিত হইয়াও উদ্বৃত্ত থাকে বলিয়া মন্তব্য প্রকাশ করেন।—যে ঐশ্বর্য্য খ্যাতিতে মহামান্য ইংলণ্ডেশ্বর প্রথম জেম্‌সের মস্তিষ্ক তদীয় দূত সার টমাস রো প্রেরিত মন্তব্য পাঠে বিলোড়িত হইয়াছিল, যে মোগল কুলসবিতার ভাগ্যবলে সমরকন্দবাসী ভল্লাস্ত্র বিশারদ অশ্বপৃষ্ঠচারী তাতার জাতি হইতে দস্যুবৃত্তিজীবি আরাকানবাসী মগ পর্য্যন্ত সভ্যাসভ্য তিন শত জাতি অবনত মূর্দ্ধ হইয়া তদীয় জগদীশ্বরত্ব সপ্রমাণে কুণ্ঠিত হইত না, আর সর্ব্বশেষে যে জগদীশ্বরের মহিমায় আত্মবিস্মৃত চিত্তে গরিমা মণ্ডিত সূর্য্য চন্দ্র বংশীয় বিক্রান্ত বংশধরগণ নিজ নিজ কুলমর্য্যাদা বিনিময়ে চরিতার্থতা উপলব্ধি করিতেন, সেই তাইমুর বংশের উজ্জ্বলতম রত্ন জালালউদ্দিন আকবর সাহের আমখাস দরবার আজ তদীয় শুভাধিষ্ঠান উৎকণ্ঠায় প্রতীক্ষা পরায়ণ।

ক্রোশার্দ্ধ পরিমাণ দীর্ঘ প্রস্থ সমচতুষ্কোণ ক্ষেত্র। চতুর্দ্দিকে সমপ্রশস্ত পথ, অতি নিপুণতা সহকারে সমতলী কৃত, তদ্ হৃদয়ে সমুদ্র সৈকত জাত বর্ণ বৈচিত্র্যোজ্জ্বল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রস্তর খণ্ড আস্তীর্ণ, বহুবিধ বিলাস লালসা বাঞ্ছিত শ্বেত মর্ম্মর মূর্ত্তি বিশিষ্ট, রত্ন খচিত কারুকার্য্য খোদিত, স্তবক গ্রথিত, পুষ্পমণ্ডিত, পুষ্পাধার শোভিত, তারকাক্ অর্দ্ধ

চন্দ্র সংলগ্ন শীর্ষ সুবর্ণ দণ্ড প্রান্তোত্থিত সমীরণ প্রবাহে বিচলিত রেশমী পতাকা মালা পৎপতায়মান। উত্তরে—প্রতি বিংশ হস্ত ব্যবধানাবস্থিত রক্তবর্ণ বহুমূল্য সজ্জাপরিহিত বিপুলাকার তুরঙ্গোপরে জ্যোতিঃ চমক স্ফুরিত কৃপাণ হস্তে শুভ্র কান্তি তুরস্ক জাতীয় সৈনিক বৃন্দ বিনাবাক্য ব্যয়ে প্রহরায় নিযুক্ত। পশ্চিমে—দুগ্ধ ফেণ শুভ্র যুদ্ধাশ্বপৃষ্ঠে সমব্যবধানাবস্থিত কৃষ্ণকায়, কুঞ্চিত কেশ হাবসী যোদ্ধাগণ উদ্যত ভল্ল হস্তে কর্ত্তব্য পরায়ণ। দক্ষিণে—তাইমুর বংশের রক্ত সংশ্রব সম্মানিত বিক্রম বিখ্যাত মহারথী বর্গ অষ্টায়ুধ সম্পন্ন, ঘোর কৃষ্ণবর্ণ অশ্বপৃষ্ঠে হীরক খচিত উষ্ণীষ মণ্ডিত গর্ব্বোন্নত মস্তক ঈষৎ সম্মুখে হেলাইয়া মরজগতে রাজজাতিত্বের স্বর্গসুখ উপলব্ধি করিতেছিল। পূর্ব্বে—তপ্ত কাঞ্চন কান্তি উন্নত দেহ, ঔদ্ধত্য মার্জ্জিত মুখরুচি চন্দ্র সূর্য্য বংশীয় বিখ্যাত নামা রাজপুত রথীগণ—সামুন্দবর্ণ সৈন্ধবী অশ্বপৃষ্ঠে অসি চর্ম্ম বিক্রমে দিক্ রক্ষায় যত্নবান।

পথিপার্শ্বে পারস্য, বাগবাদ, ইরাণ, চীন, ডামাস্কাস দেশানীত বিবিধ মহার্হ দুষ্প্রাপ্য জাতীয় কুসুমোদ্যান—রজতমণি খচিত কৃত্রিম প্রস্রবণ সমূহ ক্রীড়াশীল; নানাজাতীয় উপবেশনোপযোগী বহুবৈচিত্র সম্পন্ন আধার সকল নিরবে সতৃষ্ণ দর্শককে আহ্বান করিতেছিল। মাঝে মাঝে তরঙ্গে তরঙ্গে গন্ধ বায়ু প্রবাহে দিগদিগান্ত পুলকিত হইতেছিল। তৎপরে পঞ্চ শত গজ দীর্ঘ প্রস্থ স্থপতি কৌশল বিশদ সপ্তবর্ণ বিশ্লিষ্ট মর্ম্মর রচিত সোপাণ—তদুপরি রক্ত মর্ম্মরের গৃহতল, কোরাণোক্ত পাপ ভোগ ফলাফল আকৃতি বিশ্লেষণে বিশদী কৃত—আর সেই বিচিত্র কারুকার্য্যশোভিত মহার্হ প্রস্তর মালা খচিত একাধিক লক্ষ রজতস্তম্ভ শীর্ষ সংরক্ষিত ইস্‌লাম ধর্ম্মানুমোদিত পুণ্য ফলাফল বৃত্তান্ত অঙ্কিত সুবর্ণ নির্ম্মিত চাঁদনি। লক্ষ লক্ষ বিবিধ বর্ণের হীরক মণি খচিত তারা নক্ষত্র বিশদ। সর্ব্ব মধ্যস্থলে গোলকুণ্ডাজাত রত্ন কলেবর ইস্‌লামের মহিমাদ্যোতক

তারকার অর্দ্ধচন্দ্র অতুল জ্যোতিতে দিগদিগান্ত ঝলসিতেছিল; অসংখ্য অগণ্য মুক্তাগুচ্ছ লহরে লহরে সুবর্ণ সূত্রে অপূর্ব্ব গ্রন্থিযুক্ত কলেবরে ইতস্ততঃ ঝলমল করিতেছিল। স্তম্ভ গাত্র সংলগ্ন রত্নখচিত সুবর্ণ পুষ্পাধার সকলের বর্ণ বৈচিত্র সম্পন্ন স্তবক জাত সুগন্ধে দেব পুষ্প বিলসিত নন্দনের মোহিনী শক্তিকেও উপহাস করিতেছিল।

দরবার মধ্যস্থলে দ্বাদশ হস্ত প্রশস্ত পথ, উভয় পার্শ্ব শাখা প্রশাখা সম্বলিত, রক্তবর্ণ সুবর্ণ সূত্র রঞ্জিত মখমলের আস্তরণে সুখস্পর্শ।

সর্ব্বপ্রথম চারিশত হস্ত দীর্ঘ স্থান সাধারণ দর্শক, বিচার প্রার্থী প্রভৃতির জন্য নির্দ্দিষ্ট—দক্ষিণাংশে। তৎপরে দ্বিশত হস্ত দীর্ঘ মধ্যবর্ত্তী পথের উভয় পার্শ্ব ব্যাপী স্থান সুখস্পর্শ, আস্তরণপৃষ্ঠ—বহুমূল্য কেদারা ঠেস, চৌপায়া প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ—চতুর্থ, পঞ্চম, ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর সর্দ্দার, জায়গীরদার, আমির ওমরাহগণের জন্য নির্দ্দিষ্ট, প্রত্যেক আসনে নির্দ্দিষ্ট সর্দ্দারের পরিচয় চিহ্নাঙ্কিত; কতক চিহ্ন বিরহিত—মধ্যমাংশে—অব্যবহিত উত্তরে সার্দ্ধ শত হস্ত স্থান, মধ্যবর্ত্তী পথের উভয় পার্শ্বে বিস্তৃত, রজত ও সুবর্ণ সূত্র রঞ্জিত আস্তরণ পৃষ্ঠে বহুতর চৌপায়া, কেদারা, রশন, তক্ত; তৃতীয় শ্রেণীর সর্দ্দার গণের নির্দ্দিষ্ট চিহ্নাঙ্কিত, অল্প সংখ্যক চিহ্ন শূন্য; মধ্যবর্ত্তী শাখাপথ গন্ধদ্রব্য বিলসিত, মহার্হ আস্তরণাবৃত—নিকটবর্ত্তী অংশ। পঞ্চ হস্ত ব্যবধানোত্তরে—শত হস্ত বিস্তারে গন্ধ তরলোদগারী ক্ষুদ্র রজত প্রস্রবণ বিলসিত, মতিগুচ্ছ বিলম্বিত, বহু কারুকার্য্য খোদিত সুবর্ণ মণিমাণিক্য খচিত দ্বিরদরদনির্ম্মিত পঞ্চাশৎ সংখ্যক কেদারা বিশিষ্ট স্থান—দ্বিতীয় শ্রেণী সর্দ্দার গণের বংশানুক্রমিক পরিচয় চিহ্ন আসনপৃষ্ঠ গাত্রে খোদিত, চিহ্ন শূন্য দুই একখানি মাত্র—পূর্ব্বাংশে। পশ্চিমের নিকট তম অংশে পঞ্চাশৎ হস্ত দীর্ঘস্থানে বিভিন্ন আসনের জন্য বিভিন্ন পথ—বহুমূল্য আস্তরণাবৃত, কারুকার্য্য খচিত পুষ্পাধার বিশিষ্ট; প্রত্যেক রজত সিংহ চতুষ্টয় পৃষ্ঠে মণিমাণিক্য খচিত বিংশতি সংখ্যক

হৈম সিংহাসন, পঞ্চরশ্মিন মুক্তা গুচ্ছ বিলম্বিত প্রান্ত সুবর্ণ সূত্র সম্বলিত সিংহাসনোপরে পারস্য জাত অপূর্ব্ব মসনদ শোভিত; সিংহ ললাটে তদুপবেশনকারীগণের দেব দুর্লভ বংশ সম্মান পরিচয় চিহ্নাঙ্কিত।

তৎসম্মুখে প্রশস্ত স্থান, প্রকাণ্ড হীরক খচিত হেম দণ্ড গল লগ্ন সপ্ত-রশ্মিন নিশান উড়িতেছিল, তন্নিম্নে—মহিমা মণ্ডিত মোগলের সার্ব্বভৌমত্ব জ্ঞাপক চিহ্নাঙ্কিত উষ্ণীষ শীর্ষ রত্ন বিমণ্ডিত নকীব।

সম্মুখে সোপাণত্রয় শীর্ষাবস্থিত হৈম বেদী—কত সহস্র সহস্র বহুমূল্য প্রস্তর মণি-মাণিক্য খচিত শিল্প পারিপাট্যে চঞ্চল জ্যোতি বিকীরণশীল। সোপাণ শ্রেণীর উপরে সমরকন্দ বোখারা,—তাতার, কাবুল, বেলুচিস্থান প্রভৃতি দেশের মিশ্ররাজশ্রী সম্ভার অতুলসমৃদ্ধি চমকে মরতে অমরাবতী কল্পিত করিতেছিল। সর্ব্বমধ্যস্থলে সসাগরা ভারতের রাজ নিদর্শন সমূহ ভূতলে অতুল মহিমায় বসুমতীর রত্নরাজির অভূতপূর্ব্ব অ[illegible]ত্তম মিশ্রণ ও সমাহার প্রতিপন্ন করিতেছিল। বেদীপৃষ্ঠে দ্বাদশ হস্তদীর্ঘ, অষ্টহস্ত প্রস্থ, বিভিন্ন জাতীয় নিদর্শনাঙ্কিত রত্নখচিত ত্রিশত ক্ষুদ্র স্তম্ভশীর্ষ সংরক্ষিত মরকত, নীলকান্ত, পদ্মরাগ মণিখচিত হৈম সিংহাসন; সার্দ্ধহস্তোচ্চ সুখস্পর্শ রত্ন গ্রথিত মসনদ, তদুপরি ষোড়শকোণ মণিমাণিক্য বিলম্বিত মণ্ডিগুচ্ছ স্তবকিত বিরাটছত্র—তৎসম্মুখে তারকাক্ষ তীক্ষ্ণদ্যুতি হীরককায় অর্দ্ধচন্দ্র রত্নশৃঙ্খলাগ্রে দোলায়মান। সিংহাসন বামে বেদীপৃষ্ঠে দুইখানি কেদারা; দক্ষিণে বহুবিধ ত্রিপদের উপর তাম্বুলাধার, গন্ধস্নেহ, পুষ্পস্তবক গুচ্ছমাল্য, লহর, সরবত, আড়ানি, চামর প্রভৃতি বিলাসরুচি সহকারে সজ্জিত, সিংহাসন পশ্চাতে দ্বারপার্শ্বে সর্দ্দার খোজা তৃতীয় শ্রেণীর সর্দ্দারের খেলায়েত ভূষিত দণ্ডায়মান।

তখন বেলা সার্দ্ধপ্রহর অতিক্রমোন্মুখ; পুনরায় মধুর আলাপে সেলামী পড়িল, একাধিক তীমগর্জনে দিগদিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিয়া তোপধ্বনি করিল, সহস্র সহস্র উপাসনাগারে ঘণ্টাধ্বনি হইল;

জুম্মামসজিদের অভ্রভেদী গম্বুজের গভীর গহ্বর প্রতিশব্দিত করিয়া দীন্ দীনরব বায়ু প্রবাহে ছুটিয়া ইসলামের অবিসংবাদী সার্ব্বভৌমত্ব জ্ঞাপন করিল, সর্ব্বপ্রথমে সাধারণজন সমূহ দর্শক তৎপরে বিচারপ্রার্থী সাধারণ ব্যক্তিগণ নির্দ্দিষ্ট স্থান অধিকার করিল, তাহার পর মহাসমৃদ্ধি সহকারে রাজা, উজির, আমির, ওমরাহ, খাঁন, সুলতান, দূত ধর্ম্মপ্রচারক কাজি পণ্ডিত প্রভৃতি জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে একসূত্রে, একমণ্ডলে একই কেন্দ্রে অভিমুখীন হইল। তখন সিংহাসন পার্শ্বস্থ কেদারাদ্বয়ের মধ্যে একখানি পূর্ণ হইল—এ মহাসম্ভ্রান্ত, সিংহাসন অংশভাগী, মোগলের অলৌকিক মহিমার এত নিকটতম প্রদেশবাসী হিন্দুকুলতিলক তুমি কে? চিনিয়াছি —তুমি বাদসাহের অন্তরঙ্গ বন্ধু, দরবারে পেষকার, ক্রীড়ায় সহচর; তোমরই সহিত সতরঞ্চ ক্রীড়ার সময় একাসনোপবিষ্ট বাদসাহের সাক্ষাতে যুবরাজ সেলিম পর্য্যন্ত ও অবনতশীর্ষ হইয়া দণ্ডায়মান থাকিতে বাধ্য হয়েন—তুমি স্বনাম পুরুষ ধন্য মোগল দরবারের বিপুল বুদ্ধিজীবী উজ্জ্বলতম রত্ন রাজা বীরবল। নকীব ভূমি স্পর্শ করিয়া তস্‌লিম জানাইল, সর্দ্দার খোজা অবনত জানু হইয়া শির নমাইয়া সম্ভ্রম জ্ঞাপন করিল। তখন নকীব উচ্চকণ্ঠে হাঁকিল—সাহেনসাহ, বাদসাহের বাদসাহ, কাবুলের সুলতান, বোখারার আমীর সাহ, সমর কন্দের সুলতান, তাতার ও বেলুচের খাঁন, হিন্দুস্থানের সম্রাট, ইসলাম ধর্ম্ম রক্ষা কর্ত্তা, পয়গম্বর নবীর খালিফ জালাল-উদ্দীন আকবর সাহের শুভাধিষ্ঠান দরবারে স্ব স্ব নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণে নিয়ম রক্ষা করুন! নিমেষ মধ্যে সে বিরাট দরবার ভরপূর হইল। সূচী পতন শব্দ ও অনুভূত হয় না। তখন পশ্চাদ্দ্বার উৎঘাটিত হইল, সরদার খোজা অবনত জানু হইয়া শির নমাইয়া রাজপরিচ্ছদাগ্র চুম্বনে চরিতার্থতা লাভ করিল। সভাস্থ সকলে একই মুহূর্ত্তে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বুকে হাত বাঁধিয়া নিম্নদৃষ্টি হইয়া অবনত শিরে জগদীশ্বর খ্যাতি স্মৃত দিল্লীশ্বরের অনুজ্ঞা অপেক্ষায় দণ্ডায়মানহইলেন।

বাদসাহ সিংহাসনস্থ হইলেন।

মুসলমান কুলতিলক! জাতীয় নিদর্শন শ্মশ্রুশূণ্য! বাহুতে মাড়োয়ারী বাজু বন্ধ। কণ্ঠে সূর্য্য কবচ!

এ সমস্ত সৌভ্রাতৃক নিদর্শন গুণেই কি এক কেন্দ্রে হিন্দু মুসলমান সমাকৃষ্ট রক্ষা করিয়াছ? এই উদার মহিমাস্নেহ ডোরে চন্দ্র সূর্য্য বংশীয় রাজ কুমারী গণের দেবদুর্লভ যুগযুগান্ত পরিপুষ্ট আভিজাত্য বিলসিত অঙ্কে সাদরে অভ্যর্থিত হইয়াছ? হায় মোগল কুলসূর্য্য! যে সম্ভ্রম রক্ষার জন্য সূর্য্যবংশীয় অসূর্য্য স্পশ্যা কামিনীগণ চিত্তবিদারক জহর ব্রতানুষ্ঠানে নশ্বর জগতে অমরত্ব খ্যাতিতে পূজিত হইয়াছেন—বুঝিয়াছি—আজ তোমার মহিমাময় উদার স্নেহাগারে সে কুল মর্য্যাদা পূর্ণপ্রাণে গচ্ছিত রাখিয়াছে। তাই এ বেশ।

ধীরস্বরে সর্দ্দার, সামন্ত, জায়গীরদার প্রভৃতিকে আসন গ্রহণে অনুমতি জ্ঞাপন করিলেন।

বাদ। রাজসাহেব! কোন নূতন সংবাদ আছে কি?

বীরবল গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বুকে হাত বাঁধিয়া অবনত মস্তকে নিবেদন করিলেন-জাঁহাপনা! নব বিজিত বঙ্গদেশের ভূতপূর্ব্ব পাঠানমন্ত্রী, বর্ত্তমান সামন্ত, যশোহর রাজের একমাত্র পুত্র প্রতাপাদিত্যরায় সাহেন্‌সাহার দরবারে পিতৃ প্রতিনিধিত্ব অভিপ্রায়ে আগত; হুকুমহইলে হাজিরকরি।

উভয়ের চক্ষুমিলন হইল, বাদসাহ কপটকোপকটাক্ষে পেষকারের দিকে চাহিলেন—বীর বল বুঝিলেন। ইঙ্গিতে নকীব উচ্চকণ্ঠে ফুকরাইল—নব বিজিত বঙ্গরাজ্যের মন্ত্রীরাজ যশোহরাধিপ তনয় প্রতাপাদিত্য রায় তৃতীয় শ্রেণীর সর্দ্দারগণের অন্তর্ভুক্ত হইবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছেন। সাহেন্‌সাহ, বাদসাহ, পয়গম্বর নবীর খালিফ, হিন্দুস্থানের সম্রাট জালাল-উদ্দীন আকবর সাহের সমক্ষে হাজির হউন।—সম্ভ্রান্ত বিচারপ্রার্থীগণের নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে প্রতাপ ধীর পদক্ষেপে যথারীতি কুর্নীস করিতে

করিতে অগ্রসর হইলেন। সিংহাসন সম্মুখে বুকে হাত বাঁধিয়া নিম্নদৃষ্টি হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন; সর্দ্দার খোজা তদীয় নগ্নশরে বাদসাহী খেলায়তের উষ্ণীষ পরাইল, শূণ্য কোষবন্ধে তরবারি সংলগ্ন করিল।

বা। যুবক! তোমার বৃদ্ধ পিতার সান্নিধ্য পরিত্যাগে দরবারে আসিয়াছ, শুনিলাম তুমি একমাত্র সন্তান!

প্র। খোদাবন্দ! রাজনীতি শিক্ষা ও সাহেনসার দরবারে পরিচিত হইবার অভিপ্রায়ে পিতৃ আদেশে হাজির হইয়াছি।

বা। রাজাসাহেব! দাউদের দুরাদৃষ্টি তাই এমন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিজীবী মন্ত্রী, মানক্রীর ন্যায় নির্ভীক সেনাপতি সত্বেও আত্মরক্ষায় অসমর্থ হইয়াছিল।

বাদসাহী উজির সাহমনস্থর দণ্ডায়মান হইয়া বুকে হাত বাঁধিয়া নিবেদন করিল—জাঁহাপনা! দাউদের রাজদ্রোহ পাপে ইহ পরকাল নষ্ট হইয়াছে।—এতক্ষণ প্রতাপ নিম্ন দৃষ্টি ছিলেন এক্ষণে চক্ষু উঠাইলেন; অন্য কেহ লক্ষ্য করিলে কি ঘটিত জানি না, বীরবল লক্ষ্য করিলেন—ইঙ্গিতে সাবধান করিলেন।

বা। হইতে পারে।—কি যেন ভাবিয়া কথাটা বলিলেন।

বী। যশোহরের যুবরাজ! সাহেনসার অনুজ্ঞায় পাঁচ হাজারী মন সবদার পদে নির্দ্দেশিত হইলে, নির্দ্দিষ্ট আসন গ্রহণ কর।—প্রতাপ পুনরায় কুর্নীস করিয়া সর্দ্দার খোজা প্রদর্শিত তৃতীয় শ্রেণী সর্দ্দারগণের বিভাগে যশোহরের রাজচিহ্নাঙ্কিত নির্দ্দিষ্ট আসনে উপবেশন করিলেন।

বী। মালব দেশের দুর্ভিক্ষ দমন জন্য সাহেনসার কৃপাদৃষ্টি প্রার্থনায় তত্রত্য শাসনকর্ত্তা আবদুল খাঁ হাজির আছেন।—খাঁ সাহেব যথারীতি হাজির হইলেন।

বা। খাঁ সাহেব! তোমার সুবায় দুর্ভিক্ষের হেতু কি?

আ। অনাবৃষ্টি বশতঃ—জলাভাবে।

বা। খাল খনন শাসন কর্ত্তার বুদ্ধির বহির্ভূত হইয়াছিল কি?

খাঁ সাহেবের বিলাস লালিত মুখশ্রী রক্তিমাভ হইল। দরবার শুদ্ধ সকলে প্রমাদ গণিল।

আ। সাহেনসাহী উজির অবগত আছেন যে—সে বিষয়েও গোলামের কসুর হয় নাই।

বাদসাহ তীব্র দৃষ্টিতে উজিরের পানে চাহিলেন। উজির যথারীতি নিবেদন করিল —

উ। গত বৎসর অষ্ট সপ্ততি লক্ষ মুদ্রা ব্যয়ে নর্ম্মদা নদীর যোগে পঞ্চদশটী বৃহৎ ও ষষ্টী সংখ্যক ক্ষুদ্র খাল খনন করা হইয়াছে. এক্ষণে জাঁহাপনার অভিপ্রায়।—বাদসাহের মুখশ্রী প্রসন্ন হইল

বা। রাজাসাহেব! মালব দুর্ভিক্ষে কত মুদ্রা আবশ্যক? উজীর জান! দুঃখিত হইবেন না, আপনার কার্য্য কুশলতা পরীক্ষায় সন্তুষ্ট হইলাম। মহবুবআলি! (খোজা সর্দ্দার যথারীতি অভিবাদন করিল) সাহেনসাহী উজির নবাবকে নূতন খেলায়ত প্রদান কর।

বী। ক্রোড় মুদ্রা প্রয়োজন হইবে।

বা। এক সময়ে কি দুইবারে?

বী। এক সময়েই শ্রেয়ঃ।

বা। আবদুল্লা খাঁ! তোমার দরখাস্ত মঞ্জুর করিলাম কিন্তু সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে সাহী প্রজা অনাহারে মরিলে অথবা অর্থের অপব্যয় হইলে আত্ম বিপদ নিজে আহ্বান করিবা।

খাঁ সাহেব পুনরায় কুর্নীস করিলেন।

বা। আমার দ্বিতীয় অভিপ্রায় যদি মালব সুবার উন্নতি দেখাইতে সক্ষম হও—আগামী বর্ষে কাগজাদ দৃষ্টে তোমাকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করিব।

আবদুল্লা খাঁর মুখশ্রী লাবণ্যময় হইল। জানু ভূমে স্পর্শ করিয়া

সিংহাসন প্রান্ত চুম্বনান্তর নির্দ্দিষ্ট স্থানে প্রত্যাগত হইলেন।

বা। গুজরাষ্ট্র জেতা বর্ত্তমান জৌনপুর শাসন কর্ত্তা, পরলোক গত মহামান্য খাঁ বাবার পুত্র খাঁন খানান উকীল-ই-সুলতনৎ মীর্জ্জা আবদুল রহমান খাঁনের এক মাত্র পুত্র বিষপানে আত্মহত্যা করায় মীর্জ্জা খাঁন কিছু দিনের জন্য অবসর প্রাপ্তি প্রার্থনায় হাজির আছেন।—মীর্জা খাঁন্ দ্বিতীয় শ্রেণীর সর্দ্দার; যথারীতি অগ্রসর হইলেন।

বা। ভাই জান! পুত্র আত্মহত্যা করিয়াছে কেন?—বাদসাহের কোমল সম্ভাষণে মীর্জা সাহেবের অর্দ্ধপুত্র শোক উপশমিত হইয়াছিল।

মী। সাহেনসাহ!—মীর্জ্জা খাঁনের কণ্ঠ রোধ হইল, ভাবিলেন— কি বলিব?

বা। রাজসাহেব! ভাইজানকে সাহী বিশ্রামাগারে অপেক্ষার অনুজ্ঞা জ্ঞাপন করুন।

এসহানুভূতি এসম্মান প্রকাশ মীর্জ্জা খাঁনের পুত্রশোকগ্রস্থ অন্তঃকরণকে দ্রবীভূত করিল—আকুল প্রাণে নির্ব্বাক ক্রন্দনে কুর্নীস করিলেন।

বী। আমেদ নগরে দ্বিতীয় সুলতান বুরহানকে প্রতিষ্ঠিত করণ জন্য সাহাজাদার সাহায্যার্থ পুনরায় সৈন্য প্রেরণ প্রয়োজন হইয়াছে।

বা। কি জন্য? চাঁদ সুলতানাকে এবং খেলায়েত পাঠাইবার ব্যবস্থা কর।

বীরবল বুঝিলেন—বাদসাহ পুত্রের পানাসক্তিজনিত কার্য্য শিথিলতায় ক্ষুব্ধ হইয়াছেন।

বা। মহবুব আলি! বীড়া প্রদর্শন কর। অন্য যোগ্যতায় ব্যক্তির দ্বারা হয় আমেদ নগর জয় করিব নতুবা চাঁদ সুলতানাকে খেলায়েত দিব।—সে বিরাট দরবার জম জম করিতেছিল; কত বীর হৃদয় নাচিতে ছিল, কত ভবিষ্যৎ বিপদাশঙ্কায় স্তম্ভিত হইতেছিল। সর্দ্দার

খোজা তাম্বুলাধার হস্তে অগ্রসর হইল। সর্ব্বাগ্রে সপ্তম, ষষ্ঠ, পঞ্চম, চতুর্থ শ্রেণী অতিক্রম করিল। চাঁদ সুলতানার অতুলনীয় বীরত্ব, সাহাজাদার অকৃত কার্য্যতা, অবশেষে সাহাজাদার বিরাগ ভাজন হওয়ার আশঙ্কা স্মরণে কেহ বীড়া গ্রহণ করিল না। মহবুব আলি তৃতীয় শ্রেণী সর্দ্দার বিভাগে প্রবিষ্ট হইলেন, দুই ব্যক্তি যথারীতি কুর্নীস করিয়া বীড়া গ্রহণ করিল—প্রথম—স্বনাম প্রসিদ্ধ মোগল জাতীয় আমীর জৈম খাঁ, দ্বিতীয় যশোহরের যুবরাজ প্রতাপ। সকলে অভিনিবিষ্ট দৃষ্টিতে দেখিতেছিল; কেহ সহানুভূতি কামনা করিল, কেহ হিংসায় জর্জ্জরীভূত হইল। এমত সময়ে বাদসাহের দৃষ্টি পড়িল। বীরবলের মুখশ্রী স্নেহপূর্ণ হইল—চক্ষে এক বিন্দু অশ্রু দেখা দিল কিন্তু সামলাইলেন। দুই ব্যক্তি বীড়া হস্তে যথারীতি কুর্নীস করিয়া সিংহাসন সমীপে উপস্থিত হইলেন। বাদসাহ এই বীর দ্বয়ের উভয়কে লক্ষ্য করিলেন—একজন প্রসিদ্ধ সেনাপতি, সহস্র যুদ্ধস্থলে পরীক্ষিত বীর্য্য, অসম সাহসী কূট যোদ্ধা বলিয়া দরবারে পরিচিত, পৌরুষ ব্যঞ্জক মুখশ্রী দৃঢ়তা মাখা। দ্বিতীয় অনিন্দ্য সুন্দর দিব্যকান্তি উন্নত দেহ, বিশাল বক্ষ অপরিণত বয়স্ক যুবক—মুখশ্রী লাবণ্যময়—হিংসাদ্বেষ চিন্তা জনিত রেখাশূন্য ললাট। ক্ষণ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ হইল। সভা শুদ্ধ সকলে উৎকর্ণা অবস্থায় নির্ব্বাচন ফল দর্শনে প্রতীক্ষা পরায়ণ।

বা। যুবক! তুমি সাহী দরবারে তোমার পিতার প্রতিনিধি, স্বকীয় বিবেচনায় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ তোমার অধিকার ভুক্ত নহে। প্রতাপ রীতিমত নিবেদন করিলেন—

প্র। জাঁহাপনা! অধীনের প্রতি সর্দ্দারী খেলাত প্রদান কি অনুগ্রহ নিদর্শন মাত্র?

বাদসাহ এরূপ দৃঢ়তা মাখা উত্তরে চমকিত হইলেন—সন্তুষ্ট ও হইলেন। প্রসন্ন দৃষ্টিতে বীরবলের দিকে চাহিলেন।

বী। অভিজ্ঞ ও অনভিজ্ঞ এতদুভয়ের মধ্যে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকেই এ ক্ষেত্রে মনোনীত করা হইল! প্রতাপ! কার্য্যান্তরের অবকাশ সময়ে সাহেন্‌সার অনুমতি প্রাপ্ত হইবার আশা করিতে পার।

প্র। অধীন দেশ বিদেশ সংক্রান্ত বিষয়ে অনভিজ্ঞ হইলেও বাদসাহী ফৌজের অজানিত দেশ ধরাতলে খুব অল্পই আছে।

বীরবল প্রতাপকে ইঙ্গিতে নিবারণ করিলেন, প্রকাশ্যে জানাইলেন—যুবক! তোমার সাহসে জাঁহাপনা সন্তুষ্ট হইয়াছেন—খাস দেওয়ানে প্রবেশাধিকার প্রাপ্ত হইবে। নিম্নস্বরে বলিলেন—আজ পর্য্যন্ত এতদুভয়াধিকার একই দিনে কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই।—প্রতাপ যথারীতি কুর্নীস করিয়া প্রত্যাগত হইলেন। নিজ শ্রেণী মধ্যস্থ উন্নত দেহ রাজ পরিচ্ছদ ভূষিত একজন সামন্তরাজ উপযাচিত হইয়া প্রতাপের সহিত বিবিধ শিষ্টাচার করিলেন ও নিজাবাসে সায়াহ্ণিক নিমন্ত্রণ রক্ষার অনুরোধ করিলেন।

বী! জাঁহাপনা! জৈন মহম্মদ খাঁ হাজির আছেন।

বা! উজীর নবাব! আমেদ নগর জয় জন্য পুনরায় কত সৈন্য কত অর্থ প্রয়োজন হইবে মনে করেন?

উ। চত্বারিংশৎ সহস্র সৈন্য এবং পঞ্চবিংশতি লক্ষ আসরফি বলিয়া অনুমান হয়।

বা। তবে এতদিন কোন্‌কার্য্য হইতেছে? মহারাজ! এ বিষয়ের মীমাংসা আপনার উপর নির্ভর করিতে ইচ্ছা করি।

তখন প্রথম শ্রেণীস্থ সিংহাসন হইতে মোগলের জয় স্তম্ভ মহারাজ মানসিংহ গাত্রোত্থান করিলেন। বুকে হাত বাঁধিয়া স্বস্থানে দণ্ডায়মান হইয়া অবনত মস্তকে নিবেদন করিলেন—

মা। জৈন মহম্মদের ন্যায় কার্য্যকুশল সেনাপতির সহিত সাহাজাদার সাহায্যার্থ পঞ্চবিংশতি সহস্র হাবসী ও উজবেগ সৈন্য প্রেরণ করিলে

এবং সার্দ্ধ দুই ক্রোর মুদ্রা ব্যয় নির্ব্বাহার্থ মঞ্জুর করিলে কার্য্যোদ্ধার অবশ্যম্ভাবী।

বা। জৈন মহম্মদ কোন্ কোন্ যুদ্ধে কি কি কার্য্য করিয়াছে?

মা। কাবুল দমনে আমার অধীনে বিশেষ নিপুণতার সহিত অশ্বারোহী সৈন্য নায়কত্ব করিয়াছেন। তৎপুরস্কারে তৃতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হয়েন। গুজরাট বিদ্রোহ দমনে সর্ব্বাগ্রে দুর্গ বুরুজে অর্দ্ধচন্দ্র উত্থিত করিয়াছিলেন। আমি প্রতিশ্রুতি ছিলাম—সাহেন্‌সার সমক্ষে একথা যথাসময়ে নিবেদন করিব। বাদসাহের মুখশ্রী প্রসন্ন হইল।

বা। আপনি অনুমান করেন দুর্গাক্রমণ ও অবরোধ বিষয়ে জৈন-মহম্মদ বিশেষ নিপুণ?

মা। একরূপ নিশ্চিত ধারণা আছে।

বা। মোগলের গৌরব স্তম্ভ! আপনার যুক্তি চিরদিন মোগলের নিকট সাদরে গৃহীত হইবে। মহবুব আলি! আমীর জৈন মহম্মদ খাঁকে খেলায়ত প্রদান কর।

মানসিংহ ও জৈন মহম্মদ খাঁ কুর্নীস করিয়া যথাস্থানে উপবেশন করিলেন—একজন স্বকীয় সিংহাসন সমক্ষেই দণ্ডায়মান ছিল। অন্যজন নিজস্থানে প্রত্যাগত হইলেন। প্রথম শ্রেণীর সর্দ্দার গণের সহিত অন্যশ্রেণী সর্দ্দার গণের এই পার্থক্য ছিল।

বী। চিতোর প্রত্যাগত দূত ইউসফ্ উদ্দীন আহম্মদ দরবারে হাজির আছেন

বাদসাহের মুখশ্রী গম্ভীর হইল, লাবণ্যময় কপোলে রক্তিমাভা দেখা দিল। গম্ভীর স্বরে বলিলেন—হাজির করুন। নিমেষে চতুর্থ শ্রেণীর সর্দ্দার মধ্য হইতে শুভ্রকেশ, দীর্ঘকায় ইউসফউদ্দীন অগ্রসর হইলেন। যথারীতি কুর্নীস করিয়া নিবেদন করিলেন।

ই। জাঁহাপনা! ইসলামের খালিফ! চিতোরের মহারাণা

উদয়পুর পরিত্যাগে আরাবল্লীর পার্ব্বত্য প্রদেশে আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। যে প্রাসাদ চত্বরে অতিথি ভোজনান্তর গঙ্গাজল ধৌত করিয়াছিল—কাফেরের সে চত্বর তোপে উড়ান গিয়াছে।

বা। ইউসফ! তুমি দূত, তোমার বাক্যে নিজ প্রভু সমক্ষে যেরূপ বিনয়ান্বিত—শত্রুরাজ সম্বন্ধেও সে রূপ সম্মান জ্ঞাপক হওয়া প্রয়োজন। তোমার সংবাদে সন্তুষ্ট হইলাম। দূতের অবিনয় সংশোধন জন্য তোমার খেলায়ত বন্ধ রাখিলাম। অন্য হুকুম পরে দেওয়া যাইবে।

হিন্দু মাত্রেই এই ন্যায় নিষ্ঠায় সর্ব্বান্ত করণে বাদশাহের বিচারে ধন্য মানিলেন; মানিলেন না একজন—তিনি মানসিংহ—ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হইল,—নিরবে আত্ম সংবরণ করিলেন। মুসলমানের মধ্যেও অনেক বীর হৃদয় মনে মনে এ উদারতার সমর্থন ক রলেন।

এমত সময়ে তৃতীয় শ্রেণী সর্দ্দার মধ্য হইতে পূর্ব্বোক্ত রাজ পরিচ্ছদ ভূষিত সামন্ত গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কুর্নীস করিয়া অগ্রসর হইলেন।

বা। বীকানীর রাজ ভ্রাতা পৃথ্বীরাজ! আপনার বক্তব্য কিছু আছে বোধ হয়?

পৃ। অধীনের প্রতি হুকুম হইলে কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতে ইচ্ছা হয়।

বা। আপনার ন্যায় পণ্ডিত ও উন্নতমনা ব্যক্তির প্রস্তাব কবে মোগল বাদসাহের নিকট অনাদৃত হইয়াছে?

বাদসাহ জিজ্ঞাসু চক্ষে দ্বিতীয় শ্রেণী মধ্যস্থ উদার হৃদয় মহাকবি ফৈজীর পানে চাহিলেন। কবি প্রবর কুর্নীস করিয়া সিংহাসন সম্মুখে আগত হইলেন।

বা। রাজা সাহেব! এই দুই জনকে কেমন বোধ হয়?

বী। বিভিন্ন জাতীয় রত্ন এক সূত্রে গাঁথিলে উভয়েরই এক অপূর্ব্ব মিশ্রশ্রী সম্পাদিত হয়।

বা। তন্মধ্যে বাদসাহী পেষকার ও প্রথিত হইবেন, এই হুকুম হইল।

আত্ম প্রশংসায় সে মহিমাময় উন্নত মস্তক লজ্জায় অবনত হইল।

বা। মহাকবি! অদ্য দরবারে পৃথ্বীরাজ কিছু নিবেদন জন্য অভয় প্রার্থনা করেন। মঞ্জুর নামঞ্জুর আপনার মতানুযায়ী হইবে।

দরবারস্থ সকলে জানিতেন ফৈজী ও পৃথ্বীরাজ অন্তঃরঙ্গ বন্ধুত্বে লিপ্ত ছিলেন।

ফৈ। রত্ন সমুদ্রগর্ভজাত হইলেও স্থলচর শ্রেষ্ঠ মনুষ্য সমাজেই তাহার আদর। অতএব সাহেনসার দরবারে পৃথ্বীরাজের প্রস্তাব নিবেদন করিতে পারেন।—বাদসাহ প্রসন্ন দৃষ্টিতে ইঙ্গিতে সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন। ফৈজী কুর্নীস করিয়া যথাস্থানে প্রত্যাগত হইলেন। পৃথ্বিরাজ বিনয়ান্বিত বচনে নিবেদন করিলেন—

পৃ। জাঁহাপনা! ইউসফ উদ্দীনের নিকট আরও কিছু শুনিবার প্রত্যাশা হয়।

বাদসাহের তীক্ষ্ণ চক্ষুতে নিমেষ মধ্যে বিদ্যুৎ চমকিল, তীব্রস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—

বা। পৃথ্বীরাজ! ইউসফ উদ্দীনের সংবাদ সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কারণ?

দরবারস্থ সকলে প্রমাদ গণিল—গণিল না রাজা বীরবল ও ফৈজী। পৃথীরাজ পুনরায় কুর্নীস করিয়া নিষ্কম্প স্বরে উত্তর করিলেন—

পৃ। জাঁহাপনা! প্রতাপ উদয়পুর পরিত্যাগে বনবাস আশ্রয় করিতে পারেন—তৎসত্য নিশ্চিৎ কিন্তু তাহা একরূপ ক্ষেত্র পরিবর্ত্তন মাত্র। রাজ্য এখন লোক শূন্য সুতরাং অরণ্য। আরাবল্লীর নিভৃত কন্দর সমুহ এক্ষণে রাজদুর্গও শিবিরের স্থানাধিকার করিয়াছে, যে রাজ্য এক্ষণে মোগল সেনাপতিগণের কবলিত, তাহা মরুভূমি মাত্র—

জনশূন্য। সত্যাসত্য ইউসফ উদ্দীনের নিকট সাহেন সার অনুজ্ঞা হইলে বিদিত হওয়া যাইতে পারে!

বাদসাহের চক্ষে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল, বলিলেন—উজীর নবাব! আপনার অভিপ্রায় কি?—উজীর কুর্ণীস করিলেন।

উ। জাঁহাপনা! ইউসফউদ্দীনের সংবাদ আংশিক ব্যক্ত হইয়াছে মাত্র—বাদসাহ কিঞ্চিৎ সংযত হইলেন।

বা। দূত! পৃথ্বীরাজ কথিত পরিচয় সত্যকি অসত্য?

ইউসফউদ্দীন অর্দ্ধ চৈতন্য হীন অবস্থায় জানু ভূমে স্পর্শ করিয়া নিবেদন করিল—সত্য। দরবার শুদ্ধ বজ্রাহতের ন্যায় স্তম্ভিত হইল। বাদসাহ অধর দংশন করিলেন।

বা। মহবুব আলি!

বাদসাহ আরও কি বলিতে যাইতে ছিলেন—এমত সময়ে প্রথম শ্রেণীর সিংহাসন মণ্ডলীর মধ্য হইতে যুবরাজ সেলিম ও মানসিংহ যুগপৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক কুর্ণীস করিয়া সিংহাসন সম্মুখে অগ্রসর হইলেন।

বা। মহারাজ! অপনারা উভয়েই একমতাবলম্বী দেখিতেছি।—স্বর ক্ষুব্ধ। সকলে বুঝিল ইউসফের এ যাত্রা আর রক্ষা নাই।

মা। সাহেন্‌সাহ! বাদসাহের বাদসাহ! অধীনযুক্ত করে বিচার প্রার্থনায় দণ্ডায়মান। আমি কায়মনোবাক্যে সম্রাটের আজ্ঞা ইষ্টদেবাদেশের ন্যায় পালন করিয়াছি। আজ কত বর্ষ সাহী কার্য্যে দেহ পাত করিলাম, অধীনের প্রতি চির অনুগ্রহ আজ ক্ষুণ্ণ হইবার উপযুক্ত কোন্ অপ্রিয় কার্য্য করিয়াছি?

বাদসাহের মুখশ্রী প্রসন্ন হইল। কণ্ঠ হইতে রত্ন লহর উন্মোচন পূর্ব্বক মানসিংহের গলদেশে নিজ হস্তে পরাইলেন। সেলিমের মস্তকে হস্তার্পণ পূর্ব্বক মৃদুস্বরে বলিলে—

বা। বৎস! রাজনীতি ক্ষেত্র বড় কঠোর! পৃথ্বীরাজ! তোমার

সত্যনিষ্ঠা ও নির্ভীকতা দর্শনে সন্তুষ্ট হইলাম। মহবুব আলি! বীকানীর ভ্রাতা পৃথ্বীরাজকে দ্বিতীয় শ্রেণীর সর্দ্দারের খেলায়ত প্রদান কর। ইউসফ্! যতদিন সুসংবাদ আনয়নে অকৃত কার্য্য হও, দরবারে প্রবেশাধিকার বঞ্চিত রহিলে। কৃতকার্য্য হইলে তৃতীয় শ্রেণীর খেলায়ত দিব। রাজসাহেব! আর কি দরখাস্ত আছে?

বী। ইংলিস্তানের মহারাণী ও ফ্রান্স স্থানের মহারাজ উভয়ের দূতদ্বয় খৃষ্ট ধর্ম্ম প্রচার ও উপাসনাগার নির্ম্মাণের দরখাস্ত জন্য হাজির আছেন।

ইঙ্গিতে নকীব সম্রাটের আজ্ঞা জ্ঞাপন করিল। দূতদ্বয় চতুর্থ শ্রেণীর সর্দ্দার মণ্ডলীর মধ্য হইতে অগ্রসর হইলেন—যথারীতি কুর্ণীস করিয়া নিবেদন করিলেন—

ইং দূ। সাহেন্‌সার অতুল প্রতাপান্বিত ছায়ায় বাস করিয়া স্বচ্ছন্দে আছি। যদি হুকুম হয় উপাসনাগার নির্ম্মাণে স্ব স্ব ধর্ম্ম প্রতি পালন করি।

বা। উভয়ের পৃথক উপাসনাগার আবশ্যক হইবে, কি একই আগারে উপাসনা সম্পন্ন হইতে পারে?

ফ; দূ। জাহাপনা! খৃষ্ট ধর্ম্মের ভিন্ন শাখা বলিয়া বিভিন্ন উপাসনাগার প্রয়োজন।

বী। খোজাসর্দ্দার! সহেনসাহীর নজর, উপঢৌকনাদির বিবরণ দাও।

মহবুব আলি—যে ব্যক্তির নিকট যে যে নজর, ভেট গৃহীত হইয়াছে, তাহা যথাযথ নিবেদন করিল। বাদসাহ কতক রাখিবার কতক ফেরত দিবার অনুমতি দিলেন। কাহাকে কাহাকে নূতন কোন দ্রব্য প্রদানের হুকুম হইল।

বা। মহারাজ! আপনার নব বিজিত গুজরাষ্ট্র দেশে বিধি ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে কি?

ম। সাহেন্‌সার হুকুম হইলে শীঘ্রই আরম্ভ হইবে।

বা। পণ্ডিতপ্রবর!—প্রথম শ্রেণী সর্দ্দার মধ্য হইতে মহাপ্রাজ্ঞ আবুল ফজেল যথারীতি অভিবাদন করিলেন,—আপনার কার্য্য কতদুর সিদ্ধ হইয়াছে?

আ। গুজরাষ্ট্র দেশের আইন বিধি বদ্ধ হইয়াছে, সাহী হুকুম হইলেই প্রবর্ত্তিত হইবার বিলম্ব মাত্র।

বা। সেখ জি! আপনার আইনে, গুজরাষ্ট্রের সুশৃঙ্খলা স্থাপিত হইলে, লক্ষ আস্‌রফি পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। আপনার বিধিতে ও বীরত্বে মোগল সম্রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ়তর হইয়াছে।—আবুলফাজেল আত্ম প্রশংসায় লজ্জিত হইলেন। যথারীতি কুর্নীস করিয়া আসন গ্রহণ করিলেন।

বা। দেওয়ানজীর ভারতীয় জরিপ কার্য্য শেষ হইয়াছে, হুকুম হইলে কাগজাদ্ তলব করা যায়।

বা। দেওয়ানজি!—প্রথম শ্রেণী হইতে মহামতি টোডরমল্ল গাত্রোত্থানপূর্ব্বক কুর্ণীসকরিরেন।—

বা। আপনার ভারতীয় জরিপ শেষ হইয়াছে জানান নাই কেন?

টো। সবেমাত্র অন্ত নিষ্পন্ন হইয়াছে।

বা। কাগজাদ্ দেওয়ানখানায় কি দপ্তরে?

টো। সাহেন্‌সাহ! আপনার অনুগ্রহে শেষ করিয়াছি মাত্র—এখনও কাগজাদ তৈয়ারে বিলম্ব আছে। জরিপ ও নক্সা শেষ হইয়াছে, প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ ও সম্পূর্ণ। নিজালয়ে সরকারী কার্য্যের অবকাশ সময়ে কাগজাদ তৈয়ারী করিয়া হাজির করিব।—বাদসাহের মুখশ্রী প্রফুল্ল হইল, বলিলেন—দেওয়ানজি! আমি অদ্যই দেখিব।

সভাশুদ্ধ সকলে ভাবিল—ভারতের দেওয়ানী করিয়া টোডর মল্ল এবার বড়ই বিপন্ন হইলেন। বাস্তবিক সে মহিমাময় মুখমণ্ডলে বিন্দু বিন্দু ঘর্ম্ম দেখা দিল। রুদ্ধ কণ্ঠে নিবেদন করিলেন—

টো। সাহেন সাহ! বাদসাহের বাদসাহ! আমি পিতৃমাতৃহীন বালকমাত্র। ছিলাম। আপনার গরিমামণ্ডিত ছায়ায় আপনার আকর্ষণেই ভারতের দেওয়ানী করিতেছি। যিনি দিয়েছেন, তিনিই লইবেন তাহাই অবশ্যম্ভাবী নিয়ম। এ মহা সম্মান আপনার, আপনি লইলে ক্ষোভ কি? বহুদিন দেহপাত করিয়া রাজ সেবায় জীবন যাপন করিয়াছি, এক্ষণে রাজাজ্ঞায় অদৃষ্টে যাহা লিখিত আছে, তদভোগে দাস প্রস্তুত আছে।

দরবার শুদ্ধ সকলে মহামতি সর্ব্বজন প্রিয় দেওয়ানজীর বিপদ অনুমান করিয়া গাত্রোত্থান পূর্ব্বক উপর্য্যুপরি বারত্রয় কুর্নীস করিলেন। ইহার অর্থ বাদসাহের কৃপাভিক্ষা।

বা। সাহাজাদা, মহারাজ, উজীর জান, সেখজী, রাজাসাহেব! অদ্য হিন্দুস্থানের দেওয়ানজীর প্রতি দণ্ডাজ্ঞা হইল এই যে—আগামীকল্য দরবার শুদ্ধ দেওয়ানজীর আলয়ে নিমন্ত্রণ রহিল।

সভা শুদ্ধ জয় জয় ধ্বনিত হইল।

রাজা বীরবল বলিলেন—খোদাবন্দ! দরবার শুদ্ধ?—আর ও কি বলিতেছিলেন, বাদসাহ বাধা দিলেন।

বা। অদ্যকার আমখাসে যে কেহ উপস্থিত আছেন।

দেওয়ানজী জানু ভূমি স্পর্শ করিয়া কুর্নীস করিলেন, বলিলেন—জাঁহাপনা! দাসের প্রতি এ অনুগ্রহের প্রতিকার্য্য ক্ষমতা অধীনের নাই। —সে আনন্দ রাখিবার স্থান দেওয়ানজীর ছিল না, গণ্ড বাহিয়া দরবিগলিত ধারা বহিতেছিল।

বা। রাজা সাহেব! দুই লক্ষ আসরফি দেওয়ানজীর সাহায্যার্থ মঞ্জুর করিলাম।

টো। সাহেন্‌সাহ! বাদসাহের বাদসাহ! বহুদিন এ সম্রাজ্যে রাজকীয় কার্য্যে দিনপাত করিয়াছি, ভারতের অযোগ্য দেওয়ান নিজ অবস্থানুরূপ অতিথি সৎকারের আয়োজন করুক, এই দরখাস্ত মঞ্জুর করিবার হুকুম হউক—পুরাতন ভৃত্যের আকাঙ্খা এই।

বা। বহুত খুব! দেওয়ানজি! কিন্তু কল্য তোমার কোন অনুরোধ রক্ষিত হইবে না।

দেওয়ান, সসাগরা ভারতের ইন্দ্রত্ব পূজিত মোগল বাদসাহের অতি বিশ্বস্ত দেওয়ান কুর্নীস করিলেন।

বা। জাঁহাপনা! দাসের প্রতি বিশেষ কোন অনুজ্ঞা—বাদসাহ বাধা দিলেন।

বা। সাহেন্‌সাহী পেষকার দেওয়ানজীর দৌলত খানায় কল্য প্রাতে আতিথ্য গ্রহণ করিবার আয়োজন করিবেন—অতি মৃদু স্বরে বলিলেন—বিশ্রামাগারে এ বিষয় স্মরণ করাইয়া দিবেন। মহবুব আলি! দানী দেখলাও!

এই সঙ্কেতের অর্থ সর্দ্দার শ্রেণী মধ্যে, পুষ্পমাল্য, গন্ধ স্নেহ বর্ষণ ইত্যাদি।

তখন বেলা তৃতীয় প্রহর—পুনরায় উপর্য্যুপরি বারত্রয় সেলামী পড়িল, এক পঞ্চাশৎ সংখ্যক তোপধ্বনি হইল, দরবার শুদ্ধ গাত্রোত্থান করিয়া বুকে হাত বাঁধিয়া অবনত মস্তকে সম্ভ্রম জ্ঞাপন করিল। বাদসাহ বিশ্রাম আগারে প্রস্থিত হইলেন। দরবারস্থ সকলে স্ব স্ব আসন গ্রহণ করিলেন। মহবুর আলির তত্ত্বাবধানে বহুতর খেদমদগীর সর্দ্দার শ্রেণীর মধ্যে বহুতর পুষ্পমাল্য, স্তবকগুচ্ছ গন্ধস্নেহ গন্ধবারি বর্ষণ

করিল, আড়ানি ব্যজনে স্নিগ্ধ বায়ু প্রবাহ পুলকিত তরঙ্গে চতুর্দ্দিক আমোদিত করিল।

তখন নকীব উচ্চকণ্ঠে হাঁকিল—সাধারণ বিচারপ্রার্থী যে কেহ সাহেনসাহ, বাদসাহের বাদসাহ, কাবুলের সুলতান, বোখার আমীর সাহ, সমরকন্দের সুলতান, তাতার বেলুচের খাঁন, ইসলাম রক্ষা কর্ত্তা, পয়গম্বর নবীর খালিফ সম্রাট জালাল—উদ্দীন আকবর সাহের আম দরবারে হাজির আছ, স্ব স্ব আরজ নামা দাখিল কর। তখন একে একে বহু দরখাস্ত পেষ হইল। সাহী পেষকার সকলগুলির মর্ম্ম অবগত হইলেন। ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মচারী ও উকীলগণ স্ব স্ব মক্কেলের আরজ সাহী পেষকারের নিকট নিবেদন করিল। অর্দ্ধ প্রহর গতে পুনরায় সেলামী পড়িল, একাধিক শতবার তোপধ্বনি হইল। সর্দ্দার খোজা পুনরায়—পশ্চাদ্দ্বার পার্শ্বে স্থান গ্রহণ করিল। বাদসাহ যথারীতি অভ্যুত্থিত হইয়া দরবারস্থ হইলেন। পেস্কার একে একে আরজের মর্ম্ম অবগত করাইতে লাগিলেন ও আদেশ শ্রবণ করিতে লাগিলেন। তখন আড়ানি ব্যজন বন্ধ হইয়াছিল। সর্দ্দারগণ অতিমৃদুস্বরে পরস্পর শিষ্টালাপে ব্যস্ত ছিলেন। অর্দ্ধ প্রহর মধ্যে সর্ব্ব কার্য্যের হুকুম শেষ হইল। তখন উপর্য্যুপরি তিনবার সেলামী পড়িল, এক পঞ্চাশৎ সংখ্যক তোপধ্বনি হইল, বাদসাহ সভাভঙ্গের আদেশ দিয়া অন্দরমহালাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

সভা ভঙ্গের অব্যবহিত পরে জনৈক পেষকারী কারপরদাজ অভিবাদনান্তর প্রতাপকে একখণ্ড লেখন প্রদান করিল। প্রতাপ বিস্মিত হইলেন। কিছু জিজ্ঞাসার ইচ্ছা হইয়াছিল কিন্তু ততক্ষণ সে ব্যক্তি অন্তর্হিত হইয়াছিল। এ বৃত্তান্ত অন্য কেহ অবগত ছিলেন কিনা জানিনা, তবে পৃথ্বীরাজ লক্ষ্য করিয়াছিলেন। উভয়ে বহুবিধ শিষ্টাচারান্তে—সায়াহ্নে মিলিত হইবার অঙ্গীকারে স্ব স্ব আলয়ে প্রত্যাগত হইলেন।

পৃথ্বীরাজ

(১৪)

প্রতাপ নিজালয়ে আগত হইয়া সূর্য্যকান্তের নিকট শঙ্করের অনুপস্থিতির কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন।

দরবস্থ। ারে কি কি বৃত্তান্ত ঘটে, দেখিবার জন্য যাত্রা করিয়াছিল!

তখন সূর্য্যকান্তের আগ্রহাতিশর্য্যে দরবার সম্বন্ধীয় যাবতীয় যথাযথ পরিচয় দিতে ছিলেন—এমন সময় শঙ্কর দেখা দিলেন।

প্র। বন্ধু! সমান্য পথিকের ন্যায় এ আড়ম্বরপূর্ণ মহানগরীতে অযথা ভ্রমণে সম্ভ্রমের হানী হইতে পারে।

শ। বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে গোপণ ভ্রমণ প্রয়োজন হইয়াছিল।

প্র। এমন কি কার্য্য?

শ। বাদসাহের দরবারে যুবরাজের কার্য্যপ্রণালী লক্ষ্য করণাভিপ্রায়ে।

প্র। তুমি একজন গুপ্তচর শ্রেণীভুক্ত হইতে পার, চেষ্টা করিবে কি?

শ। যাহার জন্য এত করিয়াছি তাহার জন্য পারি, অন্যের জন্য নহে। একটী নিবেদন আছে।

প্র। এত ভূমিকার আবশ্যক?

শ। হঠাৎ দাক্ষিণাত্যের বুরহান নিজাম সাহের বিরুদ্ধ যাত্রী ফৌজের সর্দ্দারী বীড়াগ্রহণ করিবার কারণ বুঝিতে পারি নাই।

প্র। দেখ বন্ধু! পিতাত নির্ব্বাসন দিয়াছেন—দ্বিতীয়তঃ আমার শ্রেণী মধ্যে সর্দ্দার খোজা বীড়া প্রদর্শন করিল, তখন নিশ্চেষ্ট থাকার

বাদসাহ দরবারে প্রতিপন্ন হইত যে—বঙ্গ দেশ হইতে মোগল শাসনে জাতীয় বীর্য্য অন্তর্হিত হইয়াছে।

শ। যদি তোমাকেই মনোনীত করিতেন?

প্র। আনন্দের সহিত যাত্রা করিতাম। দেশ দেশান্তরে ভাগ্য পরীক্ষার অবসর মিলিত।—শঙ্করের মুখশ্রী চিন্তাযুক্ত হইল। দরবারও দরবারস্থ আমীরগণের বৃত্তান্ত আলোচনায় সমস্ত দিনমান অতিবাহিত হইল। আলোচনার অধিকাংশ আহারের সময় হওয়ায় মদনের কিছু অসুবিধা ঘটিয়াছিল। সন্ধ্যার পূর্ব্বে পৃথ্বীরাজ আলয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষার আয়োজনে ব্যস্ত হইলেন। শঙ্কর প্রভৃতিকে মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন, উত্তরে শঙ্কর নিবেদন করিলেন—আমাদের কোন কার্য্য আছে, আপনার একক যাওয়াই সঙ্গত। প্রতাপ বুঝিলেন—বন্ধু চতুষ্টয় কি একটা মনস্থ করিয়াছেন। উপযুক্ত রক্ষী বেষ্টিত ও যানারূঢ় হইয়া পৃথ্বীরাজের আলয়াভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পৃথ্বীরাজ অপেক্ষায় ছিলেন—নিজে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক অতিথিকে সদর বৈটকে বসাইলেন, সমবেত বন্ধু বান্ধব, আমীর ওমরাহগণের সহিত আলাপ করাইয়া দিলেন তন্মধ্যে দ্বারাবতীর মহারাও ভোজ, বাদসাহী প্রধান সেনাপতি আজম খাঁর পুত্র গুজরাষ্ট্রের রাজ্যভ্রষ্ট সুলতান মজফ্‌ফর, খান্দেশের সামন্ত সুলতান প্রভৃতি বিশেষ বিশেষ সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণ উপস্থিত ছিলেন। নানা প্রকার খোষগল্প, আমোদ প্রমোদ, ক্রীড়া প্রভৃতি অন্তে সকলে ক্রমে ক্রমে বিদায়গ্রহণ করিলেন। পৃথ্বীরাজ ইঙ্গিতে প্রতাপকে নিবারণ করিলেন। সকলে প্রস্থান করিলে পৃথ্বীরাজ প্রতাপের হস্ত ধারণ করিয়া বলিলেন—প্রতাপ! তোমাকে দর্শনাবধি কেমন ভ্রাতৃস্নেহভাব মনে হইয়াছে—তাই উপযাচিত হইয়া আলাপ করিয়াছিলাম, তোমাদের দেশের সভ্যতার সহিত ঐক্য না হইলে অনভিজ্ঞ জানে মার্জ্জনা করিও।

পৃথ্বীরাজের বয়ঃক্রম ত্রিংশবর্ষ পূর্ণ হয় নাই। প্রতাপের মনে পৃথ্বীরাজের সাহস, ন্যায় নিষ্ঠা, উচ্চ সম্মান স্মরণ হইল।

প্র। আমার সৌভাগ্যবশতই আপনার ন্যায় উচ্চবংশীয় রাজ পুরুষের স্নেহ দৃষ্টি আকর্ষণে সমর্থ হইয়াছি।

পৃ। দেখ প্রতাপ! তোমার মুখশ্রী, বাক্য, নির্ভীকচিত্ততা ও উচ্চাকাঙ্খা দেখিলে, যে মহাপুরুষ প্রতাপ নাম স্বার্থক করিতেছেন তাঁহার পুণ্যময়ী স্মৃতি অধঃপতিত রাজপুত হৃদয়ে জাগরিত হয়।

প্র। রাজপুত কুল তিলক! দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ বাদসাহ বিজিত বঙ্গের অযোগ্য সন্তানের ভাগ্যে কি আছে জানিনা কিন্তু আজদরবারে আপনার প্রমুখাৎ মহাপুরুষের অলৌকিক ক্ষমতা শ্রবণ করিলাম, ইহ জগতে মনুষ্য জন্ম সার্থক মানিলাম।

পৃ। তুমি বুদ্ধিমান হইলেও অপরিণত বয়স্ক। দরবারে বিশেষরূপে আত্মসংবরণ করিবে। কোন আমীর ওমরাহের সহিত অন্তরের গূঢ়কথা ব্যক্ত করিবে না। দরবার ও আমীরগণের প্রত্যেক বিষয় সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে, কাহাকেও নিজমতামত জানাইবে না।

প্র। আপনার মহত্বে যেরূপ মুগ্ধ হইয়াছিলাম, সহানুভূতিতে তদধিক প্রীতিলাভ করিলাম

পৃ। তোমার পিতা তোমাকে দরবারে পাঠাইয়াছেন, তাহাতে এক্ষণে তোমর কেমন বোধ হয়।

পৃ। আসিয়া যে কার্য্যমন্দ হইয়াছে তানয় বরং ভালই হইয়াছে। তবে যাহা দেখিলাম, তাহাতে বঙ্গের ভাগ্যে আর যে কখনও স্বাধীনতা সূর্য্য প্রকাশ হইবে, সে আশা বিড়ম্বনামাত্র।

পৃ। তোমার পিতার রাজস্বের পরিমাণ কত?

প্র! আপনার গৃহে ভারতীয় নক্সা আছে?

পৃথ্বীরাজ কক্ষান্তর হইতে নক্সা আনয়ন করিলেন, প্রতাপকে—দেখাইলেন পৃথ্বীরাজ চমকিত হইলেন।

পৃ। সার্দ্ধ দ্বিশত বৎসরের পাঠাণরাজকুলসঞ্চিত বিপুল বিভব এবং গৌড়ের যাবতীয় ধন-সম্পত্তি তোমার পিতার অবিসংবাদী অধিকারভুক্ত হইয়াছে ?

প্র। তাহা যথার্থ।

পৃ। হায় বঙ্গের সন্তান! মহারাণা প্রতাপের কথা স্মরণ কর। তদীয় কোষাগারে এক চতুর্থাংশ অর্থ সঞ্চিত থাকিলে সূর্য্যবংশীয় স্বাধীনতা চতুঃসহস্র বৎসরেও ক্ষুণ্ণ হইত কিনা সন্দেহ।

প্র। প্রতাপ রাজপুত জাতির নেতা—তাঁহার অর্থ, তাঁহার প্রজাবর্গের অর্থ—আর সর্ব্বোপরি তাঁহার রাজপুত জাতির অতুলনীয় বীরত্ব তেজ, শিক্ষা ও কার্য্যক্ষমতা সর্ব্ববিধ মিশ্রণে অলৌকিক বল সম্পন্ন করিয়াছে, আমার বাংলায় এসমস্ত নাই, আছে অর্থ, ভোগস্পৃহা, সাহস ও কার্য্যকুশলতা; কিন্তু ইহার সহিত যে হিংসাবৃত্তি প্রত্যেক বঙ্গীয় অন্তঃকরণে দিবারাত্রি জ্বলিতেছে—তাহা কার্য্যক্ষেত্র হইতে বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিমাত্রকেই পশ্চাৎপদ হইতে হয়।

পৃ। আকবর সাহের দৃষ্টান্ত দেখিলে, কি বুঝিয়াছ ?

প্র। সর্ব্বপ্রকার জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে ক্ষমতা ন্যস্ত করাতে এক অভূতপূর্ব্ব বিরাট প্রতাপ সৃষ্টি হইয়াছে।

পৃ। তাহাই ঠিক! বাঙ্গলায় দুর্দ্ধর্ষ পাঠান এখন ও বিস্তর, নেতাহীন অবস্থায় আশ্রয় শূন্য ; তোমার স্বজাতীয় ও নিতান্ত অল্প নহে, বঙ্গের পুরাতন রাজ সম্পর্কীয় নিবন্ধন ক্ষমতাপন্ন, দ্বাদশ ভৌমিক কার্য্যতঃ বঙ্গের হর্ত্তাকর্ত্তা—তন্মধ্যে তোমার স্বজাতীয় ব্রাহ্মণ ও পাঠানই অধিকাংশ। তাঁহারা ক্ষমতা প্রিয়, যুদ্ধাভ্যস্ত, পরসেবায় অসহিষ্ণু ও চিরদিন সাহসী বলিয়া পরিচিত। এই মরুভূমি জাত পরসেবা লালিত, বৈরী অবরোধ

সঙ্কুচিত—চিত্তবৃত্তি, অর্থশূন্য, ক্ষমতাগ্রাসী তর্জ্জনী চালিত, সহায়হীন, অপরিণত বয়স্ক, দূরদেশাগত, বিশ্বস্ত বন্ধু বিরোহিত, মোগল বালক—আফগান, মোগল, উজবেগ, তাতার, তুরস্ক, রাজপুত, পারস্যবাসী প্রভৃতি শত শত জাতি মিশ্রণোৎপন্ন এক মহাশক্তিতে আজ সসাগরা ভারতে সার্ব্বভৌম ঈশ্বরত্ব লাভ করিয়াছে। দিল্লীতে আসিয়াছ, তোমার ভবিষ্যৎ ভাগ্য অতি প্রসন্ন! এস্থলে সম্রাট চরিত্র, কার্য্য কুশলতা, রাজনৈতিক জটীলতা ও উচ্চাভিলাষের দৃষ্টান্ত বিশেষ নিপুণতার সহিত অধ্যয়ন কর। তবে অধঃপাতের সোপাণ ও মহানগরীতে খুব প্রশস্ত। সে বিষয়ে সাবধানতা রক্ষা করিয়া যতদূর সম্ভব আমীর গণের সহিত মিশিবে—আর সময় সময় এই নজর বন্দী, পরভাগ্যজীবী রত্ন শৃঙ্খল কবলিত মরুভূমি পুত্রের আলয়ে দর্শন দিলে কৃতার্থ হইব।

প্রতাপ স্বকীয় কোষবদ্ধ হইতে তরবারি উন্মোচন পূর্ব্বক পৃথ্বীরাজের আগ্রহ প্রসারিত করে সমর্পণ করিয়া বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন—আজ হইতে আপনি আমার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা, কূট রাজনীতি পূর্ণ সাহী রাজধানীতে আমাকে সৎশিক্ষা প্রদান ও রক্ষা করিবেন প্রতিশ্রুত হউন। পৃথ্বীরাজ নির্ব্বাক আলিঙ্গনে অন্তরের স্নেহ সিঞ্চিত ভাব ব্যক্ত করিলেন। প্রতাপ প্রদত্ত তরবারি চুম্বনান্তর নিজ কটিবন্ধে পরিলেন ও নিজ তরবারি তদীয় কটিবন্ধে পরাইলেন।

প্র। রাজপুত কুলতিলক! আপনার মহিমা মণ্ডিত উচ্চ হৃদয়ে বিন্দুমাত্র স্থান গ্রহণে সমর্থ হইয়াছি, এ আমার সৌভাগ্য। আমার এই চন্দ্র বংশীয় চির স্বাধীনতা উদ্দীপক তরবারি—যদি কালী প্রসন্না হয়েন, বঙ্গের স্বাধীনতার বিজয় নিশান স্বরূপ কার্য্যকর হইবে। পৃথ্বীরাজ পুনরায় দৃঢ়ালিঙ্গন করিলেন।

পৃ। প্রতাপ! যদি অধঃপতিত রাজপুত্রের আশীর্ব্বাদে বঙ্গের মন্ত্রী রাজ পুত্রের উদার অন্তঃকরণে পিতৃ প্রভুলালিত চির স্বাধীনতা

স্পৃহা এক মুহূর্ত্তের জন্য ও জাগরিত হয় তাহা হইলে সর্ব্বান্তঃকরণে পিতৃ-পুণ্য ফলাফল দায়িত্বে ভগবান এক লিঙ্গ দেবের নিকট প্রার্থনা করি—যেন, তোমা দ্বারা—বঙ্গের মুখ উজ্জ্বল হয়। আর এই চন্দ্রবংশীয় অযোগ্য সন্তান যেন অন্তিম শয্যায় ও মুহূর্ত্ত জন্য প্রতাপ নামের গৌরব শ্রবণে স্বর্গ সুখ উপলব্ধি করিবার অবসর প্রাপ্ত হয়—এই কামনা। পৃথ্বীরাজের অক্ষি পল্লব ভারাক্রান্ত হইল, কণ্ঠ বাষ্প পূর্ণ হইল—নিরবে প্রতাপের শির চুম্বন করিলেন। দুই বিন্দু তপ্ত অশ্রু সে বীর মস্তক অভিসিঞ্চিত করিল।

প্র। রাজন! আপনার হৃদতত্বজ্ঞ মহানুভবের লুণ্ঠিত কোষাগার হইতে পরদুঃখকাতরতা এখনও দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ মোগল বাদসাহের করলিত হয় নাই। হইবে ও না তাহা নিশ্চিত। তবে অযোগ্য বঙ্গীয় ভ্রাতার প্রতি ঐ স্নেহের কি প্রতিদান হইতে পারে ভাবিয়া পাই না।

পৃ। আশীর্ব্বাদের সময় তোমার মস্তকে চক্ষুজল পড়িয়াছে—ক্ষোভে হউক, দুঃখে হউক, স্নেহে হউক—যে জন্যই কেন হউক না—এই অশ্রুজলে তোমায় অভিসিঞ্চন করিলাম—যেন প্রতাপ-নামের গৌরব রক্ষায় সমর্থ হও। যেন চন্দ্রবংশীয় অধঃপতিত বংশধরের একটিমাত্র কামনা জগদীশ্বর পূর্ণ করেন।

প্রতাপ বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে কাতরস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—রাজন্! আপনি বন্দী কিজন্য?

পৃ। আমার ভ্রাতা বীকানীর রাজ রায়মল্লের প্রতিভূস্বরূপ সম্রাট দরবারে অর্দ্ধবন্দী।

প্র। আপনার অবস্থায় ও আমার অবস্থায় প্রভেদ বিস্তর।

পৃ। এ কথার অর্থ বুঝিলাম না।

প্র। আপনি সহোদরের জন্য আত্মোৎসর্গ করিয়াছেন। এই বন্দী অবস্থায় ও সাধ্যানুসারে রাজপুত জাতির গৌরব রক্ষায় সর্ব্বদা

চেষ্টা শীল। অথণ্ড প্রভুশক্তি সম্পন্ন মোগল বাদসাহের সমক্ষে হিন্দু-কুল সূর্য্য মহারাণা প্রতাপের অদম্য স্বাধীনতাকাঙ্খা প্রতিপন্ন করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন নাই। আর আমি—গৌড়ের অগণিত ধন সম্পত্তি নিষ্কন্টকে নিশ্চেষ্ট ভোগ বাসনা তৃপ্তিতে ভবিষ্যতে সমর্থ হইব—এই অভিপ্রায়ে পিতা উপযাচিত হইয়া একমাত্র মাতৃহীন সন্তানকে বাদসাহের পদলেহনে নিয়োজিত করিয়াছেন।

পৃ। পাঠান রাজ দাউদ কি অভিপ্রায়ে যাবদীয় বিভব মন্ত্রীরাজের হস্তে ন্যস্ত করিয়াছিলেন ?

প্র। বোধ করি তাঁহার ধারণা জন্মিয়াছিল যে স্বাধীনতা সংস্থাপন হেতু মোগল শক্তির সহিত যে ঘোরতর সংঘর্ষ হইবে তাহাতে যদি ও নিজ জীবন বিপন্ন হয়, তথাপি ভবিষ্যতে যদি কেহ সে চেষ্টায় দেহ মন উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হয়েন, তাঁহার পক্ষে উপায় ও অর্থের অভাব হইবে না। এবিষয়ে পিতা এবং অন্যান্য সাধারণের মনে যাহাই নিশ্চিত থাকুক, পিতৃব্য ও আমার দৃঢ় বিশ্বাস—এই ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই সাহেন সা দাউদ যুদ্ধ ঘোষণার পূর্ব্বেই গচ্ছিত সম্বন্ধে বন্দোবস্ত করিয়াছিলেন।

পৃ। বঙ্গের তীক্ষ্ণবুদ্ধি সন্তান ! তোমার ধারণা যুক্তি মূলক।

প্র। আমি আপনার নিকট চন্দ্রবংশীয় তরবারি স্পর্শে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, যদি কালী প্রসন্না হয়েন, উষ্ণ শোণিত তর্পণে সে গচ্ছিত ধনের প্রকৃত অধিকারী স্বাধীনতা পূজক দাউদের প্রেতাত্মার তৃপ্তি সাধন তদীয় বিশ্বাস ন্যস্ত বিভব দ্বারা অধম সম্পাদন করিতে পরাঙ্মুখ হইবে না। যে প্রশান্ত হৃদয় মহাপুরুষ অকুতোবিশ্বাসে নির্ভর করিয়া নিজ দেহাবসানেও বঙ্গের স্বাধীনতার পথ সুগম করণাশয়ে নিজ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী হইতে পুরুষানুক্রমে সঞ্চিত অগাধ সম্পত্তি আমার পিতা পিতৃব্যের করে সমর্পণ করিয়াছিলেন—বঙ্গের দুর্ভাগ্যবশতঃ

পিতা তদ্বিষয়ে উদাসীন হইলেও সেই প্রাতঃস্মরণীয় পাঠান রাজের গচ্ছিত ঋণ পরিশোধার্থ দেহ পাত করিতে হয়—তাহাতেও এ অধম বঙ্গীয় সন্তান সর্ব্বথা প্রস্তুত হইবে।

পৃ। যশোহরের যুবরাজ! শুভক্ষণে উপযাচিত হইয়া তোমার সহিত পরিচয়ে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।—তখন স্নেহভরে প্রতাপের হস্ত পুনর্গ্রহণ করিলেন—এমত সময়ে পৃথ্বীরাজের ধাত্রীপুত্র (ধাই ভাই) স্বরথ সহায় ধীর পদক্ষেপে বৈঠকে প্রবেশ করিলেন—ইনি এই রাজপুত পুত্রের অতি বিশ্বস্ত সহচর।

পৃ। ভাই কি প্রয়োজনে?

স্ব। বাইজী কোঙার নিবেদন করিয়াছেন—অদ্য এত অধিক রাত্রি পর্য্যন্ত আহারাদি হইল না সেইজন্য। পৃথ্বীরাজ এ কথায় প্রতাপের সাক্ষাতে কিছু অপ্রতিভ হইলেন—মনে ভাবিলেন—রাজপুত জাতি স্ত্রী লোকের যতদূর অনুরক্ত ও মর্য্যাদা বোধী হয়, যদি বঙ্গীয় গণ তদ্রূপ না হয়েন—তাহা হইলে প্রতাপ আমাকে স্ত্রৈণ জ্ঞান করিবে। বস্তুতঃ পৃথ্বীরাজ তদীয় পত্নী মহারাণা প্রতাপের ভ্রাতুস্পুত্রী যোধবাইয়ের একান্ত অনুরক্ত ছিলেন।

পৃ। অদ্য যশোহরের যুবরাজ নিমন্ত্রিত আছেন—তাহাত তিনি জানেন।

কথোপকথনে রাত্রির পরিমাণে লক্ষ্য ছিল না।

স্ব। আহারের আয়োজনের অনুমতি প্রার্থনা করি।

পৃ। বিশ্রামাগারে যুবরাজের পরিচ্ছদাদি পরিবর্ত্তনের বন্দোবস্ত কর।

তখন প্রতাপের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক স্নেহ মার্জ্জিত স্বরে বলিলেন—প্রতাপ! আজ আমার আলয়ে আতিথ্য গ্রহণে জ্যেষ্ঠভ্রাতার অনুরোধ রক্ষা কর। চল! বিশ্রামাগারে পরিচ্ছদাদি পরিবর্ত্তন করিবে।

প্রতাপকে বিশ্রামাগারে রাখিয়া পৃথ্বীরাজ অন্দরে চলিলেন।

যো। সকলেই দেখি আমার মত।

পৃ। কেন? এত জুলুম তাগিদের কারণ কি?

যো। আমি ভাবিতাম আমিই কেবল তোমার আলাপে আহার নিদ্রার সময়ান্তর করিয়া ফেলি, এখন দেখি যে কেহ তোমার সহিত আলাপে প্রবৃত্ত হয় তাহার এই দশা। রাত্রি অধিক হইয়াছে নবাগত বঙ্গীয় রাজপুত্র হয়ত অনুমান করিতে পারেন রাজপুতের আতিথেয়তা এইরূপ বিরক্তি কর।

পৃ তাহা হইলে তোমার বিবেচনায় আমার আলাপ সম্ভাষণ বিরক্তি কর? এই ত?

যো। তা কেন? রাজপুত্র হয়ত বিরক্ত হইতে পারেন। —পৃথ্বীরাজ বাধা দিলেন।

পৃ। এই রাজপুত্র বালক মাত্র, বিংশতি বৎসর বয়স্ক বলিয়া অনুমান হয়; কিন্তু আমার বিবেচনায় এরূপ তীক্ষবুদ্ধি জীবী উচ্চাশয়ী ব্যক্তি দুইজন ব্যতীত দেখি নাই।

যো। সে দুজন কাহারা?

পৃ। একজন তোমার জ্যেষ্ঠতাত, আর একজন রাজপুতের সর্ব্বস্বাপ-হারক আকবর সাহ।

যো। বঙ্গীয়গণের আকৃতি, পরিচ্ছদ কি আমাদের ন্যায়, না দক্ষিণীদিগের ন্যায়?

পৃ। তুমি দেখিলে বুঝিতে পার, শিশোদীয় বংশেও এমন পুত্র প্রার্থনীয়। আমার সহিত ভ্রাতৃসম্পর্ক স্থাপিত হইয়াছে।

যো আমি কাহারও সাক্ষাতে দাঁড়াইতে পারিব না।

পৃ। তবে দেখিবে কি প্রকারে? বালক বৈত নয়? অন্দরে

আহারের আয়োজন কর, অন্তরাল হইতে দেখিও ; ধর্ম্ম সম্পর্কে সন্বন্ধ রাজপুত্রকে অন্দরে আহারের আহ্বানই শ্রেয়ঃ।

যোধবাই ক্ষণেক চিন্তা করিলেন, বলিলেন—যদি অন্দরেই তোমার ধর্ম্মভ্রাতার আহার স্থান নির্দ্দিষ্ট হয়, তবে অন্তরাল হইতে দেখিব কেন? আমি অন্য উপায় স্থির করিয়াছি।—পৃথ্বীরাজ সত্বর পদে বিশ্রামাগারে আসিলেন। কিছু বিস্মিত হইলেন—প্রতাপের সহিত দ্বিতীয় ব্যক্তি, মুখশ্রী কমনীয়, শ্বেত চন্দনচর্চ্চন বিলসিত, চক্ষু তীক্ষ্ন, অতি শুভ্র পরিচ্ছদে যেন পবিত্রতা মাথা। জিজ্ঞাসু চক্ষে প্রতাপের পানে চাহিলেন।

প্র। রাজন! ইনি আমার বন্ধু, রাত্রি অধিক হওয়ায় উৎকণ্ঠা প্রযুক্ত অনুসন্ধানে বহির্গত হইয়াছেন।

শ। রাঠোর রাজতনয়! ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করুন। পৃথীরাজ অবনত মস্তকে সম্মান জ্ঞাপন করিলেন ও শঙ্করকেও আতিথ্য গ্রহণে আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

শ। যুবরাজের দীর্ঘ সময় অনুপস্থিতিতে এই হিংসাপরায়ণ আমীর ওমরাহ সঙ্কুল রাজধানীতে রাত্রে বহির্গত হইয়াছি। গৃহে ফিরিব, তথায় যুবরাজের বন্ধু, সহচর প্রভৃতি অপেক্ষায় আছেন।

পৃ। কর্ত্তব্যে বাধা দিব না, তবে অধঃপতিত রাঠোরের আলয়ে প্রতাপের সহিত তদীয় বন্ধুগণকে দেখিলে অত্যন্ত প্রীত হইব।—শঙ্কর বিদায় হইলেন।

প্র। গৃহে সংবাদ পাঠাইবার বিষয় ভাবিতেছিলাম। এমত সময় বন্ধু উপস্থিত হওয়ায় কতকটা নিশ্চিন্ত হইলাম।

পৃ। এই ব্রাহ্মণ যুবকের ন্যায় যুবরাজের আরও বন্ধু বান্ধব প্রবাসে সহযাত্রী আছেন শুনিলাম।—তখন উভয়ে অন্দরাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন।

প্র। অন্দরে যাইবেন বোধ হয়?—পৃথ্বীরাজ স্মিতমুখে প্রতাপের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক বলিলেন—

পৃ। জ্যেষ্ঠের অন্দর মহালে কনিষ্ঠের. অভ্যর্থনায় ত্রুটী হইবে না। —উভয়ে অন্দরে প্রবিষ্ট হইলেন।

সুরথসহায় রাজপুত্রের ও পৃথ্বীরাজের আসন নির্দ্দেশ করিলেন।

প্রতাপ রাজপুত রীতিনীতি বিষয়ে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ—সুতরাং কিছু বিস্ময়াপন্ন হইলেন। পৃথ্বীরাজের সম্মুখে কেবল মাত্র আহারীয় পূর্ণ পাত্র সকল শ্রেণীবদ্ধ স্থাপিত অথচ প্রতাপের জন্য দুই খানি আসন সমকোণে স্থাপিত। একখানির সম্মুখে বিচিত্র আধারে অপরূপ গ্রন্থি সন্নিবিষ্ট মতিগুচ্ছ প্রথিত রাখি (রক্ষা সূত্র) তৎচতুষ্পার্শ্বে আধার প্রান্ত বেষ্টনে সুগন্ধি দ্রব্য সম্ভার ও পুষ্পমাল্যসজ্জিত। অপর আসন সম্মুখে আহারীয় ও পানীয় দ্রব্যপরিপূর্ণ পাত্র সকল অপরূপভাবে শ্রেণী সজ্জিত। প্রতাপ ইতস্ততঃ করিলেন—বোধ করি অনভিজ্ঞাতা হেতু।

পৃ। প্রতাপ! রাজপুতের প্রস্তুত খাদ্য নহে। তোমার স্বজাতীয় ব্রাহ্মণ প্রস্তুত—অতএব ইতস্ততঃ করিতেছ কেন?

প্র। আমার স্বজাতীয় ব্রাহ্মণ কোথা হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন?

পৃ মহারাজ মান সিংহের নিকট হইতে। এ জীবনে মানসিংহের আতিথেয়তা রক্ষার জন্য এই প্রথম ও শেষ অনুরোধ।—মানসিংহের নামের সহিত পৃথ্বীরাজের স্বর বিকৃতি ঘটিয়াছিল—প্রতাপ লক্ষ্য করিলেন—অতি বিনয়ান্বিত বচনে উত্তর করিলেন—

প্র। রাজন! মানসিংহ অনুচর প্রস্তুত দ্রব্য ভক্ষণ করিব না। আপনি যাহা দিবেন তাহাই।—এমত সময়ে স্নিগ্ধ শিঞ্জিনী ঝঙ্কারে শিশোদীয় দুহিতা যোধবাই ধীরপদে প্রতাপের সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। প্রতাপ সদ্য স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় পৃথ্বীরাজের দিকে চাহিলেন—

আহারের জন্য ইনিই সুরথ সহায় দ্বারা স্তবক করিয়াছিলেন।—প্রতাপ

বুঝিলেন—নিতান্ত বিশ্বস্ত বন্ধুত্বতায় নির্ভয়ে পৃথ্বীরাজ আতিথেয়তা রক্ষায় এতদূর অগ্রসর হইয়াছেন। উপবিষ্ট অবস্থায়ই ভূমে শিরোস্পর্শ করিয়া প্রণাম করিলেন। যোধবাই সম্মুখস্থ রাখি (রক্ষাসূত্র) পাত্র হইতে ধীর হস্তে উঠাইয়া প্রতাপের হস্তে পরাইলেন। ইহার মর্ম্ম প্রতাপ অবগত ছিলেন।

যো। যশোহর রাজপুত্র! প্রবাসে বন্দী রাজপুত কুলবধূ অদ্য হইতে তোমাকে ভ্রাতৃ সম্বন্ধে আবদ্ধ করিল।—প্রতাপ পুনরায় মস্তক লুটাইয়া অভিবাদন করিলেন; কারণ বুঝিয়া লইলেন। যোধবাই গন্ধ দ্রব্য সিঞ্চনে সে মস্তক অভিসিঞ্চিত করিলেন, স্মরষ সহায়কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন।

যো। ভাইজি! এখান হইতে মানসিংহ অনুচর প্রস্তুত খাদ্য স্থানান্তর করা প্রয়োজন।—তৎপূর্ব্বে পৃথ্বীরাজের আদেশে গৃহান্তরে আহারের ভিন্ন আয়োজন হইতেছিল। সকলে তথায় যথাস্থানে আসন গ্রহণ করিলেন। যোধবাই নিজ-হস্তে আহার্য্য সকল সজ্জিত করিলেন।

পৃ। প্রতাপ! কোন্ সম্পর্ক প্রবল হইবে?

প্র। উভয়।

পৃ। শেষটী হইলে আমার পক্ষে কিছু মধুর হইত।

প্র। উভয়ইত শ্রেয়ঃ; যখন যেভাবে গ্রহণ করেন।

পৃ। তোমার নিকট একটী বন্ধুর সাক্ষাত ও পরিচয় প্রাপ্ত হইলাম। তাঁহার মুখে শুনিলাম প্রবাস সহযাত্রী আরও—বন্ধুবান্ধব ও সহচর আছেন?

প্র। যে বন্ধুকে দেখিলেন, ইনি শঙ্কর—তীক্ষ্ণবুদ্ধি ও কার্য্যকুশল। দ্বিতীয় বন্ধু সূর্য্যকান্ত গুহ, বঙ্গদেশে শত শত ক্রীড়া যুদ্ধক্ষেত্রে অলৌকিক ক্ষমতায় সর্ব্বজন পরিচিত। তৃতীয়—নির্ব্বাসিত ত্রিপুরারাজতনয় সুন্দর

—বঙ্গের অদ্বিতীয় লক্ষ্যভেদী। চতুর্থ—ভীমমল্ল বিক্রমে বিক্রান্ত স্বজাতীয় সহচর মদন।

পৃ। এতক্ষণে বুঝিলাম পিতৃনির্দ্দেশানুসারে কেবলমাত্র প্রতিনিধিত্ব করিতে আসা হয় নাই ; নিজের মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের শিক্ষালাভ করিতে, দরবারে প্রথম কথাবার্ত্তায় যাহা বুঝিয়াছিলাম—তাহা অঙ্কুর মাত্র—এখন দেখিতেছি পুষ্পোদ্গম প্রবণ।

প্র। আপনার নিকট যে শিক্ষা ও যে দৃষ্টান্ত জ্ঞাত হইয়াছি,—সহস্র বৎসরে তাহা হইত কিনা সন্দেহ, এক্ষণে একটী প্রার্থনা আছে।

পৃ। তোমাকে অদেয় কিছুই নাই—বিশেষ নূতন কুটুম্ব।

প্রতাপ স্মিতমুখে আহারান্তে গৃহে প্রত্যাগমনের অনুরোধ করিলেন।

পৃ। রাত্রি অত্যন্ত অধিক হইয়াছে।

প্র। আগামী কল্য দেওয়ানজীর দৌলতখানায় সাহী নিমন্ত্রণ রক্ষা সম্বন্ধীয় আয়োজন প্রাতে ব্যবস্থা করিতে হইবে। আমি নবাগত, সর্ব্ব বিষয়ে এখনও শৃঙ্খলা স্থাপন হয় নাই।

পৃ যদি একান্ত তাহাই হয়।—আমি স্বয়ং তোমাকে পৌঁছিয়া দিব, সহাস্যে বলিলেন—তোমার ভগ্নি জিজ্ঞাসা করিতেছেন প্রবাসে তাঁহার ভ্রাতৃবধূ ও সহযাত্রী আছেন বোধ হয়।

প্র। যশোহরের মহারাণীর নিকট তাঁহাকে প্রতিভূস্বরূপ রাখিয়া আসিয়াছি।

পৃ। তবে বলিতেছিলে তুমি মাতৃহীন।

প্র। ভূমিষ্ঠ হইবার দশম দিবসে মাতৃবিয়োগ হয়। তদবধি পিতৃব্য পত্নী প্রতিপালন করিয়াছেন—তাঁহাকেই মাতা বলিয়া জানি।

পৃ। এ প্রবাসে তাঁহার মতামত কি ছিল ?

প্র। বলিলাম ত, প্রতিভূ রাখিয়া তবে আসিয়াছি।

তখন আহার শেষ হইয়াছিল, আচমনাদি সমাধাপূর্ব্বক সদর বৈটকে

সে সমবেত সর্দ্দার মণ্ডলী জানু ভূমি স্পর্শ করিয়া কুর্নীস করিলেন, সর্ব্বাগ্রে দেওয়ানজী। বাদসাহ তখন অশ্বপৃষ্ঠ হইতে অবতীর্ণ হইয়া পদব্রজে গৃহস্বামীকে উঠাইলেন, তৎপরে যথাযোগ্য আপ্যায়িত করিলেন। সে নীল ইরাণজাত মখমলের আস্তারণ বাহিয়া জ্যোতিষ্কমণ্ডল পরিবৃত নিশানাথের ন্যায় সর্দ্দার মণ্ডলী পরিবেষ্টিত বাদসাহ অগ্রসর হইলেন। পথিপার্শ্বে দক্ষিণ দিকে স্ফটিক নির্ম্মিত বিরাট গৃহ, উষ্ণবায়ুগর্ভ, লবনাম্বু-সিঞ্চিত গৃহতল—ত দুইটি মধ্যোনারিকেল বৃক্ষ ফলভারাবনত।

বা। দেওয়ানজি! এটী কিসের বৃক্ষ? এত যত্ন রক্ষিত?

টো। সাহেনসাহ অবগত আছেন—বঙ্গদেশ জয়ের সময় দাস যে এত্তেলা নামা দাখিল করিয়াছিল, তাহাতে উল্লেখ ছিল যে—"বঙ্গদেশে বৃক্ষ বিশেষে এক পেয়ালা সুস্বাদু সরবৎ এবং দুই খণ্ড রুটী জন্মিয়া থাকে, অতএব এমন দেশ যাহার মুকুটে শোভাপায় না, তাহার সম্রাজ্য জয় অসম্পূর্ণ।" এ দুইটী সেই নারিকেল নামক বৃক্ষ। উষ্ণ বায়ুপ্রবাহপূর্ণ গৃহে রক্ষিত হইয়াছে, নতুবা এ শীত প্রধান দেশে জীবিত থাকে না এবং আলোক ও রৌদ্রতাপ গ্রহণোপযোগী স্ফটিক গৃহ নির্ম্মিত হইয়াছে।

বা। ইহার ফল ভক্ষণ করা কোন বিঘ্ন নাইত?

টো। সাহেনসাহার জন্যই বৃক্ষ রোপণ করিয়াছি। ইহার ফল গ্রীষ্ম ঋতুতে অতি স্নিগ্ধকর।

বা। শেখজি! বামে যে নিভৃত ক্ষুদ্র গৃহ দেখা যাইতেছে, তাহা কি বলিয়া অনুমান হয়?

কৈ। দেওয়ানজীর খাস দপ্তরখানা।

বা। দেওয়ানজি! যাহা দেখিতে আসিয়াছি তাহা কোথায়?

টো। জাঁহাপনার বিশ্রামান্তে বামদিকস্থ নিভৃতাবাসে যত্ন রক্ষিত নক্সা ও প্রতিকৃতি দেখাইবার বাসনা আছে।

বা। অগ্রে তাহাই।

বাদসাহ বামদিকে অগ্রসর হইলেন। নিভৃত নিবাসে প্রবেশান্তর টোডরমল্ল ভিন্ন ভিন্ন সুবার অতি নিপুণতার সহিত গঠিত নক্সা ও প্রতিকৃতি দেখাইতে লাগিলেন। বিভিন্ন মর্ম্মর বেদী পৃষ্ঠে বহুবিধ রঙ্গিন মৃত্তিকা, মোম, জতু, কোমল প্রস্তর প্রভৃতি বিশ্লেষণে নদী, পর্ব্বত, অরণ্য, রাজবর্ত্ম, দুর্গ, পরিখা, বুরুজ, নির্দ্দিষ্ট আয়তন বিধানে গঠিত ও বিশদীকৃত। সকলেই সেই অলৌকিক ক্ষমতা দর্শনে মুগ্ধ হইলেন। মনে মানিলেন—এই গুণেই নাম ধাম শূন্য ক্ষেত্রীবালক ভারতের সর্ব্বজন পূজিত দেওয়ান বটে। সম্রাট একাগ্রমনে অভিনিবিষ্ট দৃষ্টিতে তন্ন তন্ন করিয়া দেখিতেছিলেন!

বা। দেওয়ানজি! আগ্রার দুর্গাভ্যন্তর গঠিত হয় নাই ত?

টো। যদি আমদরবারে অথবা তদ্রূপ প্রকাশ্য স্থানে এই প্রতিকৃতি সকল রক্ষিত হয়, তাহা হইলে অন্ততঃপক্ষে সাহেনসাহী দুর্গাভ্যন্তরের পূর্ণ পরিচয় লোক গোচরে প্রকাশ হওয়া যুক্তি সঙ্গত নহে। তবে যদি জাঁহাপনার হুকুমে এ দাসের গৃহে কিম্বা কোন নিভৃত স্থানে রক্ষিত হয়, তাহা হইলে সামান্য সময় মধ্যে প্রস্তুত করিয়া দিব।

বাদসাহ দেওয়ানের সতর্কতায় মুগ্ধ হইলেন।

বা। দেওয়ানজি! বাদসাহ সকাশে তোমার প্রার্থনা যোগ্য কোন বিষয় আছে কি?

টো। জাঁহাপনা! যাহা হিন্দুস্থানে কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই, সেবক আজ সে সম্মানে সম্মানিত—ইহার পর আর কোন্ প্রার্থনা থাকিতে পারে?

বাদসাহ দেওয়ানের সংযত চিত্ততায় অধিকতর বিস্ময়াপন্ন হইলেন।

বা। উজীর নবাব! দেওয়ানজীকে কি পুরস্কার দেওয়া যাইতে পারে?

উ। জাঁহাপনা! কোন নূতন জায়গীরের ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়।

বা। মহারাজ! কি বিবেচনা করেন?

মা। ভারতের অপুত্রক দেওয়ানের বহুতর জায়গীর অপ্রয়োজন বলিয়া বোধ হয়।

বা। সেখজীর যুক্তি?

আ। দেওয়ানজীর জন্মভূমি লোহারপুর জিলা জায়গীর প্রদত্ত হউক।

বা। একথা যুক্তি সঙ্গত বটে তবে উপযুক্ত হয় না; দেওয়ানজি! আপনার আর কোন আকাঙ্খা নাই কি?—বস্তুতঃ টোডরমল্লের আর কোন আকাঙ্খা না থাকিলেও, বাদসাহের মনস্তুষ্টির জন্য বলিলেন—

টো। যাহা অসম্ভব তাহা নিবেদন করা মূর্খতার পরিচয় মাত্র।

বা। আমার নিকট আপনার কোন প্রার্থনা অসম্ভব নহে।

টো। যদি জাঁহাপনার মনে দেওয়ানের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ নিতান্তই ধারণা হইয়া থাকে, তবে যেন প্রার্থনা মাত্রেই সর্ব্বসময়েই সাক্ষাতের অধিকার প্রাপ্ত হই, এই হুকুম হউক।

বা। ভারতের দেওয়ান! তোমার প্রার্থনায় নূতনত্ব সত্ত্বেও পূর্ণ করিলাম।

তখন আমীর ও ওমরাহগণ এই অদ্ভুত ক্ষমতা সম্বন্ধে বহুবিধ আলোচনায় প্রবৃত্ত ছিলেন। পৃথ্বীরাজ ও প্রতাপ ঐ নক্সা সকল অতি মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিতে ছিলেন।

পৃ। প্রতাপ! এই অদ্ভুত শিল্প সম্বন্ধে কি বিবেচনা কর?

প্র। ভারতের দেওয়ানের উপযুক্ত সন্দেহ নাই।

পৃ। এইরূপ অলৌকিক শিল্প নিপুণতা ভারতবর্ষে দ্বিতীয় ব্যক্তির অসাধ্য।

প্র। রাজন্! আর এক ব্যক্তি এইরূপ ক্ষমতাপন্ন আছেন।

পৃথ্বীরাজ বিস্ময়ে সন্দিগ্ধ চিত্তে কিছু উচ্চৈঃস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন

পৃ। এরূপ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, স্মরণ শক্তি ও শিল্প বিশারদ ভারতে দ্বিতীয় ব্যক্তি আছে স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই—সে ব্যক্তি কে?

প্র। কল্য রাত্রে যাহাকে দেখিয়াছিলেন, সেই।

পৃথ্বীরাজের উচ্চস্বর তন্মুহূর্ত্ত প্রবিষ্ট, আয়োজন ভার প্রাপ্তি হেতু বিলম্বাগত রাজা বীরবলের কর্ণগোচর হইয়াছিল। ধীর ভাবে উভয়ের কথোপকথন শ্রবণ করিলেন। পরে আলোচ্য বিষয় অভিনিবেশ পূর্ব্বক দেখিলেন। বিনাবাক্য ব্যয়ে বাদসাহের সমক্ষে অগ্রসর হইলেন।

বা। রাজা সাহেব! এত বিলম্ব কেন?

বী। জাঁহাপনার অনুজ্ঞা পূরণে ব্যাপৃত ছিলাম।

বা। ভারতের দেওয়ানের অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দেখিয়াছ?

বী। এই মাত্র দেখিলাম—অভূতপূর্ব্ব, সন্দেহ নাই।

বা। অদ্বিতীয় স্বীকার করিতে হইবে।

বী। খোদাবন্দ! যাহা দেখিলাম তাহাতে অদ্বিতীয়ত্বে সন্দেহ নাই কিন্তু শুনিলাম, ভারতে দ্বিতীয় ব্যক্তি এইরূপ ক্ষমতাপন্ন আছেন।

সভা শুদ্ধ সকলে স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় আশ্চর্য্য হইলেন। তখন সকলে নির্ব্বাক, বাদসাহের হুকুম প্রকাশের অপেক্ষায় উৎকণ্ঠা পূর্ণ।

বা। আমার ধারণা ছিল—হিন্দুস্থানে সার্ব্বভৌম সম্রাট দরবারে গুণী ব্যক্তি মাত্রেই সমাদৃত হইয়াছেন। এখনও হিন্দুস্থানের অন্ধকার আকর গর্ভে বহুতর মহার্হ রত্ন আছে। আমি উঠাইব—সে ব্যক্তি কে?

টো। দ্বিতীয় ব্যক্তি ভারতে থাকিবে আশ্চর্য্য কি? আমি ও ভারত সন্তান, আমাপেক্ষা ও এই বিস্তৃত ভারত রাজ্যে আর ও কত ধীশক্তি অনাদৃত অবস্থায় দিনপাত করিতেছে, কে জানে? আমি স্ফটিক খণ্ড মাত্র। বহুমূল্য সুবর্ণ বেষ্টনে অলঙ্কৃত হইয়া জ্যোতি সম্পন্ন! সর্ব্ববিধ ক্ষমতা আয়ত্ত বলিয়া আমার কার্য্যকরী শক্তি বিকাশ প্রাপ্ত।

যে ব্যক্তি আমাপেক্ষা হীনাবস্থায় স্বল্প ক্ষমতা সম্পন্ন, তাহার পক্ষে এরূপ জ্ঞান, বুদ্ধিমত্তা ও শিল্পনৈপুণ্য নিঃসন্দেহ অদ্বিতীয়ত্ব স্বপ্রমাণ করিতেছে।

দরবার শুদ্ধ সকলে দেওয়ানের নম্রতায় ও আত্মম্ভরিতাশূন্য উদারতায় চমৎকৃত হইলেন।

বা। ভারতের দেওয়ান! আমার পিতৃপুণ্য ফলে তোমার ন্যায় অলৌকিক গুণ সম্পন্ন উদার হৃদয় কর্ম্মচারী প্রাপ্ত হইয়াছিলাম।

টো। সসাগরা ভারতের সার্ব্বভৌম সম্রাট! এ ভারতে বহুতর যন্ত্র আছে, যত্ন পূর্ব্বক সংগ্রহ করুন, পৃথিবীর উপকার হইবে। সাহেন-সাহার সার্ব্বভৌমত্ব পুরুষানুক্রমে অবিসম্বাদী রহিবে।

আ। মহারাজ! আপনি ক্ষণ জন্মা মহাপুরুষ! একাধারে এতগুণ ঈশ্বরের পূর্ণ সৃষ্টি।

বা। রাজা সাহেব! সে ব্যক্তি কে?

বী। জাঁহাপনা! আমি শুনিয়াছিলাম।

বা। শুনিয়াছেন মাত্র? কাহার নিকট?

বী। বীকানীর ভ্রাতা পৃথ্বীরাজ ও নবাগত যশোহর যুবরাজের কথোপকথনে।

দরবার শুদ্ধ চমকিল, কোন কোন হিংসা পরায়ণ হৃদয়, দরবার প্রবেশেই যে ব্যক্তি পঞ্চ হাজারী সম্মান প্রাপ্ত হইয়াছে, ভাবিল—এইবার ধ্বংসের সময় অতি নিকট। মানসিংহ পৃথ্বীরাজের ধ্বংস বাসনায় উৎফুল্ল হইলেন।

বাদসাহ মনে ভাবিলেন—পৃথ্বীরাজের নিকট প্রায়ই নূতন বিষয় জ্ঞাত হওয়া যায় বটে কিন্তু সত্য ও বটে। প্রকাশ্যে ধীরভাবে পৃথ্বীরাজকে আহ্বান করিলেন। রাঠোর পুত্র যথারীতি অগ্রসর হইলেন।

বা। রাঠোর রাজপুত্র! দরবারে যত আশ্চর্য্য বিষয়ের সংবাদ আপনার নিকট জ্ঞাত হওয়া যায় বটে, তবে আপনার সত্য নিষ্ঠাও

সর্ব্বজন প্রশংসিত। হিন্দুস্থানে এমত দ্বিতীয় শিল্পী কে আছে? শুনিলাম আপনার বিদিত।

পৃথ্বীরাজ ভাবিতেছিলেন—প্রতাপের নিকট শুনিয়াছি মাত্র—তখন প্রতাপের সে অনিন্দ্য সুন্দর গৌরব পূর্ণ মুখশ্রী দেখিলেন—তদীয় তীক্ষ্ন বুদ্ধি, স্বদেশ প্রেম, পূর্ব্বরাত্রির পরিচয়, সম্বন্ধ স্থাপন, একে একে অন্তর মধ্যে তরঙ্গে তরঙ্গে প্রতিঘাত করিল। বিনয়াম্বিত বচনে নিবেদন করিলেন—

পৃ। সে ব্যক্তিকে মুহূর্ত্ত মাত্র গত রাত্রিতে দেখিয়াছিলাম।

বা। দিল্লীতে? রাজপুত রাজভ্রাতা! দরবারের এত নিকটে অজ্ঞাত অবস্থায় এরূপ ব্যক্তি কে আছে? এ বিষয় আমাকে জ্ঞাত করান নাই কেন?

পৃ। ব্যক্তিগত রাত্রে দেখিয়াছিলাম 'কিন্তু এ' অদ্ভুত ক্ষমতায় সে ব্যক্তি ভূষিত, তাহা এইমাত্র জানিলাম।

বা। কাহার নিকট?

পৃ। যশোহর যুবরাজ প্রতাপের নিকট।

বা। যশোহর যুবরাজ প্রতাপের নিকট? নবাগত বঙ্গীয় মন্ত্রী রাজপুত্র?

পৃ। তিনি হাজির আছেন।

বাদসাহ ইঙ্গিত করিলেন—পৃথ্বীরাজ যে স্থানে প্রতাপকে রাখিয়া গিয়াছিলেন, তথায়ই প্রাপ্ত হইলেন। অতি মৃদুস্বরে পরস্পর কথাবার্ত্তা হইল—মুহূর্ত্ত জন্য। উভয়ে ত্বরিতপদে বাদসাহের সম্মুখীন হইলেন।

বা। প্রতাপাদিত্য রায়! তোমার জানিত কে এমত ব্যক্তি আছে যে, দেশ দেশান্তরের প্রতিকৃতি নির্ম্মাণে সক্ষম? বোধ করি ভারতের দেওয়ানের নির্ম্মিত প্রতিকৃতি দেখিয়াছ?

প্র। জাঁহাপনা! আমার বন্ধু শঙ্কর।

বাদসাহ চমকিলেন, পূর্ব্বে শুনিয়াছিলেন—বাঙ্গালী জাতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন, এক্ষণে বুঝিলেন—যথার্থ বটে। মনে ভাবিলেন—দেখা যাউক।

বা। শঙ্কর কে?

প্র। দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তান, বাল্যকাল হইতে আমার বন্ধু।

বা। তোমার বন্ধু? তোমার সমবয়স্ক অবশ্য?

প্র। কিঞ্চিৎ বয়োজ্যেষ্ঠ হইবেন।—বাদসাহ আশ্চর্য্য হইলেন। বালক মাত্র! কালে না জানি কি হয়!

বা। তুমি তাহাকে হাজির কর। বীকানীর ভ্রাতা পৃথ্বীরাজ! আপনি ও প্রতাপের সহিত যাইতে পারেন।

তখন দরবার শুদ্ধ সকলে আলোচনা করিতেছিলেন—একজন অপরিণত বয়স্ক বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ যুবক, এরূপ অলৌকিক ক্ষমতা সম্পন্ন! কি আশ্চর্য্যের বিষয়! তখন দেওয়ানের আগ্রহাতিশয্যে বাদসাহ সর্দ্দার মণ্ডলী বেষ্টিত হইয়া দালানাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। হস্তীদন্ত নির্ম্মিত অপূর্ব্ব মসনদ শোভিত প্রকাণ্ড সিংহাসনে আসন গ্রহণ করিলেন। সর্দ্দার মণ্ডলীও অনুমতিমতে স্থান গ্রহণ করিলেন।

চৌ। সর্দ্দার ভ্রাতৃগণ! অধীনের গরীব খানায় উপযুক্ত আসন ও স্থানাভাব, তজ্জন্য অনুগ্রহ পূর্ব্বক অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। আমি ও আপনাদের মধ্যে একজন।—তৎপরে সর্দ্দার খোজা দেওয়ানজী প্রদত্ত নজরাদি হাজির করিলেন—তাম্রলিপ্ত নগরীর বহুমূল্য তরবারি দ্বয়, সশীর্ষ নারিকেল ফল, ঢাকাই সুবর্ণ সূত্র রঞ্জিত মসলীমবস্ত্র, গজদন্ত নির্ম্মিত কারুকার্য্য সম্পন্ন হীরক খচিত সতরঞ্চ গুটীকা, গৌড়ের হিন্দুরাজ গণের নিদর্শনাঙ্কিত তাম্র শাসন, সিংহল দ্বীপ জাত বৃহদায়তন মুক্তা চতুষ্টয়, মধ্যভারত জাত লোহিত হীরকখণ্ডায় তারকাঙ্ক অর্দ্ধচন্দ্র, সুবর্ণাধারে সজ্জিত নগদ একাধিক লক্ষ আসরফি নজর প্রদান পূর্ব্বক

করযোড়ে নিবেদন করিলেন—জাঁহাপনা। আজ অধীনের দীনালয়ে এ অকিঞ্চিত কর নজর গ্রহণে অনুমতি হয়, এই প্রার্থনা।

বা। আমি কি তোমাকে সর্ব্বস্বান্ত করিতে আসিয়াছিলাম?

টো। সেবক ভারতের সার্ব্বভৌম সম্রাটের দেওয়ান।

সম্রাট নগদ অর্থ প্রত্যর্পণের অনুমতি দিলেন।

বা। রাজা সাহেব! দেওয়ানজীর খেলায়ত প্রদানের ব্যবস্থা হউক।

বীরবল সর্দ্দার খোজাকে ইঙ্গিত করিলেন—তখন শ্রেণীবদ্ধরূপে প্রশস্ত রত্ন খচিত সুবর্ণাধার সমূহে উষ্ণীষ, পরিচ্ছদ, কটিবন্ধ, তরবারি, মুক্তামালা, রত্নকণ্ঠী, বাজু বন্ধ, হীরক বলয় সংস্থাপিত হইল, লোহারপুর জিলার জায়গীর সনন্দ প্রদত্ত হইল; গোলকুণ্ডাজাত হীরক রচিত মনোরম সপ্তকণ্ঠী লহর, বারাণসীর বিখ্যাত শিল্পী প্রস্তুত পেশোয়াজ, রত্ন খচিত বহু কারুকার্য্য শোভিত মণিমাণিক্য বিজড়িত শিরোবেষ্ট, আজমীর শিল্প খোদিত হীরক কঙ্কন প্রভৃতি,—আর সর্ব্বোপরি সেই সর্ব্বক্ষম মোগল বাদসাহের সঙ্কেতাঙ্গুরীয়ক, এই সেবক শ্রেষ্ঠ রাজদম্পতির জন্য উপহার প্রদত্ত হইল।

বা। দেওয়ানজি! অদ্য এ বিষয় তোমার কোন প্রত্যাখ্যান শুনিব না।

দরবারস্থ সকলে সাহী বদান্যতায় প্রীত হইলেন—দেওয়ানজী সর্ব্বজনপ্রিয় ছিলেন।

বা। রাজা সাহেব! পৃথ্বীরাজ ও প্রতাপাদিত্য রায় প্রত্যাগত কি না?—বীরবল সর্দ্দার মণ্ডলীর মধ্যে লক্ষ্য করিলেন—ইঙ্গিতে প্রতাপ ও পৃথ্বীরাজ অগ্রসর হইয়া অভিবাদন করিলেন।

বা। প্রতাপাদিত্য রায়! তোমার বন্ধুকে হাজির হইবার অনুমতি প্রদত্ত হইয়াছিল যে?

প্র। জাঁহাপনা! তিনি হাজির আছেন।—পৃথ্বীরাজ শঙ্করকে যথারীতি হাজির করিলেন।

বা। তুমি যশোহর যুবরাজের বন্ধু?—শঙ্কর পুনরায় কুর্নীস করিলেন।

শ। জাঁহাপনা! যুবরাজ স্নেহবশে দরিদ্র ব্রাহ্মণকে বন্ধু সম্বোধন করেন।

বা। আগ্রাদুর্গের প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ করিতে হইবে।

শ। আমি অনভিজ্ঞ, অপরিণত বয়স্ক যুবক মাত্র,—বাদসাহের হুকুম সাধ্যানুসারে তামিল করিতে ক্রটি করিব না।

বা। দুর্গাভ্যন্তর দর্শন জন্য সাহী পেস্কারের সহিত আগামীকল্য সাক্ষাৎ করিবে ও তাঁহার নির্দ্দেশানুসারে পরিমাণ, উপকরণ ও কোন্ কোন্ জাতীয় দ্রব্য প্রস্তুত জন্য আবশ্যক তাহার ব্যবস্থা হইবে।

বী। খোদাবন্দ! এই যুবকের নিজাবাসে কিম্বা দুর্গাভ্যন্তরে নক্সা প্রস্তুতের স্থান নির্দ্দেশ করিব?

বা। অবশ্য দুর্গাভ্যন্তরে। আবশ্যক মত যাতায়াতের বিধান করিবেন। শঙ্করকে জিজ্ঞাসা করিলেন—যুবক! তোমার নাম?

শ। শঙ্কর চক্রবর্ত্তী।

বাদসাহ বীরবল ও পৃথ্বীরাজকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—হিন্দু পণ্ডিত শঙ্করাচার্য্যের তীক্ষ্ণ বুদ্ধির বিষয় অনুধাবন করিলে বোধ হয় হিন্দুর মধ্যে শঙ্কর নামের লোক কিছু বুদ্ধিজীবী হইয়া থাকে।

তখন বাদসাহের অনুমতি অনুসারে নৃত্য গীত ও বিশ্রামাদির ব্যবস্থা হইল। এইরূপে সার্দ্ধ প্রহর বিশ্রামাদি উপভোগান্তে পুনরায় সহরময় নহবৎ খানায় সেলামী পড়িল, একাধিক শত সংখ্যক তোপধ্বনি হইল। রক্ষী, প্রহরী যথা কর্ত্তব্যে ধাবমান হইল। বাদসাহ যথারীতি

অভ্যর্থিত হইয়া দুর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সর্দ্দারগণ স্ব স্ব গৃহাভিমুখে। গৃহ প্রত্যাগমনকালে পৃথ্বীরাজ প্রতাপের আবাসে বিশ্রামান্তর প্রতাপ সমভিব্যহারে নিজালয়ে গমন করিলেন।

মহারাজা বীরবল

(১৬)

প্রতাপ স্বীয় প্রবাস বাসের অনতি দূরেই পূর্ব্ব পরিচ্ছেদোক্ত পেষকারী কারপর দাজের লেখনীর কথা স্মরণ করিলেন।

প্র। রাজন্! একজন পেষকারী কারপরদাজ সেদিন দরবার ভঙ্গের সময় এক খণ্ড লেখন দিয়াছিল, তৎপৃষ্ঠে লেখন দাতার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ ছিল—অদ্য পাঠ করা হয়, পূর্ব্বে নহে, এ জন্য আপনাকে জানাই নাই।

পৃ। আমি দরবার ভঙ্গের সময় দেখিয়াছিলাম, কিন্তু তোমার সহিত আলাপে গতরাত্রি সে বিষয় উল্লেখে বিস্মৃত হইয়াছিলাম।

প্রতাপ লেখন বহিষ্কৃত করিয়া পাঠ করিলেন এবং পৃথ্বীরাজের হস্তে প্রদান করিলেন। পৃথ্বীরাজ পাঠ করিয়া প্রত্যর্পণ করিলেন। সে উদার প্রশান্ত ললাটে রেখা দেখা দিল, রাজপুতের চিরাভ্যস্ত সহচর তরবারিতে হস্ত প্রদান করিলেন। কিন্তু সংযত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—

পৃ। প্রতাপ! সাহী রাজধানীতে আগমনাবধি অন্য কোন আমীর ওমরাহ বা মানসিংহের সহিত কোনরূপ আলাপ ব্যবহার হইয়াছিল কি?

প্র। আপনার আলয়ে যে যে ব্যক্তির সহিত পরিচয় হইয়াছিল, তদ্‌ ভিন্ন সাহী পেষকার মহারাজা বীরবলের সহিত নজরাদি জমা করিবার জন্য এবং আগমনের কারণ ও দরবারে হাজির হওয়ার জন্য সাক্ষাৎ করিয়াছিলাম।

পৃ। সে সময় পেষকারের নিকট অন্য কোন আমীর ওমরাহ উপস্থিত ছিলেন?

প্র। একজন শ্যামকান্তি মুসলমান সর্দ্দার, এক্ষণে বুঝিতে পারিতেছি ষষ্ঠ অথবা সপ্তম শ্রেণীর হইবে, তিনি ভিন্ন অন্য সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি কেহই ছিলেন না।

পৃ। দীর্ঘকায়, বলিষ্ঠ গঠন, তেজোপূর্ণ মুখশ্রী, ললাট মধ্যস্থলে প্রকাণ্ড অস্ত্র চিহ্ন বর্ত্তমান আছে?

প্র। যথার্থ তাহাই বটে।

পৃ। বৃত্তান্ত বুঝিতে একটু বাঁকী আছে।

প্র। সে টুকু কি?

পৃ। তুমি একায়িক সাহী পেষকারের সহিত সাক্ষাত করিয়াছিলে কিম্বা বাঙ্গলার সুবেদার মানসিংহের সহিত সাক্ষাত ও শিষ্টাচারের পর?

প্র। বলিয়াছি ত, একায়িক পেষকারের সহিত, তৎপূর্ব্বে অন্য কাহারও সহিত নহে।

পৃ। সে সাক্ষাতের সময় পূর্ব্বোক্ত আমীর তোমার সহিত অথবা তোমার সম্বন্ধীয় বিষয়ে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন কি না?

প্র। একবার বলিয়াছিলেন—বাঙ্গলার সুবেদারের নিকট সর্ব্বাগ্রে পরিচিত হওয়া ভদ্রতাসঙ্গত বিধান হইত।

পৃ। তুমি কি উত্তর দিয়াছিলে?

প্র। বাঙ্গলার জমিদার বর্গ সুবাদারের মতামতাপেক্ষী বটে কিন্তু জায়গীরদার দ্বাদশ ভৌমিক একায়িক সাহীহুকুমের তাঁবেদার, বাদসাহী

বিশেষ অনুজ্ঞা ব্যতীত সুবাদারের ক্ষমতার অন্তর্গত নহে।

পৃ। বুঝিয়াছি, এইজন্য মানসিংহের অনুচর মহব্বৎ খাঁ তদীয় সমক্ষে এবিষয় অবগত করায়, তোমার বিরুদ্ধে এই ষড়যন্ত্র সৃষ্টি করিয়াছে। মহব্বৎ ইহার নায়ক, মানসিংহ প্ররোচনা দাতা। যাহা হউক সতর্কতা অবলম্বন শ্রেয়ঃ।

প্র। আপনার বিবেচনায় রাজাবীরবলের সহিত সাক্ষাত করা এক্ষণে সঙ্গত বোধ করেন কিনা?

পৃ। আবশ্যক নাই। তাহাতে সতর্কতা সম্বন্ধে ব্যাঘাত পড়িতে পারে এবং বীরবলের উপর মানসিংহের সন্দেহ পড়িবে, তবে অদ্যই নির্দ্দিষ্ট দিন বটে।

প্র। সে জন্য চিন্তার কারণ দেখি না। তবে যখন আপনার আলয় হইতে প্রত্যাগত হইবে—সেই উপযুক্ত অবসর বটে!

পৃ। আমি তোমাকে গতরাত্রির ন্যায় নিজে পৌঁছাইব।

প্র। রাজন্! আপনার স্নেহে কৃতার্থ হইলাম, কিন্তু আপনার প্রস্তাবে নহে।

পৃ। তাহার অর্থ?

প্র। আপনাকে অকারণ বিপন্ন অথবা প্রকাশ্য সাহায্যে আহ্বান করা যৌক্তিক কার্য্য নহে। বিশ্রামাদি হউক, তাহার পর আপনার মতামত বিবেচনা করা যাইবে—ততক্ষণ পৃথ্বীরাজের আবাস সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিলেন। অদ্য সেই পরিচিত পৃথ্বীরাজ বৈঠকে দুই একজন মাত্র সর্দ্দার উপস্থিত ছিলেন। বোধ করি সাহী নিমন্ত্রণ হইতে প্রত্যাগত হইয়া ক্লান্তি বশতঃ অনেকে আসেন নাই। কেবলমাত্র সেণাপতি শ্রেষ্ঠ আজম খাঁর পুত্র জৈন মহম্মদ এবং মহারাও ভোজ শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষায় ছিলেন। পৃথ্বীরাজ এই অন্তরঙ্গ বন্ধুদ্বয় বহুবিধ শিষ্টাচার প্রদর্শনান্তর পাশাক্রীড়ায় আহ্বান করিলেন। তখন চারিজনে ক্রীড়ায় অভিনিবিষ্ট।

অনতিবিলম্বে সে উজ্জ্বলিত মর্ম্মর ভিত্তিগাত্রে কাহার ছায়া পড়িল— পৃথ্বীরাজ পশ্চাতে দৃষ্টি ফিরাইলেন কিন্তু আগন্তুক অতিব্যস্ততায় বহির্দ্দেশে অপসৃত হইল। পৃথ্বীরাজ উৎকণ্ঠিত মনে বহুবিধ আলোচনা করিতে করিতে দৃঢ়পদে অগ্রসর হইলেন। দ্বার বহির্ভাগে অলিন্দোপরি যে প্রহরী উন্মুক্ত কৃপাণ স্কন্ধে প্রহরায় নিযুক্ত ছিল, তাহাকে অতি মৃদুস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—ভাইজি!—অনতিবিলম্বে সুরথ সহ দেখাদিলেন।

প্র। প্রহরীর নিকট যাহা জ্ঞাত হইবে তাহার ব্যবস্থা কর।

সুরথ সহায় তৎউদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলেন। পৃথ্বীরাজ পাশা-ক্রীড়ায় পুনরাগত হইয়া বন্ধুগণ সমীপে নিজ অনুপস্থিতির জন্য ত্রুটি স্বীকারে শিষ্টাচার প্রদর্শন করিলেন।

জৈ। রাজাসাহেব! অদ্য বড় পরিশ্রান্ত হইয়াছি, যদি হুকুম হয়—গৃহে যাই।

পৃ। এ কায়দা কোথায় শিক্ষা হইয়াছে?

জৈ। এইমাত্র আপনার নিকট।—বন্ধুদ্বয় পরস্পর আলিঙ্গন করিলেন, গৃহস্বামী সেনাপতি পুত্রকে প্রবেশ স্তম্ভ পর্য্যন্ত প্রত্যুদ্গমন করিলেন।

ভো। অদ্য আপনাকে কিঞ্চিৎ চিন্তাযুক্ত দেখিতেছি কেন? বিদেশে নূতনশাসনে আত্মীয় বিচ্ছেদ জনিত কষ্ট হইতেছে কি?

প্র। সেজন্য বিশেষ কিছু কষ্ট নাই, বিশেষ আপনাদের সংসর্গে একরূপ আনন্দে আছি।

ভো। আপনার বন্ধুটি আপনার সহিত দেশ হইতে আসিয়াছেন শুনিলাম। তিনি যেরূপ অদ্ভুত ক্ষমতাপন্ন, তাহাতে আমার বিশ্বাস বাদসাহের দরবার হইতে তিনি বিদায় প্রাপ্ত হইবেন না। বাদসাহের ইচ্ছা তাঁহাকে নিজ কার্য্যে নিয়োজিত করেন।

প্র। বর্ত্তমানে তাহাই সম্ভব বোধ হয়।—এমত সময়ে পৃথ্বীরাজ

প্রত্যাগত হইলেন।

ভো। আমাদের নুতন বন্ধুটির সহিত আলাপ করিতে ছিলাম, বাঙ্গলার রাজপুত্র বড় বিনয়ী।

পৃ। তোমার ন্যায় সকলে উদ্ধত হইলে চলে কই?

ভো। তুমি আমার নিন্দা একটা না একটা লইয়াই আছ অথচ লোকে বলে আমরা দৃঢ় বন্ধুত্বে আবদ্ধ। সে যাহাহউক অদ্য এক্ষণে বিদায়।

মহারাও গৃহস্বামীকে ও প্রতাপকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলেন। পৃথ্বীরাজ অভ্যাস বশতঃ প্রত্যুদ্গমন জন্য পশ্চাৎ যাইতে ছিলেন, মহারাও বাধাদিলেন—নুতন অভ্যাগত বিদেশীয় রাজপুত্রকে একক রাখিয়া আমার প্রত্যুদ্গমন, প্রয়োজন নাই; হাঁসিমুখে বলিলেন—অদ্য তোমায় অব্যাহতি দিলাম। বন্ধুদ্বয় পরস্পর অভিবাদনান্তর বিদায় লইলেন। পৃথ্বীরাজ—ত্বরিত পদে নিজ বৈঠকে আসিলেন। প্রতাপকে ইঙ্গিতে অপেক্ষায় রাখিয়া ধীর পদে বামদিকস্থ প্রকোষ্ঠে অগ্রসর হইলেন। কোন ব্যক্তির সহিত অভ্যাগত সম্ভাষণাদি প্রতাপের শ্রুতিগোচর হইল। মুহূর্ত্তপরে রাজাবীরবল গৃহস্বামী সমভিব্যহারে উজ্জ্বলিত বৈঠকে প্রবেশ করিলেন। প্রতাপ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অবনত মস্তকে অভিবাদন করিলেন। যথাস্থানে উপবেশনান্তর পৃথ্বীরাজ বিনয়ান্বিত বচনে নিবেদন করিলেন—মহারাজ! অধমের গৃহ আজ পবিত্র হইল।

বী। রাজপুত্র! আপনার শিষ্টাচার ও অতিথি অভ্যাগত বৎসলতা সর্ব্বজন প্রশংসিত। এক্ষণে একটি বিষয় নবাগত যশোহর পুত্র প্রতাপকে লেখন দ্বারা সতর্ক করিয়াছিলাম। সে বিষয়ে উপযুক্ত বিধান হইতেছে কিনা জানিতে না পারায়, উৎকণ্ঠাপ্রযুক্ত আপনার দৌলতখানায় গোপনে আসিয়াছি।

পৃ। অদ্য সতর্কতা প্রকাশ্যভাবে কি অবলম্বন করা যাইবে, এখনও

পর্য্যন্ত নির্দ্ধারণ করিতে পারি নাই। তবে প্রতাপকে আমি নিজে গৃহে পৌঁছাইব, ইচ্ছা আছে।

প্র। যদি বিশেষ আবশ্যক হয়—আমার বন্ধু চতুষ্টয়কে এখানে আহ্বান করিয়া পরস্পর সহযাত্রী হইয়া গৃহে ফিরিব, অন্য আপনাকে বিপন্ন হইতে দিব না—আমাকে পৌঁছাইয়া প্রত্যাগমনকালে আপনার বিপদ ঘটিতে পারে।

বী। তাহাই যথার্থ, এক সময়ে উভয়ই বিপন্ন হওয়া অথবা প্রত্যাগমনকালে রাঠোর রাজপুত্র ও বিপন্ন হওয়া সঙ্গত নহে।

পৃ। যদি তাহাই হয় তবে বরং প্রতাপের বন্ধু চতুষ্টয় প্রত্যাগমনকালে আমার সহযাত্রী হইতে পারেন—কিন্তু প্রতাপকে আমি নিজে পৌঁছাইব। বন্ধুগণকে সংবাদ প্রদান করিতে প্রস্তুত আছি।

বী। প্রতাপের বন্ধুগণ কতদূর ক্ষমতাপন্ন জানি না, তবে বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন শ্রেয়ঃ। রাঠোর রাজপুত্রের শেষ প্রস্তাব মত কার্য্যই বিধেয়। প্রতাপ! যখনই যে কোন বিপদ উপস্থিত হয়, আমাকে জানাইতে ক্রটী করিবে না। তোমাকে দেখিয়া যে ব্যক্তি আজ সপ্তবর্ষ আমার গৃহ শ্মশানে পরিণত করিয়াছে, তাহার স্মৃতি পুনরুদ্দীপিত হয়। এক্ষণে ব্রাহ্মণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।

পৃথ্বীরাজ ও প্রতাপ মহারাজের পদস্পর্শ পূর্ব্বক যথাযথ অভিবাদন করিলেন। বীরবল যে ভাবে আসিয়াছিলেন তদ্রূপ গোপনেই বহির্গত হইলেন।

প্র। রাজন্! মহারাজ বীরবলের মর্ম্মে কি যেন একটা শোক সর্ব্বদা বর্ত্তমান রহিয়াছে বোধ হয়।

পৃ। আজ সপ্তবর্ষ হইল একমাত্র পুত্র প্রাণ ত্যাগ করায়, মহারাজের সংসারের আস্থা হ্রাস হইয়াছে। এমন কি নিতান্ত বাদসাহের অনুরোধও আগ্রহাতিশয্য প্রযুক্ত দরবার পরিত্যাগ করেন নাই। নতুবা মোগল

দরবারের বিপুল বুদ্ধিজীবী উজ্জ্বলতম রত্ন তুমি দেখিতে পাইতে কিনা সন্দেহ।—তখন সুরথ সহায়কে আহ্বান করিলেন।

সু। বঙ্গীয় রাজপুত্রের বিশ্রামাদির ব্যবস্থা করিব কি?

পৃ। ক্ষণবিলম্বে, অগ্রে রক্ষী সর্দ্দারকে প্রয়োজন আছে।

সুরথ সহায় অনতিবিলম্বে রক্ষী সর্দ্দারকে সঙ্গে লইয়া প্রত্যাগত হইলেন।

পৃ। বালকরাম! গতরাত্রে ও অদ্য সায়াহ্নে যে রাজপুত্রের আবাসে আমি গিয়াছিলাম, তথায় শঙ্কর চক্রবর্ত্তী নামে উক্ত রাজপুত্রের বন্ধু আছেন, তাঁহাকে অথবা তিনি অনুপস্থিত থাকিলে, অন্যান্য সহচরগণকে অবিলম্বে এখানে সশস্ত্র আগমনের অনুরোধ জ্ঞাপন কর। সাধারণ রক্ষী প্রহরীদের কোন কথা বলিবার আবশ্যকতা নাই।

প্র। আমার সঙ্কেতাঙ্গুরীয়ক গ্রহণ কর—নতুবা কার্য্যে গোলযোগ হইতে পারে।

বালকরাম অঙ্গুরীয়ক গ্রহণ ও অভিবাদন পূর্ব্বক বিদায় হইল।

পৃ। ভাইজি! রাজপুত্রের আহারাদির ব্যবস্থা কর, প্রতাপ চল! বিশ্রামাগারে পরিচ্ছদাদি পরিবর্ত্তন করিবে।

পরিচ্ছদাদি পরিবর্ত্তন ও ক্ষণ বিশ্রামের পর প্রতাপের হস্ত ধরিয়া পৃথ্বীরাজ অন্দরে চলিলেন।

প্র। রাজন্! বন্ধুগণকে উদ্বিগ্ন করা আমার বিবেচনায় সঙ্গত হয় নাই।

পৃ। এযুক্তি তুমি নিজেই উত্থাপন করিয়াছিলে, যাহা হউক তাহাতে দোষ কি?

তখন উভয়ে অন্দরে প্রবিষ্ট হইয়াছিলেন, যোধবাই পৃথ্বীরাজকে অভিবাদন ও প্রতাপকে আশীর্ব্বাদ করিলেন, উভয়ে স্ব স্ব আসন গ্রহণ করিলেন।

পৃ। তোমার ভ্রাতা দিনান্তে একবার এই অধঃপতিত নজর বন্দী রাজপুত্রের গরীবখানায় আগমনে প্রতিশ্রুত হইয়াছিলেন, এক্ষণে দেখিতেছি তাহা ভার হইল।

যোধবাই প্রতাপকে লক্ষ্য করিয়া স্নেহপূর্ণস্বরে বলিলেন—

যো। ভাইজি! আপনার দেশের সভ্যতা আমি জানিনা—যদি কোন বিষয়ে যত্নের ক্রটী হইয়া থাকে, আমার অপরাধ ক্ষমা করিবেন না কি? এ কাল বাদসাহের সহিত বিসম্বাদে আমার পিতা, ভ্রাতা, জ্যেষ্ঠতাত আত্মীয় স্বজন সকলের সহিত সম্পর্ক একরূপ উঠিয়া গিয়াছে, এপ্রবাসে আপনার ভ্রাতৃত্বে বিশেষ তৃপ্তি লাভ করিয়াছি। ভাগ্যদোষে ধর্ম্মবন্ধনেও ব্যাঘাত জন্মিবে, আশ্চর্য্য কি?

প্র। শিশোদীয় রাজ দুহিতে! আপনার মহত্বে ও স্নেহে বঙ্গের সন্তান চিরদিন কৃতজ্ঞতায় বাধ্য থাকিবে, চন্দ্রবংশীয় রাজদম্পতির এ অনুগ্রহ, এবাৎসল্য দেবভাগ্যেও দুর্ল্লভ। আমি আত্মীয় বন্ধুহীন, স্বজন পরিত্যক্ত, পিতাকর্তৃক একরূপ নির্ব্বাসিত; এ নির্ব্বাসনে রাঠোর রাজের স্নেহ, সহানুভূতি ও আপনার মহত্বে কৃত কৃতার্থ হইয়াছি। রাঠোর রাজ বলিতেছেন—কোন কোন ব্যক্তির হিংসা আমার অনুসরণ করিতেছে।

পৃ। প্রতাপের বিরুদ্ধে একটী ঘোরতর ষড়যন্ত্র হইতেছে।

যো। কোন্ মূর্খ এ ষড়যন্ত্রের নায়ক?

পৃ। চিরদিন যে ব্যক্তি রাজপুত নামে কলঙ্ক দিয়া আসিতেছে, সেই কুলাঙ্গার মানসিংহ।

যোধবাইয়ের সে দেবদুর্ল্লভ মুখশ্রী জ্যোতির্ম্ময় হইল।—চক্ষে বিদ্যুৎ প্রবাহ ছুটিল।—দৃঢ়স্বরে বলিলেন—"যদি ধর্ম্মভ্রাতাকে রক্ষাকরা রাজপুত ক্ষমতার অতীত হয়, তাহা অপেক্ষা শত্রু শস্ত্রে প্রাণত্যাগ বিধেয়"। বঙ্গরাজপুত্র! রাঠোর অতিথির সম্মান রক্ষার্থ প্রাণ দিতে কুন্ঠিত হয় না।

পৃ। রাজপুত ক্ষমতার অতীত কি অন্তর্গত অদ্যই পরীক্ষা হইবে।

যোধবাই ভোজনোপবিষ্ট স্বামীচরণে অর্ঘ্য প্রদান করিলেন।—ইহার অর্থ জগদীশ্বর সহায় থাকিবেন।

যো। বঙ্গীরাজ অদ্য আসিয়াছেন শুনিয়াছ কি?

পৃ। আহারের পূর্ব্বে একথা জানিলে সাক্ষাৎ করিতাম।

যো। দেওয়ানজীর আলয়ে নিমন্ত্রণ রক্ষাহেতু যখন অনুপস্থিত ছিলে, সেই সময়ে।

পৃ। এখন সাক্ষাৎ করিতে যাওয়ায় তাঁহার বিশ্রামে ব্যাঘাত হইবে।

যো। তবে কল্য সাক্ষাৎ করিও।

ফলতঃ এই বঙ্গী রাজ অর্থাৎ রাজা রায়মল্লের পত্নী তখন যোধবাইয়ের অগোচরে অন্তরাল হইতে অভ্যাগত রাজপুত্রকে দেখিতেছিলেন ও তৎসংক্রান্ত কথোপকথন শ্রবণে নিবিষ্ট ছিলেন। আহারাদি সমাপন পূর্ব্বক ধর্ম্মভ্রাতৃযুগল বিশ্রামাগারে পরিচ্ছদ পরিধান এবং অস্ত্র-শস্ত্রাদি গ্রহণপূর্ব্বক প্রতাপাবাসে অভিযানার্থ প্রস্তুত হইলেন। ক্ষণপরে স্বয়ং সহায় নিবেদন করিলেন—বঙ্গীয় রাজপুত্রের বন্ধুগণ বৈঠকে অপেক্ষায় আছেন। সে বৈঠকে আশঙ্কিত বিপদ সম্বন্ধে আলোচনা হইল।

সূর্য্য। এখান হইতে সংবাদ প্রাপ্তির পূর্ব্বে একজন দীর্ঘকায় বর্ম্মপরিহিত অশ্বারোহী যুবরাজের গৃহাবস্থিতি সম্বন্ধে রক্ষীসর্দ্দারের প্রতি প্রশ্নোত্তর করিতেছিল।

পৃ। প্রতাপের ব্রাহ্মণ-বন্ধু কোথায়?

সূর্য্য। তিনি বাদসাহী তলব হইতে প্রত্যাগমনের পর আপনাদের বিদায়ের ক্ষণপরে কার্য্যান্তরে প্রয়োজন জ্ঞাপন-পূর্ব্বক বহির্গত হইয়াছেন, এখনও অনুপস্থিত।

প্র। রাজন্! ইনি সূর্য্যকান্ত, এই দ্বিতীয় ব্যক্তি আমার সহচর

মদন। কান্ত! সুন্দর কোথায়?—পৃথ্বীরাজ বন্ধুদ্বয়কে সাদর সম্ভাষণ করিলেন—একাগ্র দৃষ্টিতে উত্তরের পানে চাহিলেন।

সূর্য্য। তাঁহাকে গৃহরক্ষায় রাখিয়া আসিয়াছি, যুবরাজ! সশস্ত্র আসিবার আদেশ হইবার কারণ শুনিলে, মনের উদ্বেগ দূর হইত।

পৃ। মহারাজ মানসিংহের প্ররোচনায় মহব্বৎ খাঁ নামক একজন কূট যোদ্ধা আমার প্রতাপকে বিপন্ন করিবার জন্য ষড়যন্ত্র ও অদ্য তাহার দিন নির্দেশ করিয়াছে।

সূ। বাদসাহী আদেশে?

প্র। নিজ নিজ হিংসা চরিতার্থ সাধন হেতু

ম। এ স্থানে আগমনাবধি সহচরের অনাবশ্যকতা বোধ করাটা যুবরাজের সঙ্গত হয় নাই।—মদনের এ স্নেহপূর্ণ ক্ষোভে প্রতাপ ও পৃথ্বীরাজ উভয়েই হাসিলেন।

পৃ। প্রতাপ! ভাগ্যবলে এরূপ বিশ্বস্ত বন্ধু পাইয়াছিলে—সূর্য্যকান্তকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—রক্ষী সংখ্যা অধিক লইব কি?

প্র। অকারণ, আবশ্যক নাই।

অনতি বিলম্বে সে সাহী রাজধানীর রাজবর্ত্মে চতুর্ব্বিংশতি সংখ্যক রক্ষী পরিবেষ্টিত প্রতাপ ও পৃথ্বীরাজ, সূর্য্যকান্ত ও মদনের সহিত অগ্রসর হইলেন। পথ এক চতুর্থাংশ মাত্র অবশিষ্ট—

প্র। রাজন্! আমাদের সতর্কতার আভাসে হিংসাকারীগণ বিফল মনোরথ হইয়াছে।

এমত সময়ে সে প্রশস্ত রাজ পথের সম্মুখ, পশ্চাৎ উভয় দিক হইতে যুগপৎ ত্রিশত রাজপুত ও উজবেগ অশ্বারোহী ভীম বিক্রমে আপতিত হইল। পৃথ্বীরাজ ধীরস্বরে বলিলেন—সহচর! প্রতাপের সহিত মধ্যরক্ষায় রহিলে, সূর্য্যকান্ত! পশ্চাৎ রক্ষা কর, আমি সম্মুখ পরিষ্কার করিব। মুহূর্ত্ত মধ্যে রক্ষীগণ সে অশ্বারোহী তরঙ্গে লীন হইল। ঘোর

ঝঞ্ঝনায় বিপর্য্যয় উপস্থিত হইল। পৃথ্বীরাজ রুদ্রমূর্ত্তিতে সম্মুখ রক্ষায় অগ্রসর, বিপক্ষ উজবেগগণ এই সম্মুখ আক্রমণকারী। প্রথম উদ্যমেই তীক্ষ্ণ ভল্লাঘাতে দুই জন মৃত্তিকা চুম্বন করিল, বিপক্ষ তৃতীয় ব্যক্তি কর্ত্তিত হস্তে আর্ত্তনাদ পূর্ব্বক পশ্চাদ্ পদ হইল, কিন্তু তখন ও প্রায় পঞ্চবিংশতি সংখ্যক বর্ম্ম মণ্ডিত যোধ পৃথ্বীরাজকে অশ্বচ্যুত করণাশয়ে তদীয় লৌহ জাল ময় দুর্ভেদ্য বর্ম্মোপরি ভৈরব বিক্রমে ভল্লাঘাত করিতেছিল। নিমেষ মধ্যে একজন দীর্ঘকায় বর্ম্মাচ্ছাদিত যোদ্ধা পার্শ্বভাগ হইতে দ্রুত অশ্বতাড়নে পৃথ্বীরাজের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল— তীব্র কণ্ঠে স্বপক্ষীয় সম্মুখাক্রমণ কারীগণকে মধ্যাক্রমণের অনুজ্ঞা জ্ঞাপন করিল। পৃথ্বীরাজ এতক্ষণে চিনিলেন,—পরুষ কণ্ঠে বলিলেন—ইউসফ্ উদ্দীন! আজ তোমার রক্ষা নাই। ইউসফ্ উদ্দীন তদুত্তরে ভীষণ ভল্ল পৃথ্বীরাজের কুক্ষিদেশে আঘাত করিল। প্রচণ্ড চর্ম্ম বিক্রমে রাঠোর রাজ তাহা ব্যর্থ করিলেন, তদানুষঙ্গিক নিজ তীক্ষ্ণ ভল্ল তদীয় শিরস্ত্রাণোপরি দৃঢ় হস্তে প্রহার করিলেন—ভল্লচূর্ণ হইয়া গেল। ইউসফ কর্কশ স্বরে ব্যঙ্গ করিয়া পুনরায় বক্ষোপরি ভল্লাঘাত করিল—সে আঘাতে পৃথ্বীরাজের দেহ কম্পিত হইল—অশ্বগতি স্তম্ভিত হইল—ক্ষণমাত্র— নিমেষ মধ্যে প্রচণ্ড কৃপাণাঘাতে ইউসফের যুদ্ধাশ্ব অবনত জানু হইয়া পড়িল—পৃথ্বীরাজ আরোহীর অয়স রচিত বিশাল শিরস্ত্রাণোপরে বাম হস্ত ধৃত চর্ম্ম প্রহার করিলেন—সে আঘাতে ইউসফ মূর্চ্ছিত হইয়া পতিত হইল। পৃথ্বীরাজ গর্ব্বিত স্বরে ডাকিলেন—ভাইজি! বস্তুতঃ এটী তাঁহার বিপদের সময় স্মরণ সহায়কে আহ্বানে অভ্যাস ভিন্ন অন্য কিছু নহে। এ ক্ষেত্রে তিনি উপস্থিত ছিলেন না। সুতরাং প্রতাপ মধ্য রক্ষায় ব্যস্ত থাকা স্বত্বেও পৃথ্বীরাজের ভাইজী আহ্বানে পার্শ্বাক্রমণকারী বিপক্ষ শোণিত স্নাত দেহে রাঠোর রাজ পার্শ্বে উপস্থিত হইলেন— সে মুহূর্ত্তে দুর্দ্দান্ত উজবেগগণ দীন্ দীন্ রবে প্রতাপকে লক্ষ্য করিয়া মধ্য

পরিত্যাগে সম্মুখ আক্রমণ করিল। মদন নিমেষ মাত্র সমস্ত দেখিল—মধ্যত্যাগে সমস্ত বিপক্ষ পৃথ্বীরাজ ও প্রতাপ লক্ষ্যে ধাবমান দেখিয়া ভীষণ ভল্লাগ্রে ইউসফের বর্ম্ম মণ্ডিত কুক্ষি বিদ্ধ করিয়া শূন্যে উত্তোলন পূর্ব্বক জয়ধ্বনি করিল।

পৃ। প্রতাপ! তোমার ভল্ল আমার হস্তে প্রদান কর, তুমি পশ্চাতে আইস, তোমার শরীরে সূচীবিদ্ধ হইলে রাঠোরের অতিথি অপমানিত হইবে, তাহা জীবন থাকিতে হইবে না।

প্র। আপনি ক্লান্ত, পশ্চাৎ রক্ষা করুন, আমি সম্মুখ পরিষ্কার করিতেছি।

দ্রুত লম্ফে সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। বহুতর ভল্ল সংঘর্ষে প্রতিশ্রান্ত কিন্তু অমিত পরাক্রমে সম্মুখস্থ পথ পরিষ্কার করিলেও পার্শ্ব হইতে ক্রমাগত পূর্ণ হইতেছিল। এমত সময়ে প্রতাপের অশ্ব ছিন্নগ্রীব হইয়া পতিত হইল, ভীষণ লম্ফে দক্ষিণ পার্শ্বস্থ অশ্বপ্রহরীর স্কন্ধে ভল্লাঘাত করিলেন, সে আঘাতে অশ্বপ্রহরী লুণ্ঠিত হইল, কিন্তু ভল্ল ভগ্ন হইয়াছিল। ঝম্প প্রদান পূর্ব্বক তদীয় অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক আরোহীকে চাপিয়া ধরিলেন, সে চাপনে ক্লান্ত অশ্ব সবাহন ভূমে পতিত হইল। পৃথ্বীরাজ প্রতাপের পার্শ্ব রক্ষায় ব্যস্ততা নিবন্ধন স্থান পরিবর্ত্তনে অক্ষম, তখন মদন নিজাশ্ব হইতে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক বাম হস্তে প্রতাপকে তদুপরি উঠাইয়া স্থাপিত করিলেন—তখনও প্রতাপ সে অচেতন অশ্ব হস্তাকে তদ্রূপ আয়ত্ব রাখিয়াছিলেন। তখন বহুসংখ্যক যোধ ক্ষুধার্ত্ত সিংহ বিক্রমে আক্রমণ করিল; মদন প্রতাপকে পশ্চাতে রাখিয়া তৎসম্মুখে ভল্লবিদ্ধ ইউসফকে পাতিত করিয়া অশ্বশূন্য অবস্থায় রাজবর্ত্মস্থিত তাম্র নির্ম্মিত আলোক স্তম্ভ উত্তোলন পূর্ব্বক ভীষণ আঘাতে সবাহন কত যোদ্ধাকে পাতিত করিলেন—সেদিকে আর কেহ অগ্রসর হইল না।

তখন মদন দ্রুত গতিতে পৃথ্বীরাজ সম্মুখে অগ্রসর হইয়া জয়ধ্বনি করিল ও শুণ্ড আস্ফালনে চূর্ণ বিচূর্ণ করিয়া সম্মুখ পরিষ্কার করিল।

সূর্য্যকান্ত পশ্চাৎ রক্ষায় অগ্রসর হইলে রক্ষীদিগের মধ্যে দুই ব্যক্তি তদীয় পার্শ্ব রক্ষা করিতেছিল। প্রথম আক্রমণ কালে নক্ষত্র গতিতে রাজবর্ত্মের প্রান্ত হইতে প্রান্তান্তরে ছুটিয়া ভীষণ দ্বিধার খড়্গাঘাতে সবাহন বহু সংখ্যক শত্রু পাতিত করিয়াছিলেন কিন্তু মুহূর্ত্ত পরে বিশাল বর্ম্ম পরিহিত দেহ, পক্ষী পুচ্ছ তরঙ্গায়িত শীর্ষ এক যোধ তীব্র স্বরে নিজানুচরগণকে সংযত রূপে দণ্ডায়মান থাকিতে অনুজ্ঞা প্রদানান্তর স্বয়ং উদ্যত ভল্ল বিক্রমে আক্রমণ করিলেন। প্রথম সংঘর্ষে উভয়েরই ভল্ল চূর্ণ হইয়া গেল—নিমেষ মধ্যে অশ্ববেগ সংবরণ পূর্ব্বক পরস্পর সম্মুখীন হইলেন। আক্রমণকারী সূর্য্যকান্তের স্কন্ধ লক্ষ্যে ভীষণ তরবারি আঘাত করিলেন—দৃঢ় ধৃত চর্ম্ম তাড়নে তাহা ব্যর্থ হইল, তদুত্তরে সূর্য্য-কান্তের বিরাট দ্বিধার তরবারি আক্রমণকারীর শিরস্ত্রাণোপরে ঝঞ্ঝনা সহকারে প্রতিঘাত হইল। আঘাত ব্যর্থ হওয়ায় সূর্য্যকান্ত অশ্ব পার্শ্ব পরিবর্ত্তন দ্বারা বৈরী আক্রমণ বিফল করিলেন। পুনরায় সম্মুখীন ভাগে অগ্রসর হইলে রাজপুত অশ্বারোহী নায়ক প্রচণ্ড লক্ষে, সূর্য্যকান্তের শিরস্ত্রাণোপরে তরবারি প্রহার করিলেন। আঘাতে তাড়নে সূর্য্য-কান্তের অশ্ব অবনত জানু হইয়া সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িল। সূর্য্যকান্ত উভয় পদ ভূমে সংলগ্ন করিয়া অশ্বকে উত্থানের অবসর দিলেন ও নিমেষ মধ্যে পুনরাক্রমণ করিলেন—এবার ব্যর্থ হইল না, সে আঘাতে অশ্বা-রোহী স্তম্ভিত হইল, সূর্য্যকান্ত ক্ষিপ্র চর্ম্মতাড়নে তাহাকে ভূমে পাতিত করিলেন—চিনিলেন—অন্য কেহ নহে স্বয়ং মহব্বৎ। তখন ভীষণ হুঙ্কারে সে অচেতন ভূপতিত রাজপুত নায়কের অনুচরবর্গ যুগপৎ প্রতিশোধার্থ অগ্রসর হইল। সূর্য্যকান্ত নিজ পার্শ্ব রক্ষী দ্বয়কে ভূপতিত শত্রুকে আয়ত্ত রক্ষার ইঙ্গিত জ্ঞাপন পূর্ব্বক পূর্ব্ববৎ নক্ষত্রবেগে ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া

অগ্রগামী শত্রুর গতি রোধ করিতেছিলেন। স্বপক্ষীয় আট জন রক্ষী তখন ও তদীয় পার্শ্ব রক্ষায় তর চালনক্ষম ছিল। এমত সময়ে প্রতাপ ও পৃথ্বীরাজ তদীয় সাহায্যার্থ দ্রুতবেগে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু তখন মদনের অলৌকিক বল দর্শনে ও ভীম প্রস্বধ্বনি নিনাদ শ্রবণে এবং সূর্য্যকান্তের অদ্ভুত ক্ষমতা ও সম্মুখ আক্রমণকারী গণের পরাজয় দর্শনে কেহ অগ্রসর হইলনা, কিন্তু পলায়ন করিলনা। অগ্রগামী শত্রুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিছুদূর চলিল—তখন মদন পুনরায় পশ্চাৎ ভাগে আক্রমণ করিল। দক্ষিণ হস্তে সে ভীষণ দণ্ড ও বাম হস্তে ভল্ল বিদ্ধ ইউসফ। প্রতাপ নিজ বন্দীকে পৃথ্বীরাজের একজন রক্ষীর হস্তে সমর্পণ করিয়াছিলেন। এ সংঘর্ষে চতুর্বিংশতিজন রক্ষীর মধ্যে মাত্র একাদশজন জীবিত ছিল, কিন্তু জর্জ্জরিত—অতি সতর্কতার সহিত অগ্রসর হইলেন। অনতিবিলম্বে পশ্চাৎ ভাগ হইতে দ্রুত অশ্বপদ ধ্বনি শ্রুতি গোচর হইল। পৃথ্বীরাজ ক্রোধে অধর দংশন করিলেন; ললাটস্থ শিরাস্ফীত হইল; স্কন্ধ দেশ হইতে রক্তস্রাব তখনও বন্ধ হয় নাই। প্রতাপ ক্ষিপ্রহস্তে পৃথ্বীরাজের বাহুযুগল ধরিলেন ও ইঙ্গিতে নিবারণ পূর্ব্বক নিজে পশ্চাৎভাগে আগমন করিলেন। মদন বাধা দিল—তখন সকলে বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখিলেন,—অনুসরণকারীরা পলায়ন করিয়াছে, বর্ত্তমান আগন্তুকগণ সাহী শান্তিরক্ষক পরিবেষ্টিত শঙ্কর ও সুরথ সহায়। প্রতাপ গৃহে প্রত্যাগত হইয়া পৃথ্বীরাজকে অনেক অনুনয় করিলেন—কিন্তু নিষ্ফল- তিনি স্বগৃহে শান্তিরক্ষাকরণ শঙ্কর সুরথ সহায়ের সহিত গমন করিলেন। সূর্য্যকান্ত আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ করিলে, রাঠোর রাজ তাঁহাকে ক্লান্ত বলিয়া সঙ্গে লইতে অস্বীকৃত হইলেন। মৃত ইউসফ উদ্দীন ও বন্দীকৃত বুন্দেলা সর্দ্দার রাণা নরসিংহ দেও এবং মহম্মৎ খাঁ, সদর কোতোয়াল নবাব মোজাহার—উদ্দৌলার করে কারাণীতি সমর্পিত হইয়াছিল।

দেওয়ান-ই—খাস

(১৭)

আজ প্রায় ত্রিসপ্তাহ অতীত। প্রতাপ প্রত্যহ অতি প্রত্যুষে পৃথ্বীরাজের শুশ্রূষায় গমন করিতেন ও দ্বিপ্রহরে প্রত্যাগত হইতেন। পৃথ্বীরাজের অন্যান্য বন্ধুবর্গ ও সহানুভূতি প্রকাশে বিরত ছিলেন না। এক্ষণে অনেক সুস্থতা লাভ করিয়াছেন। অদ্য সম্রাটের জন্মতিথি। খাসদেওয়ান খানায় সম্রাজ্যের সামন্ত, সর্দ্দার, মিত্র ও পারিষদ মণ্ডলী বিশ্রাম, আলাপ ও ক্রীড়াকৌতুকের জন্য আহূত হইয়াছিলেন। দিল্লী দুর্গের দক্ষিণ পূর্ব্ববর্ত্তী অংশে কৃত্রিম সরিত বলয়িত গোলাকৃতি সুরম্য কুসুমোদ্যান—নয়নাভিরাম, পশুপক্ষী ক্রীড়ায় সজীব। অনতি প্রশস্থ উপলখণ্ড পথিপার্শ্বে উন্নতকায় চিরবসন্ত পুলকিত বৃক্ষরাজি—গম্ভীরে মস্তকোত্তলন পূর্ব্বক দিবানিশি অক্লিষ্ট প্রহরায় একাগ্রচিত্ত। স্থানে স্থানে স্বযত্ন রচিত লতাবিতান—নবপুষ্পোদ্গম বিলসিত, সম্মুখবর্ত্তী, রজতপ্রস্রবণোদ্গীর্ণ সলিল কণা বাহী সমীর প্রবাহে সরস। সর্ব্বমধ্যস্থলে শ্বেতমেঘ তুল্য খাস দেওয়ান গম্ভীর সৌন্দর্য্যে। দীপ্তিমান, সহস্র সহস্র শ্রেণী শৃঙ্খলা নির্ম্মিত মর্ম্মর স্তম্ভকণ্ঠে অপূর্ব্ব গ্রথিত কুসুমতুল্য ও সুরভি স্তবক দুলিতে ছিল। সুবর্ণ শৃঙ্খলাগ্র লম্বিত দীপ গোলক বিম্বিত রশ্মিমালা—বিচিত্র বর্ণ মতি গুচ্ছ, চাকচমকস্ফুরিত পূর্ণবক্ষ পুষ্পাধার সপ্তরঙ্গীন তরলোদ্গারী প্রস্রবণ প্রসূন প্লাবিত স্তম্ভগাত্র ও সর্ব্বশেষে শ্বেত নীল, পারস্যজাত রত্ন খচিত মখমলের গালিচার উপর প্রতিভাত হইতে ছিল। অগণ্য শ্রেণী সজ্জিত, মণিমুক্তাগ্রথিতমসনদ সমূহের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান প্রদেশে অসংখ্য পুষ্পাধার, হরিমূর্ত্তি, দিগ্বিজয় লব্ধ মহার্হ দ্রব্যজাত

পরিমামণ্ডিত বিরাট মোগলের অদ্ভুত মহিমা ঘোষণা করিতেছিল। সর্ব্বমধ্যস্থলে বিচিত্র হৈমময় তুলা দণ্ড—গন্ধস্নেহ সৌরভ প্লাবিত, মৃদুসমীরণে উর্দ্ধাধঃ সন্তরণশীল—তদীয় স্বভাব মাহাত্ম্যে। তন্নিম্ন প্রদেশে অসংখ্য শ্রেণী সংবদ্ধ কারুকার্য্য শোভিত স্বর্ণাধারে বিবিধ বিচিত্র ফুল ফল—হেমকায় মণিমুক্তা বিশ্লেষণে ঔজ্জ্বল্য সম্পাদক। তৎপার্শ্বে বহুতর দেশ প্রসিদ্ধ শিল্প প্রসূত রত্ন কলেবর পুষ্পাধার—পূর্ণগর্ভ, উন্নতশীর্ষ। অপূর্ব্ব কারু-চমকোজ্জ্বলিত আধার সমূহে গন্ধ স্নেহ, গন্ধবারি, কুঙ্কুম নির্য্যাস—ইতস্ততঃ সুসৌরভ প্লাবনে ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের পরিতৃপ্তি সাধন করিতেছিল। সেই তুলাদণ্ডাশ্রয় হেম দণ্ডোপরে ষোড়শ কোণ বিশালচ্ছত্র—মণিস্তবক বিলম্বিত প্রান্ত, নীল—সহস্র সহস্র বর্ণ বৈচিত্র্যোজ্জ্বল রত্ন গ্রথিত। তন্নিম্নে মহিমা মণ্ডিত মোগলের গৌরবাত্মক জাতীয় নিদর্শন—গোল-কুণ্ডা জাত হীরককায় তারকাঙ্ক অর্দ্ধ চন্দ্র—স্বর্ণ সূত্রগ্রথিত মুক্তা লহরাগ্রে দোদুল্যমান।

তখন দিবা দ্বিপ্রহরানুমান অতীত—ধীর গম্ভীরে জুম্মা মসজিদের অভ্রভেদী শূন্য গর্ভ গম্বুজের রাম্বুত্তর কম্পিত করিয়া দীন্ দীন্ রব ক্রমশব্দিত হইয়া দিগদিগান্তে প্রধাবিত হইল। লক্ষ লক্ষ উপাসনাগারে, দেবালয়ে একাগ্রচিত্তে নগরের আবাল বৃদ্ধ সে ক্ষণ জন্মা মোগল কুলতিলক তাইমুরের প্রাতঃস্মরণীয় বংশধরের দীর্ঘ জীবন কামনা করিল। সে রক্তবর্ণ ভীম কান্ত দুর্গের তুঙ্গ বুরুজ পৃষ্ঠ রক্ষিত সিন্দুর রঞ্জিত কণ্ঠ বিপুলকায় কামান শ্রেণী হইতে অনবরত তোপধ্বনি হইল। লহরে লহরে সপ্তরঞ্জিন পতাকামালা বায়ু প্রবাহে তরঙ্গায়িত হইল। যবনবিজয় বাদ্য ঝঙ্কারে দিগ্মণ্ডল ভরিয়া যাইতেছিল। এমত সময়ে দিল্লী মহা-নগরীর শাসনকর্ত্তা ইরাদাত বেগ পঞ্চ সহস্র মহার্হ পরিচ্ছদ শোভিত নির্ব্বাচিত অশ্বারোহী রক্ষক সমভিব্যাহারে মন্থর গতিতে খাস দেওয়ানে সম্মুখ পশ্চাৎ পার্শ্বস্থিত পথ, চত্বর, প্রাঙ্গণ, উদ্যান সর্ব্বত্র প্রহরা শৃঙ্খলা

জ্ঞাপনার্থ আগমন করিলেন। মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্বে সে চিরোৎসব মগ্ন, চিরবিলাস পরিপ্লাবিত রাজবর্ত্মে শত সংখ্যক রত্ন বিমণ্ডিত বক্ষ লোহিত হীরক খচিত পক্ষীপুচ্ছ তরঙ্গায়িত উষ্ণীষ শীর্ষ মোগল বংশের নিকট তম রাজপুরুষ, রত্ন বিজড়িত রজতবর্ম্মাফলকে দিগ্মণ্ডল চমকিত করিয়া বহুমূল্য বর্ম্মাচ্ছাদিত যুদ্ধাশ্ব পৃষ্ঠে তীব্র গতিতে অগ্রসর হইলেন। তৎক্ষণাৎ ধীর মন্থর গতিতে পঞ্চ শত বিচিত্র সজ্জাভূষিত বারণ. পৃথক পৃথক শ্রেণীতে অগ্রসর হইল—ললাটে ও বক্ষে সুবর্ণ পদক, রক্তবর্ণ হীরক বিশদ—কর্ণ প্রান্তে চঞ্চলদ্যুতি মুক্তা লহরে দোলায়মান—পৃষ্ঠে অদ্ভুত শিল্প নৈপুণ্য গঠিত হাওদা—বহুমূল্য মনোহর মস্‌নদ আস্তীর্ণ। সর্ব্ব মধ্যস্থলে বাদসাহী হস্তী বিশাল শুণ্ডে রাজচ্ছত্র হাওদা শিখরে উন্নত রাখিয়াছিল। নকীব উচ্চকণ্ঠে জ্ঞাপন করিল—বাদসাহের বাদসাহ, সমরকন্দ ও কাবুলের সুলতান, বুখারার আমীর সাহ, তাতার ও বেলুচের খাঁন, হিন্দুস্থানের সম্রাট, ইসলামের রক্ষা কর্ত্তা, পয়গম্বর নবীর খালিফ—জালালউদ্দীন আকবর সাহের শুভজন্ম দিবসোৎসবে যোগদানেচ্ছু-সুলতান খাঁন, আমীর, ওমরাহ, রাজা, মহারাজা, রাও, রাওল, সম্ভ্রান্ত, পণ্ডিত, নাগরিক, যে উপস্থিত আছেন—বিশ্বস্ততা জ্ঞাপন করুন। তখন সেই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের নামে কুতুব উচ্চারিত হইল, জয় জয় শব্দে দিগদিগান্ত প্লাবিত হইল, আবাল বৃদ্ধবণিতা বুকেহাত বাঁধিয়া শির নমাইয়া নিম্ন দৃষ্টি হইয়া সম্ভ্রম জ্ঞাপন করিল। ঘন তোপধ্বনি ও বিজয় বাদ্য ঝঙ্কারে পুলকিত তরঙ্গে বায়ুপ্রবাহ দিগদিগান্তরে ছুটিল। বাদসাহ সমারোহে অভ্যর্থিত হইয়া খাসদেওয়ানে তুলাদণ্ডোপরে সমাসীন হইলেন। তখন চতুর্দ্দিক হইতে অজস্রধারে কুসুম মাল্য, স্তবক, গন্ধস্নেহ বর্ষিত হইল—সহস্র সহস্র রমণী সুলভ কোমল কণ্ঠে অমৃত বর্ষিত হইতেছিল। আর সেই তুলাদণ্ড প্রান্ত লম্বিত পাত্রান্তরে স্তরে স্তরে সুবর্ণ কায় রক্ত খচিত গন্ধ স্নেহাধার, হীরককায় বাদাম, রত্নকণ্ঠী, মতিলহর, পদক, মণিখচিত

হেম কলেবর কুসুমরাজি সম্রাটের দেহভারের সমান ওজনে সংস্থাপিত হইল। বাদসাহ ইঙ্গিত করিলেন—মহামতি সাহমনসুর, আবুলফজেল, রাজা বীরবল তুলাদণ্ডের সামঞ্জস্য লক্ষ্য করিলেন।

বী। সাহেন্‌সাহার শুভ জন্ম দিবসোৎসবে তৌল ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়াছে। তখন সমবেত আমীর মণ্ডলী উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা করিতেছিলেন। পুনরায় বিজয় বাদ্য ঝঙ্কারে ও কোমল কণ্ঠ সঞ্জাত অমৃত বর্ষণে চতুর্দ্দিক অভিসিঞ্চিত হইল। বাদসাহ ক্ষিপ্রহস্তে তুলাদণ্ডাধারস্থ যাবদীয় মহামূল্য রত্ন জাত ইতস্ততঃ সর্দ্দার মণ্ডলীর মধ্যে নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। একাগ্রচিত্তে, মর্য্যাদা নির্ব্বিশেষে সামন্ত, সর্দ্দার, আমীর, ওমরাহ, রাজা, সুলতান সকলে ভবিষ্যৎ শুভাদৃষ্ট কামনায়, সেই রত্নরাজি সংগ্রহে প্রতিদ্বন্দিতা ও আগ্রহ পরায়ণ। বিভিন্ন রত্ন জাত ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে শুভাদৃষ্ট সূচক এরূপ ধারণার বশবর্ত্তিতা হেতু পরস্পরে সমালোচনা, দৃষ্টান্ত, বিশ্রাম্ভালাপ আরম্ভ হইল। একত্রে স্ব স্ব পদমর্য্যাদানুসারে সর্দ্দার গণ বাদসাহের চিরাশ্রয় দান জ্ঞাপক সযত্ন প্রসারিত বামহস্ত যুক্তকরে গ্রহণান্তর ভূমিচুম্বিত মস্তকে স্পর্শ করাইলেন। তখন মহাবল মানসিংহ বাদসাহের তুলাদণ্ড হইতে অবতরণ ও সিংহাসন আরোহণে সাহায্য করিলেন। পুনরায় বিজয় বাদ্য ঝঙ্কার সহ একাধিক শতবার তোপধ্বনি হইল, কোমল রমণী কণ্ঠে অমৃত বর্ষিত হইল—সামন্ত, সর্দ্দার, আমীর, ওমরাহ, ব্যক্তিনির্ব্বিশেষে স্বস্বনিষ্কোষ তরবারি বাদসাহের পদপ্রান্তে সংস্থাপন পূর্ব্বক চির অভয় প্রার্থনা করিলেন।

বা। সর্দ্দার ও আমীরদারগণ! আপনাদের আন্তরিক বিশ্বস্ততায় তুষ্ট হইলাম। উজীরজান! আপনার—মুক্তিদান যোগ্য বন্দিগণের তালিকা প্রস্তুত আছে?

মনসুর যথারীতি কুর্ণীস করিলেন—রাজাবীরবল বুকে হাত বাঁধিয়া নবেদন করিলেন—

বী। সাহেনশাহ! অপ্রিয় বিষয় আলোচনা সংক্ষিপ্তরূপে ও সর্ব্ব পশ্চাতে হইবার অনুমতি প্রার্থনা করি।

বাদসাহ স্মিতমুখে পেষকারের দিকে চাহিবেন—

বা। রাজসাহেব! অদ্যকার খাসদেওয়ানে সাহীপেষকারের অপ্রিয় কার্য্য হইবার আশঙ্কা কম!—পূর্ণপ্রাণে সে বিশ্বস্ত হৃদয় উদ্বেলিত হইল, জানুভূমে স্পর্শ করিয়া যুক্তকরে রাজ পরিচ্ছদাগ্র চুম্বনান্তর নিবেদন করিলেন—

বী জাঁহাপনা! সাহেন সাহী ভাইজান অষ্টমাস যাবদ্ নজরবন্দী অবস্থায় যাপন করিতেছেন—যদি অধীনের প্রতি চির অনুগ্রহ অক্ষুণ্ণ থাকে, তবে মীর্জ্জা হাকিম জানের মুক্তিদানের আজ্ঞা হউক!—বাদসাহ জিজ্ঞাসু চক্ষে সর্দ্দার মণ্ডলী পানে চাহিলেন—

বা। আপনাদের অভিপ্রায়?

মা। অধীন কাবুল বিদ্রোহ দমনের পুরস্কার স্বরূপ নওরোজের খাস দরবারে মীর্জ্জা হাকিমের প্রতি দয়াপ্রকাশের প্রার্থনা করে।

পৃ। জাঁহাপনা! সাহেনসাহী ভাইজানের প্রতি সম্রাট ভ্রাতার উপযুক্ত দণ্ডবিশেষ ব্যবস্থা হইলে চিরাশ্রিত সর্দ্দার মণ্ডলী কৃতার্থ হয়।

বা। বীকানীর ভ্রাতা! আপনার এ প্রার্থনা নজর বন্দী রাজ পুরুষ নির্ব্বিশেষের জন্য বোধ হয়?

পৃ। জাঁহাপনা! অধমের অদৃষ্টে ভারতের অখণ্ড প্রভু শক্তি সম্পন্ন ভাগ্যবিধাতা যাহা লিখিয়াছেন, তজ্জন্য ক্ষোভ নাই, তবে এ প্রার্থনা সমব্যথিত রাজপুরুষের আকাঙ্খা মাত্র। পূরণ, অপূরণ ভারতীয় বিধাতা পুরুষের করায়ত্ত।

তখন বিপন্ন পৃথ্বীরাজের সাহায্যার্থ মহানুভব ফৈজী যথারীতি অগ্রসর হইলেন,—

ফৈ। খোদাবন্দ! নিত্য ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট কর্ত্তব্য পালন

ও নজর বন্দীর নিকট হৃদ্বৃত্তির পরিচয় প্রত্যাশা মুখ্য অসম্ভবের গৌণ প্রয়াস মাত্র।

বা। সেখজি! নওরোজের দিন মুখ্য অসম্ভব কে সফল প্রয়াসে পরিণত করিবার প্রণালী নির্দ্ধারণ ভার, আপনার উপর অর্পিত হইল।—মানসিংহকে সম্বোধন পূর্ব্বক জ্ঞাপন করিলেন—

বা। মহারাজ! আপনার প্রার্থীত পুরস্কার মঞ্জুর করিলাম। রাজাসাহেব! সপ্তাহ মধ্যে মহারাজ জয়পুরাধীশ্বরকে পুরস্কারানুষঙ্গিক গজনাভি প্রদেশ ও দুর্গেরজায়গীর সনন্দ প্রদানের ব্যবস্থা করিবেন।

কৈ। সমব্যথিত মীর্জ্জা হাকিমজান ও পৃথ্বীরাজ এতদুভয়ের প্রতি একই হুকুম হয়, অধিনের বিবেচনায় এই প্রণালীই প্রশস্ত।—তখন মীর্জ্জা হাকিম যথারীতি হাজির হইলেন—

বা। ভাইজান! পূর্ব্বাপর বিবেচনা পূর্ব্বক রাজকার্য্য করা উচিত, এ বিষয় সর্ব্বদা স্মরণ রাখিবে। রাজাসাহেব! অদ্য হইতে তৃতীয় দিবস মধ্যে কাবুলের শাসন কর্ত্তার উপযুক্ত সরঞ্জাম ব্যবস্থা পূর্ব্বক ভাইজানকে সনন্দ দিবার আদেশ করিলাম।

মীর্জ্জা হাকিম নির্ব্বাক অশ্রুজলে রাজ পরিচ্ছদাগ্র অভিসিঞ্চন দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন, পরে মহবুব আলির প্রদর্শিত পথে প্রথম শ্রেণীতে আসন গ্রহণ করিলেন।

বা। বীকানীর ভ্রাতা! অদ্য হইতে ভ্রাতার প্রতিভূ পরিবর্ত্তে প্রতিনিধিরূপে গণ্য হইবেন।

বা। আশা করি বহুদিনের মমতা বিস্মৃত হইয়া মরুবাসে প্রস্থানের উদ্যোগ করিবেন না।

পৃ। ভিন্ন ধাতব শৃঙ্খলের ক্রিয়া অভিন্ন হইলেও স্বর্ণ শৃঙ্খল মনোরম সন্দেহ নাই!—কুর্নীস করিয়া স্বস্থানে প্রত্যাগত হইলেন।

বী। রাজধানীর মধ্যে দুর্ব্বৃত্ততা অপরাধে মহব্বৎ খাঁ ও নরসিং দেও হাজির আছেন। জাঁহাপনার স্মরণার্থ নিবেদন করিতেছি।

ইঙ্গিতে নবাব মোজাহার উদ্দৌলা সমভিব্যহারে বন্দীদ্বয় যথারীতি হাজির হইলেন। বাদসাহ নরসিংদেওর প্রতি তীব্র দৃষ্টিতে চাহিলেন—কমনীয় মুখরুচি কঠোর ভাব ধারণ করিল।

বা। বুন্দেলা সর্দ্দার! তোমার দস্যু বৃত্তি পরায়ণ হৃদয় প্রহরী পূর্ণ সাহীরাজধানীতে ও দুর্ব্বৃত্ততা আচরণে কুণ্ঠিত না হইবার কারণ?

নরসিংদেও কুর্ণীস করিলেন কিন্তু নির্ব্বাক; কাতরভাবে সাহাজাদা সেলিম ও মহারাজা মানসিংহ পানে চাহিলেন—হায়! উভয়েই ত নিম্নদৃষ্টি। বোধ করি আত্মগোপন চেষ্টায়। রোষে, ক্ষোভে, মনস্তাপে ইষ্টদেব স্মরণ করিলেন—বাঙ্‌নিষ্পত্তি শূন্য।

বা। মহবুব আলি!

তখন মহামতি টোডর মল্ল ও প্রতাপাদিত্য যুগপৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক স্ব স্ব শ্রেণীস্থ রীত্যানুসারে কুর্নীস করিলেন।

টো। জাঁহাপনা! অদ্য বন্দীকে মুক্তি দিবার দিন। বিচারের দিন নির্দ্দিষ্ট করিবার আজ্ঞা হয়, চিরাশ্রিত ভৃত্যের ঐকান্তিক কামনা।—বাদসাহ অধর দংশন করিলেন।

প্র। সাহেন্ সাহ! ভারতের সার্ব্বভৌম ঈশ্বর—সর্ব্বপ্রথম দিন দরবারে প্রতিশ্রুত ছিলেন—অধীনের প্রতি কৃপাদৃষ্টি থাকিবে। অদ্য নওরোজ,—যুক্ত করে, মহব্বৎ ও নরসিং দেওয়ের মুক্তি প্রার্থনা করি।

বা। বালক! উদারতায় অনেক সময় বিষময় ফল উৎপন্ন হয়, অবগত আছ কি?

তখন পৃথ্বীরাজ পুনরায় যথারীতি কুর্নীস করিলেন।

বা। বীকানীর ভ্রাতা! আপনার উদারতা ও ন্যায় নিষ্ঠা সর্ব্বজন প্রশংসিত তাহা জ্ঞাত আছি।

পৃথ্বীরাজ বৃথা আয়াস বোধে ক্ষুব্ধচিত্তে প্রত্যাগত হইলেন।

টো। ভারতেশ্বর! অদ্য নওরোজ, অনুগ্রহ বর্ষণের দিন। কোমল উর্ব্বর ক্ষেত্র ও কাঠিন্যাধার প্রস্তরে সমভাবে বর্ষণ স্বতঃসিদ্ধ। ক্ষেত্র বিভিন্নতায় ফলাপকর্ষ জন্মিলেও স্নিগ্ধতা অপরিহার্য্য।

বা। দেওয়ানজি! আপনাকে অদেয় কিছুই নাই। মোক্তা-হার! মহব্বৎ খাঁর ভবিষ্যৎ চরিত্র সন্তোষ জনক হওয়া কর্ত্তব্য; তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবে। আপাততঃ মহব্বতের ভবিষ্যৎ উন্নতি দশ বৎসরের জন্য বন্ধ রহিল। নরসিংদেওএর দরবার প্রবেশাধিকার রহিত হইল। ভবিষ্যৎ চরিত্রানুযায়ী হুকুম পরে বিবেচনা করা যাইবেক।

বী। ঘোষণা পত্র পাঠ করিবার প্রার্থনা করি।

বা। বন্দী ও প্রজা সম্বন্ধীয়? অবশ্য।

বী। দ্বাদশ সুবার সুবাদারগণ ও সাহেনসাহী তামিলদারগণ এবং জায়গীর দারান্! এতদ্বারা অবগত হইবেন যে, অদ্য সাহেনসাহ, বাদসাহের বাদসাহ, সমর কন্দ ও কাবুলের সুলতান, তাতার ও বেলুচের খাঁন, বোখারার আমীরল্লাহ ইসলামের রক্ষা কর্ত্তা, পয়গম্বর নবীর খালিফ, হিন্দুস্থানের সম্রাট্ জালাল—উদ্দীন আকবর সাহের শুভ নওরোজ উপলক্ষ্যে প্রত্যেক সুবা তামিল ও জায়গীরের সচ্চরিত্র বন্দী মাত্রেই মুক্তিলাভ করিবে। এতদ্ভিন্ন সাধারণ সম্রাজ্য প্রত্যেক প্রজা জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে বুমীকর হইতে অব্যাহতি লাভ করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইল, অদ্য হইতে তৃতীয় পক্ষ মধ্যে সুবাদারান, তামিল দারান, জায়গীর দারান্ এতৎ সম্বন্ধীয় যথাযথ এত্তেলানামা পেষ করিতে বাধ্য থাকিলেন।

তখন বেলা দ্বিপ্রহর অতীত—এক পঞ্চাশৎ তোপধ্বনি হইল, মধুরে ভৈরবে মহবতের সেলামী পড়িল—বিজয় বাদ্য ঝঙ্কারে দিগ্মণ্ডল প্লাবিত হইল। খাস দেওয়ানে আহুত সামন্ত, সর্দ্দার, আমীর, ওমরাহ, পারিষদ,

মন্ত্রী ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে বুকে হাত বাঁধিয়া শির নমাইয়া সম্ভ্রম জ্ঞাপন করিলেন। বাদসাহ বিশ্রামাগারে যাত্রা করিলেন।

তখন সমস্ত সর্দ্দার, জায়গীরদার, ও আমীর মণ্ডলী মধ্যে গন্ধ, স্নেহ, মাল্য, নির্য্যাস প্রভৃতি বর্ষিত হইল; আড়ানি ব্যজনে বায়ুস্তর শীতলীকৃত হইতেছিল। সর্দ্দারগণ পরস্পর বিশ্রামালাপে ও বাদসাহ নিক্ষিপ্ত তৌলিত রত্ন জাতের গুণাগুণ সমালোচনায় নিবিষ্ট চিত্ত। অতঃপর নওরোজের প্রথানুযায়ী মোগল পাঠান, সতরঞ্চ, অক্ষ, সামরান্ ও তঞ্চক প্রভৃতি ক্রীড়োপকরণ সজ্জিত হইতেছিল সর্দ্দার গণ স্ব স্ব অভিরুচি অনুসারে নির্ব্বাচনে ব্যস্ত হইলেন। এমত সময়ে পরাক্রান্ত ফরাসী রাজ তৃতীয় হেনেরী প্রেরিত ভেট জমা হইতেছিল —একে একে বহুবিধ রত্ন খচিত বসন ভূষণ তৈজসাদি স্তূপীকৃত হইল, বহুতর শিল্প কৌশল বিশদ অস্ত্র শস্ত্র ও ক্রীড়োপকরণ যথাযথরূপে পেষ হইল। অবশেষে— সর্দ্দার মণ্ডলী স্ব স্ব কার্য্য পরিত্যাগে চমকিত দৃষ্টিতে, উৎফুল্ল হৃদয়ে পেষকারের সম্মুখবর্ত্তিনী অপূর্ব্ব সজ্জিতা রূপবতী পানে একাগ্রচিত্তে চাহিলেন। তৎসম্বন্ধীয় আলোচনা আরম্ভ হইবার পূর্ব্বেই তোপধ্বনি হইল, উপর্য্যুপরি তিনবার সেলামী পড়িল, ঘন বিজয় বাদ্য ঝঙ্কারে তরঙ্গে তরঙ্গে সমীরণ স্রোত দিগদিগন্তে প্রবাহিত হইল, তন্মুহূর্ত্তে প্রবিষ্ট বিংশতি রমণী কণ্ঠে উচ্ছ্বসিত স্তবকে প্রেমগাথা গীত হইয়া রাজনীতি বিলোড়িত মস্তিষ্ক মণ্ডলের কূটবিধান অমিয় সিঞ্চনে অভিসিঞ্চিত করিল। নিমেষ মাত্র বিলম্বে পুনরায় বিংশতি সংখ্যক অর্দ্ধনগ্নাঙ্গী সে বিরাট দরবারে প্রবিষ্ট হইল, পুষ্পাভরণ ভূষণে কমনীয় তনুশ্রী স্নিগ্ধ লাবণ্য বিতরণে দর্শকের অন্তর্পারস্য বিগলিত করিতেছিল। স্বচ্ছ মস্‌লিন প্রান্তরাল ক্ষরিত চঞ্চল লাবণ্য জ্যোতিতে আত্মবিস্মৃত দর্শকের মোহিত চিত্ত লোক লোকান্তরে ভাসমান তখন নকীব উচ্চৈঃস্বরে সম্রাটের আগমন জ্ঞাপন করিল। বাদসাহ যথারীতি

অভ্যর্থিত হইয়া সিংহাসন সম্মুখবর্ত্তী সতরঞ্চ কোটক বিস্তৃত মধ্য মস্‌নদে সমাসীন হইলেন। সর্দ্দার ও সভাসদগণকে আসন গ্রহণে অনুমতি দানোপলক্ষ্যে রাজা বীরবলের দিকে চাহিলেন—বিস্মিত বাঙনিষ্পত্তি শূন্য, নিমেষ মধ্যে সংযত হইলেন।

বা। দেখ্‌জি! অদ্য রাজাসাহেব নজর জমায় অত্যধিক মনোযোগী দেখিতেছি।

সর্দ্দার মণ্ডলী এতক্ষণে—দরবারে অবস্থান, সে বিশ্ববিমোহিনী সুন্দরী দর্শনে আত্মবিস্মৃতি—বাদসাহের আগমন, সর্ব্বশেষে বীরবলকে লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের প্রতি কৌতুকাত্মক মন্তব্য একে একে হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। বোধ করি অভ্যাস বশতঃ বাদসাহকে অভিবাদন করিতে ক্রটী হয় নাই।

আ। খোদাবন্দ! রাজাসাহেব চিরদিনইত সর্ব্ববিষয়ে মনোযোগী।

বা। তবে অদ্য এক্ষণে কিছু অধিক।

বী। অদ্য সপ্তবর্ষ অধীনের শূন্য দেহ, ভগ্ন হৃদয় ও ক্ষীণ মস্তিষ্কে সত্তব পর মনোযোগের ক্রটী হয় নাই।

বা। রাজাসাহেব! আমার শুভাদৃষ্ট বশতঃই অদ্য সপ্তবর্ষ চন্দ্র সূর্য্যপাত সত্ত্বেও আপনাকে রাজকার্য্যে নিবিষ্ট রাখিতে পারিয়াছি। আমি সর্দ্দার গণকে লক্ষ্য করিয়া উপহাস করিয়াছিলাম মাত্র—আপনাকে সম্বোধন মাত্র। কিন্তু এতকাল সাহী বন্ধুত্বের মধ্যে অদ্য আপনার ক্রটী হইতেছে।

বীরবল বুঝিলেন—পবিত্র বিগ্রহাশ্রয় মন্দির গাত্রবাহী বর্ষাধারার ন্যায় সে গম্ভীর গণ্ড ও চিবুক বাহিয়া কৃতজ্ঞতার অশ্রু প্রবাহিত হইল—কম্পিত কণ্ঠে নিবেদন করিলেন—

বী। ভারতের অদ্বিতীয় পুরুষ! আপনার সাহানুভূতিতে অদ্য

সপ্ত বৎসর এ শেল বিদ্ধ হৃদয় সুধা সিঞ্চনে সজীব ও কার্য্যক্ষম বোধ করি। ভারতেশ্বরের সহিত একাসনে উপবেশনে যে দেব দুর্লভ সম্মানে অধীন সন্মানিত—সর্দ্দার ভ্রাতৃগণের নিকট মর্ম্মান্তিক কামনা যে, আমা-পেক্ষা বহু যোগ্যতর ব্যক্তি বর্ত্তমান স্বত্বেও তাঁহারা সে সম্মান গ্রহণান্তর এ ভগ্ন হৃদয় পুত্রশোকার্ত্ত বন্ধুকে নিরবে নিশ্চেষ্টভাবে এ সংসারে ডুবিবার অনুমতি দান করেন—সর্দ্দারগণ কেহ বীরবলকে সান্তনা করিলেন, কেহ সহানুভূতি প্রকাশ করিলেন। সে মহতাশয়, মহাপ্রাণ সচিব শ্রেষ্ঠের জন্য অনেকের নয়নে করুণা ঝরিল। তখন সাহাজাদা সেলিম গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বীরবলের হস্ত ধারণ করিয়া বাদসাহের সম্মুখ বিস্তৃত সতরঞ্চ কোটক সন্নিধানে আনয়ন করিলেন—স্নেহপূর্ণ স্বরে বলিলেন—পিতৃ বন্ধু! আপনার চিরপ্রিয় সতরঞ্চ ক্রীড়ায় বাদসাহ আহ্বান করিতেছেন। বীরবল প্রকৃতিস্থ হইলেন।

বা। ফ্রাঙ্কস্থানের সুন্দরি!—সুন্দরী ভূমিচুম্বিত মস্তকে কুর্ণীস করিয়া বাদসাহের সম্মুখবর্ত্তিনী হইল। দরবার শুদ্ধ নিরব—যেন সে মহাসমুদ্র ঝটিকাগর্ভ নভোমণ্ডলের চিরানুষঙ্গিকতা রক্ষায় একাগ্রচিত্ত।

দূ। তাইমুরের মহিমাময় বংশধরের হুজুরে ফরাসী রাজ তৃতীয় হেনরী তদীয় অক্ষুণ্ণ বন্ধুত্বের নিদর্শন স্বরূপ জর্জ্জিয়া দেশানীত এই রমণীরত্ন প্রেরণ করিয়াছেন।

বা। জর্জ্জিয়ানি! তোমার নিজাভিমতে আসিয়াছ কিম্বা ক্রীত-দাসী রূপে?

জর্জ্জিয়ানী পুনরায় অভিবাদন করিল।

জ। সাহেন্‌সাহ, ইস্‌লামের খালিফ! পিতৃ মাতৃহীন শৈশবাবধি প্রিন্স কাণ্ডির নিকট প্রতিপালিত হইয়াছি। কিছুদিন পূর্ব্বে ফরাসী রাজ ভারতেশ্বরকে উপহার দিবার জন্য আমার আশ্রয় দাতার নিকট হইতে আনয়ন করেন।

বা। তোমার নিজদেশে আত্মীয় স্বজনের অনুসন্ধান ও স্বজাতীয় কোন গুণগ্রাহী যুবকের অঙ্ক শায়িনী হইতে অভিলাষ নাই কি?—সুন্দরী মস্তক অবনত করিল। চক্ষু দিয়া দুই এক বিন্দু অশ্রু ঝরিল—বাদসাহ লক্ষ্য করিলেন।

জ। হিন্দুস্থানের সম্রাট! শুনিয়াছি ধরাতলে আপনি জগদীশ্বর অভিধায় সংপূজিত—প্রকাশ্য দরবারে উত্তর প্রদান পরাশ্রিতার পক্ষে অসম্ভব।

বাদসাহ প্রসন্ন দৃষ্টিতে সর্দার মণ্ডলী লক্ষ্যে চাহিলেন।

বা। রাজাসাহেব! জর্জ্জিয়ানীকে পঞ্চ সহস্র আসরফি পাথেয় প্রদত্ত হউক। জর্জ্জিয়ানি! যখন স্বদেশে স্বজাতীয় কোন যুবকের সহিত পরিণয়ে আসক্তি জন্মিবে—হিন্দুস্থানের বাদসাহকে স্মরণ করিবে। মহবুব আলি! পরিচয় নিদর্শন গজমুক্তা প্রদান কর।

জর্জ্জিয়ানী আকুল ক্রন্দনে রাজ পরিচ্ছদাগ্র শিরোস্পর্শ পূর্ব্বক কাতর কণ্ঠে নিবেদন করিল—সাহেন্‌সাহ, ভারতেশ্বর! অধিনী এ মহিমাময় আশ্রয় ত্যাগ করিয়া কোথায় যাইবে? তাইমুরের প্রাতঃস্মরণীয় বংশধরের পক্ষে একজন অজ্ঞাত কুলশীলা, অসহায়া, পরাশ্রয় পালিত অনাথিনীকে আশ্রয়দানে জগদীশ্বরত্ব—ক্ষুণ্ণ হইবে কেন? আপনি জগদীশ্বর—আপনার রাজ্য হইতে অন্যত্র আশ্রয় লইব কোথায়? অর্থ, যৌতুক, স্বজাতীয় যুবকানুসন্ধান—হিন্দুস্থানের সম্রাট! শুনিয়াছি এ বিশাল সমৃদ্ধ মহানগরীতে ভিক্ষার্থীর অভাব আছে। অধিনীকে সে স্থান পূরণে অনুজ্ঞা হয়—এই প্রার্থনা।—বাদসাহ চমকিত হইলেন।

বা। মহবুব আলি! সাহী বিশ্রামাগারে জর্জ্জিয়ানীকে অপেক্ষার ব্যবস্থা কর।

জর্জিয়ানী বিদায় হইল। তখন স্তরে স্তরে সে পূর্ব্ব প্রবিষ্টা গায়িকা ও নর্ত্তকীগণের অমিয়স্রবী সঙ্গীত ও অঙ্গলালিত্য বিকাশদ্যুতি সমালোচনা

ও বিশ্রম্ভালাপ পরায়ণ সর্দ্দার মণ্ডলীর অন্তরের পত্রে পত্রে তরঙ্গায়িত হইতেছিল। বাদসাহ মানসিংহকে লক্ষ্য করিলেন।

বা। মহারাজ! প্রিন্স কাণ্ডি ফ্রান্সস্থান রাজ তৃতীয় হেনরীর রাজত্বের স্তম্ভ স্বরূপ, এক্ষণে সর্দ্দার মণ্ডলী বিবেচনা করেন যে—মোগল সম্রাজ্যের জয় স্তম্ভ কণ্ঠে প্রিন্স কাণ্ডি গ্রথিত এই বৈদেশিক কুসুম মাল্য শোভিত হইলে সুন্দর হয়।—সর্দ্দার গণ উচ্চহাস্যে সমর্থন করিলেন। কেহ কেহ স্পষ্ট জ্ঞাপন করিলেন—পঞ্চ দশ শত মহিষী বেষ্টিত জয়পুরাধিশ্বরের পক্ষে এ সুরভি মাল্য উপযুক্ত বটে।

মা। ভৃত্য প্রভুর অনুকারী মাত্র। অনুকরণের প্রথা সহস্র প্রকার, এতএব সংখ্যাধিক্য অবশ্যম্ভাবী। তবে নওরোজ দিবসীয় নজর সাহেন্সার স্ব পরিত্যাজ্য।

বা। এ মাল্য বাদসাহের পক্ষে ভুজঙ্গিনী তুল্য হইতেও পারে। ফৈজি! "শ্বেত ভূজঙ্গিনী যাত চলিহেঁ," পদবী পূরণ করিয়া বর্ত্তমান বৎসরের নওরোজ দিন স্মরণীয় করিবেন আশা করি। ফৈজী মুহূর্ত্ত মাত্র চিন্তা করিলেন—পরক্ষণেই নিবেদন করিলেন—

ফৈ। "ইস্‌লামেকা খালিক্‌, ভেটনেকো লাগে
রহুঁ পরদেশী চামেলিয়া খোস্‌বোকা রাগে॥
সহদ্ কিজহর, কোন্‌ছে বানায়ে হেঁ।
জান্ বেজান্, শ্বেত ভূজঙ্গিনী যাত চলিহেঁ॥"

বা। বহুত খুব! আশাকরি ভারতের দরবারে একাধিক সুকবি আছেন—তৎপরিচয় প্রদানে কেহ কুণ্ঠিত হইবেন না।—বাদসাহের মনস্তুষ্টির জন্য সর্দ্দার শ্রেণী মধ্যস্ত অনেকেই অনেক প্রকার রচনাকৌশল প্রকাশ করিলেন। সে সমস্ত উল্লেখ যোগ্য নহে। তখন বাদসাহ স্মিতমুখে পৃথ্বীরাজ পানে চাহিলেন।

বা। বিশ্বাস আছে নিশীথে দস্যু আক্রমণে বীকানীর রত্নের আভ্যন্তরীণ ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হয় নাই ?

পৃথ্বীরাজ যথারীতি কুর্নীস করিলেন, পরে বিনয়ান্বিত বচনে অভয় প্রার্থনান্তর নিবেদন করিলেন—

পৃ। "দিল্ সে মাঙ্গ্তা দিলু দেখ্লানেকো রিয়ে হেঁ।
জহর্ নেহি জহরৎ জরুর পয়চানা গেয়ে হেঁ॥
তংভি আজায়্ দেনে চাহ্তা কৈছন্ বিচারী হেঁ।
সরম্ সামাল্কে শ্বেত ভুজঙ্গীনি যাত চলি হেঁ॥"

বা। সেখজি! মরু বিহঙ্গের বর্ত্তমান সঙ্গীত অতীতাপেক্ষা স্বেচ্ছা প্রণোদিত বলিয়া বোধ করেন কি ?

ফৈ। খোদাবন্দ! অদ্যকার উদারতায় বীকাঁনীরের মরুহৃদয়ে অমিয় স্রোত প্রবাহিত হইবে—এ আশা পূর্ব্ব হইতেই অধীনের মনে জাগিত।

তখন বাদসাহ প্রফুল্ল হৃদয়ে পুনরায় সর্দ্দার মণ্ডলী লক্ষ্যে সে সমস্যা পূরণ জন্য অনুজ্ঞা করিলেন। ফৈজী বা পৃথ্বীরাজের সমকক্ষতায় আশাক্ষীণ বলিয়াই হউক অথবা বহুযোগ্যতর ব্যক্তির অকৃতকার্য্যতা লক্ষ করিয়াই হউক অন্য কেহ সাহসী হইলেন না, তখন তৃতীয় শ্রেণী সর্দ্দার মণ্ডলী মধ্য হইতে সেই অনিন্দ্য সুন্দর, দিব্যকান্তি, ঊনবিংশবর্ষীয় যুবক অগ্রসর হইলেন। বাদসাহ বিস্মিত দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা করিলেম—

বা। প্রতাপাদিত্য রায়! বঙ্গীয় যুবক অতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধি বলিয়া খ্যাত। তুমি নির্ভয়ে তৎপরিচয় প্রদানে অনুমতি প্রাপ্ত হইলে।

প্রতাপ পুনরায় কুর্নীস করিলেন—অতি পরিষ্কার কণ্ঠে নিবেদন করিলেন—

"সো বর কামিনী নীর নিহারতি রীত ভালি হৈঁ।
চীর মচরকে গঠপর বাপীকে ধারে হ্ঁ চন্দ্র চলি হৈঁ॥
রাম বিচারিকে মনসাত্ নীরকে উপমাও চারি হৈঁ।
কো সঙ্গ সরোবতী খেত ভুজঙ্গিনী যাত চলি হৈঁ॥"

বাদসাহের বিস্ময় পূর্ণ নয়ন স্নেহ মার্জ্জিত হইল। দরবার নিরব, বিস্মিত। বাদসাহ সতরঞ্চ কোটক বিস্তৃত মধ্য মসনদ হইতে ত্রস্তভাবে অবতরণ পূর্ব্বক উৎফুল্ল কণ্ঠে জ্ঞাপন করিলেন—যুবক! তুমি বঙ্গের অদ্বিতীয় রত্ন, আশীর্ব্বাদ করি কালে জন্মভূমির মুখোজ্জ্বল করিতে সক্ষম হও!—তদানুষঙ্গিক স্বকণ্ঠোন্মোচিত রত্ন লহর প্রতাপের কণ্ঠে অর্পণ পূর্ব্বক ধীরস্বরে বলিলেন—মোগল বাদসাহের দরবারে সাহস ও ভাবের একাধারে মিশ্রণ অভাব না থাকিলেও দুর্লভ বটে।—প্রতাপ যথারীতি কুর্নীস করিয়া স্বশ্রেণী মধ্যে প্রত্যাগত হইলেন।

বী। অদ্য নওরোজ দরবার। যদি অনুজ্ঞা হয়ত, অধীনের কিঞ্চিৎ প্রার্থনা আছে।

বাদসাহ আশ্চর্য্য হইলেন—যে ব্যক্তি সপ্তবর্ষ অতীত হইল, উপযাচিত সম্ভ্রম, ঐশ্বর্য্য, সর্ব্ববিষয়েই উপেক্ষাপরায়ণ, তাহার পক্ষে উপযাচকরূপে অনুগ্রহ প্রার্থনা আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই।

বা। মোগল সম্রাজ্যের নিকটতম বন্ধু! এ বিশাল সম্রাজ্য মধ্যে আপনার আকাঙ্খিত কোন্ দ্রব্য আছে, যাহা সাহীপেষকারের প্রার্থনা যোগ্য? মোগল অকৃতজ্ঞ নহে।

বী। অধীন যশোহর যুবরাজের নিকট সম্রাটের ভবিষ্যত অনুগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ বিষয়ে প্রথম উপস্থিতি দিবসীয় আমখাস দরবারে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল।—বাদসাহ মনে ভাবিলেন—অদ্য বঙ্গে মোগল শাসনের ভিত্তি দৃঢ়তর করিবার উপযুক্ত অবসর সন্দেহ নাই। প্রকাশ্যে বলিলেন—

বা। রাজাসাহেব! আপনার দরখাস্ত মঞ্জুর হইবে, অদ্য হইতে দ্বাদশ পক্ষ মধ্যে প্রতাপাদিত্য রায়ের নিজ নামে যশোহর প্রদেশের সীমা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি সহকারে প্রথম শ্রেণী জায়গীরদারের সনন্দ প্রদত্ত হইবার আজ্ঞা দেওয়া যায়। আশাকরি আপনার স্নেহানুযায়ী রাজকার্য্য শিক্ষা সম্বন্ধে এই উন্নত বৃত্তি যুবককে সর্ব্বদা সাহায্য করিবেন। মহবুব আলি! প্রতাপাদিত্য রায়কে দ্বিতীয় শ্রেণীর খেলায়ত প্রদান কর। অদ্য হইতে আম ও দেওয়ান উভয়ে যশোহর রাজ উপাধিতে খ্যাত হইবেন। —দরবার শুদ্ধ এ সাহীবদান্যতায় আনন্দ প্রকাশ করিলেন। করিলেন না—একজন, তিনি মানসিংহ।

তখন মহামতি টোডরমল্ল ও সাহমনসুর যথারীতি নিবেদন করিলেন টো। সাহেনসাহী দরবারে "কগুণাত্মক ব্যক্তিত্রয়ের স্থান বিভিন্নতা পরিবর্ত্তে একমণ্ডপমধ্যে নির্দ্দেশ হওয়ার হুকুম হইলে শোভা বৃদ্ধির পক্ষে অনুকূল হয়।—বাদসাহ প্রসন্ন দৃষ্টিতে আজ্ঞাপরায়ণ মহবুব আলিকে ইঙ্গিত করিলেন—"অদ্য হইতে আমখাস দেওয়ানে ছোট সেখজী, বীকানীর ভ্রাতা ও যশোহর রাজ একমণ্ডপের অন্তবর্ত্তী হইবেন।"

তখন ফৈজী ও পৃথ্বীরাজ আনন্দোচ্ছাসিত কণ্ঠে বাদসাহের দীর্ঘ জীবন কামনা করিলেন—এবং প্রতাপকে পূর্ণপ্রাণে আলিঙ্গন করিলেন।

বা। মহবুব আলি! নওরোজের নজরাদির বিবরণ প্রদান কর। দেশ দেশান্তরাগত বিবিধ বহুমূল্য বিলাস দ্রব্য, পুষ্প, রত্ন, অলঙ্কার, অস্ত্র শস্ত্র, তৈজস, হস্তী, অশ্ব, বসন প্রভৃতির রীতিমত ফিরিস্তি দাখিল হইল। নওরোজের নজর উপঢৌকনাদি কোন দ্রব্য প্রত্যর্পনের পদ্ধতি ছিল না। প্রত্যুপহার স্বরূপ অন্য দ্রব্য সাহী কোষাগার হইতে প্রদত্ত হইত। অনুগ্রহ ক্ষমতা, জায়গীর ও খেলায়ত বর্দ্ধিত হইল। নজর ও উপঢৌকনাদি দাতাগণের মধ্যে—মীর্জ্জাহাকীমজান, তাতারের সর্দ্দার, ফরগণার আমীর, খোরাসানের বেগ, ডামাস্কাসের ইমাম, সমরকন্দের মাটক, চীনরাজ

বিজাপুর ও গোলকুণ্ডার সুলতান ও অধীন নৃপতি বর্গের মধ্যেও অনেকের প্রেরিত দ্রব্যজাত বিশেষ মহামূল্য ও কৌতুহলোদ্দীপক।

তখন গায়িকা ও নর্তকীগণের প্রতি সর্দ্দারগণের মনোরঞ্জনার্থ হুকুম হইল। অজস্রধারে কুসুম কুঙ্কুম নির্যাস, গন্ধ স্নেহ বর্ষিত হইল। পুনরায় এক পঞ্চাশৎ তোপধ্বনি হইল—উপর্যুপরি সেলামী পড়িল, বিজয় বাদ্য ঝঙ্কারে দিগ দিগান্ত প্লাবিত হইল, আবেগপূর্ণ রমণী কণ্ঠে অমৃত বর্ষিত হইল। বাদসাহ যথারীতি অভ্যর্থিত হইয়া অন্দর মহল যাত্রা করিলেন।

তখন সর্দ্দারগণ নিজ নিজাভিপ্রায়ানুযায়ী-কেহ ক্রীড়ায় কেহ আলাপে কেহ সঙ্গীতশ্রবণে কেহ সঙ্গীতালাপিনী রূপসী গণের প্রেমালোচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কেহ সাহী খেদমদগীরগণকে পুরস্কৃত করিতেছিলেন, কেহবা নর্ত্তকী ও গায়িকাগণকে বহুমূল্য রত্নজাত পারিতোষিক প্রদানে আত্মতৃপ্তির পরিমাণ নির্দ্দেশে ব্যপৃত চিত্ত।

যোধবাই

(১৮)

প্র। যাঁহার অলৌকিক ক্ষমতা শ্রবণে আজ বর্ষাবধি দর্শন বাসনায় উৎসুক আছি, এক্ষণে আপনার অনুগ্রহে তাঁহার দর্শন বাসনা পূরণ হইলে কৃতার্থ হই।

যো। ভাইজি! এতদিন বাদসাহের নজর বন্দী ছিলাম, এক্ষণে সে বিষয়ে বাধা নাই।

একদিন পৃথ্বীরাজ আলয়ে মহিমাময়ী শক্তকন্যা যোধবাইয়ের সহিত প্রতাপের এবম্বিধ কথোপকথন হইতেছিল। এমত সময়ে কার্য্যান্তর

প্রত্যাগত পৃথ্বীরাজ দেখা দিলেন। প্রতাপ সসম্ভ্রমে নমস্কার করিলেন।

পৃ। শুনিয়া থাকিবে গত নওরোজ দরবারে তোমার ভাইজী যশোহর রাজ্যের ক্ষমতাবৃদ্ধির সহিত প্রথম শ্রেণী জায়গীরের সনন্দ ও দ্বিতীয় শ্রেণীর সর্দ্দারের খেলায়ত প্রাপ্ত হইয়াছেন। এবং বাদসাহ যশোহর রাজ সম্বোধনে সম্মানিত করিয়াছেন।

যো। পূর্ব্বে আংশিক শুনিয়াছিলাম। এক্ষণে ভাইজান! জ্যেষ্ঠতাতের সহিত সাক্ষাতের জন্য একান্ত অধীর হইয়াছেন—তোমাকে তাহার উপায় করিতে হইবে। এক্ষণে তুমি ত নজরবন্দী নহ। একবার কিন্তু তোমার সহিত একত্রে পিতৃগৃহে যাইবার আকাঙ্খা বহুদিন হইতে অপূর্ণ আছে।

পৃ। এইজন্য এত আড়ম্বর? নিজে স্ব-স্বামিকা পিতৃগৃহে গমন ব্যপদেশে ভাইজানকে উদ্দেশ্য করা? কিন্তু জিজ্ঞাসা করি—আমার সহিত ভ্রাতৃ সম্বন্ধ পূর্ব্বস্থাপিত, অতএব পূর্ব্বাধিকার বিধান মতে জামাতৃ ভ্রাতা বিনা নিমন্ত্রণে জ্যেষ্ঠের শশুরালয়ে যাইবেন কেন? তবে দুইটি বিষয়ের একটি প্রতাপ ও একটি তুমি স্বীকার করিলে আমার আপত্তি নাই।—এদম্পতি যুগলের সাংসারিক চিত্র দর্শনে দীর্ঘ প্রবাস বাসী প্রতাপের হৃদয়ে কত শত অতীত স্মৃতি জাগিতেছিল, ভাঙ্গিতেছিল। আগ্রহপূর্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—

প্র। রাজন! আপনার নিকট শত প্রকার ঋণে দেহ মন আবদ্ধ। বঙ্গীয়গণ অকৃতজ্ঞ নহে।

পৃথ্বীরাজ প্রতাপের হস্তধরিয়া স্নেহসিঞ্চিত কণ্ঠে উত্তর করিলেন—

পৃ। তোমায় স্বীকার করিতে হইবে যে, শেষ সম্পর্ক অনুসারে শ্যালক হইলে। তদনুসারে তোমার জ্যেষ্ঠতাত দর্শনে বিনানিমন্ত্রণে যাইতে পার।—পত্নী সম্বোধনে বলিলেন—পূর্ব্বে নিমন্ত্রণ রক্ষায় গিয়াই তোমার

নিকট ধরা পড়ি, এবার অন্তকোন শিশোদীয় দুহিতা কর্তৃক নজরবন্দী না হই – সে বিষয় রক্ষা করিতে হইবে।

যো। শিশোদীয় দুহিতারা মোগল সম্রাটের স্থায় লোকের পরকাল নষ্টের চেষ্টা করেনা। তাহার প্রমাণ প্রতিদিনই পাইতেছ—আবার কি!

প্র। রাজন্! বহুদিন শ্যালকাদির সন্দর্শনাভাবে কি ভ্রাতাকে শ্যালকে পরিণত করিতে এত প্রয়াসী? পূর্ব্বে স্বীকার করিয়াছিত উভয় সম্পর্কই প্রবল হইবে।

পৃ। সুবিধা একটু হইয়াছে।

যো। কিসের?

পৃ। ইউসফ্‌জাই জাতি দমন জন্য রাজা বীরবলকে সেনাপতি ও নিজ ধাতৃপুত্র জীয়ান খাঁকে সহকারীরূপে নিযুক্ত করিয়া অগ্রসর হইবার অনুমতি প্রদান করিয়াছেন—স্বয়ং লাহোর পর্য্যন্ত গমন করিবেন। আগামীকল্য সাহী শিবির উঠাইবার দিন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

প্র। পিতৃতুল্য মহারাজ বীরবলের নিকট অবগত হইয়াছিলাম বটে, তবে বাদসাহের স্বয়ং অগ্রসর হওয়া সম্বন্ধে সম্যক অবগত ছিলামনা।

পৃ। নব নিয়োজিত উজীর আবুল ফজেল কর্ত্তৃক তোমার সনন্দের পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইবার আদেশ হইয়াছে।

প্র। সাহমনসুর কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিবার কারণ?

পৃ। অতি বার্দ্ধক্য বশতঃ।

প্র। মহাপ্রাণ রাজা বীরবলের প্রত্যাবর্ত্তনের পূর্ব্বে আমার কোন সনন্দাদির প্রয়োজন নাই। এক্ষণে স্বাধীনতার কেন্দ্রভূমি মিবার ও পুণ্যশ্লোক মহারাণাকে দর্শনাকাঙ্খাই বলবতী।

যো। সে ভার আমার।

তখন প্রতাপ ও পৃথ্বীরাজ উভয়ে সদর বৈঠকে ক্রীড়ালিপ্ত বন্ধুবর্গের সহিত যোগদানার্থ অগ্রসর হইলেন।

পূণ্য শ্লোক মহারাণা

(১৯)

ক্ষত্রিয় জীবনের কীর্ত্তিক্ষেত্র আরাবলী পর্ব্বতের গূঢ়তম উপত্যকা, কন্দর, গুল্মমণ্ডিত অটবী বিস্তার—আজ রথী, যোদ্ধা, যুদ্ধোপকরণ প্রভৃতির অপূর্ব্ব স্বপ্নসৃষ্টবৎ মিশ্রণে পুরাণোক্ত আর্য্য উপনিবেশ সৃষ্টির অতীতস্মৃতি জাগাইতেছে কেন ? আজ সে কঠিন প্রস্তরাকীর্ণ প্রান্তর ক্ষণশব্দিত গম্ভীর, মর্ম্মঘাতী ঢক্কা নিনাদে প্রতিধ্বনিত হইয়া নগর, গ্রাম, দুর্গ ও রাজনিকেতনস্থ আবাল বৃদ্ধ ব্যক্তিমাত্রকেই প্রকৃতি পুরুষ নির্ব্বিশেষে কোন্ মহাযজ্ঞে—ইহলৌকিক সর্ব্বস্ব আহুতি প্রদানার্থ আহ্বান করিতেছে ? কত সহস্র সহস্র আভিজাত্য পরিপোষিতা অসূর্য্যম্পশ্যা বীরপত্নীগণ পরিত্যক্ত দুর্গ পরিখা সলিলে আত্মাভিমান বিসর্জ্জন পূর্ব্বক কোন্ মহাহবে স্বামী পুত্রের জয় কামনায় পতি ভগবান একলিঙ্গদেব কে আহ্বানে জাগরিত করিতেছেন ? নাজানি কি মহামন্ত্রবলে হিন্দু স্বাধীনতা-সূর্য্য আজ রাজধানী পরিত্যাগে স্বাপদ সঙ্কুল মহারণ্যে আত্মাধিষ্ঠান কেন্দ্র স্থাপনোদ্দেশে তদীয় ভোগাপেক্ষা পরায়ণ ভক্ত বৃন্দকে অসাধ্য সাধনে ব্রতী করিতে মনস্থ করিয়াছেন ?—আর এই মহাযজ্ঞের আহ্বান কারী—সে দ্বাদশ ভাস্কর তেজোদ্দীপ্ত মুখমণ্ডলে মন্ত্রের সাধন কিম্বা জীবন পতন জ্বলন্ত অক্ষরে লিখিতছিল। সে অত্যুগ্র চিন্তাস্রোত সঞ্জাতে রেখা বিশদ প্রশস্ত ললাটে দৃঢ় অধ্যবসায় খোদিত ছিল। সে বিশাল সহস্র প্রস্রবণ ঝঞ্ঝাপরীক্ষিত স্বদেশ প্রেমোদ্দীপ্ত গভীর বক্ষস্থলে আত্মত্যাগ ধারা খরতর বেগে প্রবাহমান। সর্ব্বোপরি সে চির স্বাধীনতা পূজক দুর্দ্ধর্ষ রাজপুত জাতির নিভৃতান্তর পোষিত অকুতো-বিশ্বাস এই পুণ্য শ্লোক মহাপুরুষের আত্মম্ভরিতা বর্জ্জিত স্বার্থ ত্যাগের

সহিত অভেদ্য সূত্রে মণ্ডলীকৃত ছিল। কিন্তু হায়! হিন্দু কুলসূর্য্য এই কি মিবারের রাজবেশ? সে কীরিটী কুণ্ডল কোথায়? লঙ্কা যুদ্ধজয়ী বাপ্পারাওলের সে রাজ মুকুট রক্ষণে কি শিশোদীয় মহারাণা ক্ষীণ হস্ত? তবে ভারতের স্বাধীনতার সহিত রাজপুত গৌরবের অনন্ত মহিমা চিরদিনের তরে অবলুণ্ঠিত হইয়াছে? তখন পুণ্য ভূমি আরাবলীর সে গম্ভীর অরণ্যাণী সমাচ্ছন্ন উপত্যকা, উপলাকীর্ণ প্রান্তর, গুল্মবারিত কন্দর, সে দিগদিগান্ত—অযুতকণ্ঠে, দৃঢ়স্বরে এক প্রাণে, ভৈরবে হাঁকিল— মিবার—প্রতাপ—স্বাধীনতা। প্রতিধ্বনি দূর দুরান্ত প্রদেশে কম্পিত লহরে গাহিল—স্বাধীনতা। মুহূর্ত্ত মধ্যে সে মহাটবী ঘন দামামা নির্ঘোষে কম্পিত হইল—বহু যুদ্ধ পরীক্ষিত বীর্য্য সহস্র সহস্র উন্নতকায় তপ্তকাঞ্চন কান্তি রাজপুত অশ্বারোহী প্রাতঃ সূর্য্যকিরণ প্রতিফলিত, বর্ম্ম মণ্ডিত কলেবরে, তীক্ষ্ণাগ্র উদ্যত ভল্ল হস্তে সে বিশাল প্রান্তর মধ্যে রুদ্র তেজে অগ্রসর হইল। সে সংক্ষুব্ধ বীর প্রসারাগ্রে বিপুল কৃষ্ণকায় বৃদ্ধাশ্ব পৃষ্ঠে উন্মুক্ত শিরস্ত্রাণ শীর্ষ মহাযোধ তুমি কে? সে বলদৃপ্ত আরোহী বৃন্দ, সে রশ্মি সংযমাসহিষ্ণু বাহন শ্রেণী মন্ত্র মুগ্ধ প্রায় দাঁড়াইল—সমশৃঙ্খলা সহকারে অভিবাদন করিল—ধন্য শিক্ষা কৌশল। চিনিয়াছি, তুমি সিংহাসন ভোগ নিস্পৃহ বীরবর চণ্ডের বিক্রান্ত বংশধর সর্দ্দার চুড়ামণি শালুম্ব্রাধিপ কৃষ্ণসিংহ—তুমি রাণার দক্ষিণ হস্ত। সর্দ্দার শ্রেষ্ঠ তীব্র ক্ষেপণে দৃঢ় ধৃত ভল্ল দূরে নিক্ষেপ পূর্ব্বক উচ্ছ্বসিত গম্ভীর কণ্ঠে আহ্বান করিলেন—মিবারের চির স্বাধীনতা পূজক সর্দ্দার মণ্ডলী ও যোধ গণ! গণনাতীত কালের সূর্য্যবংশীয় খ্যাতি আজ রাজোয়ারার মরু পাথারে ডুবিবে কি? বাপ্পারাওলের লোহিতচ্ছেদী অবনত শীর্ষ হইয়া মোগলের অর্দ্ধচন্দ্র শিরে ধারণ করিবার দিন কি এত নিকটবর্ত্তী? বীর জগতের কোন্ বিধানে নওরোজের হাটে সূর্য্যবংশীয় কুলমর্য্যাদা আহুতি প্রদানের ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ আছে

জানি না—জগতের ইতিহাসে সূর্য্যবংশোল্লিখিত পৃষ্ঠায় কলঙ্ক বিন্দু স্পর্শ করে নাই। বর্ত্তমান বংশধর গণ কি এতই নিস্তেজ, যে আত্মমর্য্যাদা বিনিময়ে ঐশ্বর্য্য পূর্ণ শান্তি ক্রয় করিতে কুণ্ঠিত হইবে না? হায়! রাজোয়ারার শোণিত কি মোগল সংঘর্ষে লোহিত বর্ণ পরিত্যাগ করিয়াছে? কালমাহাত্ম্যে রাজপুত গর্ভধারিণীগণ স্বীয় সন্তানের অসি চর্ম্ম গ্রহণের সময় অরাতির করে রঞ্জিত অসি অথবা তদীয়রুধিরস্নাত চর্ম্ম দর্শনের আশীর্ব্বাদ ভুলিয়াছেন কি? আর সর্ব্বশেষে ভ্রাতৃগণ! পূর্ব্ব পিতৃগণাচরিত জহর ব্রতোদ্দেশ পরিহিত পীতবর্ণ বস্ত্র রাজোয়ারার—মরু প্রান্তর হইতে অন্তর্হিত হইয়াছে কি? কোন্ প্রাণে অনুমাত্র রুধির সঞ্চার বিদ্যমান থাকিতে জীবন স্বরূপিনী জায়া, পিতৃপিণ্ড দাতা পুত্র, স্নেহ পুত্তলী কন্যা, ভগ্নীরক্ষুণ্ণ সম্ভ্রম দর্শন কবিবে? সর্ব্বোপরি বাপ্পারাওলের লীলাভূমি সূর্য্যবংশীয় অক্ষুণ্ণ স্বাধীনতা স্নেহাভিসিঞ্চিত এ চির সাধের মরুপ্রান্তর বিধর্ম্মী মোগলের কুতুব পঠন ব্যপদেশ নিহত মাতৃস্বরূপিনী গোরক্তে রঞ্জিত হইবার পূর্ব্বে—এ পিতৃপুরুষ ধীকৃত জীবন উৎসর্গ শ্রেয় নহে কি? হায়! রাজোয়ারার সন্তানবৃন্দ! পিতৃপুরুষান্তর সংপূজিত মিবারের ছত্রগ্রাহী মহারাণা গণের বংশধরকে সিংহাসন পরিবর্ত্তে তৃণাসনে দর্শন করিলে, কোন্ রাজপুত হৃদপিণ্ড লক্ষ অশনি সম্পাতে বিধ্বস্ত হইতে পরাঙ্মুখ হয়?

তখন ক্ষিপ্র হস্তে শূণ্যগর্ভে শিরস্ত্রাণ হইতে তৃণাঙ্কুর প্রস্তুত রুটিকা ও রক্তরঞ্জিত বস্ত্রখণ্ড বহিষ্কৃত করিয়া উচ্চহস্তে ধারণ পূর্ব্বক দৃঢ়স্বরে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—রাজোয়ারার সন্তানবৃন্দ! আজ মিবারেশ্বর প্রতাপ তৃণাঙ্কুর ভোজনে মাতৃভূমির সম্মান রক্ষায় স্থির প্রতিজ্ঞ—আর এ রাজ শোণিত লিপ্ত বস্ত্রখণ্ড—পুণ্যভূমি হল্‌দিঘাটের বিজয় নিশান—যদি কাহারও রাজপুত শোণিতে জন্ম পরিগ্রহণ সম্বন্ধে নিশ্চয়তা থাকে—গ্রহণ কর। তৎমুহুর্ত্তে লক্ষ জলপ্রপাত স্রোত বিতাড়িত পর্ব্বত শিখরের ন্যায়

সে দৃঢ়াবস্থিত বীর বৃন্দের ঘনহুঙ্কারে সে মহাটবী বিস্তার ভীষণ নিনাদে প্রলয়ের সান্নিহিত্য জ্ঞাপন করিল। সে নিক্ষিপ্ত রুটিকা ও শোণিত লিপ্ত বসন খণ্ড ক্ষিপ্রগতিতে যোদ্ধ্ শ্রেণী বিস্তারে মস্তক হইতে মস্তকান্তরে প্রধাবিত হইল। ভৈরব কণ্ঠে সে সমবেত রাজপুত রক্ষীবৃন্দ পূর্ণপ্রাণে হাঁকিল—মিবারেশ্বর প্রতাপের জয়! সর্দ্দারগণ গম্ভীর কণ্ঠে হাঁকিলেন—"হয় প্রতাপ নয় মৃত্যু" হয় মিবার—মিবারেশ্বর মহারাণা—নয় মৃত্যু? রাজপুত রমণীগণ উচ্ছ্বসিতকণ্ঠে গাহিলেন—মিবারের ইষ্টদেব! স্বামীপুত্র, ভ্রাতা, পিতা, পীতবস্ত্র!

শালুম্ব্রা সর্দ্দার পুনরায় সে সমবেত মণ্ডলী ও যোধগণ লক্ষ্যে জিজ্ঞাসা করিলেন—এবার স্বর সংযত, গম্ভীর, মর্ম্মস্পর্শী।

রু। মিবারের স্বাধীনতা পূজক ভ্রাতৃগণ! দ্বিসহস্র বৎসর যাবত এ মরুপ্রান্তর পিতৃপুরুষগণের আভিজাত্যপুষ্ট উষ্ণশোণিতে উর্ব্বরীকৃত। আর্জ সে অতীত বারগণের তরবারি স্পর্শে প্রতিজ্ঞা কর—হয় মোগল শোণিতে ক্ষুধ পিতৃগণের তর্পণ বিহিত হইবে, নতুবা অধঃপতিত রাজপুত শোণিত মাংসে এ মহামরু মোগল সম্ভোগার্থ উর্ব্বরতা প্রাপ্ত হইবে। তখন সে স্থিরপ্রতিজ্ঞ অটল শ্রেণীসংঘ দৃঢ়স্বরে ভৈরবে হাঁকিল—হর হর মহাদেও। সে ভীম হুঙ্কারে রণস্থলী প্রান্ত প্রান্তান্তরে স্তম্ভিত হইল দূরবর্ত্তী মুরহরহ্রদ তট বিভরণশীল রাজোয়ারার ইষ্টদেব, ভারতের ক্ষণজন্মা পুণ্যশ্লোক সন্তান, হিন্দু সূর্য্য বাপ্পারাওলের অক্ষুন্ন গৌরব রক্ষাকারী পরাক্রান্ত বংশধর মহারাণা প্রতাপের কর্ণগোচর হইল।

স্থির চিন্তাকুল দৃষ্টি ক্ষণকালের জন্য চঞ্চল হইল—তীব্র জ্যোতি স্রোতে। ক্ষণকালের জন্য সে মহিমাময় মুখমণ্ডলে যুগান্তরের ছায়া প্রকটিত হইল। ইঙ্গিতে পশ্চাৎ অনুসারী মন্ত্রী, পুত্র, সর্দ্দার ও আত্মীয়গণকে আহ্বান করিলেন।

মহা। রাজোয়ারার মাতৃ ভক্ত সন্তানগণ! কাহার সাধ্য হিন্দু

সূর্য্য পূজিত চির স্বাধীনতা ধ্বংস করে? এতদিনে জানিলাম—মোগলের সহস্র নিষ্পেষণেও সূর্য্যবংশীয় শোণিতের উষ্ণতা হ্রাস হয় নাই। আজ হইতে সে অসংবদ্ধ সংকল্প—দেশত্যাগ, মীরা সলিলে বিসর্জ্জন করিব। যে মৃত্তিকায় বাপ্পরাওলের পবিত্র ভস্ম স্তরে স্তরে মিশ্রিত, তাহা দুর্ব্বৃত্ত মোগলের পদস্পর্শে কলঙ্কিত হইবে? সংগ্রামসিংহের উষ্ণ শোণিতজ বাষ্প এখনও যে দেশের মরুপ্রান্তরে ধূমায়মান, তাহা মোগলের ভোগার্থ পরিত্যাগ করিব? পূর্ব্বপিতৃগণের শোণিত ভস্ম উপাদানে যে দেশের প্রতিপ্রান্তর ও বালুকা কণা স্ব স্ব অস্তিত্ব লাভ করিয়াছে, তাহা জীবন পাত ব্যতীত কোন্ মমতাশূন্য রাজপুত হৃদয় পশ্চাতে ফেলিয়া মূঢ়তা অর্জ্জন করিতে চাহে? সাহজি!—মহারাজার প্রভুভক্ত, স্বদেশ বৎসল মন্ত্রী শ্রেষ্ঠ ভীমসাহ অভিবাদন পূর্ব্বক অগ্রসর হইলেন।

মহা। সাহজি! মিবারের ষোড়শ প্রধান সামন্তের অনুপস্থিতির হেতু এক্ষণে আবিষ্কৃত হইয়াছে।—তখন সে দূরাগত জয়ধ্বনি গম্ভীরতর হইতেছিল, স্তরে স্তরে তীক্ষ্ণতর তরঙ্গে প্রধাবিত হইয়া আগমন সান্নিধ্য সূচিত করিতেছিল। অনতিবিলম্বে দৃষ্টিব্যাপিকা প্রান্তদেশে ঘোর মেঘমালা তুল্য দেখা দিল—ক্রমশঃ স্ফুটতর। নিমেষ মধ্যে সে শ্রেণী-শৃঙ্খলা চালিত ষোড়শ প্রধান সামন্তের ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডল, শিরস্ত্রাণোন্মোচণ পূর্ব্বক মন্থর গতিতে অগ্রসর হইল। সর্ব্বাগ্রে—দক্ষিণে সেই আত্মত্যাগী মহাপুরুষ চণ্ডের মুখোজ্জ্বলকারী পরাক্রান্ত বংশধর শালুম্ব্রাসর্দ্দার কৃষ্ণসিংহ। বামে পুণ্য শ্লোক মহারাণা প্রতাপের স্বদেশ প্রেম দীক্ষিত শিশোদীয় কুলতিলক সহোদর শক্তসিংহ। যুগপৎ অবনত শিরে জানুভূমে স্পর্শ করিয়া উন্মুক্ত কৃপাণ চুম্বনপূর্ব্বক মহারাণার সম্মুখে স্থাপন করিলেন, মহারাণা এই বীরযুগলকে আলিঙ্গন করিলেন। তখন সে রুদ্ধ সমুদ্র সহস্র স্রোতে উদ্বেলিত হইল, বিশাল নয়নে প্রলয়াগ্নি জ্বলিল, গম্ভীর মুখ-মণ্ডল দ্বাদশ সূর্য্যজ্বালায় উদ্দীপ্ত হইল।

মহা। শালুব্রাধিপ! যে দেশের আবাল বৃদ্ধ বণিতা মাতৃপূজায় আত্মোৎসর্গ হেতু প্রতিযোগিতা পরায়ণ, যে দেশের সর্দ্দারগণ গণণাতীত কালের ঐশ্বর্য্য পূর্ণ দৃঢ় রক্ষিত দুর্গ নিচয় স্বাধীনতা রক্ষার্থ অম্লান বদনে পরিত্যাগান্তর বনবাস আশ্রয়ে অকুণ্ঠিত চিত্তে এ মহাযজ্ঞের আয়োজনে একাগ্রচিত্ত, যে দেশের অধিবাসীগণের বীর হৃদয় দ্বিসহস্র বৎসরের স্মৃতিপূর্ণ আবাস ভবন, স্নেহময়ী মাতা, জীবন স্বরূপিণী জায়া, স্নেহপুত্তলী পুত্র কন্যা পশ্চাতে রাখিয়া হিন্দু সূর্য্যের চির গৌরব অক্ষুণ্ণ রক্ষা করণা-ভিপ্রায়ে এ ভীষণ যজ্ঞে আত্মাহুতি প্রদানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ, যে দেশের কৃষি-জীবি নিজ জীবনোপায় হল গোধন বিনিময়ে এ মহাযজ্ঞোপকরণ অসি চর্ম্ম সংগ্রহে আত্মজীবন কৃতার্থ জ্ঞান করে, যে দেশের চিরললামভূতা অসূর্য্যম্পশ্যা ভামিণীগণ মাতৃভূমি পূজায় নিজ নিজ সধব্য প্রতিপাদক অলঙ্কার উন্মোচণে অকুণ্ঠিতা, স্বদেশীয় ধানুকীগণের উপকরণ যোজনার্থ শিরোশোভা কেশ ছেদনদ্বারা লাবণ্য স্নিগ্ধ মুখচন্দ্রমার হীনশ্রী সম্পাদনেও অক্ষুব্ধা, যে দেশের মাতা, ভগ্নী, কন্যা, পত্নী, আত্মীয় বর্গকে মর্ম্মদাহী জ্বালায় জহর ব্রতোদযাপন কল্পে পীতবস্ত্র সংগ্রহার্থ তারস্বরে আহ্বান করিতেছে, সে দেশকে কোন্ মূর্খ মরুভূমি অভিধা প্রদান করিয়া স্বীয় সংকীর্ণ প্রাণতা প্রতিপন্ন করিতে চাহে? কোন্ মূঢ় সে সপ্তম স্বর্গ পরিত্যাগে অন্যত্র শান্তি অনুসন্ধানে বীর সমাজে হেয় মনোবৃত্তির পরিচয় প্রদান করে? দেব শোণিত সঞ্চরমান কোন্ হৃদয় অসুর পীড়নে প্রাণান্ত নিশ্চয়তা স্বত্বেও নন্দনের মায়া পরিত্যাগ করিতে প্রস্তুত হয়? দেশত্যাগ? সে ধারণা নীরাসলিলে বিসর্জ্জন দিলাম।—তখন সে সহস্র সহস্র বীর কণ্ঠে সমস্বরে ঘন জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। স্থাবর, জঙ্গম, অটবী, ভূধর বীর পদভরে ভূকম্পন তাড়নবৎ ঘন কম্পনে কম্পিত হইল। সুকণ্ঠ চারণগণ ভৈরব রাগে রাজোয়ারার অতীত বীরগণের কীর্ত্তিগাথা আলাপ দ্বারা তত্বংশ বর্ত্তমান বংশধরগণকে সে মহাযজ্ঞে অনুপ্রাণিত

করিল। সে বিপুল উচ্ছ্বাস সহসা স্তব্ধ হইল; মুহূর্ত্ত পরে দ্বিগুণিত বেগে জয়ধ্বনি নিনাদে সে মরুপ্রান্তর পুনরায় কম্পিত হইল। মহারাণা ধীর স্বরে কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। কুম্পাবৎ সর্দ্দার জোরাবরসিংহ উত্তর করিলেন—ভগবান একলিঙ্গের দেওয়ান! বাদসাহী সেনাপতি দেলহীর খাঁর বিরুদ্ধে প্রেরিত যুবরাজ প্রত্যাগত, তদ্দর্শনে সমবেত বীরগণ আনন্দ ধ্বনি করিয়াছে। কিষণগড়ের সর্দ্দার ধুরন্ধর সিংহ অভিবাদনান্তর নিবেদন করিলেন—সঙ্গে আর দুইব্যক্তি আছেন দেখিতেছি, অবস্থান অভিন্নতায় বোধ হয় বিশেষ মর্য্যাদাসম্পন্ন হইবেন্। সে মুহূর্ত্তে কৃষ্ণসিংহ ও শক্ত উভয়েই আনন্দোৎফুল্ল কণ্ঠে নিবেদন করিলেন—আজ অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে। জামাতা পৃথ্বীরাজ ও জনৈক হিন্দুযুবক—কোন বৈদেশিক রাজপুত্র হইবেন।

ততক্ষণ সে অশ্বারোহীত্রয় অশ্ব হইতে অবতরণ পূর্ব্বক, সে প্রাতঃস্মরণীয় পদপ্রান্তে উষ্ণীষ স্থাপনান্তর অভিবাদন করিলেন। মহারাণা সন্দেহাকুলিত দৃষ্টিতে পুত্রের দিকে চাহিলেন। অমরসিংহ পিতার মনোভাব বুঝিয়াছিলেন।

অ। মহারাণার আদেশ প্রতিপালন পূর্ব্বক অনুজ্ঞা গ্রহণার্থে প্রত্যাগত।—সে সমবেত বীরগণ মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি করিলেন। মহারাণা শিরশ্চুম্বন দ্বারা আশীর্ব্বাদ করিলেন। পৃথ্বীরাজ ও প্রতাপ তখন শক্ত ও কৃষ্ণসিংহের পদধূলি গ্রহণে ব্যস্ত।

মহা। হিন্দু সূর্য্য বাপ্পারাওলের গৌরবান্বিত সিংহাসনে তদীয় লোহিতচ্ছত্রী ছায়ায় যে ব্যক্তি দুইদিন পরে বসিবে, তাহার কর্ত্তব্য পালন সম্বন্ধে আমার আদেশ অপেক্ষা করিবার আবশ্যকতা নাই। —অমরসিংহ এ প্রশংসায় সার্থক জন্ম মানিলেন।

মহা। মিবারের মাতৃভক্ত যোধগণ! আজ মিবারের পুনর্জীবন লাভের দিন—মৃত সঞ্জীবন মন্ত্রদাতা রাঠোর কুলতিলক পৃথ্বীরাজকে

অভ্যর্থনা করিবার উপযুক্ত সময় উপস্থিত। যে মহাপুরুষের তীব্রমন্ত্রে মুমূর্ষু মিবারের শোচনীয় অবস্থায় মোগল সমীপে সন্ধির প্রস্তাব প্রত্যাহার করা হইয়াছিল, শিশোদীয় কুলের সৌভাগ্য বশতঃ আজ সেই মন্ত্রদাতা আতিথ্য গ্রহণে স্বীয় মহাপ্রাণতায় মিবারকে অনুপ্রাণিত করণাভিপ্রায়ে আগত। আশাকরি অতিথির উপযুক্ত সম্মানদ্বারা বংশ মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিবে—মহারাণা পৃথ্বীরাজকে বারত্রয় আলিঙ্গন করিলেন—

পৃ। হিন্দু সূর্য্য! এ ক্ষুদ্রগ্রহের প্রতি ভবদীয় আকর্ষণ অক্ষুণ্ণ থাকিলে, তদপেক্ষা মহৎ সম্ভ্রম দীনের প্রার্থয়িতব্য কি আছে? যদি সন্তানের প্রতি চির অনুগ্রহের পুনঃপরিচয় প্রদান আবশ্যক বোধ করেন—তবে,—তখন প্রতাপের হস্তধারণ পূর্ব্বক মহারাণা সকাশে নিবেদন করিলেন—সুবাবাঙ্গলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভৌমিক, স্বাধীনতা পূজক দাউদের ভূতপূর্ব্ব মন্ত্রী, বর্ত্তমান সামন্তরাজ বিক্রমাদিত্যের একমাত্র পুত্র, ভবদীয় ভ্রাতুস্পুত্রীর ধর্ম্মভ্রাতা, পুণ্যশ্লোক হিন্দুসূর্য্যের প্রাতস্মরণীয় চরণ দর্শন প্রার্থী—এই উচ্চাশয় যুবককে তদীয় অনুগামী বন্ধু চতুষ্টয়ের সহিত রাজপুতের আতিথেয়তায় সংকৃত করিতে অনুজ্ঞা হয়, এই প্রার্থনা।

পৃথ্বীরাজ একে একে বন্ধু চতুষ্টয়ের পরিচয় প্রদান করিলেন। মহারাণা প্রতাপকে বারত্রয় আলিঙ্গন পূর্ব্বক স্নেহগর্ভ বচনে বলিলেন—

মহা। বৎস্য! হীনশ্রী মিবারের রাজ্যচ্যুত বনচারী রাজপুতের পর্ণ কুটীরে স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ ব্যতীত অভ্যর্থনা যোগ্য অন্তদ্রব্য অভাব হইলেও তুমি ধর্ম্মপুত্র—হিন্দুসূর্য্যের অধঃপতিত বংশধরের দীন আশ্রমকে নিজাবাস জ্ঞান করিলে সুখী হইব।

মহারাণা অমরসিংহের প্রতি বঙ্গীয় রাজপুত্রের ধর্ম্মবিধানুযায়ী অভ্যর্থনার্থ অনুজ্ঞা করিলেন। তখন শক্ত ও সালুম্ব্রাধিপ উভয়ে প্রতাপকে গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক সমবেত সর্দ্দার ও যোদ্ধ, মণ্ডলীর সহিত পরিচয় করাইলেন। অমরসিংহ, পৃথ্বীরাজ ও প্রতাপ সমভিব্যাহারে যুবরাজ

হ্রদের পশ্চিম তটাবস্থিত রাজকুটীর অভিমুখে যাত্রা করিলেন। শক্ত সিংহ মহারাণা সকাশে যুক্ত করে নিবেদন করিলেন—

শক্ত। হিন্দু সূর্য্য! সমাগত ধর্ম্মপুত্রের অভ্যর্থনা হেতু কনিষ্ঠের দরিদ্র কুটীরে আয়োজন হইবার প্রার্থনা করি।

কৃষ্ণ। রাজপুত্রের জাতীয় আতিথেয়তা কি রাজসংসারে আবদ্ধ থাকিবে?

তখন সর্দ্দারগণ সকলেই অতিথি সৎকার সম্বন্ধে মহারাণা সমক্ষে প্রার্থনা করিলেন। তন্মধ্যে শিরোহীরাজ ও হলদীঘাট প্রসিদ্ধ মৃত ঝালাপতি মান্নারাওয়ের অষ্টাদশ বর্ষীয় পুত্র রণধীর রাও বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিলেন।

মহা। অতিথি বাৎসল্য রাজসংসার অপেক্ষা রাজপুতের জাতীয় জীবনে ন্যূন নহে। শালুম্ব্রাধিপ! যশোহর রাজের বন্ধু সূর্য্যকান্ত আপনার আবাসে, শঙ্কর শক্ত সিংহের কুটীরে, মদন ও ত্রিপুরাতনয় শিরোহীর শিবিরে আশ্রয় প্রাপ্ত হইবেন। সাহজি! আগামী সপ্তাহের প্রথম দিবসে গোগুণ্ডা প্রদেশ উদ্ধারার্থ যাত্রা করিব। আয়োজন ভার আপনার।

তখন সেই সমবেত সর্দ্দার ও যোধমণ্ডলী ভাবী জয়াশায় মিবারেশ্বরের দীর্ঘ জীবন কামনা করিল। ঘন দামামা নির্ঘোষে দিগদিগান্ত কম্পিত হইল। মহারাণা বিশ্রামার্থ চিন্তাকুল চিত্তে নিজ শিবিরে এবং সর্দ্দার গণ ভবিষ্যৎ আয়োজনার্থ স্ব স্ব কর্ত্তব্যে যাত্রা করিলেন।

ধর্ম্ম বিধান

(২০)

অদ্য শুক্লাদশমীর উন্নতিশীল চন্দ্রদেব মৃদুতরঙ্গ পুলকিত মুরহর হ্রদের স্বচ্ছ সলিলে বিম্বিত হইয়া চূর্ণ কিরণোচ্ছ্বাসিত স্নিগ্ধ জ্যোতির্বিকীরণে তট সমবেত উৎসব পরায়ণা সূর্য্যবংশাঙ্ক লক্ষ্মীগণের চির ললামভূতা মোহিনী তনুশ্রী সম্বর্দ্ধিত করিতে এত প্রয়াসী কেন? পঞ্চম যোজিত বীণ ঝঙ্কার বিলম্বিত সহস্র সহস্র ললনা কণ্ঠ সঞ্জাত আগমনী সঙ্গীতোচ্ছ্বাসে, সে বিশাল মরু প্রান্তর, সে জড় জগৎ, স্থাবর, জঙ্গম, অটবী, ভূধর, আজ চৈতন্যোদ্দীপ্ত প্রতীয়মান হইতেছে কেন? ভগবান একলিঙ্গদেবের মন্দির সমক্ষে সহস্র সহস্র দিব্যাঙ্গনা পুষ্পমাল্য, যবশীর্ষ, দূর্ব্বা ও অপূর্ব্ব গ্রন্থিযুক্ত রক্ষাসূত্র হস্তে ভিন্ন ভিন্ন মণ্ডলে মঙ্গল গীতি আলাপে দশ দিক অমিয়সিঞ্চনে সঞ্জীবিত করিতে এত অগ্রহান্বিত হইবার কারণ? সূর্য্য চন্দ্র বংশীয় জীব ধন্য মহাপুরুষগণ আজ অষ্ট প্রহরণ সজ্জায়, রক্ত পুষ্পমাল্য শোভিত কণ্ঠে, ভৈরব রাগ সহযোগে জাতীয় সঙ্গীতালোচনায় আগ্রহ পরায়ণ কি জন্য? আজ রহিয়া রহিয়া সে উৎসব ময় হ্রদ তটের প্রান্ত প্রান্তান্তর ঘন দামামা নির্ঘোষে দুন্দুভিত হইতেছে কেন? সে মন্দিরাঙ্গণে কুসুম গ্রথিত কবরী, অঞ্জল কৃষ্ণ নয়না সহস্র সহস্র সূর্য্য চন্দ্র বংশীয় কুমারীগণ গন্ধ তৈলোজ্জলিত দীপ হস্তে একই মণ্ডলে গতি চাঞ্চল্যোৎপন্ন শিঞ্জিনীলম্বিত আগমনী সঙ্গীতে কাহার অভ্যার্থনা হেতু সমাগত?

তখন সে রাজকুটীরের সম্মুখভাগে দিগদিগান্ত উদ্ভাসিত করিয়া রক্তবর্ণ আলোক মালা লোহিত মণি মধ্য মেখলার ন্যায় পরিদৃশ্যমান

হইতেছিল। ক্রমশঃ ধীর গতিতে মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইল—মধ্যস্থলে রাজপুত মহারাণার ধর্ম্মপুত্র—অতিথি—অপূর্ব্ব গ্রথিত কুসুম রচিত উত্তরীয়, রক্ত চন্দন চর্চ্চিত স্নিগ্ধ প্রশস্ত বক্ষোপরে মনোরম শ্রী বিতরণ করিতেছিল ; মস্তকে, কর্ণে, কণ্ঠে, বাহুপরে, নয়নাভিরাম কুসুমালঙ্কার মালা—স্নিগ্ধ লাবণ্য জ্যোতিতে আত্মহারা দর্শকের হৃদয়ে সে মোহিনী ছবি অঙ্কিত করিতেছিল। সর্ব্বপ্রথম মিবারের রাজলক্ষ্মী পুণ্য শ্লোক মহারাণার সহধর্ম্মিনী ও রাজ সহোদর শক্ত পত্নী, প্রতাপের শিরোপরে রক্ষাসূত্র বন্ধন দ্বারা উৎসবের সূচনা করিলেন। তখন মিবারের উচ্চবংশীয় সীমন্তিনীগণ যবশীর্ষ, পুষ্প, দুর্ব্বা বর্ষণে সে দূরাগত রাজ অতিথিকে ধর্ম্ম বিধান মতে আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিলেন। তৎপরে সমসম্পর্কীয়া বয়ঃ কনিষ্ঠা ভামিনীগণ হস্তে বাহুতে মণিবন্ধে অসংখ্য রক্ষাসূত্র বন্ধন দ্বারা স্নেহ প্রকাশ করিলেন। তখন সে প্রজ্বলিত দীপ হস্তা, সুধাস্রাবী সঙ্গীতালাপ পরায়ণা কুমারী মণ্ডলী রাজধর্ম্ম পুত্রের চতুর্দ্দিক বারত্রয় প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক ক্ষিপ্রাঙ্গুলি সঞ্চালন দোলিত দীপ শিখা প্রভায় বহুবিধ বিস্ময়োদ্দীপক ক্রীড়া প্রদর্শন দ্বারা অতিথির মনোরঞ্জন করিলেন ; অবশেষে সৌভ্রাতৃক নিদর্শন—বাম হস্ত ধৃত দীপ শিখা দক্ষিণ হস্ত তালু দ্বারা স্পর্শ করণান্তর অতিথি বক্ষে তদোত্তাপ প্রদান দ্বারা সম্পদে বিপদে সমভাগিত্বের প্রতিজ্ঞা প্রকাশ করিলেন। তখন পুনরায় সমবয়স্কা ও বয়ঃ কনিষ্ঠা সীমন্তিনী গণ অগ্রসর হইলেন। সর্ব্বাগ্রে সেই পূর্ব্বপরিচিতা মহিমাময়ী শক্ত কন্যা যোধবাই ও শালুম্ব্রাধিপ তনয়া যমুনা কোঙার (যমুনা কুমারী,) উভয়ে সিন্দূর গর্ভ রত্ন কৌটক যুগল অনুপস্থিত ধর্ম্ম-ভ্রাতৃপত্নীর উদ্দেশে প্রদান করিলেন। তৎপরে সে লাবণ্য স্রোত মন্দির প্রদক্ষিণ দ্বারা—ভগবান একলিঙ্গ দেবকে ভ্রাতৃসম্পর্ক স্থাপনের প্রমাণ রক্ষা মানসে তদভিমুখে অগ্রসর হইল। তখন সেই অষ্টায়ুধধারী রাজপুরুষগণ অতিথিকে বেষ্টনপূর্ব্বক

অষ্টলৌহস্পর্শে ভগবান একলিঙ্গের সমক্ষে সম্পদে বিপদে রক্ষা করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলেন। সে মুহূর্ত্তে অকস্মাৎ মঙ্গলগীতি থামিল, সে কুমারী মণ্ডলীর দীপক্রীড়া বন্ধ হইল, মহিষী প্রমুখ মাতৃকল্পা সীমন্তিনীগণের মঙ্গলাচরণ স্থগিত রহিল—ধীরপদে একলিঙ্গের দেওয়ান হিন্দুসূর্য্য মিবারেশ্বর সে মন্দিরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। নিজ কটিবন্ধ হইতে নিষ্কোষ—তরবারি গ্রহণান্তর গম্ভীরে জ্ঞাপন করিলেন—বৎস! ভগবান একলিঙ্গের সাক্ষাতে রাজপুতের জীবনাপেক্ষা মূল্যবান, গরিষ্ঠ পৈতৃক সম্পদ এই হিন্দু সূর্য্য পূজিত তরবারি—দরিদ্র মেবারের-ধর্ম্মবিধান সম্মানিত পুত্রকে প্রদত্ত হইল।

প্রতাপ জানু ভূমে রক্ষাকরিয়া অবনত মস্তকে সে প্রাতঃস্মরণীয় চরণযুগল স্পর্শ করিলেন। মহারাণা ধর্ম্মপুত্রকে উঠাইলেন, সে তরবারি পুষ্পমাল্য রচিত উত্তরীয় প্রান্তে লম্বিত করিয়া দিলেন। প্রতাপ বিনম্র বচনে উত্তর করিলেন—

প্র। হিন্দু সূর্য্য! আজ যে মহাসম্মানে অযোগ্য সন্তান অভ্যর্থিত—তৎপ্রতিদান—যদি ভারতের অধীনতা তামসনাশী হিন্দুকুল সবিতার অলৌকিক দৃষ্টান্তের ক্ষীণ অনুকরণ প্রয়াসদ্বারা কার্য্যক্ষেত্রে প্রদর্শনক্ষম হইবার উপযুক্ত দিন ভগবান একলিঙ্গদেব অধমের অদৃষ্টে লিখিয়া থাকেন—তখন এ স্নেহ, এ মহাসম্মান, এ হিন্দু সূর্য্য সেবিত তরবারি প্রদানের অকিঞ্চিতকর প্রতিদান সম্পাদিত হইবে।

মহা। বৎস! তুমি দিল্লীতে প্রতিনিধিত্ব সূত্রে আগমন করিয়াছিলে, স্বীয় প্রতিভাবলে মোগল বাদসাহের দরবারে সম্মান, ক্ষমতা ও খেলায়ত প্রাপ্ত হইয়াছ; কিন্তু হায়! স্বদেশে প্রত্যাগত হইলে, সমৃদ্ধিপূর্ণ বঙ্গদেশের আবাল বৃদ্ধবণিতা সে সম্মান, ক্ষমতা ও খেলায়ত প্রাপ্তির সম্বন্ধে আনন্দোৎফুল্ল হৃদয়ে আলোচনা করিবে—আর যখন এ ধর্ম্ম—বন্ধনের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হইবে—তখন কোন্ নিদর্শন বলে সদুত্তর প্রদানে

সক্ষম হইবে? আজ মোগল পীড়নে রাজোয়ারা অর্থশূন্য, উর্ব্বর জনপদ সমূহ পরিত্যক্ত অবস্থায় শ্বাপদগণের ক্রীড়াভূমিতে পরিণত, আর দুর্গম মহারণ্য দুরারোহ গিরি শিখর এখন যোদ্ধাগণের শিবির ও রাজদুর্গরূপে মিবারের অধঃপতিত বংশধরগণকে এই হীন অবস্থায় আশ্রয় দানে চিরবিশ্বস্ততার আশু মহিমা প্রতিপন্ন করিতেছে। তবে—রাজপুতের গরিষ্ঠ সম্পদ, জীবন মরণের শেষ সহায়—স্বাধীনতার চিরসহচর এ হিন্দু সূর্য্য পূজিত তরবারি—যদি কখনও বঙ্গের অতুল সমৃদ্ধি পূর্ণ যশোহর রাজ্যে নশ্বর জগতের পারিজাত তরু—জাতীয় স্বাধীনতা—রোপণে বদ্ধপরিকর হইবার আকাঙ্খা জন্মে, তখন মোগল শোণিত সেচনের যন্ত্র স্বরূপ কার্য্যকর হইবে। সে দেবদুর্লভ তরুর পরিপোষণে সহায়তা করিবে।

প্র। হিন্দুকুল সবিতা! দ্রব্যের অভাবে আকাঙ্খা জন্মে ও তৎপ্রাপ্তিতেই পরিতৃপ্তি সাধিত হয়। অর্থ, অলঙ্কার, ভোগেচ্ছা—আমার বাংলায় অভাব নাই। সম্মান, সম্ভ্রম, খেলায়ত—সন্তানের পক্ষে, মোগল দরবারে মহারাজ বীরবল ও পৃথ্বীরাজ সাহায্যে সুলভ হইয়াছিল। কিন্তু হায়! যে মহারত্ন এ রাজোয়ারার প্রতি বালুকণায় ঔজ্জ্বল্য সম্পাদন করিতেছে—যদি বঙ্গের যাবতীয় সম্পদ বিনিময়ে তাহার আভামাত্র বিকাশ হয়—এ দাস প্রাণান্তপণেও তজ্জন্য প্রস্তুত। আর যদি কখনও ভবানী প্রসন্না হয়েন—হিন্দু সূর্য্য! আপনার স্নেহঋণ, ভবদীয় পবিত্র নামধারী সন্তান, পরিশোধার্থ হৃদয় শোণিত দানে তৃপ্তিলাভ করিবে।

মহারাণা শিরশ্চুম্বন দ্বারা আশীর্ব্বাদ করিলেন—তখন পুনরায় মঙ্গল গীতিধ্বনি শিঞ্জিনী ঝঙ্কারে সে বিগ্রহাশ্রয় মন্দির মৃদু কম্পিত হইতেছিল। মহারাণা প্রতাপের হস্তধারণ পূর্ব্বক বিগ্রহ সম্মুখে আনয়ন করিলেন। সে সুধাধারা পুনরায় থামিল।

মহা। পুত্র। এ ধর্ম্ম বিধানের নিদর্শন পিতার নিকট কি রাখিয়া যাইবে? আমার আকাঙ্খানুরূপ নিদর্শন পাইলে এ স্নেহঋণ শোধ হয়।

মহারাণা জামাতা পৃথ্বীরাজের মুখপানে চাহিলেন, পৃথ্বীরাজ বুঝিয়াছিলেন, তিনি মহারাণার আকাঙ্খা অবগত ছিলেন।

প্র। হায়! হিন্দু সূর্য্য! বঙ্গের নশ্বর ভাণ্ডারে এমন কোন্ মহারত্ন আছে যাহা আপনার অপার্থিব রত্নবিলসিত হৃদয়ে তৃপ্তি সাধনে সক্ষম?

সে মুহূর্ত্তে ধর্ম্ম পিতাপুত্রের ধর্ম্মপরায়ণা এক লোকললামভূতা তন্বীর ভ্রমর কৃষ্ণ নয়নে প্রতাপের হিন্দুসূর্য্যের নিকট উত্তর প্রত্যাশী নয়ন মিশিল। উভয়েরই দেহ ভার এক আপেক্ষিপ প্রবাহে কম্পিত হইল— নিমেষমাত্র। একজন মাত্র লক্ষ্য করিলেন—তিনি মহিমাময়ী যোধবাই, ধীরহস্তে যমুনা কুমারীর বাহুস্পর্শ করিলেন।

পৃ। ভ্রাতঃ! প্রতিজ্ঞা কর—মোগলের ঐশ্বর্য্য পূর্ণ প্রসাদ লাভাকাঙ্খায় বঙ্গীয় কুলমর্য্যাদা নওরোজের বাদসাহ পরীক্ষনী প্রদর্শনীতে প্রেরণ করিবেনা—এই নিদর্শন ধর্ম্মপিতা তদীয় পুত্রের নিকট প্রত্যাশা করেন।

প্র। রাজন্! হিন্দু সূর্য্যরশ্মি সংসর্গে হৃদয়ের অন্ধকার আজ দূরীভূত— বুঝিলাম—মোগলের কৌশলময় প্রসাদের অর্থ—নবাবজিত বঙ্গরাজ্যের মোগল সম্রাজ্যের ভিত্তির দৃঢ়ীকরণ ও তত্পলক্ষে বঙ্গীয় ললনাগণের ব্রীড়াসঙ্কুচিত কুলমর্য্যাদা গ্রাসেচ্ছা ব্যতীত অন্য কিছুই নহে।—তন্মুহূর্ত্তে পুনরায় প্রতাপের দৃষ্টি যমুনা কুমারীর পানে পড়িল—সে কারুণ্য স্নিগ্ধ কৃষ্ণতার নয়নে অভিনিবিষ্ট দৃষ্টি কি জন্য? মুহূর্ত্তমাত্র—সে চিন্তা ক্ষণ প্রভাচমকতুল্য লয় হইল। ধীরপদে বিগ্রহ সম্মুখে অগ্রসর হইলেন—সে পূতদেব বিগ্রহস্পর্শে প্রতিজ্ঞা করিলেন—

প্র। পিতঃ! সন্তানের অন্তরে ভবানী সাক্ষী ও প্রত্যক্ষে ভগবান

একলিঙ্গ স্পর্শে প্রতিজ্ঞা করিলাম—বঙ্গের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হইবার পূর্ব্বে এ দীন সন্তানের আত্মা তদীয় পরলোকগত পিতৃপুরুষগণের শান্তিপূর্ণ লোকে আশ্রয় গ্রহণ করিবে।

মহারাণা প্রতাপকে বারংবার আলিঙ্গন করিলেন—সে বিশালচক্ষে করুণা ঝরিল। তখন সে সমবেত রাজপুরুষবৃন্দ, সে সীমন্তিনীগণ, সে সমবয়স্কা কামিনীকুল, সে কুমারী মণ্ডলী ভৈরবে কোমলে অপূর্ব্ব মিশ্রতানে, আয়ুধ ও শিঞ্জিনীর মিশ্রলয়ে মঙ্গলগীতি গাহিলেন। সে পূর্ণোৎসব সময়ে দুইজন কার্য্যান্তরে ব্যাপৃত ছিলেন—একজন যমুনা-কোঁয়ার ও অন্তজন যোধবাই। যমুনাকুমারী বিগ্রহ পশ্চাতে অর্দ্ধমূর্চ্ছিত অবস্থায় পতনোন্মুখ হইলে, যোধবাই নিজ ক্রোড়ে ধারণ করেন। কোমল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করিলেন—যমুনে! কি হইয়াছে? চল উৎসবে যোগদান করিবেনা?

য ' এরূপ দৃঢ় প্রতিজ্ঞা, এরূপ মর্ম্মোচ্ছ্বাসী বাক্য পরম্পরা, এরূ প অনিন্দ্য সুন্দর বীরাকৃতি ভারতে জ্যেষ্ঠতাত ব্যতীত দ্বিতীয় আছে, বিশ্বাস ছিল না।

যোধবাই দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িলেন—প্রকাশ্যে বলিলেন—যমুনে! অসম্ভব। যমুনা মর্ম্মে বুঝিল, যোধবাইয়ের সাহায্যে মন্দির নিষ্ক্রান্ত হইল ও সেই উৎসবকারিনীগণ প্রবাহে মিশিল। যোধবাই সমক্ষে পুনরায় বলিল—দিদিয়া! হিন্দু সূর্য্যের পক্ষে স্বাধীনতা পূজা কঠোর হইলেও যে রূপ নিশ্চিত সম্ভব—তৎসন্তান চন্দাবৎ কুমারীর পক্ষে হৃদয়ের আকাঙ্খিত দেবার্চ্চনা ও নিশ্চিত সম্ভব না হইবে কেন? যোধ-বাই নিরবে দৃঢ় হস্তে যমুনাকে ধরিলেন—কোন উত্তর দিলেন না। তখন অনতিপূর্ব্বে রাজ পুরুষগণ পরিবেষ্টিত মহারাণা সমভিব্যহারে প্রতাপ রাজ কুটীরাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন।

পূণ্য ক্ষেত্র

(২১)

হিন্দু জগতের পারত্রিক সাধনার কেন্দ্র ভূমি বারাণসী নগরী অতি প্রত্যুষে "হর হর বিশ্বনাথ" ধ্বনিতে জাগরিত হইতেছিল--সে বিচিত্র শ্রেণী শৃঙ্খলাবস্থিত সৌধ মন্দির ধ্বজ পতাকা ও দেবালয়ের ঘনমিশ্র-ণোৎপন্ন মোহিনী ছবি সানুদেশ প্রবাহ মানা পূণ্যতোয়া পতিতোদ্ধারিনীর মন্থর গতি নীলাম্বু হৃদয়ে প্রতিফলিত হইয়া আদর্শের সহিত এই দ্বিতীয় বৈকুণ্ঠের ঘনিষ্ঠ পারত্রিক সম্বন্ধ প্রতিপন্ন করিতেছিল। সে অনন্ত সোপাণমালা পুণ্যপ্রয়াসী মানব নিক্ষিপ্ত বিবিধ বর্ণের পুষ্পশোভায় করুণাময়ী জহ্নুতনয়ার গাঢ়নীলাম্বর বেষ্টনে, বর্ণ বৈচিত্র্যোজ্জ্বল রত্ন খচিত মেখলার ন্যায় পরিদৃশ্যমান। অগণিত পুণ্যকামী নরনারী, সে ত্রিতাপ-হারী সলিলে অবগাহণান্তর পূর্ণ তাণ্ডব সহকারে, পূতস্তোত্র পাঠে ভগবান বিশ্বেশ্বরের মহিমা কীর্ত্তন দ্বারা স্ব স্ব শিবলোক গতি সুগম করণাশয়ে একাগ্রচিত্ত। লক্ষ লক্ষ হিন্দু কুলাঙ্গনা বিশ্বপাতা রুদ্রদেবের ক্ষুদ্র বৃহৎ অগণিত প্রতিষ্ঠা সংকল্পিত বিগ্রহ শিরে তণ্ডুল কণা ও কমণ্ডলু ও ভৃঙ্গা-রিত গঙ্গাম্বু সিঞ্চনে পারলৌকিক পরিত্রাণার্থ পুণ্য সঞ্চয়ে যত্নশীলা। দেবাদিদেব বিশ্বনাথের অসংখ্য ঘন্টাধ্বনি শব্দিত স্বর্ণ শিখর বিশাল মন্দির, পবিত্র দেহ উপাসক ও দর্শনাকাঙ্ক্ষীগণের ঘন গণ্ডবাদ্যে তাণ্ডবিত হইতেছিল। সম্মুখবর্ত্তী ভগবতী অন্নপূর্ণা দেবীর মন্দির প্রাঙ্গণে তীক্ষ্ণ বিষাণ বৃষঘ নিচয় বিল্বপত্র ও তণ্ডুল কণা সেবনে স্ব স্ব উত্তরাধিকার অক্ষুন্ন রাখিয়াছিল। -- তার দ্বার দেশে গজেন্দ্র বদন, লোহিত বপু, পুর্ণোদর চুণ্ডীরাজ পিতৃ মাতৃ চরণামৃত প্রার্থীগণের যোড়—

শোপচার পূজা সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ দ্বারা চিরবালকত্বের পরিচয় প্রদানে হৃষ্ট চিত্ত।

সবেমাত্র সূর্য্যদেব লোহিত দেহে সুরত রঙ্গিনীর বিপরীত সৈকতে দেখা দিতেছিলেন—এমত সময় ভীম কামান গর্জ্জনে দিগদিগান্ত, সে মন্ত্রোচ্চারী মানব সজীব নদীগর্ভ, সে বৈকুণ্ঠ ছবি পুণ্যক্ষেত্র, সে অগণিতবিগ্রহ সমাকুল দেব মন্দির ঘন কম্পনে কম্পিত হইল। অনতিবিলম্বে দূর প্রসারী দ্রবময়ী সৈকতে হস্তী, অশ্ব, অশ্বারোহী, পদাতিক, ভারবাহী যানবাহন কাতারে কাতারে নিজ নিজ অবস্থান নির্দ্দেশ দ্বারা দ্বিতীয় নগর কল্পিত করিল। তখন একে একে সে পুণ্য স্রোত বহমান জাহাজ, নৌকা, ছিপ, মন্থর গতিতে সে নব উপনিবেশ সন্নিধানে নঙ্গর করিতেছিল। ক্ষণ বিলম্বে শত শত তাম্বু, কাণাত শ্রেণী শৃঙ্খলা সহকারে প্রতিস্থাপিত হইল ; সর্ব্ব মধ্যস্থলে সুবর্ণ কলস শীর্ষ বিশাল রক্তবর্ণ শিবির চূড়ায় যশোহরের রাজচিহ্ন খড়্গ চর্ম্মাঙ্কিত পঞ্চ-রঙ্গিন নিশান মলয় হিল্লোলে তরঙ্গায়িত হইতেছিল। শিবিরাভ্যন্তরে প্রতাপ, পৃথ্বীরাজ, শঙ্কর, সূর্য্যকান্ত, মদন ও সুন্দর কথোপকথনে ব্যস্ত ছিলেন।

প্র। রাজন্! মহারাজা বীরবলের আত্মার চিরশান্তি লাভার্থ, অদ্যাই পুণ্যক্ষেত্রে সন্তানের কার্য্য সাধন দ্বারা, তদীয় স্নেহ ঋণ যৎকিঞ্চিত পরিশোধের একান্ত বাসনা জন্মিতেছে। এ বিষয়ে মহিমাময়ী ধর্ম্মভগ্নীর সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে, এক্ষণে আপনার অনুমতি ও বন্ধুবর্গের অনুমোদন সাপেক্ষ।

পৃ। প্রতাপ! তোমার এ যুক্তি কার্য্যতঃ সমর্থন করিতে ইচ্ছা করি। উভয়েই সম পরিমাণে সে উদার হৃদয় মহাপ্রাণ রাজপুরুষের নিকট অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ সুতরাং তদীয় অতীত আত্মার তৃপ্তি সাধনার্থ, এ পুণ্য ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত আয়োজনের ব্যবস্থা করা বিধেয়।

শ। মহারাজা বীরবল শক্তি উপাসক ছিলেন, এ জন্য আমার বিবেচনায় ভগবতী চতুঃষষ্টিযোগিনী দেবীর মন্দির প্রাঙ্গণে আয়োজনই প্রশস্ত বোধ হয়।

সু। ভিন্ন ব্যক্তি প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ সমক্ষে নিজ সংকল্পিত ক্রিয়া সাধন ফলোৎকর্ষ নাশক না হইলেও সম্যক প্রশস্ত নহে।

ম। বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা পূর্ব্বক তৎসন্নিধানে প্রেতকৃত্য সমাপণে দোষ কি ?

এ বিষয় নির্দ্ধারণার্থ পৃথ্বীরাজ শঙ্করকে অনুরোধ করিলেন। প্রতাপ ধীর স্বরে সুরয সহায়কে আহ্বান করিলেন।

প্র। ভাইজি! দিদিরাজ সমীপে আমার কিছু নিবেদন আছে, তাঁহার অবকাশ অপেক্ষা।—এমত সময়ে সেই অসংখ্য সৈনিক শ্রেণী মধ্যে ঘোর কোলাহল উত্থিত হইল, সকলে কারণানুসন্ধানার্থ শিবির সম্মুখ ভাগে অগ্রসর হইলেন :

প্র। কান্ত! এ বিশৃঙ্খলা দূর জন্য তুমি স্বয়ং ও সুন্দর উভয়ে অবিলম্বে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য।—তখন সূর্য্যকান্ত ও সুন্দর সে বাদসাহী সনন্দ সংগৃহিত দ্বাবিংশতি সহস্র মিশ্র সৈন্য কোলাহল মধ্যে দ্রুত অগ্রসর হইলেন।

শ। মহারাজ! (শঙ্করের এই প্রথম মহারাজ সম্বোধন) সনন্দ লব্ধ রাজ্যের শাসন সৌকর্য্যার্থ সংগৃহিত এ সমস্ত ভিন্ন জাতীয় সৈনিকগণকে উপযুক্ত শাসনাধীন না রাখিলে, গন্তব্য পথিমধ্যে নানা প্রকার বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হইতে পারে।

প্র। মদন! অশ্বারোহী সর্দ্দার মুরাল্যা খাঁ ও মাহীউদ্দীন ও পদাতিক রেশেলদার ধুলিয়ান বেগকে হাজির হইবার অনুজ্ঞা জ্ঞাপন কর। সর্ব্বাগ্রে রসদ মাওয়ালী বয়াজিদ হাজারীকে আমার হুকুম জানাইবে।

পৃ। প্রতাপ! এই উচ্ছৃঙ্খল সৈনিকগণ পরস্পরের প্রাধান্য স্থাপন মানসে কলহ সৃষ্টি করে, অতএব ইহার সম্যক ব্যবস্থা না হইলে ভবিষ্যতে নানা বিপদের সম্ভাবনা।

প্র। রাজন্! আপনার অভিপ্রায়ানুযায়ী একটি নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা অদ্যই বিহিত হইবে।—এমত সময়ে সূর্য্যসহায় নিবেদন করিলেন—বাইজী কোঙার স্মরণ করিয়াছেন; প্রতাপ ও পৃথ্বীরাজ উভয়েই যোধবাই সমক্ষে উপস্থিত হইলেন।

যো। ভাইজি! আমার অবকাশ অনবকাশে তোমার প্রয়োজন? প্রতাপ বিনীতভাবে মহারাজ বীরবলের প্রেতকৃত্য সম্বন্ধে নিবেদন করিলেন।

যো। আমার বিবেচনায় ভগবতী চতুঃষষ্টিযোগিনী দেবী সম্মুখে আপনার ইষ্টদেবমূর্ত্তী প্রতিষ্ঠা ও ভাগীরথীগর্ভে ঘাট নির্ম্মাণদ্বারা তথায় এ কার্য্য সমাধান হইলে সর্ব্ব বিষয়ে প্রশস্ত হয়।

পৃথ্বীরাজকে সম্বোধন পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন।—

যো। যদি অনুমতি হয় এস্থানে একটি ঘাট নির্ম্মিত হইলে, আমি ও সে মৃত মহাত্মার উদ্দেশে তর্পণাদির দ্বারা আপনাদের কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশে সমর্থ হই।

প্র। এ কর্ত্তব্য আমার, আমিই ইহার ভার লইতে প্রার্থনা করি।

তখন পৃথ্বীরাজ ও প্রতাপ উভয়ে শিবির দেওয়ানে যাত্রা করিলেন, প্রত্যাগত শঙ্কর নিবেদন করিলেন—

শ। মাহীউদ্দিন, নুরুল্যা খাঁ, বয়াজিদ মাওয়ালী ও খুলিয়ান বেগ হাজির আছেন।—ইঙ্গিতে সূর্য্যকান্ত, মদন ও সুন্দর সমভিব্যাহারে সেনাপতিগণ জানু ভূমে রক্ষা করিয়া অবনত মস্তকে অভিবাদন পূর্ব্বক

শিবিরে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রতাপ যথারীতি আসন গ্রহণের অনুমতি প্রদানান্তর জিজ্ঞাসা করিলেন—

প্র। বৃদ্ধ খাঁসাহেব! তোমার সৈন্যদলের মধ্যে বিশৃঙ্খলা ও কোলাহলের কারণ?

মু। মহারাজ! অবগত আছেন যে, সৈন্যাবস্থানের সম্মুখবর্ত্তী দক্ষিণাংশে অধীনের সওয়ার পায়েগা স্থান প্রাপ্ত হইবে। সে হুকুমের বিপরীত আচরণ দ্বারা মাহীউদ্দিন এই বর্ত্তমান নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়াছেন। এবং সেই সূত্রাবলম্বনে ধুলিয়ানবেগ নিজাধীন পদাতিক সৈন্য সম্মুখ প্রদেশে স্থাপন করিতে প্রয়াসী।

প্র। বয়াজিদ মাওয়ালি! তোমার কোন বক্তব্য আছে?

ব। মহারাজ! আমার অধীনস্থ ভারবাহী হস্তী, অশ্ব, যান, বাহনাদি ইতস্তত: অবস্থান করিতেছে, নিজবিবেচনানুরূপ অবস্থান নির্দ্দেশ দ্বারা বিশৃঙ্খলা উৎপাদন অপেক্ষা রাজাদেশ প্রতীক্ষা শ্রেয়: মনে করিয়াছিলাম।

প্র। বহুত্ খুব! মাওয়ালি! তোমার রসদ বিভাগ অদ্য হইতে রাজসহচর মদনের তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হইবে। তাঁহার আদেশানুযায়ী কার্য্য করিলে সন্তুষ্ট হইব। ধুলিয়ান বেগ! তোমার অধীনস্থ উজবেগ তীরন্দাজগণ সমদ্বিভাগে বিভক্ত হইয়া দক্ষিণাংশ তোমার নিজাধীনে ও বামাংশ তোমার পুত্র মোয়াজিমের অধীনে চালিত হইবে। তীরন্দাজ সৈন্যের সেনাপতিত্ব অদ্য হইতে ত্রিপুরাতনয় সুন্দরের প্রতি অর্পিত হইল। তদীয় বিধানমতে বিধিবদ্ধ হইবে। বৃদ্ধ খাঁসাহেব ও মাহীউদ্দিন! তোমরা অদ্য হইতে প্রধান সেনাপতি রাজবন্ধু সূর্য্যকান্তের অধীনে নিয়ন্ত্রিত হইলে। এতদ্ভিন্ন সমস্ত পায়েগা, তীরন্দাজ, পদাতিক, রসদ প্রধান সেনাপতির নির্দ্দেশানুসারে অবস্থাপিত, চালিত, দণ্ডিত ও পুরস্কৃত হইবে।—তখন নকীব উচ্চকণ্ঠে জ্ঞাপন করিল—

গুহকুল ভূষণ সূর্য্যকান্ত অদ্য হইতে প্রধান সেনাপতি পদে বরিত হইলেন। রাজপ্রসাদ গ্রহণে অগ্রসর হউন। সূর্য্যকান্ত জানুযুগল ভূমে রক্ষা করিয়া বুকে হাত বাঁধিয়া অবনত মস্তকে রাজসমক্ষে স্বীয় নিষ্কোষিত অসি চুম্বনান্তর রক্ষা করিলেন। ধীরস্বরে নিবেদন করিলেন।—

সূ। মহারাজ! পুণ্যক্ষেত্রে ভাগিরথীতটে প্রতিজ্ঞা করিতেছি, অদ্য হইতে যে কার্য্যভার অধীনের প্রতি অর্পিত হইতেছে—জীবনান্তেও তাহার অপব্যবহার হইবে না।

প্র। কান্ত! অদ্য হইতে যশোহর রাজ্যের সেনাপতি পদে বরিত হইলে। আশাকরি স্বীয় মহৎবৃত্তির পরিচয়প্রদানে সৈনিক ও প্রজা সাধারণের প্রীতিভাজন হইতে সক্ষম হইবে।

তখন বারত্রয় উন্মুক্ত তরবারির পার্শ্বদেশ নব সেনাপতির মস্তকে স্পর্শ করাইলেন এবং তদীয় কটিবন্ধে পরাইলেন। সূর্য্যকান্ত চিরাশ্রয় দানজ্ঞাপক রাজকীয় প্রসারিত বামহস্ত চুম্বনদ্বারা বিশ্বস্ততা জ্ঞাপন করিলেন।

তখন নকীব পুনরায় উচ্চকণ্ঠে জ্ঞাপন করিলেন—সর্দ্দার ধূলিয়ান বেগের জ্যেষ্ঠ পুত্র মোয়াজিম বেগ রাজসমক্ষে বিশ্বস্ততা জ্ঞাপন করুন।

মোয়াজিম যথারীতি অগ্রসর হইলেন—জানুযুগল ভূমে রক্ষাকরিয়া অবনত মস্তকে বুকে হাত বাঁধিয়া নিষ্কোষিত তরবারি চুম্বনান্তর রাজচরণ প্রান্তে স্থাপন পূর্ব্বক বাষ্পাবেশিত কণ্ঠে নিবেদন করিলেন—

মো। রাজরাজেশ্বর! আপনার মহত্তাশ্রয়ে দীন যে সম্মানে আজ সম্মানিত, কার্য্যক্ষেত্রে প্রমাণ দ্বারা সে সম্মান রক্ষার উপযুক্ততা প্রতিপালনে অধীন পশ্চাদ্‌পদ হইবেক না।

প্রতাপ তরবারি প্রত্যর্পণ করিলেন—মোয়াজিম মস্তক স্পর্শ করণান্তর কোষমধ্যে রক্ষা করিলেন। রাজপরিচ্ছদাগ্রে চুম্বন পূর্ব্বক গাত্রোত্থান করিলেন। তখন একে একে মদন ও সুন্দর রাজসমক্ষে

নবনিয়োগানুযায়ী বিশ্বস্ততা স্থাপন করিলেন—তৎপরে অন্যান্য সেনানায়কগণ।

পৃ। রাজবন্ধু! আপনার সৈন্যমণ্ডলী অবস্থান ও পরিচালন সম্বন্ধীয় ব্যবস্থা রাজসমক্ষে নির্দ্দেশিত হইলে—কার্য্যান্তর প্রয়োজন হেতু অবকাশ প্রাপ্ত হওয়া যাইতে পারে।

সূ। অবস্থান সময়ে সুরুল্যাখাঁর অধীনস্থ পায়েগা সম্মুখবর্ত্তী দক্ষিণাংশে ও মাহীউদ্দীনের পায়েগা বামাংশে, তৎপশ্চাদ্দেশে বয়াজিদ হাজারির রসদাদি স্থান প্রাপ্ত হইবেক। সর্ব্বপশ্চাতে ধূলিয়ান্ ও মোয়াজিমের তীরন্দাজগণ দক্ষিণ ও বামাংশে স্থান প্রাপ্ত হইবেক। পরিচালন সময়ে ধূলিয়ান সর্ব্বাগ্রে, তৎপশ্চাৎ মাহীউদ্দিন; মধ্যস্থলে রসদ মাওয়ালী বয়াজিদ্, তৎপরে খাঁসাহেব ও সর্ব্বপশ্চাতে মোয়াজিম অগ্রসর হইবেন। নিয়োগ সময়ে খাঁসাহেব দক্ষিণে, মাহীউদ্দীন বামে, উভয় পার্শ্বদেশে যথাক্রমে ধূলিয়ান ও মোয়াজিম রক্ষা করিবেন এবং বয়াজিদ্ মাওয়ালী সর্ব্বপশ্চাতে।

পৃ। রাজবন্ধু! আপনার ব্যবস্থা সর্ব্বান্তঃকরণে অনুমোদন করি। ভবিষ্যতে সর্ব্ববিধ মিশ্রনোৎপন্ন একজন স্বতন্ত্র রসদ রক্ষক নিযুক্ত করিলে আরও সুবিধা হইবে।

তখন শিবির দেওয়ান ভঙ্গ হইল। প্রতাপ, পৃথ্বীরাজ ও শঙ্কর পরস্পর কথোপকথনে।

প্র। এক্ষণে উভয়ত্র ঘাট নির্ম্মাণ ও জগদীশ্বরী ভদ্রকালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠাজন্য উপযুক্ত আয়োজন অবিলম্বে বিধেয়। বন্ধু! এসম্বন্ধে বারাণসী ধামস্থ প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও অধ্যাপক মণ্ডলীর অনুমতি, বিধানও গ্রহণ কর্ত্তব্য। আশাকরি পঞ্চম দিবসে সমাধান্তর শিবির উঠাইতে পারিব।

পঞ্চম দিবস

(২২)

আজ অতি প্রাতঃকালে সে সৈন্যাবস্থানের সম্মুখবর্ত্তী ভাগিরথী গর্ভ প্রসারিত মনোরম নবনির্ম্মিত সোপাণ শ্রেণী বিস্তারের উভয় পার্শ্বে দিব্যাভরণ ভূষিতা রাজপুত রমনীগণ বহুবিধ পুষ্পমাল্য ও খাদ্য সম্ভার পূর্ণ-হস্তে মঙ্গলাচরণার্থ জহ্নুতনয়ার পূত সলিলাভিমুখে অগ্রসর হইতেছিলেন। সর্ব্বমধ্যস্থলে মহিমাময়ী শক্তকন্যা যোধবাই সস্বামিকা, ঘটোৎসর্গ-হেতু মন্ত্রোচ্চারণ পরায়ণা। দূরাগত নহবতের শ্রুতিমধুর ঝঙ্কারে রহিয়া রহিয়া সমীরণ প্রবাহ পুলকিত তরঙ্গে দিগ্‌দিগান্তে ছুটিতেছিল। সহস্র সহস্র পঞ্চরঙ্গীন পতাকা শোভিত নৌ-সেতু প্রসার সুরতরঙ্গিনী নীলাম্বর বেষ্টনে অপূর্ব্ব মেখলাভরণ কল্পিত করিয়াছিল। সে নৌসেতুবক্ষে শত শত পবিত্রীকৃত দেহ দ্বিজেন্দ্রবর্গ পূত মন্ত্রোচ্চারণে উৎসর্গকারিণীর অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয়ের আশীর্ব্বাদ করিলেন। সস্বামিকা উৎসর্গকারিণী আকণ্ঠ সলিলাবগাহন পূর্ব্বক রাজঘাট নামকরণ দ্বারা পরলোক গত হিতৈষী রাজাবীরবলের উদ্দেশ্যে শান্তি তর্পণাদি সমাধা অন্তে বহুতর সবৎসাগাভী, সুবর্ণ রজত নির্ম্মিত জলাধার, স্বর্ণমুদ্রা, পট্টবস্ত্র প্রভৃতি ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত মণ্ডলীকে দান করিলেন। তখন সে মন্ত্রোচ্চারী ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতগণ পূর্ণপ্রাণে উচ্চকণ্ঠে চিরায়ুষ্মতিত্বের আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন পূর্ব্বক সামগীতিধ্বনিতে গঙ্গাবক্ষ বিহারী বায়ুস্তর আলোড়িত করিয়া ভগবতী চতুঃষষ্টিদেবীর মন্দিরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন।

অকস্মাৎ সে দূরপ্রসার সৈন্যাবস্থানের প্রান্তান্তর হইতে গুরুগম্ভীরে একাধিক শতবার তোপধ্বনি হইল; সে বিস্তীর্ণ সৈকত ভূমির মধ্যে বিশাল দেহ রজতদণ্ড শিখরে অসিচর্ম্মাঙ্কিত পঞ্চরঙ্গীন নিশান উড়িল;

রাজপুত ও বঙ্গীয় রক্ষকগণের হর হর মহাদেও, মিশ্রিত কালী কালী শব্দ বিপুল জয়ধ্বনি সহযোগে নিনাদিত হইয়া সে বহু বিস্তীর্ণ সৈন্যাবস্থান, সে দূরপ্রসারী বালুকাময় সৈকত, সে নীলিমাময় নৌসেতুমেখলিত গঙ্গাম্বুবিস্তার, সে মহাজনতা সংক্ষুব্ধ তটান্তরাবস্থিত পুণ্য ক্ষেত্রস্থ ঘাট সমূহের অন্তহীন সোপান; ঘাটশীর্ষস্থ সৌধ, মন্দির, দেবালয় এক অননুভূতপূর্ব্ব কম্পনে ভগবান রুদ্রদেবতা বিশ্বনাথ কর্ত্তৃক বারাণসী সৃষ্টির অতীত স্মৃতি স্মরণ করিল। বহুকাল পরে সাগরোদ্দেশ বাহিনী অন্তর্যামিনী শৈলসুতা যেন বিজয়বাদ্যলয়িত বীচিনর্ত্তনে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠাকল্পী, অতীত কৃত্যকামী, নৌসেতু বক্ষাগ্রসারী বিজাশীষ-নম্রশির, বন্ধু চতুষ্টয় পরিবৃত, সধর্ম্মভ্রাতৃক স্বামী প্রতিবাসী রাজপুত্রকে সর্ব্বার্থসফলতার পূর্ণাশীর্ব্বাদ প্রদান পূর্ব্বক যথাসম্ভব সত্বরে সহযাত্রী হইবার অনুরোধ জ্ঞাপন করিতেছিলেন। প্রতাপ বন্ধুচতুষ্টয়ের সহিত নব নির্ম্মিত চতুঃষষ্ঠী দেবীর ঘাটে অবগাহনান্তর সোপান বক্ষোপবিষ্ট অগনিত ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত মণ্ডলীর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। তখন সে দ্বিজসঙ্কুল পুণ্য তট প্রান্ত হইতে সৌম্য মূর্ত্তি প্রসিদ্ধ কামদেব তর্পণ মন্ত্রোচ্চারণ দ্বারা প্রতাপের সহায়তা করিলেন।

প্র। পিতৃকল্প রাজা বীরবলের প্রেতাত্মার মুক্তিকামনায় সমাগত ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত মণ্ডলী দাসের প্রতি প্রসন্ন হউন।

সে সমবেত ব্রাহ্মণগণ একবাক্যে তদীয় দীর্ঘ জীবন ও অক্ষয় কামনা করিলেন। তৎপরে অসুরমর্দ্দিনী ভদ্রকালী মূর্ত্তি যথারীতি অষ্টাদশ যাজ্ঞিকাহূত হোম সহকারে অধ্যাপক মণ্ডলীর নির্দ্ধারিত প্রণালীতে প্রতিস্থাপিত করণান্তর তৎসমক্ষে মৃত মহাপুরুষের প্রেতকৃত্য সম্পাদন করিলেন। তখন প্রভূত পরিমাণ স্বর্ণ, জলপাত্র, তাম্বুলাধার, রৌপ্য, সবৎসা ধেনু, পট্টবস্ত্র, শস্য প্রভৃতি উপস্থিত ব্রাহ্মণ ও যাজ্ঞিকগণ মধ্যে বিতরিত হইল। অধ্যাপক ও পণ্ডিত সমাজ আশাতিরিক্ত উচ্চবিদায়ে

মুহুর্মুহু আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিলেন। দরিদ্র ও ভিখারীগণ ভূরি পরিমাণে খাদ্য সম্ভার, প্রচুর পরিধেয় বস্ত্র ও অযাচিত অর্থ সংগ্রহ পূর্ব্বক ঘন জয়ধ্বনি সহযোগে যশোহর রাজের দীর্ঘজীবন ও অক্ষয় যশ—ঘোষণা করিল। পুণ্যক্ষেত্রস্থ যাবতীয় ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিত মণ্ডলী মন্দির প্রাঙ্গণে ভূরিভোজনে পরিতৃপ্ত হইলেন আশীর্ব্বাদ করিলেন—যেন এই নবপ্রতিষ্ঠিত ঘাট পুণ্যক্ষেত্র বারাণসীর মর্ত্তাবস্থান পর্য্যন্ত অভগ্ন ও অক্ষুন্ন বিদ্যমান থাকে। সে বহু বিস্তীর্ণ পুণ্যধামস্থ যাবতীয় দেব মন্দিরোদ্দেশে প্রেরিত পূজোপকরণ, স্বর্ণ নির্ম্মিত শৃঙ্গার মূর্ত্তি, হেম দক্ষিণা, বস্ত্র ও খাদ্যসম্ভার যথাযোগ্যস্থানে উপস্থিত হওয়ায় নগরময় ক্ষুদ্র বৃহৎ নির্ব্বিশেষে অগন্য দেবালয়োত্থিত বিপুল ঘণ্টা ও আশীর্ধ্বনির মিশ্রকোলাহল দিগদিগান্ত প্লাবিত করিতেছিল। তখন একে একে যাজ্ঞিকগণ বহুমূল্য দ্রব্যসম্ভার ও অপ্রাপ্তপূর্ব্ব দক্ষিণাদি গ্রহণান্তর বিদায় হইতেছিলেন। সর্ব্বশেষে—প্রতাপ সে সাধক শ্রেষ্ঠ কামদেব সাধুকে অভীপ্সিত প্রার্থনা জন্য যুক্তকরে অনুরোধ করিলেন। সে সংসার বিরাগী মহাপুরুষের ভেদাভেদ জ্ঞানহীন সমুদ্রতুল্য গভীর হৃদয় আজ প্রতাপের মর্ম্মান্তিক আকিঞ্চণে সংক্ষুব্ধ হইল, নয়নপ্রান্তে হিমবিন্দুবৎ আসার সঞ্চিত হইল—হায়! মানসিক শক্তি বিকাশে মনুষ্য দেবত্ব প্রাপ্ত হইলেও, এ নর-জাগতিক বিধানের বহির্ভূত নহে। মুহূর্ত্তজন্য—পরক্ষণে অবিচলিতস্বরে বলিলেন—রাজন্! এ জগতে আমার আকাঙ্খানুরূপ দ্রব্য আজি ও মিলিল না ত?

প্র। মহাপুরুষ! এ জগতে আপনার আকাঙ্খিত দ্রব্যের অসম্ভব হইলেও আপনার কেহ নাই কি, যাহার ইহলৌকিক স্বার্থে প্রয়োজন আছে।—পুনরায় সে সৌম্য কপোল প্রদেশে চাঞ্চল্য লক্ষিত হইল।

কা। একজন বর্ত্তমান—যাহার প্রতি পিতার কর্ত্তব্য অসম্পূর্ণ আছে।

প্র। সে কর্ত্তব্য পুরণের অনুজ্ঞা দাসের প্রতি অর্পিত হইলে কৃতার্থ হইব।

কা। বলদেব শাস্ত্রীর অধ্যাপনাগারে লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় নামক জনৈক যুবকের সাক্ষাত পাইবা—আমার অসম্পুর্ণ কর্ত্তব্য ভার গ্রহণেচ্ছা প্রবল হইলে তাহাকে প্রতিপালন দ্বারা সে কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিতে পার।—কামদেব যথারীতি অভ্যর্থিত ও ভবিষ্যৎ সাক্ষাতের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া বিদায় প্রাপ্ত হইলেন।

প্র। বন্ধু! ঐ যুবককে অবিলম্বে আনয়নের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

শ। বলদেব শাস্ত্রী এখানে উপস্থিত আছেন; যদি অভিপ্রেত হয়, তাঁহার নিকট অনুসন্ধান লইলে সমস্ত বিদিত হওয়া যায়।

শঙ্কর ক্ষিপ্রগতিতে সে অধ্যাপক মধ্যে প্রবেশান্তর শাস্ত্রী ও লক্ষ্মীকান্ত সবভিব্যাহারে প্রত্যাগত হইলেন। প্রতাপ শাস্ত্রীকে যথোচিত অভ্যর্থনা পূর্ব্বক জিজ্ঞাসা করিলেন—

প্র। আপনার অধ্যাপনাগারে লক্ষ্মীকান্ত গঙ্গোপাধ্যায় নামে জনৈক বিদ্যার্থী ব্রাহ্মণ যুবক আছেন বোধ হয়?

ব। এই যুবকের নামই লক্ষ্মীকান্ত। এক্ষণে মহারাজের অভিপ্রায়।

প্র। ইনি মহাশয়ের নিকট কোন্ কোন্ বিদ্যা শিক্ষা করিয়াছেন?

ব। এই যুবক রাজস্বনীতি, অর্থব্যবহার, রাষ্ট্রসংহিতা প্রভৃতিতে উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, এক্ষণে পুরাণাদি পাঠে নিযুক্ত আছেন।

প্র। ইঁহার পূর্ব্ব পরিচয় জ্ঞাত আছেন কি?

ব। সাধক চূড়ামণি কামদেবের পুত্র। জন্ম মুহূর্ত্তে মাতৃবিয়োগ হয়। পিতা ঈশ্বর হস্তে সদ্যোজাত সন্তানকে অর্পণান্তর সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। কালক্রমে নিজ অধ্যবসায়ে সুশিক্ষিত হইয়াছেন।

প্র। যুবক! যদি অযাচিত অর্থাগম ও সম্মান প্রত্যাখ্যান না

কর—তবে তোমার পিতৃ কর্ত্তব্য আমিই পালন করিব। এক্ষণে অধ্যাপক প্রবরের অনুমতি ও আশীর্ব্বাদ গ্রহণান্তর সহযাত্রী হইতে সম্মত আছ কিনা?—অধ্যাপক শ্রেষ্ঠ পূর্ণান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিলেন। লক্ষ্মীকান্ত উচ্চক্রন্দনে রাজ সমক্ষে নিবেদন করিলেন :

ল। লোক পরম্পরায় যশোহর রাজের খ্যাতি ও বদান্যতা শ্রুত আছি। বর্ত্তমান ক্রিয়ায় প্রত্যক্ষ দর্শনে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছি, কিন্তু মহারাজ! আমি সংসার বিরাগী ব্রাহ্মণের সন্তান—ঐশ্বর্য্য, সম্মান আমার কি হইবে? এ মহারণ্যে আমার কে আছে? কাহার ভোগার্থ বিদ্যার্জ্জন পরিত্যাগে অর্থোপার্জ্জনে প্রবৃত্তি জন্মিবে? শুনিয়াছি—আপনি ভবানীর বরপুত্র, পৃথিবীর প্রিয়তম। যদি আমার ভাগ্যবলে প্রসন্ন হইয়া থাকেন—পিতামাতার স্নেহ কখনও পাই নাই—অধীনকে স্নেহ দৃষ্টিতে দেখিবেন—অদ্য হইতে চরম দিবস পর্য্যন্ত কায়মনোবাক্যে রাজ সেবায় জীবন উৎসর্গ করিব।

প্রতাপ ও বন্ধুবর্গ এই যুবকের উচ্চ মনোবৃত্তির পরিচয়ে বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। প্রতাপ গাঢ় আলিঙ্গন পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ যুবককে সহযাত্রী হইবার অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন।

তখন সে মহাজনতা সংক্ষুব্ধ সোপাণ শ্রেণী প্রসারে ঘন জয়ধ্বনি উচ্চারিত হইতেছিল। প্রতাপ পৃথ্বীরাজ ও বন্ধুবর্গের সহিত নৌসেতু যোগে নিজ শিবিরে প্রত্যাগত হইলেন। সে দূর শব্দিত জয়ধ্বনি তখনও নির্ব্বাপিত হয় নাই। তখনও স্বগৃহ প্রস্থানোন্মুখ দ্বিজেন্দ্রকুল আশীর্ব্বচনে ক্ষান্ত হন নাই। তখনও অগণ্য দেবালয়োত্থিত বিপুল কোলাহল প্রতিশব্দিত হইতেছিল, তখনও সে পরিতৃপ্ত দরিদ্র ও ভিক্ষার্থীগণ অতীত কৃত্যকামী বৈদেশিক রাজপুত্রের বদান্যতালোচনায় নগর ময় ঘোর মিশ্ররব উৎপাদন করিতেছিল।

প্রতাপ শিবিরে প্রত্যাগত হইয়া সায়াহ্নে শিবির উঠাইবার অনুমতি

জ্ঞাপন পূর্ব্বক নিজে জলপথে অগ্রসর হইবার মনস্থ করিয়াছিলেন। শঙ্কর, লক্ষ্মীকান্ত ও রক্ষীগণ রাজসহযাত্রী হইবার অনুমতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। পাটনা ও ত্রিবেণী সঙ্গম স্থলে পরস্পরের অগ্রপশ্চাৎ হেতু অপেক্ষার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপনান্তর পৃথ্বীরাজ সমভিব্যহারে যোধবাই মহালে বিদায়ার্থ আগমন করিলেন, কিছু আশ্চর্য্য হইলেন—সে মহিমাময়ীর অনুচারিণী গণের মধ্যে কেহই ত তাঁহার অপরিচিতা নহে? তবে আজ একজন অপরিচিতা কে? ঔৎসুক্যপূর্ণ হৃদয়ে কত কি আলোচনা করিলেন। অনুচারিণী গণের মধ্যে কেহইত যোধবাইয়ের সঙ্গে একাসনে উপবেশন করেনা!—কোথায় যেন দেখিয়াছিলেন—বহু চিন্তাতেও নিশ্চিত নির্দ্ধারণ হইল না। অপরিচিতা—পৃথ্বীরাজ ও প্রতাপের প্রবেশ মাত্রই কক্ষান্তরে প্রস্থান করিলেন।

প্র। দিদিরাজ! কাহার সহিত কথোপকথনে নিবিষ্টা ছিলেন? আপনার সঙ্গিনী মধ্যে সকলেই ত আমার পরিচিতা!

যোধবাই স্নেহপূর্ণ বচনে উত্তর করিলেন—আমার কনিষ্ঠা ভগ্নী চন্দাবৎ সালুম্রাধিপতনয়া।

পৃ। কৃষ্ণসিংহের কন্যা তোমার তীর্থ সঙ্গিনী হইয়াছিলেন—তাহা আমিও অনবগত। থাক, এযাত্রায়ও সুফল বটে। একবার মিবারেশ্বরের সাক্ষাৎ লাভাশায় দর্শন প্রার্থী হইয়া এক ভ্রাতুষ্পুত্রীকে প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। দ্বিতীয়বারে দিতীয়া স্বেচ্ছাগতা! ইহা অপেক্ষা অদৃষ্টবল মানুষের পক্ষে আর কি হইতে পারে?

প্রতাপ এ মহাপ্রাণ দম্পতি যুগলের স্নেহালাপে বিঘ্ন ঘটনাশঙ্কায় অন্যমনস্ক ভাবে কক্ষান্তরাভিমুখে গমনোদ্যত হইলেন—ভাবিতেছিলেন—পুনরায় আজ ছয় মাস পরে—সে মোহিনী ছবি নয়ন পথে আবির্ভূতা

হইল কেন ? তীর্থ দর্শন ? এত গোপনে কেন ? শেষ স্থির করিলেন—যাহাই হউক না কেন—প্রতাপ—সাবধান।

যো। সে অদৃষ্ট বলের পরীক্ষা অন্ত সময় করিবার অবকাশ হইবে না কি ? এক্ষণে আমি যে বিষয় সম্বন্ধে অনুরোধ করিয়াছিলাম তাহা স্মরণ আছে বোধ হয় !

পৃ। এই প্রস্তাবটী রীতিমত স্ত্রীলোকের স্বার্থ প্রবণতার পরিচয়। যে ব্যক্তি আত্মোৎদ্দেশ্ত সাধনোপযোগী মন্ত্র ও প্রণালী নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতেছে—তাহাকে তীর্থ দর্শন মাত্র উপলক্ষে আজ বারাণসী, কাল জগন্নাথ ক্ষেত্র পর্য্যটনে সময়াতিবাহিত করিতে অনুরোধ করা স্ত্রীলোকের সম্ভবে।—তখন প্রতাপ পুনরায় যোধবাই সমীপে আগত হইলেন।

প্র। দিদিরাজ! আপনার করুণায় স্বজন বিয়োগ জনিত কষ্ট এ দীর্ঘ প্রবাস সময়ে বিন্দুমাত্রও অনুভব করি নাই ; আমার ভ্রাতা, ভগ্নী নাই—এ প্রবাসে আপনাদের সংসর্গে সে অভাব পূরণে যে আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম—তৎস্থায়িত্ব আমার অদৃষ্টে বিধাতা লেখেন নাই। রাজন ! যে মহামন্ত্রে আপনার নিকট দীক্ষা লাভ করিয়াছি—তৎসাধনার্থ আজ কার্য্যক্ষেত্রাভিমুখে অগ্রসর হইতে প্রস্তুত হইয়াছি, পূর্ণান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করুন্—যেন এ পুণ্যক্ষেত্র প্রাঙ্গণে তৎসফলতা সহ পুনর্ব্বার সাক্ষাতে সমর্থ হই। যোধবাইকে পুনঃ সম্বোধন পূর্ব্বক বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে নিবেদন করিলেন—করুণাময়ি ! দিনান্তে দূরবাসী বঙ্গীয় ভ্রাতাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন—যেন উদ্দেশ্য সাধনে সফলকাম হই। আর আপনার মহিমাময় স্নেহাগারে এ স্নেহপালিত ভাতৃভগ্নীহীন বঙ্গসন্তানের স্থান অক্ষুণ্ণ থাকে এই প্রার্থনা।—

প্রতাপ ধীর হস্তে নিজ উষ্ণীষ গর্ভ হইতে উজ্জ্বল হীরক খণ্ড উন্মোচণ

পূর্ব্বক ধর্ম্মভগ্নীর পদপ্রান্তে স্থাপন করিলেন (গণ্ড বাহিয়া বিন্দু বিন্দু অশ্রু ঝরিতেছিল) কাতর কণ্ঠে পুনরায় বলিলেন—

প্র। মহিমাময়ি! যে রত্ন উদ্ধারার্থ ভবিষ্যৎ দুরবগাহ, বিপদ সঙ্কুল সমুদ্রে ঝম্প প্রদানে প্রস্তুত হইয়াছি—যদি কখনও তদুদ্ধার কল্পে চিরমগ্ন হই— এই উজ্জ্বল নিদর্শন লোহিত বর্ণ ধারণ করিবে —তখন পদধুলিগ্রহণ সময়ে নিবেদন করিলেন—রাজন! আপনাদের এ দাম্পত্য চিত্রচ্ছবি আজীবন এ বঙ্গীয় চিরকৃতজ্ঞ মানস পটে অঙ্কিত থাকিবে— এক্ষণে আশীর্ব্বাদাকাঙ্খী যুক্ত করে বিদায় প্রার্থনা করে—করুণাময়ি! ধর্ম্মভগ্নি! স্নেহাশ্রিত ভ্রাতা বিদায় হয়।—পৃথ্বীরাজ! সে বাক্য কুশলতা কোথায়? রাজপুত্রের কর্ত্তব্য নিষ্ঠা ভাগিরথী সলিলে বিসর্জ্জন করিয়াছ কি? আর শিশোদায় দুহিতে! স্নেহময়ি! সে স্নেহ সম্ভাষণ ভুলিয়াছ কি? নজর বন্দী, পিতৃ মাতৃ দর্শন পিপাসিত রাজপুত দম্পতির স্নেহাগার হইতে—নির্ব্বাসিত, স্বজনবিয়োগ ক্লিষ্ট, সমব্যথী বঙ্গীয় সন্তান বিদায় হইতেছে দেখিতেছ না কি? সে করুণার উৎস শতধারে বহিয়া গণ্ড, বক্ষ, পেশোয়াজ ভাসিয়া যাইতেছে কেন? শিশোদীয় কন্যাগণ ভ্রাতাকে কর্ত্তব্য রক্ষার্থ বিদায় দান সময়ে কি এত ব্যাকুলতা প্রকাশ করে? হায়! বোধ করি এ কোমলতা রমণী জাতির শ্রেষ্ঠ আভরণ? ভাবান্তর পার্থক্য স্বীকৃত হইলেও স্বজন বিদায় দাত্রী রমণী হৃদয়ে ভিন্ন জাতীয় ভাব পার্থক্য সংক্রামিত হয় না।

যোধবাই কম্পিত হস্তে সে হীরক খণ্ড উঠাইলেন—শিরশ্চুম্বন দ্বারা নিজ সীমন্তস্থ সিন্দুর দ্বারা প্রতাপের ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক অঙ্কিত করিলেন। চক্ষু, মুখ, গণ্ড, বক্ষ তখনও ভাসিতেছিল।

যো। প্রতাপ!—প্রতাপ সম্বোধন আজ নূতন—স্বর কম্পিত করুণার্দ্র। প্রতাপ! শিশোদীয় দুহিতা নিজ সাধব্য নিদর্শন সীমন্ত

সিন্দুরের চিরস্থায়িত্বাকাঙ্খা ও তোমার অদৃষ্ট প্রসন্নতা সমমূল্যবান জ্ঞান করে।—তখন ধীরে প্রতাপের হস্তধারণপূর্ব্বক পৃথ্বীরাজের সাক্ষাতে লইলেন।

যো। ভ্রাতঃ! তোমার মন্ত্রদাতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কর।

পৃথ্বীরাজ বারম্বার গাঢ় আলিঙ্গন ও শিরশ্চুম্বন দ্বারা আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিলেন, আবেগ কম্পিত কণ্ঠে বলিলেন—তবে এস! বঙ্গের মুখোজ্জ্বলকারী সন্তান, রায় বংশের ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, অধীনতাচ্ছন্ন বঙ্গবাসী গৃহের সুরভি প্রদীপ, স্বাধীনতা পূজক দাউদের কৃতজ্ঞ উত্তরাধি—কারী, পুণ্যশ্লোক মহারাণার ধর্ম্মবিধান সম্মানিত পুত্র, দীন নজরবন্দী পৃথ্বীরাজের প্রাণাধিক, শিশোদীয় দুহিতার নয়নাভিরাম স্নেহচ্ছবি, অন্ন-পূর্ণা ভবানীর বরপুত্র, পৃথিবীর প্রিয়তম, তবে এস! অধঃপতিত দীন রাজপুতের নয়নাসারাভিষিক্ত মস্তকে স্বর্ণপ্রসূবঙ্গের স্বাধীনতা সূর্য্যোদ্দীপ্ত রাজমুকুট ধারণার্থ অগ্রসর হও। আশীর্ব্বাদ করি অন্নপূর্ণা ভবানীর প্রচণ্ড খড়্গ তোমার সহায় হউক।

পৃথ্বীরাজ রুদ্ধকণ্ঠে নিরব নয়নাসারে সে বীর মস্তক অভিসিঞ্চিত করিলেন—তখন সৌদামিনী বিকাশতুল্য কক্ষান্তরাবির্ভূতা সে মোহিনী মূর্ত্তি চমকিল, উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে পূর্ণ স্বরে বলিল—তবে এস! রাজপুতের অতিথি! লক্ষ রক্ষা সূত্রে রক্ষিত বীরহৃদয়, করুণা, স্বদেশ প্রেম, ধর্ম্ম বন্ধনের জয়াশীর্ব্বাদ, আর যদি ইচ্ছা হয়, শঙ্করসেবাপরায়ণা শিশোদীয় কুমারীর মর্ম্মোচ্ছ্বাস স্নাত প্রীতি পুষ্পাঞ্জলি গ্রহণ পূর্ব্বক বঙ্গীয় রাজলক্ষ্মীর করুণ আহ্বানে সত্বর হও। প্রার্থনা—বঙ্গীয় নরনারীর স্নেহ সূত্রে গ্রথিত প্রীতি প্রসূন প্লাবনে ও বীর হৃদয় হইতে দীনা মরু-কুসুমমালা অবলুণ্ঠিত না হয়।

সে ক্ষণপ্রভা চমক ক্ষণ মাত্রেই লয় হইল—পুনরায় চমকিল—এবার আবার প্রতাপের বিস্ময়পূর্ণ দৃষ্টি সে করুণা স্নাত, স্ফীত পল্লবাবেশিত

কৃষ্ণতার নয়নে মিশিল—অবিচলিত ভাবে পূর্ণোচ্ছ্বাস সহকারে বলিল—তবে এস! যশোহর রাজের বার্দ্ধক্য সম্বল, মহারাণীর পীযুষপূর্ণ বক্ষের কৌস্তুভ, মর্ম্মদগ্ধা বিরহ কাতরা নাগিনীর শিরোভূষণ, যাদবীর চিরভরসাস্থল, শঙ্করের অভিন্নহৃদয়, সূর্য্যকান্তের ইষ্টদেব, নিপুনিকার বাল্যসহচর, পৃথ্বীরাজের দীক্ষা শিষ্য, দিদিবাইয়ের স্নেহচ্ছবি, মহারাণার ধর্ম্মপুত্র, আর—চান্দাবৎকুমারীর ইহলোকের ধর্ম্মবিধান সম্মানিত অতিথি, পরলোকের অভীষ্ট দেব—জয়োচ্ছ্বাস পরিপূরিত, প্রীতি পুষ্পস্তবক প্লাবিত চন্দাবৎ কুমারীর শঙ্করার্চ্চন পূত হৃদয়ের উপর দিয়া অগ্রসর হও—জগদীশ্বর! আর একদিন-এ নশ্বর জীবনে এক নির্দ্দিষ্ট মুহূর্ত্ত জন্য যেন সাক্ষাত হয়—যেন একপ্রাণে, একদেহে, একই পথে পরলোকার্থ সহযাত্রী হইতে সক্ষম হই— এই প্রার্থনা—মূর্চ্ছিতা হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন।—যোধবাই শুশ্রূষার্থ ব্যস্ত হইলেন।

প্রতাপ স্তম্ভিত, ও বাঙ্‌নিষ্পত্তি শূন্য—সহস্রধারে বক্ষ ভাসিতেছিল। কি যেন বলিবার প্রয়াস পাইলেন। পৃথ্বীরাজ কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ের ন্যায় প্রতাপের হস্তধারণপূর্ব্বক শিবির নিষ্ক্রান্ত হইলেন—তখন নিরবে মর্ম্মোচ্ছ্বাসিত হৃদয়ে বন্ধুদ্বয় ভাগিরথী তটে পরস্পর বিদায় গ্রহণ করিলেন। একজন মিবার গমনাপেক্ষী শিবিরে, অপরজন স্বদেশযাত্রী জাহাজে ধীর সমীরণসেবিনী ত্রিতাপহারিণী ভগবতী জহ্নুতনয়া কোমল আহ্বানে ডাকিলেন—স্বামী প্রতিবাসিন! চল গৃহে যাই। আমার অপেক্ষায় নাগিনীর গাত্রধূলি প্রক্ষালনে বিলম্ব হইতেছে! সে আহ্বানে প্রতাপের চমক ভাঙ্গিল—ভাঙ্গিল না অন্যমনস্কতা—স্থির দৃষ্টিতে জাহ্নবীর নীলাম্বু হৃদয়ে চন্দ্রোদয়ের প্রতিকৃতি দেখিলেন—যেন সে শয়ন কক্ষে—সে পারস্যজাত নীল মখমলের গালিচাপরে সে স্বুবর্ণ বল্লরীর মোহিনীচ্ছবি ভাসিতেছে। কাতরে ডাকিলেন—ত্রিতাপ হারিণী! চল—অবিলম্বে!

যশোহর

(২৩)

শারদীয়া কৃষ্ণাচতুর্দ্দশীর ঘোর তমসাচ্ছন্ন নিশীথে সে পূর্ব্বপরিচিত প্রস্তর গঠিত যশোহর দুর্গের ভীমকান্ত মূর্ত্তি মন্থরগতি সানুপ্রবহমানা পূর্ণবক্ষ যমুনার স্বচ্ছ নীলাম্বুগর্ভে প্রতিফলিত হইয়া মৃদু সমীরণ কম্পিত তরঙ্গ চাঞ্চল্যে নিদ্রাতুর প্রহরীর ন্যায় কর্ত্তব্যনিষ্ঠা ও নৈসর্গিক আহ্বানের অপূর্ব্ব মিশ্রছবি বিতরণ করিতেছিল। চত্বর, প্রাঙ্গণ, বুরুজ, পরিমিত পদক্ষেপী প্রহরীবর্গের নির্ব্বাক প্রহরায় শিল্প চালিত যন্ত্রতুল্য নির্দ্দিষ্ট বিধানে নিয়ন্ত্রিত হইতেছিল। সে যমুনাস্রোত সংশ্লিষ্ট বিশাল পরিখাজলে তটশীর্ষস্থ অশ্বপৃষ্ঠচারী রক্ষকগণের গতিশীলচ্ছায়া গুপ্ত সম্পদভোগী যক্ষানুচর বর্গের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতেছিল। সহস্র সহস্র দীর্ঘকায় দৃঢ় প্রোথিত ধ্বজাগ্র সংলগ্ন অদৃশ্যদেহ মৃদুকম্পনশব্দিত নিশান জড় জগৎ নিয়ন্তা নিরাকার চৈতন্য শক্তি পরিচয়ের অপূর্ব্ব দৃষ্টান্ত প্রদান করিতেছিল। সে সুষুপ্ত দুর্গশিখরে ভীমকণ্ঠপেচক লোহিত চক্ষু ঘূর্ণিত করিয়া মহানিদ্রা নির্ব্বাপিত জীবাত্মা প্রতি ভ্রূকুটি পরায়ণ কালান্তকের ন্যায় স্বীয় অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভুত্ব স্থাপনে দৃঢ় চিত্ত। সে দুর্গাবস্থান বেষ্টনে নব প্রতিষ্ঠিত মহানগরী, সৌধ, মন্দির, ধ্বজ, পতাকা ও স্তম্ভাদি বিশ্লেষণে অলঙ্কৃতা হইয়া নবপরিণীতা স্বামী সাহচর্য্য পরিতৃপ্তা রাজবধূর ন্যায় নিশ্চিন্ত মনে সুষুপ্তা শয্যায় শয়না ছিল।

তখন গল্প কথিত রাক্ষসের ন্যায় সতর্কগতিতে এক দুই করিয়া বহুসংখ্যক জাহাজ সে সুষুপ্তি পরায়ণ দুর্গপার্শ্বে—সে নিদ্রাবিষ্টা দুর্গাশ্রিতা মহানগরী বেষ্টনে নিঃশব্দে নঙ্গর করিল। পিপীলিকা শ্রেণী অনুক্রমে সহস্র

সহস্র তীরন্দাজ,পদাতিক,অশ্বসাদী কোন অভূতপূর্ব্ব উদ্দেশ্য সাধনাভিপ্রায়ে নিরবে, ক্ষিপ্রগতিতে সে সুষুপ্ত রাজকোষাগার, দুর্গাশ্রিতা নগরীবধূকে বিভীষিকাময় নাগপাশ বেষ্টনে আচ্ছন্ন করিল। কোষাগার পশ্চাতে কয়েক ব্যক্তি কোন গূঢ় উদ্দেশ্য সাধন ব্যপদেশে পরামর্শ করিতেছিল। স্বর অনুচ্চ হইলেও পরিষ্কার—সে স্বর প্রতাপের—ক্ষুব্ধ ; সমুদ্রোচ্ছ্বাসবৎ গম্ভীর অথচ অস্থির।

প্র। বন্ধু! করিলাম কি? আজ সার্দ্ধ বৎসর পরে প্রবাসী সন্তান গৃহে ফিরিলে, আবালবৃদ্ধবণিতা পূর্ণ প্রাণে ধান্য দুর্ব্বা বর্ষণে কত আশীর্ব্বাদ করিবে, বৃদ্ধ মহারাজ কত আদরে শিরশ্চুম্বন দ্বারা অক্ষয় সম্পদের কামনা করিবেন, যশোহরের মহারাণী পীযূষ পূর্ণ বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক প্রবাস প্রত্যাগত সন্তানের দীর্ঘায়ু ও অক্ষয় যশের আশীর্ব্বাদ করিবেন—কত স্নেহ প্রবণ করুণার্দ্র কোমল হৃদয় দর্শনোৎকণ্ঠায় প্রীতি পুষ্পাঞ্জলি হস্তে প্রিয় সম্ভাষণের অর্ঘ্য প্রদান করিবে—আর কোথায় এই ঘোরা চতুর্দ্দশী নিশীথে সাধের যশোহরনগরী বেষ্টনে দস্যুবৃত্তি সঙ্কল্পে অকুণ্ঠিতচিত্তে নিশ্চিত উত্তরাধিকার সম্মত পৈত্রিক কোষাগার মূলে সমবেত হইয়াছি—আর যখন এ কালনিশি প্রভাতে সূর্য্যোদয় হইবে—তখন পিতা শুনিবেন, তাঁহার একমাত্র সন্তান দস্যুবৃত্তি শিক্ষা করিয়া প্রত্যাগত, মহারাণী শুনিবেন, তাঁহার প্রতাপ কৃতঘ্ন, দুঃখিনী নাগবালিকা নিজ জীবনকে শত ধীক্কারে আপ্লুত করিবে, সে নিপু, সে যাদবী, সে প্রিয়জন মাত্রেই হৃদয় শূন্য জ্ঞানে ঘৃণা করিবে—আর অবশেষে, সে বিদায়ের দিন স্মরণ কর—এ মহানগরীর প্রকৃতি পুরুষ নির্ব্বিশেষে যে প্রীতি চিত্র প্রদর্শন করিয়াছিল—আজ কোন্ প্রাণে বুক বাঁধিয়া নগরাবরোধ জ্ঞাপন করিব? আর দেশে দশে আজি হইতে পিতৃদ্রোহিতায় অখ্যাতি প্রচারিত হইবে—সর্ব্বোপরি চিরাভীষ্ট দায়িনী ভবানী অপ্রসন্না হইবেন।

শ। ব্যাধিযন্ত্রণা ভোগাপেক্ষা প্রতিষেধক ঔষধ বিকট হইলেও অমৃততুল্য সেবনীয় সন্দেহ নাই। আজ যদি ন্যায় সঙ্গত দাউদের গচ্ছিত স্বত্বাধিকারে পিতা পিতৃব্য কর্তৃক বিঘ্ন উৎপাদিত হয়—তখন অজস্র শোণিত পাতে সে অধিকার অক্ষুন্ন রক্ষায় চেষ্টাপেক্ষা বাহ্যিক কঠোরতাবলম্বনের ফলাফল পরীক্ষনীয় নহে কি? স্বাধীনতা পূর্ব্বক দাউদের উত্তরাধিকার নিশ্চেষ্ট ভোগ বাসনা তৃপ্তির হেতুভূত বিবেচিত হইলে—সে নির্ব্বাসন, সে প্রিয়জন দর্শনের প্রয়োজন হইত না—সম্রাট সভায় শিক্ষালাভ, পুণ্যশ্লোক মহারাণার জ্বলন্ত মহিমা প্রত্যক্ষ দর্শন, পৃথ্বীরাজের মৃত সঞ্জীবনী মন্ত্র বাঙ্গলার করুণার্দ্র মৃত্তিকাস্পর্শে স্বপ্নাবেশ সম্ভূত, অসংবদ্ধ ঘটনা পরম্পরার অতীত স্মৃতিচ্ছায়ায় পরিণত হইবে আশ্চর্য্য কি?

প্র। স্নেহ, মমতা, মায়া, আকাঙ্খা, ভোগস্পৃহা, লোক লজ্জা—প্রতাপের কঠোর কর্ত্তব্য পথ হইতে দূরে অবস্থান কর—ভয়? ভয় প্রতাপের হৃদয়াভিধানে অপ্রাপ্য। বন্ধু! অগ্রসর হও। সূর্য্যকান্ত ও সুন্দরের প্রতি নগরাবরোধের পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট প্রণালী অনুসারে ভারার্পণ পূর্ব্বক যথা সম্ভব সত্বরে আমার সহিত মিলিত হইবে!

শঙ্কর সতর্কতা সহকারে সূর্য্যকান্ত ও শঙ্করের উদ্দেশে অগ্রসর হইলেন। প্রতাপ মদনের হস্ত ধরিলেন।

প্র। এতদিন প্রতাপের সহচর ছিলে—এক্ষণে নিশাচর হইতে পারিবে কি?

ম। মহারাজ! সাহচর্য্যের দিবা ও নিশা ভেদ কি?

প্রতাপ নির্ব্বাক আলিঙ্গনে আশীর্ব্বাদ পূর্ব্বক দৃঢ় স্বরে বলিলেন—

প্র। বীর! অদ্য তোমার ভীম বাহুবলের পরীক্ষা হইবে।

ম। অধীন সর্ব্বথা প্রস্তুত।

তখন অনুযন্ত্রী শত সংখ্যক যোধ মধ্য হইতে পঞ্চাশৎ জন গুপ্ত,—

বস্থানের ও সঙ্কেতাহ্বানের অনুযায়ী সম্মুখ দ্বারাক্রমণের অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হইল। পঞ্চবিংশতি জন লৌহ কীলক প্রস্তর নির্ম্মিত ভিত্তিগাত্রে প্রোথিত করণান্তর তদাবলম্বনে প্রাচীরোত্থান কল্পে প্রতাপের সহযাত্রী হইল। অবশিষ্ট পঞ্চবিংশতি জন আবশ্যকানুযায়ী উভয় দিকেই সহায়তা করণাভিপ্রায়ে অবকাশাপেক্ষা করিতে স্থির হইল. সর্ব্বাগ্রে প্রতাপ সে প্রাচীর শিখরে আরোহণ পূর্ব্বক বন্ধু নির্ম্মিত সোপাণ সংলগ্ন করিতেছিলেন। পশ্চাৎ হইতে নিজ সংযত পরিচ্ছদে আকর্ষণানুভব করিলেন। চাহিয়া দেখিলেন—মদন ; মুহূর্ত্ত মাত্র— ক্ষিপ্র হস্তে প্রতাপকে নিজ স্কন্ধে আরোপিত করিল ; তীব্র লম্ফে যশোহরাধিশ্বরী ভবানীর জয় শব্দে সে নিস্তব্ধ নভোমণ্ডল ধ্বনিত করিয়া চত্বর মধ্যে পতিত হইল। নিমেষে সে চত্বরচারী বিস্ময় বিমূঢ় প্রহরী চতুষ্টয় ধৃত ও বন্ধন প্রাপ্ত হইল। তখনও অনুচর বর্গ কেহ প্রাচীর শিখরে, কেহ আরোহণ প্রয়াসী, কেহ চত্বর মধ্যে অবতরণ করিয়াছে—কিন্তু সে দুই চারিজন মাত্র। প্রতাপ দ্রুত গতিতে প্রধান দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইলেন—তথায় বিংশতি সংখ্যক ভীমকায় রক্ষক প্রহরায় নিযুক্ত ছিল ; অকস্মাৎ ভবানীর জয় শব্দে বিস্ময়াবিষ্ট চিত্তে সতর্কতা সহকারে অগ্রসর হইল—সম্মুখে, উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে রুদ্র মূর্ত্তি প্রতাপকে বেষ্টনাভিপ্রায়ে ধাববান হইল। মদন ভীম বাহু বলে পার্শ্বভেদ পূর্ব্বক সে রুদ্ধ দ্বার উন্মোচণ করিল। প্রতাপ নিজানুষঙ্গী ত্রয়ের সহিত কোষ রক্ষকগণ বিরুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন। দ্বারোদ্ঘাটন শব্দ শ্রবণ মাত্র সাঙ্কেতিকধ্বনি জ্ঞাপন করিলেন। নিমেষ মধ্যে সে পঞ্চাশৎ যোধ তীব্র লম্ফে চত্বর প্রাঙ্গণ চতুর্দ্দিকে ধাবিত হইল।

প্র। যুধ্যমান প্রহরী কুল! অসম যুদ্ধে অকারণ চেষ্টা পরিত্যাগে বশ্যতা স্বীকার কর।

বলিয়াছি ত—সে নব প্রতিষ্ঠিত মহানগরীর প্রত্যেক নরনারী, সে

বীরাকৃতি, সে দৃঢ় কণ্ঠস্বর বহুদিনের অদর্শন হইলেও চিনিত। প্রহরীগণ বিস্ময়াবেশে অস্ত্র পরিত্যাগ করিল। ইষ্ট দেবাবির্ভাব জ্ঞানে মদনের সহিত একই স্বরে ভীম কণ্ঠে হাঁকিল—ভবানীসহায় প্রতাপের জয়! সে প্রতিধ্বনি নির্ব্বাপিত হইবার পরক্ষণেই প্রতাপ, মদন, অনুষঙ্গীবর্গ বিস্ময়াপন্ন প্রিয়বীর সমাগম প্রফুল্লিত প্রহরীগণ সমস্বরে হাঁকিল—যশোহরাধিশ্বরী ভবানীর জয়! তখন দূরাগত সহস্র সহস্র কণ্ঠোত্থিত বিপুল জয়ধ্বনি নগরাধিকার জ্ঞাপন করিল। প্রতাপ জয়োৎফুল্ল দৃষ্টিতে পূর্ব্বাভিমুখে চাহিলেন। লোহিত বর্ত্তুল দেহে সূর্য্যদেব সে নাগালয়সংশ্লিষ্ট আম্রকানন ও সৌধ চূড়া প্রান্ত হইতে প্রিয় সন্দর্শনাকাঙ্খায় ক্ষণ প্রকাশ ও ক্ষণ গোপন দ্বারা নবানুরাগের পরিচয় প্রদান করিতেছিলেন। মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্বে চতুঃসহস্র বিক্রান্ত অশ্বারোহী সহায়ে শঙ্কর সে প্রতাপাধিকৃত কোষাগার সম্মুখে অগ্রসর হইলেন।

প্র। বন্ধু! কিশোরীভাণ্ডার, বিক্রমভাণ্ডার, গৌড়কোষ ও বসন্তনিলয় এই চারিস্থানে তুমি নিজে— মদন ও লক্ষীকান্ত তত্ত্বাবধান করিবে। সতর্কতা সম্বন্ধে তোমাকে উপদেশ অনাবশ্যক। সুন্দরকে মোয়াজিম সমভিব্যাহারে প্রাসাদ ও রাজকোষ মধ্যবর্ত্তী ব্যবধানে স্থাপন করা প্রয়োজন। তদর্থে নিজে অগ্রসর হইতে ইচ্ছা করি।—তখন সে শত যোধ সমভিব্যাহারে তীক্ষ্ণ লম্ফে অশ্বারোহণ পূর্ব্বক পূর্ব্বাভিমুখে ধাবিত হইলেন।

সে ঘোরা চতুর্দ্দশী নিশীথিনীর শেষ যামে নিদ্রালসাতুরা মহানগরী ভবানী সহায় প্রতাপের জয় শব্দে উৎফুল্ল হৃদয়ে প্রিয় সন্দর্শনাকাঙ্খায় ইষ্ট দেবতা স্মরণে ভুলিল, কুলবধূরা সুষুপ্তপতি পদতলে ক্ষিপ্র হস্তাবমর্ষণ দ্বারা জাগরিত করিল, সন্তান সন্ততিগণকে ভবানী সহায়ের আগমন কল্পে ত্বরিত হস্তে সজ্জিত করিল, সে হিন্দু রাজধানীর অগণিত

দেবালয় সংশ্লিষ্ট পুষ্পবাটিকায় পুষ্পচয়নরত দ্বিজেন্দ্রবর্গ আশীর্ব্বচন উচ্চারণে ক্ষিপ্র হস্তে চয়ন ক্রিয়া সমাধায় ব্যস্ত; শঙ্খঘণ্টাধ্বনির বিপুল কোলাহলের সহিত ঘন জয়ধ্বনি প্রতিশব্দিত হইল। অতি প্রত্যুষে ভবানী সহায়ের জয়শব্দে দুর্গাভ্যন্তর বিস্তারে প্রাসাদ, সৈন্যাবস্থান, প্রহরী মণ্ডল প্রবাস প্রত্যাগত যশোহর সূর্য্যের জয়শব্দে পুলকিত প্রাণে সুপ্রভাত স্মরণ করিল। কিন্তু তাহা ক্ষণ নিমিত্ত। প্রত্যাগত পুত্রমুখসন্দর্শনাকাঙ্খী বৃদ্ধ শুনিলেন—রাজকোষ অধিকৃত, নগর অবরুদ্ধ হইয়াছে—হরিষে বিষাদে গোবিন্দ নাম স্মরণ করিলেন—আর স্মরণ করিলেন—বসন্ত রায়কে। নগরবাসী সে সৈন্য তরঙ্গ পানে সন্দেহ পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিল—সে অভ্যর্থনা প্রয়াসিনী নাগরিক বধূদিগের সদ্যপ্রস্তুত অর্ঘ্য কম্পিত হস্তচ্যুত হইল। বালকবালিকাগণ সশঙ্ক হৃদয়ে মাতৃক্রোড়ে আশ্রয় লইল। আশীর্ব্বচনোচ্চারী দ্বিজেন্দ্রগণ ম্লেচ্ছ সৈন্য সহায় প্রতাপের মনোভাব পরিবর্ত্তনাশঙ্কায় সযত্ন চয়িত পুষ্পভার ক্ষিপ্র হস্তে অসংবদ্ধ মন্ত্রোচ্চারণ সহকারে দেবপদে প্রদানান্তর মন্দিরদ্বার অবরুদ্ধ করিলেন। সৈন্য, সেনাপতি, রক্ষক, যোদ্ধাগণ ঈদৃশ অসদাচরণের প্রতিশোধ লইতে দৃঢ় চিত্তে রাজাজ্ঞা প্রার্থনা করিল। আজ অতি প্রত্যুষে বৃদ্ধরাজা মন্ত্রী সচিব ও রাজাত্মীয় বর্গকে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণোদ্দেশ্যে সেই পরিচিত দেওয়ান খানায় আহ্বান করিলেন। বসন্ত রায় ধীরপদে সে দেওয়ান খানায় প্রবিষ্ট হইলেন।

ব। ভাই বল্লভ! তোমার ভবিষ্যৎ বাণী এতদিনে সফল হইয়াছে।

ব। মহারাজ! এবম্বিধ অমূলক ভীতি পোষণ করা দুর্ব্বল চিত্ততার পরিচয় মাত্র। ইহার প্রতীকার কল্পে আমি প্রস্তুত আছি। প্রতাপের সন্দেহ—সাহেন্ সাহ দাউদের গচ্ছিত উত্তরাধিকারে আমরা অন্তরায় হইতে পারি।··অতএব অনুমতি হইলে এ সন্দেহ ভঞ্জনার্থ স্বয়ং তাহাকে প্রকৃতিস্থ করিতে প্রয়াসী হইবার ইচ্ছা করি।

রা। যদি হিতে বিপরীত হয়? যদি উচ্ছৃঙ্খল তাতার, উজবেগ—গণ কোন সম্ভ্রম হানিকর কার্য্যে অগ্রসর হয়—বল্লভ! এ অল্পস্থায়ী ক্ষুদ্র জীবনে সে গ্লানি রাখিবার স্থান হইবে না।

সেনাপতি শ্রেষ্ঠ, বসন্তরায় জামাতা রূপরাম বসু অভিবাদনান্তর তেজোগর্ভ বচনে নিবেদন করিলেন—

রূ। প্রবাস প্রত্যাগত সন্তানকে সাদরে অভ্যর্থনা হেতু কোন্ মমতাশূন্য হৃদয় পরাঙ্মুখ হয়? কিন্তু হায়! যে সন্তান সংসর্গদোষে চৌরের ন্যায় অতর্কিত ভাবে, অসন্দিগ্ধচিত্ত পিতামাতার সর্ব্বস্বাপহরণে দুরভিসন্ধি দাতাগণের উদরপূর্ণ করিতে কুণ্ঠিত না হয়, যে নরপূজিত রাজপুত্রকে পূর্ণ ভক্তি সহকারে নগরবাসী আবালবৃদ্ধবণিতা দেবভাবে দর্শন করিত—আজ হীন সংসর্গবশে তাঁহার দ্বারা এ শান্তিপূর্ণ সমৃদ্ধ মহানগরী নাগপাশবেষ্টনে দারুণ উৎকণ্ঠাপূর্ণ হৃদয়ে ইষ্টদেবতা স্মরণে ম্রিয়মান—মহারাজ! সে হীন সংসর্গ দূরীকরণ কল্পে পিতাপিতৃব্যের যত্নবান হওয়া কর্ত্তব্যমধ্যে গণ্য নহে কি? আর—আজ নিজ সন্তান দ্বারা যে দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইয়াছে—আশঙ্কা হয়—অপ্রতীকারে—এ দৃষ্টান্ত দস্যু নির্ব্বিশেষে সংক্রামিত হইবে। প্রার্থনা—অধীনের প্রগল্ভতা মার্জ্জনা করিবেন।

রা। বল্লভ! আত্মীয়গণের মতামত অবগত হইলে, এক্ষণে কোন্ যুক্তি শ্রেয়ঃ মনে কর?

ব। মহারাজ! বাল্যকাল হইতে প্রাণপণে মানুষ করিলাম—মনুষ্যের অন্তঃকরণ শিক্ষা বৈষম্যে কঠোরতা প্রাপ্ত হইলেও পূর্ব্বস্মৃতি একেবারে মুছিয়া গিয়াছে কি? পুত্র হঠকারী হইলেও পিতার কর্ত্তব্য সদুপদেশ দ্বারা প্রকৃতিস্থ করিতে প্রয়াসী হওয়া।

রা। পিতৃ অবমাননাকারী পুত্রকে পূর্ণবিশ্বাসে আলিঙ্গন? বল্লভ! রাজধর্ম্মে এ বিধান যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় না।

ব। আপনাকে আমি কি উপদেশ দিব ?—তবে রাজধর্ম্মানুমোদিত না হইলেও মনুষ্য'বিধানে—"সর্ব্বত্র জয়মন্বিচ্ছেৎ পুত্রাৎ ইচ্ছেৎ পরাজয়ং" এ নীতিগর্ভ বচনের উল্লেখ আছে।

রা। বল্লভ! বাল্যে একত্রে শিক্ষালাভ করিয়াছিলাম। যৌবনে ও প্রৌঢ়াবস্থায় একাসনে উপবেশন পূর্ব্বক সাহেনসাহ দাউদের মন্ত্রীত্ব করিয়া যশস্বী হইয়াছিলাম। বৃদ্ধাবস্থায় এ রাজসম্পদ অভিন্নরূপে রক্ষাহেতু এ হৃদয় কত লালায়িত জাননা কি? যদি পুত্রকে সদুপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য বোধ হয়—যদি অবমাননাই বিধাতা অদৃষ্টে এ শেষ দশায় লিখিয়া থাকেন—চল, এ ক্ষীণ বল বৃদ্ধও তত্তোদ্দেশ্যার্থ সহযাত্রী হইবে। মন্ত্রী, আত্মীয় ও সচীবগণ রাজসহযাত্রী হইবার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন।—সে প্রত্যুষে যশোহরের মহারাণী পুত্র প্রত্যাগমন বার্ত্তা শুনিলেন—শতধারে সে বাৎসল্যচ্ছবি বিস্মৃত হৃদয়ে পীযুষ ধারা বহিল-পূর্ণপ্রাণে ডাকিলেন—

ম। নিপু! আজ যশোহরেশ্বরী ভবানীর প্রসাদে বুঝি প্রতাপ প্রত্যাগত; ঘন জয়ধ্বনি শব্দে নগর পুলকময়। মঙ্গলাচরণ উপলক্ষে নগরবাসিনী সীমন্তিনীগণকে আমার নিমন্ত্রণ জ্ঞাপন করিতে হইবে। যথোপযুক্ত আয়োজনে সত্বর হও। আর সর্ব্বাগ্রে আমার সে কাতরা অবলুণ্ঠিতা কন্যাকে স্মরণ জ্ঞাপন কর। নন্দিনী কোথায়? মায়ের আমার বহুদিন ত্যক্ত আভরণ আনয়নে আদেশ প্রদান কর।

নিপু শুনিয়াছিলেন—নগর অবরুদ্ধ, রাজকোষ অধিকৃত। নির্ব্বাক অশ্রুজলে সে পূর্ণলাবণ্য ভাসিতেছিল, চক্ষুনিম্নে বিষাদের গভীর ছায়া বিশদরূপে অঙ্কিত হইয়াছে কেন? প্রিয় সমাগম জনিত উৎফুল্লতা কোথায়? মহিমাময়ি! সে দৃঢ় সংযত চিত্তবৃত্তি আজ আকুল ক্রন্দনে বিচলিত কিজন্য? এইরূপে কি আজ সার্দ্ধবৎসর চিত্তহারা প্রিয় বিয়োগ

সন্তপ্তা পতিগতপ্রাণা নাগবালিকাকে সান্তনা করিয়াছ? বহু আয়াসেও সে স্রোত ফিরিলনা। মহারাণী বিস্ময়াবিষ্ট মনে সন্দেহে আহ্বান করিলেন।

ম। নিপু! আজ তুমি অধীরা হইলে আমার কন্যার উপায় কি হইবে? তুমি যে তাহার একমাত্র সান্তনাদায়িনী!

আদরে নিপুর অশ্রুসিক্ত গণ্ড চুম্বন পূর্ব্বক নিজ বস্ত্রাঞ্চলে মুছাইলেন। সে বিজয়ী বীরের ন্যায় মর্য্যাদাপূর্ণ গতি নমিত কি জন্য? সে করুণা স্নিগ্ধ স্থির অচঞ্চল দৃষ্টি ব্যাকুলিত কেন? সে নিস্তরঙ্গ স্রোত আজ সংক্ষুব্ধ হইবার কারণ? মহারাণীর অন্তরে সন্দেহ হইল—কি জানি কি হইয়াছে। উৎকণ্ঠিত মনে কম্পিত স্বরে ডাকিলেন—

ম। নিপু!

নি। মহারাণি!

ম। নিপু! এ সম্ভাষণ আজ কোথায় শিখিলে? শৈশব হইতে তোমাকে নিজ গর্ভজাত সন্তানের ন্যায় প্রতিপালন করিয়াছিলাম কি মহারাণী সম্বোধনে তৃপ্ত হইবার জন্য? তোমার চির সংযত চিত্তে আজ ঝটিকা উঠিয়াছে কেন? এ রাজঅন্তঃপুরের সান্তনাকারিণি! আজ তোমার ক্রন্দনে এত ব্যাকুলতা কেন?

মহারাণীর অক্ষুণ্ণ স্নেহ স্মরণে হৃদয় বাঁধিল কিন্তু স্বর তখনও কম্পিত। সে চক্ষুনিম্নস্থ বিষাদছায়া তখনও পর্য্যায়শীল মুক্তাবিন্দু স্মরণে অভিষিঞ্চিত হইতেছিল।

নি। আজ বহুদিনের সাধ ডুবিয়াছে; ভাবিয়াছিলাম সে রত্নখচিত দূর্ব্বাগুচ্ছ ও ধান্য শীর্ষ গ্রথিত অর্ঘ্য প্রদানে দীর্ঘপ্রবাসবাসী বাল্যসহচরের অভ্যর্থনা করিব। সর্ব্বাগ্রে সে নরনারী পূজিত রাজপদে যমুনাবারি সিঞ্চনে পথশ্রান্তি অপনোদন পূর্ব্বক সে পূতসলিলে দুঃখিনী নাগবালিকার অবলুণ্ঠিত মস্তক অভিষিঞ্চিত করিব। আরও সাধ ছিল—কিন্তু মা!

তাহা পুরিবেনা—পুরিবার আশা ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর! তাহা শুনিয়া কি হইবে? আপনার করুণাপূর্ণ মুখচ্ছবি দর্শনে—বাল্যসহচর প্রতাপের স্নেহপ্রবণ হৃদয়ের সাহানুভূতি স্মরণে—পিতৃমাতৃহীনা, লুণ্ঠিত সর্ব্বস্বা অনাথিনী যে এত কাল সর্ব্বশোক ভুলিয়াছিল। আর আজ যে বুক ফাটিয়া যাইতেছে—যশোহরের সূর্য্য আজ পশ্চিমাকাশ হইতে প্রলয় মূর্ত্তিতে উদিত হইয়াছেন, আজ তদানুচরগণ কর্ত্তৃক রাজকোষ অধিকৃত, নগর অবরুদ্ধ, প্রহরীগণ শৃঙ্খলিত—মা! নগরবাসিনী সীমন্তিনীগণের সেচ্ছাপ্রণোদিত মঙ্গলাচরণ হেতু আয়োজন গৃহপ্রাঙ্গণে মৃত্তিকা চুম্বনে পরিতৃপ্ত। শিশুসন্তান মাতৃক্রোড়ে লুকাইত—আশীর্ব্বচনোচ্চচারী দ্বিজেন্দ্রগণ কর্ত্তৃক দেবালয় দ্বার অর্গলবদ্ধ, অভ্যর্থনাকামী মন্ত্রীসমাজ এক্ষণে প্রতীকার কল্পনায় ব্যাপৃত চিত্ত। পিতা পিতৃব্য উৎকণ্ঠায় ম্রিয়মান।—তবে মা! সে বিয়োগাবনমিতা, আতপদগ্ধা সুবর্ণবল্লরী শিরে আবার বজ্রাঘাত সহিবে কি? সে ম্লানকান্তি নাগবালিকাকে কি সংবাদ শুনাইবার জন্য আহ্বান করিব? আজ যে ঝটিকায় মর্ম্মতন্তু শতছিন্ন, নিভৃতান্তর পোষিত চিরদিনের সাধ লুণ্ঠিত হৃদয় শোণিত সেচন পরিপুষ্ট আশাতরু উন্মূলিত—যশোহরের মহালক্ষ্মি! সে প্রবল ঝঞ্ঝাপ্রবাহে আশ্রয়হীনা নাগবালিকাকে উন্মুক্ত করা নিপুনিকার রমণীধর্ম্মের বিরুদ্ধ; কৃপাময়ি! দীনতারিনি! অধিনীর এ অবশ্যম্ভাবী অবাধ্যতা আশ্রিতা জ্ঞানে মার্জ্জনা করিবেন। দয়াময়ি! এ সংসারে আমার সবই ডুবিল—শেষ—আপনার স্নেহের ভেলা—ডুবিবে কি?

নিপু রুদ্ধকণ্ঠে আকুল ক্রন্দনে মহারাণীর চির কারুণ্যস্নিগ্ধ কাতরবক্ষে আছাড়িয়া পড়িল। দুইজনে অনেক কান্না কাঁদিলেন।

ম। নিপু! তবে কি এত কাল বুকের শোণিত দিয়া বৃথা মানুষ করিয়াছিলাম? আমার শুস্তদুগ্ধ হৃদয় শূন্যতা, স্বার্থপরতা মিশ্রিত ছিল বলিয়া মনে হয় না। ভবানি! তোমার বরপুত্রের এমন মতি হইল

কি জন্য মা? আমার পুত্রের হৃদয়ে ত কলঙ্ক ছিল না। নিপু! আর মানুষ করিয়াছিলাম তোমাকে—

আরও কি বলিতে যাইতেছিলেন—নিপু সাগ্রহে সে অন্নপূর্ণারূপিনীর পদযুগল ধরিল, কাতর কণ্ঠে নিবেদন করিল—

নি। পিতৃমাতৃহীনা অনাথিনীর অন্নদায়িণি! আপনার ঋণ সহস্রবার জন্ম পরিবর্ত্তনেও শোধ হইবে না—তবে মা! নিমকের কাজ? আমি করিব। চিরস্নেহময়ি! আপনার অশ্রুজল মুছাইতে অনাথিনী তাহার একমাত্র সম্বল জীবন পর্য্যন্ত বিনিময়েও ক্ষুব্ধা নহে। তবে আসি দয়াময়ি! নিরাশ্রয়ের আশ্রয়দায়িনি! যদি—ও চিরকারুণ্য স্নিগ্ধ বক্ষে শান্তি ফিরাইতে পারি, তবে ফিরিব—নচেৎ আপনার অবশিষ্ট সন্তান—প্রসন্ন মনে অনুমতি প্রদান করুন—যেন মাতৃ আশীর্ব্বাদ শিরে লইয়া এ সংক্ষুব্ধ সমুদ্রে ডুবিতে পারি।

নিপু চক্ষু মুছিল—দৃষ্টিস্থির, চঞ্চল হীন। ধীরপদে কক্ষ নিষ্ক্রান্ত হইল: মহারাণী বিহ্বলের ন্যায় নিশ্চেষ্ট ছিলেন। নিপু বিদায় হইলে উন্মাদিনী তুল্য কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে ফিরিলেন। নিপুকে ফিরাইবার অভিপ্রায়ে। কিন্তু হায়! সে ত তাহার কর্ত্তব্যে চলিয়া গিয়াছে। তখন শূন্যহৃদয়ে ভগ্ন অভিলাষ লইয়া পুত্রবধূর মহালে অগ্রসর হইলেন—দৃষ্টি কাতরতাপূর্ণ, গতি অনিয়মিত, দেহভার দুর্ব্বহ—নয়ন, গণ্ড, বক্ষ, পট্টবাস তখনও আর্দ্রতা পরিত্যাগ করে নাই।

অবরোধকারী

(২৪)

পূর্ব্ব পরিচিত ভবানীমন্দির সম্মুখস্থ দীর্ঘায়তন ক্রীড়া যুদ্ধক্ষেত্র আজ বাস্তব যোধশ্রেণীর পদভরে কম্পিত; অসংখ্য তাম্বু কানাত শ্রেণীবদ্ধভাবে সজ্জিত। তন্মধ্যবিহারী তীরন্দাজ, পদাতিক, ও অশ্বসাদীগণের সসজ্জ সমরায়োজন অতি দক্ষতা সহকারে নিয়ন্ত্রিত। কর্ত্তব্য পালন হেতু গমনাগমন ব্যতিরেকে কৌতুহল চরিতার্থতা সাধন প্রয়াসী সৈন্য, সৈন্য পরিচর্য্যানিযুক্ত শ্রমজীবী ও কর্ম্মচারী ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে ইতস্তত: অযথা গতায়াত কঠোর দণ্ড পারুষ্য সহকারে নিষিদ্ধ ছিল।

সর্ব্বমধ্যস্থলে স্বর্ণ কলসশীর্ষ বিশাল রক্তবর্ণ শিবির—সম্মুখবর্ত্তী পথ প্রশস্ত, সমতলীকৃত, ভবানীমন্দিরান্ত—প্রতি পঞ্চবিংশ হস্ত ব্যবধানাবস্থিত ভল্লাস্ত্র বিশারদ অশ্বসাদী প্রহরায় দৃঢ় রক্ষিত। শিবির মধ্য বিস্তারে অষ্টায়ুধ সম্পন্ন ভীম বিক্রান্ত বঙ্গীয় অশ্বারোহী রক্ষকগণ উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে কর্ত্তব্য পালনশীল। মধ্যবর্ত্তী স্থান রক্ত বস্ত্রাচ্ছাদনে সুদৃশ্য, সুখস্পর্শ। বহুতর কাষ্ঠ রজত নির্ম্মিত শিল্পবিশদ কেদারা, চৌপায়া, ঠৈশ, রশন শ্রেণী শৃঙ্খলা সহকারে সজ্জিত—সুখস্পর্শ আস্তরণ পৃষ্ঠ। মধ্যবর্ত্তী স্থান শীর্ষ ভাগে মুক্তাগুচ্ছ বিলম্বিতপ্রান্ত বিশাল হেমদণ্ড চতুষ্টয় সংলগ্ন চতুষ্কোন ছত্র—তন্নিম্নে মণিমাণিক্য খচিত বিচিত্র মসনদ শোভিত হস্তীদন্ত নির্ম্মিত সিংহাসন। সম্মুখে মহার্হ প্রস্তর খচিত রজতদণ্ড শিখরে যশোহরের রাজচিহ্ন বিরাট খড়্গ ও চর্ম্ম দোদুল্যমান—তন্নিম্নে পঞ্চরশ্মি পতাকাগ্রথিত কণ্ঠ ভল্ল হস্তে রত্ন বিমণ্ডিত বক্ষ নকীব।

তখন বেলা দ্বিপ্রহর অতীত ; ঘন দামামা নিনাদে রাজাহ্বান ঘোষিত হইল। নকীব উচ্চকণ্ঠে জ্ঞাপন করিল—রাজাদেশে 'ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ হেতু অবরোধকারী সর্দ্দার, সামন্ত, কর্ম্মচারী, রেশেলদার, নায়ক, সেনাপতি যশোহররাজের খাস তাম্বুতে হাজির হউন। সে মহানগরী বেষ্টনের ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশাবস্থিত দ্বাবিংশতিসহস্র যোধ, সপ্তবিংশ সহস্র সাহচর্য্যরত শিবিরানুচর সমস্বরে ভবানীসহায় যশোহর রাজ প্রতাপের জয় হাঁকিল, ভীম গর্জ্জনে দিগ্ দিগান্ত স্তম্ভিত করিয়া একাধিক শতবার তোপধ্বনি হইল। সর্দ্দার, সামন্ত, কর্ম্মচারী, রেশেলদার, সুবেদার, নায়ক, সেনাপতি যথাযথ মর্য্যাদানুরূপ আসন গ্রহণ করিলেন। তখন মধুরে ভৈরবে বিজয় বাদ্য ঝঙ্কারে সে ভবানী মন্দিরান্ত প্রহরী সমাকুল রাজপথ প্লাবিত হইল। রক্ষী, প্রহরী, সৈনিক, সামন্ত, সর্দ্দার অবনত মস্তকে সম্ভ্রম জ্ঞাপন করিল। অবরোধকারী দিল্লীশ্বরানুগৃহীত যশোহররাজ সিংহাসনস্থ হইলেন।

প্রতাপ! জয়োৎফুল্লতা কোথায়? সে ঔদ্ধত্য মার্জ্জিত মুখরুচি উদ্বিগ্ন কেন? সে আত্মনির্ভরতা পূর্ণ দৃষ্টি চঞ্চল কি জন্য? কম্পিত কণ্ঠে মন্ত্রী, পারিষদ ও সেনাপতি গণকে আসন গ্রহণে অনুমতি করিলেন।

প্র। বন্ধু! নগর হইতে ভবানী মন্দির পর্য্যন্ত কোন্ শ্রেণীর প্রহরী নিযুক্ত করিয়াছেন?

সূর্য্যকান্ত যথারীতি অভিবাদন করিলেন।

সূ। বৃদ্ধ সেনাপতি সুরুল্যাখাঁর অধীনস্থ সওয়ার পায়েগা হইতে সহস্র সংখ্যক নির্ব্বাচিত অশ্বারোহী ভবানী মন্দির ও নগর মধ্যবর্ত্তী রাজপথে প্রহরায় নিযুক্ত আছে।

প্র। খাঁ সাহেব উপস্থিত আছেন?

বৃদ্ধ খাঁসাহেব দক্ষিণ জানু ভূমে পাতিয়া আনাভিনমিত শিরে অভিবাদন করিলেন।

প্র। নগরবাসী সম্ভ্রান্ত সাধারণ ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে ভবানীদেবীর মন্দিরাভিমুখে নির্ব্বিঘ্নে যাতায়াত করিবার আপত্তি নাই। এবং যে কেহ রাজ সাক্ষাৎ প্রয়াসী হইবে, তাহাকে সসম্মানে পৌঁছাইবার হুকুম রহিল।

সু। কোন হাতিয়ার বন্ধ ব্যক্তি সম্বন্ধে মহারাজের হুকুম অভিন্ন কিনা জানিবার প্রার্থনা করি।

প্র। যে কেহই হউক। সাক্ষাতাভিলাষীকে নিরস্ত্র করিবার প্রয়োজন নাই।

নিমেষ মধ্যে সে বিশাল সৈন্য শ্রেণী মধ্যে রাজাজ্ঞা ঘোষিত হইল।

শ। মহারাজ! আয় ব্যয়াদি নিয়ম বদ্ধ হওয়া প্রয়োজন। আদেশ হইলে তদনুযায়ী ব্যবস্থা করা যায়।

প্র। প্রত্যেক বিভাগীয় ব্যয়াদির ফিরিস্তি নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মচারীর দ্বারা এত্তেলানামার সহিত আপনার হুজুরে পেশ হইবে। মঞ্জুর হইলে খাজনা খানার অধ্যক্ষ লক্ষ্মীকান্ত মঞ্জুরী লেখন দপ্তরে গ্রহণ পূর্ব্বক বিভাগীয় কর্ম্মচারীর দস্তখত লইয়া আবশ্যকীয় অর্থ প্রদান করিবেন। আয় কর দ্রব্যাদি ফিরিস্তি ও এত্তেলানামার সহিত একায়িক খাজাঞ্চীর দপ্তরে পেশ হইয়া জমা হইবে। খাজাঞ্চী তাহার বিবরণ আপনাকে জ্ঞাত করিবেন। শৃঙ্খলা স্থাপন হেতু যে কোন ব্যবস্থা সঙ্গত বোধ করিবেন, তৎ প্রবর্ত্তন ক্ষমতা আপনার প্রতি ন্যস্ত হইল

শঙ্কর আরও কোন কোন বিষয়ে রাজানুজ্ঞা গ্রহণের সঙ্কল্প করিয়াছিলেন কিন্তু বাধা পড়িল—সে মুহূর্ত্তে রক্ষী পরিবেষ্টিত জনৈক দিব্যকান্তি যুবক—অশ্বপৃষ্ঠ হইতে শিবিরদ্বারে অবতরণ পূর্ব্বক রাজসমক্ষে অভিবাদন করিল।

প্রতাপ এ যুবকের পানে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চাহিলেন। সর্ব্বশরীর তড়িৎ প্রবাহে কম্পিত হইল, ধমনী মধ্যে শোণিত স্রোত তীব্রতর

গতিতে ছুটিল, কিন্তু নির্ব্বাক। তদীয় ইঙ্গিতে সূর্য্যকান্ত ধীরভাবে সভাভঙ্গের অনুমতি প্রদান পূর্ব্বক যুবককে অপেক্ষার অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন। অনতিবিলম্বে যে যাহার কর্ত্তব্য লক্ষ্যে প্রস্থান করিলেন। শিবির মধ্যে কেবল মাত্র প্রতাপ ও বন্ধুবর্গ উৎকণ্ঠিত চিত্তে অপেক্ষা পরায়ণ। তখন যুবক পুনরায় অভিবাদনান্তর অগ্রসর হইল; নিম্ন দৃষ্টি সূর্য্যকান্তের মুখপানে উঠাইল। মদন! একাগ্রচিত্তে কি দেখিতেছ? তোমার রসদ বিভাগে কি কর্ম্মচারীর অপ্রতুল আছে?

যু। সেনাপতি! আপনার রাজদত্ত খড়্গ অব্যবহৃত অবস্থায় দালান মধ্যস্থ রজতদণ্ডে সংলগ্ন ছিল; যদি প্রয়োজন হয় গ্রহণ করুন।

সে ক্রীড়া যুদ্ধ পরীক্ষিত বিরাট খড়্গ সূর্য্যকান্তের সম্মুখে স্থাপন করিল। সূর্য্যকান্ত বজ্রাহত প্রায় স্তম্ভিত—সে শ্যামকান্ত মুখশ্রী রক্তিমাভ হইল, সে বিরাট ললাটে নবদূর্ব্বাদল বিলম্বী শিশির বিন্দুবৎ স্বেদ বিন্দু পরিস্ফুট হইল। প্রতাপ মর্ম্মস্পর্শী দৃষ্টিতে যুবকের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন। তীক্ষ্ণস্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন—

প্র। যুবক! এ রাজদত্ত খড়্গ বাজবন্ধুর আলয় হইতে অপহরণ ব্যতীত কোন্ উপায়ে সংগ্রহ করিয়াছ?

যু। এ শিবিরে, অবরুদ্ধ যশোহরের দীন নাগরিক যুবকাপেক্ষা যোগ্যতর অপহারকের অভাব নাই।

প্রতাপের তীক্ষ্ণ চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। বন্ধুবর্গ প্রমাদ গনিলেন। শঙ্কর এ বিপর্য্যয়ে শান্তি স্থাপন মানসে করযোড়ে নিবেদন করিলেন।

শ। মহারাজ! এ যুবক কোন গূঢ় অভিসন্ধি প্রণোদিত হইয়াই এবম্বিধ অসমসাহসিকতা আচরণে ব্রতী হইয়াছে।

প্রতাপ পুনরায় দৃঢ়স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন,—

প্র। যুবক! তোমার ঈদৃশ অসদাচরণের হেতু প্রকাশ করিতে স্বীকৃত আছ কি?

যু। রাজরাজেশ্বর! কোন্ অসদাচরণের উল্লেখ করিতেছেন?

প্রতাপ অপ্রতিভ হইলেন। কিন্তু বুঝিলেন—ইহার নিকট সতর্কতা অবলম্বন আবশ্যক।

সংযতভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—

প্র। রাজবন্ধুর খড়্গ তোমার হস্তগত হইল কি প্রকারে?

যু। অবরোধকারী সেনাপতির প্রয়োজন অনুভব করিয়া তদীয় আশ্রয় পালিতা মহারাজা বিজয়েন্দু কন্যা যাদবী এই খড়্গ প্রেরণ করিয়াছেন।

সূর্য্যকান্ত! দৃষ্টি শূন্য কেন? শঙ্কর নিশ্চল, নির্ব্বাক। প্রতাপ অধর দংশন করিলেন।

প্র। ব্যক্তন্তরের অভাব বশতঃই কি তোমার দ্বারা প্রেরিত হইয়াছে? রাজবন্ধুর অসংখ্য দাসদাসী ও কর্ম্মচারী এক্ষণে যাদবীর অনুজ্ঞাপালনে অবহেলা করে কি?

যু। আমিই তাঁহার সর্ব্বাপেক্ষা বিশ্বাস পাত্র।

সূর্য্যকান্তের বিশাল হৃদয় দুর্গে বজ্রাঘাত হইল—ঘূর্ণিতমস্তকে আসন পৃষ্ঠে লুটাইয়া পড়িলেন। সে শ্যামকান্তি পাণ্ডুবর্ণ, রক্ত শূণ্য। শঙ্করের ধীর মস্তিষ্ক ক্রিয়াহীন। প্রতাপ দন্তে দন্তে ঘর্ষনপূর্ব্বক তীক্ষ্ণ লক্ষে যুবকের হস্তধারণ করিলেন। যুবক ক্ষিপ্রহস্তে উষ্ণীষ দূরে নিক্ষেপ করিলেন—প্রতাপ হস্ত পরিত্যাগে পশ্চাৎপদ হইলেন। বিস্ময়ে, সন্দেহে, পুলকে জড়িতস্বরে ডাকিলেন—নিপু! এ কোন্ জাতীয় কৌতুক?

নি। বাল্যসহচর! সার্দ্ধবৎসর আকবর সাহের দরবারে উপস্থিত থাকিয়া তুমি এ কোন্ জাতীয় কৌতুকে যশোহর আতঙ্কিত করিয়াছ?

প্রতাপের মুখমণ্ডল গভীর বিষাদ ছায়ায় সমাচ্ছন্ন হইল, শঙ্কর দীর্ঘ

নিঃশ্বাস ছাড়িলেন, সূর্য্যকান্তের সে নব দুর্ব্বাদল শ্যামকান্তি স্বাভাবিক প্রসন্নতা প্রাপ্ত হইল।

প্র। নিপু! তুমি কি কেবল তিরস্কার করিতে আসিয়াছ?

নি। যদি তাহাই হয়?

প্র। শুন নিপু! এ রাজ্য, রাজকোষ, ধর্ম্মতপক্ষে দাউদের। যে ব্যক্তি দাউদচেষ্টিত বঙ্গীয় স্বাতন্ত্র্য স্থাপনে প্রয়াসী হইবে, ন্যায়ানুসারে সেই সে স্বাধীনতা পূজক গচ্ছিত বিভবের স্বত্বাধিকারী। নিশ্চেষ্ট ভোগস্পৃহ উত্তরাধিকারীর কোন স্বত্ব নাই।

নি। মোগল প্রসাদে মোগল হইতে স্বাতন্ত্র্য লাভ? সাহেনসাহ দাউদের উষ্ণশোণিতজ বাষ্প এখনও যাহাদের কৃপাণ ফলাকাগ্রে ধূমায়মান—সেই সর্ব্বপিপাসু মোগলের শোণিত হস্ত দ্বারা মৃত মহাত্মার অতীত কার্য্য সম্পন্ন করিতে বাসনা করিয়াছ? উত্তম!

প্র। ইহাদের সহায়তায় স্বাতন্ত্র্য লাভের প্রয়াসী হইব তোমাকে কে বলিয়াছে? ইহারা স্বাতন্ত্র্য লাভের উপায়—সে গচ্ছিত অর্থ—এ যশোহরের সমৃদ্ধিপূর্ণ রাজত্ব—আয়ত্তকল্পে সহায়তা কারক মাত্র।

নি। আজ যদি যশোহরের সৈনিকগণ গুপ্তাবরোধকারীর অধীন বৃত্তি উপেক্ষা করিয়া অস্ত্র বিনিময়ে হল গোধন চর্চ্চায় রত হয়, কে বলিয়াছে—তখন এই দুর্ব্বৃত্ত তাতার ও উজবেগগণ এ রাজকোষ লুণ্ঠনে ঔদাস্য প্রকাশ করিবে? কোন্ বলে তখন সে বিপন্ন উত্তরাধিকার অক্ষুণ্ণ রাখিবে? যশোহরের যুবরাজ! মোগলবাদসাহের সনন্দ প্রাপ্ত মহারাজ! বাল্যসহচরী বিদায় হয়! যশোহরের অবশ্যম্ভাবী দুরবস্থা দর্শনাপেক্ষা, অব্যবস্থিত চিত্ত রাজার প্রাসাদভোগ অপেক্ষা যমুনার অন্ধকার শীতলগর্ভে বিশ্রাম লাভ সহস্র গুণে শ্রেয়ঃ।

নিপু অবনত মস্তকে অভিবাদনপূর্ব্বক শিবির বহির্গমন মানসে ফিরিল। প্রতাপ, শঙ্কর ও সূর্য্যকান্তকে বিশ্রামান্তে সাক্ষাত করিতে অনুরোধ জ্ঞাপন

করিলেন। তখন একে একে বাল্যস্মৃতি, কৈশোর, যৌবন স্মরণ হইল—কোমলস্বরে দ্বার দেশাগতা নিপুকে ফিরাইলেন। নিপু বুঝিল—তাহার জয়! সে কুন্দারবিন্দকোমল—লাবণ্যমহিমায় প্রতাপের ভাব পারুষ্য বিগলিত হইল, কাতর কণ্ঠে ডাকিলেন—

প্র। নিপু! প্রাণাধিকে! এসংসারে কোন আকর্ষণই নাই কি—যাহা অন্ধকার যমুনা অপেক্ষা শীতল?

নি। গতমুহূর্ত্তেও আশাছিল, আকর্ষণ ছিল, না ছিল কি?

প্র। এক্ষণে?

নি। আমি যাহা বুঝিবার তাহা বুঝিয়াছি, আর কেন?

প্র। কি বুঝিয়াছ জানিবার অধিকার আমার আছে কি?

সে পূর্ণ মহাচ্ছবি মেঘমালাবিলম্বিত চন্দ্রমণ্ডল বিকাশতুল্য দীপ্তিময়ী হইল; গর্ব্বস্ফুরিতাধারে বিদ্রূপাত্মক রেখা দেখা দিল। দৃঢ়স্বরে বলিল—

নি। নিশীথাগত দস্যুর পক্ষে সর্ব্বত্র সমান অধিকার।

প্রতাপ মর্ম্মাহত হইলেন। সে ক্রোধ—সে দৃঢ় চিত্ততা কত পূর্ব্বে ভাসিয়া গিয়াছে—কে জানে? এখন কাতরতা আসিয়া সর্ব্ববৃত্তির স্থান অধিকার করিল।

প্র। বাল্যসহচরি! নিপু! প্রাণাধিকে! প্রতাপের সংসর্গ কি এতই হীন, অগৌরবাত্মক যে তৎপরিত্যাগে অন্ধকার যমুনাগর্ভ মৃত্যু বিধায়ক হইলেও শ্রেয়ঃ বিবেচনা করিয়াছ? আজন্ম সঙ্গিনি! তোমাকে পরিত্যাগ করিতে, তোমার অনুরোধ অবহেলা করিতে—ব্রহ্মাণ্ডে প্রলয়োৎপত্তি ঘটিলেও প্রতাপ অক্ষম।

নি। যুবরাজ! যে রাজ্যপ্রবাসী রাজ্যেশ্বরের প্রত্যাগমন প্রতীক্ষায় প্রীতিপ্রসূন মাল্য হস্তে কাতর নয়নে পথ নিরীক্ষণে এ সার্দ্ধ বৎসর পোহাইয়াছে—তথায় কি সংবাদ দিব? উত্তর শুনিলে অধিনী বিদায় হয়।

ভাবিলেন—মহামহিমাময়ি! তুমি ক্রুদ্ধা হইলে যশোহরের

রাজলক্ষ্মী চঞ্চলা হইবেন। তখন উত্তর প্রদানের পূর্ব্বেই অদূরবর্ত্তী ভীমকান্ত দুর্গের তুঙ্গ বুরুজ হইতে ঘন তোপধ্বনি হইল, যশোহরের বিশাল পঞ্চরঙ্গিন নিশান উড়িল, দুর্গ প্রাচীর শিখরে, তুঙ্গ বুরুজ পৃষ্ঠে, সে দুর্লঙ্ঘ্য পরিখাতট শীর্ষে শ্রেণী বিধান চালিত উদ্যত ভল্ল হস্ত সহস্র সহস্র অশ্বারোহী কোন ক্ষমতাশালী মায়াবী চালিত পটাবর্ত্তনের ন্যায় দৃষ্ট হইতেছিল। প্রতাপ উদ্বিগ্ন দৃষ্টিতে নিপুণিকা পানে চাহিলেন—

প্র। নিপু! এ বিরাট আয়োজনের মর্ম্ম অবগত আছ কি?

নি। প্রতাপ! সাবধান! বিশেষ দৃঢ় চিত্ততা সহকারে নিজ সৈন্যবল সংযত রাখিবে। পিতা পিতৃব্য গৃহ প্রত্যাগত পুত্রকে অভ্যর্থনা হেতু অগ্রসর হইতে মনস্থ করিয়াছেন। আশা করি তোমার কর্ত্তব্য—পুত্রের কর্ত্তব্য—পালন করিবে।

নিক্ষিপ্ত উষ্ণীষ অতি নিপুণতা সহকারে শিরে স্থাপন পূর্ব্বক ত্রস্তপদে শিবির নিষ্ক্রান্ত হইল। সে মুহূর্ত্তে অনাহুত শঙ্কর ও সূর্য্যকান্ত শিবির মধ্য বিভাগে দ্রুতগতিতে প্রবিষ্ট হইলেন। অদূরে সে মহানগরী বেষ্টনে অবরোধকারী সৈন্যগণ সজ্জিত বিক্রমে ভাবী সংঘর্ষের প্রতীক্ষা পরায়ণতা প্রকাশ করিতেছিল।

শ। মহারাজ! অবরুদ্ধ দুর্গেরক্ষিপ্র সজ্জা দৃষ্টে সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী বলিয়া অনুমান হয়।

সূ। বন্ধু! এ সজ্জা সংঘর্ষার্থ বোধক নহে। পিতা পিতৃব্য পুত্রকে স্বাগত সম্ভাষণার্থ নগর বহির্গমনেচ্ছু। এ সজ্জা সম্মানার্থক। সংঘর্ষার্থক হইলে শূন্য তোপধ্বনি পরিবর্ত্তে গোলক গর্ভ কামানের সাভাবিক কার্য্য তৎপরতা সহকারে আক্রমণ সূচিত হইত।

প্র। কান্ত! তোমার ধারণাই যুক্তি মূলক। এক্ষণে উভয়ে সৈন্য ও সেনাপতি গণকে বৃত্তান্ত অবগত কর। এবং রাজ সম্মান প্রদর্শনানুযায়ী প্রণালীতে সৈন্য স্থাপন পূর্ব্বক পুত্র দর্শনার্থী রাজ ভ্রাতৃ যুগলকে

পূর্ণপ্রাণে অভিবাদন পূর্ব্বক অক্ষুন্ন ভাবে সন্তানের কর্ত্তব্য পালন করিবে। এ অবরোধ—এ নিশীথ দস্যুতা ভ্রান্ত অনুমান নির্ভরে এতদূর অগ্রসর হইয়াছি—আর নহে। বন্ধু! সময় সঙ্কীর্ণ। তাতার ও উজবেগগণ বৃত্তান্ত অনবগত থাকিলে অকারণ বিপত্তি ঘটিতে পারে।

সূর্য্যকান্ত ও শঙ্কর ক্রুদ্রবেগে অশ্ব চালনা করিলেন। প্রতাপ একাকী সে বিশাল দরবার গৃহমধ্যে অন্যমনস্ক ভাবে পাদচারণা করিতেছিলেন—ভাবিতেছিলেন—মহিমাময়ি! সঙ্গে লইবে না ত পথ দেখাইলে কেন? মধ্যে মধ্যে উৎকর্ণ হইয়া কি যেন শুনিবার প্রত্যাশা করিতেছিলেন। কিন্তু শিবিরান্তরাবস্থিত প্রহরী বর্গের প্রহরাসঙ্কেত ব্যতীত অন্য কিছুই সে উৎকণ্ঠিত চিত্ত অবরোধকারীর কর্ণ গোচর হইল না। ক্ষণপরে গগন বিদারী মিশ্র জয়ধ্বনি শব্দে প্রতাপের চমক ভাঙ্গিল—দেখিলেন—সে ভবানীমন্দিরাস্ত অসংখ্য শিবির শোভিত রাজপথ বাহিয়া হস্তী পৃষ্ঠে পিতা পিতৃব্য; তৎপশ্চাতে মন্ত্রী, পারিষদ, রাজাত্মীয়বর্গ স্ব স্ব মর্য্যাদানুরূপ যানবাহনে অগ্রসর হইতেছিলেন। সামরিক প্রথানুসারে শঙ্কর, সূর্য্যকান্ত ও অন্যান্য সেনাপতিগণ সম্মান প্রদর্শন করিলেন—সে অনন্ত যোদ্ধৃশ্রেণী বিস্তার উন্মুক্ত কৃপাণ ফলক শিরোস্পর্শ করণান্তর উচ্চ জয়ধ্বনি সহকারে রাজ ভ্রাতৃযুগলের দীর্ঘ জীবন কামনা করিল। রাজানুযাত্রী রক্ষক, সৈনিক, মন্ত্রী, পারিষদ, আত্মীয়, নাগরিক উৎফুল্লকণ্ঠে ভবানীসহায় প্রতাপের জয় গাহিল। রাজা শিবির দ্বারে, অবতরণ পূর্ব্বক স্নেহপূর্ণ কণ্ঠে আহ্বান করিলেন—

রা। বৎস শঙ্কর! বৃদ্ধের আশীর্ব্বাদ প্রতাপকে জ্ঞাপন কর।

ব। মদন ও ত্রিপুরাতনয় অগ্রবর্ত্তী হও।

অকস্মাৎ ঘন জয়ধ্বনি, কোলাহল নিস্তব্ধ হইল। সে অনিন্দ্য সুন্দর দিব্যকান্তি প্রবাস প্রত্যাগত পুত্র পিতা পিতৃব্য সমীপে শিবির দ্বারে বহির্গত হইলেন—দৃষ্টি নিম্নাভিমুখে, গতি অনিয়মিত, হৃদয় কম্পন

তাড়িত। অতি নম্রতা সহকারে পিতা পিতৃব্যের চরণ বন্দনা করিলেন। বিক্রমাদিত্য পুত্রকে শিরশ্চুম্বন দ্বারা আশীর্ব্বাদ করিলেন—করুণা জড়িত কণ্ঠে বলিলেন—

বা। বৎস্! ভবানী তোমায় সর্ব্বথা অভয় দান করুন। আজ সার্দ্ধ বৎসর পরে প্রবাস হইতে অখণ্ড মহিমামণ্ডিত আকবর সাহের প্রিয়-পাত্র হইয়া গৃহে ফিরিয়াছ, নগরবাসী দর্শনাকাঙ্খায় ধান্য দুর্ব্বাহস্তে প্রীতি অর্ঘ্য উপহার প্রদানে কৃতার্থম্মন্য হইবার কামনা করিতেছে। ভবানী স্বীয় বরপুত্রের সম্পদলাভে প্রসন্ন হইয়াছেন—এ ক্ষীণবল বৃদ্ধের বার্দ্ধক্য সম্বল! যশোহরের মহারাণীর কণ্ঠহার! কোন্ পিতা পুত্রের মঙ্গল কামনায় নিজহৃদয়-শোণিত দানে কুণ্ঠিত হয়? কোন্ অখণ্ড প্রভুশক্তিকামী দিগ্বিজয়ী পিতা পুত্রোপার্জ্জিত ক্ষমতার পূর্ণোৎকর্ষ দর্শনে নশ্বর জীবনের সার্থকতা স্বীকারে পরাঙ্মুখ হয়? কোন্ পিতা চরম—শয্যায় চক্ষু মুদিবার পূর্ব্বে স্বীয় আত্মজের ক্ষমতা পরাকাষ্ঠা, অক্ষয় যশ ও দীর্ঘ জীবন কামনা না করে? এ বিস্তীর্ণ রাজ্য, এ সযত্ন রক্ষিত সম্পদ কাহার ভোগার্থে উপার্জ্জিত হইয়াছে? যে অসাধারণ প্রতিভাবলে সম্ম সময়মধ্যে মনীষী মণ্ডলী পরিবৃত্ত আকবরসাহের প্রীতি ভাজন হইয়াছ—বৎস! বৃদ্ধের শেষ আশীর্ব্বাদ—যেন তৎসহায়ে এ বিপুল বিভবের সদাচরণ, প্রজারঞ্জন ও আশ্রিত প্রতিপালন দ্বারা অক্ষয় যশস্বী হইয়া বংশের মুখোজ্জল করিতে সক্ষম হও।

বৃদ্ধ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে প্রতাপের লজ্জারক্তিমগণ্ডে বারংবার চুম্বন করিলেন। তখন মহাপ্রাণ বসন্তরায় প্রতাপের করযুগল উভয় হস্তে ধরিলেন—সাদরে ডাকিলেন—

ব। পৃথিবীর প্রিয়তম! মহারাণীর আনন্দ বর্দ্ধন! যশোহর—বাসীর প্রীতি উৎস! এ কাহার পুরী অবরোধ করিয়াছ? যে হৃদয় আজ বিংশতি বর্ষ বক্ষ শোণিত দানে কারুণ্যপাশ বন্ধনে পূর্ণ পরিচয়

প্রদান করিয়াছে, আজ তাহার প্রতিদানে মায়াপাশ বিনিময়ে সশস্ত্র অবরোধ? সম্রাট সভায় গুণবত্তার পরিচয় প্রদানে সনন্দ লাভ ও রাজ্য প্রতিপালনের সম্যক উপযুক্ততা প্রতিপন্ন করিয়াছ—এ পরলোক সমীপবর্ত্তী পিতা পিতৃব্যের ইহলৌকিক ভারগ্রহণে পরলৌকিক কার্য্যের অবকাশ প্রদান করিলে কৃতার্থ হইব। বৎস! ক্রীড়াক্ষেত্র পরিত্যাগে, চল! কার্য্যক্ষেত্রে ধাবিত হও।

বসন্তরায় প্রতাপের হস্তধারণপূর্ব্বক হস্তীপৃষ্ঠে আরোহণার্থ অগ্রসর হইলেন। তখন বিপুল জয়ধ্বনি, মুহুর্মুহু কামান গর্জ্জন, নগরবাসীর আনন্দোচ্ছ্বাস, মঙ্গলবাদ্য ও অন্তঃপুরচারিণীগণের আগমনী গীতিতে এক অভূতপূর্ব্ব মিশ্র কোলাহল উৎপন্ন হইল। বসন্তরায় দ্বাদশ দিবস ব্যাপী উৎসবের অনুজ্ঞা প্রদানান্তর প্রতাপ সমভিব্যাহারে অন্তঃপুরে মহারাণীর নিকট যাত্রা করিলেন।

নববিধান

(২৫)

মহারাজ বিক্রমাদিত্য ও বসন্ত রায় কর্ত্তৃক প্রতাপের প্রতি রাজ্যভার অর্পিত হইবার দিবস হইতে প্রায় অষ্টম পক্ষ অতীত। অদ্য কালিন্দী তটবর্ত্তী মুক্তাফাপুরের সমাজমন্দিরে জাতীয় অধিবেশন ও ব্যক্তি গ্রহণ কল্পে দরবার বসিয়াছে। দক্ষিণাভিমুখিনী কালিন্দীর পূর্ব্বতটে অপূর্ব্ব স্থপতি কৌশল বিশদ সমাজমন্দির মহারাজের পিতৃব, স্থাপিত। পিতা পিতৃব্য সংগৃহীত চতুর্ব্বর্ণ সমাজস্থ প্রধান প্রধান ব্যক্তি মাত্রেই এই দরবারে উপস্থিতি জন্য আহূত

হইয়াছিলেন। অনাহুত অনন্তসাধারণের ও প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল না। কালিন্দীগর্ভে নানা দিগ্দেশ সমাগত বহুতর জাহাজ, নৌকা, ছিপ নঙ্গর করিতেছিল, কেহ আরোহীপূর্ণ, কোনখানি শূন্যগর্ভ—আরোহীগণ বহুপূর্ব্বে অবতরণ করিয়াছিল, কেহ অবস্থান নির্ব্বাচনে ইতস্ততঃ গতিশীল। তটবর্ত্তী মন্দির শিখরে যশোহরের পঞ্চরঙ্গীন ধ্বজ জাতীয় পতাকা মলয় হিল্লোলে তরঙ্গায়িত। মন্দির চতুষ্পার্শ্বে বহু-সংখ্যক তাম্বু, কানাত অবস্থান শৃঙ্খলাসহকারে ব্যবস্থিত ছিল। অতি প্রত্যুষে অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে কিন্তু এখনও মুকুন্দপুর মধ্যবর্ত্তী রাজপথে ঔৎসুক্য পরায়ণ জনস্রোত অবিরাম গতিতে ধাবিত হইতেছিল। এখনও আরোহীপূর্ণ জাহাজ, নৌকা, ছিপ, বজরা ক্ষিপ্রক্ষেপণী তাড়নে কালিন্দী বক্ষ আলোড়িত করিতেছিল।

সে জাতীয় অধিবেশন মন্দিরাভ্যন্তরে—দরবার নিরব। সহস্র সহস্র অনুসন্ধিৎসু চক্ষু, সে রাজশ্রী সম্ভার বিলসিত অনিন্দ্যসুন্দর মুখপানে আগ্রহপূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। প্রতাপ নক্সা দেখিতেছিলেন—বামপার্শ্বে দণ্ডায়মান শঙ্কর অঙ্গুলি চালনদ্বারা স্থান নির্দ্দেশে জিজ্ঞাস্য অবস্থান পরম্পরা দেখাইতেছিলেন। হঠাৎ কর্ণস্থ কুণ্ডল দুলিল—প্রতাপ চক্ষু উঠাইলেন।

প্র। বন্ধু! বিবেচ্য বিষয়ের হুকুম পরে দেওয়া যাইবে। সর্ব্বাগ্রে অদ্যকার দরবারে নির্ব্বাচিত ব্যক্তিগণের উপযুক্ততা সম্বন্ধে পরিচয় লইতে ইচ্ছা করি।

শঙ্কর আসন গ্রহণান্তর ইঙ্গিত করিলেন—তখন সে সমবেত সমস্ত মণ্ডলী মধ্য হইতে ধীরপদে শ্রীহট্টবাসী জনৈক দীর্ঘকায় শ্যামকান্তি যুবক অগ্রসর হইল। যথারীতি অভিবাদনান্তর নিবেদন করিল—মহারাজের অভিপ্রেত বিষয় সম্যক অবগত হইলে এ দাস প্রস্তুত আছে।

প্র। তুমি বিদেশী, যশোহর প্রদেশের অবস্থান সম্বন্ধে সম্যক অবগত আছ কি ?

যু। মহারাজের পিতৃব্যদেবের প্রসাদে অষ্ট বৎসর ত্রয় মহানগরীতে আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছি।

প্র। তুমি কোন্ কার্য্যে পিতৃব্য দেব কর্ত্তৃক নিয়োজিত হইয়াছিলে ?

যু। রায়গড় দুর্গের পারিখা, পয়ঃপ্রণালী ও গোলন্দাজ গুপ্তী নির্ম্মাণ—এ অধীন দ্বারাই সম্পাদিত হইয়াছিল।

প্রতাপ ধীর দৃষ্টিতে এই যুবকের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিলেন।

প্র। রায়গড় দুর্গের গঠন প্রণালী অতি সুন্দর সন্দেহ নাই। রাজ বন্ধু ! এ প্রণালী উদ্ভাবক কে স্মরণ হয় কি ?

সু। উপস্থিত যুবক "জগৎসহায় দত্তই রায়গড় দুর্গের গঠনপ্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছিলেন।

প্র। যুবক ! তোমার পরিচয়ে সন্তুষ্ট হইলাম। এক্ষণে মগ ও ফিরিঙ্গী জলদস্যুগণ যশোহর রাজ্যের পূর্ব্ববিভাগে দৌরাত্ম্য আরম্ভ করায় উক্ত প্রদেশ সুগম করণাভিপ্রায়ে কপোতাক্ষ নদে যুদ্ধ জাহাজ যাতায়াতের প্রয়োজন। যশোহরের সহিত কপোতাক্ষ সম্মিলনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

জ। মহারাজ ! যশোহরের পূর্ব্বাংশ প্রবাহিতা ইচ্ছামতী নদীর সহিত কপোতাক্ষ নদের মিলনদ্বারা অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। এবং পূর্ব্বপ্রান্ত বাহিনী ইচ্ছামতী নদী হইতে নগর মধ্য বিস্তারে দুর্গ পর্য্যন্ত অল্পায়তন প্রণালী দ্বারা ফৌজ যাতায়াতের ব্যবস্থা আরও সুগম হইবার আশা করা যায়।

প্র। রাজবন্ধু ! আপনার মতামত ও অনুমোদন আবশ্যক।

সু। যে অল্পায়তন পয়ঃপ্রণালী ইচ্ছামতী হইতে নগর মধ্যদিয়া দুর্গ পর্য্যন্ত খনিত হইবার প্রস্তাব হইতেছে, তাহা দুর্গ অতিক্রম করিয়া

পশ্চিমবৰ্ত্তিনী যমুনা সহ মিলিত হইলে, যমুনা বক্ষ বিহারী অর্ণবযান মাত্রেই সল্প সময় মধ্যে পূর্ব্ব বিভাগে প্রেরিত হইতে পারে।

প্র। জগৎসহায়! কতদিনে একার্য্য সমাধা হইবে অনুমান কর?

জ। সাধারণ শ্রমজীবী গণ ভবিষ্যত আশা শূন্য সুতরাং তাহাদের দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হইলে অষ্ট সহস্র ব্যক্তির দ্বাদশ সপ্তাহ সময় আবশ্যক হইবে বলিয়া মনে হয়।

সূ। এতাধিক বিলম্বে নানা বিঘ্নের আশঙ্কা হয়।

প্র। বলিষ্ঠ, কর্ম্মঠ, শ্রমজীবী অধিক সংখ্যায় নিযুক্ত করিলে অপেক্ষাকৃত অল্প সময় মধ্যে সমাধা করিতে পার।

জ। মহারাজ! এ দীনের কিছু নিবেদন করিতে ইচ্ছা হয়।

তখন শঙ্কর পুনরায় গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বিনম্র বচনে নিবেদন করিলেন—

শ। মহারাজ! শ্রমজীবীগণের ধারণা যে আবশ্যকান্তে তাহারা পরিত্যক্ত হইবে—এ কারণ কার্য্যে আস্থাশূন্য। আমার বিবেচনায় একদল শ্রমজীবী সৈন্য গঠন করিলে ভবিষ্যৎ আয়োজনের পক্ষে অনুকূল হয়।

সে দরবার শুদ্ধ একবাক্যে শঙ্করোদ্ভাবিত প্রস্তাবের সমর্থন ও প্রশংসা করিলেন।

প্র। জগৎসহায়! তোমার বক্তব্য?

জ। অধীনও এই প্রস্তাব উত্থাপনে প্রয়াসী হইয়াছিল।

প্র। রাজবন্ধু! জগৎসহায় নিজ নির্ব্বাচন পরীক্ষিত দশ সহস্র শ্রমজীবী সৈন্য গঠন করিতে পারেন। এই সমস্ত সৈন্য সাধারণ যোদ্ধাগণের মর্য্যাদানুরূপ বেতন ও লাখেরাজ বাসস্থান প্রাপ্ত হইবে। রাজকার্য্যে দেহপাত হইলে তদীয় বয়ঃপ্রাপ্ত উত্তরাধিকারীকে তৎপদে নিয়োগ করা যাইবে। উত্তরাধিকারী অপ্রাপ্ত বয়স্ক হইলে সরকার

হইতে বয়ঃপ্রাপ্তি কাল পর্য্যন্ত বেতনার্দ্ধ ভাতা প্রদত্ত হইবে। এ সমস্ত শ্রমজীবী সৈন্যগণ দুর্গনির্ম্মাণ, খাল খনন, প্রণালী প্রস্তুত, দুর্গধ্বংস ও স্থাপন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে অবকাশানুযায়ী যুদ্ধকার্য্য শিক্ষা প্রাপ্ত হইবে। বর্ত্তমানে মগ ও ফিরিঙ্গীগণের সহিত যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী। ফিরিঙ্গী পতি কার্‌ভাল্‌হো পূর্ব্ব বিভাগস্থ চক্‌শ্রী পরগণায় সদলবলে অবস্থান করিতেছে এবং নিজ প্রভু আপনার ক্রীড়াযুদ্ধ প্রতিদ্বন্দী আগষ্টাস্ পেড্রোকে অতর্কিত ভাবে আক্রমণ পূর্ব্বক তাড়িত করিয়াছেন। আগষ্টাস্ এক্ষণে যশোহরের অতিথি।

শঙ্কর ইঙ্গিত করিলেন— সে বিস্তীর্ণ দরবার মধ্য হইতে পিঙ্গলাখ্য শুভ্রকান্তি, বলিষ্ঠ গঠন, ফেরঙ্গ পুঙ্গব আগষ্টাস্ বিনীত অভিবাদন সহকারে প্রার্থনা করিলেন—

আ। যশোহর রাজ! আজ ভাগ্যবলে ক্রীড়াযুদ্ধ পরিচিত বীরেন্দ্র সমাজের আশ্রয়ে জীবন রক্ষায় সমর্থ হইয়াছি, দুরাচার কর্‌ভাল্‌-হো নিমন্ত্রণ ব্যপদেশে বিষাক্ত খাদ্য প্রদান দ্বারা দিবসত্রয় সংজ্ঞা শূন্য রাখিয়াছিল। অধীনস্থ স্বদেশবাসী সৈন্যগণকে আমার যাবতীয় ধনসম্পত্তির অর্দ্ধাংশ বিভাগ বণ্টন দ্বারা বশীভূত করণান্তর নিজে অপরার্দ্ধ গ্রহণ করিয়াছে। জনৈক বৃদ্ধ প্রভুভক্ত স্বদেশীয় ভৃত্য আমাকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় যশোহর রাজ্যান্তর্গত চক্‌শ্রীতে আনয়ন পূর্ব্বক শুশ্রূষা দ্বারা জীবন রক্ষা করিয়াছে। বিশ্বাসঘাতক কার্‌ভাল্‌হো এক্ষণে ঘোষণা করিয়াছে—চক্‌শ্রীবাসী আমাকে প্রত্যর্পণ না করিলে আবালবৃদ্ধ—বণিতাকে জীবন্ত প্রোথিত করিবে।

প্রতাপের চক্ষু হইতে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল—গম্ভীরে আহ্বান করিলেন।

প্র। খাঁসাহেব!—সেনাপতিগণ মধ্য হইতে বৃদ্ধ খাঁসাহেব যথারীতি অভিবাদন করিলেন।

প্র। কল্য সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে আপনার অধীনস্থ অর্দ্ধাংশ সওয়ার পায়েগা ও ধূলিয়ানের অধীনস্থ কতকাংশ তীরন্দাজ মোয়াজিম বেগের অধীনতায় চকৃশ্রী অভিমুখে স্থলপথে—অগ্রসর হইবে। তৃতীয় সপ্তাহ মধ্যে দুর্ব্বৃত্ত কার্ভালহোকে শৃঙ্খলিত দেখিতে ইচ্ছা করি।

তখন আগষ্টাস্ বক্ষে দক্ষিণ হস্ততালু স্থাপন পূর্ব্বক নিবেদন করিলেন—

আ। যশোহর রাজ! যদি ক্রীড়া সহচরকে বিশ্বাস হয়—কিঞ্চিৎ নিবেদন করিতে সাহসী হই।

প্র। বীর! অকুণ্ঠিতচিত্তে নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে পার। যশোহরে অতিথির অবমাননা অসম্ভব।

আ। কার্ভালহো জলদস্যু, তাহার অবস্থানের নিশ্চয়তা নাই। স্থল যোদ্ধা ফৌজ দ্বারা তাড়িত হইয়া নানাস্থানে অশেষবিধ বিরক্তিকর কার্য্য করিতে পারে। আপনার নিমক খাইয়াছি। বিশেষ অধীন এ বিসম্বাদের মূল—যদি হুকুম হয় পাঁচখানি হাজার ফৌজী জাহাজ ও তদনুষঙ্গী ক্ষুদ্রকায় তিনখানি আমার অধীনে এক মাস কাল চালনা, অবস্থান ও আক্রমণ বিষয়ে শিক্ষিত হইলে উপযুক্ত প্রতীকার আমি করিতে সমর্থ আছি।

প্র। আগষ্টাস্! তুমি বিদেশী হইলেও তোমার উচ্চমনোবৃত্তি যশোহরের অজ্ঞাত নহে।

আগষ্টাস্ ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে করযোড়ে প্রার্থনা করিল—সেণ্টমেরি! তোমার আশ্রিত সন্তানের প্রতি দয়া প্রকাশ কর মা; এ দূরদেশে যে মহাত্মার আশ্রয়ে জীবন রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছি, যদি এ পাপপূর্ণ সংসারে আমার কিছু পুণ্যবল থাকে, তবে যশোহর রাজের দীর্ঘায়ু প্রদান দ্বারা আশীর্ব্বাদ করিও যেন তাঁহার রাজত্ব অক্ষুণ্ণ থাকে।

আগষ্টাসের বিশাল বক্ষোপরে দুই চারি বিন্দু অশ্রু পতিত হইল। দরবার শুদ্ধ আগষ্টাসের দুঃখে সাহানুভূতি প্রকাশ করিল।

স্থ। ক্রীড়া যুদ্ধ সহচর! এ রাজাশ্রয়ে জল যুদ্ধ বিষয়ক শিক্ষাদাতা রূপে, দরিয়াদারী ফৌজের সেনাপতি পদে কার্য্য গ্রহণ করিলে—আজীবন সাহচর্য্যে অতুল তৃপ্তি লাভে সক্ষম হই।

আ। বঙ্গের অদ্বিতীয় বীর পুরুষ! ফিরিঙ্গী যাহার আশ্রয়ে জীবন রক্ষা করিয়াছে, তাহার আদেশ পালন করিতে প্রাণান্তেও কুণ্ঠিত হয় না। যদি দুর্ব্বৃত্ত কার্‌ভালহোকে উপযুক্ত প্রতিশোধ দানে নিজ ক্ষমতার পরিচয় প্রদান ও আশ্রয়দাতা চক্‌শ্রীবাসীর ও পিতৃকল্প যশোহর মহারাজার তৃপ্তি সাধন করিতে সক্ষম হই—তখন পূর্ণ প্রাণে রাজপ্রসাদ গ্রহণ করিব। অদ্য তৃতীয় দিবস হইল—জীবন রক্ষাকারী—সে প্রভুভক্ত ভৃত্যকে এ সংবাদ সহ আমার দোর্দ্দণ্ড ক্ষমতান্বিত মাতুল পুত্র ফ্রান্সিস্কো রূডার নিকট কঙ্কন প্রদেশে প্রেরণ করিয়াছি।

তখন পুনরায় বিনীত ভাবেরাজসমক্ষে নিবেদন করিল—মহারাজ যদি আশ্রিতের প্রতি কৃপাদৃষ্টি হয়—রূডা আগত হইলে উভয় ভ্রাতাকে আশ্রয় দিবেন—সেণ্টমেরি স্মরণে প্রতিজ্ঞা করিতেছি—বঙ্গসাগরে পঞ্চরঙ্গীন পতাকা অপ্রতিদ্বন্দ্বী ভাবে উড়াইব।

প্র। আগষ্টাস্! প্রতিশ্রুত হইলাম—তোমার আহুত ভ্রাতা ও তোমাকে নিজ সন্তানবৎ প্রতিপালন করিব।

আগষ্টাসের চক্ষু বাহিয়া কৃতজ্ঞতাশ্রু শতধারে ঝরিল। প্রতাপের আশ্রয়দাতা জ্ঞাপক আগ্রহ প্রসারিত বাম হস্ত চুম্বনান্তর রুদ্ধ কণ্ঠে বলিল—মহারাজ! অদ্য হইতে প্রাণান্ত পর্য্যন্ত যশোহরের সেবায় ব্রতী হইলাম।

শঙ্কর আগষ্টাসকে আসন গ্রহণে অনুমতি করিলেন। সর্ব্ববাদী—

সম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইল—আগষ্টাসের অধীনে যশোহরের জলযুদ্ধ নিয়ন্ত্রিত হইবে। শঙ্কর পুনরায় নিবেদন করিলেন—

শ। রাজ্যের পূর্ব্ব সীমা পরপীড়ক অর্থলোভী দস্যুগণের লক্ষ্য স্থল হইয়া উঠিয়াছে, এজন্য মহারাজের আদেশ ছিল—পদ্মা ও ব্রহ্মপুত্রের সঙ্গম স্থলে উপযুক্ত সৈন্যাবাস নির্ম্মাণ ও সেনাপতি নির্দ্ধারণ সম্বন্ধে অদ্যকার দরবারে বিবেচিত হইবে।

প্রতাপ, বসন্তরায় মাতুল বরিশাল নিবাসী যশোহর রাজ্যের পূর্ব্ব সীমান্ত প্রতিনিধি পুরুষোত্তম বসু (রায়) কে লক্ষ্য করিলেন।

প্র। দাদা মহাশয়! আপনার বিভাগ যথোপযুক্ত রক্ষা হেতু কোন্ কোন্ স্থানে সৈন্য নিবাস স্থাপন প্রয়োজন বোধ করেন?

পু। ব্রহ্মপুত্র ও পদ্মার সঙ্গম স্থলে নূতন দুর্গ নির্ম্মাণ আবশ্যক। আরাকানবাসী মগগণ অত্যন্ত ধৃষ্টতা প্রকাশ করিতেছে। তদুত্তরে ব্রহ্মপুত্রের শাখা কানাই নদী যে স্থানে পদ্মার সহিত মিলিয়াছে, তথায় দুর্গ নির্ম্মাণ ও সৈন্যাবাস স্থাপন দ্বারা উত্তর পূর্ব্ববর্ত্তী পার্ব্বতীয় গণের অত্যাচার দমিত হইতে পারে।

সু। মহারাজ! ৫ নির্ব্বাসিত ত্রিপুরাবাসীর স্বপক্ষীয় পর্ব্বত সম্ভূত সৈন্য ও অধিবাসীগণ নেতাহীন অবস্থায় অযথা কার্য্যে দিনপাত করিতেছে, আমার জ্ঞাতি ভ্রাতা রঘুরামকে মহারাজের অনুগ্রহ জ্ঞাপন করিলে, দশ সহস্র নির্ব্বাচিত আম মাংসাহারী দুর্দ্ধর্ষ্য পার্ব্বতীয় সৈন্য সংগ্রহ হইতে পারে। যশোহর রাজের ভাবী আয়োজন বিধানে সম্যক উপযোগী হইবার আশা আছে।

তখন বসন্তরায় জামাতা ভূতপূর্ব্ব সেনাপতি, বর্ত্তমান সমর সচিব রূপরাম বসু অভিবাদনান্তর নিবেদন করিলেন—

রূ। মহারাজ! ত্রিপুরাতনয় উদ্ভাবিত প্রস্তাব পূর্ব্বসীমান্ত রক্ষা কল্পে উত্তম সন্দেহ নাই। কিন্তু নববিধানে কথিত দশ সহস্র মধ্যে

পঞ্চ সহস্র ত্রিপুরাতনয়ের নিজাধীনে খাস যশোহর দুর্গে ও পঞ্চ সহস্র কানাই সঙ্গমে সীমান্ত রক্ষায় রঘুরামের অধীনে নিয়োগ করিলে উৎকৃষ্ট হয়। আবশ্যকানুযায়ী এই সৈন্য সংখ্যা ভবিষ্যতে বৃদ্ধি করা যাইতে পারে।

প্র। সুন্দর! সমরসচিবের মতানুযায়ী পঞ্চ সহস্র রঘুরামের অধীনে কানাই সঙ্গমে সীমান্ত রক্ষায় ও পঞ্চ সহস্র তোমার অধীনে খাস যশোহর দুর্গে অবস্থান করিবে। রাজবন্ধু! আপনার রসদ বিভাগ হইতে সহচর মদনকে কার্যান্তরে নিয়োগের ইচ্ছা করি। নববিধানানুযায়ী রাজ্য মধ্যে শৃঙ্খলা রক্ষার্থ ও পররাষ্ট্র বিগ্রহে প্রয়োজনীয়তা হেতু মদনের অধীনে ভল্ল, চর্ম্ম ও খড়্গাধারী বর্ম্মাবৃত পদাতিক ত্রিংশৎ সহস্র ঢালি সৈন্য সৃষ্টির প্রয়োজন। জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে সংগৃহীত হইবে। প্রত্যেক বিভাগীয় সেনাপতি—গণ রাজ অনুজ্ঞা গ্রহণান্তর আবশ্যকানুযায়ী সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন। সীমান্ত প্রতিনিধির নিজাধীনে অষ্ট সহস্র মিশ্র সৈন্য রক্ষিত হইবার অনুমতি হইল। সীমান্তস্থ উভয় সৈন্য নিবাসের সেনাপতিত্ব রঘুরামের প্রতি অর্পিত হইল। সমর সচিব! আপনার সেনাপতিত্ব সময়ের অশ্বারোহী নায়ক প্রতাপ সিংহ দত্ত উপস্থিত আছেন?

রু। তিনি শিবির দ্বারে প্রহরা শৃঙ্খলা স্থাপনে ব্যাপৃত আছেন।

শঙ্করের ইঙ্গিতে নকীব উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করিল—যশোহর অশ্বারোহী সৈন্যনায়ক প্রতাপসিংহদত্ত রাজ সমক্ষে হাজির হউন। দত্ত—প্রবর অনুপস্থিত। সচিব অপ্রতিভ হইলেন। প্রতাপের মুখশ্রী বিরক্তি ব্যঞ্জক হইল।

প্র। রাজ জামাতা! আপনার অশ্বারোহী নায়ক অনুপস্থিত কি জন্য? শুনিলাম—তিনি দ্বার রক্ষায় নিযুক্ত আছেন?—তখন রাজাদেশ

ক্রমে স্বয়ং লক্ষ্মীকান্ত তদনুসন্ধানার্থ অগ্রসর হইলেন; ক্ষণ বিলম্বে প্রত্যাগত হইয়া নিবেদন করিলেন—

ল। মহারাজ! প্রতাপসিংহদত্ত দ্বার প্রবেশ পথে প্রহরা কর্তৃত্বে ব্যাপৃত, উপযুক্ত ব্যক্তির প্রতি ভারার্পণ ব্যতীত নিজ কর্তব্য ত্যাগে প্রস্তুত নহেন।—প্রতাপের মুখশ্রী প্রসন্ন হইল, দরবার শুদ্ধ এ কর্তব্যনিষ্ঠ সামরিক কর্ম্মচারীর প্রশংসা ধ্বনি উত্থিত হইল। প্রতাপ শঙ্করকে লক্ষ্য করিলেন।

প্র। বন্ধু! তুমি নিজে এই কর্তব্যনিষ্ঠ বীরের কার্য্যভার গ্রহণে তাঁহাকে রাজ সমীপে প্রেরণ করিবে।—শঙ্কর দরবার হইতে দত্ত প্রবরের উদ্দেশে বহির্গত হইলেন। নিমেষ মাত্র বিলম্বে গৌরকান্তি প্রসন্ন মুখরুচি, বিশাল বক্ষ, দীর্ঘাকৃতি প্রতাপসিংহ দত্ত সে সমালোচনা কুহরিত দরবারে দৃঢ় পদে অগ্রসর হইলেন। সামরিক প্রথানুযায়ী অভিবাদন পূর্ব্ব বিনম্র বচনে বলিলেন—

প্র, দ। মহারাজ! দাসের প্রতি অনুজ্ঞা শ্রবণার্থ হাজির আছি।

প্রতাপ এ কর্তব্যনিষ্ঠ বীরের আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, যেন কঠোর কর্তব্য নিষ্ঠার সহিত অসীম পরাক্রম ও দৃঢ় চিত্ততা সে তেজোব্যঞ্জক মুখশ্রীতে সমপরিমাণে মিশ্রিত ছিল।

প্র। যশোহরের লৌহদ্বার! কোন্ রত্ন প্রসূ ভূমিতে এ লৌহ প্রসূত হইয়াছিল?

এ প্রশংসাবাদে সে মুখশ্রীতে চাঞ্চল্য বিকাশ হইল না, অবস্থান তেমনি সংযত, গম্ভীর।

প্র, দ। যশোহর রাজ্যান্তর্গত খুলনা বন্দর ও বরিশালের মধ্যবর্ত্তী বিভাগে পলাশপুর গ্রামে। মহারাজের প্রসাদে এক্ষণে যাহাকে লোকে প্রতাপপুর বলে।

প্র। কোন্ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছ?

প্র, দ। বঙ্গজ কায়স্থ কুলে—দত্ত বংশে।

প্র। কত কাল এ রাজকার্য্যে নিযুক্ত আছ ?

প্র, দ। তিন বৎসর মাত্র।

প্র। রাজ্যের নববিধানানুযায়ী কার্য্যভার গ্রহণে সম্মত আছ ?

প্র, দ। যাহার নিমক খাইতেছি, নূতন হউক, পুরাতন হউক সর্ব্ববিধানেই সে রাজ সেবায় প্রস্তুত আছি।

প্র। বীর! প্রতাপপুর পরগণা তোমাকে জায়গীর প্রদত্ত হইবে— অদ্য হইতে যশোহর রাজ্যের অশ্বারোহী সেনাপতি পদে নিযুক্ত হইলে। জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে নির্ব্বাচন দ্বারা অষ্টাবিংশ সহস্র অশ্বারোহী সর্ব্বদা যুদ্ধার্থ প্রস্তুত রাখিবে। আবশ্যকানুযায়ী বর্দ্ধিত ও বিভক্ত করিবার ক্ষমতা তোমার হস্তে ন্যস্ত হইল।

সূর্য্যকান্ত দত্ত প্রবরকে আসন গ্রহণে অনুমতি করিলেন। তখন প্রতাপ কি যেন স্মরণ করিলেন—

প্র। প্রতাপ সিংহ! তোমার বর্ত্তমান কর্ত্তব্য—নিজ নির্ব্বাচিত ব্যক্তন্তর নিয়োগ পূর্ব্বক সমভিব্যাহারে অবিলম্বে প্রত্যাগত হইবে।— দত্তপ্রবর অভিবাদন পূর্ব্বক বিদায় হইলেন।

প্র। সমর সচিব! এ দুর্দ্ধর্ষ বীরের ক্ষমতা সম্বন্ধে আপনি কতদূর জ্ঞাত আছেন ?

রূ। আমার ধারণা এই যে—বঙ্গে নব সেনাপতি রাজবন্ধু সূর্য্যকান্ত ব্যতীত এরূপ যোদ্ধা দ্বিতীয় আছে কি না সন্দেহ।

প্র। জগৎ সহায়!—জগৎ সহায় পুনরায় অভিবাদন করিলেন—

প্র। পূর্ব্ব সীমান্ত সংরক্ষণ জন্য যে সৈন্যনিবাস স্থাপিত হইবে, তোমার প্রথম বর্ত্তব্য পালনান্তর কত দিনে তাহা সম্পন্ন করিতে সক্ষম হইবে ? এতদুভয় কার্য্যই একোদ্দেশ্য সাধনাভিপ্রায়ে স্থিরীকৃত হইবে স্মরণ রাখিবে।

জ। মহারাজ! ফিরিঙ্গী কার্ভাল্হো শাসন ও মগদস্যু আক্রমণ যাহাতে একই সময়ে আরম্ভ হইতে পারে—সেবক তদনুযায়ী অনুষ্ঠানের ত্রুটি করিবেনা।

এমত সময়ে প্রতাপসিংহ দত্ত শঙ্কর সমভিব্যাহারে পুনরাগত হইলেন।

প্র। বন্ধু! প্রত্যেক বিভাগীয় সৈন্য, সামরিক ও বৈষয়িক কর্ম্মচারী জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে যশোহরের নিয়োজিত ও নবাগত ব্যক্তি মধ্য হইতে নববিধান নিয়মানুসারে গৃহীত হইবে।

শ। যশোহরের সহযাত্রী তাতার ও উজবেগগণ নববিধানানুযায়ী কার্য্য গ্রহণে অসম্মত। তাহারা দীর্ঘকাল এ দূরদেশে অবস্থানে অনিচ্ছু। কোন নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্য হেতু আগমন করিয়াছিল, এক্ষণে মহারাজের অনুমতি হইলে বিদায় প্রার্থনা করিতে প্রস্তুত।— তখন মাহীউদ্দীন অভিবাদন পূর্ব্বক অবনত শিরে অগ্রসর হইলেন।

মা। মহারাজ! তাতার ও উজবেগগণ চিরস্থায়ী কর্ত্তব্যভার গ্রহণে অক্ষমতা প্রযুক্তই বিদায় প্রার্থনা করে। বিশেষ নব বিধানানুযায়ী এ দেশে সপরিবারে বসবাস তাহাদের পক্ষে অসম্ভব।

প্র। যশোহরের সহযাত্রী সেনাপতিগণ মধ্যে প্রত্যাগমনেচ্ছু, কেহ আছেন?

সু। কৈশোরে পাঠানবীর শের খাঁর উত্তরাধিকারী সেলীমগড় স্থাপয়িতা জেলালের কার্য্যভার গ্রহণপূর্ব্বক দিল্লীতে আশ্রয় লইয়াছিলাম। ভাগ্যবলে এ বার্দ্ধক্যে সুবর্ণবাঙ্গলায় মহারাজের আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়াছি, সহযাত্রী দ্বাবিংশতি সহস্র মিশ্র সৈন্য মধ্যে দশ সহস্র পাঠান—এ পাঠান গৌরবের লীলাভূমি প্রাণান্তেও পরিত্যাগে প্রস্তুত নয়, রয়াজিদ ও মাহীউদ্দীনের সহিত সেবক নববিধানানুযায়ী কার্য্যভার গ্রহণে প্রস্তুত।

প্রতাপের মুখশ্রী প্রসন্ন হইল। শঙ্করের ইঙ্গিতে মোয়াজিম বেগ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক অগ্রসর হইলেন।

মো। মহারাজ! করযোড়ে নিবেদন করিতেছি—স্বজাতীয় উজবেগ-গণ চিরস্থায়ী বসবাসে অক্ষমতা প্রযুক্তই প্রত্যাগমনে বাধ্য হইতেছে, কিন্তু সামরিক বিশ্বস্ততা জ্ঞাপন পূর্ব্বক রাজহস্ত চুম্বনদ্বারা যে কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছি, পিতাপুত্রে তদুপযুক্ততা প্রতিপাদন দ্বারা যশোহরের অনুগ্রহলাভে সক্ষম হই—এই প্রার্থনা।

প্রতাপ এই তেজস্বী উন্নতবৃত্তি যুবককে নিকটে আহ্বান করিলেন। মোয়াজিম অবনত জানু হইয়া রাজ পরিচ্ছদাগ্র চুম্বন করিল।

প্র। যুবক! দ্বি সপ্তাহ মধ্যে কার্ভাল্হো কে তাড়িত করিয়া চক্রশ্রীবাসীর উৎকণ্ঠা দূর করিবে। উপযুক্ত সময়ে আগষ্টাস্ তদনুসরণে প্রবৃত্ত হইবেন। রাজবন্ধু! যে দ্বাদশ সহস্র স্বজন দর্শনাভিলাষী তাতার ও উজবেগ নববিধনানুযায়ী কার্য্যভার গ্রহণে অসমর্থ, তাহাদের বকেয়া ও পাথেয় প্রদান পূর্ব্বক সপ্তাহ মধ্যে বিদায় প্রদান করিবেন।

সে দরবারস্থ সকলেই বিশেষতঃ তাতার ও উজবেগ নায়ক গণ একবাক্যে যশোহরের বদান্যতার প্রশংসা করিলেন। তখন সূর্য্যকান্ত ধীরপদে অগ্রসর হইয়া রাজ সমক্ষে অভিবাদন করিলেন।

প্র। রাজবন্ধু! সামরিক বিধানের অন্য জিজ্ঞাস্য থাকিলে জ্ঞাপন করিতে পারেন।

সূ। রসদ বিভাগীয় ভার মদনের. কার্য্যান্তর নিয়োগ হেতু ভিন্ন ব্যক্তি নিয়োগ বিশেষ প্রয়োজন।

প্র। সমর সচিব! যশোহর পূর্ব্ব বিধান নিযুক্ত রসদ মাওয়ালী রাজজ্ঞাতি শ্রীপতি গুহ স্বরাষ্ট্র বিভাগে রসদ সরবরাহ কার্য্যে নিযুক্ত

থাকিবেন। এবং বয়াজিদ্ হাজারী পররাষ্ট্র বিভাগের রসদ ভার প্রাপ্ত হইবেন।—তখন শঙ্কর গাত্রোত্থান পূর্ব্বক রাজ পরিচ্ছদাগ্র চুম্বনান্তর নিবেদন করিলেন—

শ। যশোহরের রাজস্ব বিভাগে নববিধানানুযায়ী কোন পরিবর্ত্তন সংশোধিত হইবার আবশ্যক বোধ করি না।

প্র। পিতৃব্যদেব প্রবর্ত্তিত চাকলা পরগণা ডিহি পূর্ব্ববিধানানুসারে নিয়ন্ত্রিত হইবে। প্রত্যেক বিভাগস্থ জায়গীর, চাকরাণ, বৃত্তি, দেবোত্তর, পীরোত্তর, লাখেরাজ প্রভৃতির তত্ত্বাবধান ভার যে ভাবে বিভাগীয় কর্ম্মচারীর প্রতি অর্পিত আছে, তৎপরিবর্ত্তে এক স্বতন্ত্র বিভাগের অন্তর্গত হইবে। এবং রাজজ্ঞাতি শ্রীপতি গুহ নববিভাগের কর্তৃত্ব প্রাপ্ত হইবেন। রাজস্ব বিভাগে নবনিয়োজিত ব্যক্তি মাত্রেই আপনার দ্বারা মনোনীত হইবেন। রাজস্ব সংক্রান্ত যাবদীয় ক্ষমতা আপনার প্রতি অর্পিত রহিল, আশা করি লক্ষ্মীকান্তকে সহকারীত্বে নিয়োগ ও উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান দ্বারা ভার প্রাপ্ত বিভাগের উৎকর্ষ সম্পাদনে যশস্বী হইবেন।

শঙ্কর রাজপরিচ্ছদাগ্র চুম্বনান্তর আসন গ্রহণ করিলেন। সে মুহূর্ত্তে দিগ্‌দিগান্ত কম্পিত করিয়া তোপধ্বনি হইল। মধুরে ভৈরবে বিজয় বাদ্য ঝঙ্কারে সে অনন্ত শিবির শ্রেণী বিস্তার তরঙ্গায়িত হইল; নহবতের মিশ্র বাদ্যধ্বনি খরস্রোতস্বিনী কালিন্দী তটান্তরে প্রতিধ্বনিত হইয়া নববিধান মহাযজ্ঞ ঘোষণা করিল। সে অধিবেশন মন্দির শীর্ষস্থ খড়্গা চর্ম্মাঙ্কিত প্রকাণ্ড নিশান তীব্র বায়ুস্রোতে পত্‌পতায়মান; অগণ্য পঞ্চরঙ্গীন পতাকামালা কালিন্দী সৈকতে, তীরে, নদীগর্ভস্থিত জলযান বক্ষপ্রোথিত ধ্বজ শিখরে সমসূত্রপাতে লহরে লহরে নববিধানের ভবিষ্যৎ মহিমা ক্রীড়া বিলাস সহকারে ঘোষণা করিল। শৃঙ্খলা বিধান চালিত অশ্বসাদী প্রহরী সমবায় গতি চাঞ্চল্য সম্ভূত মহার্হ পরিচ্ছদ জ্যোতিঃ

চমকে দিগ্মণ্ডল উদ্ভাসিত করিয়া উন্মুক্ত কৃপাণ শিরোস্পর্শ করিল। সে অগণ্য জনতা স্রোত, শিবির মধ্যস্থ সেনাপতি, নায়ক, কর্ম্মচারী, মন্ত্রী, পারিষদ, জায়গীরদার, জমিদার, আত্মীয়—সে নব বিধানাহুত সামাজিক সম্রান্ত ব্যক্তিবর্গ যুগপৎ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বুকে হাত বাঁধিয়া অবনতশিরে যশোহর রাজের নববিধান অনুমোদন করিলেন। শত শত সুকণ্ঠ ভট্ট-কবিগণ ভৈরব রাগ সহযোগে জাতীয় সঙ্গীত গানে নববিধানের জয়োচ্ছ্বাস সূচিত করিলেন। সে বিপুল জয়ধ্বনি শিবির হইতে শিবির বহির্ভাগস্থ তটবিস্তারে, আরোহী সমাকুল নদীগর্ভে, সে যশোহরাভিমুখিনী রাজরথ্যায়, রাজরথ্যাপার্শ্বস্থ জনপদ মধ্যে এক অভূত পূর্ব্ব মিশ্র আনন্দ কোলাহলে সংক্রামিত হইল। নববিধান সৃষ্টিকর্ত্তা সে সমবেত নব সঞ্জীবিত চতুর্ব্বর্ণ সমাজ কর্ত্তৃক প্রত্যুদ্গত হইয়া সদল বলে যশোহরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

ফ্রেডারিক কার্‌ভাল্‌হো

ও

মঙ্‌—পো—মীন্‌।

(২৬)

নববিধান ঘোষণার পর দ্বিসপ্তাহ মধ্যে মোয়াজিম বেগ চক্রশ্রী-তাড়িত, সমুদ্রাভিঘাত পর্টুগীজ দস্যুপতি কারভাল্‌হোর বহু সংখ্যক শৃঙ্খলিত অনুচর, পশ্চাত্তাক্ত সম্পত্তি রাজসমীপে প্রেরণ পূর্ব্বক কার্য্যদক্ষতা প্রকাশ করিয়াছেন সত্য, কিন্তু পক্ষদ্বয় অতীত হইল—যশোহর প্রত্যাগমন করেন নাই। চক্রশ্রী নিম্নস্থ পঞ্চপ্রবাহ সম্মিলন মধ্যোত্থিত, দুস্তর খর-স্রোত বলয়িত তুঙ্গ দ্বীপবক্ষে অগণ্য তাম্বু, কানাত পারিপাট্য ব্যবস্থিত। সে বিস্তীর্ণ দ্বীপ প্রান্ত বেষ্টনে সমান্তর রক্ষিত ভীমগহ্বর কামানরাজি উদ্ধত প্রতাপে তটান্তরাবস্থিত চক্রশ্রী জনপদ ও তদীয় উদ্ধারক সতর্ক প্রহরাপরায়ণ মোয়াজিমের মিশ্র বলকে পূর্ব্বপরাজয়ের প্রতিশোধ কল্পে তীব্র ভ্রূকুটী সহকারে আহ্বান করিতেছিল। সে পূর্ণ চন্দ্রোদয়োদ্ভাসিত পঞ্চমুখিনী তটিনী হৃদয়ে দ্বীপ সৈকত চুম্বী, কাষ্ঠ সোপাণ সংলগ্ন পার্শ্ব দ্বাত্রিংশৎ সংখ্যক হাজার ফৌজী জাহাজ ফিরিঙ্গী ও মগ দস্যু নায়ক দ্বয়ের কুরূশ ও হস্তী চিহ্নিত নিশান ক্রীড়ায় দ্বীপশিবিরস্থ প্রতিহিংসা-পরায়ণ বৈদেশিক কূট যোদ্ধাগণ সমীপে চক্রশ্রী ধ্বংসের অনুজ্ঞা প্রার্থনা করিতেছিল।

সে জ্যোৎস্না প্লাবিত পূর্ণিমা রজনীতে সৈন্যাবাস মধ্যপ্রসারী চক্রশ্রী পথে শ্বেতবর্ণ বিপুল যুদ্ধাশ্ব পৃষ্ঠে মোয়াজিম একক রক্ষী সতর্কতা পরীক্ষায়

অনিদ্র ; উৎকণ্ঠিত গতি নিশ্চল হইল—সে তেজোদ্দীপ্ত দৃষ্টি আজ চিন্তা—কুলিত কেন? রাত্রি প্রভাতে নগর আক্রান্ত হইবে, এ সংবাদে সে কর্ত্তব্য পালন প্রতিশ্রুত বীর হৃদয়ে অনন্ত বিদ্যুৎ প্রবাহ তাড়নে আলোড়িত হইতেছিল। ধীর চিন্তাকুল দৃষ্টিতে চাহিলেন—সে পঙ্ক প্রবাহিনী স্রোত কম্পিত পূর্ণ চন্দ্রের প্রতিকৃতি চূর্ণ চাঞ্চল্যে দ্বীপ সৈকতাবস্থিত জাহাজের গোলক গর্ভ পার্শ্বভাগে তরঙ্গে তরঙ্গে লয় প্রাপ্ত হইতেছিল—তবে কি এই রূপেই এ-উদীয়মান বাণিজ্য প্রধান নগরীর মোহিনীচ্ছবি লয় প্রাপ্ত হইবে ?

আজ সে সুন্দর মুখরুচিতে সর্ব্বোপেক্ষা স্মিততা প্রকাশ পাইল। অশ্ববল্গা আকর্ষণ করিলেন। চক্রশ্রী নগরীর পশ্চাদ্ভাগ পরীক্ষার্থ। হঠাৎ অস্পষ্ট অশ্বপদধ্বনি শ্রুতি গোচর হইল। সতর্কতা সহকারে অগ্রসর হইলেন। ভাবিলেন—কোন প্রহরী হইবে ; হয়ত কোন অতর্কিত আক্রমণের পূর্ব্বাভাষ। তবে কি প্রহরা শৃঙ্খলায় কোন ভ্রম ছিল! তখন প্রতাপের নিকট প্রতিশ্রুতি, আত্মীয়, স্বজন, পিতা একে একে কত কি স্মরণ হইল। ভাবিলেন—যশোহররাজ! অধমের অদৃষ্টে ও রাজপরিচ্ছদ চুম্বন দ্বিতীয়বার লিখিত হয় নাই। দৃঢ়গতিতে অগ্রসর হইলেন। অস্পষ্ট ধ্বনি ক্রমশঃ স্ফুটতর। দ্রুত অশ্বতাড়ন শব্দ সে সংক্ষুব্ধ বীর হৃদয়ের স্তরে স্তরে ধ্বনিত হইতেছিল। দৃঢ়াবস্থানে অশ্ববল্গা প্রত্যাকর্ষণ করিলেন। মুখশ্রী সংযত, দৃঢ়, পারুষ্য ব্যঞ্জক তীক্ষ্ণ চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল। অদূরে সশস্ত্র অশ্বারোহী মূর্ত্তি সে চন্দ্রমা বিশদ নিশীথে সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিলেন—আশা, ভরসা, জয়েচ্ছা এক তীব্র স্রোতে সে হতাশ হৃদয় পুনরুজ্জীবিত করিল। মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান দীর্ঘ বোধ হইল। অসহিষ্ণু চিত্তে তীব্র লম্ফে আগন্তুক অশ্বারোহী বক্ষে প্রসারিত করে ঝম্প প্রদান করিলেন। আগন্তুক সে মহাপ্রাণ কর্ত্তব্য নিষ্ঠ যুবককে সাগ্রহে নিজ হৃদয়ে ধরিলেন।

মো। যশোহরের মহারথি! এ কালরাত্রি প্রভাতে দ্বাত্রিংশৎ সহস্র কূটদস্যু কর্ত্তৃক চকৃশ্রী ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে স্থিরীকৃত হইয়াছে। এক্ষণে আপনার আগমন চকৃশ্রীর বহু পুণ্য ফল।

আ। যে নগরী তোমার ন্যায় অনিদ্র সেনাপতির আশ্রয়ে নিশ্চিন্ত সুষুপ্তি সম্ভোগ করিতেছে, দ্বাদশ সূর্য্য উদিত হইলেও তাহার ধ্বংস দূর পরাহত। এক্ষণে দশ সহস্র নির্ব্বাচিত অশ্বসাদী প্রচ্ছন্ন ভাবে আমার পশ্চাতে চকৃশ্রী সাহায্যে আগত প্রায়। প্রহরী ও শিবির রক্ষকগণকে জ্ঞাপন কর্ত্তব্য।

মো। মহারথি! আপনার বিধান অবিলম্বে পালিত হইবে।

নিকটস্থ প্রহরীকে আহ্বান পূর্ব্বক দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করিলেন।

আ। কর্ত্তব্য নিষ্ঠ যুবক! তোমার মহাপ্রাণতায় যশোহর রাজ ও তদীয় সেবক মুগ্ধ।—স্মিত মুখে বলিলেন—আশা করি চকৃশ্রী সেনাপতির বিধানানুসারে চালিত হইতে পারিব।

মো। অধীনের প্রতি এ বদান্যতা যশোহর রাজের প্রধান অশ্বারোহী সেনাপতির উপযুক্ত সন্দেহ নাই। এক্ষণে সেবকের প্রতি অনুজ্ঞা প্রচার হইলে বাধিত হই।

আগন্তুক যশোহর রাজ্যের নববিধান সম্মানিত মহারথীগণাধিপ প্রতাপ সিংহ দত্ত।

তখন উভয়ে নবাগত ও পূর্ব্বস্থিত সৈন্য শৃঙ্খলা স্থাপনে প্রয়াসী হইলেন।

সে চন্দ্রকিরণ প্লাবিত নিশীথে চকৃশ্রী সম্মুখস্থ দ্বীপ বক্ষে দ্বাত্রিংশৎ সহস্র ভীম বিক্রান্ত যোধ অবশ্যম্ভাবী জয়োৎফুল্ল হৃদয়ে শিবির মধ্যে সুখ স্বপ্ন পূর্ণ সুষুপ্তি উপভোগ করিতেছিল। জাগরিত একজন মাত্র—কি কারণে? তবে কি সে দুর্দ্ধর্ষ যোধ পরিবৃত কাবুলালহোর পরুষ হৃদয়ে ভাবী যুদ্ধোৎকণ্ঠা মোয়াজিমের ন্যায় পূর্ণ মাত্রায় প্রতিঘাত

করিতেছিল? না, তাহা নহে। সে উজ্জ্বল দীপালোকিত সুসজ্জিত শয়ন কক্ষে দস্যু নায়ক প্রেমালোচনায় অনিদ্র। এ প্রণয় সঙ্গিনী মগ দস্যুপতি মঙ্—পো—মীনের একমাত্র ভগ্নী—এ দস্যু যুগলের অবিচ্ছেদ্য বন্ধন। পরিণয়ের সামাজিক বিধান নিয়ন্ত্রিত বন্ধন নহে। স্বেচ্ছাচার ও ভ্রাতৃ অনুমোদিত পিপাসার তীব্র আকর্ষণ। এ প্রেমিকার বয়স অনুমান দ্বাবিংশতিবর্ষ হইবে। অতি শুভ্রকান্তি, মুখরুচি লাবণ্য বিলসিত; স্ত্রী চরিত্রে স্বেচ্ছাচার দোষের ন্যায় সে কমনীয় মুখমণ্ডল নিম্ন নাসিকত্ব হেতু বঙ্গীয় বিবেচনায় রুচি বিরুদ্ধ—তবে অঙ্গ সৌষ্ঠব, লাবণ্য ও কটাক্ষ চিত্তহারী সন্দেহ নাই। বক্ষোবেষ্টন পরিহিত রেশমী লুঙ্গী শত সহস্র মহামূল্য হীরক জ্যোতি বিশদ, তদধিক মহার্হ অঙ্গরাখায় সে উন্নত বক্ষ আচ্ছাদনের বিফল প্রয়াস প্রত্যক্ষীভূত হইতেছিল! সুভঙ্গিম গ্রীবা বেষ্টনে কাবুভালুহোর প্রণয়োপহার বহুমূল্য রত্ন কণ্ঠী আবক্ষ লম্বিত—সে উন্নত বক্ষের আভ্যন্তরীন চাঞ্চল্যে মৃদু দোলায়মান। শিরোপরে আরাকান সুন্দরী সুলভ আগুল্‌ফ দীর্ঘ বিপুল কেশদাম পারিপাট্য সহকারে, কৃত্রিম বহু পুষ্প গ্রন্থনে কুণ্ডলিত—আর সে পরাক্রান্ত দস্যু সমাজ পূজিত সুগঠিত চরণ যুগল চর্ম্মভালু পাদুকার সুবর্ণ সূত্র গ্রথিত রেশমী বন্ধনে সমলঙ্কৃত। প্রণয়ী যুগল একাসনে পরস্পরের অর্দ্ধ দেহভার সমযত্ন সাধনায় পিপাসিত—সুন্দরী সে দোলায়মান কর্ণাভরণ বিলসিত লাবণ্যপূর্ণ মুখচ্ছবি উঠাইলেন—আকাঙ্খা জড়িত স্বরে মধুপানোদ্দীপ্ত প্রেমিকের একাগ্র চিত্ত স্রোত ফিরাইবার মানসে আহ্বান করিলেন—

সুন্দরী। সমুদ্ররাজ! তোমার আলিঙ্গনে চিত্তহারা হইলে সব ভুলিয়া যাই। আজ আমার কিছু নিবেদন আছে।—সে মনোরম বাহুলতা পাশে দস্যুরাজের হৃদয় বেষ্টিত ছিল। পিপাসিত চুম্বনে সে বন্ধন দৃঢ়তর হইল। কাম কম্পিত কণ্ঠে কাবুভালুহো ডাকিলেন—

কা। প্রণয়িণি! তোমার আজ্ঞা কবে এ চরণাশ্রিত দাস অবহেলা করিয়াছে?

সুন্দরী। স্বদেশিনী সুন্দরী গণ অধিনীকে আরাকান রাজ ভ্রাতুস্পুত্রী ও ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী মঙ্—পো—মীনের ভগ্নী বলিয়াই সম্ভ্রম করে। কিন্তু হায়! তাহাদিগকে এ প্রণয়ের নিদর্শন দেখাইবার

উপযুক্ত কিছু অভাগিণীর নাইত?

কা। কল্য প্রত্যুষে চক্শ্রী বিজয় লব্ধ যাবতীয় ধন সম্পত্তি ও চরণযুগলে উপহার দিব। নির্ব্বাচন পরীক্ষিত শত সুন্দরী ক্রীতদাসীরূপে একবরী বন্ধনের সাহায্য করিবে. চক্শ্রী জমিদারের সুন্দরী কন্যা এ কোমল বক্ষে অঙ্গরাগ পরাইবে। আর এ প্রেমাশ্রিত দাস এ দ্বীপ বক্ষে স্থায়ী প্রাসাদ নির্ম্মাণ পূর্ব্বক রত্নদ্যোতিত কক্ষাভ্যন্তরে সুখশয্যায় অবিচ্ছেদ্য আলিঙ্গনে মধুপানাস্বাদনে চরিতার্থতা লাভে সমর্থ হইবে।

কামোন্মত্ত দস্যুরাজ সে পিপাসিতা সুন্দরীকে পূর্ণ আলিঙ্গনে বক্ষে ধরিলেন—সে মূহূর্ত্ত—সে জ্যোৎস্না স্রোত প্লাবিত তটিনী বিস্তারের দূর প্রান্ত হইতে দিগ্ দিগান্ত গম্ভীর মন্দ্রে কম্পিত হইল—সুন্দরী জড়িত স্বরে বলিল—প্রাণেশ্বর! এ গম্ভীর শব্দের কারণ? কারভালহোর কামোন্মত্ত হৃদয় তখন লোকান্তরেভাসমান।

কা। ঝটিকা সংক্ষুব্ধ সমুদ্র গর্জ্জন! বঙ্গ সমুদ্রের অপ্রতিদ্বন্দী রাজরাণি! কারভালহোর বক্ষের রত্নহার কাহার সাধ্য এ প্রেমালোচ ব্যাঘাত জন্মাইতে সাহসী হয়।

সে মূহূর্ত্তে—সে সুষুপ্ত দ্বীপ নিম্নে ঘোর গর্জ্জনে তোপধ্বনি হইল—জলন্ত গোলকাঘাতে সে প্রেমার্চ্চনা চর্চ্চিত শিবির স্তম্ভ চূর্নিত মধ্য হইয়া লুণ্ঠিত হইল। দস্যুরাজ তীব্র লম্ফে নিষ্কোষিত কৃপাণ হস্তে সে লুণ্ঠিতা প্রণয় লতিকা পশ্চাতে ফেলিয়া শিবির বহির্ভাগে অগ্রসর হইলেন। রক্ষী প্রহরী, সৈনিক, সেনাপতি, মগরাজ পুত্র বিশৃঙ্খল ভাবে কেহ জাহাজে

আরোহণ করিতেছিল, কেহ প্রহরণ সংগ্রহে ব্যস্ত, কেহ ইতস্ততঃ ধাবমান হইয়া কোলাহল বৃদ্ধি করিতেছিল—তখন সে পূর্ণ নদী বক্ষাগত দ্বাদশ সংখ্যক ভীমকায় জাহাজের পার্শ্ব প্রসার হইতে অজস্র গোলকস্রাবে কেহ আহত, কেহ পলায়মান, কোন স্বপক্ষীয় অর্ণবযানারোহী করুণ আহ্বানে হাহাকার করিতেছিল। সে ভীষণ মুহূর্ত্তে চকৃশ্রীতট হইতে সমস্রোতে অগ্নিবৃষ্টি সূচিত হইল। কার্ভালহো ভীমকণ্ঠে সে বিশৃঙ্খল সৈন্য মণ্ডলীকে আহ্বান করিলেন, কতক ফিরিল, কতক দ্বীপ বিস্তারে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল।

আয়াস সংগৃহীত সৈন্যগণ সঙ্গে দস্যুপতিদ্বয় জাহাজে আরোহণের প্রয়াস পাইলেন—ছিন্ন, ভিন্ন, ভগ্ন, চূর্ণ অর্ণবযান সমবায় খরস্রোতে ইতস্ততঃ ধাবমান হইল। দ্বাত্রিংশৎ সংখ্যা মধ্যে পঞ্চদশ খানিকে চালিত হইবার উপযোগী করণে সমর্থ হইলেন,—ধারণা ছিল—চকৃশ্রী, মোয়াজিমের পঞ্চ সহস্র সৈন্য রক্ষিত, তখন রুদ্রগতি গোলক ক্ষেপণে চকৃশ্রী তটস্থ গোলক প্রহারের প্রত্যুত্তর প্রদান করিলেন। দৃঢ়স্বরে, চকৃশ্রী তটাক্রমণার্থ অনুজ্ঞা প্রদান পূর্ব্বক কুরুশ ও হস্তীর মিশ্র চিহ্নাঙ্কিত নিশান উড়াইলেন। অকস্মাৎ চকৃশ্রী তটস্থ সৈন্যগণ গোলক প্রহার বন্ধ করিয়া পশ্চাদ্‌পদ হইলেন। দস্যুরাজ ভাবী অধিকারের নিশ্চিত সম্ভাবনায় জয়োৎফুল্ল কণ্ঠে শত্রু জাহাজ লক্ষ্যে নিজার্ণবযানের পার্শ্ব প্রদর্শন ও গোলক প্রহারের অনুজ্ঞা জ্ঞাপন পূর্ব্বক পঞ্চবিংশ সহস্র সৈন্য সমভিব্যাহারে চকৃশ্রী সৈকতে অবতরণ করিলেন—উচ্চ জয় শব্দে ফিরিঙ্গী ও মগগণ আনন্দ প্রকাশ করিল। সে মুহূর্ত্তে আক্রমণকারী দ্বাদশ সংখ্যক জাহাজের সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী ধ্বজ পার্শ্বে রুদ্রমূর্ত্তি আগষ্টাস্ গললগ্ন বংশী সঙ্কেতে চকৃশ্রী যোধগণকে পুনরাক্রমণ হেতু আহ্বান করিলেন। আবার ভীম নিনাদানুযায়ী ধূম পাংশু গোলকের ভীষণ মিশ্রণে সৈকত ভূমি ছিন্ন ভিন্ন হইল; কার্ভালহো অমিত পরাক্রমে সে তটাবস্থিত

গোলন্দাজ শ্রেণীর উপর আপতিত হইলেন—সমস্বরে সহস্র সহস্র যোধ জয়ধ্বনি করিল।

তটস্থ গোলন্দাজগণ ক্ষিপ্রগতিতে পশ্চাদপসৃত হইল—জয়োৎফুল্ল দস্যুরাজ তটাধিকার নিশ্চিত বিবেচনায় উচ্চ জয়ধ্বনি সহকারে নগর লুণ্ঠনের অনুজ্ঞা জ্ঞাপন দ্বারা নিজ সৈন্যগণকে উৎসাহিত করিলেন। ঘোর মিশ্ররবে দস্যু সৈন্য সদর্পে নগরাভিমুখে অগ্রসর হইল। এবার উচ্চ পাশ্চাত্যশিক্ষাপ্রণালী ব্যবস্থিত—বিশৃঙ্খলতা শূণ্য—সে কাল নিশীথিনীর শেষ মুহূর্ত্তে অকস্মাৎ ভবানী সহায় প্রতাপের জয় শব্দে দিগ্‌দিগান্ত, চক্রশ্রীতট, নদীগর্ভ সে কোলাহল সংক্ষুব্ধ যুদ্ধস্থল কম্পিত হইল—ঘোর ঝঞ্ঝা প্রভাপে মহারথী-গণাধিপ প্রতাপসিংহ দত্ত উদ্যত ভল্ল প্রচণ্ডতা সহায়ে দশ সহস্র অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে সে ভ্রান্ত জয়েচ্ছু দস্যু যোধগণকে আক্রমণ করিলেন। উভয় পার্শ্ব হইতে মোয়াজিমের পঞ্চ-সহস্র মিশ্র সৈন্য বিপক্ষ পার্শ্ব বিস্তারে বাধা দিল। সে ঘোর সংযুগে কুটযোদ্ধা ফিরিঙ্গীগণের অদ্ভুত পাশ্চাত্য শিক্ষা অদম্য প্রতাপী যশোহরের মহারথীর নিকট মস্তক অবনত করিল। ভীম তাড়ন সংঘর্ষে সে দস্যু সৈন্য মথিত, দলিত ও সন্ত্রাসিত হইল কিন্তু অদ্ভুত শিক্ষা কৌশলে পশ্চাদ্‌পদ হইল না। তখন দস্যুপতি কার্‌ভাল্‌হো অগ্নি মূর্ত্তিতে প্রতাপ সিংহের সম্মুখে অগ্রসর হইলেন। উভয়েই ভীমগর্জ্জনে পরস্পরের প্রতি আপতিত হইলেন।

সে যুদ্ধমান সৈনিক সৈন্যাধ্যক্ষগণ উৎকণ্ঠিত ভাবে এ সংঘর্ষের ফলাফল অপেক্ষা করিল—ক্ষণমাত্র—প্রথম তাড়নেই উভয় বীরের ভল্ল চুর্ণিত হইল-উভয়েরই গতি স্তম্ভিত হইল—নিমেষ মধ্যে তীক্ষ্ণ প্রভায় কৃপাণ ফলক সংঘর্ষ সূচিত হইল। দস্যুরাজ তীব্র লম্ফে দত্ত পুঙ্গবের শিরস্ত্রাণ লক্ষ্যে প্রহার করিলেন। মহারথী অশ্ববল্‌গা ঘুরাইয়া পার্শ্ব পরিবর্ত্তন দ্বারা সে আঘাত ব্যর্থ করিলেন। পর মুহূর্ত্তে কৃপাণোত্থানের পূর্ব্বাবকাশে

দস্যুপতি স্কন্ধে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। সে আঘাতে কার্ভাল্‌হোর বর্ম্ম মণ্ডিত বাহু ছিন্ন হইল। কিন্তু পশ্চাৎ হইতে পো—মীন্‌ সমভিব্যাহারে বিপক্ষ নায়কোদ্ধার হেতু বহুসংখ্যক বিক্রান্ত ফিরিঙ্গী যোধ অগ্রসর হইল। তখন পুনরায় ঘোর কোলাহলে মিশ্র যুদ্ধ আরম্ভ হইল—ইত্যবকাশে বাম হস্ত শূন্য কার্ভাল্‌হো সশস্ত্র অনুচর সহিত সৈকত প্রদেশে লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক নদীপার্শ্ব বাহিয়া চক্‌শ্রী নগরের উত্তর প্রান্তাভিমুখে পলায়ন করিলেন। মোয়াজিমের পার্শ্বরক্ষী অনুচরগণ পশ্চাদ্ধাবনে ত্রুটি করিল না কিন্তু সে প্রাণভয় সংক্ষুব্ধ পলায়নকারীগণ অদৃশ্য হইল।

মগদস্যুপতি পো—মীন্‌ সে দৃষ্টান্ত অনুকরণ কল্পে দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হইবার প্রয়াস পাইলেন কিন্তু সে সৈকত প্রদেশ বীর আগষ্টাসের অজস্র গোলক প্রহারে সন্ধুক্ষিত – সম্মুখে রুদ্রমূর্ত্তি মোয়াজিম উদ্যত কৃপাণ হস্তে ভীম পরাক্রমে আক্রমণ করিলেন—সে আক্রমণ অতিক্রমে মগ রাজপুত্র অসমর্থ হইলেন। ভীষণ বিপ্লবে অনুচরগণ ধ্বংস প্রাপ্ত, তাড়িত, বিত্রাপিত হইল; নিজে অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ করিলেও মোয়াজিমের হস্তে বন্দী হইলেন। তখন গর্ব্বোত্থিত নদী আগষ্টাসের বিজয় বাদ্যঝঙ্কার সে তটাবস্থিত যোধগণের বিপুল জয়ধ্বনি মিশ্রণে দূর দূরান্তে প্রতিধ্বনিত হইল। আগষ্টাস্‌ ক্ষিপ্রগতিতে দ্বীপ, দ্বীপবক্ষস্থ বিজয় লব্ধ সম্পদ হস্তগত করিলেন। যুদ্ধধৃত এক বিংশতি সংখ্যক জাহাজ ধ্বজে পঞ্চ রঙ্গীন পতাকা উড়াইলেন। অবশিষ্ট একাদশ খানি সে ঘোর সংযুগে ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছিল। বলাবাহুল্য দস্যুপ্রণয়িনী আগষ্টাস্‌ হস্তে বন্দিনী হইয়া ছিলেন।

নব বিধানের আয়োজন

রূডা ও হায়দার

(২৭)

চক্রশ্রী যুদ্ধের পর তৃতীয় মাস অতীত। পূর্ব্ব পরিচিত খাস দরবারে আজ যশোহর রাজ—রাজ্যের সামন্ত, করদ, পাত্র, মিত্র, সেনাপতি, সম্ভ্রান্ত ও আত্মীয়গণের সহিত নব বিধান নিয়ন্ত্রিত কার্য্য প্রণালীর উৎকর্ষ সাধন ও তৎসাধকগণের যোগ্যতা বিচার হেতু মন্ত্রণা করিতে মনস্থ করিয়াছেন। সে দেওয়ানখানা আজ ষোল কলায় পূর্ণ, সে শ্বেত প্রস্তর গঠিত গৃহতলস্থ সপ্তবর্ণ বিশ্লিষ্ট কারুবিশদ ফল ফুল লতা পাতা আজ সজীবতা প্রকাশ পরায়ণ, মধ্যবর্ত্তী অনতি প্রশস্ত পথ পূর্ব্ব সূত্রে রঞ্জিত নীল পারস্যজাত মখমলের সুখ স্পর্শ আস্তরণাবৃত, অসংখ্য চৌপায়া, কেদারা, ঠেশ, রসন-

হেম রৌপ্য ও স্ফটিক কলেবরে মণিমাণিক্য খচিত শিল্পপ্রভায় স্বচ্ছ মর্ম্মর ভিত্তিগাত্রে, স্তম্ভে, পুষ্পাধারে চঞ্চল জ্যোতি প্রতিফলিত করিতেছিল। সে ভিত্তি সংলগ্ন ইতিহাস প্রসিদ্ধ বীরেন্দ্র ও মনীষী সম্প্রদায়ের উজ্জ্বল চিত্রাবলী বর্ণ বৈচিত্র্য সম্পন্ন স্ফটিকগুচ্ছ বিলম্বিত বিলসিত সুবর্ণ শৃঙ্খলাগ্র লম্বিত সহস্র দীপাধারের সপ্ত রঙ্গীন রশ্মিচমকে জীবন্ত প্রতীয়মান হইতেছিল। অগণ্য স্তম্ভগাত্রে নিপুণতা সজ্জিত অশোকগুচ্ছ, পুষ্পমাল্য, স্তবক বর্ণ বিশ্লেষণে নয়নাভিরাম শোভা ও ততোধিক সুগন্ধ বিতরণে মন্ত্রণাকামী যাজ্ঞিকগণের শ্রান্ত মস্তিষ্ক বিধানের স্নিগ্ধতা সম্পাদন প্রয়াসে যত্নশীল। মধ্যে মধ্যে বহুতর ধাতু নির্ম্মিত কারুকার্য্য

শোভিত ত্রিপদের উপর অর্দ্ধ নগ্নাঙ্গী বিস্তৃত পক্ষ হুরীমূর্ত্তি রত্ন জড়িত পূর্ণ বক্ষ পুষ্পাধার হস্তে নশ্বর জগতে অমরাবতী কল্পিত করিতেছিল। সে সিংহাসন সম্মুখস্থ আয়ত ব্যবধান মধ্যস্থলে বিচিত্র হেমদণ্ডোত্থিত যশোহরের রাজচিহ্ন বিরাট খড়্গ চর্ম্ম নববিধান স্রষ্টিকর্ত্তা লোকবৎসল ভবানীপুত্রের অখণ্ড প্রভুশক্তি নিরবে ঘোষণা করিতেছিল। বামে সমসূত্রো-বস্থিত বহুতর আশ্রয় পৃষ্ঠে আড়ানি, চামর, গন্ধদ্রব্য, তাম্বুলাধার, কুঙ্কুম পাত্র প্রভৃতি সযত্ন সজ্জিত—ষড়ৈশ্বর্য্যের প্রকৃষ্ট পরিচয়। সম্মুখে বিশাল হৈমবেদী পৃষ্ঠে অষ্টকোন ছত্র নিম্নে মহামূল্য মাণিক্য খচিত হস্তীদন্ত নির্ম্মিত সিংহাসন—ভবিষ্যৎ ভাগ্যবিধাতার শুভবিধান প্রতীক্ষা করে শূন্যবক্ষ।

ঘন দুন্দুভি নিনাদে অধিবেশন সূচিত হইল—খাস দেওয়ান অভিমুখে রাজপথে সশস্ত্র প্রহরী সমবায় সে রাজাহূত দরবার, যাত্রী, সেনাপতি, মন্ত্রী, পারিষদ, আত্মীয়, করদ, সামন্ত, সর্দ্দার ও সম্ভ্রান্ত মণ্ডলীকে সামরিক বিধানে সম্ভ্রম প্রদর্শন করিল। অনতিবিলম্বে সে বিপুলায়ত দেওয়ান-খানা পূর্ণজনতায় সঞ্জীবিত হইল; তখন যমুনাম্বু প্লাবিত পরিখা তরস্থ তুঙ্গবুরুজ হইতে গুরুগম্ভীরে একাধিক শতবার তোপধ্বনি হইল, অষ্টকোন দেওয়ান খানার নহবৎ মন্দির হইতে সমস্বরে বাদ্যত্রয় সেলামী পড়িল, ভট্টকবিগণ উচ্চকণ্ঠে ভৈরবরাগে নব রাজ্যের বর্দ্ধিত শ্রী—ভবিষ্যৎ যশকীর্ত্তন দ্বারা সমাগত বীর ও মনীষী সম্প্রদায়ের উৎসাহ বর্দ্ধন করিলেন।

নববিধান স্রষ্টিকর্ত্তা, মাতৃপূজার বিরাট সাধনাপ্রয়াসী, স্বাধীনতা পূজক দাউদের পরাক্রান্ত উত্তরাধিকারী যশোহররাজ ভবানীসহায় প্রতাপ যথারীতি অভ্যর্থিত হইয়া সিংহাসনস্থ হইলেন। সে স্বদেশ প্রেমোদ্দীপ্ত বিশাল বক্ষোপরে সূর্য্য কবচ সহস্র রশ্মি রেখায় জ্বলিতে ছিল; সে দৃঢ় প্রকোষ্ঠে উজ্জল সৌভ্রাতৃক নিদর্শন—রাজোয়ারার

রক্ষাসূত্র—বলয়িত, সে বিপুল বলাধার বাহুমূলে অক্ষয় কবচ তেমনি দীপ্তমান; প্রবাল কুণ্ডল দীপরশ্মি চমকে চঞ্চল জ্যোতি বিকীরণ করিতেছিল। কিন্তু আজ সে লোহিত হীরক মধ্য, মণিমাণিক্য খচিত, খড়্গ চর্ম্ম চিহ্নাঙ্কিত—উষ্ণীষ নিম্নে মধ্য ললাটে—যেন রেখা পড়িবে পড়িবে করিতেছিল সে ঔদ্ধত্য ব্যঞ্জক মুখরুচি—প্রশান্ত। চক্ষু—তীক্ষ্ণতার; অক্ষিপল্লব শ্রান্তি জনিত আবেশে ঈষৎ ভারাক্রান্ত। ধীরস্বরে সভাসদগণকে আসন গ্রহণে অনুমতি করিলেন।

শ। মহারাজের আদেশানুযায়ী দক্ষিণ বঙ্গের মানচিত্র প্রস্তুত

প্র। সর্ব্বাগ্রে চক্রশ্রী বিজেতাগণকে আহ্বান করুন

শঙ্করের ইঙ্গিতে নকীব উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করিল—চক্রশ্রী বিজেতা ফেরঙ্গপুঙ্গব আগষ্টাস, মহারথীগণাধিপ প্রতাপ সিংহ দত্ত এবং মোয়াজিম বেগ রাজ সমক্ষে স্ব স্ব কৃতকার্য্যের পরিচয় প্রদান করুন। ধীর গতিতে এই বীরত্রয় গাত্রোত্থান পূর্ব্বক জানু ভূমে রক্ষা করিয়াঅবনত শিরে অভিবাদন পূর্ব্বক নিষ্কোষিত তরবারি চুম্বনান্তর রাজ চরণতলে অর্পণ করিলেন।

প্র। আগষ্টাস্! তোমার ক্ষিপ্রকার্য্যক্ষমতা বিশেষ তৃপ্ত হইয়াছি, পর্টুগীজ বন্দী সংখ্যা মধ্যে, যে যে ব্যক্তি তোমার অধীন বৃত্তি স্বীকারে প্রস্তুত থাকে, গ্রহণান্তর অবশিষ্ট বন্দীগণকে জাতীয় ধর্ম্মগ্রন্থ স্পর্শে কখন গমনে প্রতিশ্রুতি লইয়া উপযুক্ত পাথেয় সহিত বিদায় প্রদান করা যাইতে পারে। এ বিষয়ে সামরিক প্রধান বর্গের মতামত? সূর্য্যকান্ত, রূপরাম প্রভৃতি সম্মতি প্রকাশ করিলেন।

আ। চণ্ডীখানের অধীশ্বর! আপনার এ বদান্যতা খৃষ্টধর্ম্মাবলম্বী ফেরঙ্গ মাত্রেরই হৃদয়ে চিরকৃতজ্ঞতাসহ জাগরিক থাকিবে। সেণ্ট মেরী আপনাকে অক্ষয় যশ ও দীর্ঘায়ু প্রদান করুন। মগ বন্দীগণের ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আদেশ প্রার্থনা করি।

প্র। তোমার অধীনে কোন সম্ভ্রান্ত মগ বন্দী আছেন?

আ। মঙ্—পো—মীনের সহোদর. কাবৃভাল্হোর……

আগষ্টাস্ অপ্রতিভ ভাবে সম্যক পরিচয় গোপন করিবার চেষ্টা করিলেন।

প্র। কাবৃভাল্হোর পত্নী নহে প্রণয়িনী; একথা বলিতে ইতস্ততঃ করিতেছ? লক্ষীকান্ত! বন্দিনী মগ রাজপুত্রীকে যথোচিত সম্ভ্রম সহকারে হাজির কর। আগষ্টাস্! তোমার অধীনস্থ সাধারণ মগ বন্দীর সংখ্যা কত?

আ। প্রায় চারি সহস্র হইবে। দ্বীপ বক্ষে অনুমান সপ্ত সহস্র সৈনিক ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ধৃত হয়, তন্মধ্যে প্রায় সহস্র সংখ্যক মৃত, মৃতকল্প, অবশিষ্ট ষষ্ঠ সহস্র মধ্যে দ্বি সহস্র পর্টুগীজ।

সূ। মগ বন্দীগণের বিচার রাজপুত্র মঙ্—পো—মীনের সহিত একত্র হইবার প্রার্থনা করি। তাহারা রাজপুত্রের অনুচর মাত্র।

প্র। রাজবন্ধু! তাহাই হইবে। আগষ্টাস! যুদ্ধ নিহত ও যুদ্ধাবসান মৃত ব্যক্তিগণের জাতীয় সংস্কারের কোন ব্যবস্থা হইয়াছিল কি?

আ। প্রভু! সমুদ্র বীরগণের আচার ব্যবহার জাতীয় বিধানে বিধিবদ্ধ নহে। সমুদ্র শয্যাই তাহাদের অনিশ্চিত জীবনের চরমোৎকর্ষ। এজন্য সাগর শাখায় নিক্ষিপ্ত হইয়াছে।

প্র। যশোহরের মহারথি!—দত্ত পুঙ্গব পুনরায় অভিবাদন করিলেন।

প্র। তোমার অধীনস্থ বন্দীমধ্যে পর্টুগীজ ও মগ সংখ্যা কত?

প্র। পর্টুগীজ ত্রিসহস্র ও মগ পঞ্চ সহস্র।

প্র। স্বজাতীয় বীর! চক্শ্রী উদ্ধারের পুরস্কার অবগত হইয়াছ কি?

প্র, দ। কর্ত্তব্যনিষ্ঠা রাজকার্য্যের অঙ্গীভূত, পৃথক পুরস্কারের অপেক্ষা নিষ্প্রয়োজন।

প্র। তুমি চক্শ্রী জমিদারের গৃহে অতিথি হইয়াছিলে?

প্র, দ। সে সহৃদয় বৃদ্ধকে আশ্বাস প্রদান—রাজাদেশে লিখিত ছিল।

প্র। এক্ষণে রাজাদেশ লিখিত হইল যে, সে অপুত্রক বৃদ্ধের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী রূপে—তদীয় মাতৃহীনা কন্যাকে প্রতাপপুর দত্ত গৃহের বধূত্বে বরণ করিয়া নিজ জননী সমীপে রাজদত্ত উপহার স্বরূপ স্বয়ং পৌঁছাইবে।

শ। রাজকীয় ও রাজানুচর সম্পর্কীয় যৌতুক যথাসময়ে রাজবন্ধু সমভিব্যাহারে প্রেরিত হইবার হুকুম হইল।

সে দরবার শুদ্ধ এ হৃদয়গ্রাহী পুরষ্কার প্রথার সমর্থন করিলেন। প্রতাপসিংহ পূর্ণ প্রাণে রাজ পরিচ্ছদাগ্র চুম্বনান্তর বাষ্পাবেশিত কণ্ঠে নিবেদন করিলেন—

প্র, দ। রাজরাজেশ্বর! অধীন চিরদিন রাজাজ্ঞা শিরোধার্য্য করিয়াছে ত? তবে আজ এ অভিনব প্রসাদ—যৌতুক, চকৃশ্রী উত্তরাধিকার—এ সব নিষ্প্রয়োজন।

সু। বিবাহ ও যৌতুক পরস্পরের অভিন্ন বিদ্যমানতা জ্ঞাপক। দত্তপ্রবর! গৌণের অনাবশ্যকতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করা সঙ্গত নহে।

প্র, দ। সেনাপতি! সেবক রাজপ্রসাদ ও আপনার অনুগ্রহ উভয়ই তুল্য সম্ভ্রমে শিরোধার্য্য করিতে প্রস্তুত।

প্র। প্রতাপ সিংহের বন্দীকৃত পর্টুগীজ আগষ্টাসের হস্তে সমর্পিত হইবে। মগরাজ পুত্রকে হাজির কর।—সূর্য্যকান্তের ইঙ্গিতে শৃঙ্খলিত পো—মীন্ বন্ধন মুক্ত অবস্থায় হাজির হইলেন।

প্র। তুমি রাজপুত্র হইয়া দস্যুবৃত্তিজীবী কার্‌ভাল্‌হোর সংসর্গে বংশ সম্মান ক্ষুন্ন করিতেছ কেন?

পো। পিতৃব্য আরাকান রাজের অনুমতি অনুসারে কার্‌ভাল্‌হোর সাহায্যার্থ আগমন করিয়াছিলাম।

সভাশুদ্ধ এ নবাবিষ্কৃত উত্তরে চমৎকৃত হইলেন। প্রতাপ অধর দংশন করিলেন; সে অনিন্দ্য সুন্দর মুখশ্রী রক্তিমাভ হইল। দৃঢ়স্বরে বলিলেন—

প্র। পো—মীন্! তোমার সহোদরাকে দস্যুকরে সমর্পণও কি আরাকান রাজের অনুমোদিত?

পো। অনুমোদিত না হইলেও ইচ্ছাবিরুদ্ধ নহে।

প্র। প্রকৃষ্ট উত্তর হইল কি?

পো। চণ্ডীখানের পরাক্রান্ত ঈশ্বর! আমার জাতিতে বিবাহ নামে কোন সতন্ত্র বন্ধন নাই, স্ত্রী পুরুষের স্বেচ্ছানুসারে গ্রহণই চিরন্তন প্রথা।

প্র। কিন্তু দস্যুকে রাজপুত্রী গ্রহণে অনুমোদন রাজ ধর্ম্মের বা মানব ধর্ম্মের বিরুদ্ধ নহে কি?

পো। যে ব্যক্তি আপনার নিকট দস্যু, সে আরাকান জাতির নিকট সমুদ্ররাজ বলিয়া পরিচিত।

প্রতাপের চক্ষু হইতে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হইল। গম্ভীরে জ্ঞাপন করিলেন।

প্র। আরাকানের ধৃষ্টতা মার্জ্জনীয় নহে, এজন্য তোমার প্রতি যাবজ্জীবন কারাবাসের আজ্ঞা প্রদত্ত হইল; যদি নিজানুচর বর্গের ভবিষ্যৎ সচ্চরিত্রতা সম্বন্ধে নিশ্চিত ধারণা থাকে, তাহাদিগকে বিদায় দেওয়া যাইতে পারে।

পো। মহারাজ! আমি বন্দী, আমার বাক্যে বিশ্বাস হইবে কি?

প্র। তুমি বন্দী হইলেও রাজপুত্র, এজন্য বিশ্বাসে বাধা বোধ করিনা।

পো। দুইখানি জাহাজ হুকুম করিলে—ইহারা স্বদেশে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক আরাকান রাজকে সম্যক বৃত্তান্ত অবগত করাইতে পারে।

প্র। তাহাই হইবে। সপ্তাহ মধ্যে উপযুক্ত পাথেয় সহিত মগ বন্দীগণকে নিরস্ত্র অবস্থায় স্বদেশগমনে অনুমতি প্রদত্ত হইবে।

পো। চণ্ডী খানের অধীশ্বর! যদি বন্দীর বাক্য জগদীশ্বরের কর্ণে উপস্থিত হয়, তবে প্রার্থনা—যেন অধমের প্রতি এ অনুগ্রহ প্রতিদানে আপনার প্রতাপ ও যশ অক্ষয় থাকে।

সমর সচিব রূপরাম বিনয়গর্ভবচনে নিবেদন করিলেন—

রূ। মগরাজপুত্র সাধারণ বন্দীর ন্যায় ব্যবহৃত হইবেন কিম্বা নজর বন্দী রূপে?

প্র। রাজপুত্রের ন্যায়, নজর বন্দী রূপে।

শঙ্করের ইঙ্গিতে পো—মীন্ খাস দেওয়ানের বহির্ভাগে ও তৎপরে নির্দ্দিষ্ট আবাসে নীত হইয়াছিলেন।

প্র। মোয়াজিম!—মোয়াজিম পুনরায় অভিবাদন করিলেন।

প্র। বীরযুবক! চকশ্রী রক্ষায় যে কর্ত্তব্য নিষ্ঠার পরিচয় প্রদান করিয়াছ, তৎপুরস্কারে চকশ্রী হইতে খুলনা বন্দর মধ্যবর্ত্তী চাকলার শাসন কর্ত্তা পদে নির্দ্দেশিত হইলে। অষ্টসহস্র মিশ্র সৈন্য চকশ্রী নগরে এবং পাঁচখানি হাজার ফৌজী জাহাজ দ্বীপে অবস্থান পূর্ব্বক তোমার আজ্ঞা পালন করিবে।

তখন শঙ্কর পুনরায় রাজপরিচ্ছদাগ্র চুম্বনান্তর নিবেদন করিলেন—

শ। চকশ্রী বিজয় লব্ধ সম্পত্তির তালিকা ইতিপূর্ব্বে হাজির করিয়াছি, এক্ষণে তন্নিয়োগ ব্যবস্থার হুকুম প্রার্থনা করি।

প্র। অর্দ্ধাংশ সৈন্যগণ মধ্যে বিতরিত হইবে। অপরার্দ্ধ চকশ্রী নগর বাসীর ক্ষতি পূরণার্থ মোয়াজিমের হস্তে ন্যস্ত হইবে। যদি উৎবৃত্ত হয়—উক্ত নগরীর উৎকর্ষার্থ ব্যয়িত হইবে।

সে মুহূর্ত্তে কাবুতাল্হো প্রণয়িনী দরবার মধ্যে হাজির হইলেন। প্রতাপ

এ সুন্দরীর আপাদ মস্তক ধীর ভাবে নিরীক্ষণ করিলেন—তীক্ষ্ণতার চক্ষু করুণার্দ্র হইল।

প্র। মগরাজ পুত্রি! দস্যু প্রণয়িণী হইতে বাসনা জন্মিবার হেতু?

সুন্দরী অবনত মস্তকে অভিবাদন করিল মাত্র। কোন উত্তর করিল না।

তখন নকীব কেশব ভট্ট গাত্রোত্থান পূর্ব্বক—গম্ভীরে জ্ঞাপন করিলেন—

কে। মগরাজ পুত্রি! রাজ সমক্ষে নিজ কৃতকার্য্যের যথাযথ পরিচয় প্রদান করুন।

রা, পু। মহারাজ! যদি বন্দিনীর প্রতি মতামত প্রকাশের হুকুম হয়, তবে কিছু নিবেদন করি।

কে। অকুণ্ঠিত চিত্তে মনোভাব ব্যক্ত করিতে পারেন।

রা, পু। এ যশোহর নগরে বন্দিনী হইয়াও সম্ভ্রমের সহিত মাসত্রয় ব্যবহৃত হইতেছি; স্বদেশে ফিরিলে আপামর সাধারণের উপহাস সহ্য করিতে হইবে। শুনিলাম—আপনার বদান্যতায় স্বজাতীয় বন্দীগণ মুক্তিলাভ করিয়াছে। অধিনী আপনার রাজাশ্রিত মহানগরীতে আশ্রয় প্রাপ্ত হয়—এই প্রার্থনা। মহারাজ! যে স্ত্রীলোকের বংশসম্মান, মর্য্যাদা, ভ্রান্ত,সুখসপ্ন চক্রশ্রী বিপর্য্যয়ে ডুবিয়াছে—পতিতা বলিয়া কি যশোহর সূর্য্যের আলোক তাহার অন্ধকার হৃদয়গর্ভে প্রবিষ্ট হইতে ঘৃণা বোধ করিবে? রাজন্! কুক্কুর দংশনে দণ্ডিত হইতে প্রস্তুত আছি কিন্তু স্বদেশ গমন দণ্ড প্রত্যাহার করিতে আজ্ঞা হউক। জগদীশ্বর! পতিতা দুঃখিনীর জগদীশ্বর কি নাই?

কাতর দৃষ্টিতে আগষ্টাসের মুখপানে চাহিল। আগষ্টাস্ রাজসমক্ষে অবনত জানু হইয়া—যুক্তকরে প্রার্থনা করিলেন—মহারাজ! প্রতাপ বাধা দিলেন—

প্র। বীর! তোমার অভিপ্রায় পূর্ণ হইবে—বন্দিনীর ভবিষ্যৎ বিধান বিজেতার হস্তে সমর্পিত হইল।

তখন কেশব ভট্ট চক্রশ্রী বিজেতাত্রয়ের তরবারি প্রত্যর্পণ করিলেন। আগষ্টাস্ তরবারি গ্রহণের পূর্ব্বে পুনরায় রাজপরিচ্ছদাগ্র চুম্বনান্তর নিবেদন করিলেন—

আ। মহারাজ! আমার মাতুল পুত্র কঙ্কনপ্রদেশ হইতে আগত—দরবারে হাজির আছেন।

প্র। হাজির কর—তখন সে শ্রেণীশৃঙ্খলাবস্থিত সচিব, সেনাপতি, সামন্ত প্রভৃতির পশ্চাৎভাগহইতে পিঙ্গলাখ্য, শুভ্রকান্তি, দীর্ঘকায় ফ্রান্সিস্কো রুডা অগ্রসর হইলেন—সে বিশালায়ত গভীর বক্ষ, সে প্রশস্ত ললাট, সে দৃঢ় দৃষ্টি—একাধারে বীরত্ব ও মহত্ত্বের পূর্ণ মিশ্রণ প্রতিপাদন করিতেছিল। সামরিক প্রথানুসারে অভিবাদন পূর্ব্বক দণ্ডায়মান হইলেন।

প্র। ফ্রান্সিস্! আগষ্টাসের সহিত যশোহর রাজ্যের সম্বন্ধ অতি ঘনিষ্ঠ। আশাকরি যশোহরের আতিথ্য কঙ্কনের সমুদ্র বায়ু অপেক্ষা স্বাস্থ্যকর না হইলেও—আত্মীয়তাস্থাপনে তৃপ্তিকর হইবে।

রুডা। চণ্ডীখানের প্রবল প্রতাপ ও অতুল যশ স্বদেশীয় বণিক গণের প্রমুখাৎ শুনিতাম। কিন্তু আজ যে মহৈশ্বর্য্য ও অদ্ভুত বদান্যতা প্রত্যক্ষ করিলাম—তাহা পর্টুগীজ হৃদয় হইতে জীবনান্তেও মুছিবে বোধ করি না।

সূ। আগষ্টাস্! তোমার ভ্রাতা নববিধানানুযায়ী কার্য্যভার গ্রহণে প্রস্তুত কিনা রাজগোচরে সর্ব্বাগ্রে তাহা জ্ঞাপন করা কর্ত্তব্য।

রুডা। যশোহরের প্রসিদ্ধ সেনাপতি! কোন্ ভীরু বীরেন্দ্র সমাজের সাদর আহ্বান উপেক্ষা করিতে প্রস্তুত হয় জানিনা। আপনার শৌর্য্য-খ্যাতি দুরবাসী পর্টুগীজ বণিকগণের অজ্ঞাত নহে। ভাগ্য পরীক্ষা কল্পে জননী জন্মভূমি পরিত্যাগে কঙ্কন প্রদেশস্থ পর্টুগীজ উপনিবেশে

সহকারী শাসন কর্তৃত্বে নিযুক্ত হইয়া আসিয়াছিলাম। কিন্তু হায়! আমার স্বজাতীয়গণ দিগ্বিজয় ব্রত পরিত্যাগে দস্যুবৃত্তি অবলম্বনে পৃথিবীর অভিসম্পাত সংগ্রহে কলঙ্কিত। যদি সে কলঙ্কিত জাতি হইতে মহাযজ্ঞের উপকরণ সংগ্রহ বিশ্বাস যোগ্য হয়, চণ্ডীখানের পরাক্রান্ত ঈশ্বর! জননী জঠর ও জন্মভূমি সৈকত--যাহা একবার উন্নতি প্রত্যাশায় পরিত্যাগ করিয়াছি—আর ফিরিবার প্রত্যাশা রাখিনা, প্রর্থনা—আপনার মহৎ-আশ্রয়ে অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রতিপালিত হইতে ও স্বধর্ম্ম রক্ষায় সমর্থ হই।

সূর্য্যকান্ত এই বৈদেশিক বীরকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক রাজসমক্ষে আনয়ন করিলেন—রুডা জানু ভূমে রক্ষা করিয়া অবনত মস্তকে রাজহস্ত চুম্বন দ্বারা নববিধানানুযায়ী কার্য্যভার গ্রহণ করিলেন। সূর্য্যকান্ত সে অবনত শিরোপরে রাজদত্ত তরবারি স্পর্শ করণান্তর রুডার হস্ত ধারণ পূর্ব্বক উঠাইলেন। গম্ভীরে বলিলেন—

সূ। বীর! রাজ বিশ্বাস নিদর্শন যশোহরের চিহ্নাঙ্কিত তরবারি গ্রহণ কর।

রুডা তরবারি চুম্বনান্তর শিরোস্পর্শ করিলেন।

রুডা। সেনাপতি! অধীনের প্রতি এ স্নেহ অক্ষুন্ন থাকে—এই কামনা।—সূর্য্যকান্তের বামপার্শ্ব ভাগে আসন গ্রহণে আদিষ্ট হইলেন।

শ। মহারাজ! দক্ষিণ বঙ্গের মানচিত্র দর্শনের অনুমতি ছিল।

প্র। বন্ধু! জগৎসহায়, আগষ্টাস ও রুডাকে আহ্বান করুন।

শঙ্করের ইঙ্গিতে জগৎসহায় ও ফিরিঙ্গী ভ্রাতৃদ্বয় রাজ সমক্ষে হাজির হইলেন—সে সিংহাসনাশ্রয় বিস্তীর্ণ হৈম বেদী পৃষ্ঠে মানচিত্র প্রসারিত হইল। চতুঃপার্শ্ব বেষ্টনে সেনাপতি, মন্ত্রীগণ যশোহর রাজ্যের দৃঢ়ীকরণ, যোগ্য অবস্থান নির্দ্দেশ হেতু সে মানচিত্র প্রতি অভিনিবিষ্ট দৃষ্টি।

প্র। রাজ বন্ধু! নববিধান সংগৃহীত সৈন্যগণের শিক্ষার্থ—ক্ষেত্র নির্ব্বাচন ভার আপনার।

সু। নগরের উত্তর পূর্ব্ব প্রান্তে যে প্রশস্ত ক্ষেত্র—শ্রীপতি গুহের রসদাবস্থানের পূর্ব্ব প্রসারে পতিত আছে, তহাই সম্যক উপযোগী বলিয়া অনুমান হয়।

প্রতাপ নক্সা দেখিলেন—সমর সচিব প্রভৃতি সেনাপতির প্রস্তাব সমর্থন করিলেন।

প্র। কার্য্য সৌকার্য্যার্থ নব নির্ব্বাচিত অবস্থান সমূহের নাম করণ একান্ত প্রয়োজন।—তখন শঙ্কর কর্ত্তৃক নির্দ্ধারিত হইল—সৈন্য শিক্ষা প্রয়োজনার্থ নির্ব্বাচিত ভূভাগ—"কুশলী ক্ষেত্র" নামে পরিচিত হইবে। শ্রীপতি গুহের রসদ অবস্থান "শ্রীপুর" নামে অভিহিত হইবে। যশোহর দুর্গের উত্তরাংশ প্রসারে, নগরের মধ্য দিয়া যে প্রণালী নব বক্র ভাবে কপোতাক্ষে মিলিত হইয়াছে, উক্ত প্রণালী নিগর মধ্যে খনৎকারের দরিয়া ও পূর্ব্বাংশ "নববক্রী" নদী নামে অভিহিত হইবে। এই খনৎকারের দরিয়ার পূর্ব্ব প্রান্ত হইতে উত্তরাভিমুখে কুশলী ক্ষেত্রের দক্ষিণ পূর্ব্বাংশ পর্য্যন্ত জলযান যাতায়াত হেতু কৃত্রিম সরিৎ খনিত হইবে। উক্ত সরিৎ কুশলী ক্ষেত্রের পূর্ব্ব ও উত্তর দিক হইয়া শ্রীপুর রসদাবস্থানের সহিত মিলিত হইবে। উত্তরাংশ মধ্যস্থল জলযানের স্থায়ী অবস্থান হেতু প্রশস্ত হওয়া কর্ত্তব্য। নবাদিষ্ট কৃত্রিম সরিৎ জগৎসহায়ের নামানুসারে "জগৎবেড়িয়া" নামে অভিহিত হইবে। কুশলী ক্ষেত্রের পশ্চিম দক্ষিণ কোণে যমুনা নদীর যে স্থান হইতে রসদ ও সৈন্যাবস্থানের পানীয় জল সংগৃহীত হয়—সে স্থান "পানিয়া" নামে অভিহিত হইবে। এবং তৎপূর্ব্বস্থ উচ্চভূমি খণ্ডে পর্টুগীজ সেনাপতি রডা, তদনুচারী গোলন্দাজ সৈন্যগণের পরিখা বেষ্টিত অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। সর্ব্বোত্তরে গোলাগুলি নির্ম্মাণ, স্থান ও গোলন্দাজ সৈন্যের শিক্ষা হেতু প্রশস্ত উচ্চ ক্ষেত্র মনোনীত হইল। লক্ষ্য ভেদ প্রয়াসীগণের অবিশ্রান্ত গোলক ও গুলির আঘাতের শব্দানুসারে "দমদমা" নামে পরিচিত হইবে। যশোহর দুর্গের অব্যবহিত উত্তরস্থ

"নকীবপুর" পল্লীর সমসূত্রে পাতে যমুনা নদীর পশ্চিম তটে মগ রাজ পুত্রীর জন্য নির্দ্দেশিত আবাস স্থান "বেগমপুর" নামে অভিহিত হইবে। অর্দ্ধ যোজন উত্তরে "রায়পুর" জন পদের দাক্ষণ প্রান্তে লৌহগঠনের ময়দান নির্দ্দিষ্ট হইবে। এই লৌহ কার্য্যালয়ের অব্যবহিত পূর্ব্বোত্তরে যমুনা নদী তটে "ধুধলী" সৈকতে ত্রিশত জাহাজ এক কালীন নির্ম্মাণ উপযোগী বহ্বায়তন "গুমটী" (Dock) প্রস্তুত জন্য মনোনীত হইল। পুরাতন ও নবনির্ম্মিত অর্ণবযান সমূহের প্রধান অবস্থান হেতু অব্যবহিত উত্তরে যমুনা সৈকত হইতে পশ্চিমাভিমুখ প্রণালী সংযোগে উত্তর দিক প্রসারে বিস্তৃত কৃত্রিম হ্রদ প্রস্তুত হইবার আদেশ হইল। উক্ত হ্রদ ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী উচ্চ উপদ্বীপ ভূভাগ দ্বাপা" (দীয়া) নামে অভিহিত হইবে এবং জলযান সমূহের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী খাজা আব্বাজের নামানুযায়ী উক্ত অবস্থান "খাজা বেড়িয়া" নামে অভিহিত হইবে। তদুত্তরে, দমদমার সহিত সমসূত্রে পশ্চিম তট রক্ষাকারী ত্রিংশৎ সহস্র নব বিধান নিয়ন্ত্রিত মিশ্র সৈন্যের অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হইল। উক্ত ভূভাগ সৈন্যাবস্থান হেতু "বারাকপুর" নামে অভিহিত হইবে।

প্র। সর্ব্বপূর্ব্বে কপোতাক্ষ যে স্থলে যশোহরের পূর্ব্ব দক্ষিণ দিকে বক্র গতিতে পশ্চিমাভিমুখে যমুনা প্রবাহের অতি নিকটবর্ত্তী হইয়াছে—তথা হইতে পশ্চিমাভিমুখে যমুনা সঙ্গমে, যমুনা হইতে পশ্চিমাভিমুখে দক্ষিণাভিমুখ কলাগাছিয়া সঙ্গমে, তথা হইতে পশ্চিমাভিমুখে বিদ্যাধরী নদী সঙ্গমে এক বিশাল প্রণালী সংযোগ দ্বারা যশোহর প্রদেশের দক্ষিণ ভাগ আগষ্টাসের অধীন অর্ণবপোতাবস্থান নির্দ্দিষ্ট করণান্তর সুরক্ষিত করা প্রয়োজন।

আ। ভাগিরথীর মোহনা কলাগাছিয়া নামে পরিচিত সুতরাং এ নদীর নাম পরিবর্ত্তন আবশ্যক।

শ। নাবিক বিধানে ইহা "রায়মঙ্গল" নামে অভিহিত হইবে।

প্র। বিদ্যাধরী নদী ও নবখণিত প্রণালী সঙ্গমোত্তরে "মাত্‌লা" জন পদে দুর্গ নির্ম্মিত হইলে রাজ্যের পশ্চিম বিভাগ ও সীমান্ত রক্ষার সম্যক উপযোগী হয়।

রূ। যে বিশাল প্রণালীর উল্লেখ হইল—ইহার পূর্ব্বাংশে যশোহরের একাধিক দক্ষিণ সূত্রপাতে সমুদ্র সঙ্গমে উত্তর দক্ষিণ বিস্তারে যুক্ত প্রণালী খণিত হইলে—বঙ্গসাগরের অদ্বিতীয় প্রভুত্বকামী অর্ণবযান সমূহ সল্প সময় মধ্যে সমুদ্র বক্ষে উপস্থিত হইতে পারে।

সু। এ প্রস্তাব গভীর যুক্তি সঙ্গত সন্দেহ নাই।

প্র। রাজবন্ধু! যমুনা নদীর পূর্ব্বতীরস্থ কার্য্যপ্রণালী আপনার নিজাধীনে চালিত হইবে। সহকারীত্বে সুন্দর, প্রতাপ সিংহ, মদন ও লক্ষ্মীকান্তকে গ্রহণ করিতে পারেন। ফ্রান্সিস্! যমুনার পশ্চিম তীরস্থ কার্য্যভার তোমার প্রতি অর্পিত হইল; সহকারীত্বে ডাড্‌লি, খাজা আব্বাজ, মাহীউদ্দীন ও সুকল্যাখাঁকে নিয়োগ করিবে। আগষ্টাস্! দক্ষিণ রক্ষা ও বঙ্গসাগর শাসন সম্বন্ধীয় কর্ত্তব্য তোমার করে অর্পিত হইল; সহকারীত্বে জগৎ সহায়কে গ্রহণ করিবে।

সু। মাতলা দুর্গ নির্ম্মাণ ভার কোন বিচক্ষণ সেনাপতির হস্তে প্রদান করা আবশ্যক। সমর সচিবের উপর ভারার্পিত হইলে উপযুক্ত হয়। মাত্‌লা কোন্ শ্রেণীর দুর্গ হইবে?

প্র। যশোহর দুর্গের অনুকরণে গঠিত হইবার আশা করি। দৃঢ়তা, আয়তন, গঠন ও অবস্থান আদর্শ অপেক্ষা কোন অংশে ন্যূন না হয়। বন্ধু! যাবদীয় কার্য্য পরম্পরায় তত্ত্বাবধান ও পরিদর্শন ভার আপনার প্রতি অর্পিত হইল। সমর সচিবের প্রতি সহকারী পরিদর্শক নিযুক্ত অনুমতি প্রদত্ত হইল।

রূ। রাজন্! মাত্‌লা, পশ্চিম সীমান্ত দুর্গ হইবে সুতরাং উহার

নির্ম্মাণ এবং শাসন রক্ষার ভার কোন বিশেষ দক্ষ ব্যক্তি নির্ব্বাচনে অর্পণ করা কর্ত্তব্য।

এমত সময়ে সে সিংহাসন সমীপ সমাগত সেনাপতি ও মন্ত্রী মণ্ডলীর পশ্চাৎ হইতে বিনম্র বচনে উত্তর হইল—"বাল্য সহচর রাজাদেশ পালনে সক্ষম"। সে স্বরে প্রতাপ, সে সমবেত যোধ ও মনীষী সম্প্রদায় যুগপৎ চাহিলেন—সূর্য্যকান্ত হস্তধারণ পূর্ব্বক রাজ সমক্ষে হাজির করিলেন।

প্র। মানক্লী বংশের উজ্জ্বল রত্ন! আজ যশোহরের মাতৃপূজা প্রয়াসী সন্তান গণের সুপ্রভাত।—হায়দার বিনীত অভিবাদনে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিলেন।

প্র। পাঠান কুল প্রদীপ! স্নেহময়ী মাতা কোথায়?

হা। প্রবাসগামী পুত্রের আকিঞ্চন রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাহার কারণ—স্বয়ং জননীর নিকট অবগত হইয়াছিলেন কিন্তু মহারাজ! যশোহর প্রত্যাগত সন্তানের নববিধান যজ্ঞের হৃদয়গ্রাহী আহ্বানে—কোন্ পাঠান জননীর আসন অবিচলিত থাকিতে সমর্থ হয়?

শ। পাঠান বীর! মানক্লী মাতাকে বিনা অভ্যর্থনায় যশোহরের কোন্ নিভৃত স্থানে রাখিয়া, স্বয়ং অতর্কিত ভাবে আগমন করিয়াছ?

হা। একদিন এমনি অতর্কিত আনন্দে পাঠানের গরীব খানায় উপবাস করিয়াছিলেন—স্মরণ হয় কি? মাতার অবস্থান এখনও নির্দ্দেশ হয় নাই। তিনি ও তাঁহার পুত্রবধূ জাহাজে।

ম। হায়দার! সমসের অবশ্য সহযাত্রী হইয়াছে?

হায়দার স্মিতমুখে বলিলেন—এবার সমসেরকে তেমোর অধীনে নিযুক্ত করিলে—প্রভুর উপযুক্ত ভৃত্য প্রাপ্ত হইবে।

সূ। বীর! অদ্য আমার আলয়ে অতিথি হইলে কৃতার্থ হই।

শঙ্কর হায়দারকে ইঙ্গিতে কিছু জানাইলেন—হায়দার অস্বীকার করিলেন—ধীর পদে রাজপরিচ্ছদান্তে চুম্বনান্তর নিবেদন করিলেন—

হা। যশোহর সূর্য্য! অধীন নববিধান ও পূর্ব্ববিধানে পরস্পর ভেদাভেদ বিষয়ে অজ্ঞ। তাহার হৃদয় বিধানে মাতৃভূমি পূজা প্রয়াসী-গণের আদেশ অনন্ত অক্ষরে খোদিত রহিয়াছে, পাঠান নব অনুচর শ্রেণী-ভুক্ত হইবে কি জন্য? স্বাধীনতা পূজক দাউদের পরাক্রান্ত উত্তরাধি-কারীন্! পাঠানের হৃদয় শোণিতে যে স্বয়ম্ভূত স্বাধীনতার বীজ পল্লবিত হইবার আশায় স্বতঃপ্রয়াসী—তাহা যশোহরের নববিধান কর্ত্তা ভুলিয়াছেন কি?

প্র। হায়দার! মাতলা দুর্গ নির্ম্মাণ ও ভবিষ্যতে দুর্গ ও পশ্চিম রক্ষা ভার তোমার প্রতি অর্পিত হইল। বন্ধু! হায়দারের সহিত মানক্রী মাতা ও বধূকে অভ্যর্থনার্থ সত্বর হও। তাঁহাদের যশোহরের মহা-রাণীর সাক্ষাতে লইবে। তদীয় ব্যাবস্থানুযায়ী আবাস নির্দ্দিষ্ট হইবে।

হা। আমি স্বয়ং সুন্দরের নিমন্ত্রণ রক্ষা করিব।

প্র। পাঠান কুলতিলক! তোমার অভিপ্রায়ানুসারেই ব্যবস্থা হইবে।

র। চণ্ডীখানের অধীশ্বর! দক্ষিণ প্রদেশে পূর্ব্ব পশ্চিম বিস্তারে প্রবাহ পঞ্চ সম্মিলন কল্পে যে প্রণালী খণিত হইবে—তাহার নাম করণ ও ঝটিকা সঙ্কুল সমুদ্র নিকটে তরঙ্গাঘাত নিবারণ কল্পে জাহাজের স্বাতন্ত্র্য অবস্থান মনোনীত হওয়া কর্ত্তব্য।

শ। উক্ত প্রণালী "ফিরিঙ্গী কাঁড়ি" (Portuguese out post) নামে পরিচিত হইবে। এবং তৎপূর্ব্ব প্রান্ত যে স্থলে কপোতাক্ষ নদে মিলিত হইবে—তাহার বিপরীত তটে অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে কৃত্রিম সরিৎ ও উভয় প্রান্ত কপোতাক্ষে মিলিত হইলে—ঝটিকা কালীন নিরাপদ অবস্থান নির্দ্দিষ্ট হইতে পারে। উক্ত অর্দ্ধচন্দ্রাকৃত সরিৎ "কঙ্কিকা" নামে অভিহিত হইবে।

ব্যয়াদির ভার শঙ্কর ও লক্ষীকান্তের প্রতি প্রদত্ত হইল।—তখন

রাত্রি তৃতীয় প্রহর অতীত—সে সুষুপ্ত মহানগরী বিস্তারে সভাভঙ্গ সূচক এক পঞ্চাশৎ তোপধ্বনি হইল। নহবৎ মন্দির হইতে নিশীথ নিস্তব্ধ বায়ুস্তর তরঙ্গায়িত করিয়া উপর্য্যুপরি বারত্রয় সেলামী পড়িল। মাতৃপূজার বিরাট আয়োজন প্রত্যাশী বীরেন্দ্র সমাজ কর্ত্তৃক যথারীতি অভ্যর্থিত হইয়া প্রতাপ বিশ্রাম মন্দিরে যাত্রা করিলেন।

কুসুমোদ্যান ও শয়নকক্ষ।

(২৮)

নব বিধানের বিপুল আয়োজনে যশোহর সেনাপতি সূর্য্যকান্তের ভাগ্যে বিশ্রাম সময় অতি অল্পই মিলিত। রূডা ও হায়দারের কার্য্যভার গ্রহণের দিবস হইতে আজ চারিমাস অতীত—ভারপ্রাপ্ত বিষয় সমূহের কোন কোন অংশ প্রস্তুত হইয়াছিল. কতক সম্পন্ন প্রায়, কতক অর্দ্ধ নির্ম্মিত এবং অবশিষ্ট আরব্ধ হইয়াছিল। আজ পক্ষান্তে নিজাবাসে ফিরিয়াছেন। দুই একদিন বিশ্রামান্তে পুনরায় কুশলী ক্ষেত্রের গুপ্ত সৈন্যাবস্থান প্রভৃতি নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিতে যাত্রা করিবেন। আজ যাদবীর কার্য্যও বিস্তর। সে ফুল্ল শতদল তুল্য পূর্ণ লাবণ্য স্ফূরিত মুখশ্রীতে নিদাঘ নিশীথ জাত শিশির বিন্দুর ন্যায় শ্রান্তি জনিত স্বেদ বিন্দু পরিস্ফুট। সে রাজেন্দ্র-বাঞ্ছিত দেহভার পূর্ণ চন্দ্র পুলকিতা তটিনীর ন্যায় আবেগ পূর্ণ: তখনও ষোল কলায় ভরাট হইতে অনেক বাকী কিন্তু পুরিবার আকাঙ্খা বেগবতী। সূর্য্যকান্ত যশোহর প্রত্যাগমনের পর দাস দাসী সংখ্যা বিস্তর বৃদ্ধি করিয়াছিলেন কিন্তু যাদবীর কার্য্য—স্নান সময়ে তৈল নিষেক, আহার কালীন ব্যজন, বিশ্রাম কালীন ভারত পাঠ—সে স্নেহ প্রবণ বিশাল বক্ষে চন্দনানুলেপন—যাদবী পরিত্যাগে অসমর্থা—হয়ত অনিচ্ছুকা।

সে কৃত্রিম সরিৎ শোভিত কুসুমোদ্যান মধ্যস্থ চত্বরোপরে প্রদোষ সমীর সেবায় শ্রান্ত শরীর বিধানের স্নিগ্ধতা সম্পাদন মানসে আসীন ছিলেন। সম্মুখে অসংখ্য গৃহপালিত পশু পক্ষী ক্রীড়া পরায়ণ, পশ্চাতে যাদবী তাম্বুল হস্তে নিম্ন দৃষ্টি হইয়া বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা সে মর্ম্মর নির্ম্মিত চত্বর খননের বৃথা প্রয়াস পাইতেছিল।

সূ। যাদবি! তোমার কিছু বলিবার ইচ্ছা হয়, বিরক্ত হইবে না ত?

যা। তোমার আদেশে চিরদিন প্রফুল্লতা ভিন্ন কবে বিরক্তি প্রকাশ করিয়াছি?

সূ। আমার বহু সংখ্যক দাস দাসী আছে—মাকে আহার্য্য প্রস্তুত হইতে নিবারণ করিতে সক্ষম হইলে না?

যা। তোমার আহার্য্য তিনি নিজেই প্রস্তুত করেন, অন্যের হস্তক্ষেপে দুঃখিতা হন।

সূ। আমি অদ্য হইতে গৃহে আহার করিব না।

যা। তিনিও উপবাসে কাটাইবেন। এক মাত্র সন্তানের আহার্য্য প্রস্তুত কার্য্য মাতা পরিত্যাগে অসম্মত।

সূ। ভাল, অন্যান্য কার্য্য?

যা। অনেক বলিয়া কহিয়া নিবৃত্ত করিয়াছি। অন্যান্য ভার দাসী গণের প্রতি অর্পিত হইয়াছে।

সূ। আর তুমি?

যা। আমি কি করিয়াছি?

সূ। তাম্বুল রচনা, ব্যজন, তৈল নিষেক ইহাও ত অন্যে করিতে পারে।

যা। তবে আমি কি করিব?

সূর্য্যকান্ত অপ্রতিভ হইলেন। ইতস্ততঃ ভাবে বলিলেন—

সূ। তুমি সর্ব্বকার্য্য পরিদর্শন করিবে, মাকে ভারত শুনাইবে।

যা। তাহা ত করিয়া থাকি!

সূ। তোমাকে পারিব না, তাহা জানি, তবে—

যা। তবে কি? যাহা বলিতেছিলে, আশ্রিতার নিকট গোপনের প্রয়োজন?

সূ। তুমি বিজয়েন্দুরায়ের কন্যা। আমার গৃহে সাধারণ কার্য্য সম্পন্ন করিতে দেখিলে লোকে আমায় হৃদয় শূন্য বলিবে।

যা। আমার ধারণা—এ আমারই গৃহ।

সূর্য্যকান্তের সে সহস্র যুদ্ধ পরীক্ষিত বিশাল বক্ষ কম্পিত হইল।

সূ। গৃহস্থের ঘরে গৃহস্থের ন্যায় পালন করিয়াছি। এক্ষণে মর্য্যাদা-স্বরূপ সম্মান করা আমার কর্ত্তব্য।

যা। যশোহরের নববিধান সম্মানিত সেনাপতি! যদি আশ্রিতা অনাথিনী এক্ষণে ভার বোধ হয়, আশ্রয় নির্ব্বাচন করিয়া দিলে কৃতার্থ হই।

সূ। আমি কি তাহাই বলিলাম?

যা। বিজয়েন্দু কন্যা বলিয়া কি নূতন অপরাধ হইয়াছে? নতুবা তুমি কি জান না যে অনাথিনীর অন্য আশ্রয় নাই। থাকিলেও এ স্নেহ পালিতা দাসী এ আশ্রয় পরিত্যাগে প্রস্তুত নহে।

সূ। দেখ যাদবি! বয়স্থা, অনূঢ়া রাজকন্যার পক্ষে একজন দরিদ্র সাধারণ বৃত্তি জীবীর সেবায় উভয়েরই অপযশের কারণ হইতে পারে।

যাদবীর মাথায় বজ্রাঘাত হইল। ছিন্নমূল ব্রততীর ন্যায় সে চত্বরোপরে পতনোন্মুখী হইল কিন্তু তীক্ষ্ণ বুদ্ধিবলে সামলাইল; কাতরে বলিল—

যা। রাজবন্ধু! বয়স্থা অনূঢ়াকে লোকে যাহা বলে বলুক—এ পৃথিবীর সহিত আশ্রিতার সম্বন্ধ অল্প, কিন্তু হায়! যে চির স্নেহপ্রবণ হৃদয়ে নিরাশ্রয়াকে প্রতিপালন করিয়াছ—আজ কোন্ কার্য্য করিয়াছি?

কোন্ চিন্তা এ মরুহৃদয়ে স্থান দিয়াছি? যে—সে করুণাময় আশ্রয়-দাতার অপযশের হেতুভূত হইলাম? তোমার গৃহ নিজ গৃহ জ্ঞানে প্রতিপালিত হইয়াছি, একদিনও তোমার অনুমতি ব্যতীত এ অনাথিনী বন্ধু দর্শনেও যায় নাই। যখন আগ্রায় গিয়াছিলে অনাথিনী—তখন ত রোগ শয্যায়—বন্ধু দেখিতে আসিত। প্রভু! কবে তোমার অপ্রীতিকর কার্য্য করিয়াছি? বয়স? কালের পূর্ণতা? এ শ্রী ডুবাইব—যে শ্রীতে তোমার অপযশের উৎকণ্ঠা জন্মে—যাদবী অকৃতজ্ঞা নহে—তাহা ডুবাইবে।

যাদবী ধীরপদে গৃহাভিমুখে ফিরিল কিন্তু সে বজ্র দগ্ধ হৃদয়ের উচ্ছ্বাস নিবারণ করিতে পারিল না। কাতর ক্রন্দনে কাঁদিল—মা! নিরাশ্রয়ের আশ্রয় দায়িনি! অনাথিনীর জুড়াইবার স্থান এ জগতে নাই কি?

সূর্য্যকান্ত কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইলেন—ভাবিতেছিলেন, কি বলিতে কি বলিলাম। তখন যাদবীর করুণ ক্রন্দনধ্বনি সে বিশাল বক্ষে সহস্র গোলক দর্পে আঘাত করিল। নিমেষ মধ্যে যাদবীকে ধরিলেন।

সূ। যাদু!

এ সম্বোধনে সে বজ্র দগ্ধা বল্লরী অমিয় সিঞ্চন সঞ্জীবিত প্রায় প্রফুল্ল হইল কিন্তু বর্ষা কালীন চন্দ্রমার ন্যায় স্তিমিতাভ।

সূ। যাদু! আমি তোমাকে ডুবিতে দিব না।

যা। প্রভু! তবে এ গলগ্রহকে কি করিবে?

সূ। আইস! যেমন ছিলাম তেমনি থাকিব।

যা। অসম্ভব! তোমার করুণাময় আশ্রয়ের অপযশ বৃদ্ধির জন্য? আশ্রিতাকে ক্ষমা কর।

সূ। ক্ষমা করিব? যাদবি! আমাকে ক্ষমা করিবে? প্রতিশ্রুতা হও—এ সংসারে আমার সংসার কোথায়? তুমি ডুবিলে—আমার

থাকিবে কি? যাদু! এ পরিশ্রান্ত রাজসেবককে উত্তর প্রদানে অবকাশ দিবে কি?

যা। চল, দালানে ব্যজন করিব। কিন্তু প্রভু! নিরাশ্রয়াকে ফিরাইলে কেন? উত্তর দিবে না?

সূ। উত্তর কল্য দিব। পারি ত অদ্যই দিব।

উভয়ে একত্র গৃহে ফিরিলেন; সূর্য্যকান্ত দালানে পৌঁছিয়া মাতাকে আহ্বান করিলেন। যাদবী ব্যজন ভুলিল, কাত্যায়নীকে পাঠাইল, তাহার পর নিজ শয়ন কক্ষে আছাড়িয়া পড়িল—কি ভাবিল সেই জানে। কাত্যায়নীকে একাকিনী আগত দেখিয়া সূর্য্যকান্তের মনে কেমন কেমন বোধ হইল।

সূ। মা! যাদু কোথায় গেল? সে আপনাকে ডাকে নাই?

কা। ডাকিয়াছে বই কি? তাহার কি এক দণ্ড কোন কার্য্যে ত্রুটী আছে, কিন্তু বড় গোল বাধাইল দেখিতেছি। অবাধ্য বড়। এক বার রোগ শয্যা হইতে উঠিতে পারে নাই—এ কাজ নয় ও কাজ নিয়াই আছে। আবার বুঝি আজ বুকে বেদনা ধরিয়াছে—তা শয্যাগত না হইলে ত লোকে জানিতে পাইবে না। যাদু পড়িয়া থাকিলে যেন এ ঘরবাড়ী শূন্য হইয়া থাকে। তুমি গৃহে ফিরিলে বাছার কত আনন্দ! আজ কি একটা বিশৃঙ্খল ঘটাইয়াছে নতুবা সে এতক্ষণ চুপ করিয়া থাকিবার পাত্রী কি?

সূ। মা! রাজা জগন্নাথ দেবের দেশে যাইবেন শুনিয়াছ কি?

কা। রাজা যাইবেন তোমার ও ত যাইতে হইবে। আমার এক— বার যাইতে ইচ্ছা হয় কিন্তু ফৌজের মধ্যে ত আর আমাদের যাওয়া হয় না।

সূ। আমার সম্ভবতঃ যাওয়া হইবে না।

কা। বাঁচিলাম! কিন্তু বাবা এমন করিয়া কতদিন চলিবে?

তুমি ত আজ এদেশে, কাল ও দেশে, করিয়া বেড়াইবে, এ সংসার আর কতদিন দেখিব ?

সূ। মা! বিবাহ করিলে তুমি সন্তুষ্ট হও ?

কাত্যায়নী সূর্য্যকান্তের মুখে এরূপ পরিষ্কার কথা কখনও শুনেন নাই। বড় আনন্দে বলিলেন—তোমার পাতান সংসার দেখিয়া মরিলে আমার স্বর্গলাভ হইবে।

সূ। দেখা যাইবে। পাত্রী মনস্থ করিতে লাগত ?

কা। আমার অদৃষ্ট এমনই যে এত পাত্রী উঠিতেছে কিন্তু তোমার যোগ্য ত দেখিনা—কেবল একজনকে—বড় সাধ ছিল—

সূ। কি সাধ ছিল মা ? কাহাকে ?

কাত্যায়নী দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়িলেন, বলিলেন—তাহা আর তুমি কি শুনিবে ?

সূ। মা! এ সংসারে আমার অন্য কেহ নাই। তোমার সাধ পুরাইব না ত এতকাল মানুষ করিলে কেন ?

কা। বাছা, মনে কিছু কষ্ট হইবে, তাহা আর তোমার শুনিবার আবশ্যক নাই।

সূ। মা! আমি শুনিব। আমি তোমার সাধ পুরাইব। আজ সন্তানের বাক্যে বিশ্বাস হইতেছে না কি ?

কা। যে পিতৃমাতৃহীনা অনাথিনী তোমার জন্য দেহপাত করিতেছে—তাহার কথা বলিতেছিলাম। এমন পাত্রী কিন্তু অন্যত্র মিলিবে না। তবে তোমার বোঝা দরকার।

সূ। মা! তোমার ইচ্ছা পূর্ণ করিব।

কাত্যায়নী পুত্রের কথায় আকাশের চাঁদ হাতে পাইলেন, কত আশীর্ব্বাদ করিলেন।

কা। চল, আহারে বিলম্ব হইতেছে।

মাতা পুত্রে গৃহস্থালীর আলোচনায় ভোজন গৃহে আসিলেন। পুত্র আহারে বসিলেন। যাদবী ধীরপদে তাল বৃন্ত হস্তে ব্যজনার্থ অগ্রসর হইল। শরীর নমিত, সে পূর্ণপ্রায় লাবণ্য ম্লান জ্যোতি—অক্ষি গোলক ঘোর রক্তবর্ণ—পল্লব আসারাক্রান্ত।

কা। মা! আমি বাতাস দিতেছি। আবার যেই কাল ব্যাথা চাগিয়াছে বুঝি? আহা! আজ যে দাঁড়াইতে পারিতেছ না। এস আমার কাছে।

সূর্য্যকান্ত বিশৃঙ্খল ভাবে আহার সমাপন করিলেন।

কা। বাবা! এ কেমন আহার হইল?

সূ। আজ গৃহে আসিবার পূর্ব্বে শ্রীপতি গুহের আলয়ে জলযোগ গুরুতর হইয়াছিল।

যাদবী তাম্বুলাধার ও চামর হস্তে সূর্য্যকান্তের কক্ষে প্রবিষ্ট হইল। কাত্যায়নীর নিষেধে যাদবী উত্তর দিল—এখন ত সুস্থ আছি, কোন অসুখ বোধ হইতেছে না।

কাত্যায়নী কি ভাবিয়া অধিক পীড়াপীড়ি করিলেন না। নিজে দাস দাসীগণের আহারাদির পর্য্যবেক্ষণ মানসে চলিলেন। তিনি জানিতেন—যাদবী সর্ব্বশেষে তাঁহার নিজের সহিত একত্র ভিন্ন আহার করিবে না।

সূর্য্যকান্ত আহারান্তে শয়নকক্ষে আসিলেন নাত? তবে কি যাদবীর উপস্থিতি তাঁহার বিশ্রামের পক্ষে বিরক্তি কর? যাদবী অন্তরে অন্তরে কাঁপিল—তবে কি যাদবীর তাম্বুল রচনাও তিক্তাস্বাদ জ্ঞাপক? প্রভু! এত সাধের তাম্বুল পড়িয়া রহিল যে? তখন হৃদয় বাঁধিল, ভাবিল—আজই উত্তর লইব, আমায় ফিরাইলেন কেন? কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে ফিরিল, অবশেষে দালান মধ্যে সে বিশাল রজতদণ্ড পার্শ্বে সূর্য্যকান্তের সাক্ষাৎ হইল। ধীর ভাবে তাম্বুলপাত্র সম্মুখে ধরিল; সূর্য্যকান্ত কম্পিত

হস্তে দুই একটি গ্রহণ করিলেন। যাদবীর মুখপানে চাহিলেন—মুখশ্রী ম্লান, চক্ষু লোহিতাভা পরিত্যাগ করে নাই, কিন্তু জ্যোতিহীন, অক্ষি পল্লব স্ফীত—এক অনৈসর্গিক বিষাদ ছায়ায় সে মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন।

সূ। যাদু! উত্তর লইতে আসিয়াছ?

যা। প্রত্যাশা তাহাই।

সূ। বলিয়াছিত ডুবিতে দিবনা। আজ মায়ের সহিত পরামর্শ স্থির হইয়াছে—তোমাকে সত্বর পাত্রস্থ করিব।—মর্ম্মস্পর্শী দৃষ্টিতে যাদবীর আপাদ মস্তক দেখিলেন। যাদবীর শরীর যন্ত্রে রক্তস্রোত স্তম্ভিত হইল কিন্তু অভ্যাস বশতঃ উত্তর করিল—

যা। এই, প্রভু! উত্তর শুনিলাম।

যাদবী কাতর দৃষ্টিতে দালানস্থ যাবতীয় পদার্থের পানে চাহিল, শেষ—সূর্য্যকান্তের চরণ ধুলি গ্রহণান্তর ত্বরিত পদে কক্ষ নিষ্ক্রান্ত হইবার মানসে চলিল। সূর্য্যকান্ত ক্ষিপ্রহস্তে সে মর্ম্মপীড়িতার বাহু ধরিলেন—ফিরাইলেন। সে স্পর্শে যাদবী মরিল কিন্তু ভাবিল—একি? ধীর হস্তে বাহু ছাড়াইল—বলিল—আমার অন্য কর্ত্তব্য আছে।

সূ। যাদু! পাত্র ঠিক করিয়াছি শুনিবেনা?

যা। আজ অনেক শুনিয়াছি, আরও যাহা বলিবার আছে বলিতে পার—শুনিব বই কি!

সূ। যে যুবক দ্বারা রাজদত্ত খড়্গা অবরোধ দিবসে আমার নিকট পাঠাইয়াছিলে—মনে পড়ে কি?

যাদবী হতাশের হাঁসি হাঁসিল, চমক মাত্র। কাতর দৃষ্টি উঠাইয়া বলিল—তবে আসি।

সূর্য্যকান্ত পুনরায় ফিরাইলেন।

যা। প্রভু! আর শুনিব না, আজ অনেক শুনিলাম।

সূ। তবে তুমি উত্তর চাহিলে যে?

যা। নব রাজ্যের যশস্বী সেনাপতি! আশ্রিতা মর্দ্দনে উজ্জ্বল যশ নিষ্প্রভ হয়।

সু। আশ্রিতাকে শীঘ্র পাত্রস্থ করিবার মনন আছে। তোমার গৃহ তোমারই থাকিবে। এ কুসুমোদ্যান পুলকিত আবাসভবন যৌতুক প্রদান করিব। কেবলমাত্র দালান তোমার রহিবে।

যা। রাজবন্ধু! আপনার বদান্যতা অন্যত্র প্রকাশ করিলে আশ্রিতা বাধিত হইবে। এক্ষণে বিদায় হই।

সু। দেখ যাদু! আজ ডুবিবার জন্য বিদায় হইতেছ—পারিবে কি?

যা। সে কথা আপনার শুনিয়া কাজ কি?

সূর্য্যকান্ত ধীরহস্তে যাদবীর আসার স্নাত চিবুক উঠাইলেন—পূর্ণপ্রাণে সে ফুল্লারবিন্দ তুল্য গণ্ডে চুম্বন করিলেন। যাদবী শিহরিল কিন্তু শরীর বিধান ক্রিয়াশূন্য—ঘূর্ণিত মস্তকে গৃহতলে লুণ্ঠিত হইল। সূর্য্যকান্ত সে কম্পমানা লতিকা উঠাইলেন—যাদু! ডুবিতে যাইতেছ? পারিবে ত? যাদবী শূন্য দৃষ্টি—সূর্য্যকান্তের মুখপানে উঠাইল, কাতরে বলিল—উদ্ধার কর্ত্তা! আজ যে সব ডুবাইলে!

সু। ডুবাইলে কেন? মাতার ইচ্ছা তাঁহার আশ্রিতাকে বধূত্বে বরণ করিবেন। পুত্র এ বিষয়ে মাতার নিকট প্রতিশ্রুত।

যাদবী দৃঢ়হস্তে সে বিশাল রজতদণ্ড ধরিল—শেষ—সূর্য্যকান্তের পদধূলি লইয়া কক্ষ নিষ্ক্রান্ত হইল। সে রাত্রে মাতা কন্যার আহার নাম-মাত্র হইল। কারণ পৃথক কি এক তাহা জানিনা।

আর সেইরাত্রে রাজশয়ন কক্ষে নিপুণিকা চামর হস্তে অর্দ্ধশয়ান প্রতাপের শিরোদেশে ব্যজন করিতেছিল। নাগিনী পদসেবা পরায়ণা—সে শয়ন কক্ষ তেমনই ছিল—রাজ্যগ্রহণের সহিত পরিবর্ত্তনের মধ্যে সূর্য্যও চন্দ্র বংশীয় তরবারি যুগল পালঙ্ক শিয়রে দোদুল্যমান এবং

সম্মুখস্থ ত্রিপদের উপর ধর্ম্ম বিধানের উপহার—সিন্দুরগর্ভ বজ্রকৌটক যুগল শোভা পাইতেছিল। অন্দরের বিবিধ ব্যবস্থা মহারাণীর অভিপ্রায়ে নিয়ন্ত্রিত হইত। নাগিনী তখনও যুবরাজ্ঞী অভিধায় অন্দরে পরিচিত ছিলেন।

প্র। আজ কান্ত গৃহে ফিরিয়াছে সংবাদ পাইয়াছি। প্রতাপপুর দত্তগৃহে স্বয়ং যাইবে প্রতিশ্রুত ছিল। সে বিবাহের বিলম্ব নাই।

যু। নববিধানের প্রধান সেনাপতির বিবাহ বিষয় উত্থাপন করা রাজ কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য হওয়া উচিত।—কোমলতর স্বরে বলিলেন—রাজন্! আমার বন্ধুর অদৃষ্টে কি লিখিবে? শুনিতে পাইনা?

প্র। যশোহরে প্রত্যাগত হইয়া একদিনওত যাদবীর সাক্ষাত পাইলাম না।

যু। সেত পরের চিন্তায় দেহপাত করিতে বসিয়াছিল—এক্ষণে সুস্থ হইয়াছে। রাজার সাক্ষাতে আর আসিতে চাহে না।

প্র। চিরদিন সহোদরার ন্যায় সম্মানিত হইয়াছে—এক্ষণে না আসিবার হেতু?

যু। তাহার লজ্জা করে।

প্র। তাহা নহে—হয়ত আমার প্রতিজ্ঞা পালনে অবহেলা হইয়াছে।

যু। এখনও তাহার মুখের দিকে যদি চাহিতে, বোধ করি বাঁচিত।

প্র। সে অনাথিনী আমার নিকট একটী ভিক্ষা চাহিয়াছিল, নানা কার্য্যে ব্যস্ততা বশতঃ ভুলিয়াছি সত্য।

যু। তোমার অনুপস্থিত কালে মায়ের সহিত সর্ব্বদা বন্ধুকে দেখিতে যাইতাম। এখনও অবকাশ মত গিয়া থাকি। নিপুই তাহাকে আশা দিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছে।

প্র। নিপু যশোহরের সমস্তই বাঁচাইয়াছে। সম্ভবতঃ তোমাকেও।

যু। সে কথায় প্রয়োজন নাই, বন্ধুর উপায় কি করিবে?

প্র। নিপু! সর্ব্বমঙ্গলে! যাদবীর উপায় কিছু স্থির করিতে পারিবে কি?

নিপু সে প্রশান্ত আয়ত লোচন প্রতাপের মুখপানে উঠাইল—প্রতাপ মনে ভাবিলেন—কাহাকে কি জিজ্ঞাসা করি? এ মহিমাময় সৌন্দর্য্য—রাশি পূর্ণ স্রোতে প্রবাহমান কিন্তু চিরদিন কি এক অনির্দ্দিষ্ট সাগর প্রত্যাশায় এ স্বচ্ছ লাবণ্য স্রোত—সংসার মরুতে অন্তঃশীলা রূপে নিঃশেষিতা হইবে? •

নি। রাজন্! যাদবীর উপায় একমাত্র, তাহার দ্বিতীয় নাইত।

প্র। তাহাত অবগত আছি।

নি। যে পুরুষপ্রধান সমগ্র বঙ্গের অভাব মোচনে অগ্রসর, ভাগ্যগুণে আশ্রিতা দুঃখিনীর উপায় তাঁহার বুদ্ধির অগোচর—এ বিড়ম্বনায় যমুনাগর্ত্ত ভিন্ন স্থান কোথায়?

প্রতাপ শিহরিলেন—আর একদিন নিপুর মুখে এমনি কথা শুনিয়াছিলেন।

যু। শুনিতেছি—দীর্ঘ প্রবাসবাসী শঙ্করের সপরিবারে বাসের জন্য শঙ্করকাটী নামোল্লেখে নূতন পল্লীবাস নির্ম্মিত হইতেছে। নব বিধানে নিজ বন্ধুগণের স্বজন দর্শন সুলভ হইল কিন্তু অধিনীর একমাত্র বন্ধুর উপায় চিন্তা কি রাজ ধর্ম্মে আলোচনার বহির্ভূত?

প্র। কান্তকে জিজ্ঞাসা করিয়া যাদবীর উপায় স্থির করিব।

নি। কান্তকে কি জিজ্ঞাসা করিবে? এতদিনের বন্ধুত্বে তাহার হৃদয়ের পরিচয় যদি অজ্ঞাত থাকে—তবে জিজ্ঞাসায় কি ফল লাভ হইবে?

নি। নববিধান স্থষ্টিকর্ত্তা! কান্তের পরীক্ষা গ্রহণ ত হইয়া গিয়াছে, অবরোধ দিবসে যখন যাদবীর বিশ্বাস পাত্ররূপে শিবিরে দেখা দিয়াছিলাম—তখন আপনার বিখ্যাত সেনাপতি ঘূর্ণিত মস্তকে আসনোপরে লুণ্ঠিত হইয়াছিলেন, স্মরণ করুন।

প্র। সর্ব্বার্থ দায়িনি! তুমি যে এই জন্ম এ চির কৃতজ্ঞ বাল্য সহচরের নিকট নিরুপায়ের উপায় নামে পরিচিত।

নি। নিরুপায়ের উপায় আপনি। আশ্রিতার প্রতি অযথা সম্মান জ্ঞাপন রাজার কর্ত্তব্য নহে।—যুবরাজ্ঞী অন্যদিন বিশেষ লক্ষ্য না করিলেও অদ্য নিপুর হৃদয়ের প্রতি লক্ষ্য করিলেন—তার পর—প্রতাপের নিপুর প্রতি অকুতোনির্ভরতা লক্ষ্য করিলেন। মনে মানিলেন—মহিমাময়ি! এরাজ্যের রাণী হইবার উপযুক্ত ক্ষমতা তোমারই ছিল, কটাক্ষে প্রলয় সংঘটনও তোমার ইচ্ছায়ত্ত—কিন্তু যে নিপু সতঃসিদ্ধ বদান্যতায় স্বার্থ-ত্যাগের জলন্ত হুতাশ বুকে বাঁধিয়া ইপ্সানি বাঞ্ছিত দেব বক্ষে আমাকে আসন প্রদান করিয়াছে—তাহার পক্ষে স্বরোপিতা লতিকা উন্মূল অসম্ভব।

প্র। নিপু! বাল্যসহচরি! তোমার নিকট এরূপ সম্বোধন শ্রবণ হৃদয় শূন্যতার পরিচয় নহে কি? এ কথা আজ দ্বিতীয় দিন বলিতে হইল কেন?

নি। বাল্যকালে ক্রীড়া সহচর জ্ঞানে সম সম্বোধনে তৃপ্তি হইত—এক্ষণে সর্ব্বনিয়ন্তা আশ্রয় দাতা বোধে তদনুরূপ সম্বোধন অবশ্যম্ভাবী।

প্র। আমার পক্ষে অতৃপ্তি কর।

নি। বুঝিলাম—অধিনীকে রাজদর্শনে বঞ্চিত হইতে হইবে।

যুবরাজ্ঞী স্থির করিলেন—নিপু! সাধ্যপক্ষে তোমার আত্মত্যাগের প্রতিদান দিব, নাগিনী অকৃতজ্ঞা নহে। তখন নিপুর সাহার্য্যার্থ নিবেদন করিলেন—

যু। শুনিয়াছি—দরবারে নিজ বন্ধুবর্গকে এরূপ সম্বোধন নিজেই করিয়া থাক, তবে নিপুকে অকারণ কষ্ট দিয়া লাভ কি?

প্র। নাগিনি! তোমার দরবারে তোমার হুকুম মানিলাম।

তখন নন্দিনী অগ্রপদে সে শয়ন কক্ষে প্রবিষ্ট হইল।

নি। নন্দিনি! এত ব্যস্ত ভাবে কেন? মহারাণী স্মরণ করিয়াছেন কি?

নন্দিনি আকুলভাবে বলিল—মহারাজ নামকীর্ত্তন হইতে অজ্ঞানাবস্থায় আনীত হইয়াছেন। প্রতাপ নিমেষ মধ্যে কক্ষ নিষ্ক্রান্ত হইলেন—নিপু ও যুবরাজ্ঞী মহারাণীর অনুগামিনী হইয়াছিলেন।

পিতৃদায়

(২৯)

মহারাজ বিক্রমাদিত্য বঙ্গেশ্বর দাউদের সমবয়স্ক ছিলেন কিন্তু সে মহতাশয় বন্ধুর পতনে মেরুদণ্ড ভগ্ন জীবের ন্যায় জীবন্মৃত অবস্থায় ছিলেন। পত্নী বিয়োগ জনিত দুঃখ, দাউদের জীবিতমানে রাজকার্য্যে নিবিষ্ট চিত্ততা হেতু কতক লাঘব হইত। দাউদের অবসানের সহিত উভয়বিধ শোক পূর্ণ মাত্রায় উপস্থিত হইয়া—সে গৃহশূন্য, ভগ্নহৃদয় মন্ত্রীরাজকে অকাল বার্দ্ধক্যে উপনীত করিয়াছিল। বৈষয়িক সর্ব্ববিষয়েই আস্থাশূন্য ছিলেন। রাজকার্য্য বসন্তরায়ের হস্তে সমর্পণ পূর্ব্বক সর্ব্বদা নির্জ্জনে থাকিতে ভাল বাসিতেন। অবকাশ কালে বসন্তরায় জ্যেষ্ঠের সহিত মিলিত হইয়া বৈষ্ণব কবিগণের চিত্তহারী সঙ্গীতালাপে যোগদান করিতেন। বিশেষ প্রতাপের প্রতি রাজ্যার্পণের পর হইতে উভয় ভ্রাতায় ঈশ্বরোপাসনা, নামসংকীর্ত্তন, বৈষ্ণব সংসর্গ প্রভৃতি পারত্রিক কার্য্যে দিনপাত করিতেন।

আজ গোবিন্দদাসের নূতন পদাবলী গীত হইতেছিল; মহারাজ তন্ময়তাবশতঃ সভাস্থলেই বারেক মূর্চ্ছিত হইয়াছিলেন কিন্তু বৈষ্ণবগণ

ও বসন্তরায়ের আগ্রহাতিশয্য স্বত্বেও বৃদ্ধ সে বৈষ্ণবসভা ত্যাগ করিতে অস্বীকৃত হন। যখন পূর্ণোচ্ছ্বাসে সে বৈষ্ণব সভা ত্রিতাপহারী মধুর সঙ্গীতে প্লাবিত হইতেছিল—সে ক্ষীণ প্রাণ বৃদ্ধের প্রাণবায়ু ও তখন অতর্কিতভাবে সে প্রেমময়ের অভয় পদে লীন হইবার প্রয়াস পাইতেছিল। পূর্ব্ব মূর্চ্ছা হেতু বসন্তরায় সতর্ক ছিলেন। সে উৎসবকারী বৈষ্ণব কবিগণ, বসন্তরায়, জীতমিত্র ও অন্যান্য রাজাত্মীয় যে যেস্থানে ছিলেন—ব্যস্ততা সহকারে চৈতন্যহীন রাজাকে অন্তঃপুরে লইলেন। রাজবৈদ্য বহুবিধ প্রকারে চৈতন্য সম্পাদন প্রয়াসী। এমত সময়ে প্রতাপ কম্পিত চরণে সে প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইলেন—বালকের ন্যায় আকুল ক্রন্দনে সে রাজ শয্যাপৃষ্ঠে পিতৃবক্ষোপরে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। বসন্তরায় বহুবিধ সান্ত্বনা বাক্যে প্রতাপকে এতাদৃশ অভিভূত হইতে নিবৃত্ত করিলেন। তখন অন্তঃপুর চারিণীগণের মর্ম্মোচ্ছ্বাস শ্রবণে আত্মীয়েতর সভাসদগণ গৃহান্তরে প্রস্থান করিলেন।

রাজবৈদ্যের বহুবিধ ঔষধাঘ্রাণে ও পুত্রবধূ এবং নিপুর শুশ্রূষায় একবার মাত্র চৈতন্য হইল—দৃষ্টি স্থির, শূন্য, অবসন্নকণ্ঠে ডাকিলেন—প্রতাপ!—বসন্ত!

প্রতাপ উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনে পিতৃ সম্মুখে আগমন করিলেন। বসন্তরায়ের প্রশান্ত নয়নে অবিশ্রান্ত ধারা নিরবে বহিতেছিল।

রা। আমার পদস্পর্শে প্রতিজ্ঞা কর—পিতৃব্য অথবা পিতৃব্য বন্ধুগণের সহিত সহস্র ক্ষতি হইলেও বিসম্বাদ করিবেনা।—প্রতাপ সে পিতৃপদযুগল বক্ষে ধারণ পূর্ব্বক কাতরে বলিলেন—পিতঃ! আপনার অন্তিম আজ্ঞা শিরোধারণে প্রতিশ্রুত হইলাম।

সে পরলোকগামী মুখমণ্ডল প্রসন্ন হইল, স্নেহ জড়িত স্বরে ডাকিলেন—বসন্ত!

বসন্তরায় জ্যেষ্ঠের হস্ত ধারণ পূর্ব্বক নিজ মস্তকে স্থাপন করিলেন।

মা। এ পিতৃমাতৃহীন বালকের শত অপরাধ ক্ষমা করিবে। তুমি প্রতাপের পিতৃস্থানীয় হইবে শুনিলে—আমার আত্মা শান্তিলাভে সমর্থ হয়।

ব। রাজন্! আপনার ইচ্ছা চিরদিন ইষ্টদেবাদেশের ন্যায় পূজিত হইয়াছে, আজ কোন্ অপরাধে, চিরানুচর সেবকের প্রতি বাম হইতেছেন?

রাজা কনিষ্ঠের মুখমণ্ডলে হস্তাববর্ষণ করিলেন। ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিলেন—মা! যশোহরের অধিষ্ঠাত্রি! এ রাজপুরী তোমার করুণাময় আশ্রয়ে রাখিয়া চলিলাম। প্রতাপ! যশোহরের অন্নদায়িনী কোথায়? আমার শেষ আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন কর। পুত্রবধূকে সম্বোধন করিলেন—বৎসে! মায়ের ন্যায় পৃথিবীর অন্নদায়িনী হও। বন্ধুকন্যা! নিপু! পিতৃবন্ধুর অনুরোধ ত্যাগ করিওনা! প্রতাপ! নিপুর অনাদর হইলে আমার অতীত আত্মার শান্তিতে ব্যাঘাত জন্মিবে। তখন ক্ষীণ কণ্ঠ ক্রমরুদ্ধ হইতেছিল, বহুকষ্টে বলিলেন—বল্লভ! ভাই! তোমার হাত—বসন্ত রায় জ্যেষ্ঠের হাত স্পর্শ করিলেন; রাজা ইঙ্গিতে প্রতাপকে সম্মুখে আহ্বান করিলেন—উভয়ের হস্ত একত্র ধরিলেন—বল্লভ! এ পিতৃহীন বালককে তোমার আশ্রয়ে রাখিয় চলিলাম।—চক্ষে করুণা ঝরিল, অবসন্ন হস্ত শয্যাপরে পতনোন্মুখ হইল, নিপু অতি সন্তর্পণে ধরিল।

রাজবৈদ্য বহু চেষ্টায় পুনরায় চৈতন্য সম্পাদনে সমর্থ হইলেন কিন্তু বাক্‌শক্তি আর ফিরিল না। তখন বৈদ্য ক্ষুন্নমনে বিষণ্ণ দৃষ্টিতে বসন্ত রায়ের মুখপানে চাহিল।

প্রতাপ আকুল ক্রন্দনে কত কি জিজ্ঞাসা করিলেন কিন্তু একমাত্র পুত্রের কাতর আহ্বানে বৃদ্ধের চক্ষু বাহিয়া জল পড়িল মাত্র।

তখন আত্মীয়গণ সে নরপূজিত রাজদেহ ঘন হরিধ্বনি সহযোগে

চত্বরাভিমুখে আনয়ন করিল—রাজকক্ষে, অন্তঃপুরে, দুর্গে, নগরময় ঘোর করুণধ্বনি উত্থিত হইল। সে রাজদেহ সংকারার্থ যমুনাতীরে নীত হইল। রাজ্যের বিবিধ শ্রেণীর কর্ম্মচারী, নাগরিক, আত্মীয়, ভেদাভেদ রহিত অবস্থায় যমুনাতীরে উৎকণ্ঠিত চিত্তে ধাবমান হইল। মহাসমারোহ সহকারে সে বিশাল চন্দন চিতার চতুর্দ্দিকে অজস্র কুসুম, কুঙ্কুম, ধান্য, সুবর্ণ ও রৌপ্য বিক্ষিপ্ত হইল। রাজ্যের সামরিক প্রধান বর্গ অবনত শস্ত্র ভূমিস্পর্শ পূর্ব্বক সম্মান জ্ঞাপন করিলেন; বৈষ্ণব সম্প্রদায় পূর্ণপ্রাণে নাম কীর্ত্তন যোগে—সে পরলোকগত রাজ আত্মার তৃপ্তি সাধন করিলেন। তখন সে লক্ষ লক্ষ নগরবাসী পূত যমুনা সলিলে অবগাহণ পূর্ব্বক সে ধর্ম্মপ্রাণ লোক বৎসল যশোহর প্রতিষ্ঠাতার অতীত কৃত্য মানসে পূর্ণাঞ্জলি তর্পণে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিল। মুসলমান অধিবাসী বর্গ উপাসনালয়ে সে আশ্রয়দাতার অক্ষয় স্বর্গ কামনা করিল। ধনী, নির্ধন, সম্ভ্রান্ত, সাধারণ জাতি ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে হতাশ প্রাণে সে ভস্মাবশেষ পানে চাহিল—মর্ম্মান্তিক করুণ হাহাকারে ডাকিল—মহানগরী প্রতিষ্ঠাতা! এ দুর্গম অরণ্য প্রদেশে তোমার কৃপায় গৌড়ের দ্বিতীয় ছবি প্রতিফলিত হইয়াছিল—আজ এ আশ্রয় শূন্য জনতা সংক্ষুব্ধ ইন্দ্রহীন অমরাবতী কাহার আশ্রয়ে রাখিয়া যাও? বসন্তরায় সে সংক্ষুব্ধ নগরবাসীগণকে সান্ত্বনাদানে আশ্বস্ত করিলেন।

প্রতাপ মাসাবধি অশৌচ গ্রহণান্তর মহাসমারোহ পূর্ব্বক দেশ বিদেশ ও ভিন্ন ভিন্ন সমাজস্থ ব্রাহ্মণ, অধ্যাপক, পণ্ডিত, আত্মীয়, যশোহর চতুর্ব্বর্ণ সমাজ নিমন্ত্রণ করিলেন। দেশ দেশান্তরাগত অনাথ দুঃখীগণ আশাতিরিক্ত অর্থ, প্রচুর ভোজ্য ও পরিধেয় প্রাপ্তিতে সে মহানগরী প্রতিষ্ঠাতা অতীত মহাত্মার অক্ষয় স্বর্গ কামনা করিল। ব্রাহ্মণগণ উচ্চ বিদায় ও ভুরি ভোজন পরিতৃপ্ত হৃদয়ে মৃত মহারাজের স্বর্গ প্রাপ্তি সম্বন্ধে পুনঃ পুনঃ আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিলেন। রাজ্যস্থ প্রজা সাধারণের অর্দ্ধ বৎসরের

দেয় কর মহকুপ হইল। সম্বৎসরের জন্য বাণিজ্য জীবীগণের শুল্ক রহিত হইবার আদেশ হইল। পিতার আত্মার তৃপ্তি সাধনার্থ নিপুণিকার তত্বাবধানে অনাথ আশ্রম স্থাপিত হইল। এ আশ্রম অবস্থান বর্ত্তমানে হাটশালা নামে অভিহিত। সর্ব্বশেষে বিদায় দিবসে যখন অধ্যাপক মণ্ডলী আহারে প্রবৃত্ত—সে সময়ে বিশাল চন্দ্রাতপস্তম্ভ উৎপাটিত হইয়া পতনোম্মুখ হইল। বসন্তরায় উচ্চ আহ্বানে উপস্থিত রক্ষীবর্গকে আহ্বান করিলেন কিন্তু কেহই সে পতনবেগ নিবারণে সক্ষম হইলেন না। প্রতাপ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে ডাকিলেন—মা ভবানি! তোমার চিরানুগৃহিত দাসের এমন কেহ আত্মীয় নাই যে—এই ভোজনোপবিষ্ট ব্রাহ্মণ গণের জীবন রক্ষায় সমর্থ হয়? সে মুহূর্ত্তে এক বিশাল বক্ষ দীর্ঘকায় যুবক তীব্র লম্ফে সে স্তম্ভ সবলে ধারণ পূর্ব্বক পতন গতি নিবারণ করিল। উপস্থিত ব্যক্তি বর্গ জয়ধ্বনি করিল—প্রতাপ এ বীর যুবককে সময়ান্তরে সাক্ষাতের অনুজ্ঞা প্রদানান্তর বিদায়ার্থী ব্রাহ্মণ মণ্ডলীর আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। তাহার পর—সে পিতৃত্যক্ত বিভবের সদ্ব্যবহার ও প্রকৃতি পালন দায়িত্বের গুরুভার বহনার্থ চিন্তাকুলিত চিত্তে পিতৃব্য সমভিব্যাহারে দুর্গে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

উৎকল

(৩০)

মহারাজ বিক্রমাদিত্যের অতীত কৃত্য সমাপণের পর চতুর্থ পক্ষ অতীত প্রায়, আজ যমুনা বক্ষে অর্দ্ধ শতাধিক ক্ষুদ্র বৃহৎ জাহাজ নবনির্ম্মিত জাহাজঘাটায় সসজ্জ বিক্রমে সোপাণ সংলগ্ন পার্শ্ব বিস্তারে চণ্ডীখানের খড়্গ চর্ম্মাঙ্কিত পঙ্কজনীন পতাকা হিল্লোলে তট সমবেত মহারথী বর্গকে ভাবী বিপ্লবে যশঃ সঞ্চয়ার্থ আহ্বান করিতেছিল। যমুনা

শীকর স্নিগ্ধ অনুকূল মলয় প্রবাহ তাড়নে অসংখ্য পূর্ণ বক্ষ অমল ধ্বজ পাইল, প্রান্ত প্রান্তান্তরে কম্পিত হইয়া সত্বরতা জ্ঞাপনে বিলম্বাসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিতেছিল। যান, বাহন, ভারবাহী পশু প্রভৃতিতে সে উৎকল যাত্রী জাহাজ সমূহ পরিপূর্ণ। পার্শ্ব বিস্তারে সমব্যবধানান্তর গোলক-স্রাবী গহ্বর সমূহ পূর্ণ গর্ভ। সে বিশাল অবতরণ ক্ষেত্রের সোপাণ, চত্বর, প্রাঙ্গণ ত্রিংশৎ সহস্র নির্ব্বাচিত যোধাবস্থানে সংক্ষুব্ধ। তখন ভীমগর্জ্জনে সে চত্বর, সে নদী প্রসার, সে দিগদিগান্ত, সে কম্পনে সন্ত্রাসিত করিয়া অবিশ্রান্ত তোপধ্বনি হইল; ধ্বজ শিখরে খড়্গ চর্ম্মাঙ্কিত প্রকাণ্ড নিশান উত্থিত হইল। মধুরে ভৈরবে বিজয় বাদ্য ঝঙ্কারে সে দূর প্রসারী নীলাম্বু প্রবাহ পুলকিত উচ্ছ্বাসে সাগরাভিমুখে ছুটিল। সে সমবেত বিদেশ যাত্রী বীরগণ সমস্বরে ভবানী মহায় প্রতাপের জয় হাঁকিল, সে মুহূর্ত্তে সামুদ্র বর্ণ সৈন্ধবী অশ্ব পৃষ্ঠে, মহার্হ রত্ন খচিত বর্ম্ম মণ্ডিত কলেবরে, উন্মুক্ত শিরস্ত্রাণ শীর্ষ যশোহররাজ চত্বরাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সুগন্ধি রঞ্জিত কেশভার ভবানী প্রসাদ রক্ত জবা মাল্যে মণ্ডলাকারে বেষ্টিত। ললাটে ত্রিপুণ্ড্রক। মহামূল্য কটিবন্ধে চন্দ্র বংশীয় হীরক খণ্ডিত কোষ মধ্য তরবারি গতি চাঞ্চল্যে মৃদু শব্দায়মান। দক্ষিণে বিপুল কৃষ্ণবর্ণ যুদ্ধাশ্ব পৃষ্ঠে—সে নব দূর্ব্বাদল শ্যামকান্তি যশোহর সেনাপতি, আপাদ মস্তক পূর্ব্বপরিচিত রাজ দত্ত বর্ম্মে সমাচ্ছাদিত—উন্মুক্ত কৃপাণোত্থিতে উৎকল যাত্রী যোধগণকে আরোহণের অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন। তৎপশ্চাতে মহারথীগণাধিপ প্রতাপ সিংহ দত্ত বিরাট বপু লোহিত তুরঙ্গোপরে, বর্ম্মাবৃত দেহে দৃঢ়াসীন। দক্ষিণ হস্তে মহামতি দাউদের পাঠান পতাকা গ্রথিত কণ্ঠ রজত ভল্ল উদ্যত। অর্দ্ধচন্দ্র শোভিত উষ্ণীষ শিরে শ্বেত শ্মশ্রু ধূলিয়ান বেগ তদনুসরণ প্রবৃত্ত। বামে শ্বেতাশ্ব বাহন শুভ্রমলয়জ লিপ্ত মুখ রুচি শঙ্কর, গৌর কান্তি ত্রিপুরাতনয় সুন্দর, ভীম বিক্রান্ত ঢালিপতি মদন, রাজস্ব সচিব লক্ষীকান্ত; পশ্চাতে পাঠান

কুল তিলক হায়দার, খাঁ সাহেব, মাহীউদ্দীন প্রভৃতি রাজ্যের সামরিক ও বৈষয়িক প্রধান বর্গ রাজ বিদায়ার্থ অনুগমন পরায়ণ। ক্ষিপ্র কর্ম্মা ফেরঙ্গ পুঙ্গব রুডা সোপানোপরে যানারোহণ প্রতীক্ষায় দণ্ডায়মান ছিলেন। সূর্য্যকান্ত, প্রতাপ সিংহ দত্ত ও খুলিয়ান বেগ রাজ সহযাত্রী হইবেন নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল! সে চত্বর বহির্ভাগে নগরবাসী সম্ভ্রান্ত, সাধারণ পিপাসিত চক্ষে শুভ যাত্রা দর্শনার্থ মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি করিতেছিল।

প্রতাপ ধীর স্বরে শঙ্করকে আহ্বান করিলেন।

প্র। বন্ধু! কাস্তের কার্য্যভার নিজ তত্ত্বাবধানে রাখিবে। যে সকল কার্য্য অসম্পূর্ণ আছে, তৎসাধনার্থ যথা সম্ভব সত্বরতা প্রয়োজন।

তখন সে সমবেত প্রধান প্রধান রাজপুরুষ বর্গকে আহ্বান করিলেন।

প্র। মাতৃপূজা প্রয়াসী বীরগণ! আশা করি নিজ নিজ কর্ত্তব্য পালনে তৎপরতা প্রকাশ পূর্ব্বক যশোহরের কৃতজ্ঞতা ভাজন হইবেন।

সে মুহূর্ত্তে বিপুল জয়ধ্বনি উত্থিত হইল; প্রতাপ শঙ্কর প্রমুখ রাজ—পুরুষ বর্গ ও নাগরিক সম্ভ্রান্ত গণ কর্ত্তৃক যথারীতি অভ্যর্থিত হইয়া রুডা প্রদর্শিত পথে জাহাজে আরোহণ করিলেন। সে জনতা সংক্ষুব্ধ তট বিস্তারের প্রান্ত প্রান্তান্তরোত্থিত জয় নিনাদ, চত্বর পৃষ্ঠাবস্থিত কামানের গম্ভীর গর্জ্জন, রাজ পুরুষ গণোচ্চারিত ভবানীর জয় শব্দ, সে যমুনা বিস্তার-প্লাবী বিজয় বাদ্য ঝঙ্কার—সর্ব্বসমাহারোৎপন্ন এক অননুভূত পূর্ব্ব মিশ্র কোলাহল মধ্যে জাহাজের নঙ্গর উঠাইল। রক্ত পরিচ্ছদ ভূষিত কলেবরে মহামতি আগষ্টাস সদর্পে জাহাজ শীর্ষস্থ অলিন্দোপরে আসন গ্রহণ করিলেন।

জগৎ সহায় কর্ত্তিত মালঞ্চ নামক সমুদ্র সঙ্গত প্রণালী যোগে খর-স্রোত তাড়নে অনুকূল বায়ুভরে দিবস দ্বয় মধ্যে বঙ্গোপসাগরে উপনীত হইলেন। বহুকাল পরে আজ বঙ্গীয় রথীগণের জয়ধ্বনি সহকারে সে শারদীয় বাত্যাসংক্ষুব্ধ সাগর বক্ষে যশোহরের পঙ্করজীন পতাকা সদর্পে

উড্ডীন হইল। মুহুর্মুহু কামান গর্জ্জনে লুপ্তাধিকারের পুনরুদ্ধার ঘোষিত হইল। চক্রশ্রী যুদ্ধ সংবাদ বঙ্গসাগর বিহারী বাণিজ্যজীবী তুরস্ক দেশীয় অর্ণবযান, দস্যু বৃত্তি পরায়ণ মগ, লবণ ব্যবসায়ী পর্টুগীজ, শস্য ব্যবসায়ী চট্টগ্রাম প্রভৃতি কাহারও অবিদিত ছিল না। আজ বাণিজ্যজীবী মাত্রেই সস্বামিক সমুদ্রে নির্ব্বিঘ্ন যাতায়াতের সুখ চিন্তায় পুলকিত চিত্তে অবনমিত ধ্বজে বঙ্গসমুদ্রের ন্যায়ানুমোদিত স্বত্বাধিকারীকে সম্ভ্রম প্রদর্শন করিল। এরূপে পঞ্চ দশ দিবসে দুস্তর, বারিধি অতিক্রম পূর্ব্বক ষোড়শ দিবসে অবরুদ্ধ দুর্গ তাম্রলিপ্ত নগরীর পাদদেশে সে অর্দ্ধ-শতাধিক জাহাজ নঙ্গর করিল। আগষ্টাস রাজ সমক্ষে বিনীতভাবে নিবেদন করিলেন।

আ। চণ্ডীথানের ঈশ্বর! অবরোধকারীগণের অবস্থান দৃষ্টে অনুমান হয়—পঞ্চাশৎ সহস্র মিশ্র সৈন্য হইবে। তন্মধ্যে প্রায় তৃতীয়াংশ অশ্বসাদী। দক্ষিণ বিভাগে মোগল জাতীয় গোলন্দাজ ছাউনি অপেক্ষা-কৃত দূরাবস্থিত।

প্র। আগষ্টাস! রূপনারায়ণ নদের প্রবাহ বাহিয়া বিংশতি সংখ্যক জাহাজ প্রতাপ সিংহ দত্তের দশ সহস্র অশ্বারোহী সহিত এ অবরোধক সৈন্যাবস্থানের উত্তরাংশে অদ্য নিশাযোগে নঙ্গর করিবে। প্রত্যুষে কামানধ্বনি সহকারে আক্রমণ সূচিত হইলে দত্ত প্রবর মোগল গোলন্দাজ-গণকে বিধ্বস্ত করিবেন। রাজবন্ধু! আক্রমণোপযোগী ব্যবস্থায় সত্বর হউন।

সু। আগষ্টাস! অনুজ্ঞা প্রাপ্ত বিংশতি সংখ্যক জাহাজ নগর সৈকত হইতে দূরে নঙ্গর কর। ধূলিয়ান! তোমার অধীনস্থ পঞ্চ সহস্র তীরন্দাজ পূর্ণ যে জাহাজ কয়েক খানি ইতস্ততঃ অবস্থান করি-তেছে—তাহা সমবিভাগে উভয় প্রান্তে পার্শ্ব বিস্তারে অবস্থানের অনুমতি প্রদত্ত হইল। অবশিষ্ট পঞ্চাদশ সহস্র পদাতিক বন্দুকধারী ও ঢালি

সৈন্য রক্ষিত জাহাজ সমূহ সৈকতাভিমুখ পার্শ্ব বিস্তারে সর্ব্ব মধ্যস্থলে অবস্থাপিত হইবে।

প্রতাপ সূর্য্যকান্তের সহিত ধ্বজ পার্শ্বস্থ অলিন্দোপরে দণ্ডায়মান হইয়া অবরোধ প্রণালী, শৃঙ্খলা ও বলাবলের পরিমাণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেছিলেন। সূর্য্যকান্ত ধীরভাবে বলিলেন—

সূ। মহারাজ! অবরোধকারী সৈন্যগণের চাঞ্চল্য লক্ষিত হইতেছে। সম্ভবতঃ বহুসংখ্যক যুদ্ধ জাহাজের উপস্থিতিতে সন্দেহ বশতঃ সতর্কতা অবলম্বনে প্রয়াসী। এ সময়ে আগষ্টাস নঙ্গর উঠাইলে—বিপক্ষগণ অনুমান করিতে পারে—কোন সমুদ্রগামী দস্যু জাহাজ সমূহ রসদ সংগ্রহার্থ আংশিক এ বাণিজ্য প্রধান নগরে অবস্থান করিল। আংশিক স্বকার্য্যে অগ্রসর হইল।

প্র। এ কৌশল মন্দ নহে।

সূর্য্যকান্ত আগষ্টাস্‌কে এ বিষয়ের মতামত জিজ্ঞাসা করিলেন।

আ। তাম্রলিপ্ত নগরে বহুবিধ জাহাজ কখন একত্র, সময়ান্তরে পৃথকরূপেও আগমন করে। এ জন্য আমাদের আগমনে বিশেষ সন্দেহের কারণ দেখি না। তবে যে সৈন্য সতর্কতা পরিলক্ষিত হইতেছে, যদি সন্দেহ বশতঃই হয়—তবে আদিষ্ট বিংশতি সংখ্যক জাহাজ গন্তব্য পথে অগ্রসর হইলে সে সন্দেহ দূর হইবে নিশ্চয়। সেনাপতি! আপনার প্রস্তাব যুক্তি মূলক।

প্র। দস্যু প্রবর! আশা করি চক্রশ্রী বিজেতাদ্বয় তাম্রলিপ্তে যশস্বী হইবেন।

তখন আগষ্টাস্‌ ও প্রতাপ সিংহ দস্যু রাজ পরিচ্ছদাগ্র চুম্বনান্তর নির্দ্দিষ্ট কর্ত্তব্যে বিদায় হইলেন। অবশিষ্ট জাহাজ সমূহ ধুলিয়ানের তত্ত্বাবধানে যথোপযুক্তরূপে নির্দ্দেশিত হইতেছিল। তখন প্রতাপ ও সূর্য্যকান্ত ব্যতীত তৃতীয় ব্যক্তি সে অলিন্দোপরে উপস্থিত ছিলেন না।

প্র। কান্ত! তাম্রলিপ্তের শাসন কর্তা অনন্ত রাম, তদীয় প্রাজ্ঞা তোমার ক্রীড়া বুদ্ধ সহচর জগন্নাথ দ্বারা যে সামরিক আহ্বান প্রেরণ করিয়াছিলেন—তাহাতে উল্লেখ আছে সাহেন্ সাহ দাউদের অনুগত রাজা রামচন্দ্র মোগলানুগৃহিত জ্ঞাতি রাজন্য বর্গের অত্যাচারে এ নগরে আশ্রয় গ্রহণ করেন। অনন্ত রাম রমেচন্দ্রকে প্রত্যর্পণে অসম্মত হওয়াতেই এক্ষণে নগর অবরুদ্ধ। সুতরাং রামচন্দ্রই এ বিপ্লবের মূল কারণ।

সূ। যদি রামচন্দ্রকে স্বরাজ্যে পুনঃস্থাপিত করিতে সমর্থ হই—উৎকলে বঙ্গীয় প্রাধান্য অবশ্যম্ভাবী।

প্র। কিন্তু উৎকল রাজন্য বর্গ বৈদেশিক প্রভু শক্তি স্বীকারের পূর্ব্বে সমবেত বলপ্রয়োগে কৃতসংকল্প হইলে—এ স্বল্প সৈন্য সহায়ে জয় লাভ সন্দেহ স্থল।

সূ। উৎকলীয় পাঠান শক্তির সহায়তা আশা করা যায়।

প্র। তেমনি মোগলের বিরাট প্রভু শক্তি পাঠানের অব্যবস্থিত বলের বিরুদ্ধাচরণে দ্বিধা করিবে না। বিশেষ মোগল গোলন্দাজ ত এ অবরোধে নিযুক্ত দেখাদিল।

সূর্য্যকান্তের সে শ্যামকান্তি রক্তবর্ণ হইল, বিশাল চক্ষে বিদ্যুতাগ্নি দেখাদিল। দৃঢ়স্বরে বলিলেন—

সূ। যশোহর সূর্য্য! ভবানী যাহার সহায়, চক্রশ্রী বিজেতাহর যাহার তর্জ্জনী চালনে জীবন পরিত্যাগে কুণ্ঠিত হয় না, আর সেবক যাহার স্নেহে সম্মানিত—তাহার নিকট উৎকলের রাজমুকুট মহার্ঘ বিবেচিত হইবে?

প্রতাপ বন্ধুকে আলিঙ্গন করিলেন—স্নেহগর্ভ বচনে বলিলেন—

প্র। কান্ত! বঙ্গের অদ্বিতীয় রত্ন! যে রাজমুকুট তোমার ন্যায় উজ্জ্বল রত্ন প্রভায় অলঙ্কৃত—উৎকলীয় সমবেত রাজশক্তি যে তাহার নিকট ক্ষীণ হইবে—তৎ পরিচয় আগ্রা মহানগরীর মহম্মৎ-বিপ্লবে

এ চির কৃতজ্ঞ হৃদয়ে অঙ্কিত রহিয়াছে। কিন্তু বন্ধু! ভবিষ্যৎ সতর্কতা পূর্ব্বাহ্নে বিবেচিত হওয়া আবশ্যক বিধায় পূর্ব্বাপর আলোচনা সঙ্গত বোধ করিয়াছিলাম, দুঃখিত হইয়াছ কি?

সূ। চিরদিন ইষ্টদেব জ্ঞানে পূজা করিয়াছি, আজ দুঃখিত হইব কি জন্য?

প্রতাপ ক্ষণ মাত্র কি চিন্তা করিলেন। সূর্য্যকান্তের হৃদয়োচ্ছ্বাসে কি যেন স্মরণ হইল। স্নেহ জড়িত স্বরে আহ্বান করিলেন।

প্র। কান্ত! আগামী প্রত্যূষে যে অনল জ্বলিবে, কে জানে—কতদিনে তাহা নির্ব্বাপিত হইবে। আজ নির্জ্জনে একটী কথা স্মরণ হইল। অসংবদ্ধ বিষয়ের অকস্মাৎ স্মরণ আশ্চর্য্য বটে কিন্তু তোমার হৃদয়োচ্ছ্বাস দর্শনে অতীত স্মৃতি জাগিতেছে।

সূ। আপনার আদেশ চিরদিন শিরোধার্য্য করিয়া আসিতেছি, তবে আজ অনুজ্ঞা প্রকাশে দ্বিধা করিবার কারণ বুঝিলাম না।

প্র। কান্ত! যাদবী আমার নিকট একটী ভিক্ষা চাহিয়াছিল; তাহার কি অভাব তুমি জান না কি?—সূর্য্যকান্ত সে আরক্ত চক্ষু প্রতাপের পানে উঠাইলেন—দেখিলেন, সে অনিন্দ্য সুন্দর মুখরুচি স্নেহ মার্জ্জিত। সংযত স্বরে বলিলেন—

সূ। আগ্রা যাত্রার পূর্ব্বে জানিয়াছিলাম।

প্র। কান্ত! আমি জানিতে পারি না?

সূ! ইষ্টদেব! চরণাশ্রিত সেবক কোন বিষয় আপনাকে গোপন করিয়াছে কি?

প্র। কান্ত! বহুদিন পরে প্রণয়ালাপে তোমার এবম্বিধ সম্ভাষণে অতৃপ্তি জন্মিল যে?

সূ। অধীনের চক্ষে আপনি ইষ্টদেব—তদ্বিপরীত সম্ভাষণ দাসের পক্ষে অসম্ভব।

প্র। কান্ত! যাদবীর অভাব?

সূ। যাদবীর অভাব সূর্য্যকান্ত।

প্রতাপ আংশিক বুঝিয়াছিলেন কিন্তু এত পরিষ্কার উত্তরের প্রত্যাশা করেন নাই। পূর্ণ স্নেহে কান্তের বাহুযুগল ধরিলেন। সে সহস্র যুদ্ধ পরীক্ষিত বীর্য্য অমিতবলাধার বালকের ক্রীড়া পুত্তলিকা প্রায় পেষণ প্রবণ।

প্র। কান্ত! যাদবীর অভাব পূর্ণ হইবে কি?

সূ। ভিক্ষা প্রার্থিনীর আশা পূরণ অপূরণ দাতার ইচ্ছা।

প্র। দাতার ইচ্ছা ভিক্ষার্থিনীর নিকট প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে।

সূ। ভিক্ষার্থিনী প্রার্থিত প্রাপ্তির আশা পাইয়াছে।

প্রতাপ উৎফুল্ল হৃদয়ে কান্তকে আলিঙ্গন করিলেন।

প্র। দুঃখিনীকে আশা দিয়াছ? দান! গৃহ প্রত্যাগত হইয়া তাহার চিরাকাঙ্খিত স্বত্ব তাহাকে দান করিয়া প্রতিশ্রুতি পালন করিব।

তখন প্রদোষের গম্ভীর ছায়ায় চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন হইতেছিল, সূর্য্যকান্ত ধীর দৃষ্টিতে সে অবরুদ্ধ দুর্গ লক্ষ্যে চাহিলেন—বিস্ময়াবিষ্ট হইলেন। সে অবরোধকারী সৈন্য মধ্য হইতে কতকাংশ সৈকতাভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।

সূ। রাজন্! বিপক্ষগণ সন্দেহ বশতঃ সৈকতাধিকার ও অবতরণ বিঘ্ন সম্পাদনার্থ অগ্রসর হইতেছে নিশ্চয়।

প্র। তাহাই নিশ্চিত। তবে সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত অবগত হইলে অধিক সংখ্যক প্রেরিত হইত।

সূ। ক্রমে গোলন্দাজ ছাউনি তাম্বু উঠাইল। রাত্রি শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষায় বিপর্য্যয় ঘটিতে পারে।

প্র। আগষ্টাস্ ও দত্ত প্রবর এখনও নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে দূরবর্ত্তী; সুতরাং সমসাময়িক আক্রমণ দূর পরাহত। এ জন্য বিবেচনা হয়

তটাধিকার প্রয়াস পরিত্যাগে বিপক্ষগণকে নির্ব্বিঘ্নে আগমন করিতে সময় প্রদান কর। উপযুক্ত সময়ে গোলক প্রহার সঙ্কেতে দত্ত প্রবরের সহিত যথাসময়ে উভয় দিক হইতে আক্রমণ করিলে সফলকাম হইবার আশা করা যায়।

সূ। মহারাজ! সেবকের ধারণা অনুরূপ।

প্র। বুঝিয়াছি—তোমার ইচ্ছা যে এ আগমন বিশৃঙ্খলা সময়ে বিপক্ষগণকে আক্রমণ করিবে।

সূ। তাহাই নিশ্চিত জয় লাভের একমাত্র উপায়। সর্ব্বাগ্রে বন্দুকধারী পদাতিক অগ্রসর হইলে তদাশ্রয়ে ঢালি সৈন্য অভিযানে সক্ষম হইবে। উভয় পার্শ্ব তীরন্দাজ পায়েগা দ্বারা রক্ষিত হইবে।

প্র। অবিলম্বে বন্দুকধারী পদাতিক সহায়ে অগ্রসর হও। ধুলিয়ানের তীরন্দাজগণকে পার্শ্ব রক্ষার অনুজ্ঞা প্রদান কর। স্বয়ং ঢালি সৈন্য চালনা করিব।

অনতিবিলম্বে সে প্রদোষ চ্ছায়াবলম্বনে শ্রেণী বিধানে বিংশতি সহস্র বীর ক্ষিপ্র গতিতে সৈকতে অবতরণ করিল। মুহূর্ত্ত মধ্যে তটোত্থান পূর্ব্বক দ্রুতবেগে সে অব্যবস্থিত গতি সৈকতাধিকার প্রয়াসী বিপক্ষ গণের সম্মুখীন হইল। অজস্র গুলি ও শরবর্ষণে বিপক্ষ সৈন্য শৃঙ্খলা স্থাপনে বিফল প্রয়াস মানিল। তখন শ্রবণ ভৈরব রবে দিগ্‌দিগন্ত সঙ্কুচিত করিয়া সাহায্যকারী মোগল পায়েগা হইতে গোলক বৃষ্টি আরম্ভ হইল কিন্তু তাহা বিশৃঙ্খলতা হেতু ইতস্ততঃ ধাবমান হইতে লাগিল। কিন্তু আংশিক প্রকোপ ব্যর্থ হইল না। সে ভয়ঙ্কর দুর্য্যোগে উৎকলীয় সেনাপতি অবরোধ উঠাইয়া সমবেত বল নিয়োগে অগ্রসর হইলেন।

প্র। কান্ত! আজ এই তিমিরাবৃত নিশীথে অতি নিপুণতার সহিত সৈন্যচালনা করিবে। ঢালি সৈন্য সহায়ে বিপক্ষ সেনাপতির সওয়ার পায়েগার গতিরোধ কর। স্বয়ং দ্বিসহস্র রক্ষী সৈন্ত

সমভিব্যহারে এ অগ্নিবৃষ্টি বন্ধ করিব। নতুবা এ অন্ধকারে মৃত্তিকা চুম্বনে চিরবিদায় গ্রহণ করিব। অতি সত্বর ঢালি সৈন্য সম্মুখে আনয়ন পূর্ব্বক তৎসহায়ে বিপক্ষ সওয়ার পায়েগা আক্রমণ কর। বন্দুকধারী পদাতিক ও তীরন্দাজগণের সমবিভাগ দ্বারা এই সওয়ার পায়েগার উভয় পার্শ্ব আক্রমণ কর। আমার ধারণা—এই পায়েগা ধ্বংস করিতে পারিলে শত্রু পক্ষীয় বিশৃঙ্খলতা আরও বর্দ্ধিত হইবে।

প্রতাপ নিমেষ মধ্যে রক্ষী সৈন্য সহায়ে সে ভীষণ অগ্নিবৃষ্টি লক্ষ্যে ধাবিত হইলেন। বিপক্ষ পক্ষীয় পদাতিক সৈন্য বাধা প্রদান করিল কিন্তু সে কালান্তক দর্প সম্মুখে কিছুই রক্ষা পাইল না—সে ছিন্ন ভিন্ন পদাতিক পায়েগা দলিত করিয়া ঝঞ্ঝাতাড়ন প্রতাপে মোগল গোলন্দাজ ব্যূহে প্রবিষ্ট হইলেন। গোলন্দাজগণ গোলক প্রহার পরিত্যাগে ভীষণ বিক্রমে প্রতাপের রক্ষী সৈন্যোপরি আপতিত হইল। আজ সে চন্দ্রবংশীয় তরবারি রুধির স্নাত—উষ্ণ বাষ্প মণ্ডলে ধূমায়মান। রক্ষী সৈন্য সে ঘোরা নিশীথে ভৈরব কণ্ঠে ভবানী সহায় প্রতাপের জয় হাঁকিল। সে গর্জ্জনে সূর্য্যকান্তের ঢালি সৈন্য, ধূলিয়ানের গুলি ও শরবর্ষী যোধগণ সমস্বরে ভবানী সহায় যশোহর রাজের জয় শব্দে ভীম পরাক্রমে পুনরাক্রমণ করিল। বিপক্ষীয় মোগল ও উৎকলীয় মিশ্র দীন্‌ দীন্‌ ও মহাদেও শব্দে দিগ্‌ দিগন্ত ত্রাসিত হইল; তখন মহাকোলাহলে অবরুদ্ধ দুর্গাভ্যন্তর হইতে ভবানী সহায়ের জয় শব্দে বিপুল গর্জ্জনে ধ্বনিত হইল। সে মুহূর্ত্তে ঢালি সৈন্যের রুদ্রবেগ নিবারণে অসমর্থ হইয়া বিপক্ষীয় অশ্বব্যূহ ছিন্ন মধ্য হইল। সূর্য্যকান্তের ঢালি সৈন্য সমুদ্রোচ্ছ্বাসবৎ ভীম গর্জ্জনে পুনরায় আক্রমণ করিল। সম্মুখে প্রতাপের রক্ষী সৈন্য ভীষণ সংঘর্ষে গোলন্দাজগণকে বিতাড়িত করিয়া উচ্চনিনাদে জয়ধ্বনি করিল। তখন সূর্য্যকান্ত বিপক্ষীয় অশ্ব ব্যূহ রুদ্র দর্পে মন্থন করিতেছিলেন কিন্তু উৎকল সেনাপতি ভদ্রেশ্বর

বহু সংখ্যক মিশ্র সৈন্য একত্রীভূত করণান্তর ঘোর নিনাদে প্রতিহিংসা গ্রহণাভিপ্রায়ে পুনর্ব্বার সূর্য্যকান্তের ঢালি সৈন্য আক্রমণ করিলেন— ধূলিয়ান সে সেনাপতি চালিত সংক্ষুব্ধ ঢালি সৈন্যের সাহায্যার্থ দ্রুত-ধাবনে অগ্রসর হইলেন।

সূ। ধূলিয়ান! পার্শ্ব ত্যাগ করিলে আজ যশোহরের নাম ডুবিবে। সম্মুখে স্বয়ং শিব সাক্ষাতেও আজ পরিত্রাণ পাইবেন না। ধূলিয়ান দ্বিগুণিত উৎসাহে ঢালিসৈন্যের উভয় পার্শ্বদেশ অবিশ্রান্ত গুলি ও শরবর্ষণে সুরক্ষিত করিতেছিলেন। সে শ্বেতশশ্রু শোণিত ও স্বেদ স্রোত মিশ্রণে অপূর্ব্ব শোভা ধারণ করিয়াছিল। প্রতাপ সে সময় তাড়িত গোলন্দাজগণের পশ্চাত ধাবন পূর্ব্বক বিদ্রাবিত করিতে— ছিলেন। সে মুহূর্ত্তে সূর্য্যকান্ত ধূলিয়ানের প্রতি অনুজ্ঞা প্রদানান্তর ভীষণ গর্জ্জনে ভদ্রেশ্বরের প্রতি ধাবিত হইলেন—ঢালি সৈন্য কৃতান্তানু-চরের ন্যায় অনুসরণ করিল। প্রহার ঝঞ্ঝায় সে বাজ দত্ত বর্ম্ম জর্জ্জরিত কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নাই। সে ঘোরা রজনীতে ভীষণ বিপ্লব মধ্যে অবশেষে ভদ্রেশ্বরের সাক্ষাত পাইলেন। পর্ব্বত শিখরচ্যুত তুষার শৃঙ্গের ন্যায় বিপুল বিক্রমে আক্রমণ করিলেন। ভদ্রেশ্বরের প্রতিহিংসাগ্রাহী হৃদয় সহস্র বিদ্যুৎ শিখায় জ্বলিয়া উঠিল। ঘোর সংঘর্ষে পরস্পর আক্রমণ করিলেন; সে দ্বন্দ সংযুগ কালে ভদ্রেশ্বরের অনুচরবর্গ হর হর মহাদেও শব্দে সূর্য্যকান্তের চতুর্দ্দিক বেষ্টন মানসে ঝাঁপাইয়া পড়িল—ঢালি সৈন্য বিকট গর্জ্জনে সেনাপতির জীবন রক্ষার্থ অগ্রসর হইল। সে তুমুল মিশ্র বিপর্য্যয় কালে সূর্য্যকান্তের ভীষণ খড়্গাঘাতে ভদ্রেশ্বরের বর্ম্ম মণ্ডিত উরুদেশ আহত হইল। উৎকল সেনাপতি চরম বিক্রমে সূর্য্য-কান্তের শিরোপরে খড়্গাঘাত করিলেন। সূর্য্যকান্ত ক্ষিপ্র চর্ম্ম তাড়নে সে আহত শত্রুর দুর্ব্বল হস্তধৃত খড়্গ দূরে নিক্ষেপ করিলেন, সবলে কটি-দেশ ধারণ পূর্ব্বক মূর্চ্ছিত ভদ্রেশ্বরকে নিজ কুক্ষি প্রদেশে স্থাপনান্তর

ভৈরব হুঙ্কারে ভবানীসহায় প্রতাপের জয় হাঁকিলেন। সে মুহূর্ত্তে প্রলয় মূর্ত্তি প্রতাপ কৃতান্ত বিক্রমে বিপক্ষীয় পশ্চাত ভাগ আক্রমণ করিলেন। সে সেনাপতি শূন্য যুধ্যমান উৎকলীয়গণ উভয় দিক হইতে আক্রান্ত হইয়া স্তম্ভিত হইল কিন্তু রামচন্দ্রের প্রধান শত্রু উৎকল জয়পুর—রাজ গণপতি নরেন্দ্র পঞ্চ সহস্র নির্ব্বাচিত পাঞ্জিত্রাণ সহায়ে প্রতাপের ক্লান্ত রক্ষীগণকে আক্রমণ করিলেন। প্রতাপ এ আকস্মিক আক্রমণ রোধার্থ সদর্পে অগ্রসর হইলেন।

প্র। বন্ধুগণ! যশোহরের ঢালি সৈন্য আজ অমানুষ বিক্রমে সেনাপতির নাম রক্ষা করিয়াছে। অদূরে নবাগত বিপক্ষের যে ধ্বজ বাহিনী পশ্চাতে উত্থিত রহিয়াছে—তৎ শিখরে পঞ্চরঙ্গীন পতাকা উড়াইয়া উৎকল ক্ষেত্রে ভবানীর অক্ষুণ্ণ নাম রক্ষায় অগ্রসর হও।

সে রাজরক্ষী নিচয় রুধিরাক্ত কলেবরে ভবানীর জয় হাঁকিল। নিমেষ মধ্যে ঘোর সংঘর্ষে ঝম্প প্রদান করিল। প্রতাপ সর্ব্বাগ্রে—ভৈরব কণ্ঠে আহ্বান করিলেন—চিরবিশস্ত সুহৃদ সম্প্রদায়! যে কেহ রাজতনু রক্ষার্থ প্রস্তুত থাক—অগ্রসর হও।—তীব্র বর্ষাঘাতে বিপক্ষব্যূহ ভেদ করতঃ গণপতি নরেন্দ্রের বক্ষোপরে আপতিত হইলেন। গণপতি পার্শ্ব পরিবর্ত্তন দ্বারা সে তাড়ন ব্যর্থ করিলেন ও ভাস্বসন্নিভ ক্ষিপ্র তরবারি ঝঞ্চার প্রতাপের স্কন্ধে আঘাত করিলেন কিন্তু অবকাশজ্ঞ প্রতাপের প্রচণ্ড বর্ষাঘাতে অশ্বপৃষ্ঠ চ্যুত হইয়া মূর্চ্ছিত হইলেন। রক্ষী সৈন্য ভীম হুঙ্কারে জয়ধ্বনি করিল। সে সময় অবরুদ্ধ রামচন্দ্র সার্দ্ধ সপ্ত সহস্র দুর্ভিক্ষ ক্লিষ্ট সৈন্য সহায়ে ক্ষীণ জয়ধ্বনি উচ্চারণে অগ্রসর হইলেন কিন্তু তখন বিধ্বস্ত শত্রুচমূ পলায়মান। ঢালি যোধগণ, বন্দুকধারী ও তীরন্দাজ পদাতিক সম্প্রদায় মুহুর্ম্মুহু জয়ধ্বনি করিল। সে বিপুল জয়োচ্ছ্বাস প্লাবিত মুহূর্ত্তে যশোহরের মহারথী দত্তপ্রবর পঞ্চ সহস্র ক্ষিপ্রগামী অশ্বসাদী সহায়ে জয়োল্লাসিত পঞ্চরঙ্গীন পতাকামূলে উপস্থিত হইলেন।

সে দ্রুত ধাবন ক্লিষ্ট অশ্বারোহীগণকে বিপক্ষ পশ্চাৎ ধাবনে অনুগামী হইবার অনুজ্ঞা প্রদানান্তর রুদ্র মূর্ত্তিতে অশ্ব চালনা করিলেন—হৃদয় সংক্ষুব্ধ। প্রতাপ স্নেহপূর্ণ আহ্বানে ফিরাইলেন।

প্র। যশোহরের মহারথি! এ তিমিরাচ্ছন্ন রজনীতে অজানিত প্রদেশে শত্রু পশ্চাদ্ধাবণ কর্ত্তব্য নহে। তোমার উপযুক্ত দিন মিলিবার বিলম্ব নাই। অদ্য সূচনা মাত্র।

অশ্বপতি প্রত্যাবৃত্ত হইলেন কিন্তু ক্ষুব্ধ কণ্ঠে উত্তর করিলেন—

প্র, দ। মহারাজ! অদ্যকার জয়মাল্য অধমের শিরস্ত্রাণে শোভিত হইবে না—এ পক্ষপাত যুক্ত বিধান অধীনের অদৃষ্টে লিখিলেন কেন?

সূ। মহারথি! অদ্য সূচনা মাত্র। ভবিষ্যতে অদ্যাপেক্ষা মহার্ঘতর জয়মাল্যে তোমার বলদৃপ্ত অংস শোভিত হইবে।

দত্ত প্রবর কিঞ্চিৎ সংযত হইলেন। তখন এবম্বিধ অনির্দ্দিষ্ট পূর্ব্ব যুদ্ধারম্ভের হেতুবাদ আলোচনায় সে মিশ্র যোধমণ্ডলী অভ্যর্থনাগ্রহ—পরায়ণ রামচন্দ্র সমভিব্যহারে মুক্ত দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইল। গণপতি নরেন্দ্র ও ভদ্রেশ্বর বহু সংখ্যক অনুচরসহ দুর্গকারাগারে বন্ধন প্রাপ্ত হইলেন।

দুর্গোদ্ধারের সপ্তাহ পরে এক দিবস শারদীয়া মহাষ্টমী দিবসে তাম্রলিপ্ত নগরীর দুর্গ চূড়ায় যশোহরের পঞ্চরঙ্গীন পতাকা সমুদ্র সমীর প্রবাহে ক্রীড়া করিতেছিল; দুর্গাভ্যন্তরে সৈনিক, সেনাপতি, পাঠান ও পাঠান পক্ষীয় উৎকলীয় রাজেন্দ্রবর্গ মহাসমারোহ সহকারে সমবেত হইতেছিল। রাজপ্রাসাদ, বিপণি, কার্য্যালয় সমূহ মনোরম পুষ্পাভরণ ভূষিত। দুর্গ বুরুজে ভীমকায় কামানরাজি শ্রেণী বিধান রক্ষিত—সিন্দুর রঞ্জিত কণ্ঠ। অগণ্য পঞ্চরঙ্গীন ক্ষুদ্র বৃহৎ পতাকা—বুরুজে, চত্বরে, প্রাকারে শোভা পাইতেছিল। পথিপার্শ্বে আম্র পল্লব শীর্ষ সিন্দুর রঞ্জিত মঙ্গলঘট, কদলী বৃক্ষ বিচিত্র কুসুম মাল্য বেষ্টনে মনোরমশ্রী

বিতরণ করিতেছিল। সে সমুদ্র সৈকত বিস্তারে অগণ্য বাণিজ্যাগার, বিপণি, বণিকাবাসসমূহ উদ্ধারকর্ত্তার সম্বর্দ্ধনার্থ আজ বহু আয়াস ও ব্যয় স্বীকারে, অপূর্ব্ব সজ্জায় সজ্জিত। পুষ্পস্তবক মণ্ডিত বিচিত্র তোরণ সমূহ নহবতের শ্রুতি মধুর ধ্বনিতে মুখরিত হইতেছিল। সে বিশাল সৈকত ভূমির পাদদেশ হইতে দুর্গাভ্যন্তর পর্য্যন্ত রাজরথ্যা রক্ত—বস্ত্র মণ্ডিত হইয়া উদ্ধার কর্ত্তাকে সসম্ভ্রমে সত্বর হইতে আহ্বান করিতেছিল। তট বিস্তারে সমবেত পাঠান ও উৎকলীয়-পাঠানানুগৃহিত রাজন্য—বর্গ অভ্যর্থনার্থ আগ্রহ পরায়ণ। লক্ষ লক্ষ নাগরিক, বণিক, বৈদেশিক পুষ্পমাল্য হস্তে রাজ বহির্গমন প্রতীক্ষা করিতেছিল। তখন মহামতি আগষ্টাস্ লোহিত পরিচ্ছদে ধ্বজ শিখরে আবির্ভূত হইলেন। অবতরণ শৃঙ্খলা স্থাপন প্রয়াসী ধুলিয়ানের সাহায্যকল্পে তটাবস্থিত রাজন্যবর্গ বেষ্টিত হইলেন। সর্ব্বাগ্রে রাজরক্ষীবর্গ বহুমূল্য পরিচ্ছদ ভূষিত দেহে সামরিক বিধানে অগ্রসর হইল। সে মুহূর্ত্তে দুর্গ বুরুজ হইতে অবিশ্রান্ত তোপধ্বনি সূচিত হইল। পাঠানবংশীয় বিচিত্র নিশান সহিত একত্রে পঞ্চরঙ্গীন জয় পতাকা উড্ডীন হইল। সূর্য্যকান্ত ও প্রতাপসিংহ দত্ত সমভিব্যহারে ভবানীসহায় প্রতাপ পূর্ণ প্লাবন সময়ে তটা-বারোহণ করিলেন। সমবেত রাজন্যবর্গ ভূমি চুম্বিত মস্তকে অভিবাদন করিলেন। রাজপথপ্রসার সজ্জিত মিশ্র প্রহরীবর্গ উন্মুক্ত শস্ত্র শিরোস্পর্শ পূর্ব্বক সামরিক সম্ভ্রম জ্ঞাপন করিল। নগরবাসী পুষ্পমাল্য স্তবকগুচ্ছ বর্ষণে উদ্ধার কর্ত্তার জয় গাহিল—সে পুলকিত জনতাস্রোত রাজানুসরণে দুর্গাভিমুখে অগ্রসর হইল। সৌধ শিখর, গবাক্ষ, অলিন্দ্য হইতে কুলবধূরা ধান্য দুর্ব্বা বর্ষণে—সে অনির্দ্দ্য সুন্দর রাজ অতিথিকে সম্বর্দ্ধনা করিলেন। ঘন জয় শব্দ সাগর তরঙ্গোচ্ছ্বাস মিলনে দিগ্ দিগান্তে প্রধাবিত হইল। যশোহর রাজ ভবানীর বরপুত্র তাম্রলিপ্ত দুর্গপ্রাঙ্গণ বিস্তৃত শিবিরে সিংহাসনস্থ হইলেন।

রাজা রামচন্দ্র যুক্ত করে নিবেদন করিলেন—

রাম। ভবানীর বরপুত্র জ্ঞানে এ বিস্তীর্ণ নগরী মহারাজের দর্শন প্রার্থী।

প্র। দর্শনাভিলাষী আপামর সাধারণ নির্ব্বিঘ্নে প্রবেশ করিতে পারে।

তখন নকীব উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করিল—তাম্রলিপ্ত শাসন কর্ত্তা কেশরী-বংশীয় রাজজ্ঞাতি অনন্তরাম রাজ সমক্ষে হাজির হউন।

অনন্তরাম উন্মোচিত উষ্ণীষ হস্তে রাজ সমক্ষে অবনতজানু হইয়া রাজ চরণ তলে উষ্ণীষ স্থাপন করিলেন।

প্র। অনন্তরাম! যশোহরের সাহায্য প্রাপ্তি হেতু স্বীয় ভ্রাতা জগন্নাথ কে দূতরূপে তুমি প্রেরণ করিয়াছিলে?

অ। রাজা রামচন্দ্র উড়িষ্যার উত্তর পূর্ব্ব প্রদেশের সর্ব্ব প্রধান নরপতি। এ তাম্রলিপ্ত নগরী তদীয় অধীনতায় সেবক কর্ত্তৃক শাসিত হইতেছে। মোগল ও মোগলানুগৃহিত রাজন্যবর্গ এ বাণিজ্য প্রধান নগরীর শুল্ক চতুর্থাংশ গ্রহণ কল্পে সমবেত শক্তিতে প্রভুকে পরাস্ত করেন। তৎপরে এ নগরাবরোধ সম্বন্ধে জগন্নাথ বাচনিক মহারাজ সম্যক অবগত আছেন।

প্র। বন্দী গণপতি নরেন্দ্র ও ভদ্রেশ্বর কে হাজির কর।

তখন সে রাজন্য মণ্ডল মধ্যস্থিত পাঠান কুলতিলক ওস্‌মান্ খাঁকে আহ্বান করিলেন।

প্র। সাহেন্ সাহ দাউদের উৎকলীয় শাসনকর্ত্তার উপযুক্ত বংশধর! আজ সৌভাগ্য বশতঃ আপনার সাক্ষাত লাভে কৃতার্থ হইলাম।

ওস্‌মান রাজচরণ প্রান্তে উষ্ণীষ রক্ষা করণান্তর বিনম্র বচনে উত্তর করিলেন।

ও। পাঠান রাজের পরাক্রান্ত উত্তরাধিকারিন্! আজ সেবকের

সুপ্রভাত। যে মহত্তাশ্রয়ে পিতৃষসা হায়দার জননী ও ভ্রাতা হায়দার সম্মানিত—অধীনের প্রতি বিধি অনুকুল তাই আজ এ দূরদেশে আশ্রিত রক্ষাকামী যশোহররাজের সাক্ষাত লাভ করিলাম।

প্র। আশা করি আপনার স্নেহ সহায়ে উৎকল বিপ্লব দমনে সমর্থ হইব।

ও। এ মোগল পীড়িত রাজ্যে যশোহরের সার্ব্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা কল্পে সেবকের তরবারি সর্ব্বাগ্রে কোষমুক্ত হইবার আকাঙ্খা করে।

প্র। স্বাধীনতা পূজক পিতৃকল্প দাউদের পরাক্রান্ত সেবক! সৌভ্রাতৃক নিদর্শন গ্রহণ কর।—প্রতাপ স্বীয় কটিবন্ধ হইতে তরবারি উন্মোচণ পূর্ব্বক ওস্‌মানের আগ্রহ প্রসারিত করে অর্পণ করিলেন। পাঠান বীর চুম্বনান্তর শিরোস্পর্শ করিলেন। সূর্য্যকান্ত সে রাজদত্ত প্রহরণ ওস্‌মানের কটিবন্ধে পরাইলেন। ওস্‌মান স্বকীয় কৃপাণ সূর্য্যকান্তের সহিত বিনিময় করিলেন। আলিঙ্গন পূর্ব্বক স্নেহার্দ্র স্বরে বলিলেন—

ও। বঙ্গের অদ্বিতীয় বীর! অগ্ন হইতে উৎকলে যশোহররাজের সার্ব্বভৌম প্রভুত্ব স্থাপন প্রয়াসে সমভাগিত্বের আশা করি।

সু। উৎকলের উজ্জ্বলতম রত্ন! মাতৃকল্প হায়দার জননীর নিকট তোমার মহাপ্রাণতার পরিচয় প্রদানে বঙ্গীয় সেনাপতি কুণ্ঠিত হইবে না।

উভয়ে একাসনে স্থান গ্রহণ করিলেন।

তখন শৃঙ্খলিত উৎকল জয়পুররাজ গণপতি নরেন্দ্র যথারীতি হাজির হইলেন।

প্র। রামচন্দ্র! আপনার প্রতিদ্বন্দ্বী জয়পুররাজের শৃঙ্খল মোচনের অনুজ্ঞা করিলে বাধ্য হইব।

মুহূর্ত্ত মধ্যে অনন্তরামের অনুচরবর্গ শৃঙ্খল মোচন করিল।

প্র। গণপতি! রামচন্দ্রের স্বত্বাধিকারে হস্তক্ষেপের কারণ?

গণপতি যুক্তকরে নিবেদন করিলেন—

গ। মহারাজ! মোগল পরামর্শে ও পুরীরাজ প্রমুখ রাজন্তবর্গের অভিসন্ধি প্রণোদিত হইয়াই এ কার্য্যে লিপ্ত হইয়াছিলাম। এক্ষণে ভবানীপুত্রের অভিপ্রায়।

প্র। তোমার নম্রতায় সন্তুষ্ট হইলাম। ভবিষ্যৎকালে মোগল পক্ষ পরিত্যাগ ও সাহেন্ সাহ্ দাউদ নির্দ্ধারিত কর যশোহর রাজকোষে প্রেরণ বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে—তোমাকে স্বরাজ্যে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রস্তুত আছি।

গ। বন্দীর বাক্যে বিশ্বাস হইবে কি?

ও। আপনার জাতীয় ইষ্টদেব জগন্নাথ দেবের মন্দিরস্পর্শে সমবেত রাজন্যগণ সমীপে প্রতিজ্ঞা পত্রে সাক্ষর করিলে—অবিশ্বাসের কারণ নাই।

গ। ভবানীর বরপুত্র! আপনার বদান্যতা সেবক শিরোধার্য্য করিতে প্রতিশ্রুত হইল।

প্র। রামচন্দ্র! গণপতি নরেন্দ্র স্বাক্ষর দিবস পর্য্যন্ত নজরবন্দী থাকিবেন কিন্তু উপযুক্ত সম্ভ্রমের সহিত ব্যবহৃত হইবেন। তদনুরূপ ব্যবস্থা করিলে বাধিত হইব। অনন্তরাম পুরীরাজপুত্র ভদ্রেশ্বরকে হাজির কর।

গণপতি নরেন্দ্র ওস্মান নির্দ্দেশিত আসনে স্থান গ্রহণ করিলেন। অবিলম্বে ভদ্রেশ্বর হাজির হইলেন—শৃঙ্খল ভারে শরীর নমিত। সূর্য্য-কান্তের ইঙ্গিতে শৃঙ্খল মোচিত হইল।

ভ। বঙ্গীয় সেনাপতি! আপনার শৌর্য্যে বিস্ময়াপন্ন হইয়াছিলাম সত্য কিন্তু সৌজন্যে ক্রীত হইলাম।

প্র। তাম্রলিপ্ত অবরোধ স্বরূপ অপরাধের দণ্ড লইতে প্রস্তুত আছ?

ভ। মহারাজ! দণ্ড অথবা মুক্তি বন্দীর ইচ্ছায় নিয়ন্ত্রিত হয় না।

প্র। অপরাধীর দণ্ড একান্ত প্রাপ্য, একথা বন্দী অবশ্য অবগত?

ভ। মহারাজ! আমি সেনাপতি মাত্র। সমবেত মোগলপক্ষীয়

রাজন্যবর্গ ও পিতার আদেশ ক্রমে দুর্গ অবরোধ করিয়াছি। শুনিয়াছিলাম আপনি ভবানীর বরপুত্র—যুদ্ধস্থলে আপনার অলৌকিক ক্ষমতা প্রত্যক্ষ দর্শনে সে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হইয়াছে। পরাজিত সেনাপতির পক্ষে মৃত্যু শ্রেয়ঃ নহে কি? ভবানীপুত্রের নিকট প্রার্থনা—যেন যোদ্ধার ন্যায় মৃত্যু বিধান হয়। ভরসা আছে বন্দীর শেষ প্রার্থনা পূরণে যশোহর রাজ নিজ বদান্যতা অক্ষুণ্ণ রাখিবেন।

প্র। ভদ্রেশ্বর! বন্দী বীরের প্রাণদণ্ডে যশোহরের নির্ম্মল খ্যাতি অদ্যাবধি কলুষিত হয় নাই। তোমার পিতার ব্যবহারানুরূপ দণ্ড বিহিত হইবে। আপাততঃ নজরবন্দী থাকিবার আদেশ প্রদত্ত হইল :—তখন পাঠান শক্তির প্রতিনিধি স্বরূপ ওস্মান রাজ সমক্ষে নিবেদন করিলেন—

ও। মহারাজ! এ উৎকলে সাহেন্‌সাহ্‌ দাউদের অধিকার অব্যাহত ছিল। প্রকৃত পক্ষে মোগলগণ অদ্যাবধি সম্যক প্রভুত্ব স্থাপনে সক্ষম হয় নাই। এক্ষণে পাঠান রাজের পরাক্রান্ত উত্তরাধিকারী নিজ স্বত্ব অক্ষুণ্ণ রক্ষায় যত্নবান হইলে—সর্ব্বাগ্রে মোগল সেনাপতি মাজনখাঁকে তাড়িত করা কর্ত্তব্য। সেবক বহু আয়াসে উৎকলের দক্ষিণ পশ্চিম বিভাগে পাঠান পতাকা উড্ডীন রাখিয়াছে। পিতৃব্য মহামান্য কতলুখাঁর বিশ্বস্ততার নিদর্শন স্বরূপ তদীয় মধ্যম পুত্র জামালখাঁ যশোহর দরবারে পাঠান বংশের প্রতিনিধি সেনাপতি রূপে সার্ব্বভৌম রাজসেবায় নিযুক্ত থাকিবেন এবং —অদ্য মহাষ্টমী তিথি—প্রত্যেক মহাষ্টমী তিথিতে সাহেন্‌সাহ্‌ দাউদ নির্দ্ধারিত বার্ষিক কর ও সাহায্য রীতিমত যশোহর ভাণ্ডারে প্রেরিত হইবে, কোন বিশেষ মোগল সংঘর্ষ সময়ে উপযুক্ত ফৌজ সমেত এ দাস রাজাজ্ঞা পালনার্থ হাজির হইবে।

প্র। পাঠান কুলতিলক! মাজনখাঁর বর্ত্তমান অবস্থান ও বলাবল সম্বন্ধে আপনার ধারণা কিরূপ?

ও। বর্ত্তমান অবস্থান পুরাতন ভুবনেশ্বর ক্ষেত্রের অব্যবহিত

উত্তরে। সার্দ্ধ অষ্টাবিংশ সহস্র উজবেগ, তুরক ও দক্ষিণী মিশ্র পদাতিক এবং মোগল ও তাতারের মিশ্র সওয়ার ত্রয়োদশ সহস্র। ইতিহাস প্রসিদ্ধ বীর রুমীখাঁর দ্বিতীয় পুত্র সপ্তদশ শত গোলন্দাজ সহ পঞ্চশত সংখ্যক তোপ চালনা করিয়া থাকে।

প্র। মোগল বশীভূত রাজন্যবর্গের কার্য্যক্ষম সৈন্য সংখ্যা, অবস্থান ও রসদ সংস্থান সম্বন্ধে কি বিবেচনা করেন?

ও। যশোহর রাজ! পাঠানের ধারণা—মোগল পক্ষীয় রাজন্যবর্গের পুরীরাজ দুর্গই কেন্দ্র স্বরূপ। সংখ্যা সম্বন্ধে কোন নিশ্চিততা নাই; তবে পরস্পর বিচ্ছিন্ন করিতে পারিলে জয়লাভ অনায়াস সাধ্য। এ তাম্রলিপ্ত নগরীই বঙ্গীয় শস্য বিক্রয়ের প্রধান স্থান, বিশেষতঃ সমুদ্রতীরবর্ত্তী। বন্দর সমূহের শস্য আয়ত্ত করিলে মাজনখাঁ সে অবশ্যম্ভাবী দুর্ভিক্ষের হস্তে পরিত্রাণ পাইবেনা।

প্র। রামচন্দ্র! রূপনারায়ণ নদ ও কংসাবতী নদী মিলন দ্বারা এ নগরাগত শস্য স্বপক্ষীয় রসদে প্রেরণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক। জগন্নাথ! কতদিনে এ কার্য্য সমাধা করিতে পারিবে?

জ। ত্রি সপ্তাহ সময় আবশ্যক হইবে।

প্র। রামচন্দ্র! আপনার সৈন্যগণ উত্তর বিভাগস্থ ক্ষুদ্র রাজন্যবর্গকে পুরী কেন্দ্রে মিলিত হইবার পথে বাধা প্রদানে নিযুক্ত হইবে। পাঠানকুল তিলক! আগামী প্রত্যুষে পুরীদুর্গ আক্রমণার্থ অগ্রসর হইতে ইচ্ছাকরি। জল ও স্থল উভয় দিক হইতে আক্রমণ করিব।

সূ। মোগল সৈন্যাবস্থানের পূর্ব্ববিস্তারে ভুবনেশ্বরের জলাভূমি উত্তর দক্ষিণে প্রায় পঞ্চাশৎ ক্রোশ দীর্ঘ হইবে। জলা বেষ্টন প্রয়াসী মোগলগণ পাঠান শক্তিদ্বারা অনুসৃত হইলে পুরীদুর্গ সাহায্যে উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে পঞ্চরঙ্গীন পতাকা ভগবান জগন্নাথ দেবের মন্দির প্রাঙ্গণে উত্থিত হইবে।

ও। মহারাজ! সেনাপতি প্রস্তাবিত বিভিন্ন আক্রমণই যুক্তি সঙ্গত। পঞ্চদশ সহস্র মিশ্র পাঠানবীর মোগলের অনুসরণে প্রবৃত্ত হইবে।

প্র। পাঠান বংশের উজ্জ্বল রত্ন! আপনার এ সাহায্য যশোহরের কৃতজ্ঞ হৃদয়ে চিরদিন স্নেহ লিখনে অঙ্কিত থাকিবে।

ও। উৎকলের উদ্ধার কর্ত্তা! পাঠানের বিক্রান্ত সুহৃৎ! আজ মোগল পীড়নে পাঠান শক্তি সংক্ষুব্ধ—যদি ভাগ্যবলে যশোহরের সাহায্যে সে পীড়ন দূরীভূত হয়—আবালবৃদ্ধবণিতা কায়মনোবাক্যে ভবানীপুত্রের প্রভুশক্তিচ্ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণে কৃতার্থ জ্ঞান করিবে।

প্র। দণ্ড প্রবর! পাঠান বীর ওসমান প্রদর্শিত পথে পুরীকেন্দ্রস্থ রাজন্যবর্গকে আক্রমণ করিবার আদেশ প্রদত্ত হইল। আগষ্টাসের অধীনস্থ দ্বাদশ শত গোলন্দাজ সৈন্য আপনার পথ পরিষ্কারে আদিষ্ট হইল। স্বয়ং সমুদ্র পথে আক্রমণ করিব।

তখন গুরু গম্ভীরে এক পঞ্চাশৎ সংখ্যক তোপধ্বনি হইল। বিজয় বাদ্য ঝঙ্কারে দিগ্মণ্ডল প্লাবিত হইল। রক্ষী, প্রহরী উন্মুক্ত কৃপাণ শিরোস্পর্শ করিল, নগরবাসী বিপুল জয়ধ্বনি সহকারে আশীর্ব্বাদ জ্ঞাপন করিল। ভবানীর বরপুত্র সমবেত রাজন্যবর্গ কর্তৃক প্রত্যুদ্গত হইয়া পুরী আক্রমণার্থ অর্ণবযানারূঢ় হইলেন।

ভুবনেশ্বর ক্ষেত্র

(৩১)

তাম্রলিপ্ত হইতে যাত্রায় দশম দিবসে ভবানীপুত্র সসৈন্যে পুরীসৈকতে অবতরণ করিলেন। প্রতাপসিংহ প্রেরিত অগ্রগামী সংবাদ সংগ্রাহক সৈন্যসমূহ রাজ সাক্ষাতকারে জ্ঞাপন করিল—পুরীদুর্গ পরিত্যক্ত ; সমবেত রাজন্যবর্গ দক্ষিণ পশ্চিমাভিমুখে জলাভূমি বেষ্টন পূর্ব্বক মোগল সেনাপতির সহিত সম্মিলন প্রত্যাশায় অগ্রসর হওয়ায় চক্রশ্রী বিজেতাদ্বয় ওস্মান সহায়ে মোগল বিরুদ্ধে যাত্রা করিয়াছেন। এসংবাদে প্রতাপ ক্ষুব্ধ হইলেন।

প্র। কান্ত! দত্তপ্রবর যেরূপ হঠকারী তাহাতে নানা বিপর্য্যয়ের সম্ভাবনা।

সু। আগষ্টাসের ধীর বুদ্ধিবলে দত্তপ্রবরের হঠকারিতা নিবারিত হইতে পারে। বিশেষ পাঠান বীর ওস্মান নিজ প্রতিশ্রুত সৈন্য সমষ্ঠি সংগ্রহে বিলম্ববোধ করিলেও তদীয় সহযাত্রী সপ্ত সহস্র মিশ্র সৈন্য সহায়ে কর্ত্তব্য পালনে পরাঙ্মুখ হইবে না।

প্র। যে কোন উপায়েই হউক উপযুক্ত সময়ে ওস্মান্‌ ও দত্তপ্রবরের সাহায্যে উপস্থিত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। আজ মোগলের সহিত সাক্ষাত সম্বন্ধে সংঘর্ষ অনিবার্য্য। যদি প্রথম উদ্যমে বিফল মনোরথ হইতে হয়—এ দূর বিদেশ প্রসূত হীন পরাজয় বার্ত্তা ভৌমিকগণের বিদ্রূপ দৃষ্টান্তে পরিণত হইবে।

সু। অধীনের বিবেচনায় মোগল পক্ষীয় রাজন্যবর্গের অনুসরণ পরিত্যাগে প্রতাপ সিংহের সংহরতা প্রথম কর্ত্তব্য।

প্র। কান্ত! অশ্বসাদী রক্ষী সৈন্য সহায়ে সর্ব্বাগ্রে উপস্থিত হইতে সক্ষম হইব।

সূ। সেবক সত্বরতায় ত্রুটী করিবে না।

তখন যশোহররাজ দত্ত প্রবরের পথপ্রদর্শকগণের সহিত ভুবনেশ্বর ক্ষেত্রাভিমুখে যাত্রা করিলেন। সূর্য্যকান্ত পোতাধ্যক্ষগণকে বর্ত্তমান যুদ্ধোপলক্ষে অনন্তরাম কর্ত্তিত রূপনারায়ণ ও কংসাবতী সংলগ্ন প্রতাপখালি নামক প্রণালী মধ্যে (still existing) প্রত্যাবর্ত্তনের অনুজ্ঞা প্রদান পূর্ব্বক ধূলিয়ান্ সমভিব্যাহারে রাজানুসরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

ভুবনেশ্বর জলাভূমির পশ্চিম তট বিস্তারে বিশাল প্রান্তর—মনুষ্যবাস বৰ্জ্জিত, বৃক্ষলতাশূন্য। মোগল সেনাপতি মাজনখাঁ পুরীকেন্দ্র রক্ষা মানসে উত্তরাভিমুখে ধাবমান। সর্ব্বমধ্য প্রসারে ত্রয়োদশ সহস্র ভল্লাস্ত্র বিশারদ বিপুলকায় মোগল সওয়ার ও অশ্বপৃষ্ঠচর দুর্দ্ধর্ষ তাতার সৈন্য অর্দ্ধচন্দ্র মণ্ডলে মন্থর গতিতে অগ্রসর হইতেছিল। উভয় পার্শ্ব বিস্তারে গোলন্দাজ সৈন্য। তুরস্ক শিল্পি নির্ম্মিত কামান রাজি কনষ্টাণ্টিনোপলাগত হুমায়ুন বাদসাহের ইতিহাস প্রসিদ্ধ গুজরাষ্ট্র জেতা গোলন্দাজ রুমী খাঁর দ্বিতীয় পুত্র ইস্মাইল খাঁর তত্বাবধানে সমকোণার্দ্ধ সূত্রপাতে বিপক্ষ কেন্দ্র ধ্বংস বাসনায় গোলক বর্ষণের অবসর অনুসন্ধান করিতেছিল। তৎপার্শ্ব বিস্তারে উভয় প্রান্তপ্রসারে বন্দুকধারী তুর্কী, শরবর্ষী উজবেগ ও ক্ষিপ্রহস্ত দক্ষিনী পদাতিক বলদৃপ্ত পদে অগ্রসর। পশ্চাতে পাঞ্চিত্রাণ অষ্ট সহস্র মিশ্র সৈন্য, রসদ, তাম্বু, শিবিরানুচর নিরবে অনুসরণ পরায়ণ।

সে শারদীয় তীক্ষ্ণ কিরণস্রাবী মধ্যাহ্নকালে দূরপ্রসারী প্রান্তরের উত্তর বিভাগে বঙ্গীয় পঞ্চরঙ্গীন পতাকা সদর্পে উত্থিত হইল। তীক্ষ্ণ চক্ষু আগষ্টাস্ দ্রুত ধাবনশীল ওস্মান ও দত্তপ্রবরকে আহ্বান করিলেন।

আ। নবাবজাদা! সম্মুখবর্ত্তী তুঙ্গ প্রান্তরোত্থান পশ্চাতে অদ্ভুত ব্যূহ বিধানে মোগলবাহিনী অগ্রসর হইতেছে লক্ষ্য করুন।

ওস্‌মান স্থির দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন। ভীম বিক্রান্ত প্রতাপ সিংহ দৃঢ় স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন।

প্র. দ। পাঠান বীর! যদি অনুমতি হয়, নিমেষ মধ্যে কেন্দ্রাবস্থিত মোগল অশ্বারোহী ধ্বংস করিতে সমর্থ হই।

ও। যশোহরের মহারথি! আপনার অভীষ্টে বিঘ্ন বিস্তর।

দত্ত প্রবর ওস্‌মানের উত্তরে ক্ষুব্ধ হইলেন। গম্ভীরে জিজ্ঞাসা করিলেন—

প্র, দ। নবাব পুত্র! আপনার অভিপ্রায়?

ওস্‌মান উত্তর প্রদানের পূর্ব্বে আগষ্টাস্ অঙ্গুলি সঙ্কেতে দেখাইলেন—

আ। মহারথি! মোগল ব্যূহের অবস্থান দৃষ্টে বোধ হয় অর্দ্ধ চন্দ্র মণ্ডলায়ত অশ্বারোহীর উভয় পার্শ্ব বিস্তৃত সমকোণার্দ্ধ সূত্রপাত রক্ষিত গোলন্দাজগণ আপনার অশ্বসাদী সৈন্য অগ্রসর হইবামাত্র তীব্র গোলকবর্ষণে কেন্দ্র ভগ্ন করিবে। তৎপোষকার্থ মোগল সওয়ার আপতিত হইবে।

ও। ফেরঙ্গ পুঙ্গব! আপনার কূটযুদ্ধনীতি জ্ঞান অদ্বিতীয়। ব্যূহ রচন শৃঙ্খলা আপনার অভিপ্রায়ে নিয়ন্ত্রিত হইবে।

প্র, দ। আগষ্টাস্! যে প্রণালীই নির্দ্ধারিত কর—সত্বর গঠন আবশ্যক।

আ। বিপক্ষের রচনা কৌশল ছিন্ন করিবার একমাত্র উপায় বর্ত্তমান। ইস্‌মাইলের কামান কেন্দ্র লক্ষ্যে স্থাপিত, সুতরাং আমাদের অশ্বারোহী কেন্দ্রাবস্থান পরিত্যাগে সমবিভাগে উভয় পার্শ্বস্থ বিপক্ষীয় গোলন্দাজ ও পদাতিকগণকে আক্রমণার্থ সত্বর হউক। কেন্দ্র দৃঢ়ীকরণ কল্পে আমার গোলন্দাজগণ বিপক্ষীয় অশ্বারোহী বক্ষে গোলক ক্ষেপণে নিযুক্ত হইবে। স্বপক্ষীয় গোলন্দাজগণকে পাঠান পদাতিক সম্প্রদায় দণ্ড দ্বয় কাল বিপক্ষীয় অশ্বারোহী আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে

সমর্থ হইলে—আজ এ ভীষণ প্রান্তরে মোগল সওয়ারের অস্তিত্ব লোপ করিব।

ওস্‌মান ও দত্ত প্রবর উভয়ে পার্শ্বাক্রমণ করে যুগপৎ ধাবিত হইলেন। আগষ্টাস্ পাঠান পদাতিপ্রসার রক্ষিত স্বীয় গোলন্দাজ সৈন্য সম্মুখস্থিত প্রান্তরোত্থান পৃষ্ঠে স্থাপন করিলেন।

সে কাল মুহূর্ত্তে দিগ্‌দিগান্ত সন্ত্রাসিত করিয়া ইস্‌মাইলের ক্ষিপ্র কৌশল নিক্ষিপ্ত গোলকবর্ষণ আরম্ভ হইল। পাঠান পদাতি অজানিত পূর্ব্ব বিদেশীয় সেনাপতির মুখপানে চাহিল—দেখিল—সে লোহিত পরিচ্ছদ—জ্যোতি বিভাসিত, শুভ্র মুখমণ্ডলে দৃঢ় অধ্যবসায়ের জ্বলন্ত মহিমা খোদিত। আগষ্টাস্ সে বিলম্বাসহিষ্ণু উষ্ণশোণিত পাঠানগণকে বজ্র গম্ভীরে আহ্বান করিলেন—

আ। পাঠান বংশীয় সুহৃৎগণ! আমার অনুরোধ—কেন্দ্র পরিত্যাগে উভয় পার্শ্বে অপসৃত হও। শ্রেণী শৃঙ্খলা পরিত্যাগে অগ্রসর হইবার আবশ্যকতা নাই। ক্ষণ বিলম্বে বীরত্বের পরীক্ষা গৃহীত হইবে।

পাঠান পদাতির পার্শ্বাপসরণ মাজনখাঁর উদ্ধত বলদৃপ্ত মস্তিষ্কে কেন্দ্র ভগ্ন বলিয়া বিবেচিত হইল। ভীষণ নিনাদে ত্রয়োদশ সহস্র সওয়ার সহায়ে ভ্রান্ত জয়েচ্ছায় কেন্দ্র আক্রমণার্থ ধাবিত হইলেন।

সে মুহূর্ত্তে ধূম পাংশু গোলকের ভীষণ মিশ্রণে প্রান্তর প্রসার আচ্ছন্ন হইল।

আগষ্টাসের জ্বলন্ত গোলক দর্পে মোগল সওয়ার স্তম্ভিত, বিত্রাসিত। ধূমান্ধকারে ভ্রান্ত দিগনুসরণে ঘূর্ণিত—শ্রেণী বিশৃঙ্খলা উৎপাদন করিল। মাজনখাঁ সংক্ষুব্ধ হৃদয়ে পরুষ কণ্ঠে আহ্বান করিলেন—

মা। আজ উৎকল প্রান্তরে তাতারের দুর্দ্ধর্ষ বেগ, মোগলের বিপুল বল, সর্ব্বোপরি দিল্লীশ্বরের অখণ্ড প্রভুশক্তি মুষ্টিমেয় ফিরিঙ্গী ও

বঙ্গীয় গোলন্দাজের হস্তে মৃত্তিকা চুম্বন করিবে কি? পার্শ্ব প্রসারে পাঠান পদাতি দৃঢ়াবস্থানে বিদ্রূপ পরায়ণ। এ কাফের, শূকরভোজী ফিরিঙ্গীর গোলকাঘাতে জীবন ত্যাগ হইলে অগণিত বর্ষ বেহেস্তে বাস করিতে হইবে। ভ্রাতৃগণ! সেনাপতির সম্মান রক্ষার্থ—দিল্লীশ্বরের প্রভুত্ব রক্ষার্থ—যে কেহ প্রস্তুত থাক অগ্রসর হও।

মাজনর্খা ভীম বিক্রমে আগষ্টাসের উচ্ছেদ বাসনায় ছুটিলেন। সে মৃত্যুভয় বর্জ্জিত মোগল সওয়ার দীন্ দীন্ রবে প্রভঞ্জন প্রতাপে ধাবিত হইল। কিন্তু অকস্মাৎ স্বপক্ষীয় গোলক বর্ষণ বন্ধ হইল। মোগল সেনাপতি ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে নিজ পদাতি গোলন্দাজ প্রসার পানে চাহিলেন—ভগ্ন ব্যূহ/ঘোর দর্পে ধর্ষিত হইতেছিল। কিন্তু তখনও ভগ্ন হয় নাই। সে ক্ষীণ আশা মাজন খাঁর হৃদয়ে চরম বল প্রদান করিল। দ্বিগুণিত তেজে অগ্রসর হইলেন। মোগল গোলক বন্ধ হইবামাত্র আগষ্টাসের গোলন্দাজগণ শ্রান্তি পরুষ কণ্ঠে জয়ধ্বনি করিল—পাঠান পদাতি অসহিষ্ণু চিত্তে. দর্পিত পদে বিপক্ষ অশ্বারোহী প্রতি ধাবমান হইল। আগষ্টাস্ গম্ভীর আহ্বানে ফিরাইলেন।

আ। পাঠান বীরগণ! মুহূর্ত্ত মাত্র. দ্বিতীয় বর্ষণ নিক্ষিপ্ত হইবার অব্যবহিত পরে কেন্দ্র পূরণে অগ্রসর হইবে।

নিমেষ মধ্যে মোগল অশ্বারোহী আপতিত হইল—আগষ্টাস্ রুধিরাক্ত ললাটে হস্তাবমর্ষণ দ্বারা শ্রান্তি অপনোদন করিলেন—বজ্র গম্ভীরে হাঁকিলেন—

আ। বঙ্গীয় গোলন্দাজ যোধ! কামান পরিত্যাগে পশ্চাদপসৃত হও। পাঠান পদাতি বর্গ!—অন্য বক্তব্যের আবশ্যক হইলনা—সে অসহিষ্ণু পাঠান সম্প্রদায় আত্মীয় বধামর্ষ জ্বলিত হৃদয়ে শমনানুচরের ন্যায় বিপক্ষ সওয়ার মধ্যে ঝম্প প্রদান করিল, সে ঘোর সংঘর্ষকালে রুধিরাপ্লুত দেহে আগষ্টাস্ মাজনখাঁর সমীপবর্ত্তী হইলেন।

মা। পরদেশী কাফের! শূকর মাংসাস্বাদ শেষ মুহূর্ত্তে স্মরণ কর! এতক্ষণে তোমার কূট মস্তিষ্ক কুক্কুরোদর তৃপ্তি হেতু মোগল সম্মুখে অগ্রসর।

প্রচণ্ড ভল্লদর্পে আগষ্টাসের বক্ষে আঘাত করিলেন, সে ক্লান্ত রুধিরাপ্লুত দেহ মর্ম্মান্তিক কম্পনে কম্পিত হইল, কবচ ফুটিয়া শোণিত ধারা বহিল কিন্তু ক্ষিপ্র কৌশলে সে পুনরুত্থিত ভল্ল বাম হস্তে আকর্ষণ করিলেন। সে আকর্ষণে মাজনখাঁর অবনমিত দেহ কেন্দ্রচ্যুত হইল। মোগল সেনাপতি ভীম বিক্রমে আগষ্টাসের বক্ষোলক্ষে লম্ফ প্রদান করিলেন—আগষ্টাস্ ক্ষিপ্রাবর্ত্তনে অপসৃত হইলেন; মহাশক্র ঝঞ্ঝনা সহকারে ভূমিবক্ষ হইয়া পতিত হইল। ফেরঙ্গ পুঙ্গব আকৃষ্ট ভল্ল দৃঢ় ক্ষেপণে তদীয় পৃষ্ঠদেশ বিদ্ধ করণান্তর জয়ধ্বনি করিলেন। সে যুদ্ধমান পাঠান পদাতি সম্প্রদায়. জর্জ্জরিত গোলন্দাজ নিচয় সমস্বরে বিকট হুঙ্কারে ভবানী সহায় প্রতাপের জয় হাঁকিল—সে গর্জ্জন দূর প্রান্তর প্রসার মধ্যোত্থিত বিপুল জয় শব্দে সংক্রামিত হইয়া জলাভূমির তটান্তরে প্রধাবিত হইল। কিন্তু তখনও সে ছিন্ন ভিন্ন সওয়ার পায়েগা সেনাপতি দেহ উদ্ধারার্থ ভীষণ দর্পে বর্ষা চালনা করিতেছিল। অকস্মাৎ দিল্লীশ্বরের জয় শব্দে অষ্ট সহস্র পার্ষ্ণিত্রাণ স্বপক্ষীয় পদাতি ও গোলন্দাজ সাহায্য সঙ্কল্প ত্যাগে সেনাপতি নিধনের প্রতিহিংসা গ্রহণার্থ নববলে আপতিত হইল।

আ। বঙ্গীয় গোলন্দাজগণ! ক্ষিপ্রগতিতে শ্রেণী হইতে অপসৃত হও। পার্শ্ব ধাবনে নবাগত বলের মিলন বিঘ্ন অবশ্য সম্পাদন করিতে হইবে—নতুবা এ প্রান্তরে যশোহরের পঞ্চরঙ্গীন পতাকা লুণ্ঠিত হইবে। পাঠান সুহৃৎ সম্প্রদায়! যে কেহ সাহনসাহ্ দাউদের অকাল পতনের প্রতিশোধ গ্রহণ কল্পে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ থাক, অগ্রসর হও।

আগষ্টাস্ উন্মুক্ত তরবারি হস্তে সে ভীষণ বিপ্লবে ঝম্পপ্রদান

করিলেন। সে মুহূর্ত্তে পশ্চাদ্ভাগ হইতে রুদ্ধকণ্ঠে সত্যাগত যশোহর রাজ উত্তর প্রদান করিলেন—বন্ধুগণ! আজ দাউদের অকাল পতনের প্রতিশোধ অনিবার্য্য।

ভৈরব বিক্রমে দ্বিসহস্র রক্ষী সওয়ার সহায়ে সে পার্ষিত্রাণ আক্রমণ করিলেন। যে সময়ে বঙ্গীয় অশ্বারোহী আক্রমণে ইস্মাইলের গোলক বর্ষণ বন্ধ হইয়াছিল—সে সময় তুরস্ক—উজবেগ ও দক্ষিনী পদাতি দ্রুত মিশ্রণে নবকেন্দ্র স্থাপনে কৃতকার্য্য হইয়াছিল। প্রতাপ সিংহ ক্ষুব্ধ স্বরে আহ্বান করিলেন—

প্র, দ। নবাবজাদা! বিপক্ষীয় শূন্য কেন্দ্র পূর্ণিত, এক্ষণে সম্মুখ আক্রমণ দ্বারা কেন্দ্র ভঙ্গের প্রয়াস অপেক্ষা উভয় পার্শ্ব হইতে পৃথক আক্রমণ করিলে, মিলিত কেন্দ্র হইতে পুনরায় ভিন্ন হইবে।—ওস্মান ইঙ্গিতে সম্মতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক বাম পার্শ্ব আক্রমণ করিলেন। ইস্মাইল অদ্ভুত কৌশলে তুরস্ক সৈন্য দণ্ডব্যূহ বিধানে সংস্থিত করণান্তর পাঠান বীরের সওয়ার পায়েগার উপর অবিশ্রান্ত গুলি বর্ষণ আরম্ভ করিলেন। নিমেষ মধ্যে দক্ষিনী পদাতি রুদ্রদর্পী প্রতাপসিংহের সম্মুখ পরিত্যাগে কূট আবর্ত্তনে ওস্মানের পশ্চাদ্ভাগ আক্রমণ করিল। মোগল পক্ষীয় সর্ব্ব প্রধান পদাতি সেনাপতি ক্রীড়া যুদ্ধ পরিচিত জাহান্দার উচ্চহাস্যে বিদ্রূপ করিল।

জা। যশোহরের মহারথি! আরও কিছুকাল যুদ্ধ বিদ্যা শিক্ষা প্রয়োজন।

দণ্ড প্রবর দন্তে দন্ত ঘর্ষণ করিলেন। দৃঢ় ধৃত ভল্ল উর্দ্ধে উঠাইয়া ঘোর দর্পে জাহান্দারের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন। সে আঘাত সুকৌশলী জাহান্দারের ক্ষিপ্রকারিতায় আংশিক ব্যর্থ হইলেও, তদীয় শিরস্ত্রাণ চূর্ণিত হইয়া দূরে নিক্ষিপ্ত হইল।

প্রতাপ সিংহ ভৈরব গর্জ্জনে ভবানী সহায় প্রতাপের জয় হাঁকিল।

নিমেষ মধ্যে চূর্ণ ঝঞ্ঝাতাড়নে তুরক শ্রেণী লক্ষ্যে আপতিত হইলেন। ভীষণ ভল্ল প্রচণ্ডতায় কেহ দূরে নিক্ষিপ্ত হইল, কেহ মৃত্তিকা চুম্বনে নিষ্পেষিত হইল তখন শ্রেণী শৃঙ্খলা সম্যক্ ভগ্ন হইয়াছিল। ঘোর মিশ্র সংযুগে উপর পক্ষই দিগ্ বিদিগ্ জ্ঞান শূন্য। অকস্মাৎ আগষ্টাসের জয় ধ্বনিতে মাজনখাঁর পতন ঘোষিত হইল। দত্ত প্রবর পুনর্ব্বার ভীম হুঙ্কারে আক্রমণ করিলেন—ছত্র ভগ্ন তুরঙ্গগণ সে বেগ নিবারণে সমর্থ হইল না। রুধিরাক্ত কলেবরে জলা বিস্তারে ঝম্প প্রদান করিল। শমনাবতার প্রতাপ সিংহের শোণিত পিপাসা সে স্থানেও অনুসরণ করিল। সে ভীষণ দৃশ্য সৈকত হইতে সলিলে সংক্রামিত হইল—কত অভাগ্য স্নিগ্ধ জলা সলিলে চিরশান্তি লাভ করিল। ওস্মান সে সময়ে দক্ষিণী গণকে মথিত করিতেছিলেন। ইস্মাইল দৃঢ় কণ্ঠে জাহান্দারকে জ্ঞাপন করিলেন—

ই। আমীরজাদা! সর্ব্ব প্রধান সেনাপতির মৃতদেহ আবৃত্ত হেতু পাক্ষিত্রাণ সহায়ে অগ্রসর হউন।—জাহান্দার ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে ইস্মাইলের মুখপানে চাহিলেন।

ই। ছত্র ভগ্ন সৈন্যাবশেষ যথাসম্ভব সংগ্রহান্তর দক্ষিণাভিমুখে অপসৃত হইবার প্রয়াস পাইব। সওয়ার পায়েগা এখনও ছত্র ভগ্ন হয় নাই। পাক্ষিত্রাণ সহায়ে বিপক্ষ গোলন্দাজ ও পাঠান পদাতি ধ্বংস করিতে পারিলে দিল্লীশ্বরের নাম কিঞ্চিৎ রক্ষা হইবে।

জাহান্দার ভীম বিক্রমে আগষ্টাসের ক্লান্ত সৈন্যোপরি পতিত হইলেন। কিন্তু বিধি বিড়ম্বনায় স্বয়ং যশোহর রাজ রক্ষী সৈন্য সহায়ে প্রতিরোধ করিলেন। বলদৃপ্ত জাহান্দার উদ্যত ভল্ল সহায়ে অদৃষ্টগতি ফিরাইবার মানসে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। সে প্রচণ্ডতা সম্মুখে যে কেহ পতিত হইল—অব্যাহতি পাইল না। অসুর বিক্রমে রক্ষী শ্রেণী দলিত করিয়া প্রতাপের স্কন্ধোপরি তীব্র ভল্লাঘাত করিলেন। প্রতাপ দৃঢ় ধৃত চর্ম্ম তাড়নে সে

আঘাত ব্যর্থ করিলেন। জাহান্দার দক্ষিণাবর্ত্তনে পুনরায় সম্মুখীন হইলে —বিদ্রূপাত্মক স্বরে বলিল—

জা। রাজদ্রোহি! দাউদের ভ্রান্ত উত্তরাধিকারি! আজ পূর্ব্বাধিকারীর সাক্ষাত লাভে বাসনা জন্মিয়াছে?

প্রতাপের চক্ষে বিদ্যুতাগ্নি দেখা দিল, সিংহ বিক্রমে জাহান্দারের চূর্ণিত শিরস্ত্রাণোপরে খড়্গ প্রহার করিলেন। মোগলবীর অভ্যস্ত আবর্ত্তন কৌশলে পশ্চাদপসৃত হইল। নিমেষ মধ্যে উন্নত ভল্ল বিক্রমে পুনরায় প্রতাপের বক্ষোপরে আঘাত করিল। প্রতাপের ক্ষিপ্র চর্ম্ম তাড়নে এবার ভল্ল দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। অস্ত্রান্তর গ্রহণাবকাশে ভবানীর জয় শব্দে জাহান্দারের চুর্ণিত শিরস্ত্রাণোপরে ভীষণ খড়্গাঘাত করিলেন। মোগল বীর অশ্বপৃষ্ঠ হইতে লুণ্ঠিত হইল কিন্তু তীব্র আকর্ষণে প্রতাপের অশ্ববল্গা ঘূর্ণিত করিয়া সে বিপুল যুদ্ধাশ্বকে ভগ্নজানু করিয়া পাতিত করিল। প্রতাপ তীব্র লম্ফে খড়্গাগ্র ঘাতনে জাহান্দারকে বিদ্ধ করিলেন। রক্ষী সৈন্য ভৈরব গর্জ্জনে ভবানীপুত্রের জয় হাঁকিল। প্রতাপ দৃঢ় কণ্ঠে মুমূর্ষু জাহান্দারকে আয়ত্ত রক্ষার অনুজ্ঞা প্রদানান্তর স্বপক্ষীয় যোধগণকে আহ্বান করিলেন।

প্র। বন্ধুগণ! আজ এ পুণ্যক্ষেত্র সমীপে পিতৃকল্প দাউদের দুর্ব্বৃত্ত হত্যাকারী খাঁ জাহানের পুত্র পিতার কৃতকর্ম্মের ফল ভোগ করিল।

রক্ষী শ্রেণীস্থ কয়েক ব্যক্তি জাহান্দারের শিরশ্ছেদন পূর্ব্বক ভল্লাগ্রে বিদ্ধকরতঃ ঊর্দ্ধে উত্থিত করিল। তখন সে জীঘাংসাপরায়ণ পাঠান, সে অকুতো বিক্রান্ত রক্ষীসৈন্য, সে বঙ্গীয় গোলন্দাজ সমূহ সমস্বরে ভবানী পুত্র প্রতাপের জয় হাঁকিল। সে ভীষণ দৃশ্য, সে বিকট হুঙ্কার, সর্ব্বোপরি প্রতাপের অমানুষী ক্ষমতা সর্ব্ববিধ মিশ্রণে ছিন্ন ভিন্ন মোগল হৃদয়ে এক অনৈসর্গিক আতঙ্ক উপস্থিত করিল—ঘোর আর্ত্তনাদে ইতস্ততঃ

ধাবিত হইল কিন্তু সে জীবাংশু পাঠান ও রক্ষীগণের হস্তে অতি অল্প সংখ্যক পরিত্রাণ পাইল।

জলা সৈকত প্রান্তে ওস্‌মান ও দত্তপ্রবরের অশ্বসাদীগণ ইস্‌মাইলকে তাড়িত করিয়া জয়ধ্বনি করিল। অনতিবিলম্বে রাজ সৈন্য একত্রিত হইল। দত্ত প্রবর পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী সহায়ে পলায়িত ইস্‌মাইলের পশ্চাদ্ধাবনে আদিষ্ট হইলেন।

প্র। রক্ষী শ্রেণী হইতে শত যোধ যশোহর সেনাপতিকে প্রত্যাবর্ত্তন ও বিপক্ষ পরিত্যক্ত পুরী কেন্দ্র আয়ত্ত রক্ষার অনুজ্ঞা জ্ঞাপনার্থ অগ্রসর হও।

ও। ভবানীপুত্র! আজ পরলোকগত পিতৃ প্রভুর অকাল মৃত্যুর প্রতিশোধ আংশিক সাধিত। আশ্রয়প্রার্থী পাঠানের গরীব খানায় এ আনন্দ সংবাদ প্রেরণের অনুজ্ঞা প্রার্থনা করি।

প্র। পাঠান বীর! স্বয়ং গমনের ইচ্ছা করেন কি?

ও। অধীন প্রতিশোধ নিদর্শন জাহান্দার ও মাজনের বর্ম্ম পিতৃব্য সমীপে প্রেরণের অনুমতি প্রার্থী।

প্রতাপ অন্য মনস্কভাবে ক্ষণ চিন্তা পূর্ব্বক ধীর স্বরে বলিলেন—

প্র। ওস্‌মান! তোমার কর্ত্তব্যে বাধা দিব না কিন্তু খাঁ জাহানের বংশধরের চূর্ণ শিরস্ত্রাণ অপর এক জনের প্রার্থিত।

ও। আপনার আজ্ঞা শিরোধার্য্য। পাঠান বীরগণ জাহান্দারের চূর্ণ শিরস্ত্রাণ রাজ শিবিরে পৌঁছাইবে।

প্র। স্বপক্ষীয় নিহত বীরগণের সৎকার ও আহত বীরগণের শুশ্রূষা আবশ্যক। জাহান্দার ও মাজনখাঁর সৎকার ভার আপনার প্রতি অর্পিত হইল।

ও। যশোহর রাজ! অসাধ্য সাধক ভুবনেশ্বর জয়ী আগষ্টাস্ আহত।

আগষ্টাস্ জর্জ্জরিত দেহে বিপক্ষ পরিত্যক্ত কামান, অস্ত্র, শস্ত্র, রসদ ও অর্থাদি সংগ্রহ বিষয়ে ব্যাপৃত ছিলেন। রাজাহ্বানে প্রত্যাগত হইলেন।

ও। ভুবনেশ্বর জেতা! বর্ত্তমান কার্য্যভার পাঠানের হস্তে অর্পণ পূর্ব্বক স্বয়ং সুস্থ হইবার প্রয়াস পাইলে বাধিত হই।

আ। নবাব জাদা! আপনার পাঠান সাহায্যে জয়লাভে সমর্থ হইয়াছি—এক্ষণে সৌজন্যে ততোধিক তৃপ্ত হইলাম।

প্র। আগষ্টাস্! যশোহরের কৃতজ্ঞ হৃদয়ে তোমার মহাপ্রাণতা চিরদিন অঙ্কিত থাকিবে। পাঠান বীর! আগষ্টাসের শুশ্রূষার্থ খাস শিবিরে স্থান নির্দ্দেশ করিবেন।

তখন শারদীয় প্রদোষ তিমিরে সে বিশাল প্রান্তর আচ্ছন্ন হইতেছিল। প্রতাপ সৈন্যমণ্ডলীকে বিশ্রামের অনুমতি প্রদানান্তর আগষ্টাসের শুশ্রূষার্থ নিজ শিবিরে প্রবিষ্ট হইলেন।

পুরী কেন্দ্র

(৩২)

মোগল বাহিনী বিধ্বস্ত হইলে উৎকলীয় রাজন্য বর্গ স্তম্ভিত হইলেন। সল্প সৈন্য সহায়ে সে বিশাল বলদৃপ্ত বাহিনী বিপর্য্যস্ত করা দৈবশক্তি ভিন্ন মানুষিক সাধ্যের বহির্ভূত বলিয়া বিবেচিত হইল। মোগল পক্ষীয় রাজন্য বর্গ প্রতাপের প্রভুশক্তি ও উত্তরাধিকারী স্বীকার পূর্ব্বক সন্ধি স্থাপনের প্রয়াসী হইয়া ওস্‌মান সমীপে দূত প্রেরণ করিলেন। ওস্‌মান এ সন্ধি বন্ধনে যত্নবান হইতে প্রতিশ্রুত হইয়া রাজন্যবর্গ সমভিব্যাহারে পুরী কেন্দ্রাবস্থিত বঙ্গীয় শিবিরে উপস্থিত হইয়াছেন। অদ্য প্রকাশ্য দরবার নহে, মন্ত্রণাভূত স্বপক্ষীয় রাজন্যবর্গ ও পাঠানকুল—তিলক ওস্‌মান শিবির মধ্যে উপস্থিত ছিলেন। সমবেত বিপক্ষ নরপতিগণ ওস্‌মানের ইঙ্গিতাপেক্ষায় শিবির বহির্ভাগে অপেক্ষা করিতেছিলেন, প্রতাপ আহত আগষ্টাসের সহিত ধীরপদে শিবির দেওয়ানে বহির্গত হইলেন। উপস্থিত রাজন্যবর্গ যথাযথ সম্ভ্রম জ্ঞাপন করিলেন।

ও। পাঠানের আশ্রয় দাতা! অধীনের কিঞ্চিত নিবেদন আছে।

প্র। ওস্‌মান! যশোহরের নিকট তোমার প্রার্থনা চিরদিন সম্মানের সহিত গৃহীত হইবে। পিতৃব্যের কুশল?

ও। পিতৃব্যের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ, একবার অধীনের গরীব খানায় ভবানী পুত্রের পদার্পণ হইলে—পাঠানের আবালবৃদ্ধবণিতা সাহেন্‌সাহের উত্তরাধিকারীর সাক্ষাত লাভে কৃতার্থ হয়।

প্র। ওস্‌মান! তোমার অনুরোধ অবহেলায় অসমর্থ।

ও। অধীনের প্রতি এ অনুগ্রহ অক্ষুন্ন থাকে এই প্রার্থনা।

ওস্‌মান কৃতজ্ঞ হৃদয়ে সাজহস্ত চুম্বন করিলেন।

প্র। পাঠান কুল তিলক! তোমার প্রস্তাব?

ও। অধীনের নিবেদন—সমবেত রাজন্যবর্গ সন্ধি প্রার্থনায় দ্বারে উপস্থিত। পাঠান—ভবানী পুত্রের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বেই সন্ধি সম্বন্ধে প্রতিশ্রুত। আশ্রিতের অপরাধ স্নেহবশে মার্জ্জনা করিলে হৃদয়ের গুরুভার উপশমিত হয়।

প্র। রাজ বন্ধু! উপস্থিত রাজন্যবর্গকে যথোপযুক্ত সমাদরে গ্রহণ করুন।

তখন পুরীরাজ প্রমুখ রাজন্যবর্গ সূর্য্যকান্ত কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া ময়ুরেশ্বর জাত শত সংখ্যক সুসজ্জিত হস্তী, রত্নগড় জাত সহস্র ঘোটক, মনোরম মুক্তালহর চতুষ্টয়, তাম্রলিপ্ত নির্ম্মিত সহস্র তরবারি, রামেশ্বর নীত গজমুক্তা গ্রথিত বাজুবন্ধ, কটক শিল্পী বিচিত্র অপরূপ কালিকামূর্ত্তি ও নগদ একাধিক লক্ষ আসরফি নজর প্রদান পূর্ব্বক রাজসাক্ষাতে যথারীতি বিশ্বস্ততা জ্ঞাপনান্তর ওস্‌মান প্রদর্শিত যথোপযুক্ত স্থানে আসন গ্রহণ করিলেন।

প্র। পাঠানবন্ধু! অভ্যাগত রাজন্যবর্গ অকুণ্ঠিত চিত্তে স্ব স্ব বক্তব্য প্রকাশ করিতে পারেন।

উৎকলীয় রাজগণ বলদৃপ্ত ভবানীপুত্রের সৌজন্যে মুগ্ধ হইলেন। মনে মানিলেন—সিংহের আক্রমণ ভয়ঙ্কর হইলেও সময়ান্তরে সুন্দর সন্দেহ নাই। এই গুণেই ভবানীর অক্ষয় কৃপালাভে সমর্থ হইয়াছেন। ওস্‌মানের ইঙ্গিতে পুরীরাজ ভবানীপুত্রের সম্মুখে উষ্ণীষ রক্ষা করণান্তর যুক্ত করে নিবেদন করিলেন—

পু, রা। ভ্রান্ত ধারণা বশে দাউদের প্রকৃত উত্তরাধিকারীকে

অবজ্ঞা করিয়াছি। অদ্য হইতে সে প্রভুশক্তি স্বীকার করিলাম। ভবানীর বরপুত্র! আপনার আশ্রয়ে শান্তি লাভে সমর্থ হই—এই প্রার্থনা।

প্র। মোগল বাদসাহের সহিত সাহেন্ সাহার যে সন্ধি হয়—তাহাতে উড়িষ্যার সার্ব্বভৌম প্রভুত্বে মোগল বাদী হইবে না স্থিরীকৃত হয়। পত্তনের পূর্ব্বেই বঙ্গেশ্বর উড়িষ্যা বিভাগের প্রভুত্ব ওস্‌মানের পিতৃব্য মাননীয় কতলু খাঁর করে সমর্পণ করেন। দ্বিতীয়তঃ নিজ স্থাবরা-স্থাবর যাবদীয় সম্পত্তি মদীয় পিতা পিতৃব্য করে ভবিষ্যৎ আয়োজন কল্পে প্রদান করেন। সাহেন্ সাহ বঙ্গের পুনরাধিকার প্রয়াসী হইলে মোগল হস্তে নিহত হয়েন। কিন্তু সে সূত্রা-বলম্বনে উড়িষ্যার অক্ষুণ্ণ অধিকার তদীয় উত্তরাধিকারীগণের হস্ত হইতে গ্রহণ সঙ্কল্প মোগলের পক্ষে অন্যায় নহে কি? বিশেষ বঙ্গের প্রভুশক্তি মোগল বাদসাহ বিনাকারণে একমাত্র রাজ্য লিপ্সার বশবর্ত্তী হইয়াই ধ্বংস করেন। এমত অবস্থায় সাহেন্ সাহের বর্ত্তমান উত্তরাধিকারীগণ নিজ ক্ষমতা প্রকাশে লুপ্ত স্বত্ব উদ্ধার কল্পে কৃতকার্য্য হইলে তাঁহাদের অধিকার ন্যায় সঙ্গত নহে কি? মোগলের স্বত্ব— রাজ্যলোভ, বলদর্প, দুর্ব্বল পীড়ন।

পু, রা। স্মরণাগত জনের প্রার্থনা পূরণ—ভবানী পুত্রের অভিপ্রায়।

প্র। কোন্ কোন্ সর্ত্তে সন্ধিবদ্ধ হইতে ইচ্ছা করেন।

পু, রা। যশোহর রাজের আদেশ, সাহেন্ সাহ দাউদের অনুজ্ঞা জ্ঞানে পালন করিতে প্রস্তুত আছি।

প্র। রাজন্যবর্গ! এ নির্ভরতায় সন্তুষ্ট হইলাম উৎকল রাজন্য-বর্গ সাহেন্ সাহ দাউদ নির্দ্ধারিত কর প্রদানে স্বীকৃত হইলে—সন্ধি বন্ধনে আপত্তি নাই। ভুবনেশ্বর জলাভূমির পশ্চিম তট সূত্রপাতে উত্তর সীমা দামোদর নদ পর্য্যন্ত মোগলাক্রান্ত ভূভাগ যেরূপ পাঠান বীর ওস্‌মানের

পিতৃব্য কতলু খাঁর খাস দখল ছিল—এক্ষণে তদনুরূপ অধিকারে কেহ বিঘ্ন উৎপাদন করিবেন না। অধিকন্তু ভবিষ্যৎ মোগল আক্রমণের সম্ভাবনা হইলে পূর্ব্ব নিয়মানুসারে সৈন্য ও অর্থ সাহায্য করিবেন। সন্ধি নির্দ্ধারিত রাজকর পূর্ব্ববর্ত্তী বিভাগস্থ রাজন্যবর্গ যশোহর রাজকোষে রামচন্দ্র মারফতে প্রেরণ করিবেন। এবং পশ্চিম বিভাগস্থ রাজন্যবর্গ দেয় কর পূর্ব্ব বিধানানুযায়ী নবাব কতলু খাঁকে প্রদান করিবেন। রামচন্দ্র ভবিষ্যৎ মোগলাক্রমণ নিবারণ ও শৃঙ্খলা রক্ষা হেতু অষ্টাদশ সহস্র মিশ্র সৈন্য যশোহরের পক্ষ হইতে পোষণ করিবেন। সংগৃহীত কর হইতে সে ব্যয় সমাধা পূর্ব্বক অবশিষ্ট অংশ বৈশাখী পূর্ণিমা দিবসীয় দরবারে স্বয়ং অথবা জ্যেষ্ঠ পুত্র দ্বারা যশোহর পররাষ্ট্র বিভাগীয় অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারে দাখিল করিবেন। পুরী রাজ সম্বন্ধে অন্যরূপ ব্যবস্থা হইবে।

সে সমবেত রাজন্যবর্গ প্রমাদ গণিলেন। পুরীরাজ কাতর কণ্ঠে নিবেদন করিলেন—

পু. রা। যশোহর রাজ! শুনিয়াছি—আপনি পৃথিবীর প্রিয়তম, লোক বৎসল—প্রত্যক্ষ দর্শনে ভবানীর বরপুত্র বলিয়া দৃঢ় ধারণা উৎকল হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়াছে। অধীনের প্রতি সমব্যবস্থার আজ্ঞা হইলে এ তীর্থ ক্ষেত্রে আপনার অক্ষয় যশ ঘোষিত হইবে।

ও। মহারাজ! ভবানীপুত্রের বদান্য আশ্রয়ে পুরীরাজ শান্তি লাভ প্রত্যাশায় আগত। পূর্ব্ব বিধানানুযায়ী ব্যবস্থা প্রনয়ণে উৎকলের চিরকৃতজ্ঞতা ভাজন হইলেন। কিন্তু তীর্থরাজ সম্বন্ধে অনুগ্রহ ক্ষুণ্ণ হইলে শরণাগত বিপন্ন হয়।

প্র। তীর্থরাজ! আপনার ধারণা ভ্রান্তিপূর্ণ। আমার বক্তব্য—এ তীর্থ প্রদেশ সংগৃহীত রাজস্ব গ্রহণে যশোহরের নির্ম্মল খ্যাতি কলুষিত করিতে ইচ্ছা করিনা। কিন্তু তদ্বিনিময়ে পিতৃব্য মহারাজের চিরাকাঙ্খিত ভগবান্ গোবিন্দদেব বিগ্রহ এবং উৎকলেশ্বর শিবলিঙ্গ আপনার নিকট

প্রার্থনা করি। আশাকরি এ সৌভ্রাতৃক নিদর্শনে বঞ্চিত করিবেন না।

যশোহর রাজ্যের শেষ বক্তব্যে উৎকল রাজন্যবর্গ বহুবিধ আলোচনা অন্তে স্বীকৃত হইলেন।

পু, রা। অধীনের প্রতি যে আদেশ হইল—দৈব শক্তি সম্পন্ন যশোহর রাজের নিকট তৎপালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলাম। কিন্তু আশ্রিতের প্রার্থনা শ্রীশ্রী৺ গোবিন্দদেব ও উৎকলেশ্বরের সেবকগণ এ তীর্থস্থানে বহু অর্থ উপার্জ্জন করিত। আশা করি ভবানীপুত্র তাহাদিগকে সম্যক্ প্রতিপালন করিবেন। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগে বলিলেন—দেবতা যাহার সহায়, তাহার পক্ষে দেবতাগ্রহণ বিধাতার অখণ্ডনীয় লিপি। ভগবান্ জগন্নাথদেবের দোল যাত্রা, দেব মূহুর্ত্তে শ্রীশ্রী৺ গোবিন্দ দেব সমক্ষে সম্পাদিত হইবার নিয়ম আছে।

প্র। তীর্থরাজ! যতদিন যশোহর রাজবংশে একটি প্রাণীও বর্ত্তমান থাকিবে—দেব মূহুর্ত্তে ভগবান্ ৺গোবিন্দদেবের দোলযাত্রা সম্পাদনে কুণ্ঠিত হইবে না। মাধ্যাহ্নিক যাত্রা এ পুণ্যক্ষেত্রে সম্পাদিত হইবে।

পু, রা। অদ্য হইতে তীর্থক্ষেত্রের অৰ্দ্ধেক মাহাত্ম্য যশোহরে গৃহীত হইল।

প্র। কান্ত! বিগ্রহ সেবকগণকে অর্চ্চনা প্রকৃষ্টতা হেতু যশোহরে স্থায়ীভাবে বাস করিতে হইবে। বর্ত্তমান বাসত্যাগের ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বিংশতি সহস্র স্বর্ণ মুদ্রা প্রদত্ত হইবার আদেশ দেওয়া যায়। ভবিষ্যৎ প্রতিপালন ভার আমার।

তখন সর্ব্ববাদী সম্মতিক্রমে সন্ধিপত্র প্রস্তুত হইল—সে সমবেত রাজন্যবর্গ, পাঠান নবাবজাদা, রামচন্দ্র, গণপতি নরেন্দ্র ও ভদ্রেশ্বর স্বাক্ষর করিলেন। মূল লিপি সূর্য্যকান্তের হস্তে অর্পিত হইল। তখন

সমবেত নরপতিবর্গ রাজহস্ত চুম্বন দ্বারা বিশ্বস্ততা জ্ঞাপন করিলেন। যশোহর রাজ তাঁহাদিগকে খেলায়ত, তরবারি ও অলঙ্কারাদি প্রদান ও গৃহীত নজরের কতকাংশ প্রত্যর্পণ দ্বারা সম্বর্দ্ধনা করিলেন।

ও। উৎকলের রাজন্য সম্প্রদায়! পাঠানের গরীবখানায় ভবানী-পুত্রের পদার্পণ উপলক্ষে সহযাত্রী হইবার জন্য আপনাদিগকে অনুরোধ করি।

পু. রা। নবাবজাদা! ভবিষ্যতে যাঁহার অধীনে নিয়ন্ত্রিত হইতে হইবে—তাঁহার আদেশ পালনে অধীন সর্ব্বদা প্রস্তুত।

তখন স্থিরীকৃত হইল—তৃতীয় দিবস প্রাতঃকালে যশোহররাজ সমবেত উৎকল শক্তির সহিত পাঠানালয়ে আতিথ্য গ্রহণার্থ যাত্রা করিবেন।

প্রতাপ যথাসময়ে মহাসমারোহ সহকারে নবাব কতলুখাঁ কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া তদীয় মীর পাহাড়ী দুর্গে অষ্ট দিবস ব্যাপী আতিথ্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তদ্বিবরণ কৌতুহলোদ্দীপক হইলেও মাতৃ—পূজায়োজন দর্শনার্থীগণের পক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন সত্বরতা আবশ্যক বোধে পরিত্যক্ত হইল।

প্রত্যাগমন

(৩৩)

আজ পৌষ সংক্রান্তির প্রদোষ সময়ে নবশ্রী সম্পন্ন যশোহর নগরের সৌধ, অট্টালিকা, দেবালয়, পণ্য বীথিকা, রাজপথ, সে ভীমকান্ত দুর্গ সুরভি তৈলোজ্জ্বলিত দীপ শোভায় অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। সে ভবানী মন্দিরাস্থ প্রশস্ত ক্ষেত্র তারা নক্ষত্র খচিত নীল নভোমণ্ডলের দ্বিতীয়চ্ছবি বিতরণ করিতেছিল। কৃষ্ণ মর্ম্মর গঠিত বিশাল মন্দির গাত্রে, স্তম্ভে, চূড়ায় অগণ্য দীপশিখা সম্পাতে রক্ত পুষ্পমাল্য, স্তবক, গুচ্ছ মনোরম জ্যোতি প্রতিফলিত করিতেছিল। সে সুসজ্জিত জনতাসঙ্কুল রাজ পথে, ভবানী মন্দির প্রাঙ্গণে, সৌধদ্বারে বর্ণ বৈচিত্র্যোজ্জ্বল কুসুম মাল্য বেষ্টনে—সশীর্ষ নারিকেল শোভিত পূর্ণ কুম্ভ, সিন্দুর পুত্তলিকাঙ্কিত কদলী বৃক্ষ, পঞ্চবর্ণ পুষ্প রচিত শিল্পবিশদ পতাকা মালা মনোমোহন সজ্জায় কাহার আগমণ প্রতীক্ষা করিতেছিল। বিচিত্র দারু স্তম্ভ শিখরে অদ্ভুত শিল্প পারিপাট্যে পুষ্প পল্লব বিশ্লেষণ রচিত উচ্চ তোরণ সমূহ সগর্ব্বে কোন্ ভাগ্যবানের অভ্যর্থনার্থ দণ্ডায়মান? সে পঞ্চরঙ্গীন পতাকা প্লাবিত গবাক্ষে, অলিন্দে, সৌধ শিখরে যশোহরের সীমন্তিনীগণ কোকনদ, কুঙ্কুম, ধান্ত, দুর্ব্বা হস্তে কোন্ দিগ্বিজয়ী পুরুষ প্রধানকে আশীর্ব্বাদ প্রদান বাসনায় সমবেত? সৌধদ্বারে সুরভি জ্বালিত দীপক্রীড়া পরায়ণা কুমারীমণ্ডলী আগমনী সঙ্গীতগানে লোকবৎসল, পৃথিবীর প্রিয়তম, ভবানী পুত্রের মঙ্গল কামনায় আগ্রহ পরায়ণা। রাজপথের উভয় পার্শ্বে মনোরম পরিচ্ছদ ভূষিত কলেবরে সশস্ত্র অশ্বারোহী বৃন্দ শ্রেণী শৃঙ্খলায় দণ্ডায়মান। সে তুঙ্গ বুরুজ পৃষ্ঠে অসংখ্য হরিদ্বর্ণ আলোক মালা, পঞ্চ

রঙ্গীন পতাকা, শ্রেণী সজ্জিত যোদ্ধ্মণ্ডলী রাজ সম্বর্দ্ধনার্থ প্রতীক্ষা পরায়ণ। জাহাজ ঘাটার অবতরণ স্থলে রক্ত কোকনদ স্তবক ভূষিত স্ফটিক তোরণ গাত্রে সহস্র দীপাধার নিঃসৃত তীব্র জ্যোতি প্রতিফলিত হইয়া রত্নময় পর্ব্বতের ন্যায় পরিদৃশ্যমান। সে সোপাণ শ্রেণী সজ্জিত অসংখ্য পঞ্চ-রঙ্গীন আলোক মালা, মঙ্গলঘট, কদলী বৃক্ষ, কোকনদ মাল্য, অশোক গুচ্ছ, পুষ্প রচিত পতাকা মালা স্থির প্রবাহে বিম্বিত হইয়া প্রিয় মিলন প্রত্যাশিনী যমুনাদেবীকে অভ্যর্থনা সজ্জায় সজ্জিত করিয়াছিল। সহস্র সহস্র দেবদারু স্তবক শোভিত, আশোকস্ত জড়িত নহবৎ মঞ্চ হইতে মিশ্র বাদন ধ্বনি দিগদিগান্ত প্রতিশব্দিত হইয়া নগরবাসীর আনন্দ কোলাহল বৃদ্ধি করিতেছিল। মুহুর্মুহু বিজয় বাদ্য ঝঙ্কারে অবতরণ স্থল, ভবানী মন্দির, দুর্গবুরুজ, সূর্য্যকান্তের স্ফটিক তোরণ মধুরে ভৈরবে পরিপ্লাবিত। আজ যাদবীর কুসুমোদ্যান, উদ্যানস্থ কোকনদ মাল্য শোভিত মর্ম্মর মূর্ত্তি নিচয়, বর্ণ বৈচিত্র্যোজ্জ্বল তরলোদ্গারী প্রস্রবণ সমূহ পূর্ণ প্রাণে গৃহস্বামী সন্দর্শনার্থ প্রতীক্ষা পরায়ণ, রাজান্তঃপুরে—আত্মীয়া, আশ্রিতা, অভ্যাগতা সম্মিলনে কোমল কণ্ঠ কুজিত শিঞ্জিনী লয়িত মঙ্গল গীতি ঝঙ্কারে তরঙ্গে তরঙ্গে অভিসিঞ্চিত।

শুভ মুহূর্ত্তে সুবর্ণ নির্ম্মিত হাওদা পৃষ্ঠে বাসন্তী বর্ণ পরিচ্ছদ বসন্তরায়, পশ্চাতে নাগকুল পাবন জীতমিত্র, শ্বেতাশ্ব বাহনে শঙ্কর, কৃষ্ণ পরিচ্ছদ ভূষিত সুন্দর, কুসুমবাসিত কেশ ঢালিপতি মদন, লোহিত পরিচ্ছদ ভূষিত ফেরঙ্গ পুঙ্গব রূড়া, পাঠান কুলরত্ন হায়দার, পার্ব্বতীয় সৈন্যাধিপ রঘুরাম, সমর সচিব রাজ জামাতা রূপরাম, স্বরাষ্ট্র মাওয়ালী শ্রীপতি গুহ, পররাষ্ট্র রনদগীর বয়াজিদ হাজারী, বৃদ্ধ খাঁসাহেব, বলদৃপ্ত মাহীউদ্দীন, চক্রশ্রী উদ্ধারক মোয়াজিম, রাজাত্মীয় বর্গ, নাগরিক সম্ভ্রান্তগণ, বৈদেশিক দূতবৃন্দ, রাজ্যের জায়গীরদার,

আমীর, জমিদার, ও পণ্ডিত মণ্ডলী, ভিন্ন ভিন্ন বিভাগীয় কর্ম্মচারীবর্গ শ্রেণী শৃঙ্খলা ব্যবস্থিত অগণ্য যান বাহনারোহণে অবতরণ স্থলে উপনীত হইলেন। সে মহাজনতা সংক্ষুব্ধ তটবিস্তারে ভবানীসহায় প্রতাপের জয় শব্দ বিপুল কোলাহলে সংক্রামিত হইল—তখন ধীর প্রবাহে স্বর্ণ সূত্র রঞ্জিতপ্রান্ত পূর্ণবক্ষ পাইল্ ভরে—একে একে সার্দ্ধশতাধিক অর্ণবপোত অবতরণস্থলে নঙ্গর করিল। ঘোর মিশ্র কোলাহলে সে নদীগর্ভ, ঘাট, রাজপথ, তটবিস্তার প্লাবিত হইল। রক্ত পরিচ্ছদ ভূষিত কলেবরে ধ্বজ শিখরস্থ আন্দোলোপরে মহামতি আগষ্টাস্ বিশাল পঞ্চরঙ্গীন পতাকা হস্তে আবির্ভূত হইলেন। সে শুভ মুহূর্ত্তে অবিশ্রান্ত তোপধ্বনি হইল। সম্বর্দ্ধনা প্রয়াসী রাজপুরুষ, নাগরিক সম্রান্ত, সাধারণ উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে ভবানীসহায় প্রতাপের জয় গাহিলেন। রক্ষী, প্রহরী উন্মুক্ত কৃপাণ শিরোস্পর্শ করিল—সোপাণাগ্রাবস্থিত রাজস্ব সচিব লক্ষ্মীকান্ত যজ্ঞোপবীত জড়িত উচ্চহস্তে আশীর্ব্বাদ সূচনা করিলেন।

তখন ভবানীর বরপুত্র, লোকপ্রিয়তম, উৎকলজেতা যশোহর সূর্য্য-উষ্ণীষ হস্তে অবনমিতমস্তকে আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিলেন। পশ্চাতে সূর্য্যকান্ত, খুলিয়ান, দণ্ডপ্রবর পূর্ণপ্রাণে জয়ধ্বনি করিলেন। বসন্তরায় প্রতাপের উন্মুক্তশিরে জয়মাল্য বেষ্টিত করিলেন, তখন অজস্রধারে দিগ্বিজয়ী বীরগণের কণ্ঠে, শিরে, বক্ষোপরে সহস্র সহস্র প্রীতিমাল্য বর্ষিত হইল।

প্র। তাতঃ! আপনার চিরাকাঙ্খিত ৺গোবিন্দদেব বিগ্রহ ও উৎকলেশ্বর লিঙ্গ আনয়নে সেবক অনুজ্ঞা পালন করিয়াছে।

বসন্তরায় দিগ্বিজয়ী পুত্রকে শিরশ্চুম্বন দ্বারা আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ব। যশোহর বংশের দিগ্বিজয়ী মহাপুরুষ! আজ এ বিয়োগ সন্তপ্ত মহানগরী ধন্য হইল। আর পরাক্রান্ত পুত্রের বিমল যশঃ গৌরবে সার্থক

জীবন মানিলাম। বৎস! যশোহরের আবালবৃদ্ধবণিতা আজ ক্ষণজন্মা মহারথীর দর্শনাকাঙ্খায় উৎকণ্ঠিত।

তখন সূর্য্যকান্ত. দত্তপ্রবর ও ধুলিয়ানকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। আগষ্টাসের বক্ষে হস্তাবমর্ষণ দ্বারা স্নেহ প্রকাশ করিলেন। তখন সে সমবেত জনতা একস্বরে আহ্বান করিল—দিগ্বিজয়ী মহারাজ ও বীরগণ! এ মহানগরী চরণ দর্শনাকাঙ্খায় আকুলিতপ্রাণে অপেক্ষা করিতেছে।

ব। বৎস! নগরময় আকুলপ্রাণে আহ্বান করিতেছে—সর্ব্বাগ্রে অগ্রসর হও।

রাজপুরুষ ও আত্মীয়বর্গের সহিত বসন্তরায় অনুসরণ করিলেন। সর্ব্বাগ্রে কেশবভট্ট পঞ্চরঙ্গীন পতাকা গ্রথিত কণ্ঠ ভল্লশীর্ষে জাহান্দারের চূর্ণ শিরস্ত্রাণ উন্নত রাখিয়াছিলেন। তৎপশ্চাতে বিজয় লব্ধ দ্রব্য সম্ভরা অভ্যর্থনা পরায়ণ দর্শকগণের জয়ধ্বনি সহকারে ভবানী মন্দির লক্ষ্যে নীত হইতেছিল। সে বিজয়ী বীরগণের বলদৃপ্ত মস্তকে অজস্রধারে কুসুম, কুঙ্কুম, ধান্য, দুর্ব্বা, কোকনদ স্তবক বর্ষিত হইল। যশোহররাজ ভবানীদেবী সমক্ষে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত পূর্ব্বক বিজয়লব্ধ. কটক শিল্প বিশদ কালিকামূর্ত্তি তদীয় সন্নিধানে স্থাপন করিলেন। মন্দির প্রদক্ষিণ ও নির্ম্মাল্য গ্রহণান্তর সূর্য্যকান্তের উদ্যান বাসাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তথায় অভ্যর্থনা পরায়ণা সীমন্তিনীগণ অর্ঘ্য বর্ষণে প্রীতি প্রকাশ করিলেন। দীপক্রীড়া কুশলা কুমারীমণ্ডলী আগমণী গানে ভবানীপুত্রের জয় কামনা করিল। দিগ্বিজয়ী মহারাজ সূর্য্যকান্তের দালানে, প্রাঙ্গণে, চত্বরে তোরণ দ্বারে পিতৃব্য প্রমুখ রাজপুরুষবর্গকে অপেক্ষায় রাখিয়া অন্দরে প্রবেশ করিলেন। কাত্যায়নী আনন্দাশ্রু প্লাবিত বক্ষে বন্ধু যুগলকে ধারণ পূর্ব্বক শির চুম্বন করিলেন। কিন্তু সে আয়োজনকারিণী কোথায়? প্রতাপ উৎকণ্ঠিতচিত্তে সূর্য্যকান্তের পানে চাহিলেন।

সু। মা! মহারাজকে অর্ঘ্য প্রদানে সত্বর হও। যাদবী কোথায়?

কা। যাদবী অর্ঘ্য প্রস্তুত করিতেছে।

সে মুহূর্ত্তে যাদবী অর্ঘ্য হস্তে কম্পিত চরণে কক্ষমধ্যে প্রবিষ্ট হইল। আজ সে ইন্দ্রানীবাঞ্ছিত লাবণ্য অর্দ্ধাবগুণ্ঠনে আবৃত কেন? জানু পাতিয়া বদ্ধাঞ্জলি হইয়া অর্ঘ্য প্রদান পূর্ব্বক রাজচরণ স্পর্শ করিল। বাসনা—চরণ স্পৃষ্ট হস্ত মস্তকে অর্পণ করিবে। তখন প্রতাপ ধীরে যাদবীর অবগুণ্ঠনাচ্ছাদিত মস্তকে হস্ত প্রদান পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন।

প্র। যাদবি! অভীপ্সিত বর প্রার্থনা কর। তোমার নিকট প্রতিশ্রুতি ছিল—আজ এ শুভযোগে তাহা পূরণ করিতে ইচ্ছা করি।

যাদবী পাত্রান্তর স্থিত দ্বিতীয় অর্ঘ্য সূর্য্যকান্তের চরণে অর্পণ পূর্ব্বক নিজ মস্তক স্পর্শ করিল। রাজ প্রশ্নের উত্তর দিল না—

প্র। যাদবি! একদিন কোন দ্রব্য প্রার্থনা করিয়াছিলে—স্মরণ হয় কি?

যা। রাজরাজেশ্বর আশ্রিতা দুঃখিনীর প্রগল্‌ভতা মার্জ্জনা করিবেন।

প্র। তোমার প্রার্থনা যোগ্য কোন বস্তু নাই কি? দিগ্বিজয়ী আশ্রয়দাতা গৃহে প্রত্যাগত। জয়মাল্য দানের পরিবর্ত্তে অর্ঘ্য প্রদানের হেতু?

যা। জয়মাল্য এক শ্রেণী প্রস্তুত ছিল।

প্র। রাজাজ্ঞায় সে মাল্য হাজির কর।

যাদবী বহুকাল পরে যশোহররাজের মুখপানে চাহিল—দেখিল—সে আর লোচনে, স্নেহ ও করুণার মিশ্র জ্যোতি ক্রীড়া করিতেছিল—মুখশ্রী পুলকপূর্ণ। ধীর পদে কক্ষ নিষ্ক্রান্ত হইল। অনতিবিলম্বে

সুবর্ণাধারে বিচিত্র গ্রন্থি সন্নিবেশ রচিত, রক্ত চন্দন চর্চ্চিত মনোরম মাল্য রাজ সমক্ষে স্থাপন করিল।

প্র। যাদবি! মাল্য যাহার জন্য প্রস্তুত করিয়াছ—রাজ সাক্ষাতে তাঁহাকে প্রদান করিতে হইবে।—যাদবী সূর্য্যকান্তের পদপ্রান্তে মাল্যাধার রক্ষা করিল—সর্ব্বশরীর এক অননুভূতপূর্ব্ব কম্পনে কম্পিত হইতেছিল। প্রতাপ কোমল কণ্ঠে আহ্বান করিলেন।

প্র। যাদবি! রাজাজ্ঞা সম্যক্ পালিত হইল কি?

যাদবী কাতর দৃষ্টিতে সূর্য্যকান্তের মুখপানে চাহিল—সে শ্যামকান্তি স্নেহ পুলকে ঢল ঢল করিতেছিল—সন্দেহাকুলিত মনে সাহস বাঁধিল; মাল্য কম্পিত হস্তে সূর্য্যকান্তের সম্মুখে ধরিল। রাজবন্ধু অবনমিত শিরে গ্রহণ করিলেন। যাদবী পুনরায় অর্ঘ্য প্রদান করিল।

প্র। পুনরায় অর্ঘ্য প্রদানের হেতু?

যা। ভবানীপুত্র! আশ্রয়দাতার শিরোস্পর্শ করিলে অকল্যাণ হয়।

প্র। অদ্য রাজান্তঃপুরে দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতি পূরণার্থ নিমন্ত্রণ করিলাম। অবিলম্বে রাজশিবিকা প্রেরিত হইবে। বন্ধু মাতা!

তখন রাজপুরুষগণের অভ্যর্থনার্থ কাত্যায়নী গৃহান্তরে কর্ম্মচারী ও দাসদাসীগণের প্রতি উপদেশ দানে ব্যস্ত ছিলেন; প্রতাপের আহ্বানে সত্বর হইলেন।

প্র। বন্ধু মা! অদ্য রাজ শিবিকা প্রেরিত হইবে। যাদবী সমভিব্যাহারে অন্তঃপুরে আনন্দোৎসবে যোগদান করিবার নিমন্ত্রণ করিলাম।

কা। বাবা! দিল্লী যাত্রার পর যে বন্ধুমাতাকে দর্শন দাও নাই, আজ ভাগ্যবলে অনাহুত আগমন করিয়াছ—তোমার যোগ্য আয়োজনের অভাব বলিয়াই কি এত সত্বর প্রস্থানের অভিলাষ করিয়াছ?

প্র। অন্তঃপুরে পুনরায় সাক্ষাত হইবে। কান্তকে অন্ত গৃহে ফিরিতে দিব না।

বন্ধু যুগল এ স্নেহময়ীকে অভিবাদন পূর্ব্বক বিদায় গ্রহণ করিলেন। যাদবী গলদেশে অঞ্চল বেষ্টন পূর্ব্বক বদ্ধাঞ্জলি হইয়া ঊর্দ্ধ দৃষ্টিতে প্রার্থনা করিল—মা যশোহরেশ্বরি! অনাথিনীর অদৃষ্টে এত সম্পদ সহিবে কি? তখন রাজ বহির্গমনে পুনরায় বিপুল জয়ধ্বনি, হস্তী, অশ্বের মিশ্র নিনাদ, যোদ্ধৃগণের দ্রুত ধাবন সঞ্জাত অস্ত্র ঝঞ্চনা, জয়াশীর্ব্বাদ বর্ষণ, দীপ-ক্রীড়া কুশলা কুমারীমণ্ডলীর আগমনী গীতি সহযোগে অভ্যর্থিত হইয়া যশোহররাজ দুর্গাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

অন্তঃপুর

(৩৪)

সে অমরাবতী বিলাস ভূষিত যশোহরান্তঃপুর রাজাত্মীয়া, নাগরিক, সম্ভ্রান্তগণের পরিবারবর্গ, আহুত, অভ্যাগতা মঙ্গলাচরণকল্পিনী সীমন্তিনীগণের শুভাগমনে অপূর্ব্বশ্রী ধারণ করিয়াছিল। প্রতাপ অন্তঃপুরাগত হইলে সে সমবেত মহিলামণ্ডলী ঘন শঙ্খ নিনাদে হুলুধ্বনি যোগে ধান্য, দূর্ব্বা, কুসুম, কুঙ্কুম বর্ষণে বিজয়ী বীরকে আশীর্ব্বাদ করিলেন। শত শত কুমারী দীপ ক্রীড়া প্রদর্শনে আগমনী গীতি গাহিল। তখন মহারাণী প্রমুখ মাতৃকল্পা মহিলাশ্রেণী শান্তি কুম্ভবারি বর্ষণে জয়াশীর্ব্বাদ সূচনা করিলেন। মনোরম বর্ণ বৈচিত্র্যোজ্জ্বল পুষ্পরচিত জয়মাল্য স্তবকে স্তবকে, সে বিজয় দৃপ্ত মস্তকে জড়িত হইল, প্রতাপ অবনমিত শিরে অভিবাদন করিলেন। তৎপরে বয়ঃকনিষ্ঠা সীমন্তিনীগণ মঙ্গল গীতি ধ্বনিতে রাজাবস্থান বেষ্টন পূর্ব্বক অর্ঘ্য প্রদানে সম্বর্দ্ধনা করিলেন।

সর্ব্বশেষে কুমারী মণ্ডলী ঘন আবর্ত্তনে ক্ষিপ্রাঙ্গুলি সঞ্চালনে দীপ ক্রীড়া প্রদর্শন করিল। যশোহররাজ বিশ্রামার্থ পূর্ব্ব পরিচিত শয়ন কক্ষে আগমন করিলেন। মহারাণী অভ্যাগতাগণের পরিচর্য্যা তত্ত্বাবধানে ব্যস্ত। যুবরাজ্ঞী বহুদিন পরে যাদবীকে অন্তঃপুরে প্রাপ্ত হইয়া রাজ সাক্ষাতে আনয়নার্থ আগ্রহাতিশয্য প্রকাশ করিতেছিলেন।

যা। বন্ধু! নিজে অধীরা হইয়াছ অথচ আমাকে রাখিয়া যাইতে পারিতেছ না—তাই কি এত পীড়াপীড়ি করিতেছ?

যু। আমি ত ক্ষণপরেই সাক্ষাত পাইব কিন্তু অগ্র তোমার আশা পূর্ণ করিবার জন্য প্রতিশ্রুত মহারাজকে শেষ নিবেদন জানাইব।

যা। সেই জন্যই ত আহুত হইয়াছি।

যুবরাজ্ঞী বিস্ময়াবেশে যাদবীর কণ্ঠ বেষ্টন পূর্ব্বক সে ফুল্লারবিন্দতুল্য পূর্ণগণ্ড প্রাণ ভরিয়া চুম্বন করিলেন। আজ বহুদিন পরে শতদলে শতদলে মিশিল—একটী অনাঘ্রাত, অপরটী রাজাঘ্রাণ বিলসিত।

যু। বন্ধু! কি জন্য আহুত হইয়াছ বলিবে না? আমি ভাবিয়াছিলাম আজ আমায় মনে পড়িয়াছে বুঝি?

তখন যাদবী প্রমুখাৎ কুসুমোদ্যানে সাক্ষাত দিবসীয় ঘটনা হইতে আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিতেছিলেন। প্রতাপ বিশ্রামার্থ আগত হইলে—মহারাণী নন্দিনী ও নিপুকে পুত্রের পরিচর্য্যার্থ সত্বর হইতে আদেশ করিলেন। নন্দিনী কোমল হস্তে যশোহররাজের পদাবমর্দ্দণে প্রবৃত্তা—এমত সময়ে নিপু ধীর পদে উৎফুল্ল হৃদয়ে সে কক্ষ মধ্যে প্রবিষ্ট হইল। আজ সে তরঙ্গহীন স্রোতে চাঞ্চল্যাভাস লক্ষিত হইতেছিল। প্রতাপ করুণা জড়িত স্বরে আহ্বান করিলেন।

প্র। নিপু! মহিমাময়ি! তোমার পিতৃহত্যাকারীর প্রতিশোধ আংশিক সাধিত—শুনিয়াছ কি?

সে পূর্ণায়ত দেহভার চঞ্চল হইল। উচ্ছ্বাসিত হৃদয়ে আকুল ক্রন্দনে নিবেদন করিল।

নি। বঙ্গের ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ! আশ্রিতা দুঃখিনীর অশ্রুজল ভিন্ন রাজঋণ পরিশোধের দ্বিতীয় উপায় নাইত?

প্র। নন্দিনি! শঙ্করের বৈঠকে রাজবন্ধুর সাক্ষাত পাইব। ভুবনেশ্বর ক্ষেত্র জয়ের নিদর্শন খাঁজাহানের পুত্র জাহান্দারের চূর্ণিত শিরস্ত্রাণের সহিত আগমণের অনুরোধ জ্ঞাপন কর।

নন্দিনী দুর্গোত্তর প্রান্তস্থ শঙ্করের পূর্ব্বপরিচিত বৈঠকাভিমুখে যাত্রা করিল।

প্র। নিপু! তুমি রাজার নিকট ঋণী নহ; প্রতাপ তোমার নিকট অশেষ ঋণে আবদ্ধ, আজ সে ঋণ শোধের সূচনা মাত্র।

নি। ভবানীপুত্র! এই গুণেই ভবানী আপনার সহায়। কিন্তু আশ্রিতার নিকট ঋণ শুনিলে ব্যক্তি বিশেষে সমালোচনা করিতে পারে।

প্রতাপ বুঝিলেন নন্দিনীর সাক্ষাতে একথা উত্থাপন করিয়া ভাল করেন নাই।

প্র। বাল্য সহচরের অনুরোধ—স্বোপার্জ্জিত বিজয় লব্ধ অর্থ হইতে তোমার ঋণ শোধ করিব।

নি। রাজন্! অর্থে আমার প্রয়োজন? আশ্রিতা অনাথিনী লুব্ধা নহে।

প্র। নিপু! ভবিষ্যৎ চিন্তা মনুষ্য মাত্রেরই প্রয়োজন।

নি। মহারাজ! রাজনীতি তত্ত্বে প্রবোধিত করিবার আবশ্যক? আশ্রিতার হৃদয়ে অতীত বাল্যচিন্তা অপেক্ষা ভবিষ্যৎ চিন্তা গুরুতর বিবেচিত হয় না।

প্র। মহিমাময়ি! এ মহাপ্রাণতা চিরদিন কি সমস্রোতে এক

অনির্দ্দিষ্ট সাগর প্রত্যাশায় বহিয়া পরিণামে সংসার মরুতে নিঃশেষিত হইবে ?

নিপু হতাশের হাঁসি হাঁসিল, কোমল স্বরে বলিল—

নি। দিগ্বিজয়ী মহাপুরুষ! অধিনীর সাগর নির্দ্দিষ্ট নহে—এধারণা জন্মিবার কারণ ? অতীত, বর্ত্তমান ও ভবিষ্যতে অনাথিনীর একই আশ্রয় ছিল, আছে এবং থাকিবে। বাল্যসহচর! এ নূতন উদ্বেগের কারণ ? -

প্র। যদি আশ্রয়ই নির্দ্দিষ্ট থাকে মনোবৃত্তি নির্দ্দিষ্ট আছে কি ?

প্রতাপ মনে ভাবিলেন—আজ বঙ্গের সপ্ত সমুদ্র মন্থন করিব—দেখিব—বাল্যসহচরি! তোমার হৃদয় কোন্ সমুদ্রে নিহিত।

নি। অনির্দ্দিষ্ট বোধ কিসে হইল ?

প্র। বাল্যে, কৈশোরে, যৌবনে কখনই প্রতাপের নিকট কোন ভাব গোপন কর নাই; চিরদিন ভ্রাতা ভগ্নীর ন্যায় স্নেহ বন্ধনে আবদ্ধ। কিন্তু নিপু! যে ব্যক্তি রাজনীতি ক্ষেত্রের অদ্বিতীয় সন্ধানী হইতে ইচ্ছা করে, তাহার পক্ষে সংসার নীতির জটিলতা আবিষ্কার প্রথম কর্ত্তব্য। তোমার ভবিষ্যৎ ধারণা বাল্য সহচরের নিকট গোপন করিতেছ এই জন্যই বোধ হয় বাল্যসহচরের প্রতি পূর্ব্বভাবের নির্দ্দিষ্টতা নাই।

এ অভাবনীয় পরিষ্কার প্রশ্নে নিপু স্তম্ভিত হইল কিন্তু ধীর দৃষ্টি প্রতাপের মুখপানে উঠাইল।

নি। রাজন্! আশ্রয় দাতা! নিপুর উত্তর শুনিয়াছেন ত ?

প্র। নির্দ্দিষ্ট প্রশ্নের অনির্দ্দিষ্ট উত্তর নিপুণিকায় কৌশল মাত্র।

নি। ভবানীপুত্র! সংসার নীতি ক্ষেত্রেও আপনি মহাপুরুষ সন্দেহ নাই কিন্তু অদ্য আশ্রিতাকে ক্ষমা করিতে হইবে। সময়ান্তরে নিবেদনের প্রয়াস পাইব।

প্র। নিপু! এ বালকের স্তোক কোথায় শিখিয়াছ ?

নি। মহারাজ! অধিনী, রাজ্যেশ্বর আশ্রয়দাতার সহিত ক্রীড়া প্রয়াসিনী নহে। বাল্যকাল বহুদিন অতীত হইয়াছে ত!

প্র। মহিমাময়ি! তুমি ক্ষুব্ধা হইলে যশোহরান্তঃপুর শ্রীহীন হইবে। আমার জিজ্ঞাসার উদ্দেশ্য—দুর্বোধ্য উত্তরে সন্দেহ বর্দ্ধনাপেক্ষা পরিষ্কার অভিব্যক্তি শ্রেয়ঃ নহে কি।

নি। অধিনীর যে করুণাময় আশ্রয় ছিল, যাহা বর্ত্তমান—জীবনান্ত ব্যতীত তৎপরিত্যাগ চিন্তায়—মুহূর্ত্ত জন্যও প্রস্তুত নহি।

প্র। নিপু! চিরস্নেহ প্রবণ হৃদয় তৃপ্ত হইবার যোগ্য উত্তর হইল কি?

নি। স্নেহ প্রবণতা—যোগ্যতা অযোগ্যতার উপর নির্ভর করে না।

প্র। বুঝিয়াছি—তুমি না বলিয়াছিলে বাল্যসহচরীকে অবিশ্বাস করিয়াছিলাম। এক্ষণে দেখ দেখি ভাবান্তর কাহার?

নি। আশ্রয়দাতা প্রভু! ভাবান্তর নহে—নির্দ্দেশ।

প্রতাপ অসহিষ্ণু চিত্তে আহ্বান করিলেন—

প্র। নিপু! প্রাণাধিকে! যাহা জিজ্ঞাসা করি, উত্তর দিবে কি?

নি। চিরদিন দিয়াছি—আজ অবিশ্বাস হইতেছে কেন?

প্র। ক্রমে জটিলতা বর্দ্ধনে প্রয়াস পাইতেছ, এই জন্য।

নি। রাজন্! অধিনী আজ্ঞা পালনে প্রস্তুত। সাধ্যমত উত্তর প্রদানে কুণ্ঠিত হইবে না।—প্রতাপ মর্ম্মস্পর্শী দৃষ্টিতে নিপুণিকার সে পূর্ণায়ত লাবণ্য বিভাসিত মুখপানে চাহিলেন—স্থির, স্নিগ্ধ, অচঞ্চল।

প্র। বাল্যকালে তোমার হৃদয়ে কোন কামনা ছিল না কি?

নি। ছিল বৈ কি?

প্র। সম্যক্ উত্তর হইল কি?

নি। রাজন্! আশ্রয়দাতা! প্রভু! সকল হৃদয়েই বাসনা আছে। রাজনীতি ক্ষেত্রের পররাষ্ট্র লিপ্সার নাম দিগ্বিজয় কিন্তু সংসার

নীতি ক্ষেত্রে পরস্ব চিন্তার নাম পাপ, অশ্রদ্ধা, ঘৃণা। আর শুনিয়া কি হইবে ? অধিনীর নিবেদন—আজ মার্জ্জনা করুন।

এ উত্তরে প্রতাপ স্তম্ভিত হইলেন কিন্তু কোমল স্বরে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন—

প্র। মহিমাময়ি! তোমার উত্তরে সাগরের অস্তিত্ব নির্দ্দিষ্ট হইল কিন্তু অবস্থান নির্দ্দেশ হইল না ত ?

নি। সবই নির্দ্দেশ হইয়াছে। আর শুনিলে আপনার সাধনায় বিঘ্ন হইবে। এ বঙ্গের অসংস্করণীয় ক্ষতি হইবে।

প্র। স্নেহময়ি! আমি শুনিব। লক্ষ অশনি সম্পাতের অভিশাপ হইলেও ভবানীপুত্র ভীত নহে।

নি। প্রভু! যে বাসনা বাল্যে অঙ্কুরিত হইয়াছিল—সহস্র হৃদয় শোণিত সেচনে তাহার পরিপুষ্টতা ভিন্ন উৎসাদন হইল না ত। মরিলেও হইবে কিনা কে জানে ?

প্র। বাল্য সহচরি! যশোহরের অতুল সম্পদ, দিগ্বিজয়ী ক্ষমতা, অদ্বিতীয় সম্মান সহায়ে সে বাসনা প্রতাপ পূর্ণ করিতে অক্ষম কি ?

নি। ভ্রান্ত সহচর! বাসনা থাকিলেই কি তাহা পূরণের প্রয়াস সংসার নীতিতে মনুষ্যের কর্ত্তব্য ?

প্র। তাহা যথার্থ নহে কিন্তু আমি শুনিব।

নি। বুঝিলাম, আশ্রিতার অদৃষ্টের শেষ সম্বল—রাজ চরণ দর্শন—আজ ডুবিল। প্রতাপ এ উত্তরে স্তম্ভিত হইলেন। লক্ষ বাড়ব দর্পে সে সমুদ্র সংক্ষুব্ধ হইল। মনে মানিলেন—মহিমাময়ি! সংসার নীতিতে তোমার নিকট শিক্ষার বিষয় বিস্তর আছে। তখন কোমলতর স্বরে ফিরাইলেন—

প্র। নিপু! আর শুনিতে চাহি না। যাহা বুঝিবার এতদিন সম্যক্ ধারণা না থাকিলেও আজ বুঝিলাম। স্নেহাশ্রিত সহচরের

সংসারনীতি শিক্ষয়িত্রি! যেন জীবিতমানে তোমার করুণায় বঞ্চিত না হই—এই প্রার্থনা।

নি। প্রভু! অধিনীর কামনা—যেন বঙ্গের মহাপুরুষের চক্ষে পরস্ব-লোভী বলিয়া বিবেচিত না হই।

প্র। নিপু! প্রাণাধিকে! চিরদিন এ কৃতজ্ঞ হৃদয়ে সর্ব্বস্ব—দায়িনী দেবী প্রতিমা স্থানে পূজিত হইবে।

সে উচ্ছ্বাস নিপু সামলাইতে পারিল না—আকুল ক্রন্দনে বলিল—

নি! প্রাণাধিক! তবে এস! কর্ত্তব্য ক্ষেত্রে অগ্রসর হই; প্রতিজ্ঞা কর, সংসার নীতির এ আবর্ত্তন ভুলিবে।

প। ভুলিতে পারিব কি? মানুষের হৃদয়! অসাধ্য! তবে প্রতিজ্ঞা করিলাম—যেমন ছিলাম তেমনি থাকিব।

নি। ভবানীপুত্র! আশ্রিতপালক! এ বদান্যতা চিরদিন নিপুণিকার দেবার্চ্চন মন্ত্রের সহিত সমাসনে স্থান প্রাপ্ত হইবে।

প্র। সর্ব্বার্থ দায়িনি! আজিকার কর্ত্তব্য সূর্য্যকান্তের হস্তে বাদবী প্রদানের আয়োজন।—তখন ধীর পদে জাহান্দারের শিরস্ত্রাণ হস্তে সূর্য্য-কান্ত রাজ কক্ষে প্রবেশ পূর্ব্বক অভিবাদন করিলেন—পশ্চাতে নন্দিনী।

নি। মহারাজ! এ বিজয় নিশান ভবানীমন্দিরে সংরক্ষিত হইবার অনুজ্ঞা প্রার্থনা করি।

প্র। নন্দিনি! চণ্ডালিনী প্রধানাকে আহ্বান কর। কান্ত! বন্ধুর বৈঠকে কোন্ বিষয় আলোচনা হইতেছিল?

সূ। উৎকল সম্বন্ধীয়। তৎপরে শুনিলাম—রাঢ় রাজন্যবর্গের সহিত রাজস্ব সচিবের মতভেদ উপস্থিত হওয়ায় তথায় দূত প্রেরিত হইয়াছে।

প্র। বাণিজ্য শুল্ক সম্বন্ধীয় বলিয়া বোধ হয়।

সূ। তাহাই যথার্থ।

সে সময়ে চণ্ডালিনী প্রধানা দ্বার দেশে হাজির হইল, ভূমি চুম্বিত শিরে অভিবাদন করিল।

প্র। করালি! ভুবনেশ্বর জয়ের নিদর্শন জাহান্দারের শিরস্ত্রাণ ভবানীমন্দিরে রক্ষিত হইবে। তোমার অধীনস্থাগণের সহিত একত্রে উৎসব সহকারে একার্য্য সমাধা করিবে।

সূর্য্যকান্ত করালীর হস্তে সে শিরস্ত্রাণ অর্পণ করিলেন। চণ্ডালিনী প্রধানা অভিবাদনান্তর বিদায় গ্রহণ করিল।

প্র। কান্ত! চল, মহারাণীর পদধূলি লইবে। নন্দিনি! তিনি নিজ প্রকোষ্ঠে আছেন বোধ হয়?

নন্দিনী ত্বরিত পদে গৃহ নিষ্ক্রান্ত হইল। যশোহররাজ বন্ধু সহ মাতৃ প্রকোষ্ঠাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। নিপুণিকা ধীর গতিতে অনুসরণ করিলেন। অলিন্দোপরে প্রকোষ্ঠাভিমুখিনী মহারাণীর সাক্ষাত মিলিল।

প্র। মা! কান্ত আসিয়াছে। যাদবীর বাক্‌দান সমাধার্থ উভয়কেই এ শুভদিনে নিমন্ত্রণ করিয়াছি।

ম। প্রতাপ! এ কেমন নিমন্ত্রণ? আমি ইহার বিন্দু বিসর্গ অবগত নহিত?

প্র। এক্ষণে সবই নিবেদন করিলাম। আপনার আদেশে নিমেষ মধ্যে আয়োজন হইতে পারে।

ম। বাছা! তোমার বাল্যকাল হইতে সকল বিষয়েই এইরূপ ব্যস্ততা দেখি, এখন রাজ্যেশ্বর হইয়াও—সে ভাবের অন্যথা হইল না ত?

প্র। আপনার নিকট চিরদিন যে নির্ভরে মানুষ হইয়াছি—আশীর্ব্বাদ করিবেন, যেন সে নির্ভরতা চিরদিন সমান থাকে।

ম। নিপু! আমার কন্যা কোথায়?

নি। যাদবীর সহিত উৎসব প্রাঙ্গণে কথোপকথনে নিযুক্তা আছেন।

ম। দুইজনকেই আমার স্মরণ জ্ঞাপন কর। নন্দিনি! যে স্থানে মঙ্গল ঘট প্রতিষ্ঠা হইয়াছে—তথায় কাত্যায়নীর সাক্ষাত পাইবা—আমার স্মরণ জানাইবে।

অনতিবিলম্বে সহচরীগণের আহ্বানে সে উৎসব পরায়ণা সীমন্তিনীগণ যাদবীকে বেষ্টন পূর্ব্বক ঘন হুলুধ্বনি সহযোগে মহারাণীর প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইলেন। এক পট্টাসনে যাদবী ও সূর্য্যকান্তকে স্থাপন করিলেন। কাত্যায়নী উভয়ের হস্ত মিলিত করিলেন। মহারাণী প্রমুখ মহিলা মণ্ডলী ধান্য, দুর্ব্বা বর্ষণে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

ম। অদ্য হইতে পঞ্চম দিবস মধ্যে শুভক্রিয়া যথারীতি সম্পন্ন হইবে। যাদবীকে ভবানীপুত্রের ভগ্নীরূপে আমার কন্যার ন্যায় সূর্য্যকান্তের হস্তে সম্প্রদান করিব। মধ্যবর্ত্তী কয়েকদিন আমার নিকট অবস্থান করিবে।

তখন অজস্রধারে কুসুম, কুঙ্কুম বর্ষিত হইল। সূর্য্যকান্ত পূজনীয়গণের চরণ বন্দনান্তর প্রতাপের নিকট বিদায় লইলেন। এতক্ষণে প্রতাপ নিজ চিন্তার অবসর প্রাপ্ত হইলেন—আকুল হৃদয়ে নিজ শয়ন কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

ভাগিরথী বাণিজ্য

(৩৭)

যশোহর প্রত্যাগমনের পর অষ্টম দিবসে সেই পরিচিত দেওয়ান খানায় দরবার বসিয়াছে। বাণিজ্য শুল্ক সম্বন্ধীয় বিসম্বাদের কর্ত্তব্যা—কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইবে। লক্ষীকান্ত সিংহাসন বাম পার্শ্বে দণ্ডায়মান, বহুতর ছাড়, ফরমান্, নিয়োগ পত্র, নক্সা, সম্মুখস্থ বেদী পৃষ্ঠে স্তূপীকৃত। দক্ষিণ পার্শ্বে শঙ্কর—একে একে রাজসমক্ষে কাগজাদ্ বুঝাইতেছিলেন। ক্ষণপরে প্রতাপের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লক্ষীকান্তের মুখপানে নিবিষ্ট হইল। ধীর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন।

প্র। লক্ষীকান্ত! কাহার অনুজ্ঞায় রাঢ় রাজন্যবর্গের নিকট দূত প্রেরিত হইয়াছিল?

ল। মহারাজের অনুপস্থিতি জ্ঞাপনার্থ এবং অবরুদ্ধ বণিক চতুষ্টয়ের মুক্তি সাধন হেতু অধীন দূত প্রেরণ করিয়াছিল।

প্র। প্রত্যেক বৈষয়িক ও সামরিক কর্ম্মচারী স্মরণ রাখিবেন যে—রাজানুমতি গ্রহণ ব্যতীত পররাষ্ট্রনীতিতে অগ্রসর হওয়া কর্ত্তব্য নহে। রাঢ় দেশীয় বণিক সম্প্রদায়ের প্রয়োজন বশতঃই রাজন্যবর্গ এরূপ অবিমৃষ্য-কারিতায় সাহসী হইয়াছেন।

শঙ্কর রাজপরিচ্ছদাগ্র চুম্বনান্তর নিবেদন করিলেন।

শ। মহারাজ! ছাপঘাটি মোহনা হইতে সাগর সঙ্গম পর্য্যন্ত ভাগিরথী বাণিজ্য অদ্য চতুর্দ্দশ বৎসর যাবত যশোহরের আয়ত্ত। স্বদেশীয় বণিকগণের শুল্ক মহকুপের হেতুবাদে—রাঢ় প্রবাসী যশোহরের প্রজা বণিক চতুষ্টয়কে রাজন্যবর্গ অবরুদ্ধ করিয়াছেন।

প্র। রাঢ় প্রত্যাগত দূতকে হাজির করুন।

শঙ্করের ইঙ্গিতে নকীব উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করিল। অনতিবিলম্বে রাজপুরুষ শ্রেণীর পশ্চাদ্ভাগ হইতে বলিষ্ঠ গঠন, দীর্ঘকায় বল্লভ ভট্ট রাজ সমক্ষে অবনত জানু হইয়া ভূমি চুম্বিত মস্তকে অভিবাদন করিলেন।

প্র। দূত! রাঢ় রাজন্যবর্গ কোন্ উত্তর প্রদান করিয়াছেন?

দূ। সে গর্ব্বিত ব্যবহার মহারাজের গোচর করিতে ঘৃণা ও ক্ষোভে হৃদয় পূর্ণ হয়।

প্রতাপের অনিন্দ্য সুন্দর মুখশ্রী চঞ্চল শোণিতে রক্তবর্ণ ধারণ করিল। কর্ণস্থ কুণ্ডল কম্পিত হইল। চক্ষে বিদ্যুতাগ্নি জ্বলিল—দৃঢ়স্বরে আহ্বান করিলেন—

প্র। যশোহরের সেনাপতিগণ! প্রত্যেক রেশালা, পায়েগা, বিভাগ ও অবস্থান হইতে অর্দ্ধাংশ সৈন্য সপ্তাহ মধ্যে রাজ সহযাত্রীত্বে আদিষ্ট হইল। গর্ব্বিত রাঢ়কে সপ্তবার সমুদ্রজলে ডুবাইব—তবে আমার নাম ভবানীসহায় প্রতাপ। দূত! কোন্ কোন্ ভৌমিক এ রাজন্য সংশ্রবে লিপ্ত আছেন।

দূ। দিনাজপুর, বিষ্ণুপুর, তাহিরপুর, ভাওয়াল ও শ্রীপুর (বিক্রমপুর)

শ। মহারাজ! দূত কথিত পূর্ব্ববঙ্গের সহায়তাই রাজন্যবর্গের দর্প স্ফূর্ত্তির কারণ।

প্র। বন্ধু! মদন, রূডা, প্রতাপসিংহ, সুন্দর, মাহীউদ্দীন হুক্কল্যার্থা ও মোয়াজিম স্ব স্ব সৈন্য সহিত সপ্তাহ মধ্যে প্রস্তুত হইবেন।

তখন সূর্য্যকান্ত, হায়দার, আগষ্টাস, ধুলিয়ান্ যুগপথ গাত্রোত্থান করিলেন। প্রতাপ ধীর স্বরে বলিলেন—

প্র। রাজবন্ধু! আপনি অদ্য দিবসদ্বয় মাত্র বিবাহিত। রক্ষা সূত্র হস্তে বিদেশ যাত্রা আচার বিরুদ্ধ।

সু। রাঢ় ও পূর্ব্ববঙ্গীয় বীরগণ! যশোহর সেনাপতিকে ভীরুতার অপবাদ প্রদান করিবে। লক্ষ বিপদেও সে অপবাদ সংগ্রহে দিগ্বিজয়ী যশোহর রাজের প্রধান সেনাপতি প্রস্তুত নহে।

প্র। যশোহরের জয় স্তম্ভ! তোমার জীগীষার অন্তরায় হইব না। আগষ্টাস্! মোগল বিজয়ী মহাপুরুষ! আমার সেনাপতিগণকে আহত অবস্থায় যুদ্ধান্তরে প্রেরণের আবশ্যকতা বোধ করিনা।

আ। চণ্ডীখানের পরাক্রান্ত ঈশ্বর! যদি আহত সেনাপতিগণকে অকর্ম্মণ্য বোধে পরিত্যাগ করেন—সে স্বতন্ত্র কথা, আর যদি বিশ্রামার্থ অবকাশ প্রদানের অনুমতি হয়—যোদ্ধার পক্ষে ললাটের ঘর্ম্ম মোচন সময়ই যথেষ্ট অবকাশ।

প্র। আগষ্টাস্! তোমার অনুরোধ রক্ষায় অসমর্থ হইলাম। বিশেষ এখনও ভারপ্রাপ্ত আয়োজনের আংশিক কার্য্য অবশিষ্ট। যশোহর অরক্ষিত থাকাও কর্ত্তব্য নহে।

আ। মহারাজ! অধীনের প্রতি কর্ত্তব্যচ্ছলে দণ্ড বিধান হইল।

মহামতি ফ্রান্সিস্ আহত ভ্রাতাকে সহযাত্রী হইতে নিরস্ত করিলেন।

প্র। ধুলিয়ান! মোয়াজিমের স্থলে চক্রশ্রী শাসন ভার তোমার প্রতি অর্পিত হইল। রাজ জামাতা! বন্ধুর উপদেশানুযায়ী অবশিষ্ট কার্য্য সমূহ প্রত্যাগমন পূর্ব্বে সম্পাদন করিবেন। হায়দার! পাঠান কুলরত্ন! মাতলা দুর্গ নির্ম্মাণ কার্য্য অবিলম্বে সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক—এই কর্ত্তব্য পরিত্যাগে সহযাত্রী হইতে নিষেধ করি।

সমর সচিব রূপরাম বিনয়গর্ভ বচনে নিবেদন করিলেন—

রূ। রাজন্! দূরবর্ত্তী বিভাগ সমূহের সৈন্যাহ্বান পরিবর্ত্তে উপস্থিত সৈন্যসংখ্যার ত্রি চতুর্থাংশ রাজ সহযাত্রীত্বে আদিষ্ট হইলে—সত্বরতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হইতে পারা যায়।

প্রত্যেক বিভাগে নূতন সংগ্রহ দ্বারা আবশ্যকতা পূরণে আজ্ঞা হউক।

প্র। নববিধানানুমোদিত অষ্টাবিংশ সহস্র, নগর রক্ষী ত্রি সহস্র, এবং রাজরক্ষী দ্বি সহস্র অশ্বারোহী মধ্যে প্রথমোক্ত বিংশ সহস্র ও রক্ষী দ্বি সহস্র রাঢ় যাত্রায় প্রস্তুত হইবে। বর্ত্তমান অশ্বারোহী সংখ্যা বৃদ্ধির প্রয়োজন নাই। মদনের অধীনস্থ ত্রিংশৎ সহস্র ঢালি সৈন্য মধ্যে দশ সহস্র রাজ্যের নানাস্থানে অবস্থাপিত। আমার বিবেচনায় উপস্থিত বিংশ সহস্র রাজানুগামী হওয়া প্রয়োজন। সমর সচিব! বিংশ সহস্র ঢালি সৈন্য বৃদ্ধি করিতে আদিষ্ট হইলেন, পার্ব্বতীয় সৈন্য পঞ্চ সহস্রও তীরন্দাজ দ্বাদশ সহস্র রাজ সহযাত্রীত্বে আদিষ্ট হইল। পূর্ব্ববিভাগপতি রঘুরামের প্রতি আদেশ প্রদান করিবেন যে—তদধীনস্থ পঞ্চসহস্র পার্ব্বতীয় সৈন্য অবিলম্বে যশোহরে প্রেরণ ও অভিনব দশ সহস্র গ্রহণ দ্বারা নিজাবস্থান সতর্কতার সহিত রক্ষা করেন। পূর্ব্ববঙ্গীয় প্রতিনিধি দাদামহাশয়ের অষ্টসহস্র মিশ্র সৈন্যস্থলে দ্বাদশ সহস্র পূর্ণ করিবার অনুমতি প্রদত্ত হইল। চক্রশ্রী সৈন্যাবস্থানে ত্রি সহস্র অভিনব সৈন্য সংগৃহীত হইবার আদেশ হইল। ফ্রান্সিসের অধীনস্থ অষ্ট সহস্র ফেরঙ্গও বঙ্গীয় মিশ্রবন্দুক-ধারী ও ত্রি সহস্র পর্টুগীজ গোলন্দাজ সার্দ্ধশত সংখ্যক তোপ সহায়ে অভিযানে প্রস্তুত হইবে। অবশিষ্ট বন্দুকধারী ও গোলন্দাজ আগষ্টাসের অধীনে যশোহর রক্ষায় নিযুক্ত থাকিবে। রয়াজিৎ! বন্ধুর উপদেশানুযায়ী রসদ সংগ্রহে তৎপরতা প্রকাশ করিলে সন্তুষ্ট হইব। কেশবভট্ট! রাজপ্রসাদ প্রদান কর। এ সঙ্কেতে সে নির্ব্বাচিত সেনাপতিগণ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক মর্য্যাদানুরূপ অগ্রপশ্চাতে রাজহস্ত চুম্বন করিলেন। কেশবভট্ট প্রদত্ত রাজপ্রসাদ—জয়মাল্য ও তরবারি গ্রহণান্তর ভৈরবহুঙ্কারে জয়ধ্বনি করিলেন।

শ। মহারাজ! ভাগিরথীর বাণিজ্যাগম নিরাপদ করণার্থ তত্তীরে

কোন সৈন্যাবস্থান নির্ম্মাণ একান্ত প্রয়োজন। আদেশ হইলে—অবিলম্বে কার্য্যারম্ভ হইতে পারে।

প্র। অবস্থান নির্দ্দেশ পূর্ব্বাহ্নেই প্রয়োজন; কিন্তু বাণিজ্য রক্ষা কল্পে ভাগিরথীতটে দুর্গ নির্ম্মিত ও নৌসেনা রক্ষিত হইলেও মধ্যপ্রদেশ নিরাপদ রক্ষা হেতু স্বতন্ত্র দুর্গ প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। রাজস্ব ও বাণিজ্য বিভাগ পৃথক্ রক্ষাই সম্যক্ প্রশস্ত।

শ। বাণিজ্য সম্বন্ধীয় প্রতিনিধির অবস্থান জন্য সালিখা জনপদে এবং মধ্য প্রদেশ প্রতিনিধির জন্য নৈহাটী সন্নিকটে পৃথক দুর্গ নির্ম্মাণ হইলে—প্রয়োজনানুসারে পরস্পর সহায়তা পাইতে পারেন।

প্র। জগৎ সহায়! বন্ধুর উপদেশানুসারে গৌড় দুর্গের অনুকরণে এতদুভয় স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণের আদেশ প্রদত্ত হইল। কতদিনে সমাধা করিতে সক্ষম হইবে?

জ। মহারাজের আশীর্ব্বাদে প্রত্যাগমন সময়ের মধ্যে সমাধান না হইলেও সৈন্যবাসোপযোগী করিতে সক্ষম হইবার আশা করি।

শ। সালিখা-দুর্গ—বণিকবন্ধ ও নৈহাটী দুর্গ—জগৎবল নামে অভিহিত হইবে।

প্র। লক্ষ্মীকান্ত! রাজস্ব সম্বন্ধীয় সমগ্র ভার তোমার উপর অর্পিত হইল। বিশেষ বিবেচনার সহিত কার্য্য করিবে। কোন বিষয় দুর্ব্বোধ্য হইলে বন্ধুর নিকট উপদেশ লইবে।—লক্ষ্মীকান্ত রাজপরিচ্ছদাগ্র চুম্বনান্তর বিনম্র বচনে নিবেদন করিলেন—

ল। প্রভু! নববিধানানুমোদিত কার্য্যপ্রণালীর ব্যয় গৌড় কোষ হইতে এবং পররাষ্ট্র সম্বন্ধীয় ব্যয়-বিক্রম ভাণ্ডার হইতে সমাধা হইতেছে। পূর্ব্ব বিধানানুযায়ী রাজস্ব কিশোরী ভাণ্ডারে গৃহীত হয়। স্বরাষ্ট্র বিভাগীয় ব্যয় কিশোরী ভাণ্ডার হইতেই প্রদত্ত হইতেছে।

প্র। স্বরাষ্ট্র বিভাগীয় আয় ব্যয় যে ভাবে কিশোরী ভাণ্ডারের আয়ত্তাধীনে রক্ষিত আছে তাহাই প্রশস্ত। গৌড় কোষ হইতে রাজ্য দৃঢ়ীকরণ ও দুর্গাদি নির্ম্মাণ সম্বন্ধীয় যে ব্যয় হইতেছে তাহার হিসাব পৃথক রাখিবে। স্বর্গীয় মহারাজের খাস ভাণ্ডার (বিক্রম ভাণ্ডার) হইতে যে পররাষ্ট্র সম্বন্ধীয় ব্যয় নির্ব্বাহ করিতেছ—সে ব্যয়িত অর্থ—পররাষ্ট্রলব্ধ অর্থজাত হইতে পুনঃ পূর্ণ করিয়া অবশিষ্ট নব প্রতিষ্ঠিত অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারে মজুত রাখিবে। বসন্ত নিলয়ের অর্থ পিতৃব্যদেবের নিজস্ব। রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধে তাহাতে হস্ত ক্ষেপের প্রয়োজন নাই। উহা প্রধানতঃ তাঁহার ধর্ম্মকার্য্যে সহায়তা কল্পে ব্যবহার হইবে।

শ। মহারাজ! পররাষ্ট্র অর্থাগমে অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার এক্ষণে গৌড় কোষ এবং বিক্রমভাণ্ডার ব্যয়িত অর্থজাত পূরণে সক্ষম।

প্র। উভয় কোষাগার ব্যয়িত অর্থ পূরণপূর্ব্বক রাঢ় যাত্রার ব্যয় ভার বহনে নব প্রতিষ্ঠিত অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার সক্ষম হইবে কি?

শ। বর্ত্তমান অভিযান স্বরাষ্ট্র বিভাগীয় বাণিজ্য রক্ষা কল্পে আদিষ্ট হইতেছে। সুতরাং এ ব্যয় ভার কিশোরী ভাণ্ডার হইতে প্রদত্ত হওয়াই সঙ্গত।

প্র। এ বিষয়ে রাজস্ব ও সামরিক কর্ম্মচারী বর্গের মতামত জানিতে ইচ্ছা করি।

সে দরবারে এ প্রস্তাব সম্যক্ সমর্থিত হইলেও—সমর সচিব রূপরাম বসু কোন সদুত্তর প্রদান করিলেন না, প্রতাপের ললাটস্থশিরা স্ফীত হইল। বহু আয়াসে আত্মসংবরণ করিলেন।

প্র। বন্ধু! গৌড়কোষ ব্যয়িত অর্থ অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার হইতে পূরণ করিবেন, এবং অবশিষ্ট অর্থ জাত হইতে বর্ত্তমান অভিযান ব্যয় প্রদান করিবেন। বিক্রমভাণ্ডার ব্যয়িত অর্থ আপাততঃ পূরণের প্রয়োজন নাই। যশোহরের সেনাপতি উৎকলজেতা বীরগণকে

উপযুক্ত পুরস্কার প্রদানের ব্যবস্থা রাঢ় অভিযানের পূর্ব্বেই সম্পন্ন করিবেন। ব্যয় ভার বিক্রমভাণ্ডার হইতে গৃহীত হইবে।

সূর্য্যকান্ত অবনমিত শিরে রাজপরিচ্ছদাগ্র চুম্বন করিলেন। ভবানী—পুত্র দরবার ভঙ্গের অনুমতি প্রদান পূর্ব্বক বিশ্রাম মন্দিরাভিমুখে এবং অভিযান আদিষ্ট বীরগণ স্ব স্ব কর্ত্তব্যে অগ্রসর হইলেন। গুরুগম্ভীরে এক পঞ্চাশৎ সংখ্যক তোপধ্বনি সহ দরবার ভঙ্গ হইল। উপর্য্যুপরি নহবতের সেলামী পড়িল।

রাঢ় ও পূর্ব্ব-বঙ্গ

(৩৬)

অবরুদ্ধ বিষ্ণুপুর রাজদুর্গের শিখর দেশে লোহিত পতাকা উড়িতেছিল, সমবেত রাঢ় রাজন্য সম্প্রদায় প্রতাপের অভিযান বার্ত্তা শ্রবণে পূর্ব্ব বঙ্গের সাহায্য প্রাপ্তি সত্বরতা হেতু উপর্য্যুপরি দূত প্রেরণ করিতেছিলেন। সে সাহার্য্য উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই ক্ষিপ্র কর্ম্মা প্রতাপ সেনাপতিগণ অপ্রতিহত গতিতে রাঢ় প্রবিষ্ট হইলে, রাজন্য বর্গ দুর্গাশ্রয়ই শ্রেয়ঃ মনে করিয়াছিলেন। দুর্গ মধ্যে ত্রিংশৎ সহস্র মিশ্র সৈন্য অতর্কিত আক্রমণ নিবারণ কল্পে সতর্ক প্রহরায় অনিদ্র। বুরুজে, চত্বরে ভীমদর্শন কামান রাজি বেষ্টনকারী অবরোধক সৈন্য মণ্ডলীকে ভ্রুকুটী করিতেছিল। অতি প্রত্যুষে অবরোধক সৈন্য শ্রেণী চাঞ্চল্য লক্ষিত হইল। মুহূর্ত্ত মধ্যে এ সংবাদ বিষ্ণুপুরাধীপের কর্ণ গোচর হইল। পরিখা তীর শীর্ষস্থ প্রহরী সংখ্যা বৃদ্ধির আদেশ প্রদানান্তর সসজ্জ বিক্রমে চত্বরোপরে সৈন্য স্থাপনার্থ অগ্রসর হইলেন। ধীর দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিলেন—দক্ষিণাভিমুখ দুর্গের সম্মুখস্থ বিস্তৃত প্রান্তরে কুট যোদ্ধা ফেরঙ্গপতি রুডার গোলন্দাজ সৈন্য কৃত্রিম উত্থান নির্ম্মাণ পূর্ব্বক তৎপৃষ্ঠে কামান স্থাপিত করিয়াছে, পশ্চাতে

প্রায় পঞ্চ সহস্র ঢালি সৈন্য অবস্থাপিত, দুর্গ পশ্চিমাবস্থিত পঞ্চদশ সহস্র ঢালি সৈন্য দুর্গাক্রমণার্থ প্রস্তুত কিন্তু অগ্রসর নহে। পূর্ব্বদিকে দূরপ্রান্তর মধ্যে অশ্বারোহী পায়েগা নিশ্চল। দুর্গোত্তরে পার্ব্বতীয় ও তীরন্দাজ সৈন্য শ্রেণী সজ্জিত দণ্ডায়মান।

বিষ্ণুপুরাধিপ রাজন্য বর্গকে আহ্বান করিলেন।

বি। যেরূপ ধারণা হইতেছে—তাহাতে যে যুগপৎ চতুর্দ্দিক আক্রান্ত হইবে, এরূপ বোধ করি না। ইহার মধ্যে গূঢ় উদ্দেশ্য আছে বলিয়া অনুমান হয়। নতুবা অদ্য সপ্তাহব্যাপী নিশ্চেষ্ট অবরোধ; হঠাৎ আক্রমণের ভাণ কি জন্য? বুঝিতে পারিতেছি না।

তখন রাজন্যবর্গ উত্তর প্রদানের পূর্ব্বেই দিগ্‌দিগান্ত সঙ্কুক্ষিত করিয়া কামান গর্জ্জন হইল। মুহুর্মুহু বন্দুক নিক্ষিপ্ত গুলিবর্ষণে পরিখা তটশীর্ষস্থ প্রহরী ও চত্বর সজ্জিত সৈন্যগণ চঞ্চল হইল। দুর্গস্বামী স্বয়ং দক্ষিণ রক্ষার ভার গ্রহণে রাজন্য বর্গকে অনান্য দিক রক্ষার্থ প্রেরণ করিলেন। তখন ঘোর গর্জ্জনে দুর্গ বুরুজ হইতে অবিশ্রান্ত গোলকবর্ষণ সূচিত হইল।

বি। বিপক্ষের গোলক দুর্গচত্বর বিস্তারে ধাবিত হইতেছে কিন্তু দুর্গ নিক্ষিপ্ত গোলক এ কূট যোদ্ধা ফিরিঙ্গীর কৃত্রিম উত্থানের পশ্চাদ-বস্থিত গোলন্দাজ ও বন্দুকধারীর কোন অনিষ্ট করিতে সক্ষম হইতেছে না। গোলন্দাজ গণ! গুম্ঠী আশ্রয় কর। চত্বরস্থ সৈন্যগণ! গুম্ঠী পশ্চাতে অপসৃত হও।

হঠাৎ অবরোধকারী ফেরঙ্গপতির গোলক বর্ষণ বন্ধ হইল। বিষ্ণুপুরাধিপ চত্বরোপরে পুনরায় সসৈন্যে অগ্রসর হইলেন। স্বপক্ষীয় গোলন্দাজগণ জয়ধ্বনি করিল; ভীম প্রতাপে দ্বিগুণিত উৎসাহে বুরুজ পৃষ্ঠে প্রত্যাগত হইল।

বি। আজ এ কূট যোদ্ধার অভিপ্রায় সম্যক্ অবগত হইবার উপায় কি? গোলন্দাজগণ! অকারণ গোলক বর্ষণের আবশ্যকতা নাই।

জালিমসিংহ? (জালিম বিষ্ণুপুরের বিখ্যাত সেনাপতি পুত্র) এ আক্রমণের ভাণ কি জন্য তাহা অবগত হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। এ দক্ষিণ প্রান্ত সতর্কতার সহিত রক্ষা করিবে। তথ্যানুসন্ধান জন্য অন্যদিক দেখিতে ইচ্ছাকরি। সমস্ত অবরোধক সৈন্য সজ্জিত অথচ আক্রমণে অগ্রসর নহে—ইহার হেতু আবিষ্কৃত হওয়া একান্ত প্রয়োজন।

জা। মহারাজ! বঙ্গীয় গোলন্দাজগণ উত্থান পশ্চাতে অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে প্রয়াস পাইতেছে বলিয়া অনুমান হয়।

বিষ্ণুপুরাধিপের মুখমণ্ডলে কালিমা দেখা দিল—ভৈরব গর্জ্জনে আহ্বান করিলেন।

বি। চত্বরস্থ যোধগণ! অবিলম্বে পশ্চাদপসৃত হও।

কিন্তু সে আদেশ কার্য্যে পরিণত হইবার পূর্ব্বেই—ঘোর ভূকম্পনে বুরুজ, প্রাকার, চত্বর ঘন কম্পিত হইল; মুহূর্ত্ত মধ্যে ভীষণ শব্দে প্রলয় হুঙ্কারে শূন্যে উৎক্ষিপ্ত হইল। সে সতর্ক প্রহরা পরায়ণ সৈনিক মণ্ডলী ছিন্ন ভিন্ন হইল। কতক প্রাণ রক্ষায় সমর্থ হইল, কতক উৎক্ষেপ তাড়নে চূর্ণিত হইল; কতক ইতস্ততঃ ধাবমান হইল; জালিমসিংহ আহত হইলেন। দুর্গ স্বামী ক্ষিপ্রগতিতে সে আতঙ্কগ্রস্থ পলায়মান সৈন্যাবশেষ ফিরাইলেন। বিভিন্ন দিকস্থ রাজন্যবর্গ ও সেনাপতি মহাবীরসিংহ এ আকস্মিক বিপৎপাত রক্ষার্থ ধাবমান হইলেন। সে কাল মুহূর্ত্তে পুনরায় লক্ষ অশনিবিক্রমে বঙ্গীয় গোলন্দাজগণ গোলক বর্ষণ করিল। ভগ্ন বুরুজ, চত্বর, প্রাকার এক অভাবনীয় বিপ্লবে বিপর্য্যস্ত হইল। তখন পুনরায় গোলক প্রহার বন্ধ হইল, উত্থান পশ্চাদবস্থিত পঞ্চ সহস্র ঢালি সৈন্য বঙ্গীয় প্রধান সেনাপতি সহায়ে রুদ্র দর্পে সে উৎক্ষেপ বিধ্বস্ত কর্দ্দম পরিপূরিত পরিখা মধ্যে ঝম্প প্রদান করিল।

বি। মহাবীর! গোলন্দাজ সহায়ে অন্য দিকত্রয় রক্ষায় সত্বর হও। রাজন্যবর্গ! স্ব স্ব দিক্ রক্ষায় ধাবিত হউন!—ভীষণহুঙ্কারে সমবেত

পঞ্চদশ সহস্র সৈন্য গভীর ভোগ ব্যূহ বিধানে সজ্জিত করিলেন। স্বয়ং পঞ্চ সহস্র দুর্দ্ধর্ষ ক্ষত্রিয় যোধ সহ ঢালি সৈন্যের উপর আপতিত হইলেন। সে মুহুর্ত্তে দুর্গোত্তর প্রদেশ পার্ব্বতীয় ও তীরন্দাজ গণ বিকট গর্জ্জনে আক্রমণ করিল। পশ্চিম দিকস্থ পঞ্চদশ সহস্র ঢালি সৈন্য উৎক্ষিপ্ত পরিখাভিমুখে ধাবিত হইয়া কৃত্রিম উত্থান পশ্চাদ্ রক্ষিত বালুকাপূর্ণ স্থালী নিক্ষেপে অদ্ভুত সেতু নির্ম্মাণে প্রবৃত্ত হইল। রূডা দ্রুত গতিতে পশ্চিম দিক আক্রমণার্থ গোলন্দাজ ও বন্দুক ধারী সহায়ে অগ্রসর হইলেন। দূর পূর্ব্ব প্রদেশস্থিত অশ্বারোহী মধ্য হইতে অর্দ্ধাংশ যশোহরের মহারথী ও স্বয়ং ভবানীপুত্রের অধীনে ঘূর্ণ ঝঞ্ঝাতাড়নে প্রধাবিত হইল।

সূ। যশোহরের ঢালি যোধ! ভাগ্য পরীক্ষার এ মাহেন্দ্র যোগ যোদ্ধার অদৃষ্টে দুর্লভ। ভবানী প্রসাদে স্বয়ং বিষ্ণুপুরাধিপ এ উৎক্ষিপ্ত প্রাকার মূলে আগত। অদ্যকার কর্ত্তব্য—হয় রাঢ়ের গর্ব্ব এ ভগ্নস্তূপে প্রোথিত করিব—নতুবা হৃদয় শোণিতে পরিখা সলিল রঞ্জিত হইবে।

পঞ্চ সহস্র ঢালি যোধ কর্দ্দমাক্ত কলেবরে ভীম হুঙ্কারে গর্জ্জন পূর্ব্বক চত্বরোত্থান কল্পে ধাবিত হইল। সে পিচ্ছিল ধ্বংস রাশির উপর দলিত, মর্দ্দিত, কর্ত্তিত, অবলুণ্ঠিত দেহে উভয় পক্ষ পরস্পর ঘোর সংযুগে লিপ্ত। অকস্মাৎ চত্বরস্থ পঞ্চদশ সহস্র যোধ কণ্ঠে বিপুল জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। বিষ্ণুপুরাধিপ কৃতান্ত বিক্রমে সূর্য্যকান্তের বক্ষে প্রচণ্ড ভল্লাঘাত করিলেন।

বি। মূর্খ! এ ক্রীড়া যুদ্ধ ক্ষেত্র নহে।

সূর্য্যকান্ত সে আঘাতে স্তম্ভিত হইলেন। শিরস্ত্রাণ মণ্ডিত মস্তক ঘূর্ণিত হইল। বিষ্ণুপুরাধিপের ভল্লোত্তলন পূর্ব্বেই চরম পরাক্রমে তদীয় স্কন্ধে বিরাট খড়্গ প্রহার করিলেন—বর্ম্ম ভিন্ন হইয়া বাহমূল আহত হইল। ক্ষিপ্ত সিংহের স্থায় রাঢ়েশ্বর মহাদর্পে যশোহর সেনাপতির বক্ষোলক্ষ্যে ঝম্প প্রদান করিলেন। সূর্য্যকান্ত বিশাল চর্ম্ম তাড়নে তদীয় বক্ষোপরি

তীব্র আঘাত করিলেন। সে আঘাতে রাঢ়েশ্বর ঘূর্ণিত হইলেন কিন্তু ক্ষিপ্র আকর্ষণে অশ্বরল্গা ফিরাইয়া ভবিষ্যৎ আক্রমণ ব্যর্থ করিবার প্রয়াস পাইলেন। সূর্য্যকান্ত ভীষণ খড়্গাঘাতে তদীয় শিরস্ত্রাণ চূর্ণিত করিয়া লুন্ঠিত করিলেন। সে মুহূর্ত্তে সুপ্তোত্থিত শার্দ্দুল প্রতাপে অশ্বচ্যুত বিষ্ণুপুরাধিপ দৃঢ় মুষ্টিতে সূর্য্যকান্তের কটিবন্ধ আকর্ষণ পূর্ব্বক ঘূর্ণিত করিলেন। সূর্য্যকান্ত রুদ্র বিক্রমে অশ্বচ্যুত রাঢ়েশ্বরের চূর্ণ শিরস্ত্রাণোপরে পুনরায় খড়্গাঘাত করিলেন—সে আঘাত ক্ষিপ্র চর্ম্ম তাড়নে ব্যর্থ হইল। সূর্য্যকান্ত পুনরায় তীক্ষ্ণ লম্ফে ঘোরদর্পে চর্ম্মাঘাত করিলেন—বিষ্ণুপুরাধিপ ঘূর্ণিত দেহে চত্বর পৃষ্ঠ হইতে উৎক্ষেপ রাশি মধ্যে নিম্নে নিক্ষিপ্ত হইলেন। ঢালি সৈন্য ভীম গর্জ্জনে ভবানীসহায় প্রতাপের জয় হাঁকিল। সে গর্জ্জন পশ্চাতস্থ সেতু নির্ম্মাতাগণ, সেতু নির্ম্মাণাসহিষ্ণু অশ্বারোহীগণ, পশ্চিম প্রান্ত প্রস্থিত গোলন্দাজ মধ্যে ভৈরব হুঙ্কারে সংক্রামিত হইল, সে ভীষণ মুহূর্ত্তে সূর্য্যকান্ত দুর্গ প্রান্তরে যশোহরের পঞ্চরঙ্গীন পতাকাশোভী ধ্বজ প্রোথিত করিলেন। কিন্তু চত্বরস্থ ভোগচ্যুত রাজদেহ উদ্ধারার্থ প্রতিহিংসা পরায়ণ হৃদয়ে বিকট গর্জ্জনে আপতিত হইল। ঢালি সৈন্য রুধিরাক্ত কলেবরে জয়ধ্বনি করিল। দুর্গ পশ্চিম ও পূর্ব্ব রক্ষাকারী সৈন্য স্ব স্ব দিক্ পরিত্যাগে এ ঘোর বিপৎপাতের প্রতিশোধার্থ ধাবিত হইল।

সূ। ঢালি যোধগণ! গর্ব্বিত রাঢ়কে ক্রীড়া যুদ্ধ প্রদর্শন করিয়াছ—এক্ষণে প্রকৃত যুদ্ধার্থ প্রস্তুত হও। যশোহরের পঞ্চরঙ্গীন ধ্বজ হস্তে দুর্গদ্বার অধিকারে অশ্বারোহী প্রবেশ পথ সুগম করিতে হইবে। সেতু নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হইলে—অস্তকার জয়মাল্য অর্দ্ধ বিভাগে অশ্বারোহীগণের প্রাপ্য হইবে।

তখন সেতু নির্ম্মাণ বিলম্ব দর্শনে প্রতাপ পঞ্চ সহস্র ঢালি যোধ সহায়ে মদনকে সেনাপতি সাহায্যে অভিযানের অনুমতি প্রদান করিলেন। অবশিষ্ট ঢালি সৈন্য সেতু নির্ম্মাণে ব্যাপৃত রহিল। আহত সিংহবিক্রমে

জালিম সিংহ এ অভিনব ঢালি অভিযানে বাধা প্রদান করিলেন। তখন চত্বর, বুরুজ, স্তূপ এক ভীষণ মিশ্র বিপর্য্যয়ে মণ্ডিত হইতেছিল। সূর্য্যকান্ত চত্বর মধ্যস্থ গভীর ভোগব্যূহ মধ্যে রুদ্রদর্পে প্রবিষ্ট হইলেন—আশা সে ব্যূহভেদে সমতল প্রাঙ্গণ অধিকার করিয়া দ্বারোদ্ঘাটন পূর্ব্বক অশ্বারোহী পথ সুগম করিবেন। কিন্তু সে ভোগব্যূহ পশ্চিম রাঢ়াধিপ জয়ন্ত সহায় কর্ত্তৃক কঠোর বিধানে নিয়ন্ত্রিত।

জা। রাঢ় সৈন্য! আজ মুষ্টিমেয় বঙ্গীয় ক্রীড়া যুদ্ধ কুশল বালকের নিকট চিরগৌরব মণ্ডিত বংশখ্যাতি দুর্গ চত্বরে লুণ্ঠিত হইবে কি? দুর্গ স্বামী বন্দীকৃত—এ অপমানের প্রতিশোধার্থ, বিপন্ন সম্মান উদ্ধার হেতু যে কেহ প্রস্তুত থাক—অগ্রসর হও।—রাঢ় সৈন্য ভৈরব বিক্রমে সূর্য্যকান্তের চতুর্দ্দিক বেষ্টন করিল। বিষম সংঘর্ষে সে অসমপৃষ্ঠ চত্বর, চত্বর মূল কম্পিত হইল।

সূ। বন্ধুগণ! সম্মুখস্থ সমতল ক্ষেত্রের দক্ষিণ পার্শ্বে দুর্গ প্রবেশ পথ—আজ এ ভীষণ আক্রমণের জয়শ্রী মণ্ডিত মস্তকে সদর্পে অগ্রসর হও। ভবানীর বরপুত্র তোমাদের কর্ত্তব্য নিষ্ঠার পুরস্কার হস্তে দ্বার বহির্ভাগে অপেক্ষা পরায়ণ। আজ এ উৎকর্ণ বঙ্গভূমি দৈবশক্তি সম্পন্ন যশোহর রাজের প্রতাপ পরীক্ষার্থ বিস্মিত নেত্রে ফলাফল দর্শন করিতেছে। অনুরোধ—একবার—অভয়া ভবানীর নামে, ভবানীপুত্র যশোহর রাজের নামে, যশোহরের পঞ্চরঙ্গীন পতাকার গৌরব রক্ষার্থ রাজবন্ধু সেনাপতির কর্ত্তব্য সহায়তায় অগ্রসর হও।

সে ক্লান্ত রুধিরাপ্লুত ঢালি সৈন্য শ্রান্তি পরুষ কণ্ঠে জয়ধ্বনি করিল। সূর্য্যকান্ত নিজ বিশাল চর্ম্ম ক্ষিপ্র ঘূর্ণনে সম্মুখস্থ দ্বার পথাভিমুখে নিক্ষেপ পূর্ব্বক বিরাট দ্বিধার খড়্গ সহায়ে সমতল প্রাঙ্গণ লক্ষ্যে ঝম্প প্রদান করিলেন। তীব্র স্বরে হাঁকিলেন—

সূ। বন্ধুগণ! যশোহর সেনাপতির আত্মরক্ষা যন্ত্র বিশাল চর্ম্ম প্রাঙ্গণ প্রান্তে নিক্ষিপ্ত—আজ সম্মান রক্ষার মাহেন্দ্র যোগ।

সে মুহূর্ত্তে সেতু পৃষ্ঠে বিপুল জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। দত্ত প্রবর প্রতাপ সিংহ পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী সহায়ে ভগ্ন স্তূপ শিখরে দাবানল বিক্রমে আপতিত হইলেন। মদন চত্বর পৃষ্ঠে সূর্য্যকান্তের উদ্ধার বাসনায় অমানুষ বিক্রমে সম্মুখ পরিষ্কারে প্রয়াস পাইতেছিল। অকস্মাৎ সে ভোগব্যূহস্থ রাঢ় যোধগণ বিপুল হুঙ্কারে জয়ধ্বনি করিল। মহাবীর সিংহ নবোৎসাহে মদনের ঢালি সৈন্যোপরে আপতিত হইলেন। তখন দত্ত-প্রবর রুদ্র মূর্ত্তিতে মদনের পার্শ্বে দেখা দিলেন।

প্র, দ। ঢালি পতি! বামপার্শ্বে মহাবীর সিংহকে আক্রমণ করুন। আজ জালিমসিংহকে এ চত্বরে প্রোথিত রাখিয়া বলগর্ব্বিত জয়ন্ত সহায়ের উদ্ধত মস্তক দুর্গ প্রাঙ্গণে লুণ্ঠিত করিব।

ম। যশোহর সেনাপতির মুষ্টিমেয় সৈন্য এ সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করিয়াছে।—মদন ক্রুদ্ধ কেশরী পরাক্রমে মহাবীরের নবাভিষাত মিশ্র সৈন্য মথিত করিয়া দুর্গ চত্বর অধিকার করিল। তখন প্রতাপ সিংহ প্রভঞ্জন ঝঞ্ঝায় জয়ন্ত সহায়ের বিপুল ব্যূহ সম্মুখ আক্রমণ করিলেন—জালিমের সৈন্য বল মথিত, নিষ্পেষিত, মৃত্তিকা চুম্বন নিরত। সে মুহূর্ত্তে দুর্গ দ্বারাভিমুখে ক্ষীণ কণ্ঠে ভবানীর জয় শব্দ ধ্বনিত হইব—ঝন্ ঝন্ ঘড়্ ঘড়্ শব্দে বিপুল লৌহদ্বার পরিখা পৃষ্ঠে পতিত হইল। সে শব্দে রাঢ় সৈন্য স্তম্ভিত হইল, মন্ত্রাহত প্রায় দাঁড়াইল—মুহূর্ত্ত মাত্র। জয়ন্ত সহায় ভীম বিক্রমে দুর্গদ্বার রক্ষা ও সূর্য্যকান্তের অবিমৃষ্যতার প্রতিশোধ কল্পে নবোদ্যমে আপতিত হইলেন।—দুর্গদ্বাররক্ষী, প্রহরী, গোলন্দাজ এক ক্ষেত্রে একই কর্ত্তব্যে ধাবমান হইল। কিন্তু হায়! সে সঙ্কীর্ণ প্রবেশ পথে সহস্র জলপ্রপাত বেগে স্বয়ং যশোহর রাজধানিত। সে কালান্তক দর্প সম্মুখে বাত্যাতাড়িত শুষ্ক পত্র মণ্ডলীর ন্যায় রাঢ় সৈন্য

ঘূর্ণিত, মর্দ্দিত অবলুন্ঠিত, নিষ্পেষিত হইল। পশ্চাতে শমনাবতার দত্ত প্রবরের প্রচণ্ড আক্রমণে রোধে জয়ন্ত সহায় অসমর্থ হইলেন। সে ভীষণ মুহূর্ত্তে মদনের ঢালি সৈন্য দুর্গ প্রাঙ্গণে পঞ্চরঙ্গীন পতাকা উড়াইয়া জয়ধ্বনি করিল। দুর্গের উত্তরাংশ হইতে আমমাংসাশী পার্ব্বতীয় সৈন্য ও তীরন্দাজগণ ভবানীর জয়শব্দে প্রাঙ্গণ লক্ষ্যে ধাবমান হইল।

অনতিবিলম্বে বিপুল জয়ধ্বনি সহকারে পঞ্চরঙ্গীন পতাকা দুর্গ শিখরে উড্ডীন হইল। কিন্তু সে দ্বারোদ্ঘাটন কর্ত্তা যশোহর সেনাপতি কোথায়? বিপুল জয়োচ্ছ্বাস পরিপূরিত দুর্গ প্রাঙ্গণ মধ্যে সমবেত সেনাপতিগণ বিস্মিত নেত্রে চাহিলেন। প্রতাপ উদ্বিগ্নচিত্তে দত্ত প্রবর ও মদনের প্রতি সৈন্য সমাবেশের ভারার্পণ পূর্ব্বক স্বয়ং দুর্গদ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। রাজবন্ধু দুর্গ বহির্ভাগে পরিখাতটে রুধিরাপ্লুত দেহে তৃণশয্যায় শ্রান্তি অপনোদন করিতেছিলেন। চতুষ্পার্শ্বে সে ঢালি সৈন্যাবশেষ চরম ক্লান্তিতে বিশ্রাম পরায়ণ—আহত, শোণিতাক্ত দেহ স্নিগ্ধ পরিখা সলিল সিঞ্চনে শীতল করিতেছিল। মধ্যে মধ্যে কাতর দৃষ্টিতে প্রিয়তম সেনাপতির নিস্পন্দ দেহ পানে চাহিতেছিল—মুখশ্রী উদ্বিগ্ন। সূর্য্যকান্ত কম্পিত কণ্ঠে ডাকিলেন—

সূ। অসাধ্য সাধক যশোহর বীরগণ! আজ বঙ্গের সুপ্রভাত।

তখন উত্তর প্রদানের পূর্ব্বেই যশোহর রাজ রক্ষীসৈন্য সমভিব্যাহারে পরিখাতটে উপস্থিত হইলেন। আজ সে অনিন্দ্য সুন্দর দিব্যকান্তি ম্লান হইল, চক্ষু নিষ্প্রভ। কম্পিত হস্তে সূর্য্যকান্তের বক্ষ বন্ধনী, হস্তত্রাণ একে একে সে বিপুল বর্ম্মাংশ সকল উন্মোচন করিলেন। কিন্তু যাহা দেখিলেন তাহাতে মর্ম্মান্তিক আঘাত প্রাপ্ত হইলেন। কাতর কণ্ঠে আহ্বান করিলেন।

প্র। কান্ত! আজ যশোহরের যে ক্ষতি আশঙ্কা করিতেছি—তাহা লক্ষ রাঢ় জয়েও পূর্ণ হইবে না। রক্ষী সৈন্য! এই ক্লান্ত যশোহর

সন্তানগণকে শুশ্রূষার্থ সত্বর হও। তখন রডা ও মুকুন্দ্যার্থা প্রমুখ সেনাপতি গণকে স্মরণ জ্ঞাপন করিলেন।

প্র। কান্ত! সহস্র দুর্গজয়ে আজ তৃপ্তি হইল নাত?

সূ। মহারাজ। গর্ব্বিত রাঢ়েশ্বর ক্রীড়াযুদ্ধচারী বলিয়া বিদ্রূপ করিয়াছিলেন। এক্ষণে রাঢ় প্রকৃত যুদ্ধের পরিচয় পাইয়াছে—এ তৃপ্তি অতুল।

প্র। বীর জগতে তুমি ধন্য! কিন্তু কান্ত! আজ এ নির্ভীক হৃদয়ে এক অজানিত পূর্ব্ব আতঙ্ক দেখা দিতেছ—যেন রত্ন বিনিময়ে রাঢ়ের কঠিন কঙ্কর সংগ্রহ করিলাম।

তখন রডা ও খাঁ সাহেব রাজসমক্ষে অভিবাদন করিলেন। উভয়ে অতি দক্ষতার সহিত আঘাত সমূহ পরীক্ষা করিলেন।

র। পঞ্চবিংশতি সংখ্যক আঘাত মধ্যে বক্ষে ও বামবাহুমূলে আঘাত গুরুতর কিন্তু সাংঘাতিক নহে। অতিরিক্ত শোণিতস্রাবে দেহ বিশীর্ণ জীবনের আশঙ্কা নাই।

প্র! ফ্রান্সিস্! খাস্ শিবিরে সেনাপতির সুশ্রূষার্থ আয়োজন কর।

সূ। ভবানী পুত্র! কোন শুশ্রূষার প্রয়োজন হইবে না। শ্রান্তি দূর হইলেই কার্য্য ক্ষমতা প্রাপ্তির আশা আছে।

সূর্য্যকান্ত প্রতাপের আগ্রহাতিশয্যে রডা সমভিব্যাহারে খাস শিবিরে যাত্রা করিলেন। প্রতাপ দুর্গে প্রত্যাগত হইলেন—সে দুর্গে আশীর্ষ চত্বরমূল যশোহর সেনায় পরিপূর্ণ। রাজন্যবর্গ বন্দীকৃত রাজকোষ হস্তগত। দুর্গ প্রাঙ্গণে বিস্তীর্ণ শিবির মধ্যে যশোহর রাজ দরবারে বসিয়াছেন। রাত্রি প্রহরার্দ্ধ হইবে। আহত সূর্য্যকান্তও অনুপাস্থিত নহেন। সুন্দর রাজসমক্ষে বন্দী রাজপুরুষবর্গ ও সেনাপতিগণের তালিকা প্রদর্শন করিতেছিলেন।

প্র। রাঢ়ের রাজপরিবারবর্গ কিরূপ অবস্থায় আছেন? সর্ব্বাগ্রে তাহাই জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য।

সুন্দরের ইঙ্গিতে মদন অগ্রসর হইল। অবনত জানু হইয়া রাজ পরিচ্ছদাগ্র চুম্বন করিল।

প্র। বিষ্ণুপুরাধিপের পরিবার বর্গ?

ম। অন্দর মহলে।

প্র। দুর্গাধিকার কালে কোন ব্যক্তি অন্দর মহলে প্রবেশ করিয়াছিল কি?

ম। দত্ত প্রবর স্বয়ং অন্দর রক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। রাজ প্রাসাদ তিনিই অধিকার করেন। সেবক রাজকোষ হস্তগত করিতে ব্যস্ত ছিল।

তখন দৃঢ়পদে দত্ত প্রবর রাজ সমক্ষে হাজির হইলেন। যথারীতি অভিবাদনান্তর নিবেদন করিলেন।

প্র, দ। প্রাসাদ দখলের সময় অন্দর রক্ষার স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিয়াছিলাম—এখনও তদ্রূপ ব্যবস্থা আছে।

প্র। বিষ্ণুপুরাধিপকে হাজির কর।

তখন শৃঙ্খলিত দেহভারে আহত রাঢ়েশ্বর হাজির হইলেন—মুখশ্রী ক্রুদ্ধ, দৃঢ়, পারুষ্য পূর্ণ, চক্ষু তীক্ষ্ণতর, নাসাগ্র বিস্ফারিত। দন্তে দন্তে ঘর্ষন পূর্ব্বক কর্কশ কণ্ঠে জ্ঞাপন করিলেন—

বি। বন্দীর দুর্গে বন্দীর বিচার প্রহসন পরিবর্ত্তে কারাগারে জহ্লাদ প্রেরণ আয়াস সাধ্য নহে।—সে দরবারস্থ সেনাপতি, কর্ম্মচারী, রক্ষী সকলেই প্রমাদ গণিল—না জানি কি হয়। প্রতাপ ধীরপদে সিংহাসন হইতে অবতরণ করিলেন—স্বহস্তে রাঢ়েশ্বরের বন্ধন মোচনে প্রয়াসী হইলেন।

প্র। রাঢ়েশ্বর! আপনার প্রতি স্বতন্ত্র দণ্ড নির্দ্দিষ্ট হইবে।

বিস্মিত রাঢ়েশ্বর কোন উত্তর প্রদান করিলেন না। প্রতাপ হস্ত ধারণ পূর্ব্বক সিংহাসন পার্শ্বে বসাইলেন। বিষ্ণুপুরের উদ্ধত মস্তক অবনত হইল—কাতর ক্রন্দনে নিবেদন করিলেন—

বি। যশোহরেশ্বর! এই গুণেই ভবানী আপনার সহায়। এই মহত্বে উৎকল বিজিত হইয়াছে। এই বদান্যতায় পাঠান, পর্টুগীজ, ও বঙ্গীয় বীরগণ যশোহরের ছত্র নিম্নে আশ্রয় গ্রহণে সার্থক জন্ম মানিয়াছে। পরাজিত শত্রুর প্রতি কুক্কুর দংশন, যশোহরের হাবসী খানা প্রভৃতি আদর্শ দণ্ডের ব্যবস্থা হইলে—আশা থাকিত—এ জীবনে হউক, পরকালে হউক মুক্ত হইবার প্রয়াস পাইব। কিন্তু মোহময় শৃঙ্খল আবিষ্কারক! এতক্ষণে বুঝিলাম এ বন্ধন চ্ছেদনে জন্মান্তরেও সমর্থ হইব না।

প্র। অবরোধ মুক্ত বণিক চতুষ্টয় ও রাঢ় রাজন্যবর্গকে হাজির কর।

মদনের ইঙ্গিতে যশোহর প্রজা বণিক চতুষ্টয় সহিত শৃঙ্খলিত রাঢ় নরপতি ও সেনাপতি বর্গ যথারীতি হাজির হইলেন।

প্র। জয়ন্ত সহায়! ভাগিরথী বাণিজ্য আজ চতুর্দ্দশবর্ষ যশোহরের আয়ত্ত। কোন্ বিধান বলে বণিক চতুষ্টয়কে অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন?

জ। ভবানী পুত্র! বর্ত্তমান অবস্থায় বন্দী তাহা ব্যক্ত করিতে অসমর্থ—বিশেষ আপনি জেতা আমি বিজেতা।

প্র। বিজিতের পক্ষে ন্যায় বিচার প্রাপ্তি যশোহরের নিকট দুর্ল্লভ নহে।—জয়ন্ত সহায় বিষ্ণুপুরের সম্মান দর্শনে আংশিক আশ্বস্ত হইয়াছিলেন। এক্ষণে যশোহর রাজের অভয় দানে আশঙ্কা ঘুচিল। তখন বিষ্ণুপুরাধিপ বিনম্র বচনে নিবেদন করিলেন।

বি। যশোহরের বিধানে পরাজিতের প্রতি যে কোন দণ্ড উপযুক্ত বিবেচিত হয়—সম্যক্ বহনে প্রস্তুত আছি। ইঁহারা অনুবর্ত্তী মাত্র।

প্রতাপের মুখশ্রী গম্ভীর হইল।

প্র। রাঢ়েশ্বর! ইহারা আপনার অনুষঙ্গী মাত্র? কেশব ভট্ট! বন্দী রাজন্ত ও সেনাপতিগণের বন্ধন মোচনের আদেশ প্রদত্ত হইল।

অবিলম্বে ত্রিপুরাতনয় রাজপুরুষগণের যথোপযুক্ত আসন নির্দ্দেশ ও ভবিষ্যতে নজরবন্দী থাকিবার আদেশ প্রদান করিলেন।

প্র। জালিম সিংহ?

জালিম সিংহ অভিবাদনান্তর নত দৃষ্টিতে দণ্ডায়মান হইলেন।

প্র। ক্রীড়া যুদ্ধ সহচর! শুনিয়াছি তুমি আহত? যশোহরের বাল্যস্মৃতি পূর্ণ হৃদয় আহত বীরকে মুক্তি প্রদান করিল।

জালিম কাতর দৃষ্টিতে ঊর্দ্ধে চাহিলেন—বাষ্পরুদ্ধকণ্ঠে নিবেদন করিলেন—

জা। মহারাজ! যশোহরের প্রতাপ দিগ্বিজয়ী সত্য কিন্তু সেবকের ধারণা, এ বিশ্বব্যাপী বদান্যতার স্রোতে সমগ্র বঙ্গ প্লাবিত হইবে।

সু। ক্রীড়াযুদ্ধ সহচর! আহতাবস্থায় আমার শিবিরে আতিথ্য গ্রহণ করিলে বাধিত হইব।

জা। সেনাপতি! আপনার শৌর্য্য ও স্নেহ বঙ্গের আদর্শ কিন্তু অদ্য সে স্নেহ প্রকাশে সহযোগী বন্দীগণের সহিত সমবিধানে নিয়ন্ত্রিত হইবার আদেশ করিলে কৃতার্থ হই। সমগ্র রাঢ়ের অদৃষ্টভাগী হওয়া অপেক্ষা এ দীন সৈনিক মুক্তিলাভ শ্রেয়ঃ মনে করিতে কুণ্ঠিত হয়।

সু। আপনার অভিপ্রায়?

প্র। যশোহরের বণিকগণ! দ্বাদশ সপ্তাহ মধ্যে ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত হইবে। এক্ষণে ভবানী চরণ স্মরণে স্ব স্ব কর্ত্তব্যে গমন করিতে পার। সুন্দর! ইহাদের যথোপযুক্ত পাথেয় ও বস্ত্রালঙ্কার প্রদানে অভীপ্সিত গন্তব্যে সহায়তা করিবে।

বণিকগণ ভূমি-চুম্বিত মস্তকে অভিবাদন দ্বারা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল।

ব। রাজরাজেশ্বর! আশীর্ব্বাদ করিবেন যেন—আপনার মহিমাময় আশ্রয়ে চিরদিন শান্তি লাভে সমর্থ হই।

তখন সুন্দর রাজপরিচ্ছদাগ্র চুম্বনান্তর নিবেদন করিলেন—

সু। মহারাজ! সুখ প্রত্যাগত।

প্রতাপের ধীর দৃষ্টি চঞ্চল হইল। গম্ভীরে জ্ঞাপন করিলেন।

প্র। খাঁসাহেব! পঞ্চ সহস্র সওয়ার, পঞ্চ সহস্র তীরন্দাজ, ও অর্দ্ধ সহস্র গোলন্দাজ সহায়ে দুর্গ রক্ষায় নিযুক্ত থাকিবার আদেশ প্রদত্ত হইল। বন্দী কারাগার ও রাজপুরী প্রহরা সম্বন্ধে দ্বিসহস্র ঢালি যোধ এবং সহস্র বন্দুক ধারী আপনার আজ্ঞা পালনে নিযুক্ত হইবে। প্রহরার্দ্ধ মধ্যে অনুজ্ঞা পালন একান্ত কর্ত্তব্য।

খাঁসাহেব অভিবাদনান্তর নিজ কর্ত্তব্যে বিদায় হইলেন।

প্র। মোয়াজিম! অদ্য যে পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী স্বয়ং চালনা করিয়াছিলাম—তৎসহায়ে অবিলম্বে ভাগিরথী মোহনা লক্ষ্যে যাত্রা করিবে, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ চক্রশ্রী বিজেতার অজ্ঞাত নহে।

এ নির্ভরতায় সে মহাপ্রাণ যুবকের চক্ষু জ্যোতির্ম্ময় হইল; অবনত-জানু হইয়া রাজপরিচ্ছদাগ্র চুম্বনান্তর ধীর পদে শিবির নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

প্র। রাঢ়েশ্বর! আশাকরি স্বয়ং ও সহকারী রাজপুরুষবর্গ যশোহর রক্ষী সৈন্যের তত্ত্বাবধানে সহযাত্রী হইবেন। ফ্রান্সিস্! শিবির উঠাইবার অনুমতি জ্ঞাপন কর। প্রতাপ সিংহ ও মাহীউদ্দীন! প্রত্যেকে পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী সহায়ে মূল সেনাদলে যোগদান করিবেন। স্বয়ং পঞ্চ সহস্র ঢালি সহায়ে অনুসরণ করিব, সার্দ্ধ দ্বি সহস্র পার্ব্বতীয় যোধ রাজরক্ষীর স্থান প্রাপ্ত হইবে। ক্লান্ত ও আহত ঢালি যোধ ও অশ্বারোহীগণ দ্বিতীয় আদেশ পর্য্যন্ত খাঁসাহেবের নিকট বিশ্রামার্থ আদিষ্ট হইল। সুন্দর! সার্দ্ধ দ্বিসহস্র পার্ব্বতীয় ও সপ্ত সহস্র তীরন্দাজ তোমার অধীনে এবং

অবশিষ্ট ঢালি সৈন্য মদনের অধীনে নির্দ্দেশিত হইবে। অতি প্রত্যুষে অভিযানের সময় নির্দ্ধারিত হইল।

তখন কেশব ভট্ট সভাভঙ্গের আদেশ প্রদান করিলেন। গুরুগম্ভীরে এক পঞ্চাশৎ সংখ্যক তোপধ্বনি হইল, ঘন বিজয় বাদ্য ঝঙ্কারে দিঙ্মণ্ডল প্লাবিত হইল, রক্ষী প্রহরী সামরিক সম্ভ্রম প্রদর্শন করিল। ভবানী পুত্র যথারীতি অভ্যর্থিত হইয়া নিজ শিবিরে যাত্রা করিলেন। আর সে জয়োল্লাসিত সেনাপতিবর্গ? অনিদ্র পরিশ্রমে প্রাত্যুষিক অভিযানার্থ সত্বর হইলেন।

সে তিমিরাচ্ছন্না ঘোরা রজনীর মধ্যযামে রাজ শিবিরে অনিদ্র যশোহররাজ উৎকণ্ঠিত চিত্তে কাহার আগমন অপেক্ষা করিতেছিলেন? সম্মুখে গুপ্ত সেনানায়ক সুখা দণ্ডায়মান, পার্শ্বে সূর্য্যকান্ত শিবির বহির্ভাগে বিস্তীর্ণ প্রান্তর প্রসারে অসংখ্য ক্ষুদ্র বৃহৎ শিবির শ্রেণী প্রহরাবস্থানের সম্মুখ প্রজ্জ্বলিত অগ্নি শিখা সম্পাতে স্পষ্ট পরিদৃশ্যমান। শিবিরান্তর বিস্তারী পথিমধ্যে সতর্ক প্রহরাপরায়ণ ভীমকায় রক্ষীবর্গ সদর্পে কর্ত্তব্য পালন নিরত। মধ্যে মধ্যে শোণিত মাংস লোলুপ শ্বাপদ গণের সন্ত্রস্ত অভিযান ও ভক্ষ্যাংশ বন্টনের বিসম্বাদ শ্রুতিগোচর হইতেছিল। প্রকৃতি—গম্ভীরা, আসন্ন প্রলয় গর্ভা। তখন সে নিস্তব্ধ নিশীথে যশোহরের প্রসিদ্ধ সেনাপতি বর্গ রাজ শিবিরে প্রবিষ্ট হইলেন—গতি চঞ্চল, দৃষ্টি

সূ। যশোহরের মহারথী বর্গ! গুপ্ত সেনানায়ক সুখা মোয়াজিমের অনুসরণ করিয়াছিলেন। যোজনদ্বয় মাত্র অবশিষ্ট, সমবেত পূর্ব্ববঙ্গ অশীতি সহস্র সৈন্য সহায়ে অগ্রসর। দিনাজপুর এ সংঘর্ষে যোগদান করেন নাই। সম্ভবতঃ কোন মতভেদ ঘটিয়াছে। এক্ষণে মোয়াজিম অশ্বারোহী কেন্দ্র পশ্চাতে আপতিত হইতে সক্ষম হয়।

প্র। সুখা! বিপক্ষ সৈন্য রাত্রিশেষে আক্রমণ করিবে? অথবা নিশা যোগেই সংঘর্ষে লিপ্ত হইবে অনুমান কর?

সু। এক্ষণে বিশ্রাম পরায়ণ। শেষ যামে অগ্রসর হইবে। মূল সৈন্যদল সম্মুখে অগ্রসর হইলে, পশ্চাতে সর্ব্বপ্রথম অধীনের গুপ্তাবস্থান হইতে বিপক্ষ শিবিরে অগ্নি সংযোগের ব্যবস্থা করা যায় এবং তৎপোষকার্থ মোয়াজিমের অশ্বারোহী আপতিত হইতে পারে।

র। সেবকের অভিপ্রায়—সম্মুখে গোলক প্রহার ও পশ্চাতে অগ্নি সংযোগ যুগপথ কর্ত্তব্য। এবং উভয়দিক হইতে বঙ্গীয় অশ্বারোহী পোষকার্থ পতিত হইলে, সে পর্ব্বত প্রান্তরে পঞ্চরঙ্গীন পতাকা অচিরে উড্ডীন হইবে সন্দেহ নাই।

সু। ফ্রান্সিস! অবিলম্বে অগ্রসর হও। দত্তপ্রবর ও মাহীউদ্দীন! পোষকার্থ অনুসরণ কর। সুখা! মোয়াজিম সহায়ে নিজ কর্ত্তব্য পালনে সর্ব্বাগ্রে ধাবিত হও।

প্র। সুন্দর ও মদন পার্শ্ব আক্রমণ করিবে।

সে নিস্তব্ধ নিশীথে কিঞ্চিৎন্যূন পঞ্চাশৎ সহস্র যোধ নিরবে অগ্রসর হইল। বন্দী রাজন্যবর্গ রক্ষী সৈন্যের তত্ত্বাবধানে পরিত্যক্ত শিবিরে সুষুপ্ত। মুকুন্দ্যার্থা এ নিশীথাভিযান অবগত হইয়া সর্ব্বত্র সতর্ক প্রহরা স্থাপনে প্রয়াসী হইলেন।

ইতিহাস প্রসিদ্ধ সেন পর্ব্বতের বিশাল উপত্যকা ভূমি সমতল, অরণ্য বেষ্টিত, বিস্তীর্ণ। মধ্য প্রসারে পূর্ব্ববঙ্গীয় সৈন্যাবস্থান—সর্ব্বাগ্রে দশ সহস্র গোলন্দাজ ও বন্দুকধারী—বিখ্যাত সৈয়দবীর ফিদাহোসেনের অধীনে বিশ্রাম পরায়ণ। মধ্যাংশে ত্রিপুরাধিপ চাঁদ রায়ের অধীনতায় পঞ্চবিংশ সহস্র অশ্বারোহী; তৎপশ্চাতে ত্রিংশত সহস্র মিশ্র পদাতিক ভাওয়াল সাহা ও তাহিরপুর রাজের আজ্ঞায় চালিত হইত; এ বিশাল সৈন্যাবস্থানের দক্ষিণ ও বামপার্শ্বে পঞ্চদশ সহস্র তীরন্দাজ রক্ষিত।

সর্ব্ব পশ্চাতে রসদ। অবস্থান দৃষ্টে অনুমান হয় বিশেষ শৃঙ্খলার অভাব হইলেও, সে স্বল্প বিশ্রাম প্রয়াসী বীরগণ দৃঢ় বিধানে অবস্থাপিত ছিল। এ বীরমণ্ডলীর মধ্যবিভাগে দ্বিতীয় অশ্বারোহী নায়ক দুর্দ্ধর্ষ পাঠানবীর কমল খোজা বিপুল কৃষ্ণকায় যুদ্ধাশ্ব পৃষ্ঠে প্রহরী সতর্কতা পর্য্যবেক্ষণে ব্যাপৃত চিত্ত। শ্রান্তি জনিত রেখা বিশদ প্রশস্ত ললাটে দৃঢ় প্রতীজ্ঞা খোদিত; মুখশ্রী গাম্ভীর্য্য ও উদারতার, পারুষ্য ও প্রসন্নতার বিপরীত মিশ্রণোদ্ভাসিত।

সম্মুখস্থ শিবির মধ্য প্রসারী পথপার্শ্ব হইতে রক্ষী পরিচ্ছদ ভূষিত দুই ব্যক্তি অগ্রসর হইল। অশ্বারোহী নায়ক গম্ভীর কণ্ঠে আহ্বান করিলেন।

ক। রক্ষীগণ! নিশাবসানের বিলম্ব কত?

রক্ষীদ্বয় সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিল।

র। সার্দ্ধ প্রহর বলিয়া অনুমান হয়।

ক। আমার ধারণা ছিল অর্দ্ধ প্রহর মাত্র হইবে।

অশ্ববল্গা প্রত্যাকর্ষণ পূর্ব্বক নিজ শিবিরে প্রত্যাগত হইতেছিলেন। অকস্মাৎ দাবানল দর্পে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি শিখা সে বিশাল অশ্বারোহী শিবিরের পশ্চাৎ ভাগ হইতে উত্থিত হইল—ক্রুদ্ধ কেশরী বিক্রমে উন্মুক্ত কৃপাণ হস্তে জ্বলন্ত শিবির লক্ষ্যে ধাবিত হইলেন—অশ্ব, অশ্বারোহী, শিবিরানুচর ঘোর কোলাহলে ইতস্ততঃ ধাবমান—তাম্বু, ধ্বজ, পতাকা ভয়ঙ্কর তেজে জ্বলিয়া উঠিল। অশ্বারোহী নায়ক ভীম কণ্ঠে আহ্বান করিলেন—সওয়ার পায়েগা! পশ্চাতে পদাতি শিবিরাভিমুখে ধাবমান হও। অশ্বারোহীগণ কেহ অশ্বপৃষ্ঠে সসজ্জ, কেহ অস্ত্র শূন্য, কেহ অশ্ব অস্ত্র উভয় শূন্য—কাতর দৃষ্টিতে সেনাপতির মুখপানে চাহিল। তখন পশ্চাদস্থ পদাতি শিবির চূড়া সকল ঘোর লোহিতরাগে দিগ্‌দিগন্ত বিভাসিত করিয়াছিল—লক্ষ জিহ্বা বিস্তারে বিশ্ববিদাহী মূর্ত্তিতে প্রলয়াগ্নি প্রকটিত

হইল। দৃঢ় স্বরে আহ্বান করিলেন—অশ্বারোহী যোধ! যে কেহ এ প্রলয়ে জীবন রক্ষায় প্রস্তুত থাক—সম্মুখে অগ্রসর হও।

তখন সে বিশাল সৈন্যাবস্থান ঘোর আর্ত্তনাদে সঙ্ক্ষুব্ধ। হস্তী, অশ্ব, ভারবাহী পশু, সৈন্য, সেনাপতি এক বিশ্বগ্রাসী প্রলয়ে সমাচ্ছন্ন। সে মুহূর্ত্তে দিগ্‌দিগান্ত সহস্র অশনি সম্পাতে সন্ত্রাসিত করিয়া বিপক্ষীয় গোলকবর্ষণ আরম্ভ হইল। অকস্মাৎ মহাদৈত্য বিক্রমে চাঁদরায় বজ্র গম্ভীরে আহ্বান করিলেন।

চাঁ। বন্ধুগণ! কূটফিরিঙ্গী যোদ্ধার এ অতর্কিত আক্রমণের চরম প্রতিশোধ ভিন্ন গত্যন্তর নাই। আজ এ প্রলয়ে একবার আত্মীয়, স্বজন, স্বদেশ, প্রতিহিংসা স্মরণ কর। মূঢ় পতঙ্গ তুল্য এ প্রলয়াগ্নিতে আত্মসমর্পণ করিলে জীবনান্তেও পরিবাদ ঘোষিত হইবে। ভ্রাতৃগণ! লক্ষ জলপ্রপাত স্রোতে এ ভীষণ অগ্নি মথিত করিয়া বিপক্ষ শোণিত ধারায় নির্ব্বাপিত করিব—নতুবা হৃদয় শোণিত আহুতি প্রদানে চির-নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হবে।

পুনরায় ভৈরব গর্জ্জনে কামান ধ্বনি হইল। অগণ্য, অসংখ্য, জলন্ত, অস্ত্রগর্ভ গোলক প্রহারে দহ্যমান শিবির, স্তম্ভ, ধ্বজ, পতাকা, হস্তী, অশ্ব, অশ্বারোহী, পদাতিক, তীরন্দাজ, শিবিরানুচর—ভগ্ন, চূর্ণিত, লুণ্ঠিত, উৎক্ষিপ্ত ও বিপর্য্যস্ত হইল।

ফিদাহোসেন ক্ষিপ্র কৌশলে স্বকীয় কামান, গোলন্দাজ ও বন্দুক-ধারীর সহিত বামপার্শ্ব বিস্তীর্ণ অরণ্য মধ্যে আশ্রয় গ্রহণার্থ অগ্রসর হইলেন। কিন্তু দগ্ধ অদৃষ্ট সেখানেও অনুসরণ করিল। পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী সহায়ে বলদৃপ্ত মাহীউদ্দীন প্রচণ্ড বিক্রমে আপতিত হইলেন। সে মুহূর্ত্তে পদাতি শিবির বিস্তারে ঘোর নিনাদে ভবানীসহায় প্রতাপের জয় শব্দ উত্থিত হইল। চাঁদরায় সে ভয়ঙ্কর দৃশ্য সহ্য করিতে অসমর্থ হইলেন। সহস্র বিষাক্ত ছুরিকা—সে বীর

কাঁদর ক্ত বিকৃত করিল। অসহিষ্ণু চিত্তে ঘোর ঝঞ্ঝা প্রতাপে অষ্টাদশ সহস্র পরাক্রান্ত মিশ্র সৈন্য সহায়ে সম্মুখ আক্রমণার্থ ঝম্প প্রদান করিলেন। ভীষণ অগ্নিরাশি, গোলক বৃষ্টি, পাংশুমান বহ্নিধূপ—সে দর্প রোধে সমর্থ হইল না। ঘোর জীঘাংসু হৃদয়ে রুডার গোলন্দাজ লক্ষ্যে ধাবিত হই... সে কাল মুহূর্ত্তে মহারথী প্রতাপ সিংহ দত্ত পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী সহায়ে রুদ্রতেজে গতিরোধ করিলেন। পরস্পর বিষম সংঘুগে মথিত, দলিত, কর্ত্তিত, লুণ্ঠিত দেহে যুদ্ধমান শ্রেণী যুগল পৈশাচিক আবর্ত্তনে সঙ্কুচিত হইল। পার্শ্বদেশ হইতে ঢালিপতি মদন ও সুন্দর পদাতি শিবির সম্মুখ আক্রমণ করিলেন—তখন মোয়াজিমের অশ্বারোহী ঘোর দর্পে পশ্চাদ্ভাগ মথিত করিতেছিল।

সে প্রলয় কালে দুর্দ্ধর্ষ পাঠান বীর কোথায়? ধীর একাগ্রচিত্তে বহু আয়াস সহকারে অশ্বারোহী সংগ্রহে ব্যস্ত। অকস্মাৎ পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী সহায়ে যুদ্ধ লিপ্ত প্রতাপ সিংহ ও মদনের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধানান্তরাল হইতে ধূমকেতুপতন বেগে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। শ্রীপুরাধিপের জয় শব্দে ভীম পরাক্রমে যশোহর রাজ্যের পাষ্ণিত্রাণ কল্প রক্ষিত পার্ব্বতীয় ও ঢালি সৈন্যোপরি আপতিত হইলেন।

প্র। কান্ত! আহত সেনাপতির পক্ষে অসহিষ্ণুতা অপরিহার্য্য।

সূ। প্রভু! অদ্য নহে—এ প্রলয়ে হয় বঙ্গের ব্রহ্মাণ্ড নূতন গঠিত হইবে—তুবা লয় প্রাপ্ত হউক।

প্রভঞ্জন প্রতাপে ঢালি সৈন্য সহায়ে খোজার গতিরোধ করিলেন। পঞ্চ সহস্র বিক্রান্ত অশ্বারোহী সম সংখ্যক ঢালি সৈন্যের সহিত সংঘর্ষে লিপ্ত হইল।

ক। যশোহরের ঢালি যোদ্ধ! অদ্য বুঝিব—কোন্ মন্ত্রবলে দিগ্বিজয়ে সমর্থ হও। সেনাপতি! আজ পরম ভাগ্য, এ সংঘর্ষে বঙ্গের প্রথিত নামা অদ্বিতীয় বীরের প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রাপ্ত হইলাম!

প্রচণ্ড দর্পে উদ্যত ভল্লতাড়নে ধাবিত হইলেন।

সূ। বন্ধুগণ! আজ প্রাতের অসাধ্য সাধক সহযোগীগণ! বিষ্ণুপুর দুর্গ শিবিরে পঞ্চরঙ্গীন পতাকা উড্ডীন করিয়া জয়মাল্য গ্রহণ করিয়াছ—এক্ষণে এ নিশীথে তৎরক্ষায় তৎপর হও। পাঠান বীর! ক্ষোভ, এ রাজদত্ত ভল্ল পাঠান বক্ষে আঘাত করিতে হইল!

মত্তবারণ বিক্রমে আপতিত হইলেন।

উভয় পক্ষ যুদ্ধমান সেনাপতি যুগলের দিকে চাহিল—মুহূর্ত মাত্র। পরস্পর ঘোর মিশ্র সংযুগে লিপ্ত হইল। সূর্য্যকান্ত প্রথম সংঘর্ষে স্তম্ভিত হইলেন—সে বন্ধনী বেষ্টিত ক্ষত সমূহ শোণিতোদ্গীরণ করিল। কিন্তু মুহূর্ত মধ্যে ক্ষিপ্রাবর্ত্তনে পুনরায় ভল্ল তাড়নে উভয়েরই ভল্ল চূর্ণিত হইল—ঘোর কম্পনে যুদ্ধস্থল কম্পিত হইল। পরস্পর শিরস্ত্রাণ লক্ষ্যে প্রচণ্ড কৃপাণাঘাত করিলেন—সে আঘাতে উভয়েই স্তম্ভিত হইলেন। নিমেষ মধ্যে সূর্য্যকান্ত ভৈরব-হুঙ্কারে কমল খোজার স্কন্ধদেশে দারুণ আঘাত করিলেন। পাঠান বীরের বর্ম্ম ছিন্ন হইয়া বাহুমূল আহত হইল। খোজা ভীম গর্জ্জনে সূর্য্যকান্তের কুক্ষি প্রদেশে কৃপাণাঘাত করিলেন—কিন্তু চর্ম্ম তাড়নে সে আঘাত ব্যর্থ হইল। সংক্ষুব্ধ হৃদয়ে পুনরায় শিরস্ত্রাণ লক্ষ্যে প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। সেনাপতি পার্শ্বাপসারণে সে আঘাত পুনরায় ব্যর্থ করিলেন। দুর্দ্ধর্ষ পাঠান নক্ষত্র বেগে সূর্য্যকান্তের বক্ষোপরি ঝম্প প্রদান করিলেন। উভয়েই অশ্বচ্যুত; ভূমিপৃষ্ঠে বিষম বাহুযুদ্ধে ক্লান্ত কলেবরে লুণ্ঠিত হইলেন—মুহূর্ত্ত মাত্র। সূর্য্যকান্ত অভ্যস্ত শিক্ষা কৌশলে ভীম শিরস্ত্রাণ তাড়নে পরাক্রান্ত শত্রুকে অষ্ট হস্ত দূরে নিক্ষেপ করিলেন—নিমেষ মধ্যে তদীয় বক্ষোপরে বর্ম্ম মণ্ডিত জানু আরোপিত হইল—সে নিষ্পেষণে কমলখোজার মুখ, চক্ষু, কর্ণ হইতে রক্ত-শ্রাব হইল—মূর্চ্ছিত নিস্পন্দ হইয়া পতিত হইলেন। সূর্য্যকান্ত তীক্ষ্ণ লম্ফে নিজাশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ করিলেন।

সূ। বীরভদ্র! তোমার পৃষ্ঠ হইতে সহস্র যুদ্ধেও পতিত হইনাই।

সে মুহূর্ত্তে ঢালি সৈন্য ভৈরব গর্জ্জনে জয়ধ্বনি করিল। নবোদ্যমে বিপক্ষ অশ্বারোহী বক্ষে আপতিত হইল। কিন্তু সে নির্ব্বাচিত অশ্বচমূ চরম পরাক্রমে সেনাপতি দেহ উদ্ধারার্থ ভল্ল চালনা করিতেছিল।

সূ। যশোহরের ঢালি যোধ! সম্মুখে বিপক্ষ সেনাপতি অবলুণ্ঠিত। তদনুচর বর্গকে ধ্বংস করিবার এই প্রশস্ত সময়।

ঢালিযোধ ঘোর দর্পে পুনরায় আক্রমণ করিল; সেনাপতি শূন্য অশ্বব্যূহ শ্রেণী ভগ্ন, ঘূর্ণিত, মথিত, ভল্লবিদ্ধ হইয়া ইতস্ততঃ ধাবিত হইল। সে সময় শ্রবণ ভৈরব নিনাদে চতুর্দ্দিক হইতে ভবানীসহায়ের জয়শব্দ ধ্বনিত হইতেছিল। সূর্য্যকান্ত রাজাবস্থান লক্ষ্যে চাহিলেন—কিন্তু কই! সে পার্ব্বতীয় গণ রক্ষিত যশোহর রাজ তথায় নাই ত?

সূ। যশোহরের অমিত পরাক্রমী ঢালি যোধ! লুণ্ঠিত পাঠান বীরকে আয়ত্তে রক্ষা কর। অবিলম্বে রাজ সহায়তায় অগ্রসর হও।

প্রতাপসিংহ দত্ত পঞ্চ সহস্র অশ্বারোহী সহায়ে চাঁদরায়ের অষ্টাদশ সহস্র মিশ্র যোধের সম্মুখীন হইয়াছিলেন কিন্তু পরাক্রান্ত শ্রীপুররাজের প্রচণ্ড আক্রমণে তদীয় অশ্বচমূ সংক্ষুব্ধ, মথিত, বেষ্টিত—তথাপি ঘোর-দর্পে বর্ষা চালনায় সম্মুখ পরিষ্কারে প্রবৃত্ত,—পার্শ্ব, পশ্চাতে ভ্রূক্ষেপ নাই। তখন চরম বিক্রমে ভবানীর জয় শব্দে সে সংক্ষুব্ধ মুষ্টিমেয় সৈন্যাবশেষ উৎসাহিত করণান্তর পুনরায় নবোৎসাহে বিপক্ষ বেষ্টন ধ্বংস কামনায় ধাবিত হইলেন। সে প্রলয়ে সার্দ্ধ দ্বিসহস্র পার্ব্বতীয় রক্ষী সহায়ে স্বয়ং যশোহররাজ আক্রমণ করিলেন। প্রতাপ সিংহ রাজ সাহায্যে বিপুল জয়ধ্বনি সহকারে চাঁদরায় লক্ষ্যে ধাবিত হইলেন।

চাঁ। অশ্বপতি! তোমাকে চাহিনা। আজ হইতে বঙ্গের ইতিহাসে দ্বাদশ স্থলে একাদশ ভৌমিকের আখ্যান বর্ণিত হইবে।

দারুণ জীঘাংসা পূর্ণ হৃদয়ে যশোহর রাজের প্রতি ধাবিত হইলেন।

পার্ব্বতীয় সৈন্য বিকট গর্জ্জনে সম্মুখীন হইল। সে মিশ্র বিপর্য্যয়ে ঘোর হুহুঙ্কারে দিগ্বলয় সন্ত্রাসিত হইল। দত্তপ্রবর রুদ্র মূর্ত্তিতে পার্শ্ব ধাবনে চাঁদরায়ের সম্মুখীন হইলেন।

প্র, দ। শ্রীপুর রাজ! অগ্রে অধীনের পরীক্ষা গ্রহণ করুন।

প্রচণ্ড ভল্লাঘাতে চাঁদরায়ের চর্ম্ম দূরে নিক্ষিপ্ত হইল। চাঁদরায় ক্রুদ্ধ শার্দ্দুল বিক্রমে দত্তপ্রবরের বক্ষলক্ষ্যে উদ্যত ভল্ল আঘাত করিলেন। প্রতাপ সিংহ সে ভীষণ আঘাতে স্তম্ভিত হইলেন—কবচ ভেদ করিয়া শোণিত নির্গত হইল কিন্তু মুহূর্ত্ত মধ্যে শ্রীপুর বক্ষে প্রতিপ্রহার করিলেন। চাঁদরায় কম্পিত হইলেন। ক্ষিপ্রাবর্ত্তনে দৃঢ়ধৃত ভল্ল শত্রু শিরস্ত্রাণোপরি প্রহার করিলেন—প্রতাপসিংহ চর্ম্ম তাড়নে সে আঘাত ব্যর্থ করিলেন। তখন পুনরায় আবর্ত্তন সহকারে ভল্ল প্রচণ্ডতা পরীক্ষায় প্রতিদ্বন্দ্বী বীরদ্বয় পরস্পরের উপর পতিত হইলেন। ভল্লচূর্ণ হইল—উভয়েরই গতি স্তম্ভিত। নিমেষ মধ্যে কৃপাণ সংঘর্ষে লিপ্ত হইলেন। অবিশ্রান্ত ঘাতপ্রতিঘাতে উভয়েই জর্জ্জরিত। শ্রীপুররাজ অসহিষ্ণুচিত্তে নিজাশ্ব ত্যাগে দত্ত প্রবরের অশ্ব পৃষ্ঠে তীব্র লম্ফে পতিত হইলেন। দৃঢ় জঙ্ঘা পোষণে অশ্ব পৃষ্ঠ চাপিয়া ধরিলেন। এক বাহক পৃষ্ঠ যুদ্ধমান বীরদ্বয় রণক্ষেত্রে পতিত হইলেন। পরস্পর ঘোর দ্বন্দ সংযুগে ক্লান্ত রুধিরাক্ত দেহে শূন্যহস্তে বাহুযুদ্ধ পরীক্ষায় ব্যাপৃত—সে সময় ভীম গর্জ্জনে সূর্য্যকান্তের ঢালি সৈন্য পূর্ব্ববঙ্গীয় যোধগণকে নবোৎসাহে আক্রমণ করিলেন। সে কম্পিত শ্রেণী ছত্রভঙ্গ হইল, কেহ পলায়মান, কেহ আহত, কেহ ঘূর্ণিত হইয়া লুণ্ঠিত, কেহ বন্দীকৃত হইল। চাঁদ রায়ের ক্লান্ত শরীর বিধান কম্পিত হইল—চতুর্দ্দিকে স্বপক্ষীয় সৈন্যের ধ্বংস দর্শনে অবশিষ্ট বল বিলুপ্ত হইল—চরম বিক্রমে দত্ত প্রবরের কবল হইতে মুক্ত হইয়া পার্ব্বতীয়গণ মধ্যস্থ যশোহররাজ লক্ষ্যে ধাবিত হইলেন।

প্র। পার্ব্বতীয় যোধ! নিরস্ত্র শ্রীপুর রাজকে বন্দী কর। আঘাতকারী রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইবে।—পূর্ব্ব বঙ্গাধিপ অচিরে বন্ধন প্রাপ্ত হইলেন।

তখন সে দূর প্রান্তর প্রসার, মদন, সুন্দর ও মোয়াজিমের জয়ধ্বনিতে ঘন কম্পনে কম্পিত হইতেছিল, বলদৃপ্ত মাহীউদ্দীন ফিদাহোসেনের অরণ্য প্রস্থিত যোধগণ পরিত্যক্ত যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহে ব্যস্ত। ফেরঙ্গ পুঙ্গব রুডা ফিদাহোসেনের পশ্চাতে অরণ্য মধ্যে তখনও গোলকবর্ষণে ক্ষান্ত হন নাই। প্রতাপ জয়োৎফুল্ল হৃদয়ে রুডাকে প্রত্যাবর্ত্তনের অনুমতি জ্ঞাপনার্থ মাহীউদ্দীনকে প্রেরণ করিলেন।

তখন বিপুল জয়ধ্বনি প্লাবিত উপত্যকা প্রসারের পূর্ব্ব প্রান্তরস্থ অরণ্য রাজি শোভিত পর্ব্বত চূড়ায় ঘোর রক্তরাগ রঞ্জিত দেহে ভগবান্ দিনকর—সে শোণিত কর্দ্দমিত পঞ্চরঙ্গীন পতাকা বিশদ ধ্বজ প্রোথিত বঙ্গ যুদ্ধক্ষেত্র দর্শনার্থ উদিত হইলেন। প্রতাপ পূর্ণ প্রাণে ধীর দৃষ্টিতে চাহিলেন—যেন জগৎ নিয়ন্তা এ আত্মবিগ্রহে ক্ষুব্ধচিত্ত।

দিনাজপুর রাজ

(৩৭)

তখন পর্ব্বত যুদ্ধের প্রায় ত্রি সপ্তাহ পরে বিষ্ণুপুর দুর্গ সম্মুখস্থ বিশাল প্রান্তরে ভবানীর বরপুত্র দরবার আহ্বান করিলেন। রক্তবর্ণ সুবর্ণ কলসশীর্ষ শিবিরাভ্যন্তরে রাঢ়, পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তর বঙ্গের রাজন্য সম্প্রদায় সমবেত। বারেন্দ্রকুলচন্দ্রমা দিনাজপুরের অনুরোধ—এ আত্মবিগ্রহ মীমাংসা করিতে হইবে, সে বিরাট দরবারে তদীয় উপস্থিতি ভবিষ্যৎ সন্ধি বন্ধনের সফলতা প্রতিপাদন করিতেছিল। কিন্তু যশোহররাজ! আজ সে কমনীয় ললাটে রেখা পড়িয়াছে কেন? অনিন্দ্য সুন্দর দিব্যকান্তি কালি মাখা কেন? দৃষ্টি স্থির; মুখশ্রী দৃঢ়তা ও গাম্ভীর্য্যের মিশ্রণে কঠোর। আজ দক্ষিণে সেনাপতির স্থান শূন্য। প্রতাপ সাগ্রহে আহ্বান করিলেন॥

প্র। ক্রান্সিস্! তোমার সংবাদ?

রু। চণ্ডীখানের অধীশ্বর! সেবক সুসংবাদ আনয়ন করিয়াছে। অদ্যকার শিবির দাওয়ানে সেনাপতি উপস্থিত থাকিতে সমর্থ।

প্র। আমার আজ্ঞা—তিনি যতদিন সম্যক্ সুস্থতা লাভ না করেন, ততদিন দাওয়ানে বহির্গত হইবার প্রয়োজন নাই।

রুডা রাজ পরিচ্ছদাগ্র চুম্বনান্তর শিবির নিষ্ক্রান্ত হইলেন।

প্র। সুন্দর! নজরবন্দী রাজপুরুষ বর্গকে যশোহরের স্মরণ জ্ঞাপন কর। অবশ্য স্মরণ রাখিবে—রাজপুরুষগণ সম্ভ্রমের সহিত ব্যবহৃত হইবেন।

দি। যশোহর রাজ! আপনার বদান্যতা দেশ প্রসিদ্ধ, এক্ষণে পিতৃব্য বন্ধুর আকিঞ্চন—বঙ্গে শান্তি স্থাপিত হউক।

প্র। পিতৃব্য বন্ধু! যশোহরের নিকট আপনার উপদেশ চির-দিনই মূল্যবান। রাঢ় রাজন্যবর্গ অনধিকারচর্চ্চা ও যশোহর প্রজা-অবরুদ্ধ করিয়াছিলেন কিন্তু পূর্ব্বও উত্তরবঙ্গের ভৌমিক ত্রয়ের পক্ষে এ সংঘর্ষে যোগদান আশ্চর্য্যের বিষয় নহে কি?

দি। তাঁহাদের ধারণা, যশোহরের বর্দ্ধিষ্ণু প্রতাপে উপযুক্ত সময়ে বাধা প্রদান ভৌমিক মাত্রেরই কর্ত্তব্য।

প্র। যশোহরের বিশ্বাস—আপনার সহিত বন্দী ভৌমিকগণের এই কারণেই মতভেদ উপস্থিত হইয়াছিল।

দি। বঙ্গের মহাপুরুষ! এ বিশ্বাস চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকিলে কৃতার্থ হইব।

প্র। পিতৃবন্ধু! ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আপনার উপদেশ গ্রহণে প্রস্তুত আছি—প্রতাপ পুত্র স্থানীয়।

দি। ভবানীর বরপুত্র! অসি বলে রাঢ় জয় করিয়াছেন সত্য। পূর্ব্ববঙ্গের একদেশদর্শী দর্প চূর্ণিত, কিন্তু যে মহামন্ত্র বলে বিজেতার হৃদয় চালিত—সে মোহিনী শক্তিতে সমগ্র বঙ্গ মুগ্ধ হইবে সন্দেহ নাই।

তখন বিজিত রাজপুরুষবর্গ শিবিরাভ্যন্তরে প্রবিষ্ট হইলেন। প্রতাপ উষ্ণীষ উন্মোচন পূর্ব্বক সম্মান জ্ঞাপন করিলেন। রাজন্যবর্গ যথারীতি অভিবাদনান্তর মদন নির্দ্দেশিত আসনে স্থান গ্রহণ করিলেন।

প্র। পিতৃব্য বন্ধু! এক্ষণে আপনার অভিপ্রায় প্রকাশ করিলে—সাধ্যমত অনুষ্ঠানের ত্রুটী হইবে না।

দি। আমার প্রস্তাব, বঙ্গের পাঠান শক্তি বিপর্য্যয়ে নবযুগ উপস্থিত। অখণ্ড প্রভু শক্তি সম্পন্ন মোগলের কঠোর শাসননীতিতে

ভৌমিকগণের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হইবে নিশ্চিত। এ সময়ে গৃহ বিসম্বাদে শান্তি স্থাপন যশোহরের পক্ষে গৌরাত্মকর বলিয়া বিবেচিত হয়।

প্র। মহারাজ! আপনার শেষ উপদেশ সারগর্ভ কিন্তু প্রথম ধারণা—বঙ্গে মোগলের অখণ্ড প্রভুত্ব স্থাপন—যশোহরের অনুমোদিত নহে।

সে সমবেত রাজন্যবর্গ বর্ত্তমান অবস্থা বিস্মৃত হইলেন। এক বাক্যে সমর্থন করিলেন। চাঁদ রায় সদর্পে দণ্ডায়মান হইলেন।

চাঁ। ভ্রান্ত ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া যে অসদাচরণে লিপ্ত হইয়াছিলাম সহস্র প্রায়শ্চিত্তে তৎস্খালনে প্রস্তুত আছি। ভবানীর বরপুত্র! এই মহত্বে ভবানী আপনার সহায়। বঙ্গেশ্বর দাউদ অপাত্রে তদীয় গচ্ছিত ধন ন্যস্ত করেন নাই। বঙ্গের সৌভাগ্য এ ভীষণ সংগ্রামে নেতা প্রাপ্ত হইল।

প্র। শ্রীপুরাধিপ! চণ্ডীস্থানের বিপুল রাজ্য, সাহেন্ সাহ দাউদের অগণিত অর্থ, যশোহর বীরেন্দ্র সমাজের শেষ শোণিত বিন্দু—বঙ্গের স্বাতন্ত্র্য রক্ষার্থ, নওরোজের ঘৃণ্য আহ্বান প্রত্যাখ্যান জন্য, আর সর্ব্বোপরি গর্ব্বিত মোগল পুরুষগণের অসদাচরণের প্রতিশোধার্থ কায়মনোবাক্যে ইঙ্গিতাপেক্ষা করিতেছে। এক্ষণে ভৌমিক ভ্রাতৃগণের অভিপ্রায়।

তখন তাহিরপুর রাজ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক তেজোগর্ভ বচনে জ্ঞাপন করিলেন—

তা। যশোহর রাজ! আপনার শিবিরে জন্ম জন্মান্তর বন্দী হইবার বাসনা করি। ভৌমিকভ্রাতৃগণ! অধীনের মূঢ়তা মার্জ্জনা করিবেন। যে মহাপুরুষ নিশ্চেষ্ট ভোগ বাসনা পরিত্যাগে অধিকৃত গচ্ছিত ধন, বঙ্গের সম্মান রক্ষার্থ, অত্যাচার পীড়িত প্রজাসাধারণের অস্তিত্ব রক্ষার্থ, ভৌমিক গণের চির প্রভুত্ব অক্ষুণ্ণ রক্ষার্থ, আর সর্ব্বোপরি বঙ্গীয় কুলমর্য্যাদা মোগলের করালগ্রাস হইতে উদ্ধারার্থ বদ্ধ পরিকর—

কোন্ মূঢ় তাঁহার সেবায় সার্থক জন্ম মানিতে কুণ্ঠিত হয় জানি না! ভ্রান্ত ধারণা—যশোহর রাজ পাঠানকুল সঞ্চিত বিভব সহায়ে বঙ্গের স্বাধীনতা হরণে প্রয়াস পাইতেছেন—আজ ভাগিরথী সলিলে বিসর্জ্জন পূর্ব্বক মূঢ় চিত্ততার প্রায়শ্চিত্ত সাধন করিব।

দি। উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গীয় ভৌমিক ভ্রাতৃগণ! গত যুদ্ধ পূর্ব্বে এই ধারণার বশবর্ত্তিতা হেতু আপনাদের পক্ষ—ভ্রান্ত চিত্ত, উচ্ছৃঙ্খল, আত্মম্ভরী, মাতৃপূজা বিরোধীগণের পক্ষ পরিত্যাগে বাধ্য হইয়াছিলাম।

তখন ধীর পদে দ্বিজেন্দ্র পাবনাধিপতি অগ্রসর হইলেন—

পা। বঙ্গের ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ! পুঁটিয়াধিশ্বরীর আশীর্ব্বাদ সহ ব্রাহ্মণের কামনা—যেন এ মহাব্রতে বঙ্গের আবালবৃদ্ধ আপনার সেবায়—মাতৃভূমির গৌরব রক্ষায়—পূর্ণ প্রাণে প্রস্তুত হয়। বঙ্গের ভাগ্য—আজ স্বীয় সন্তানের বিরাট প্রভূশক্তি প্রতাপে জ্যোতির্ম্ময়ী রূপে জগৎ সমক্ষে পুনরাবির্ভূতা হইবেন। ভ্রাতৃগণ! এ রত্নপ্রসূ বাঙ্গালা ধন্য—সার্থক বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ—যে দেশের সন্তান মাতৃপূজা প্রয়াসে প্রাণান্ত পণেও কুণ্ঠিত নহে।

দি। ভৌমিক ভ্রাতৃগণ! যে মহাপুরুষ দিল্লীশ্বরের অকুতোস্নেহ উপেক্ষা করিয়া, ভবিষ্যৎ সুবেদারী সম্পদ তুচ্ছ জ্ঞানে, সার্দ্ধদ্বিশত বৎসরের পাঠানরাজকুল সঞ্চিত বিপুল বিভবের ভোগলালসা পরিত্যাগে, বঙ্গের কুবের গণ চর্চ্চিত বিলাস বাসনা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক নেতাহীন পাঠান শক্তি, দস্যু বৃত্তিজীবী ফিরিঙ্গী, ক্ষুণ্ণ জীবিকাসেবী আমমাংসাহারী পার্ব্বত্তীয় যোধ, বঙ্গের অমরাবতী ভগ্নশ্রী গৌড়ের বঙ্গীয় বীরগণকে অক্লিষ্ট অধ্যবসায়ে সংগ্রহ করণে একাগ্রচিত্ত—তাঁহার পুণ্যকীর্ত্তির অংশ লাভে উপেক্ষা করা—সে মহাপ্রাণতাকে সন্দিগ্ধ চক্ষে দর্শন করা—সে মাতৃভূমি পূজার আয়োজনে বিঘ্ন উৎপাদন—মূঢ়তা ভিন্ন কোন্ অভিধায় আখ্যাত হইবার উপযুক্ত? বঙ্গেশ্বর দাউদের আশ্রয়ে—বঙ্গবাসী পাঠান

কুলতিলকের প্রসাদে বঙ্গের স্বাতন্ত্র্য সম্যক রক্ষিত ছিল—আজ! তাইমুর বংশীয় প্রভুশক্তির আকর্ষণে—ধন, সম্পদ, ঐশ্বর্য্য, সম্মান, সহায়-আজ প্রকাশ করিতে হৃদয় অভিভূত হয়—বঙ্গের জগৎ প্রশংসিত, ব্রীড়া সঙ্কুচিত কুলমর্য্যাদা, এক অজানিত পূর্ব্ব বিশ্বগ্রাসী আবর্ত্তন মুখে ধাবমান। পিতৃপুরুষ সঞ্চিত বিত্ত, বিভব, গৌরবাত্মক রাজ্য, অতীত বীরগণ পূজিত কৃপাণ ফলক, আভিজাত্য পরিপুষ্ট উষ্ণশোণিত সহায়ে গতি রোধ কর—অন্নপূর্ণা ভবানীর কৃপাবলে ভবানীর নরপূজিত বীরপুত্রের বিজয় নিশান হস্তে বঙ্গের অক্ষয়কীর্ত্তি ঘোষণায় অগ্রসর হও।

সে দরবার মধ্যে বিরাট হুঙ্কারে জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। সুকণ্ঠ ভট্টকবিগণ ভৈরব রাগে বঙ্গের অতীত কাহিনী গাহিলেন—বিপুল বিজয় বাদ্য ঝঙ্কারে শিবির, প্রান্তর প্লাবিত হইল।

তখন প্রতাপ উষ্ণীষ হস্তে দণ্ডায়মান হইলেন—কর্ণস্থ কুণ্ডল ঘন কম্পন বিলসিত, বক্ষগ্রথিত সূর্য্যকবচ মধ্যাহ্ন সূর্য্যপ্রতিভা বিশদ, বাহু সংলগ্ন অক্ষয় কবচ তীব্র জ্যোতির্ম্ময়—সে অনিন্দ্য সুন্দর বীরশ্রী ইন্দ্রতুল্য কান্তিতে নয়নাভিরাম।

প্র। ভৌমিক ভ্রাতৃগণ! তুচ্ছ বাণিজ্য শুল্ক! যশোহরের রাজকোষ বঙ্গেশ্বর দাউদের অতীতাত্মার আশীর্ব্বাদে ক্ষীণ নহে। পররাষ্ট্র? যে রাষ্ট্রের আবালবৃদ্ধ পূর্ণ প্রাণে এ মহাযজ্ঞে আত্মাহুতি প্রদানে পরাঙ্মুখ—সে কাপুরুষ, ভীরু, জড়পিণ্ড পূর্ণ রাজ্যে যশোহরের সীমাবৃদ্ধি বাঞ্ছনীয় নহে। স্বাধীনতা অপহরণ? প্রতাপ কোন্ ব্যক্তির স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করিয়াছে? স্বাতন্ত্র্য প্রয়াসীর পক্ষে স্বাধীনতা ধ্বংস কামনা স্বীয় মনোবৃত্তির বিরুদ্ধ। যুদ্ধ বিজিত ভৌমিক ভ্রাতৃগণ! প্রতাপ পূর্ণ প্রাণে মুক্তি প্রদান করিল। জেতা বিজিতের আচরণে প্রতাপের মন্ত্র বিগর্হিত। যশোহরের আকাঙ্খা—ইসলাম ধর্ম্ম প্রবর্ত্তক মহম্মদ শাণিত কৃপাণ সহায়ে নিজ মন্ত্রে দীক্ষা দান করিয়া বীরেন্দ্র সমাজে পূজিত—তবে

কোন্ বিধানে এ আত্মবিগ্রহ কল সম্মিলিত ভৌমিক ভ্রাতৃগণের সহানুভূতি লাভে বঞ্চিত হইব? দুষ্টক্ষত প্রদেশ আরোগ্যকামী চিকিৎসকের ছুরিকা চালন তীক্ষ্ন হইলেও—পুনর্জ্জীবন দানের সহায়তা কারক নহে কি? মহারাজ এক্ষণে আপনার উপদেশ প্রাপ্ত হইলে বাধিত হইব। সর্ব্বশেষে যশোহরের অনুরোধ—যে বঙ্গীয় মহারথী অতীত বঙ্গেশ্বরের কর্ত্তব্যোত্তরাধিকার অক্ষুণ্ণ রক্ষায় সমর্থ আছেন—অগ্রসর হউন; প্রতাপ অকুণ্ঠিত চিত্তে তদীয় ললাটে এ বিজয়োদ্দীপ্ত উষ্ণীষ স্থাপনে সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকারে পরাঙ্মুখ হইবেনা। রাজন্যগণ! ভৌমিক ভ্রাতৃগণ! বঙ্গের সমবেত বীর মণ্ডলি! অতীত বঙ্গেশ্বর দাউদের মুকুট গ্রহণ পূর্ব্বের উষ্ণীষ, যে কেহ বঙ্গের স্বাতন্ত্র্য রক্ষাভার গ্রহণে প্রস্তুত থাকেন—গ্রহণ করুন।

কেশব ভট্ট রাজ হস্ত হইতে উষ্ণীষ গ্রহণান্তর দরবার মধ্যস্থিত বিশাল স্বর্ণ ত্রিপদ পৃষ্ঠে রক্ষা করিলেন।

বি। বঙ্গেশ্বর দাউদের পরাক্রান্ত উত্তরাধিকারিন্। অদ্য ভবানী-পুত্রকে বঙ্গেশ্বর রূপে মাতৃভূমির গৌরব রক্ষক জ্ঞানে, বঙ্গের রাজন্য বর্গের নেতাস্বরূপ—গৌড়ের অতীত রাজ মুকুটে শোভিত করিব। প্রার্থনা—যেন তদীয় বিশাল চ্ছত্র নিম্নে স্বদেশ প্রেমোদ্দীপ্ত হৃদয়ে নিয়ন্ত্রিত হইয়া ভৌমিক জন্ম সার্থক হয়। ভ্রাতৃগণ! অদ্য হইতে যশোহরের পঞ্চরঙ্গীন পতাকা জাতীয় বিজয় নিশান রূপে সম্মানিত হইবে।

তখন বিপুল গর্জ্জনে বঙ্গেশ্বর প্রতাপের জয়শব্দ দিগ্‌দিগান্তে প্রধাবিত হইল। সমবেত রাজপুরুষবর্গ মণ্ডলাকারে সে বিরাট সিংহাসন বেষ্টনে হৃদয়োচ্ছ্বাস ব্যক্ত করিলেন। মহারাজ দিনাজপুর বিজয়ী বীর দর্পে ত্রিপদাবস্থিত উষ্ণীষ ভবানী পুত্রের ললাটোপরে স্থাপন পূর্ব্বক আশীর্ব্বাদ করিলেন।

দ্বি। বৎস! বঙ্গের অতীত গৌরব পুনরুদ্ধারার্থ এ দায়িত্ব পূর্ণ উষ্ণীষ

যশোহরের ললাটে স্থাপিত হইল। অদ্য হইতে বঙ্গের শূন্য সিংহাসনে—স্বদেশবাসী আপামর সাধারণের হৃদয়াসনে ভবানীপুত্রের অবস্থান চিরস্থায়ী হউক। বঙ্গেশ্বর! পিতৃ বন্ধুর ভৌমিক নিদর্শন—দিনাজপুরের সাঙ্কেতাঙ্গুরীয়ক—এ উষ্ণীষে গ্রথিত করিলাম।

সে মুহূর্ত্তে বিপুল জয়োচ্ছ্বাস সহকারে বঙ্গেশ্বর প্রতাপের জয়ধ্বনি উত্থিত হইল। ভীম গর্জ্জনে অবিশ্রান্ত তোপধ্বনি হইল, অশ্ব পৃষ্ঠচারী বাদকদল বিজয় বাদ্য ঝঙ্কারে শিবির বেষ্টন ঘন আবর্ত্তনে প্রদক্ষিণ করিল। সে বিশাল সৈন্যপ্রসার বিপুল গর্জ্জনে বঙ্গেশ্বর প্রতাপের জয় হাঁকিল—সামরিক সম্ভ্রম প্রদর্শনে ব্যস্ত হইল। সহস্র সহস্র পঞ্চরঙ্গীন পতাকা বঙ্গেশ্বরের বিরাট মহিমা ঘোষিত করিল। সে মহাকোলাহল মধ্যে সমবেত রাজপুরুষবর্গ স্ব স্ব সঙ্কেতাঙ্গুরীয়ক বঙ্গেশ্বরের উষ্ণীষ গাত্রে সংগ্রথিত করিলেন।

ভাওয়াল সাহা গম্ভীরে আহ্বান করিলেন—

ভা। ভ্রাতৃগণ! বঙ্গের এ মহোৎসব যশোহর নগরে—মাতৃপূজার বিরাট আয়োজনস্থলে সম্পন্ন হইলে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হয়।

দি। আগামী বৈশাখী পূর্ণিমায় বঙ্গেশ্বরের মুকুট গ্রহণের দিন নির্দ্দিষ্ট হইল। বঙ্গের আবাল বৃদ্ধ নরনারীর পক্ষ হইতে, ভৌমিক ও রাজন্যবর্গের প্রতিনিধি স্বরূপে—সে মহাযজ্ঞের নিমন্ত্রণ করিলাম। অনুপস্থিত ভৌমিক ভ্রাতৃত্রয়ের নিকট এ শুভ সংবাদ প্রেরণ ও ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য ভার হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।

প্র। পিতৃবন্ধু! আপনার উদারতা যশোহরের কৃতজ্ঞ হৃদয়ে চিরদিন পূজিত হইবে।

তখন একে একে রাজপুরুষবর্গ সাগ্রহ প্রসারিত রাজহস্ত চুম্বনদ্বারা বিশ্বস্ততা জ্ঞাপন করিলেন।

প্রতাপ তরবারি পার্শ্ব রাজন্যগণের কটিবন্ধে সে রাজোপহার সংলগ্ন

করিলেন। তখন পুনরায় গম্ভীর মন্দ্রে কামান গর্জ্জন হইল। অশ্বারোহী ঘন আবর্ত্তনে উদাত্ত কৃপাণফলকে ক্রীড়া প্রদর্শন করিল, পদাতি নিজ প্রহরণ শিরোস্পর্শ করিল, মিশ্র বিজয় বাদ্য ঝঙ্কারে প্রান্তর আমোদিত হইল; শিবিরাভ্যন্তর, প্রান্তর প্রসার, বিষ্ণুপুর দুর্গ এক বিপুল কোলাহলে বঙ্গেশ্বর প্রতাপের জয় ঘোষণা করিল, ভট্টকবিকুল মধুরে ভৈরবে বীরগাথা গাহিলেন। সে আনন্দোচ্ছ্বাস পূর্ণ মুহূর্ত্তে যশোহরের রাজদূত ক্লান্তদেহে রাজসমক্ষে অভিবাদন করিল।

প্র। যশোহরের সংবাদ?

অকস্মাৎ সে বিপুল জয়ধ্বনি প্লাবিত শিবির নিস্তব্ধ হইল। দূত উৎফুল্লকণ্ঠে নিবেদন করিল—

দূ। মহারাজ! আজ পঞ্চম দিবস বঙ্গেশ্বরী এক সর্ব্বগুণ লক্ষণ-যুক্ত পুত্র প্রসব করিয়াছেন।

রাজন্যবর্গ—শিবির মধ্যস্থ ব্যক্তি নির্ব্বিশেষে দ্বিগুণিত উৎসাহে মহাকোলাহলে জয়ধ্বনি করিলেন—প্রতাপ ও নরপতিগণ দূতকে কণ্ঠহার, হীরক বলয় প্রভৃতি উপহার প্রদান করিলেন—সে সংবাদ মুহূর্ত্ত মধ্যে বিষ্ণুপুর রাজমাতার কর্ণগোচর হইল। আগ্রহ নিমন্ত্রণে আতিথ্য গ্রহণার্থ বঙ্গেশ্বর সমীপে দূত প্রেরণ করিলেন। সে উচ্ছ্বাস কোলাহল মধ্যে মহারাজ শ্রীপুর উপস্থিত নরপতিগণকে আহ্বান করিলেন।

শ্রী। ভ্রাতৃগণ! বঙ্গের এ শুভ দিনে—জননী জন্মভূমির সৌভাগ্যোদয় দিবসে বঙ্গেশ্বর পুত্ররত্ন লাভের সংবাদ প্রাপ্ত হইলেন—অতএব বঙ্গের ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী "উদয়াদিত্য" নামে কীর্ত্তিত হইবেন। তদীয় প্রস্তাব বিপুল আনন্দধ্বনি সহকারে সমর্থিত হইল। বঙ্গেশ্বর যথারীতি অভ্যর্থিত হইয়া রাজন্যগণ সমভিব্যাহারে বিষ্ণুপুর রাজমাতার আতিথ্য গ্রহণার্থ অগ্রসর হইলেন। বলাবাহুল্য যুদ্ধ বিজিত রাজকোষ

দুর্গ, সম্পত্তি পূর্ব্বেই প্রত্যর্পিত হইয়াছিল। প্রতাপ বিদায় গ্রহণ সময়ে শ্রীপুরাধিপ সাগ্রহে নিবেদন করিলেন—

চাঁ। মহারাজ! অধীন সৌহৃদ্য নিদর্শন স্বরূপ কিঞ্চিত উপহার প্রদানের অনুমতি প্রর্থনা করে।

প্র। পূর্ব্ববঙ্গাধিপ! শ্রীপুরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রত্ন ব্যতীত অন্য উপহারে যশোহর তৃপ্ত হইবে না।

চাঁ। বঙ্গেশ্বর! অধীন কায়মনোবাক্যে অনুজ্ঞা অপেক্ষা করে।

প্র। পাঠান বীর কোমল খোজা শ্রীপুরের গরিষ্ঠ রত্ন, বঙ্গের ভাণ্ডারে এ রত্ন সংগৃহীত হইলে তৃপ্ত হইব।

চাঁ। এ অনুমতি চাঁদরায়ের সৌভাগ্য ও পাঠানের অদৃষ্ট বল।

রাজ্যাভিষেক।

(৩৮)

আজ বৈশাখী পূর্ণিমা তিথি আগত। যশোহর নগরের জাহাজ-ঘাটা, যমুনাতীর, রাজপথ, সৌধ, অট্টালিকা, মন্দির, দুর্গ, সৈন্যাবাস অভূতপূর্ব মনোরম সজ্জায় বঙ্গের নবযুগ ঘোষণা করিতেছিল। যমুনা-বক্ষে—অসংখ্য অগণ্য নৌকা' ছিপ, জাহাজ—কেহ নঙ্গরে—কেহ ইতস্ততঃ গতায়াতে ব্যস্ত। কেহ সত্যাগত—ধ্বজ শিখরে পঞ্চরঙ্গীন পতাকা মলয় হিল্লোলে জাতীয় গৌরব ঘোষণা করিতেছিল। বিচিত্র পুষ্পমাল্য স্তবকে স্তবকে ধ্বজগাত্রে পার্শ্ব বিস্তারে অপূর্ব্ব শিল্প পারিপাট্যে শোভা পাইতেছিল। সসজ্জ নৌসেনা কৃত্রিম সমরাভিনয় প্রদর্শনে ব্যস্ত। মহামতি আগষ্টাস্ লোহিত পরিচ্ছদ ভূষিত কলেবরে পঞ্চরঙ্গীন পতাকা হস্তে সত্যাগত রাজপুরুষগণের সম্মানার্থ তোপধ্বনির আদেশ প্রদান করিলেন। রাজ্য রাজ্যান্তরের রাজা, মহারাজা, হিন্দু মুসলমান, রাজ-পুরুষ, পর্টুগীজ, মগ, আমির, ওমরাহ, জমীদার, প্রসিদ্ধ বণিক সম্প্রদায়, বঙ্গের মনীষী ও বিদ্বন্মণ্ডলী, আহুত, অনাহুত বীরেন্দ্রগণ এক অপূর্ব্ব আকর্ষণে আজ বঙ্গেশ্বরের অভিষেক নিমন্ত্রণে—বঙ্গের মাতৃপূজাযজ্ঞে মিলনাশয়ে জাহাজ ঘাটে অবতীর্ণ হইতেছিলেন। আজ সে অবতরণ স্থলে-রজত স্তম্ভ শিখর সংস্থিত কারুকার্য্যময় স্ফটিক তোরণ মনোরম পুষ্প সজ্জিত—অশোক গুচ্ছ, কোকনদ মাল্য, শতদল স্তবক শিল্প পারিপাট্য সহকারে গ্রথিত। তোরণ সম্মুখে জাহ্নবীবারিপূর্ণ সুবর্ণ কলস সশীর্ষ সিন্দুরাঙ্কিত নারিকেল শোভিত। স্তম্ভ সম্মুখে সোপান প্রসার বহু কারুকার্য্য খচিত সুবর্ণ সূত্র রঞ্জিত রক্ত বস্ত্রাচ্ছাদনে সুখস্পর্শ—উভয় পার্শ্বে

যশোহরের বিপুলকায় মহামূল্য পরিচ্ছদ ভূষিত যোধগণ পঞ্চরঙ্গীন জাতীয় নিশান হস্তে সামরিক সম্ভ্রম প্রদর্শনার্থ দণ্ডায়মান—সর্ব্বাগ্রে মদন ও ফ্রান্সিস্। তোরণ শিখরে বর্ণ বৈচিত্রোজ্জ্বল পুষ্প বিশ্লেষণে বিচিত্র রাজ-মুকুট—অদ্ভুত শিল্প নৈপুণ্যের প্রকৃষ্ট পরিচয়। উভয় পার্শ্বে—একাদশ ভৌমিকের ও উৎকল রাজন্য বর্গের রাজ চিহ্ন সমূহ সমশিল্প কৌশলে পুষ্পময়ী তনুশ্রী বিতরণে বঙ্গীয় রাজশক্তির অভূতপূর্ব্ব সমাহার প্রতি-পাদন পরায়ণ। স্থির প্রবাহিনী যমুনাতট বিস্তারে শ্রেণী সজ্জিত—সিন্দুর রঞ্জিতকণ্ঠ কামান শ্রেণী, উন্মুক্ত বর্বাধারী অশ্বসাদী, জাতীয় পঞ্চরঙ্গীন নিশান, কদলীবৃক্ষ—সমব্যবধানাবস্থিত। মধ্যে মধ্যে মণ্ডলাকারে অশ্বপৃষ্ঠচর বাদকগণ মধুরে ভৈরবে বিজয় বাদ্য ঝঙ্কারে জাতীয় মহোৎসবে মাতৃপূজন প্রয়াসীগণকে আহ্বান করিতেছে। তোরণ পশ্চাতে ভবানী মন্দিরান্ত রাজপথ বিপুল জনতা-সঙ্কুল। অগণ্য জয় পতাকা হস্তে অশ্বারোহী, পদাতি, সৈন্যনায়ক ও শান্তি রক্ষকগণ—শৃঙ্খলা বিধানে নিয়ন্ত্রিত মহারথী বর্গকে অভ্যর্থনার্থ সমবেত। উভয় পার্শ্ব বিস্তারে সৌধ, অট্টালিকা, বিপণি—অপূর্ব্ব পুষ্পসজ্জায়, পূর্ণ কুম্ভ, কদলীবৃক্ষ, পঞ্চরঙ্গীন পতাকা বিশ্লেষণে পরস্পর প্রতিদ্বন্দ্বিতা পরায়ণ। সে বিস্তীর্ণ ক্রীড়া যুদ্ধক্ষেত্র অসংখ্য তাম্বু, কানাত, বস্ত্রাবাসে সমাচ্ছন্ন—বর্ণ বৈচিত্রে—মনোরম। ধ্বজ শিখরে ভিন্ন ভিন্ন রাজন্যবর্গের বংশ চিহ্ন বিশদ পতাকা মালা মলয় হিল্লোলে গৌরব জ্ঞাপন করিতেছিল। সর্ব্ব মধ্যস্থলে বিশাল রজত ধ্বজশীর্ষে খড়্গ চর্ম্মাঙ্কিত জাতীয় পতাকা তীব্র বায়ু প্রবাহে আন্দোলিত হইয়া বঙ্গেশ্বরের সার্ব্বভৌমত্ব ঘোষণা করিতেছিল। সে বিশাল কৃষ্ণ মর্ম্মর গঠিত মন্দির চূড়ায় স্বর্ণ ধ্বজ সগর্ব্বে উত্থিত—মন্দিরগাত্রে, স্তম্ভে রক্ত কোকনদ, জবামাল্য, অশোক গুচ্ছ বৈচিত্র্য কৌশলে সজ্জিত। দ্বার শীর্ষে ঘোর রক্তজবা বিশ্লেষণে বিরাট মুকুট রচিত হইয়াছিল। তন্নিম্নে পুষ্পোপাদান রচিত রাজ নিদর্শন খড়্গ ও

চর্য্য। মন্দির মধ্যে সুবর্ণ রজতাধারে পুষ্প, গন্ধ দ্রব্য, নৈবেদ্য মণ্ডলাকারে সজ্জিত—অসংখ্য প্রতিমা সম্মুখে সিন্দুর পুত্তলিকাঙ্কিত দীর্ঘ সুবর্ণ খড়্গ, শান্তি কুম্ভ, অভিষেচনিক গন্ধ তৈল, জয়মাল্য, অর্ঘ্য, জয়শঙ্খ, আবীর, কুঙ্কুম, বিচিত্র আধার সমূহে সযত্ন রক্ষিত। আজ সে মহানগরী পূর্ণ গৌরবোচ্ছ্বাসে বঙ্গেশ্বরের অভিষেক দর্শনাকাঙ্খায়—সসজ্জ প্রতীক্ষায় অসহিষ্ণুতা প্রকাশ করিতেছিল। মুক্তাগুচ্ছালঙ্কৃত কর্ণ, বিচিত্র শুণ্ড বারণ শ্রেণী মনোরম হাওদা পৃষ্ঠে স্ব স্ব কর্ত্তব্যে গমনশীল। সহস্র সহস্র পদক গ্রথিত কণ্ঠ তুরঙ্গম শ্রেণী সুবর্ণ ঘুঙ্ঘুরের মধুর নিক্কণে রাজপথ মুখরিত করিয়া আনন্দ নর্ত্তনে আরোহীর গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতেছিল। সে রাজপথে আজ তাঞ্জাম, চৌপায়ী, উষ্ট্রশকট—কাতারে কাতারে ছুটিতেছিল। শান্তি রক্ষক, সামরিক প্রহরী, নগর পাল, রাজ্যের সৈন্য নায়ক, কর্ম্মচারী এ বিরাট যজ্ঞের অদ্ভুত অনুষ্ঠানে অক্লিষ্ট অধ্যবসায় সহকারে কর্ত্তব্য পালন নিরত। নাগরিক অন্তঃপুর নিঃসৃত ঘন শঙ্খ নিনাদ, হুলুধ্বনি নহবৎবাদন শব্দ, যান বাহনাদির গতায়াত জনিত মিশ্ররব, জয়ধ্বনি, বিজয়বাদ্য ঝঙ্কার, তোপগর্জ্জন, অস্ত্র ঝঞ্ঝনা, দেবালয়োত্থিত শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনিলয়িত মন্ত্রোচ্চারণ—সর্ব্ববিধ মিশ্রণে এক বিপুল কোলাহল উত্থিত হইতেছিল—সমুদ্রোচ্ছ্বাসবৎ গম্ভীর, হৃদয়গ্রাহী। সূর্য্যকান্তের উদ্যানাবাস আজ পুষ্প সজ্জায় নন্দন সদৃশ নয়নাভিরাম। সে মনোরম মর্ম্মর মূর্ত্তি নিচয় রক্ত পুষ্পমাল্যে সজীবতা প্রকাশ পরায়ণ। সে কৃত্রিম সরিত্তটে মনোজ্ঞ পুষ্প বিশদ নীল চন্দ্রাতপ তলে—বহুতর সুখস্পর্শ আসন সজ্জিত ছিল। স্ফটিক তোরণশীর্ষে পুষ্পময় মুকুট হস্তে রাজবন্ধুর প্রতিকৃতি বঙ্গেশ্বরের শুভাগমন প্রত্যাশায় প্রতীক্ষা পরায়ণ। সহস্র সহস্র জয় পতাকা, মঙ্গল ঘট, কদলীবৃক্ষ—সে উপল বিশ্লিষ্ট পথিপার্শ্ব সমালঙ্কৃত। দ্বারশীর্ষস্থ "সত্যের জয় ও অসত্যের পরাজয়" পুনঃরঞ্জিত হইয়াছিল। সে বিশাল সোপান শ্রেণী সুবর্ণ সূত্রে রঞ্জিত ঘোর রক্তবর্ণ মখমলের

আস্তরণে সমাচ্ছাদিত। দালান মধ্যে অসংখ্য রসন, চৌকী, চৌপায়া, ঠেস, কেদারা, তক্ত পারিপাট্য সহকারে সজ্জিত, মধ্য প্রদেশ-হীরক খচিত বিচিত্র মসনদ শোভিত, মুক্তাগুচ্ছ গ্রথিতপ্রান্ত অষ্ট কোণ ছত্র বিলসিত। নীল বস্ত্রাচ্ছাদিত দুর্গরথ্যা যশোহরের মহারথীগণ নিমন্ত্রিত রাজন্যগণের অভ্যর্থনার্থ দণ্ডায়মান। শ্রেণী সজ্জায় অগণ্য পুষ্পমাল্য বেষ্টিত কদলী-বৃক্ষ সিন্দুরাঙ্কিত পূর্ণ কুম্ভ, স্ফটিক তোরণ, নহবৎ মন্দির, পঞ্চরঙ্গীন পতাকা মালা বঙ্গেশ্বরের অতুল বিভবের পরিচয় প্রদান করিতেছিল। প্রাঙ্গণে—রক্ত,নীল,পীত, হরিদ্বর্ণ ক্ষুদ্র বৃহৎ শিবির শ্রেণী—স্বুবর্ণ কলসশীর্ষ, মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান সমূহ সামরিক প্রহরী সঙ্কুল! অগণ্য ধ্বজ, পতাকা পুষ্পতোরণ, কৃত্রিমোদ্যান, জলপ্রপাত, বর্ণবৈচিত্র্যোজ্জ্বল তরলোদ্গারী প্রস্রবণ বিলসিত।

সে বিশাল দরবারের সোপানোপরে সুবর্ণ সূত্র রঞ্জিত রক্তবর্ণ মখমলের আস্তরণ, উভয় পার্শ্বে মোরাদাবাদ বারাণসী, কটক ও শ্রীহট্ট দেশানীত কারুকার্য্য বিশদ, বহুমূল্য পুষ্পাধার সংরক্ষণে—অলঙ্কৃত। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিচিত্রকায় জাতীয় নিশান খড়্গ চর্ম্মাঙ্কিত দেহে সুবর্ণ দণ্ডাগ্রে হিল্লোলিত। দরবার মধ্যে বহুমূল্য প্রস্তর খচিত নীল পারস্যজাত মখমল আস্তীর্ণ, মধ্য প্রসারে অনতি-প্রশস্থ পথ—পূর্ণবক্ষ শিল্প খচিত সুবর্ণ পুষ্পাধার, সুগন্ধ বিতরণে দশদিক প্লাবিত করিতেছিল। অসংখ্য অগণ্য সুবর্ণ রজত স্ফটিক নির্ম্মিত সপ্তরঙ্গীন, সুখস্পর্শ আস্তরণ-পৃষ্ঠ মসনদ, তক্ত, চৌকী, চৌপায়ী, ঠেস, কেদারা, রসন—বঙ্গের মহারথীবর্গের পরিচয় চিহ্নাঙ্কিত, অপরূপ শ্রেণী বিধান সজ্জিত—বহুতর চিহ্নশূন্য। ব্যবধান মধ্যে অর্দ্ধনগ্নাঙ্গী সুবর্ণ রজত-কায় হুরীমূর্ত্তি নিচয় পুষ্পরচিত পতাকা হস্তে মনোরম শ্রী বিতরণ করিতেছিল। বহুমূল্য প্রস্তর খোদিত স্তম্ভগাত্রে রক্তজবামাল্য, অশোক-গুচ্ছ, কোকনদ স্তবক অদ্ভুত শিল্প পারিপাট্যে চিত্তহারী। সে ভিত্তি

সংলগ্ন বীরেন্দ্র মনীবী সম্প্রদায়ের উজ্জ্বল চিত্র সমূহ ও সুবাবাংলার বিচিত্র নক্সা--মনোরম পুষ্প বেষ্টনে নবশ্রী সম্পাদিত করিয়াছিল। তদূর্দ্ধ প্রদেশে বঙ্গেশ্বরের মুকুট, খড়্গ, চর্ম্ম, জাতীয় পতাকা পুষ্পময় কলেবরে অতুল জ্যোতি বিশদ। সম্মুখ প্রদেশে বিস্তীর্ণ ব্যবধান—মণি মাণিক্য খচিত রক্ত-বস্ত্রাচ্ছাদনে অলঙ্কৃত। মধ্যস্থলে বিশাল হেমদণ্ড শিখরে খড়্গ চর্ম্ম দোলায়মান। তন্নিম্নে রত্ন বিমণ্ডিত বঙ্গ নকীব। দক্ষিণে মর্ম্মর বেদী পৃষ্ঠে মহামূল্য প্রস্তর খচিত সুবর্ণসূত্র রঞ্জিত শ্বেত বস্ত্রাচ্ছাদন—বঙ্গের বিদ্বন্মণ্ডলীর স্বতন্ত্র স্থান। সে সিংহাসনাশ্রয় হৈমবেদী সম্মুখস্থ সোপাণ পৃষ্ঠে সুবর্ণ রজত ও স্ফটিক ত্রিপদের উপর—আড়ানি, চামর, গন্ধদ্রব্য তাম্বুলাধার, মহামূল্য কোষগর্ভ তরবারি, হীরককণ্ঠী, পুষ্পস্তবক—ষড়ৈশ্বর্য্যের প্রকৃষ্ট পরিচয় জ্ঞাপন করিতেছিল। সিংহাসন সম্মুখে মণি মাণিক্য খচিত শিল্প বিশদ সুবর্ণাধার সমূহ বঙ্গের রাজশ্রীসম্ভার—মুকুট, কুণ্ডল, কবচ, রাজদণ্ড—অতুল সমৃদ্ধি সহকারে সংরক্ষিত। হৈমবেদী সম্মুখে রত্ন খচিত চতুস্ত্রিংশৎ সংখ্যক মহামূল্য হস্তীদন্ত নির্ম্মিত সিংহাসন-সুবাবাংলার প্রথিত নামা নরপতিবর্গের বংশানুক্রমিক পরিচয় চিহ্নাঙ্কিত। সর্ব্বোত্তর প্রদেশে পূর্ব্বপরিচিত রত্নখচিত হৈমবেদী পৃষ্ঠে অপরূপ শিল্প বিশদ মহার্হ সপ্তবর্ণ মণিমাণিক্য খচিত বিরাট হৈমসিংহাসন—হীরক খচিত রক্তবর্ণ মসনদ শোভিত। তদুপরি চতুস্ত্রিংশৎ প্রধান নরপতি বর্গের বংশচিহ্নাঙ্কিত মুকুটাকার বিশাল ছত্র—অসংখ্য অগণ্য সপ্তবর্ণ হীরককায় তারা নক্ষত্র খচিত—রামেশ্বর, পুরীক্ষেত্র প্রসূত মুক্তাগুচ্ছ লহরে লহরে ক্রীড়া করিতেছিল। ছত্র সম্মুখ প্রদেশে তীক্ষ্ণ দ্যুতি হীরককায় খড়্গ চর্ম্ম বঙ্গেশ্বরের সার্ব্বভৌমত্ব বঙ্গের জাতীয় স্বাতন্ত্র্য মৃদু কম্পনে ঘোষণা করিতেছিল।

রাজান্তঃপুরে আত্মীয়া, অভ্যাগতা, নিমন্ত্রিতা যশোহরের সীমন্তিনীগণ যুবরাজ্ঞীর সে ইন্দ্রানী বাঞ্ছিত নিবিড় চিকুর দামে বেদ মন্ত্রোচ্চারণ পুরঃ

জাহ্নবী সলিল সেচনে বঙ্গের রাজমুকুট গ্রহণের পূর্ব্বকৃত্য সম্পাদনে যত্নশীল। আজ নিপুণিকার পূর্ণায়ত রাজেন্দ্রাণিতুল্য দেহভার অষ্টালঙ্কারে ভূষিত, ভবানী নির্ম্মাল্য যুবরাজ্ঞীর রত্নবিলসিত কবরী প্রান্তে সংযোজন করিতেছিলেন। অন্নপূর্ণারূপিণী মহারাণী ভবিষ্যৎ বঙ্গেশ্বরীর শিরোদেশে অভিসেচনিক মন্ত্রঃপূত গন্ধস্নেহ অবমর্ষণে একাগ্রচিত্ত। যুবরাজ্ঞী সুহৃদ সেনাপতিপত্নী যশোহরের খড়্গ চর্ম্ম চিহ্নাঙ্কিত কবরীবেষ্ট মণ্ডলিত কেশভার দুলাইয়া আভিসেচনিক দ্রব্যসম্ভার পূর্ণ আধার হস্তে ঘন প্রদক্ষিণ পরায়ণা—নবাগতা ভাবী মন্ত্রী শঙ্কর পত্নী পূর্ণিমা দেবী—শান্তি কুম্ভবারি সিঞ্চনে আশীর্ব্বাদ করিলেন। তখন সে সজীব কুসুম প্রবাহ এক বিপুল আবর্ত্তনে ঘন শঙ্খ হুলুধ্বনি সংযোগে বঙ্গেশ্বরীকে প্রদক্ষিণ পূর্ব্বক ধান্য, দূর্ব্বা, কুসুম, কুঙ্কুম বর্ষণ করিলেন। কোমল কণ্ঠ সঞ্জাত মধুময় মঙ্গল গীতি ধ্বনি তরঙ্গে তরঙ্গে অন্তঃপুর প্লাবিত করিল। কুমারীমণ্ডলী পুষ্পাঞ্জলি উপহারে প্রীতি সম্ভাষণ করিল। অভিষেক সজ্জার্থ সহস্র শতদল মধ্যবর্ত্তিনী কুসুমকুলরাজ্ঞী বঙ্গেশ্বরী—নিপুণিকা ও যাদবীর হস্তধারণ পূর্ব্বক রাজ প্রকোষ্ঠাভিমুখে অগ্রসর হইলেন। সর্ব্বাগ্রে শান্তি কুম্ভ হস্তে পূর্ণিমা দেবী—মূর্ত্তিমতী শান্তি দেবীরূপে। সে পূর্ণ সৌন্দর্য্য স্নিগ্ধলাবণ্য প্লাবিত—কমনীয় মুখমণ্ডল বহুব্যাপী প্রিয় অদর্শন জনিত ছায়া সম্পাতে মনোজ্ঞ, নয়নাভিরাম।

সূর্য্যদেব প্রহরানুমান পূর্ব্বগগনে উদিত হইয়াছেন—তখন ভীম গর্জ্জনে কামানধ্বনি হইল, ঘন বিজয়বাদ্য ঝঙ্কারে দিঙ্মণ্ডল প্লাবিত হইল, বিপুল জয়ধ্বনি নিনাদে সে বিশাল মানবস্রোত ভবানী মন্দির লক্ষ্যে ছুটিল। মহামায়ার বিস্তীর্ণ মন্দির বেষ্টনে দিগ্দেশাগত নরপতি বর্গ, রাজপুরুষ, সৈনিক, নাগরিক, বৈদেশিক সমস্বরে জয়ধ্বনি করিলেন। ভবানীপুত্র প্রতিমা সমক্ষে গুরুদেব তর্কপঞ্চানন কর্ত্তৃক অভিসিঞ্চিত

হইতেছিলেন। শত শত পবিত্রাচার ব্রাহ্মণ মণ্ডলী বেদ মন্ত্রোচ্চারণে রাজতনু প্রদক্ষিণ পরায়ণ। প্রতাপ অভিসিঞ্চন স্নাত শির ভূমে লুটাইয়া যুক্ত করে আহ্বান করিলেন—

প্র। অন্নপূর্ণে! আজ তোমার অনুগৃহিত সন্তান বঙ্গের রাজ মুকুট গ্রহণার্থ অনুজ্ঞা প্রার্থনা করে। ভবাণি! চিরাভয়দাত্রি! তোমার অক্ষুণ্ণ আশীর্ব্বাদে উৎকল ভূমি হইতে দুর্ব্বৃত্ত মোগল তাড়িত— তোমার সাধের যশোহরের বিজয় নিশান ভুবনেশ্বর প্রান্তরে সমুত্থিত। আর এ নিগৃহিত বঙ্গভূমি আজ প্রীতিমাল্য হস্তে করুণ আহ্বানে তোমার চিরাশ্রিত পুত্রকে রাজমুকুট গ্রহণার্থ সত্বরতা জ্ঞাপন করিতেছে। আজ সার্দ্ধত্রিশত বৎসর পরপদ সেবায় বঙ্গের জীবন্মৃত সন্তানগণ উদ্ধারাশায় কাতর নয়নে ভবানী পুত্রের মুখাপেক্ষা করিতেছে। মা! পাষাণময়ি! তোমার আশীর্ব্বাদে এতকাল বঙ্গবাসী পাঠানাশ্রয়ে বঙ্গের স্বাতন্ত্র্য নির্ব্বিঘ্ন ছিল, আর এক্ষণে—সে বিপুল তুর্কশক্তি প্রভাবে বঙ্গের যথা-সর্ব্বস্ব ঘোর আকর্ষণে ধাবিত হইতেছে—তোমার চরণাশ্রিত সেবকের মর্ম্মান্তিক কামনা—যেন সে আবর্ত্তন মুখে তৃণগুচ্ছ তুল্য ছিন্ন বিচ্ছিন্ন না হই। তবে মা! বঙ্গের আবাল বৃদ্ধের করুণ আহ্বানে দ্বাদশ ভৌমিকের সমবেত নিমন্ত্রণে, বঙ্গের স্বাধীনতা ঘোষণায়—আজ তোমার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করি। দেশে দেশে, পররাষ্ট্রে আপামর সাধারণের নিকট ভবানীপুত্র নাম ডুবিবে কি? করালিনি! আজ তোমার পরক্রান্ত পুত্র বঙ্গের জাতীয় মহাযজ্ঞের রাজমুকুট গ্রহণে অগ্রসর। প্রসন্নময়ি! ও নাম স্মরণে বাত্যাসংক্ষুব্ধ সমুদ্র বক্ষে, মোগল কবলিত উৎকল প্রান্তরে, সহস্র যোধ বিদ্রাবিত রণস্থলে ঘোর দর্পে বিজয় নিশান উত্থিত করিয়াছি—তবে আজ সমগ্র বঙ্গের সহানুভূতি পূজিত ভবানী পুত্র বঙ্গের অতুল সমৃদ্ধিপূর্ণ সিংহাসনে অগ্রসর হইতে কুণ্ঠিত হইবে কেন

মা?—সে পাষাণ প্রতিমা ঘন কম্পনে কম্পিত হইল। প্রতাপ কাতরে আহ্বান করিলেন—

প্র। অম্বিকে! পরমেশ্বরি! আশীর্ব্বাদ কর মা, যেন ভবানী পুত্রের নাম অক্ষয় থাকে—যেন বিশ্বগ্রাসী মোগল শক্তি দূরীভূত করিয়া জাতীয় বিজয় নিশান হস্তে লক্ষ জয়মাল্যে, ও চরণ অলঙ্কৃত করিতে সমর্থ হই।

সে বিশাল খড়্গ প্রতাপের শিরস্পর্শ করিল—প্রতাপ ভূমে লুটাইয়া প্রণাম করিলেন। তখন গুরুদেব তর্ক পঞ্চানন সে উৎসৃষ্ট খড়্গ ভবানী চরণামৃতে অভিসিঞ্চিত করিলেন—প্রতিমা চরণ প্রান্তে স্থাপন পূর্ব্বক রক্ত পুষ্প প্রদানে মন্ত্রঃপুত করিলেন—বৎস! খড়্গ ও নির্ম্মাল্য প্রার্থনা কর।

প্রতাপ করযোড়ে করুণ আহ্বানে ডাকিলেন—

প্র। ভবানি! চিরাশ্রয় দায়িনি! সন্তান মাতৃপূজা যজ্ঞে অভয় প্রার্থনা করে। একবার লুণ্ঠিত সর্ব্বস্ব বঙ্গ সন্তানের প্রতি, হৃতরাজ্য বঙ্গীয় নরপতি বঙ্গের কাতরতাপূর্ণ মুখমণ্ডলে, বঙ্গের চিরললামভূতা অঙ্গনাকুলের ক্ষুণ্ণ সম্ভ্রম শীলতা প্রতি করুণা কটাক্ষে চাহ মা। এ মর্ম্মান্তিক আহ্বানে কোন্ প্রাণে নিশ্চিন্ত থাকিয়া ভবানীপুত্র নাম ডুবাইব? তোমার নির্ম্মাল্য—চরণাশ্রিত সন্তান—শিরে ধারণ পূর্ব্বক, ও পদস্পৃষ্ট খড়্গ সহায়ে বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে প্রলয় সংঘটনে সমর্থ হইবে। সে ঘন কম্পিত পাষাণ প্রতিমা গম্ভীরে আহ্বান করিল—বৎস! নির্ম্মাল্য গ্রহণ কর। প্রতাপ যুক্ত কর প্রসারণে খড়্গ ও নির্ম্মাল্য গ্রহণ করিলেন—ধীর পদে গুরুদেব সমভিব্যাহারে মন্দির নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সে সমবেত বঙ্গীয় রাজশক্তি, সৈনিক, নাগরিক, বৈদেশিক, আত্মীয় স্বজন, বিদ্বমণ্ডলী উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে জয়ধ্বনি করিলেন। মন্দির, শিবির, শিবিরান্তর ব্যাপী

রাজপথ ঘোর কোলাহল সমাচ্ছন্ন। প্রতাপ পিতৃব্য ও গুরুদেব সমভি-ব্যাহারে অন্তঃপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন। অজস্র কুসুম, কুঙ্কুম ও ধান্য, দুর্ব্বা বর্ষণে সে অভিসিঞ্চিত মস্তক পুনরভিসিঞ্চিত হইল। সে মুহূর্ত্তে গভীর গর্জ্জনে তোপধ্বনি হইল—বিপুল জয় শব্দে মহানগরী সমাচ্ছন্ন হইল, ঘন বিজয়বাদ্য ঝঙ্কারে দিগ্মণ্ডল প্লাবিত হইল, রক্ষী, প্রহরী, কর্ম্ম-চারী যে যাহার কর্ত্তব্যে ধাবমান হইল। নিমন্ত্রিত রাজন্য সম্প্রদায়, দূত, রাজা, মহারাজা, আমীর, ওমরাহ, নবাব, সাহা, সেনাপতি, সম্ভ্রান্ত, পণ্ডিত, নাগরিক, বৈদেশিক, জাতিধর্ম্ম নির্ব্বিশেষে যথোপযুক্ত যান-বাহনাদিতে সে বিশাল দরবার অভিমুখে পূর্ণ প্রাণে অগ্রসর হইল। নগরস্থ অসংখ্য দেবালয়ে বঙ্গেশ্বরের মঙ্গল কামনায় স্বস্তি মন্ত্র উচ্চারিত হইল; মুসলমান, পর্টুগীজ, মগ স্ব স্ব উপাসনালয়ে সে ক্ষণ জন্মা মহা-পুরুষের জয় কামনা করিল—মুক্তি প্রাপ্ত বৈতালিকবন্দী বঙ্গের কীর্ত্তি কাহিনী আলাপে—সে দরবার যাত্রী জন-স্রোতে সঞ্জীবনী মন্ত্র প্রদান করিল। সে সুসজ্জিত মহাজনতা দুর্গ প্রাঙ্গণে অগ্রসর হইল। মুহুর্ম্মুহু বিজয়বাদ্য ঝঙ্কারে প্রাসাদ প্রাঙ্গণ প্লাবিত হইল; অজস্র কুসুম স্তবক বর্ষণে সুরভি বায়ু প্রবাহ দিগ্‌দিগান্তে ছুটিয়া বঙ্গের যশঃ সৌরভে নগর প্লাবিত করিল। রক্ষী, প্রহরী, সাম-রিক সম্ভ্রম প্রদর্শন করিল, অসংখ্য পক্ষরাজীন পতাকা মলয় হিল্লোলে জাতীয় গৌরব জ্ঞাপন করিল—তখন যথাযোগ্য বিধানে বঙ্গের প্রথিত নামা বিদ্বন্মণ্ডলী, অধ্যাপকগণ, নরপতিবর্গ অন্যান্য সম্ভ্রান্তগণ অগ্রসর হইলেন। প্রবেশ দ্বারে হীরক খচিত বর্ম্ম মণ্ডিত দেহে বঙ্গের অদ্বিতীয় বীর গুহকুলভূষণ সূর্য্যকান্ত—শ্যামকান্ত তনুশ্রী উৎফুল্ল, অনাবৃত শিরে বিচিত্র জয়মাল্য সুগন্ধ প্লাবিত, কর্ণস্থ কুণ্ডল তীব্র জ্যোতির্ম্ময়, মুখরুচি শ্রান্তি জনিত স্বেদ বিন্দু বিলসিত। বিশাল খড়্গ শিরোস্পর্শ পূর্ব্বক সামরিক সম্ভ্রম প্রদর্শনে ব্যস্ত। দরবার মধ্যে বাসন্তীবর্ণ পরিচ্ছদ

ভূষিত কলেবরে পিতৃব্যদেব বসন্তরায়—তৎপশ্চাতে শুভ্র মলয়জ লিপ্ত মুখরুচি শঙ্কর ও কুঙ্কুম বর্ণ পরিচ্ছদ ভূষিত লোহিত হীরক বিশদ উষ্ণীষ শীর্ষে গোবিন্দ রায়—শিষ্টাচার প্রদর্শনার্থ দণ্ডায়মান।

নকীব গম্ভীর কণ্ঠে জ্ঞাপন করিল—বঙ্গের মনীষী সম্প্রদায় ও বিদ্বন্মণ্ডলী অভিষেকাশীর্ব্বাদ প্রদানে অগ্রসর। বসন্তরায় উষ্ণীষ হস্তে প্রণাম করিলেন। ব্রাহ্মণ মণ্ডলী শঙ্কর প্রদর্শিত পথে—গোবিন্দ রায় নির্দ্দেশিত আসনে স্থান গ্রহণ করিলেন।

নকীব পুনরায় উচ্চকণ্ঠে জ্ঞাপন করিল—

(১) বঙ্গের অর্গল বারেন্দ্র কুলচন্দ্রমা দিনাজপুর। (২) বঙ্গজ কায়স্থ কুলপ্রদীপ চন্দ্রদ্বীপাধিপতি কন্দর্প নারায়ণ। (৩) বঙ্গজ কায়স্থ কুলতিলক ভূষণাধিশ্বর। (৪) —(৫) বঙ্গজ কায়স্থ গৌরব শ্রীপুরাধিপ ভ্রাতৃদ্বয়। (৬) বঙ্গজ কায়স্থ কুলসবিতা ভুলুয়াধিপতি। (৭) প্রবল প্রতাপ হিজলীপতি ঈশার্খা মসনদ্ আলি। (৮) দৈব শক্তি সম্পন্ন ভাওয়াল সাহা। (৯) মল্লকুলসূর্য্য বিষ্ণুপুর। (১০) দ্বিজেন্দ্র তাহিরপুর। (১১) ব্রাহ্মণ কুলতিলক পাবনাধিপ। (১২) নারায়ণপুর রাজ। (১৩) করিমগড়ের আমীর। (১৪) রামজীবনপুর রাজ। (১৫) মঙ্গলগড়ের সেনরাজ। (১৬) সেন—পর্ব্বতস্বামী জয়ন্তসহায়। (১৭) ত্রিপুরারাজ ভ্রাতা। (১৮) চট্টগ্রাম বিভাগস্থ চন্দ্রনাথ রাজ। (১৯) রাঙামাটী রাজ (চট্টোগ্রাম) (২০) কুচবিহারাধিপ লক্ষীনারায়ণ। (২১) গোরক্ষপুররাজ শঙ্কররাম। (২২) কামরূপ রাজ। (২৩) রাঙামাটী রাজ (রাঢ়)। (২৪) পাটনা নবাবসাহা। (২৫) সীতারামপুর আমীর। (২৬) রাজগ্রাম নবাব মোকাম খাঁ কাবুলী। (২৭) বারবঙ্গের ব্রাহ্মণ নরপতি। (২৮) সাসিরামের শূর। (২৯) পাঠানকুলতিলক উৎকল মহারথী ওস্মান্। (৩০) রামচন্দ্র।

(৩১) পুরীরাজ। (৩২) গণপতি নরেন্দ্র। (৩৩) কতলু পুত্র আহম্মদজান।

বসন্তরায় যথাযোগ্য অভিবাদন ও অভ্যর্থনা করিলেন। শঙ্কর ও গোবিন্দরায় বহুবিধ শিষ্টাচারে সম্বর্দ্ধনা করণান্তর পরিচয় চিহ্নাঙ্কিত সিংহাসনে আসন নির্দ্দেশ করিলেন। তৎপশ্চাতে প্রসিদ্ধ রাজপুরুষবর্গ, সামরিক ও রাজ্যের প্রধান বর্গ, বঙ্গের মহারথী সম্প্রদায়, সম্ভ্রান্ত, বৈদেশিক, নাগরিক, দূতগণ যথাযথরূপে অভ্যর্থিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট চিহ্নাঙ্কিত আসনে স্থান গ্রহণ করিলেন। বসন্তরায় ধীর পদে অগ্রসর হইলেন—ওস্মান সাগ্রহ প্রসারিত করে রাজপিতৃব্যদেবকে অভ্যর্থনা পূর্ব্বক যশোহরের খড়্গ চর্ম্মাঙ্কিত সিংহাসনে বসাইলেন। তখন ভীম গর্জ্জনে অবিশ্রান্ত তোপধ্বনি হইল। ঘন বিজয় বাদ্য ঝঙ্কারে দুর্গ, চত্বর, প্রাঙ্গণ প্লাবিত হইল। বিপুল জয়ধ্বনি সহকারে পশ্চাদ্দ্বার উদ্ঘাটিত হইল—বঙ্গেশ্বর ধীরপদে প্রবিষ্ট হইলেন। ভট্টকবিগণ ভৈরবরাগে অতীত কীর্ত্তিগাথা আলাপ করিলেন। সমবেত নরপতিগণ ও রাজপুরুষবর্গ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বুকে হাত বাঁধিয়া সম্ভ্রম জ্ঞাপন করিলেন। সহস্র সহস্র মহারথী ভূমি চুম্বিত মস্তকে অভিবাদন করিলেন। তখন বসন্তরায় সদ্ভিব্যাহারে ওস্মান, দিনাজপুররাজ, ত্রিপুরাধিপ, কামরূপ রাজ, কুচবিহার ও গোরক্ষপুর রাজ অগ্রসর হইলেন।

প্র। বঙ্গের জাতীয় মহোৎসবে দ্বিজেন্দ্র সমাজ দাসের প্রণাম গ্রহণ করুন। সুবাবাংলার চির স্বাধীনতা প্রয়াসী মাতৃপূজা যজ্ঞ নিমন্ত্রিত ভ্রাতৃগণ! আজ বঙ্গের সুপ্রভাত!

দ্বিজেন্দ্রগণ আশীর্ব্বাদ করিলেন। বসন্তরায় প্রমুখ নরপতিবর্গ সিংহাসনারোহণে সাহায্য করিলেন!

সে মুহূর্ত্তে মধুর নিক্কণে শিঞ্জিনী ঝঙ্কার জড়িত মঙ্গল গীতিধ্বনি সহকারে

পশ্চাদ্দ্বার পুনরুদ্ঘাটিত হইল। দিব্যালঙ্কার ভূষিতা বঙ্গেশ্বরী সে বিশাল দরবারে প্রবিষ্ট হইলেন—দৃষ্টি স্থির, অমিয় স্নিগ্ধ—পশ্চাতে মণিমাণিক্য বিজড়িত মুকুট হস্তে নিপুণিকা। নন্দিনী প্রমুখ রাজসহচরীবর্গ চামর ব্যজনে পশ্চাদনুসরণ পরায়ণা। নিপুণিকা ধীর হস্তে রাজমুকুট পার্শ্বে বঙ্গেশ্বরীর মুকুট স্থাপনান্তর তাঁহাকে সিংহাসনোত্থানে সাহায্য করিলেন। সে দরবার নিরব, সূচীপতন শব্দও অনুভূত হয়। তখন ধীর পদে গুরুদেব তর্ক পঞ্চানন অগ্রসর হইলেন। ব্রাহ্মণমণ্ডলী বেদোচ্চারণে অভিষেক সূচনা করিলেন। লক্ষ্মীকান্ত ত্রিপদস্থিত অভিসেচনিক গন্ধস্নেহ গুরুদেব হস্তে প্রদান করিলেন। গুরুদেব স্বস্তি বচন আবৃত্তি পূর্ব্বক বঙ্গেশ্বরের বিজয়োদ্দীপ্ত মস্তক অভিসিঞ্চিত করিলেন; বঙ্গেশ্বরীর অলকা শোভিত ললাটে মন্ত্রঃপূত গন্ধস্নেহ ধারায় স্নাত হইল। প্রতাপ সস্ত্রীক গুরুদেবকে প্রণাম করিলেন। সে মুহূর্ত্তে বসন্ত রায় প্রমুখ নরপতিবর্গ বঙ্গেশ্বরের অভিসিঞ্চিত শিরে রাজ মুকুট অর্পণ করিলেন। গুরুদেব রাজ্ঞীর ইন্দ্রাণী বাঞ্ছিত ললাটে মুকুট স্থাপন করিলেন। তখন বিপুল জয়ধ্বনি, বিজয় বাদ্য ঝঙ্কার, ভট্টকবি গীতি, স্বস্তি বচন, জয়াশীর্ব্বাদ ও কামান গর্জ্জন সহকারে বঙ্গের অপ্রতিদ্বন্দ্বী স্বাধীনতা ঘোষিত হইল। নকীব উচ্চকণ্ঠে জ্ঞাপন করিল—"অদ্য বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে রাজ রাজেশ্বর সসাগরা বঙ্গের অদ্বিতীয় অধীশ্বর জাতীয় মহোৎসবে নিমন্ত্রিত রাজন্য সমাজের নেতাস্বরূপে, বঙ্গের ধন, প্রাণ, সম্মান রক্ষার্থ স্বাধীনতার বিজয় নিশান উড্ডীন করিলেন—যে কেহ বঙ্গের মহাযজ্ঞানুষ্ঠানে অনুপ্রাণিত থাকেন অগ্রসর হউন।" কেশব ভট্ট সদর্পে খড়্গ চর্ম্মাঙ্কিত পঞ্চরঙ্গীন নিশান উত্থিত করিলেন। রায়মঙ্গল নদী তটস্থ টঙ্কশালা নির্ম্মিত সম্মুখ ভাগ—"শ্রী শ্রী কালিকা প্রসাদেন ভবতি শ্রীমন্মহারাজ প্রতাপাদিত্য রায়" ও পশ্চাদ্ভাগ—"বজং সিক্কা বছিমো জরবে বাঙ্গাল মহারাজা প্রতাপাদিত্য জর্দ্দাল" অঙ্কিত) ত্রিকোণ মুদ্রা সভাস্থলে বিতরিত হইল।

দরবার শুদ্ধ উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে জয়ধ্বনি সহকারে সে জাতীয় পতাকা বেষ্টনে বঙ্গেশ্বরের নামাঙ্কিত মুদ্রা উষ্ণীষোপরে স্থাপন পূর্ব্বক রাজসমক্ষে অভিবাদন করিলেন। মহারাজা কুচবিহার ও পাঠান কুলতিলক ওস্‌মান বঙ্গেশ্বরের হস্তে ও পিতৃবন্ধু দিনাজপুর এবং বসন্ত রায় বঙ্গেশ্বরীর হস্তে রাজদণ্ড ও গোলক অর্পণ করিলেন।

কু। বঙ্গেশ্বর! আজ মোগল ভয়ে রাজ্য, রাজধানী পরিত্যাগে দেশ দেশান্তরে অনির্দ্দিষ্ট ভ্রমণে কাল যাপন করিতেছি। রাজ্যের রথী-বর্গ এখনও স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় যত্নশীল। অধীনের কামনা—সাহেন্-সাহ দাউদের উত্তরাধিকারীর অনুগ্রহে শান্তি স্থাপনে সক্ষম হই।

প্র। রাজন্! অতীত বঙ্গেশ্বরের বিপৎ সুহৃদ! স্বাধীনতা ঘোষণ দরবারে মহাত্মা দাউদের করে আপনারই দ্বারা রাজদণ্ড অর্পিত হইয়াছিল। সে মহাপ্রাণ পাঠানরাজ অতীত—কিন্তু তদীয় উত্তরাধিকারীর রাজদণ্ড—কুচবিহারের অগণিত বর্ষব্যাপী স্বাধীনতা সংরক্ষণ—প্রথম কর্ত্তব্য জ্ঞান করিবে।

কুচবিহাররাজ কৃতজ্ঞ হৃদয়ে বঙ্গেশ্বরের সাগ্রহ প্রসারিত হস্ত চুম্বন পূর্ব্বক স্বকীয় সিংহাসনে আসীন হইলেন।

ও। পাঠানের চিরাশ্রয়দাতা! অধীনের কিঞ্চিত নিবেদন আছে।

প্র। নবাব জাদা! বঙ্গের কৃতজ্ঞ অধীশ্বরের পক্ষে আপনাকে অদেয় কিছুই নাই।

ও। সুবা বাংলার রাজকর সাহেন সাহ দাউদ নির্দ্ধারিত প্রণালী অনুসারে বঙ্গের রাজকোষে হাজির করিতে ইচ্ছা করি। বঙ্গেশ্বরের ভাণ্ডার পূরণে সমগ্র বঙ্গের পক্ষ হইতে অধীন এ দরখাস্ত পেশ করিতেছে।

প্র। পাঠান কুলতিলক! উৎকলের বিধান আপনার দ্বারা যে ভাবে বিধিবদ্ধ হইয়াছে তদনুরূপই রক্ষিত হইবে। বঙ্গের পরাক্রান্ত

সুহৃদ! মাতৃপূজাযজ্ঞের আহ্বানকালে পাঠানবীরের তরবারিই প্রকৃষ্ট সাহায্যরূপে গৃহীত হইবে।

ও। অধীন, বঙ্গের ব্যবস্থা বিষয়ে নিবেদন করিতেছে।

প্র। ভৌমিক ভ্রাতৃগণ! যশোহরের সহিত যে সম্বন্ধ চিরস্থাপিত, আশাকরি বঙ্গের মিত্র স্বরূপে বঙ্গীয় স্বাধীনতার স্তম্ভ স্থানীয় হইয়া স্বদেশের মুখোজ্জ্বল করিবেন। গোরক্ষপুররাজ! কামরূপাধিপ! ত্রিপুরারাজ ও কুচবিহারাধিপতি! নবাব জাদার ন্যায় সম্পদে বিপদে বন্ধুত্ব রক্ষা করিলে বঙ্গভূমি কৃতার্থ হইবে।

তখন বসন্তরায় ও দিনাজপুর যুগপথ জ্ঞাপন করিলেন।

ব, দি। বঙ্গেশ্বরের বিপুল কর্ত্তব্য সহায়তায় ধন, মান, ঐশ্বর্য্য তদীয় করে অর্পণ করিতে ভৌমিকগণ সর্ব্বাগ্রে প্রস্তুত। বৈষয়িক ও সামরিক কর, সাহায্য, উপহার—অতীত বঙ্গেশ্বর প্রবর্ত্তিত নিয়মে প্রদান করিবার প্রথা নির্দ্দিষ্ট হইল।

তখন চন্দ্রদ্বীপাধিপতি কন্দর্পনারায়ণ অভিবাদনান্তর তেজোগর্ভ বচনে নিবেদন করিলেন।

কন্দ। বঙ্গেশ্বর! আজ এ মহাযজ্ঞাহূত রথীবর্গের সমক্ষে সমগ্র বঙ্গভূমি কায়মনোবাক্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইতেছে—বঙ্গের স্বাধীনতা রক্ষায়, অতীত গৌরব পুনরুদ্ধার কল্পে, জাতীয় সম্মান অক্ষুন্ন রক্ষার্থ—বঙ্গের শেষ শোণিত বিন্দু, রাজন্য জীবনের শেষ কপর্দ্দক—জন্মভূমি পূজার বিরাট যজ্ঞে আহুতি প্রদানে কুণ্ঠিত হইবে না। আজ সার্দ্ধদ্বিশত বৎসর—বিজাতীয় চরণ নিষ্পেষণে বঙ্গের অস্থি মজ্জা জর্জ্জরিত। ভাগ্যবলে আজ পুনরায় জাতীয় মহোৎসবে আহুত হইয়াছি, আজ মাতৃপূজায় অন্নপূর্ণা ভবানীর বিরাট খড়্গ অগ্রগামী, ভবানীর দ্বাবিংশতি বর্ষীয় বীর পুত্র বিজয়োদ্দীপ্ত শিরে রত্নপ্রসূ বঙ্গের মুকুট গ্রহণে জাতীয় জীবন ব্রতে বদ্ধপরিকর, দূর ভুবনেশ্বর প্রান্তরে বল গর্ব্বিত মোগলের বিশাল বাহিনী

অবলুণ্ঠিত, বাত্যা সংক্ষুব্ধ সাগর বক্ষ বিহারী দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ দস্যুপতি কার্‌ভাল্‌হোর বিজয় মুকুট চক্রশ্রী দ্বীপ সৈকতে বালুকা চুম্বনে পরাজয় মানিয়াছে ; বঙ্গের উশৃঙ্খল নেতাহীন পাঠান শক্তি অতীত বঙ্গেশ্বরের উত্তরাধিকারী আপনে বঙ্গের স্বদেশ প্রেমোদ্দীপ্ত বীর পুত্রের বদান্য আশ্রয়ে মাতৃভূমি পূজার্থ সমবেত ; বৈদেশিক পর্টুগীজ শক্তি বাণিজ্য বৃত্তি পরিত্যাগে বঙ্গেশ্বরের অদ্বিতীয় প্রভুত্ব রক্ষায় সদর্পে দণ্ডায়মান—এ শুভ মুহূর্ত্তে, বঙ্গের এ মাহেন্দ্রক্ষণে, ধমনী সঞ্চারে বিন্দু শোণিত বর্ত্তমান থাকিতে কোন্ ভীরু—জাতীয় পতাকা উড্ডীন করিতে পরাঙ্মুখ হয় জানি না। ভবানীর বরপুত্র ! যে ব্রাহ্মণ সন্তান এ জাতীয় সম্মিলনের বিরাট আয়োজনে অক্লিষ্ট অধ্যবসায় সহকারে সসাগরা বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যার রাজশক্তি যশোহর নগরে কেন্দ্রীভূত করিয়াছে, যাহার তেজোগর্ভ আকিঞ্চন প্রসাদে বঙ্গীয় রাজন্যগণের নির্জ্জীব প্রাণে চৈতন্য সম্পাদিত হইয়াছে, যে মহাপুরুষ এক অজ্ঞাবিত পূর্ব্ব বৈদ্যুতিক শক্তি সম্পন্ন তর্জ্জনী চালনে বঙ্গের ক্ষণ জন্মা সন্তানের ললাটে গরিমা মণ্ডিত রাজমুকুট স্থাপন কল্পে শস্য শ্যামলা বঙ্গভূমি, পর্ব্বতাকীর্ণ গোরক্ষপুর, গোধূমজীবী বিহারবাসী, পুণ্যক্ষেত্র উৎকল, দূর সাগরান্ত চট্টগ্রাম, কামরূপের অটবী বিস্তার, কুচবিহারের দুর্জ্জয় নিভৃতাবাস—এক অসম্ভব মিশ্রণে সমাহরণ করিয়াছেন—অধীনের আকাঙ্খা, এ মহাযজ্ঞস্থলে তদীয় ললাটে বঙ্গের মন্ত্রীত্ব জ্ঞাপক রাজ চিহ্নাঙ্কিত শিরোবেষ্ট প্রদত্ত হয়—এই প্রার্থনা।

প্র। চন্দ্রদ্বীপাধিপ ! আপনার প্রস্তাব সাদরে গৃহীত হইল।

তখন সমবেত নরপতিবর্গ—বিপুল জয়ধ্বনি সহকারে মহামতি শঙ্করকে বঙ্গেশ্বর সমীপে উপস্থিত করিলেন। যশোহরের রাজ চিহ্নাঙ্কিত শিরোবেষ্ট তদীয় মস্তকে বেদমন্ত্রোচ্চারণ সহকারে, ব্রাহ্মণমণ্ডলী কর্তৃক অর্পিত হইল। শঙ্কর রাজহস্ত চুম্বন দ্বারা বিশ্বস্ততা জ্ঞাপন করিলেন—সম্রাট বঙ্গেশ্বর তদীয় শিরে রাজদণ্ড স্পর্শ পূর্ব্বক আহ্বান করিলেন—

প্র। বন্ধু! অদ্য মাতৃ পূজা প্রয়াসী রাজেন্দ্রসমাজ কর্ত্তৃক বঙ্গীয় মন্ত্রীর কর্ত্তব্যভার তোমার হস্তে ন্যস্ত হইল। আশাকরি সমগ্র বঙ্গের সহানুভূতি তোমার কর্ত্তব্য পালনে সহায় হইবে।—শঙ্কর পুনরাভিবাদন পূর্ব্বক রাজন্যমণ্ডলী সম্মুখস্থিত বঙ্গীয় মন্ত্রীর শূন্য সিংহাসন গ্রহণ করিলেন।

দি। বঙ্গেশ্বর! যে মহারথী বঙ্গের প্রথিত নামা বীরেন্দ্রসমাজের অগ্রণীস্বরূপে ভবিষ্যৎ মহাহবে জাতীয় বিজয় বাহিনী পরিচালন করিবেন, যিনি বঙ্গের অদ্বিতীয় বীরপুরুষ আখ্যায় কীর্ত্তিত, সমবেত বঙ্গীয় রাজন্যগণ যাঁহার অধীনতায় চালিত হইবেন, অধীনের বিবেচনায় সে মহাপুরুষ রাজোপাধি ভূষিত হইবার সম্পূর্ণ যোগ্য পাত্র। এক্ষণে ভ্রাতৃগণের অভিপ্রায়।

দরবারস্থ নরপতিগণ, শঙ্কর, সামরিক রথীবর্গ এ প্রস্তাব বিপুল জয়ধ্বনি সহকারে সমর্থন করিলেন। তখন গোবিন্দরায় দ্বারদেশাবস্থিত যশোহর সেনাপতি সমভিব্যহারে বঙ্গেশ্বর সাক্ষাতে আগত হইলেন। সূর্য্যকান্ত রাজচরণ তলে শিরস্ত্রাণ রক্ষাপূর্ব্বক ভূমি চুম্বিত মস্তকে অভিবাদন করিলেন। তৎপরে রাজন্যগণোদ্দেশে অবনত শিরে সম্ভ্রম জ্ঞাপন করিলেন। তখন গোরক্ষপুরপতি শঙ্কররাম ধীর পদে অগ্রসর হইলেন—স্বীয় উষ্ণীষ উন্মোচন পূর্ব্বক সেনাপতি মস্তকে অর্পণ দ্বারা আশীর্ব্বাদ করিলেন।

গো। বঙ্গের অদ্বিতীয় বীরপুরুষ! আজ সমগ্র বঙ্গের রাজশক্তি আপনার করে সমর্পিত হইল। জাতীয় প্রধান সেনাপতি অদ্য হইতে রাজন্য সম্প্রদায়ের গৌরব বর্দ্ধন করিবেন।

সূর্য্যকান্ত বঙ্গেশ্বরের হস্ত চুম্বন দ্বারা বিশ্বস্ততা জ্ঞাপন করিলেন। সম্রাম্বিকা বঙ্গেশ্বরী রাজদণ্ড দ্বারা তদীয় শিরোস্পর্শ করণান্তর আশীর্ব্বাদ করিলেন।

রা। গুহকুলপ্রদীপ! বঙ্গীয় রাজশক্তি সহায়ে মাতৃপূজার বিরাট যজ্ঞে জন্মভূমির মুখোজ্জ্বল করিতে সমর্থ হউন।

সে শুভযোগে রামচন্দ্র স্বীয় তরবারি সূর্য্যকান্তের কটি দেশে পরাইলেন।

রাম। বঙ্গের সেনাপতি! তাম্রলিপ্ত নগরীর তরবারি বঙ্গের সেবায় গৌরবান্বিত হইবার বাসনা করে।

তখন ত্রিপুরারাজ ভ্রাতা বিশাল হেম জড়িত চর্ম্ম সূর্যকান্তের বক্ষ সংলগ্ন করিলেন।

ত্রি। বঙ্গের ভবিষ্যৎ মহাহবে পার্ব্বতীয় রাজ্যের প্রসিদ্ধ শ্রীহট্ট চর্ম্ম সেনাপতির কর্ত্তব্যে সহায় হউক।

ওস্‌মান সাগ্রহ প্রসারিত বক্ষে সূর্য্যকান্তকে আলিঙ্গন করিলেন। পূর্ণ প্রাণে বলিলেন—

ও। যে দেশের আবালবৃদ্ধ বীরত্বের গৌরব রক্ষায়, বীর হৃদয়ে জয় মাল্য প্রদানে কৃতার্থতা জ্ঞান করে—সে দেশ ধন্য—সে রাজেন্দ্র বর্গের অক্ষয় কীর্ত্তি যুগযুগান্তরেও ম্লান হইবে না।

বন্ধুদ্বয় একাসনে উপবেশন করিলেন। তখন নকীব উচ্চকণ্ঠে জ্ঞাপন করিল—অদ্য বৈশাখী পূর্ণিমা তিথিতে বঙ্গের স্বাধীনতা ঘোষণা দরবারে সমবেত রাজশক্তি, মহারথীবর্গ, রাজ্যের সামন্ত, সর্দ্দার, জমীদার, সামরিক ও বৈষয়িক প্রধান বর্গ বঙ্গেশ্বর সমীপে বিশ্বস্ততা জ্ঞাপনার্থ অগ্রসর হউন।

সে শুভ মুহূর্ত্তে বিপুল গর্জ্জনে কামান ধ্বনি হইল, বিজয় বাদ্য ঝঙ্কারে, স্বস্তি বচন পাঠে, বৈতালিক বন্দীগীতে, ঘন জয়ধ্বনি মিশ্রণে অভূতপূর্ব্ব কোলাহল উত্থিত হইল। দরবারস্থ রাজা, মহারাজা, সামন্ত, সাহা, নবাব, আমীর, ওমরাহ, জমীদার, সেনাপতি একে একে রাজহস্ত চুম্বন দ্বারা বিশ্বস্ততা জ্ঞাপন করিলেন—রাজ সাক্ষাতে বহুবিধ মণি, মুক্তা, রত্ন, কারুকার্য্য বিশদ অলঙ্কার, তরবারি, হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি উপহার প্রদত্ত হইল।

প্রতিশ্রুত রাজকর অন্নপূর্ণা ভাণ্ডারে দাখিলের আদেশ প্রদত্ত হইল। বঙ্গেশ্বর—উপহার প্রাপ্ত দ্রব্যজাত আংশিক প্রত্যর্পণ ও খেলায়ত, অলঙ্কার প্রভৃতি দানের অনুজ্ঞা প্রদান করিলেন।

তখন প্রতাপ গাত্রোত্থান পূর্ব্বক ব্রাহ্মণ মণ্ডলীকে বন্দনা করিলেন—তৎপরে নরপতি বর্গকে সাদর সম্ভাষণান্তর সেনাপতি উদ্যানাবাসে নিমন্ত্রণ রক্ষার্থ অনুরোধ জ্ঞাপন করিলেন।

সে মুহূর্ত্তে পুনরায় গম্ভীর মন্দ্রে তোপধ্বনি হইল, ঘন বিজয় বাদ্য ঝঙ্কারে দিগ্‌দিগান্ত প্লাবিত হইল, সুকণ্ঠ ভট্টকবিগণ বীরগাথা গাহিলেন—ব্রহ্মাণমণ্ডলী স্বস্তি বচনাবৃত্তি করিলেন—বঙ্গেশ্বর ব্রাহ্মণ ও পণ্ডিতগণকে বহুবিধ ধনদানে আপ্যায়িত করিলেন। অনাথ ও দুঃখীগণের পরিচর্য্যাভার নিপুণিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

প্র। লক্ষ্মীকান্ত! আজ অন্নপূর্ণা ভাণ্ডার সহায়ে দরিদ্র, গৃহহীন, বঙ্গের বিদ্বন্মণ্ডলী, সমবেত ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব সম্প্রদায়, অনাথ ও দুঃখীগণের পূর্ণ তৃপ্তির সহিত পরিচর্য্যা করিবে। এ মহাব্রতে বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ও নিপুণিকা তোমার সাহায্যে আদিষ্ট হইলেন। সেনাপতি স্বয়ং রাজগণের পরিচর্য্যা ভার গ্রহণ করিয়াছেন। মদন ও গোবিন্দ! রাজাত্মীয়, অভ্যাগত ও নিমন্ত্রিত জনসাধারণের ভার গ্রহণে সত্বর হও।

তখন নকীব উচ্চ কণ্ঠে সভা ভঙ্গের আদেশ প্রদান করিল। বিপুল জয়ধ্বনি সহকারে অভ্যর্থিত হইয়া বঙ্গেশ্বর সস্ত্রীক অন্তঃপুরাভিমুখে যাত্রা করিলেন।

কালসর্প

(৩৯)

বঙ্গের স্বাধীনতা ঘোষিত হইবার পর প্রতাপ, শঙ্কর, সূর্য্যকান্ত ও সমরসচিব রূপরাম সমভিব্যহারে নববিধান সম্মিলিত বীরগণের সৈন্যা-বস্থান, নবনির্ম্মিত দুর্গনিচয়, জাহাজ নির্ম্মাণ স্থল, অগণ্য প্রণালী সমূহের পরীক্ষা কার্য্যে ব্যাপৃত ছিলেন। অদ্য রাজধানী প্রত্যাগত হইয়াই খাস্ দেওয়ানে বঙ্গের প্রতিনিধিবর্গ, মন্ত্রী, সেনাপতি, রাজস্ব সচিব, আত্মীয়, কর্ম্মচারী প্রভৃতিকে ভবিষ্যৎ আয়োজন শৃঙ্খলা স্থাপনার্থ আহ্বান করিয়াছেন। রাত্রি প্রহরার্দ্ধ অতিবাহিত; সে উজ্জ্বলিত দেওয়ান খানায় সিংহাসন সম্মুখস্থ বিচিত্র মসনদে বঙ্গের মহামন্ত্রী শঙ্কর বহুতর নক্সা, দরখাস্ত, ছাড়, রাজস্ববিধান, হুকুমনামা, এত্তেলা, অবধারণ পত্র পাঠে নিবিষ্ট চিত্ত। সিংহাসন পার্শ্বে রাজস্ব সচিব লক্ষ্মীকান্ত—রাজ্যের বিভিন্ন বিভাগ সমূহের আয় সম্বন্ধীয় কাগজাদ, পররাষ্ট্র বিভাগের হিসাব নিকাশ প্রদর্শনার্থ দণ্ডায়মান ছিলেন।

প্র। মন্ত্রী প্রবর! আপনার আগরা দুর্গের প্রতিকৃতি নির্ম্মাণ সম্পূর্ণ হইয়াছে কি?

শঙ্কর গাত্রোত্থান পূর্ব্বক রাজ পরিচ্ছদাগ্র চুম্বন করিলেন।

শ। সিংহাসনাশ্রয় হৈমবেদী পৃষ্ঠে সংরক্ষিত—এক্ষণে বঙ্গেশ্বরের অনুমতি।

প্র। বঙ্গের মহারথী বর্গ! যশোহর নগরের পঞ্চ ক্রোশ দক্ষিণ পূর্ব্বপ্রান্তে, যে স্থলে কপোতাক্ষ নদ যমুনা প্রবাহের অতি নিকটবর্ত্তী হইয়াছে—তথায় আগ্রাদুর্গের অনুকরণে স্বাধীন বঙ্গের নবাধিষ্ঠান নির্ম্মাণ

একান্ত কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান বিপুল আয়োজন, সৈন্য সমাবেশ ও রাজকীয় সাময়িক কার্য্যালয় সমূহ, ক্রমবর্দ্ধনশীল নগরাভ্যন্তর হইতে অধিবাসীবর্গের বাস সংস্থানার্থ স্থানান্তরিত হওয়া প্রয়োজন। নির্ব্বাচিত অবস্থান ও দুর্গ নির্ম্মাণ পদ্ধতি আপনাদের অনুমোদন সাপেক্ষ।

রাজ্যের সামন্ত, সর্দ্দার, প্রতিনিধি, সেনাপতিবর্গ, হৈমবেদী পৃষ্ঠ রক্ষিত নক্সা ও আগ্রাদুর্গের প্রতিকৃতি পরীক্ষায় সমবেত হইলেন।

শ। ভবানী পুত্র! সেবকের নিবেদন—কপোতাক্ষ ও খোল পাটুয়া নদ যে স্থলে পরস্পর অতি নিকটবর্ত্তী হইয়াছে, সে অবস্থানটী মন্ত্রী ও রথী সমাজ কর্ত্তৃক সম্যক্ পরীক্ষিত হয়। পশ্চিম বিভাগ দৃঢ়ীকরণ কল্পে রায় মাতলা নদী তটে মাতলা দুর্গ নির্ম্মাণ যেরূপ আয়তন ও আয়োজন সহকারে সমাধা হইয়াছে, মধ্যবর্ত্তী বিভাগ সুশাসন জন্য এবং পর্টুগীজ ও মগ দস্যুদিগের শাসন সৌকার্য্যার্থ, বিশেষতঃ পূর্ব্ববঙ্গের সৈন্যাবস্থান সমূহের কেন্দ্রস্বরূপ বঙ্গেশ্বরের নামানুসারে দুর্গ ও অস্ত্রাগার নির্ম্মাণ অবিলম্বে প্রয়োজন। অস্থায়ী রক্ষীসর্দ্দার কমল খোজার হস্তে নির্ম্মাণ ও শাসন ভার প্রদত্ত হইবে।

সে সমবেত বীরেন্দ্র সমাজ একবাক্যে সমর্থন করিলেন। ধূম্রঘট্ট পত্তনের নির্ম্মাণ ভার জগৎ সহায়ের প্রতি অর্পিত হইল। আগ্রাদুর্গের প্রতিকৃতি নির্ম্মাতা মহামন্ত্রী শঙ্কর তত্ত্বাবধান করিবেন।

বস। বৎস! গোবিন্দদেব বিগ্রহ ও উৎকলেশ্বর মহাদেবের প্রতিষ্ঠাকল্পে তোমার মতামত অবগত হইতে বাসনা আছে।

প্র। তাতঃ! আপনার অনুমতি প্রাপ্ত হইলে—তদনুরূপ অনুষ্ঠানে দাস সর্ব্বথা প্রস্তুত।

ব। আমার অভিপ্রায়, যমুনা নদীর পশ্চিম তীরবর্ত্তী যশোহর সমাজস্থ ব্রাহ্মণগণের বাসস্থান ব্রহ্মশাসনের দক্ষিণাংশে, যে উচ্চ ভূভাগ পতিত আছে, তথায় মন্দির নির্ম্মাণ ও পুষ্করিণী খনন পূর্ব্বক ভগবান্

গোবিন্দদেব প্রতিষ্ঠা এবং কপোতাক্ষ তটে কেয়ারা নামক যে পুণ্যক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়াছিলাম, তৎসন্নিকটে উৎকলেশ্বরের প্রতিষ্ঠার্থ মন্দির নির্ম্মাণ হইলে সুব্যবস্থা হয়। আয়তন ও প্রণালী পরম পূজনীয় তর্ক পঞ্চাননের মতানুযায়ী নির্দ্ধারিত হইবে!

প্রতাপ বিনয় গর্ভ বচনে নিবেদন করিলেন—

প্র। গুরুদেব! পিতৃব্য মহারাজের বাসনা—আপনার অভিমতানুসারে দেব প্রতিষ্ঠা সম্পন্ন হইবেক।

তর্ক। বৎস! ব্রহ্মশাসনের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন হেতু মহারাজ যে মানস করিয়াছেন—তাহা সম্যক্ প্রশস্ত। পতিত, উচ্চ ভূমিখণ্ডে যুগ্ম মন্দির নির্ম্মিত হইলে, যশোহর রাজবংশের কুলদেবতা ৺ রাধাকান্ত দেব ও শ্রীশ্রী ৺গোবিন্দদেব একত্র সমাবেশিত হইবেন—তৎসম্মুখে সার্দ্ধশত বিঘা জলাশয় খনন দ্বারা দেবমন্দিরের শোভা সম্পাদন ও ব্রহ্মশাসনবাসী দ্বিজেন্দ্র-গণের জলকষ্ট বিদূরিত হইতে পারে। কেয়ারা পুণ্যক্ষেত্রই উৎকলেশ্বর মন্দিরের উপযুক্ত স্থান। তথায় প্রশস্ত জলাশয় এবং পুণ্যক্ষেত্র বারাণসীস্থ বিশ্বেশ্বরের মন্দিরানুকরণে সমায়তনে বিগ্রহাবস্থান নির্ম্মিত হউক।

প্র। যশোহরের ইষ্টদেব! আপনার আদেশ শিরোধার্য্য। পিতৃব্যদেব! মন্ত্রীরাজ কর্ত্তৃক কেয়ারা সন্নিকটস্থ কপোতাক্ষ ও খোলপাটুয়া মধ্যবর্ত্তী স্থানে দুর্গ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা হইয়াছে। দেওয়ান লক্ষ্মীকান্ত উভয় বিগ্রহাবস্থান নির্ম্মাণার্থ আদিষ্ট হইলেন।

ব। যে সেবাইত ভ্রাতৃদ্বয় গোবিন্দদেব বিগ্রহ ও মহালক্ষ্মী দেবীর অর্চনা প্রকৃষ্টতা হেতু আনীত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ক্ষতিপূরণ প্রাপ্ত অংশের অংশ প্রদান করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় কনিষ্ঠ মহালক্ষ্মী দেবীর সহিত অন্তর্হিত হইয়াছেন। আশাকরি যশোহরের ব্যাসদেব এ বিষয়েরও সদুত্তর প্রদান করিবেন।

তর্ক পঞ্চানন যশোহরের ব্যাসদেব অভিধায় খ্যাত ছিলেন। তখন জ্ঞানদাস, শ্রীনিবাস, গোবিন্দ দাস, যদু নন্দন, শিবরাম প্রভৃতি বৈষ্ণব মণ্ডলী সাগ্রহে প্রকাশ করিলেন—শ্রীমতীর দ্বিতীয়া মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইবে। গুরুদেব এ বিধান অনুমোদন করিলেন।

ব। বৎস শঙ্কর! যশোহর রাজ্যের সামরিক অবস্থানের নাম নির্দ্দেশ তোমাদ্বারা সম্পাদিত হইয়াছে। আশাকরি বিগ্রহাবস্থানের নাম করণ পূর্ব্বক বাধিত করিবে।

শ। মহারাজ! সেবকের প্রার্থনা—ভগবান গোবিন্দদেব ও রাধাকান্তদেবের মন্দিরাবস্থান নির্ম্মাণ, ভারপ্রাপ্ত দেওয়ানজীর জন্মভূমি গোপালপুরের নামোল্লেখে অভিহিত হইলে, উভয় উদ্দেশ্য সাধিত হয় এবং কেয়ারা পুষ্পক্ষেত্র সন্নিকটস্থ বিস্তীর্ণ জনপদ যশোহরের ব্যাসদেবের আদেশ নির্ম্মিত বিধায় "কাশী" নামে পরিচিত হইবে।

অনন্তর বসন্ত রায় সমভিব্যাহারে গুরুদেব, উপস্থিত ব্রাহ্মণ মণ্ডলী ও বৈষ্ণব কবিগণ দেব প্রতিষ্ঠা নির্দ্ধারণার্থ বৈষ্ণব সভায় যাত্রা করিলেন।

সূর্য্যকান্ত যথারীতি অভিবাদনান্তর নিবেদন করিলেন—

সূ। মহারাজ! কপোতাক্ষ দুর্গ গড়কমলপুর নামে অভিহিত হইবার অনুমতি প্রার্থনা করি। মাতলা দুর্গ ও তদাশ্রিত নগরী গড় প্রতাপ নগর অভিধায় খ্যাত। এমতাবস্থায় কার্য্য শৃঙ্খলা হেতু বিভিন্ন নাম প্রদান কর্ত্তব্য।

শ। সেনাপতি! আপনার মতানুযায়ী রায়মাতলাগড় ও কমলপুর গড় নামে এতদুভয় দুর্গ অভিহিত হইবে কিন্তু আশ্রিতা নগরী উভয়ত্রই প্রতাপ নগর নামে পরিচিত থাকিবে।

প্র। বন্ধু! রাজ্য দৃঢ়ীকরণ কল্পে বর্ত্তমানে আর কোনও দুর্গাদি নির্ম্মাণ আবশ্যক কিনা—বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক স্থির করিতে হইবে।

সূ। মহারাজ! বর্ত্তমানে সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি ও বিভিন্ন শ্রেণীস্থ সৈন্যমণ্ডলীর সমাবেশ হেতু সেবক অনুমতি প্রার্থনা করে।

প্র। বন্ধু! সর্ব্ববিধ শ্রেণীর সৈনিক সংখ্যা, কর্ত্তব্য, ক্ষমতা, শিক্ষা, অবস্থান প্রভৃতি নির্দ্ধারণ হেতু যাবদীয় সেনাপতিবর্গকে তোমার উদ্যানাবাসে আহ্বান করিবে। তথায় স্বয়ং উপস্থিত হইবার ইচ্ছা আছে।

সূ। বঙ্গেশ্বর! অধীনের পরম সৌভাগ্য।

সূর্য্যকান্ত রাজ পরিচ্ছদাগ্র চুম্বনান্তর আসন গ্রহণ করিলেন।

শ। বিখ্যাত দস্যুপতি কার্‌ভালহো তদীয় প্রণয়িণীর সাক্ষাত লাভ বাসনায় গোপনে যশোহর নগরে আগমন করিয়াছিলেন কিন্তু উত্তেজিত নগরবাসী ও শান্তিরক্ষকগণ তাঁহাকে নিহত করিয়াছেন।

প্র। নগরের শান্তিরক্ষক হাজির আছেন?

শঙ্করের ইঙ্গিতে নকীব উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করিল—যশোহর নগরের শান্তিরক্ষক (সদর কোতয়াল) রত্নেশ্বর রায় রাজ সমক্ষে হাজির হউন। বিলম্বে সামরিক কর্ম্মচারীগণের পশ্চাৎ হইতে দীর্ঘকায়, গৌরকান্তি, বিপুল বক্ষ রত্নেশ্বর রাজ সমক্ষে উষ্ণীষ ভূমে রক্ষা পূর্ব্বক অভিবাদন করিলেন।

প্র। রত্নেশ্বর! দস্যুপতি কার্‌ভালহো কি প্রকারে নগরে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল?

র। ভিক্ষার্থী ফকিরের ছদ্মবেশে।

প্র। যশোহরের প্রহরীগণের অসতর্কতায় ক্ষুব্ধ হইলাম।

র। বঙ্গেশ্বর! এ বীরপূর্ণ মহানগরী সহস্র অসতর্ক হইলেও কাহার সাধ্য অগ্রসর হয়! বিশেষ অধীনের দ্বারাই দস্যুপতি নগর প্রবেশ পথে ধৃত হইয়াছিলেন।

প্র। তাঁহাকে হত্যা করিবার কারণ? আজ হইতে যুগযুগান্তরে,

দেশে, পররাষ্ট্রে আশ্রয়কামী পদানত শত্রুর হত্যাকারীরূপে যশোহরের নামে কলঙ্ক ঘোষিত হইবে।

র। রাজ রাজেশ্বর! উত্তেজিত নগরবাসীর আক্রমণ প্রতিরোধ অসমর্থতা বশতঃই কাব্‌ভাল্‌হো নিহত হইয়াছেন।

প্র। রত্নেশ্বর! নগর রক্ষকের কার্য্যে—নগরবাসীর উচ্ছৃঙ্খলতায় সহায়তা? তোমার অদ্ভুত কর্ত্তব্য নিষ্ঠায় চমৎকৃত হইলাম।

র। প্রভু! দীনপ্রতিপালক! সেবক প্রাণপণে উচ্ছৃঙ্খলতা নিবারণে প্রয়াস পাইয়াছে কিন্তু এ বিশাল নগরীর অধিবাসী, রক্ষী—উর্ম্মিতাড়িত সাগরোচ্ছ্বাসের ন্যায়—সে ছদ্মবেশী দস্যুরাজকে আক্রমণ করিয়াছিল।

শ। মহারাজ! সমগ্র নাগরিক, দস্যুপতির অতীত অত্যাচার কাহিনী স্মরণে প্রতিফল প্রদানার্থ অগ্রসর হইলে—প্রহরীগণের আন্তরিক সহানুভূতি ও সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে উচ্ছ্বাস প্রশমন রত্নেশ্বরের ক্ষমতা বহির্ভূত।

প্র। রত্নেশ্বর! নগরবাসীর উচ্ছৃঙ্খলতা শাসনের অন্তবিধ উপায় পরিগৃহিত হইবে। তোমার অধীনস্থ হত্যাকাণ্ড সংলিপ্ত প্রহরীগণের তালিকা দাখিলের অনুজ্ঞা প্রদত্ত হইল; মন্ত্রী প্রবর! হত্যাকারী নগরবাসীগণের প্রতি কাব্‌ভাল্‌হোর উত্তরাধিকারীগণকে রক্তমাথট স্বরূপ দশ সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা প্রদান করিবার আদেশ প্রদত্ত হইল।

শ। মহারাজ! দস্যুপতির কোন ন্যায়ানুমোদিত উত্তরাধিকার নাই।

প্র। মগরাজপুত্রীকে পঞ্চ সহস্র সুবর্ণ মুদ্রা রাজকোষ হইতে ও পঞ্চ সহস্র নগরবাসী হত্যাকারীগণ দ্বারা প্রদত্ত হইবার অনুমতি হইল। তাহার দর্শনাকাঙ্খাই এ হতভাগ্য দস্যুর কাল স্বরূপ হইয়াছিল। আর কোন সংবাদ আছে কি?

শ। আরাকান রাজদূত সন্ধি প্রার্থনায় হাজির আছেন।

কেশব ভট্টের ইঙ্গিতে নকীব উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করিল। অবিলম্বে বৈদেশিক রাজ প্রতিনিধি শ্রেণী হইতে আরকান দূত মঙ্‌—বা—উন্‌ অগ্রসর হইলেন। রাজ চরণ তলে উষ্ণীষ রক্ষা পূর্ব্বক নিবেদন করিল।

বা-উন। চণ্ডীখানের পরাক্রান্ত অধীশ্বর! বঙ্গের একাধিপত্য লাভে সক্ষম হইয়াছেন—এ সংবাদে আরাকান রাজ—বিংশতি সংখ্যক হস্তী, সহস্র ঘোটক, শত গজমুক্তা, হীরক খচিত কোষগর্ভ তরবারি যুগল, তদীয় সঙ্কেতাঙ্গুরীয়ক ও নগদ বিংশতি সহস্র আস্‌রফি নজর প্রদান পূর্ব্বক সেবককে বঙ্গেশ্বরের প্রসাদ কামনায় প্রেরণ করিয়াছেন।

প্র। ভট্টরাজ! আরাকান দূতকে রাজপ্রতিনিধির খেলায়ত প্রদান কর। নগদ অর্থ প্রত্যর্পিত হইবে। বঙ্গের বন্ধুত্ব নিদর্শন স্বরূপ একখানি হাজার ফৌজী জাহাজ আরাকান পতাকায় সুসজ্জিত করণান্তর প্রত্যুপহার প্রদত্ত হইবার অনুমতি হইল।

শ। দূতের প্রার্থনা—বন্দী মগরাজ পুত্রের প্রতি বঙ্গেশ্বরের অনুগ্রহ দৃষ্টি আকর্ষণ এবং ভবিষ্যৎ বন্ধুত্ব স্থাপন।

প্র। মঙ্‌—পো—মীন্‌ কে হাজির করুন।

শ। দূত! তোমার অভীষ্ট পূরণে প্রতিশ্রুত হইলাম। অভীপ্সিত সন্ধি সম্বন্ধে বঙ্গের অভিপ্রায় এই যে—মগরাজ যশোহরের বিনানুমতিতে বঙ্গসাগরকূলে সৈন্য প্রেরণ করিতে পারিবেন না। বাণিজ্যকামী বঙ্গীয় পঙ্করঞ্জীন নিশান শোভিত অর্ণবপোত আরকান বন্দরে উন্নত ধ্বজে প্রবেশ করিবে। মগ পোত—বঙ্গের বাণিজ্য হেতু আগত হইলে অবনমিত ধ্বজে বন্দরে প্রবেশ করিবে। শুল্ক, উভয়রাজ্যে সমবিধানে গৃহীত হইবে। পর্টুগীজ দস্যুগণের শাসন কল্পে বঙ্গের সহায়তা করিবেন। সর্ব্বোপরি বঙ্গসাগরের লবণ বাণিজ্য শুল্ক যশোহরের আয়ত্ত থাকিবে।

দূ। বঙ্গেশ্বরের অনুগ্রহ আরাকান রাজের শিরোধার্য্য। সন্ধি পত্রে

আরাকান রাজের স্বাক্ষর গ্রহণান্তর সেবক যশোহরে মাসত্রয় মধ্যে হাজির হইবে।

তখন মগরাজ পুত্র যথারীতি হাজির হইলেন—

প্র। পো—মীন্! তুমি রাজপুত্র, ভ্রান্ত ধারণাবশে দস্যু সহযাত্রী হইয়া কারাযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছ—এক্ষণে সর্ব্বান্তঃকরণে মুক্তি প্রদান করিতেছি।

প্রতাপের ইঙ্গিতে কেশব ভট্ট রাজপুত্রের শিরোদেশে খেলায়তের উষ্ণীষ শোভিত করণান্তর বহুমূল্য তরবারি তদীয় কটিদেশে সংযোজিত করিলেন।

প্র। সৌভ্রাতৃক নিদর্শন—আরাকান পতাকা শোভিত হাজার ফৌজী জাহাজ—আরকান রাজকে প্রদত্ত হইয়াছে। তোমার স্বদেশ গমনে কার্য্যকর হইলে বাধিত হইব।

পো। বঙ্গেশ্বর! আপনার বদান্যতা, উপদেশ ও সৌজন্য চিরদিন কৃতজ্ঞতার সহিত স্মরণ করিব। ভগবান বুদ্ধদেব যশোহরের প্রতি প্রসন্ন হইবে।

প্র। কাবুভাল্‌হোর পরিণাম সম্বন্ধে বিশেষ ক্ষোভের কারণ হইয়াছে। তোমার ভগ্নীকে তদায় উত্তরাধিকারিণী স্বরূপ—রক্তমাথট প্রদত্ত হইবে।

পো। চণ্ডীখানের পরাক্রান্ত বংশধর! আপনার উদার আশ্রয়ে অধঃপতিতা দুঃখিনীকে প্রতিপালন করিলে কৃতার্থ হইব।

পো—মীন্ বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে রাজ প্রতিনিধিগণ মধ্যে কেশব ভট্ট নির্দ্দেশিত আসনে স্থান গ্রহণ করিলেন।

শ। স্বর্গীয় মহারাজের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া উপলক্ষ্যে যে কায়স্থ যুবক শুভ্র বস্ত্র ধারণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণগণের প্রাণ রক্ষা করিয়াছিলেন—বঙ্গেশ্বরের অনুমতি অনুসারে তিনি হাজির আছেন।

কেশব ভট্টের ইঙ্গিতে সামরিক কর্ম্মচারীগণের পশ্চাদ্ভাগ হইতে পূর্ব্ব পরিচিত যুবক অগ্রসর হইলেন—ভূমি চুম্বিত মস্তকে রাজসমক্ষে অভিবাদন করিলেন।

প্র। যুবক! রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইতে বাসনা আছে ?

যু। বঙ্গাধিপ! এ রাজাশ্রয় প্রাপ্তি বঙ্গবাসী মাত্রেরই বাঞ্ছনীয়!

প্র। সামরিক অথবা বৈষয়িক কোন্ বিভাগে প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছা কর ?

যু। মহারাজ! যে বিভাগে যশ, সম্মান, মাতৃভূমি সেবা—সে বিভাগ ভিন্ন অন্যত্র ষড়ৈশ্বর্য্যের প্রলোভন বর্ত্তমান স্বত্বেও, দাসের আকাঙ্ক্ষনীয় নহে।

প্র। রত্নপ্রসূ বঙ্গের কোন্ প্রদেশে এ অকুতো বলশালী যুবক জন্মগ্রহণ করিয়াছে ?

শ। যুবকের পরিচয় অদ্যাবধি অজ্ঞাত।

যু। সসাগরা বঙ্গের অদ্বিতীয় পুরুষ! সেবক—যশোহর মহানগরীর পঞ্চক্রোশ উত্তরবর্ত্তী নলতা গ্রামের একজন দরিদ্র প্রজা মাত্র—নাম বিজয়রাম ভঞ্জ।

প্র। বঙ্গীয় অশ্বারোহী, ঢালি, তীরন্দাজ, গোলন্দাজ, রক্ষী প্রভৃতির কোন্ শ্রেণীভুক্ত হইতে ইচ্ছা কর ?

যু। রাজরাজেশ্বর! রাজসেবা, মাতৃপূজা—যাহার জীবনের ব্রত রূপে পরিগৃহিত, তাহার পক্ষে শ্রেণী নির্ব্বাচন নিষ্প্রয়োজন।

প্র। কায়স্থ বীর! পাঠান সর্দ্দার কমল খোজা কপোতাক্ষ দুর্গের ও অস্ত্রাগারের ভার প্রাপ্ত। তদীয় অশ্বারোহী পদ—রাজরক্ষীর সৈন্যাপত্য—স্থায়ীভাবে তোমার প্রতি অর্পিত হইল। ভট্টরাজ! রক্ষী সেনাপতিকে খেলায়ত প্রদান কর।

যুবক কৃতজ্ঞ হৃদয়ে রাজপরিচ্ছদাগ্র চুম্বন করিলেন। বঙ্গেশ্বর তদীয় শিরে বারত্রয় রাজদণ্ড স্পর্শ পূর্ব্বক গম্ভীর কণ্ঠে আহ্বান করিলেন।

প্র। যশোহরের সম্মান রক্ষাকারী কায়স্থ বীর! অদ্য হইতে একবিংশতি মৌজা জায়গীর ও ভগ্ন স্তম্ভ ধারণ কীর্ত্তির প্রতিদানে ভঞ্জ চৌধুরী উপাধি প্রাপ্ত হইলে।

যুবক বাষ্পাবেশিত কণ্ঠে নিবেদন করিলেন—

য়ু। রাজরাজেশ্বর! আজ সেবকের জীবন সার্থক—চিরদিনের আকাঙ্খা—মাতৃপূজা প্রয়াসী গণের সেবা—আজ ভাগ্যবলে পূর্ণ হইবার সূচনা হইল।

কায়স্থবীর রাজপরিচ্ছদাগ্র চুম্বনান্তর ভট্ট প্রদর্শিত পথে প্রধান সেনাপতি রাজা সূর্য্যকান্তের নিকট বিশ্বস্ততা জ্ঞাপন করিলেন এবং তদীয় নির্দ্দেশানুসারে প্রথম শ্রেণী সেনাপতিগণ মধ্যে আসন প্রাপ্ত হইলেন।

শ। গৌড়ের ভগ্ন স্তূপ মধ্যে যে অনাথ ব্রাহ্মণ বালক আহার্য্য প্রস্তুত করিয়াছিল—সে রাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যে যশোহরে আগমন পূর্ব্বক রাজবন্ধুর আবাসে বিজয়েন্দু রায়ের বৃদ্ধ কর্ম্মচারীর আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। মহারাজের আদেশানুযায়ী হাজির আছে।

ইঙ্গিতে নকীব উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করিল—অবিলম্বে দেওয়ান খানার বহির্ভাগস্থ চত্বর বিভাগ হইতে পূর্ব্ব পরিচিত বালক রাজ সমক্ষে হাজির হইল।

প্র। ব্রাহ্মণ বালক! নিজ পরিচয় জ্ঞাত আছ কি?

বা। মহারাজ! অতি শৈশব হইতে অনাথ অবস্থায় দেশে দেশে ভ্রমণ কার্য্যই অধমের পরিচয়।

তখন সূর্য্যকান্ত ধীর পদে রাজ সমক্ষে অগ্রসর হইলেন। সাগ্রহ প্রসারিত রাজহস্ত চুম্বনান্তর নিবেদন করিলেন।

সূ। প্রভু! বৃদ্ধের প্রমুখাত অবগত হওয়া যায় যে—যশোহর রাজস্ব

বিভাগে ত্রিবেণী প্রদেশবাসী রামচন্দ্র নামক যে তহশীলদার কার্য্য করিতেন—এ বালক তাঁহারই সন্তান। ইহার মাতা বর্ত্তমান। সম্প্রতি তিনি সেবকের আশ্রয়ে আছেন।

প্র। বঙ্গের খ্যাতনামা সেনাপতি! আপনার দ্বারশীর্ষস্থ পারসী বয়াদ পরিবর্ত্তন প্রয়োজন।

সে খাস্ দেওয়ানের মন্ত্রী সমাজ, বীর মণ্ডলী বঙ্গেশ্বরের এবম্বিধ অনির্দ্দিষ্ট উত্তরে বিস্মিত হইলেন।

সু। রাজ রাজেশ্বর! অধীনের নিকট রাজাজ্ঞা চিরদিন ইষ্টদেবাদেশ রূপে গৃহীত হইয়াছে।

প্র। রাজন্! অদ্য হইতে দ্বার শীর্ষে 'নিরাশ্রয়ের আশ্রয়' রাজাদেশ ক্রমে স্বর্ণ অক্ষরে খোদিত হইবে।

সে শ্যামকান্ত মুখশ্রী আত্মপ্রশংসায় রক্তিমাভ হইল। ধীর পদে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

প্র। সমর সচিব! যশোহরের পূর্ব্ববিধানে রামচন্দ্র কোন্ কার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন?

রু। বঙ্গেশ্বর! অধীনের নিকট রামচন্দ্র পরিচিত ছিলেন—কিন্তু কার্য্য বিভাগ এক্ষণে স্মরণ হয় না।

শ। দেব সম্পত্তির তহশীল ও তত্ত্বাবধান কার্য্য করিতেন।

প্র। ব্রাহ্মণ বালক! বঙ্গের দেওয়ান লক্ষ্মীকান্তের নিকট কার্য্য শিক্ষা করিবে। তোমার পৈতৃক পদ দেবোত্তর সম্পত্তির তত্ত্বাবধান ভার প্রাপ্ত হইবে।

সভাসদগণ এক বাক্যে রাজ বদান্যতার প্রশংসা করিলেন। ব্রাহ্মণ বালক লক্ষ্মীকান্তের ইঙ্গিতে রাজপরিচ্ছদাগ্র চুম্বন করিল—অকস্মাৎ—সে দোর্দ্দণ্ড প্রতাপান্বিত সসাগরা বঙ্গের অদ্বিতীয় মহাপুরুষের মুকুট কম্পিত হইল, রাজদণ্ড গ্রাহী মুষ্টি শিথিল হইল—এক আপেক্ষিক প্রবাহে আপাদ

মস্তক শিহরিত হইল। ভবানীর বরপুত্রের হৃদয়ে এক অনৈসর্গিক ছায়া প্রকটিত হইল—মুহূর্ত্ত জন্য। বিস্ময়ে—পূর্ণপ্রাণে ভবানীর অভয় চরণ স্মরণ করিলেন—সে বিরাট বল পুনরাবির্ভূত হইল। কিন্তু সে ছায়া সম্পাত স্মরণে সহস্র বজ্র পরীক্ষিত বীর হৃদয়ের সংশয়াকুলতা ঘুচিল না। ইঙ্গিতে দরবার ভঙ্গের অনুমতি প্রদান পূর্ব্বক বিস্মিত চিত্তে গাত্রোত্থান করিলেন। তখন ঘন বিজয় বাদ্য ঝঙ্কারে দিগমণ্ডল প্লাবিত হইল, ভট্ট-কবিগণ বীরগাথা গাহিলেন, গম্ভীর-মন্দ্রে এক পঞ্চাশৎ তোপধ্বনি হইল, নহবৎ মন্দিরে উপর্য্যুপরি বারত্রয় সেলামী পড়িল। সমবেত মন্ত্রীসমাজ রাজন্যবর্গ, প্রতিনিধিগণ, সৈনাপতি সমূহ কর্ত্তৃক অভ্যর্থিত হইয়া অন্দর মহালে যাত্রা করিলেন। মনে মনে নিজ দৌর্ব্বল্য স্মরণে হাঁসিলেন—বোধ করি ভাবিতেছিলেন—ভবানী যাহার সহায়, সমগ্র বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা, আসাম, আরাকান যাহার তর্জ্জনী সঙ্কেত অপেক্ষায় একাগ্রচিত্ত—বঙ্গের অদ্বিতীয় রথীবর্গ যাহার সম্মান রক্ষার্থ বদ্ধপরিকর—তাহার পক্ষে এবম্বিধ বালকোচিত মূঢ়তা সর্ব্বথা পরিবর্জ্জনীয়।

হায় বঙ্গেশ্বর! আজ তোমার বদান্যতা ফলে যে কাল সর্প গৃহীত হইল—লক্ষ বঙ্গবাসীর হৃদয় শোণিতে তাহার খর্পর পূর্ণ হইবে কি? এই মহাপ্রাণতা প্রণোদিত উদারতার বিষময় ফলে—একদিন পঞ্চরঙ্গীন পতাকা শোভিত শস্য শ্যামলা বঙ্গভূমি স্বীয় উৎসর্গিত প্রাণ বীরধন্য সন্তানগণের হৃদয় শোণিতে স্নাত হইয়া—মুকুট শোভিত শিরে লৌহ শৃঙ্খল ধারণ করিবে—কোটি কোটি নর নারীর কাতর অশ্রু সম্পাতে করুণ প্রার্থনায়—জন্ম জন্মান্তরেও সে বন্ধন শিথিলতা হইবে না।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত